দ্বিতীয় সংস্করণ !
১৩৩৬ সাল।

দ্বিতীয় সংস্করণ !
১৩৩৬ সাল।

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-প্রণীতম্।

মূল, শ্রীধরস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত দুইটী টীকা শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃত অন্বয় বঙ্গানুবাদ এবং বালবোধিনী, বিজয়ধ্বজী, ক্রমসন্দর্ভ এবং তোষণী প্রভৃতি টীকাসমূহের তাৎপর্য্য-বোধক বেদান্তাদি দর্শন শাস্ত্রের অনুকূল সরল বঙ্গ-ভাষায় আভাস-সহ পূর্ব্ববৎ মাসে মাসে খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতেছে। উত্তম কাগজে রয়েল আটপেজী, ৮ আট ফর্ম্মায় ১ খণ্ড মূল্য ।/০ পাঁচ আনা হিসাবে ৬৬ খণ্ড ২০৷/০ আনা মূল্য ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ষষ্ঠ স্কন্ধ প্রকাশিত হইয়া সপ্তম ও দশম স্কন্ধ প্রকাশিত হইতেছে।

প্রথম সংস্করণ:—সমগ্র প্রথমাবধি ১২ স্কন্ধ একত্র বা পৃথক্ এক এক স্কন্ধ করিয়া ক্রমশঃ গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তাহাও প্রস্তুত আছে। মূল্য যথাক্রমে ১ম স্কন্ধ ৩/০, ২য় স্ক ১॥৵০, ৩য় স্ক ৪৸৵০, ৪র্থ স্ক ৪৲, ৫ম স্ক ২॥৶০, ৬ষ্ঠ স্ক ২।৵০, ৭ম স্ক ২৶০, ৮ম স্ক ২৵০, ৯ম স্ক ১৸৵০, ১০ম স্ক ১৩৲, ১১শ ৫৲, ১২শ ১।০। মোট ৪৪৲ টাকা মাত্র।

মূল, শাঙ্কর-ভাষ্য, আনন্দগিরিকৃত ও শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা এবং শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রি কৃত মূলের অন্বয়, বঙ্গানুবাদ এবং বেদান্তানুকূলে টীকা সমূহের তাৎপর্য্য বোধক বাঙ্গালা আভাস সহ প্রকাশ হইল। উত্তম কাগজে ডিমাই ৮ পেজির আকারে এক ফর্ম্মা, এইরূপ ৮ ফর্ম্মায় এক খণ্ড ।৵০ আনা হিসাবে বাহির হইয়া ১৮শ অধ্যায় ২৬ খণ্ডে প্রকাশিত হইল। সম্পূর্ণ মূল্য—৯॥৶ আনা ১ম ষটক মূল্য ৪৲, ২য় ষটক মূল্য ২।০, ৩য় ষটক মূল্য ৩।৵০।

সম্পূর্ণ এক সেট ৯॥৶০ স্থলে ৯৲ টাকায় পাইবেন।

সাংখ্য-দর্শন।

মূল কারিকা, বাচস্পতি মিশ্রকৃত তত্ত্বকৌমদী টীকা এবং শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রি কৃত মূলের সরল অন্বয়, বঙ্গানুবাদ এবং টীকার তাৎপর্য্যবোধক বাঙ্গালা আভাস সহ প্রকাশিত হইয়াছে। শিল্কাপড়ে বাঁধা মূল্য ২৲ কাগজে বাঁধা মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

পাতঞ্জল-দর্শন।

ভোজদেবকৃত বৃত্তি সমেত।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃত সরল ব্যাখ্যা, অনুবাদ এবং অন্যান্য টীকাকারগণের তাৎপর্য্যবোধক সাধনের অনুকূল যুক্তিমূলক আভাস সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তম পেষ্টবোর্ড কাগজে বাঁধা মূল্য ২৲ টাকা।

অধ্যাত্ম-রামায়ণম্

মূল, অন্বয়, রামবর্ম্মের টীকা, বঙ্গানুবাদ এবং বেদান্তাদি দর্শন-শাস্ত্রের অনুমোদিত বঙ্গভাষায় আভাস সহ প্রতি মাসে প্রকাশিত হইয়া ডিমাই আট পেজি আকারে ২২ খণ্ডে বালকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড সুন্দরাকাণ্ড সমাপ্ত হইয়া যুদ্ধকাণ্ড (লঙ্কাকাণ্ড) চলিতেছে। ইহার মূল্য ৫৷৷৹ টাকা, আশা করি ৪ মাসের মধ্যে গ্রন্থ সমাপ্ত হইবে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য প্রায় ৭৲ টাকা হইবে।

প্রাপ্তিস্থান।

শ্রীমদ্ভাগবত কার্য্যালয়।
৩৭নং বলরাম বসু ঘাট রোড,
ভবানীপুর; কলিকাতা।

৺হরিনারায়ণ মঠ।
২৫, ২৬ ও ৫৭নং মকিমগঞ্জ, বেনারস।
৺ত্রিলোচন শিবালয়ের সন্নিকট গোলাঘাট।
পোষ্ট:—বেনারস সিটি।

গীতা পাঠের প্রণালী।

প্রথমে প্রাতঃসন্ধ্যা, তর্পণ ও নিত্যপূজা সমাপন পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন ও সংকল্প করিবেন।

সংকল্প।

বিষ্ণুরোং তৎ সৎ ওম্ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামঃ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান-মহর্ষিবেদব্যাসপ্রোক্ত জয়াখ্য মহাভারতান্তর্গত-ভীষ্মপর্ব্বীয়-"ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়" ইত্যাদি—'যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ। তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম" ইত্যন্ত-শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপাঠকর্ম্মাহহং করিষ্যে। পরার্থে করিষ্যামি।

প্রাণায়াম।

প্রণবের (ও) দ্বারা প্রাণায়াম করিবেন। ৪।১৬।৮

করন্যাস।

ওঁ অস্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপাঠমন্ত্রস্য ভগবান্ বেদব্যাস ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা অশোচ্যানম্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে—ইতি বীজম্, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ—ইতি শক্তিঃ, অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ—ইতি কীলকম্।

'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ—ইত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ—ইতি তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ'। অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ—ইতি মধ্যমাভ্যাং নমঃ।' 'নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ—ইত্যনামিকাভ্যাং নমঃ।' 'পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ—ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ।' 'নানাবিধানি দিব্যানি নানা বর্ণাকৃতীনি চ—ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।'

অঙ্গন্যাস।

'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ—ইতি হৃদয়ায় নমঃ।' 'ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ—ইতি শিরসে স্বাহা।' 'অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ—ইতি শিখায়ৈ বষট্।' 'নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ—ইতি কবচায় হুম্।' 'পশ্য মে পার্থ! রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ—ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।' 'নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ—ইতি অস্ত্রায় ফট্।' [illegible]

ধ্যান।

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণ-মুনিনা মধ্যে মহাভারতে।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনী-
মম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্ ॥

প্রণাম।

নমোঽস্তু তে ব্যাস! বিশালবুদ্ধে! ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র!
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃপ্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥ ১ ॥
প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥ ২ ॥
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৩ ॥
বাসুদেবসুতং দেবং কংস-চানূরমর্দ্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্ ॥ ৪ ॥
ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধার-নীলোৎপলা।
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থাম-বিকর্ণ-ঘোর-মকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ ॥ ৫
পারাশর্য্যবচঃ সরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানককেশরং হরিকথা-সংবোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্‌পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥ ৬ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ৭ ॥
যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি* দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥

উক্ত ধ্যান পড়িয়া গীতা-গ্রন্থ পূজা করিবেন, অনন্তর প্রণাম-মন্ত্র পাঠ করিয়া গীতা পাঠ করিবেন।

---

* স্তবন্তি—ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

শ্রীশ্রীবরাহ-পুরাণোক্ত—

শ্রীশ্রীগীতা-মাহাত্ম্যম্

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

ধরা উবাচ :—ভগবন্ পরমেশান ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
প্রারব্ধং ভুঞ্জমানস্য কথং ভবতি হে প্রভো ! ১ ॥

বিষ্ণুরুবাচ :—প্রারব্ধং ভুঞ্জমানো হি গীতাভ্যাসরতঃ সদা ।
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে ॥ ২ ॥

মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যানং করোতি চেৎ ।
ক্বচিৎ স্পর্শং ন কুর্ব্বন্তি যথা পদ্মদলং জলং ॥ ৩ ॥

গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র যত্র পাঠঃ প্রবর্ত্ততে ।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি তত্র বৈ ॥ ৪ ॥

সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনঃ পন্নগাদয়ঃ ।
গোপালৈর্গোপিকাভিশ্চ নারদোদ্ধব-পার্ষদৈঃ ।
সহায়ান্তি তত্র শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে ॥ ৫ ॥

যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং শ্রুতম্ ।
তত্রাহং নিশ্চিতং পৃথ্বি ! নিবসামি সদৈব হি ॥ ৬ ॥

গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোত্তমং গৃহম্ ।
গীতাজ্ঞানমুপাশ্রিত্য ত্রীন্ লোকান্ পালয়াম্যহম্ ॥ ৭ ॥

গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ ।
অর্দ্ধমাত্রাক্ষরা নিত্যা সানির্ব্বাচ্য-পদাত্মিকা ॥ ৮ ॥

চিদানন্দেন কৃষ্ণেন প্রোক্তা স্বমুখতোঽর্জ্জুনম্ ।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞান-সংযুতা ॥ ৯ ॥

যোঽষ্টাদশ-জপো নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ ।
জ্ঞানসিদ্ধিং স লভতে ততো যাতি পরং পদম্ ॥ ১০ ॥

পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে ততোঽর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥

ত্রিভাগং পঠমানস্তু গঙ্গাস্নান ফলং লভেৎ ।
ষড়ংশং জপমানস্তু সোম-যাগ-ফলং লভেৎ ॥ ১২ ॥
একাধ্যায়ন্তু যো নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ১৩ ॥
অধ্যায়ং শ্লোকপাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে নরঃ ।
স যাতি নরতাং যাবন্মন্বন্তর বসুন্ধরে ! ॥ ১৪ ॥
গীতায়াঃ শ্লোক-দশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্ ।
দ্বৌ ত্রীনেকং তদৰ্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং ধ্রুবম্ ॥ ১৫ ॥
গীতাপাঠ-সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ॥ ১৬ ॥
গীতেত্যুচ্চার-সংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ ॥ ১৭ ॥
গীতার্থ-শ্রবণাসক্তো মহাপাপ-যুতোঽপি বা ।
বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ১৮ ।
গীতার্থং ধ্যায়তে নিত্যং কৃত্বা কর্ম্মাণি ভূরিশঃ ।
জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ো দেহান্তে পরমং পদম্ ॥ ১৯ ॥
গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ ।
নির্ধূত-কল্মষা লোকে গীতা যাতাঃ পরং পদম্ ॥ ২০ ॥
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ ।
বৃথা পাঠো ভবেৎ তস্য শ্রম এব হ্যুদাহৃতঃ ॥ ২১ ॥
এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাভ্যাসং করোতি যঃ ।
স তৎফলমবাপ্নোতি দুর্লভাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ২২ ॥
সূত উবাচ—মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়া ময়া প্রোক্তং সনাতনম্ ।
গীতান্তে চ পঠেদ্ যস্তু যদুক্তং তৎ ফলং লভেৎ ॥ ২৩ ॥
ইতি শ্রীবরাহপুরাণে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মাহাত্ম্যম্ ।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

শাঙ্করভাষ্যম্

উপক্রমণিকা ।

ওঁ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্ ।
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী ॥ ১ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

দৃষ্টিং ময়ি বিশিষ্টার্থাং কৃপাপীযূষবর্ষিণীম্ ।
হেরম্ব দেহি প্রত্যূহক্ষেত্রব্যূহনিবারিণীম্ ॥ ১ ॥
যদ্বক্ত্রপঙ্কেরুহসম্প্রসূতং নিষ্ঠামৃতং বিশ্ববিভাগনিষ্ঠম্ ।
সাধ্যেতরাভ্যাং পরিনিষ্ঠিতাস্তং তং বাসুদেবং সততং নতোঽস্মি ॥২ ॥
প্রত্যঞ্চমচ্যুতং নত্বা গুরূনপি গরীয়সঃ ।
ক্রিয়তে শিষ্যশিক্ষায়ৈ গীতাভাষ্যবিবেচনম্ ॥ ৩ ॥

আভাস ।

মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত মহাভারত ইতিহাস-খানি আর্য্য-জীবনের দুর্লভ রত্ন। কারণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই ইহার সারাংশ। মহর্ষি বেদব্যাসের সমগ্র জীবনের যাবদীয় পরিশ্রমের ফলই এই মুক্তিদায়িনী গীতা। কিন্তু ইহা মানব-জীবনের পক্ষে সহজে সংসার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার প্রধান সম্বল হইলেও, বিশেষ বৈরাগ্যের প্রয়োজন। কারণ সহজে সুখলাভের সরল উপায় বা পথ পাইতে, পাছে মানব গীতা জ্ঞানে যত্ন না করেন, তজ্জন্য বিচক্ষণ জগৎপূজ্য বেদব্যাস উপদেশ-ভাগের দৃষ্টান্ত-স্বরূপে ইহাকে মহাভারতের প্রধান অংশ রূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ"। "দৃষ্টস্যার্থস্য সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ"। সাধারণ প্রবাদ আছে, "কি কাজ আকুশি যদি হাতে ফল পাই, গৃহকোণে পাইলে মধু কেন বা পর্ব্বতে যাই"। সহজে কৃতকার্য্য হইতে

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্থিতিং পরিপালয়িষুঃ স আদিকর্ত্তা নারায়ণাখ্যো বিষ্ণুর্ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থং দেবক্যাং বসুদেবাদংশেন কৃষ্ণঃ কিল সম্বভূব। ব্রাহ্মণত্বস্য হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যাদ্বৈদিকো ধর্ম্মঃ, তদধীনত্বাদ্বর্ণাশ্রমভেদানাম্।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অণ্ডস্তেতি। উক্তস্যাণ্ডস্য হিরণ্যগর্ভাভিধানীয়স্যান্তরিমে ভূরাদয়ো লোকা বিরাড়াত্মকা বর্ত্তন্তে। কার্য্যং হি কারণস্যান্তর্ভবতি। তেন হিরণ্যগর্ভান্তর্ভূতা ভূরাদয়ো লোকা বিরাড়াত্মানস্তেন সৃষ্টা ইতি তল্লিঙ্গাদ্ধিরণ্যগর্ভসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। লোকানেব পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতাত্মক-বিরাড়াত্মত্বেন ব্যুৎপাদয়তি সপ্তদ্বীপেতি। সা পৃথিবী অভবদিতি শ্রুতৌ বিরাজো জন্ম সঙ্কীর্ত্তিতমিত্যঙ্গীকারাদশেষদ্বীপোপেতা পৃথিবীত্যনেন সর্ব্বলোকাত্মকো বিরাড়েবোচ্যতে। চ শব্দেন বিরাজোহি হিরণ্যগর্ভে পূর্ব্বোক্তাণ্ডান্তর্ভাবস্ততঃ সম্ভবোঽনুকৃষ্যতে। পরমাত্মা হি স্বজ্ঞানদ্বারা জগদশেষমুৎপাদ্য স্বাত্মন্যেবান্তর্ভাবাথৈকরস সচ্চিদানন্দাত্মনা স্বে মহিম্নি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। অত্র চ নারায়ণ-শব্দেনাভিধেয়মুক্তং। নরা এব নারা জীবাঃ ত্বংপদবাচ্যাঃ তেষাময়নমধিষ্ঠানং

আভাস।

তৎপদবাচ্য বেদ মানবের সমীপে বর্ষণ করিয়াছেন। মানব সেই সকল উপায়ের আশ্রয়ে কৃষি, দান, যজ্ঞ, হোম, এবং তপস্যাদি বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠানে যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। মহাভারতের আদ্যোপান্ত পাঠে আমরা অবগত হইতে পারি যে, দুর্ল্লভ মনুষ্য জীবন লাভ করিয়া, বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে সাংসারিক কর্ম্ম বা দান, পুণ্য, যোগ, তপস্যাদি বিবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ঐহিক বা পারলৌকিক উৎকর্ষ লাভ করিলেও যে সুখী হওয়া যায় না, তাহারই জলন্ত ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষত অনুভব করিতে পারি। কিন্তু চিরসুখী বা শান্তি লাভে নির্বৃত হইবার কামনা ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে চির জাগরূক রহিয়াছে। অতি নীচ হইতে অতি উচ্চ পর্য্যন্ত কোন মানবেরই হৃদয়ে সে আশার বিরাম নাই। কারণ সেই আশার স্রোত প্রবল বেগে মানব হৃদয়ে চির প্রবাহিত করিয়াই মানব জীবনের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব সকলে যখন সেই আশার স্রোতে ভাসমান হইয়া দৌড়িতেছে, তখন সেই আশার লক্ষ্য কোন না কোন স্থানে অবশ্যই পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট আছে; নতুবা সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিরর্থক হইয়া পড়ে। অতএব সৃষ্টি যখন সত্য, তখন তাহার লক্ষ্যও সত্য।

শাঙ্করভাষ্যম্।

স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্যাজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধ-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

এবং ব্রহ্ম। তথা চ কল্পিতস্যাধিষ্ঠানাতিরিক্তস্বরূপাভাবাদ্যাচাস্য কল্পিতত্বেঽপি লক্ষ্যস্য ব্রহ্মমাত্রত্বাৎ স্বাত্মৈক্যং বিষয়োঽত্র সূচ্যতে। তেনার্থাদ্বিষয়বিষয়িভাবঃ সম্বন্ধোঽপি ধ্বনিতঃ। পরোঽব্যক্তাদিত্যনেন মায়াসংস্পর্শাভাবোক্ত্যা সর্ব্বানর্থনিবৃত্ত্যা পরমানন্দাবির্ভাবলক্ষণো মোক্ষোঽপি বিবক্ষিতঃ। তেন চ তৎকামস্যাধিকারো দ্যোতিতঃ। পরিশিষ্টেন তুশব্দেন বস্তুনো বাস্তবমদ্বিতীয়ত্বমাবেদিতং। তেন চ বস্তুত্বা পরমবিষয়ত্বং তজ্জ্ঞাননিষ্ঠায়াস্তদুপায়ভূতকর্ম্মনিষ্ঠায়াশ্চাবান্তরবিষয়ত্বমিত্যর্থাদুক্তমিত্যবধেয়ম্।

ননু নৈব সাধ্যসাধনভূতং নিষ্ঠাদ্বয়মত্র ভগবতা প্রতিপাদ্যতে। ব্রহ্মণাভ্যর্থিতস্য ভগবতো ভূমিভারাপহারার্থং বসুদেবেন দেবক্যামাবির্ভূতস্য তাদর্থ্যেন মধ্যমঃ

আভাস।

"প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে"। প্রয়োজন ব্যতীত কেহ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। অতএব সাধারণ মানব যদি বিনা লক্ষ্যে কোন কর্ম্মে অগ্রসর না হয়, তখন এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের জীব-নিচয়কে সৃজন করত এতাদৃশ বিচিত্র কর্ম্মে সৃষ্টিকর্ত্তার নিয়োগও নিরর্থক হইয়া পড়ে। অতএব যখন নিয়োজিত করিয়াছেন, তখন তাহাদের কর্ম্ম-স্রোতের নিবৃত্তিতে সুখী হইবার লক্ষ্যকেও নিশ্চয় সৃজন করিয়াছেন। সুতরাং কর্ম্মস্রোতের লক্ষ্য কি এবং কি প্রকারেই বা তাহা সাধিত হইতে পারে, তাদৃশ যাবদীয় ব্যাপার এক মহাভারতে যেরূপ সুস্পষ্ট পরিদর্শন করান হইয়াছে, এরূপ কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। কিন্তু ঐহিক এবং পারত্রিক উন্নতি সাধনের জন্য অনন্ত প্রকার কর্ম্মের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক মহাভারতে প্রতীয়মান করিয়াছেন যে, প্রাকৃতিক উন্নতি-সাধনের দ্বারা কেহ কখন সুখী বা শান্তি লাভে সমর্থ হইতে পারেন নাই। বরং ঐহিক বা পারত্রিক উন্নতি লাভ করিলে, পরস্পরে পরস্পরের বিদ্বেষ-ভাজন হইয়া, চরম অশান্তির গভীর গহ্বরেই মানব নিপতিত হয়। ভারত-যুদ্ধই তাহার চরম ফল। অতএব ভোগে দুঃখ এবং কেবল ত্যাগেই যে শান্তি এবং অভিলষিত কর্ম্মস্রোতের অমীয়পূর্ণ লক্ষ্যের প্রাপ্তি ঘটে, তাহা কেবল এক গীতার গভীর মর্ম্মে সন্নিহিত থাকায়, সমগ্র মহাভারতের অন্তরে গীতার সন্নিবেশ হইয়াছে। গীতার

শাঙ্করভাষ্যম্।

বুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাতইব লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন্ লক্ষ্যতে। স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া বৈদিকং হি ধর্ম্মদ্বয়মর্জ্জুনায় শোকমোহ-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পৃথাসুতং প্রথিতমহিমানং প্রেরয়িতুং ধর্ম্ময়োরিহামুষ্মমানত্বাদতো নাস্য শাস্ত্রস্য নিষ্ঠাদ্বয়ং পরাপরবিষয়ভাবমনুভবিতুমলমিতি। তত্র ভগবতো ধর্ম্মসংস্থাপনস্বাভাব্য-ধ্রৌব্যাদ্ধর্ম্মদ্বয়স্থাপনার্থমেব প্রাদুর্ভাবাভ্যুপগমাস্তু ভারপরিহারস্য চার্থিকত্বাদর্জ্জুনং নিমিত্তীকৃত্যাধিকারিণং স্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তন দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠায়ামবতারয়িতুং গীতাশাস্ত্রস্য প্রণীতত্বাদুচিতমস্য নিষ্ঠাদ্বয়বিষয়ত্বমিতি পরিহরতি স ভগবানিত্যাদিনা ধর্ম্মদ্বয়মর্জ্জু-নায়োপদিদেশেত্যন্তেন ভাষ্যেণ। তত্র নেদং গীতাশাস্ত্রং ব্যাখ্যাতুমুচিতমাপ্তপ্রণীত-ত্বানির্দ্ধারণাত্তথাবিধশাস্ত্রান্তরবদিত্যাশঙ্ক্য মঙ্গলাচরণস্যোদ্দেশ্যং দর্শয়ন্নাদৌ শাস্ত্র-প্রণেতুরাপ্তত্বনির্দ্ধারণার্থং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিপ্রতিজ্ঞাপূর্ব্বকং সর্ব্বজগজ্জনয়িতৃত্বমাহ স

আভাস।

অধ্যয়নে এবং মর্ম্ম অবধারণে ভারতোক্ত মানব-জীবনের যাবদীয় তপস্যার অনুষ্ঠান ও চরিত্র গঠনাদির ফল সার্থক হয়; এবং কর্ম্মস্রোতেরও সম্পূর্ণ কৃতার্থতা ঘটে। কারণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ও ফলের অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝিয়া নিরাশ না হইলে, গীতার তাৎপর্য্য বা গভীর মর্ম্মে প্রবেশের যোগ্যতা আসিত না; সুতরাং সকাম কর্ম্মের ফল ও পরিণাম বর্ণনের দ্বারা নিষ্কাম গীতার বর্ণনও সার্থক হইয়াছে।

শতপুত্রের পিতা অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র লোকবল, ধনবল, বিজ্ঞান-বল ও শস্ত্র-বল লাভ করিয়া, হতাশার সাগরে নিমগ্ন হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী সঞ্জয়কে স্বকীয় অকৃতার্থ-তার পরিচয়ে যুদ্ধের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতেছেন; এবং সঞ্জয় যুদ্ধের আরম্ভ হইতে পরিণাম পর্য্যন্ত যাবতীয় বার্ত্তার পরিচয় দিতেছেন। কারণ ধৃতরাষ্ট্র কেবল চক্ষুহীনত্ব নিবন্ধন অন্ধ নহেন; দূর-দৃষ্টির অভাবে তিনি ঘোর অভিমানে অন্ধ। পরে কি হইবে, সে বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র অনুসন্ধান ছিল না। তাই বেদব্যাস তাঁহাকে অন্ধ সাজাইয়াছেন। কিন্তু সঞ্জয় কাম-ক্রোধাদি ভোগ-বাসনাকে সম্পূর্ণ জয় করিয়াছিলেন; তাই ভোগদৃষ্টির উপকরণ লোচনদ্বয়ের অপেক্ষা না করিয়া, তিনি জ্ঞান-দৃষ্টির প্রসারণে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য করিয়াছিলেন বলিয়া, মহর্ষি তাঁহাকে সঞ্জয় নামে বিভূষিত করিয়াছেন। মহা-ভারতে ভোগীর নায়ক অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র! এবং সর্ব্বত্যাগী বিজ্ঞের নায়ক, সঞ্জয়।

শাঙ্করভাষ্যম্।

মাহোদধৌ নিমগ্নায়োপদিদেশ। গুণাধিকৈর্হি গৃহীতোঽনুষ্ঠীয়মানশ্চ ধর্ম্মঃ প্রচয়ং গমিষ্যতীতি। তং ধর্ম্মং ভগবতা যথোপদিষ্টং বেদব্যাসঃ সর্ব্বজ্ঞো ভগবান্ গীতাখ্যৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভগবানিতি। প্রকৃতো নারায়ণাখ্যো দেবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সমস্তমপি প্রপঞ্চমুৎপাদ্য ব্যবস্থিতঃ। ন চ তস্যানাপ্তত্বমীশ্বরানুগৃহীতানামাপ্তত্বসিদ্ধ্যা তস্য পরমাপ্তত্বসিদ্ধে-রিত্যর্থঃ। নমু ভগবতা সৃষ্টমপি চাতুর্বর্ণ্যাদিবিশিষ্টং হিরণ্যগর্ভাদিলক্ষণং জগন্ন ব্যবস্থিতিমাস্থাতুং শক্যতে ব্যবস্থাপকাভাবাৎ ন চ পরস্যৈবেশ্বরস্য ব্যবস্থাপকত্বং বৈষম্যাদিপ্রসঙ্গাত্তত্রাহ তস্য চেতি। সৃষ্টস্য জগতো মর্য্যাদাবিরহিতত্বে শঙ্কিতে তদীয়াং ব্যবস্থাং কর্ত্তুমিচ্ছন্ ব্যবস্থাপকমালোচ্য ক্ষত্রস্যাপি ক্ষত্রত্বেন প্রসিদ্ধং ধর্ম্মং তথাবিধ-মধিগম্য সৃষ্টবানিত্যর্থঃ। সৃষ্টস্য ধর্ম্মস্য সাধ্যত্বভাবতয়া সাধয়িতারমন্ত-রেণাসম্ভবাত্তস্যৈব তদনুষ্ঠাতৃত্বানভ্যুপগমাৎ প্রাণিপ্রভেদানামধর্ম্মপ্রায়াণাং তদযো-

আভাস।

মহাভারতে যাবদীয় কর্ম্মজনিত ভোগের উন্নতি এবং অবনতির আদর্শ ধৃতরাষ্ট্র-জীবন; এবং ত্যাগে সম্পূর্ণ জয়ী হইয়া গীতাবধারণে উপযুক্ত পাত্র সঞ্জয়। চির জীবন ভোগের অনুসন্ধানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র আজ নিরাশার সাগরে নিপতিত হইয়া, ধন-জন-বিহীন সঞ্জয়ের শরণাগত; এবং সঞ্জয় ভগবৎ-প্রেমানন্দে পূর্ণ-মনোরথ হইয়া, যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত ঐশ্বর্য্যাভিমানিগণের পরাজয় সহকারে মৃত্যু এবং শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত নিরভিমানী অর্জ্জুনের জয় ঘোষণা করিয়া বলিলেন, "যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ। তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতি র্ধ্রুবা নীতি র্মতি র্মম" ॥ হে মহারাজ! আপনার পুত্র ঈশ্বর-তত্ত্বে মনোনিবেশ না করিয়া, স্বকীয় ঐশ্বর্য্য এবং কার্য্যদক্ষতাতেই দারুণ অভিমানী; তখন তাঁহার পরাজয় অপরিহার্য্য! এবং অর্জ্জুন নিজের বীরত্বাদিতে উপেক্ষা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ শরণাগত এবং নিজের শুভাশুভ বিচার না করিয়া, ভগবৎ-প্রেরণাকেই প্রবল জ্ঞানে দারুণ সংগ্রাম-ক্ষেত্রেও নিরভিমানীর পরিচয় দিয়াছেন ও তখন তিনি যুদ্ধকার্য্য সম্পাদনে যে জয়ী হইবেন, সে বিষয়ে অল্প সন্দেহ নাই। অতএব নিরভিমানী ঈশ্বরপরায়ণ কর্ম্মীর গতি শান্তি-সাগরের কূলে উপনীত হয় এবং ভোগাভিমানী পরমাত্মজ্ঞানবিহীন কর্ম্মীর কর্ম্মস্রোত সম্পূর্ণ নিরাশাপূর্ণ অশান্তির

শাঙ্করভাষ্যম্।

তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থ-সার-সংগ্রহভূতং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ার্থং তদর্থাবিষ্ক-রণায়ানেকৈ র্বিবৃতপদপদার্থবাক্যার্থন্যায়মপ্যত্যন্তবিরুদ্ধানেকার্থত্বেন লৌকিকৈ-র্গৃহ্যমাণমুপলভ্যাহং বিবেকতোহর্থনির্দ্ধারণার্থং সংক্ষেপতো বিবরণং করিষ্যামি।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

গাং কুতস্তদীয়া সৃষ্টিরিত্যাশঙ্ক্যাহ মরীচ্যাদীনিতি। তেষাং ভগবতা সৃষ্টানাং প্রজাসৃষ্টিহেতূনাং যাগদানাদিপ্রবৃত্তিসাধ্যং ধর্ম্মমনুষ্ঠাতুমধিকৃতানাং স্বকীয়ত্বেন তদুপাদানমুপপন্নমিত্যর্থঃ। চৈত্যবন্দনাদিভ্যো বিশেষার্থং ধর্ম্মং বিশিনষ্টি বেদোক্ত-মিতি। নমু নৈতাবতা জগদশেষমপি ব্যবস্থাপয়িতুং শক্যতে। প্রবৃত্তিমার্গস্য পূর্ব্বোক্ত-ধর্ম্মং প্রতি নিয়তত্বেঽপি নিবৃত্তিমার্গস্য তেন ব্যবস্থাপনাযোগ্যত্বাত্তত্রাহ ততোঽন্যং-শ্চেতি। নিবৃত্তিরূপস্য ধর্ম্মস্য শমদমাদ্যাত্মনো গমকমাহ জ্ঞানেতি। বিবেকবৈরা-গ্যাতিশয়ে শমাদ্যতিশয়ো গম্যতে। ততো বিবেকাদি তস্য গমকমিত্যর্থঃ।

ধর্ম্মে বহুবিদাং বিবাদদর্শনাজ্জগতঃ স্থেয়ে কারণীভূতধর্ম্মান্তরমপি প্রষ্টব্যমস্তী-ত্যাশঙ্ক্যাহ দ্বিবিধো হীতি। অতিপ্রসঙ্গাপ্রসঙ্গব্যাবৃত্তয়ে প্রকৃতং ধর্ম্মং লক্ষয়তি প্রাণি-

আভাস।

গভীর সমুদ্রে সম্মিলিত হয়; ইহাই সমগ্র মহাভারতের তাৎপর্য্য। সুতরাং মহাভা-রতীয় ইতিবৃত্তের দ্বারা ত্রিবিধ দুঃখের একান্ত উৎকর্ষের পরিচয় দিয়া, তন্নিবারণো-পায়ে ভীষ্ম-পর্ব্বে গীতার সন্নিবেশ মহর্ষি বেদব্যাস করিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট প্রতি-পাদন করিয়াছেন যে, ঐহিক এবং পারলৌকিক যাবতীয় ভোগই বিষ-মিশ্রিত স্বাদু অন্নের ন্যায়, অত্যন্ত দুঃখপ্রদ; সুতরাং হেয়। এবং গীতার সাহায্যে স্বকীয় আত্মস্বরূপের অবধারণ পূর্ব্বক বিষয়কে বিষবৎ প্রত্যাখ্যান করত, পরমাত্ম-সাক্ষাৎ-কারে যত্নবান্ হইলেই, পরমানন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়া থাকে; সন্দেহ নাই।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে ভোগ না করিলে, ত্যাগের প্রবৃত্তি বা বিচার করিবার যোগ্যতা হৃদয়ে উদিত হয় না। সুতরাং বেদব্যাস এক মহাভারতের অন্তরে অনন্ত জীবনের বিচিত্র কর্ম্মযোগের পরিচয় প্রদান করায়, পাঠক সেই সমস্ত কর্ম্ম স্বয়ং না করিয়াও, মনে মনে ফলের বিচার করত বিষয় ভোগে বিরত হইতে পারেন এবং গীতার আশ্রয়ে মুক্তির পথও প্রশস্ত করত শান্তিলাভে সমর্থ হন। সুতরাং লৌকিক ইতিবৃত্তের সহিত পারমার্থিক গীতার সমাবেশ হওয়ায়, মহাভারত সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং লোকহিতৈষী বেদব্যাসেরও উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

তস্যাস্য গীতাশাস্ত্রস্য সংক্ষেপতঃ প্রয়োজনং পরং নিঃশ্রেয়সং সহেতুকস্য সংসারস্যাত্যন্তোপরমলক্ষণং, তচ্চ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকাদাত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপাদ্ধর্ম্মা-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নামিতি। প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মোঽভ্যুদয়ার্থিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়হেতুঃ নিঃশ্রেয়সার্থিনাং পরম্পরয়া নিঃশ্রেয়সহেতুঃ, নিবৃত্তিলক্ষণস্তু ধর্ম্মঃ সাক্ষাদেব নিঃশ্রেয়সহেতুরিতি বিভাগঃ। জ্ঞানস্যৈব নিঃশ্রেয়সহেতুত্বেঽপি শমাদীনাং জ্ঞানদ্বারা মোক্ষহেতুত্বং, জ্ঞানাতিরিক্তব্যবধানাভাবাচ্চ সাক্ষাদিত্যুক্তং। যদ্যেবং ধর্ম্মো লক্ষ্যতে তর্হি বর্ণিত্বমাশ্রমিত্বঞ্চোপেক্ষ্য সর্ব্বৈরেব পুরুষার্থার্থিভি র্দ্বাবপি ধর্ম্মৌ যথাযোগ্য মনুষ্ঠেয়াবিত্যনুষ্ঠাতৃনিয়মাসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রাহ্মণাদ্যৈরিতি। অর্থিত্বাবিশেষেঽপি শ্রুতিস্মৃতিপর্য্যালোচনয়া অনুষ্ঠানাং নিয়মসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। নিত্যনৈমিত্তিকেষু যাবজ্জীবমনুষ্ঠানং কাম্যেষু করণাংশে রাগাধীনা প্রবৃত্তিরিতিকর্ত্তব্যতাংশে বৈধীতি বিভাগেঽপি কদাচিদেবানুষ্ঠানমিতি বিভাগমভিপ্রেত্যাহ দীর্ঘেণেতি। অথ যথোক্তধর্ম্মবশাদেব জগতো বিবক্ষিতস্থিতিসিদ্ধে র্ভগবতো নারায়ণস্যাদিকর্ত্তু রনেকানর্থ-কলুষিত-

আভাস।

মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বেদোক্ত যাবতীয় উন্নতির উপায় কর্ম্ম বা উপাসনার অবলম্বনে যিনি যিনি যে যে উন্নতির সাধন করিয়াছেন, সে সকলই বিষ-মিশ্রিত স্বাদু অন্নের ন্যায় কুফলই প্রসব করিয়াছে। আপনাকে কর্ত্তাজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া, প্রত্যেক মানব পরস্পরে ঈর্ষা, দ্বেষ এবং বিরোধাদির বশবর্ত্তী হইয়া, শান্তি লাভের বৈপরীত্যে অশান্তিরই সৃষ্টি করিয়াছেন। ধর্ম্মপথ বা অধর্ম্মের অনুসরণে যে কোন কর্ম্মী যে কোন কার্য্য করুন না, তাঁহার বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, কর্ম্ম করা ব্যাপার তাঁহার আয়ত্ত হইলেও, ফলপ্রাপ্তি তাঁহার আয়ত্তাধীন নহে। ফল যেন আপনা হইতেই আইসে, বা পরোক্ষ ভাবে অন্য কেহ তাহা তাঁহার সমীপে প্রেরণ করে। স্ত্রী পুরুষ সংসর্গে সন্তানের জন্ম হয় বটে, কিন্তু জন্ম যে কেন হয় এবং কি প্রকারে হইল, সংসর্গীর তাহা কিছুমাত্র অবধারণ করা হইল না। ভোজন-ক্রিয়া ভোক্তার অধীন বলিয়া প্রতীত হইলেও, পরিপাক-ব্যাপার বা দেহের স্নায়ু প্রভৃতির বৃদ্ধিসাধন এবং মল মূত্রাদির নিঃসারণ ব্যাপার যে ভোক্তার হস্তে নহে, তাহা স্পষ্টত প্রতীত হয়। এই প্রকারে বিচিত্র কর্ম্মীর দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় প্রতীত হইলেও, ক্রিয়ার ফল যে কর্ম্মীর অধীন নহে, তাহা

শাঙ্করভাষ্যম্।

তবর্ত্তি তমর্থমেব গীতার্থধর্ম্মমুদ্দিশ্য ভগবতৈবোক্তং স হি ধর্ম্মঃ সুপর্য্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদনং ইত্যনুগীতাসু কিঞ্চান্যদপি তত্রৈবোক্তং নৈব ধর্ম্মী ন চাধর্ম্মী ন চৈব

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শরীর-পরিগ্রহাসম্ভবাদন্যস্যৈব কস্যচিদনাপ্তস্য বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যবতো বিগ্রহপরিগ্রহ দ্বারেণ গীতাশাস্ত্রপ্রণয়নমিতি কুতোঽস্যাপ্তপ্রণীতত্বং তত্রাহ অনুষ্ঠাতৃণামিতি। অথবা যথোক্তশঙ্কায়াং দীর্ঘেণেত্যারভ্যোত্তরং। মহতা কালেন কৃতত্রেতাত্রয়ে দ্বাপরাবসানে সাধকানাং কামক্রোধাদিপূর্ব্বকাদবিবেকাদধর্ম্মবাহুল্যাদ্ধর্ম্মাভিভবাদধর্ম্মাভিবৃদ্ধেশ্চ জগতো মর্য্যাদাভেদে তদীয়াং মর্য্যাদামাত্মনির্ম্মিতাং পালয়িতুমিচ্ছন্ প্রকৃতো ভগবানেতদর্থেন চাতুর্ব্বর্ণ্যাদি সংরক্ষণার্থং লীলাময়ং মায়াশক্তিপ্রযুক্তং স্বেচ্ছাবিগ্রহং জগ্রাহেত্যর্থঃ। ভৌমস্য ব্রহ্মণো গুপ্ত্যৈ বসুদেবাদজীজনৎ ইতি স্মৃতিমনুসৃত্য পদদ্বয়মনূদ্য ব্যাচষ্টে ভৌমস্যেতি। অংশেনেতি। স্বেচ্ছানির্ম্মিতেন মায়াময়েন স্বরূপেণেত্যর্থঃ। কিলেত্যস্মিন্নর্থে পৌরাণিকী প্রসিদ্ধিরিত্যনূদ্যতে। ন হি ভগবতো ব্যতিরিক্তস্যেদং জন্মেতি যুজ্যতে বহুবিধাগমবিরোধাদিতি ভাবঃ।

আভাস।

সুব্যক্ত প্রতীত হয়। অতএব ফল-লাভে সমর্থ বলিয়া কর্ত্তার আত্মাভিমানই প্রকৃত কর্ত্তা পরমেশ্বরকে উপেক্ষা করিবার অপূর্ব্ব কারণ। এই উপেক্ষাই দক্ষযজ্ঞে প্রজাপতি দক্ষের পরাজয় এবং তপোবল-বিশিষ্ট মহা-তেজস্বী যমদগ্নির কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-করে নিগ্রহের প্রধান নিদান। ভোগ্যলাভে ভোগদাতা পরমেশের প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হইলে, আত্মাভিমানের উদয় হইত না; এবং পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষের উদয়ে পরস্পরকে নিগৃহীত হইতেও হইত না। গীতাই সেই পরমেশের স্বরূপ সাক্ষাৎকার করাইয়া, মানবকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন। সুতরাং আদ্যোপান্ত মহাভারত পাঠে মীমাংসিত হয় যে, গীতাই সর্ব্বতোভাবে সকলের নিকট গ্রাহ্য ও আদরণীয়।

আর্য্য সন্তানগণের একান্ত আদরণীয় আচার্য্যদেব পরমহংস শঙ্করাচার্য্য অতি যত্ন ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয়ে এই গীতার ভাষ্য লিখিয়াছেন। অধ্যাত্মতত্ত্ব-প্রকাশক উপনিষদাদি বিজ্ঞান-বিজৃম্ভিত শাস্ত্রগ্রন্থ ব্যতীত কোন পৌরাণিক গ্রন্থে তিনি কখন হস্তক্ষেপ করেন নাই। জনশ্রুতি আছে, শঙ্করাচার্য্য তাঁহার শেষ জীবনে একদিন চিন্তিত-হৃদয়ে স্বীয় গ্রন্থাগারে উপবিষ্ট অবস্থায় আপন দক্ষিণ

শাঙ্করভাষ্যম্।

হি শুভাশুভী। যঃ স্যাদেকাসনে লীন স্তূষ্ণীং কিঞ্চিদচিন্তয়ন্। জ্ঞানং সন্ন্যাস-লক্ষণমিতি চ। ইহাপি চান্তে উক্তমর্জ্জুনায়; সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নমু বৈদিক-ধর্ম্ম-সংরক্ষণার্থং ভগবতো জন্ম; যদা যদাহি ধর্ম্মস্যেত্যাদিদর্শনাৎ কিমিদং ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থমিতি তত্রাহ ব্রাহ্মণত্বস্য হীতি। তথাপি বর্ণাশ্রম-ভেদব্যবস্থাপনং বিনা কথং যথোক্তধর্ম্মরক্ষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ তদধীনত্বাদিতি। ব্রাহ্মণং হি পুরোধায় ক্ষত্রাদিপ্রতিষ্ঠাং প্রতিপদ্যতে। যাজনাধ্যাপনয়োস্তদ্ধর্ম্মত্বাত্তদ্বারা চ বর্ণাশ্রমভেদব্যবস্থাপনাদতো ব্রাহ্মণ্যে রক্ষিতে সর্ব্বমপি সুরক্ষিতং ভবতীত্যর্থঃ।

নম্বেবমপি ভগবতো নারায়ণস্য শরীরাদিমত্ত্বে সত্যস্মদাদিভিরবিশেষাদনীশ্বরত্ব-প্রসক্তিরিত্যাশঙ্ক্য জ্ঞানাদিকৃতং বিশেষমাহ স চেতি। জ্ঞানং জ্ঞপ্তিরর্থপরিচ্ছিত্তিঃ। ঐশ্বর্য্যমীশ্বরত্বং স্বাতন্ত্র্যং শক্তিস্তদর্থনির্ব্বর্ত্তন-সামর্থ্যং বলং সহায়-সম্পত্তিঃ বীর্য্যং পরাক্রমবত্ত্বং তেজস্তু প্রাগল্‌ভ্যমপ্রধৃষ্যত্বং; এতে চ ষড়্‌গুণাঃ সর্ব্ববিষয়াঃ সর্ব্বদা ভগবতি বর্ত্তন্তে। তথাচ তস্য শরীরাদিমত্ত্বেঽপি নাস্মদাদিসাম্যমিত্যর্থঃ। অথৈবমপি কথমীশ্বরস্যানাদিনিধনস্য নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য স্বভাব-বিপরীতং জন্মাদি সম্ভবতি? নহি ভূতানামীশিতা স্বতন্ত্রঃ স্বাত্মনোঽনর্থং স্বয়মেব সম্পাদয়িতুমর্হতি, ন চাস্য দেহাদিগ্রহে কিমপি ফলমুপলভ্যতে তত্রাহ ত্রিগুণাত্মিকামিতি। সিংহক্ষিত-

আভাস।

পার্শ্বে হস্ত প্রসারিত করত, পুস্তকাধার হইতে একখানি পুথী অবতরণ করিয়া তাহার পত্রাদির উন্মোচনে দেখিলেন যে, সেখানি গীতা। তখন তিনি তাহাকে মহাভারতের অন্তর্গত পুরাণাংশ জ্ঞানে উপেক্ষা বুদ্ধিতে যথাস্থানে পুথীখানি রাখিয়া দিলেন। পরক্ষণেই বামভাগে হস্ত প্রসারণে অপর একখানি পুথী ভাষ্য লিখিবার অভিপ্রায়ে খুলিয়া দেখিলেন, সে খানিও গীতা; সুতরাং সন্দিগ্ধ বুদ্ধিতে উপেক্ষা করিয়া সে খানিকেও যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন। পরে ক্ষুণ্ণমনে সম্মুখ ভাগে হস্ত প্রসারণে অপর একখানি পুথী লইয়া খুলিয়া দেখিলেন যে, সেখানিও গীতা। তখন তিনি অতি বিস্ময়ের সহিত মনো-নিবেশ পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত পাঠে অগ্রসর হইলেন এবং বিশেষ প্রয়োজন জ্ঞানে গীতার গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে ভাষ্য রচনা করিলেন; এবং পরিশেষে তাঁহার লিখিত ভাষ্যও গীতা-রহস্য প্রকাশে পর্য্যাপ্ত

শাঙ্করভাষ্যম্।

ব্রজেতি। অভ্যুদয়ার্থোঽপি যঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমাংশ্চোদ্দিশ্য বিহিতঃ স চ দেবাদিস্থানপ্রাপ্তিহেতুরপি সন্ ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যানুষ্ঠীয়মানঃ সত্ত্বশুদ্ধয়ে ভবতি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

দেহাদিগতবৈরূপ্যসিদ্ধ্যর্থমিদং বিশেষণং, তস্যা ব্যাপকত্বং বক্তুং বৈষ্ণবীমিত্যুক্তং। ঈশ্বর-পারবশ্যং তস্যা দর্শয়তি স্বামিতি। তস্যাশ্চ প্রতিভাসমাত্রশরীরত্বমেব ন তু বস্তুত্বমিত্যাহ মায়ামিতি। তস্যা নানাবিধ-কার্য্যাকারেণ পরিণামিত্বং সূচয়তি মূলপ্রকৃতিমিতি। ঈশ্বরস্য প্রকৃত্যধীনত্বং বারয়তি বশীকৃত্বেতি। নিত্যত্বং কার্য্যাকারবিরহিতত্বং শুদ্ধত্বমকারণত্বং বুদ্ধত্বমজড়ত্বং মুক্তত্বং অবিদ্যাকামকর্ম্মপারতন্ত্র্যরাহিত্যং। ন চ নিত্যত্বাদয়ঃ সংসারাবস্থায়ামসন্তো মোক্ষাবস্থায়াং সম্ভবন্তীতি যুক্তমিত্যাহ স্বভাব ইতি। দেহগ্রহে প্রাধান্যং মায়ায়া দর্শয়িতুং পুনঃ স্বমায়য়েত্যুক্তং। স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমান ইতি শ্রুতিমাশ্রিত্যাহ দেহবানিতি। ইবকারাভ্যাং দেহাদেরবস্তুত্বেন কল্পিতত্বং দ্যোত্যতে। ধর্ম্মদ্বয়োপদেশদ্বারা প্রাণিবর্গস্যাভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স-তৎপরত্বাপাদনং লোকানুগ্রহঃ। যদ্যপি কূটস্থঃ স্বতন্ত্রো নিত্যত্বাদিলক্ষণশ্চায়মীশ্বরঃ স্বতো দৃশ্যতে তথাপি যথোক্তমায়াশক্ত্যা দেহাদি গৃহীত্বা প্রাণিনামনুগ্রহমাদধানো ন স্বভাব-বিপর্য্যয়ং পর্য্যেতীত্যর্থঃ। ননু প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্তত ইতি ন্যায়াদীশ্বরস্যাপ্তকামতয়া কৃতকৃত্যস্য

আভাস।

নহে বিবেচনা করিয়া, স্বীয় প্রিয় শিষ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন শ্রীমৎ আনন্দগিরিকে নিজ ভাষ্যের তাৎপর্য্য সাধারণের সহজে প্রতিবোধনার্থ তদুপরি টীকা লিখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। আনন্দগিরিও গুরুবাক্যের অনুসরণে যথাসঙ্গত টীকার সমাবেশে মুমুক্ষুগণের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন।

অতএব উপনিষদাদি মুমুক্ষুশাস্ত্রের তুলনায় গীতা যে অপূর্ব্ব মুমুক্ষুগ্রন্থ তাহার পরিচয়ে পরমহংস-বীর শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যারম্ভের শিষ্টাচার কল্পে ইষ্টদেবতার প্রণাম উপলক্ষে একটী পৌরাণিক শ্লোকের সন্নিবেশ করিয়া, গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যথা ;

ওঁ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবং।
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী॥

এই শ্লোকে" ওঁ নারায়ণঃ, এই শব্দদ্বয়ের উচ্চারণ মাত্র করত অগ্রে এবং

শাঙ্করভাষ্যম্।

ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিতঃ। শুদ্ধসত্ত্বস্য চ জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতাপ্রাপ্তিদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তি-হেতুত্বেন চ নিঃশ্রেয়সহেতুত্বমপি প্রতিপদ্যতে তথা চেমমর্থমভিসন্ধায় বক্ষ্যতি ব্রহ্ম-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রয়োজনাভাবাদনুগ্রাহ্যাভাবাদ্বৈতবাদে ব্যতিরিক্তানামসত্ত্বান্ন ধর্ম্মদ্বয়মুপদেষ্টু-মুচিতমিতি তত্রাহ স্বপ্রয়োজনেতি। কল্পিতভেদভাঞ্জি ভূতান্যুপাদায় তদনুগ্রহেচ্ছয়া চৈত্যবন্দনাদিবিলক্ষণং ধর্ম্মদ্বয়মর্জ্জুনং নিমিত্তীকৃত্যাপ্তকামোঽপি ভগবানুপদিষ্টবানি-ত্যর্থঃ। অর্জ্জুনস্যোপদেশাপেক্ষাস্তীতি দর্শয়িতুং বিশিনষ্টি শোকেতি। ননু ভূতানুগ্রহে কর্ত্তব্যে কিমিত্যর্জ্জুনায় ধর্ম্মদ্বয়ং ভগবতোপদিশ্যতে তত্রাহ গুণাধিকৈ-রিতি। প্রচয়ং গমিষ্যতীতি মত্বা ধর্ম্মদ্বয়মর্জ্জুনায় উপদিদেশেতি সম্বন্ধঃ। অথ তথাপি বুদ্ধদেবোপদিষ্টধর্ম্মবদয়মপি ভগবদুপদিষ্টো ধর্ম্মো ন প্রামাণিকোপাদেয়তামু-পগচ্ছেদিত্যাশঙ্ক্য বেদোক্তত্বাত্তস্য তত্তুল্যত্বমিত্যুক্তমিত্যভিপ্রেত্য শিষ্টপরিগৃহীতত্বাচ্চ নৈবমিত্যাহ তং ধর্ম্মমিতি। অধর্ম্মে ধর্ম্মবুদ্ধির্বেদব্যাসস্য জাতেত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বজ্ঞ ইতি। কৃষ্ণদ্বৈপায়নং বিদ্ধি ব্যাসং নারায়ণং প্রভুমিতি স্মৃতেঃ সজ্জনোপকারক-ভগবদবতারত্বাচ্চ ব্যাসস্য নান্যথাবুদ্ধিরিত্যাহ ভগবানিতি।

গীতাশাস্ত্রস্যানাপ্তপ্রণীতত্বমপাকৃত্য ব্যাখ্যেয়ত্বমুপপাদিতমুপসংহরতি তদিদমিতি। পৌরুষেয়স্য বচসো মূলপ্রমাণাভাবেনাপ্রামাণ্যমিতি মত্বা বিশিনষ্টি সমস্তেতি।

আভাস।

বাহিরে উক্ত ভাবাপন্ন হইলেই মানব কৃতার্থ! আর তাঁহার করিবার বা ভাবিবার কিছু অবশিষ্ট নাই; ইহারই পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। মহাভারতের লোকচরিত্র ও তাহাদের পরিণাম ফল দর্শনে বা শ্রবণে বিরক্ত বা নিরাশা প্রাপ্ত মানব-হৃদয়ে এক গীতাই নারায়ণ-ভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়। পরিদৃশ্যমান স্থাবর জঙ্গমাত্মক শরীর সমূহই সূক্ষ্ম-শরীর সমীপে নরশব্দে অভি হিত; এবং সেই সেই দেহে সুখ দুঃখাদির অনুভব-কর্ত্তা চিদাভাস জীবই নার-শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। সেই সকল চিদাভাস জীব-সমূহের মূল আশ্রয় পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমানই এস্থলে নারায়ণ শব্দে অভিহিত হইয়া-ছেন। নারা নামক জীব সমূহের যিনি মূল আধার, অর্থাৎ ভোগান্তে জীবনিচয় যাঁহাকে আশ্রয় করত পরম নিবৃত্তি লাভ করে, তিনিই নারায়ণ; এবং নারা-নামক প্রত্যেক জীবের অন্তরে অন্তর্যামী ও নিয়ামক-রূপে যিনি নিরন্তর

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন্যাধায় কর্ম্মাণি যতচিত্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ। যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ইতি।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শাস্ত্রাক্ষরৈরেব তদর্থপ্রতিপত্তিসম্ভবে কিমিতি ব্যাখ্যানমিত্যাশঙ্ক্যাহ দুর্ব্বিজ্ঞেয়ার্থমিতি। পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তির্বিগ্রহো বাক্যযোজনা। আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণমিত্যাদিক্রমেণাস্য শাস্ত্রস্য পূর্ব্বাচার্য্যৈর্ব্যাখ্যাতত্বাৎ কিমর্থমিদমারভ্যতে গতার্থত্বাত্তত্রাহ তদর্থেতি। গীতা-শাস্ত্রার্থস্য প্রকটীকরণার্থং পদবিভাগস্তদর্থোক্তিঃ সমাসদ্বারা বাক্যার্থনির্দেশ স্তত্রাপেক্ষিতো ন্যায়শ্চাক্ষেপসমাধানলক্ষণো বৃত্তিকারৈর্দর্শিত স্তথাপি তথাবিধমেব শাস্ত্রং শাস্ত্রপরিচয়শূন্যৈঃ সমুচ্চয়া সমুচ্চয়বাদিভি র্বিরুদ্ধার্থত্বেনানেকার্থত্বেন চ গৃহীতমালক্ষ্য তদ্বুদ্ধিমনুরোদ্ধুমিদমারব্ধব্যমিত্যর্থঃ। যেষাং প্রাচীনে ব্যাখ্যানে বুদ্ধিরপ্রবিষ্টা তেষাং সংপ্রতিতনে এতস্মিন্নসৌ প্রবেক্ষ্যতীতি কুতো নিয়ম স্তত্রাহ বিবেকত ইতি। পূর্ব্বব্যাখ্যানে তত্তদর্থনির্দ্ধারণার্থোপন্যাসঃ সংকীর্ণবত্ভাতীতি ন তত্র কেষাঞ্চিন্মনীষা সমুন্মিষতি প্রকৃতে ত্বসংপ্রকীর্ণতয়া তত্তৎ পদার্থনির্ণয়োপযোগী ন্যায়ো বিভ্রিয়তে। তেনাত্র মন্দমধ্যময়োরপি বুদ্ধিরবতরতীত্যর্থঃ।

আভাস।

বিরাজ করিতেছেন, তিনিই নারায়ণ। ওঁ এই অনাহত ধ্বনিরূপে চির বিদ্যমান ক্রিয়ার দ্বারায় প্রকাশমান যে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার রূপ ব্যাপার যে বিজ্ঞান শক্তির আশ্রয়ে চির প্রকাশমান থাকিয়া, ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ডের পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তিনিই ওঙ্কার শব্দ-বাচ্য চিন্ময় পরম ব্রহ্ম। তিনি এই অব্যক্ত কারণ শক্তিরও অতীত সর্ব্বশক্তিমান্ শক্ত চিন্ময় মূর্ত্তিতে চির বিদ্যমান রহিয়াছেন; এবং তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্না সর্ব্ব-প্রসবিনী অব্যক্তা নারায়ণী শক্তির অন্তরে ব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্ত হইয়া, পুনঃ ভূরাদি চতুর্দ্দশ ভুবন ও তদন্তরে সপ্তদ্বীপা মেদিনীর অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে।

পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ইষ্টদেবতার স্মরণচ্ছলে ওঁ নারায়ণ ইতি শ্লোকের সন্নিবেশ ভাষ্যের প্রথমে করায়, গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়েরও প্রতিপাদন করিয়াছেন। প্রত্যক্ষে ও স্পষ্টত প্রতীয়মান জগৎ দর্শনে ও তাহার ভোগে মানবের আপনাকে চরিতার্থ মনে করা উচিত নহে। কারণ প্রবাহের পূর্ণ-বিকাশ স্থূল সীমান্ত-প্রদেশ দর্শনে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করা সম্পূর্ণ ভ্রম! পতিত-পাবনী গঙ্গার সাগর-

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইমং দ্বিপ্রকারং ধর্ম্মং নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনং পরমার্থতত্ত্বঞ্চ বাসুদেবাখ্যং পরব্রহ্মাভিধেয়ভূতং বিশেষতোঽভিব্যঞ্জয়ন্ বিশিষ্টপ্রয়োজনসম্বন্ধাভিধেয়বদ্গীতাশাস্ত্রং যতস্ত-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কিঞ্চানপেক্ষিতাধিকগ্রন্থসম্ভাবান্ন প্রাচীনে ব্যাখ্যানে শ্রোতৄণাং প্রবৃত্তিঃ, অত্র ত্বপেক্ষিতান্নগ্রন্থে বিবরণে প্রায়শঃ সর্ব্বেষাং প্রবৃত্তিঃ স্যাদিতি মত্বাহ সংক্ষেপত ইতি।

নম্নু অনাপ্তপ্রণীতত্বাদ্যভাবেঽপি নেদং শাস্ত্রং ব্যাখ্যেয়ং বিষয়াদ্যনুবন্ধস্যানভিহিতত্বেন শাস্ত্রত্বাভাবাদিত্যাশঙ্ক্য সর্ব্বব্যাপারাণাং প্রয়োজনার্থত্বাৎ আদৌ প্রয়োজনমাহ তস্যেতি। প্রসাধিতপ্রামাণ্যস্য ব্যাখ্যেয়ত্বেন মনসি সন্নিহিতস্য গীতাশাস্ত্রস্য সংক্ষেপতঃ সংগ্রহঃ সম্পিণ্ডিতত্বমেকবাক্যত্বং তেনেদং পরমং ফলং যন্নিশ্চিতং শ্রেয়ো নিঃশ্রেয়সং কৈবল্যং অবান্তরফলন্তু তত্র তত্রাবান্তরবাক্যভেদেন মনোনিগ্রহাদি বিবক্ষ্যতে। নিঃশ্রেয়সঞ্চ দ্বিবিধং নিরতিশয়সুখাবির্ভাবো নিঃশেষানর্থোচ্ছিত্তিশ্চ তত্রাদ্যমুদাহরতি পরমিতি। দ্বিতীয়ং দর্শয়তি সহেতুকস্যেতি। সংসারোপরমস্যাত্যন্তিকত্বং প্রতিযোগিনঃ সংসারস্য পুনরুৎপত্ত্যযোগ্যত্বং তচ্চ সাপমূর্চ্ছাদিব্যব-

আভাস।

সঙ্গমে স্নান করিয়াই সফল-কাম হওয়া হয় না। কারণ তথায় পতিত-পাবনীর ঘোলা জল এবং সমুদ্রের প্রচণ্ড ভাব পরিদর্শনে বিস্ময় ও হতজ্ঞান হইতে হয়। প্রবাহের ধারা ধরিয়া বিপরীত গমনে গঙ্গার উৎপত্তি-স্থান হিমালয় প্রদেশে গমন করত, স্বাস্থ্যপ্রদ, পবিত্র ও নির্ম্মল গঙ্গাবারি দর্শন ও সেবন করিলে যেমন আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করা যায়, সেইরূপ অনন্ত প্রকার স্থূল ভোগ্য পদার্থের সম্মিলনে এবং তদুপলক্ষে সুখ বা দুঃখকে বারংবার অনুভব করিয়াই মানব কৃতার্থ হইতে পারিবে না! আশা রহিয়া যাইবে। কারণ কি যেন অদ্ভুত ভাবের প্রার্থনায় জগতে আসিয়াছিলাম, তাহার সন্দর্শন হইল না বলিয়া ক্ষোভ হইবে। যতই ভোগের সংস্রব হইল, যে তৃপ্তি বা শান্তির জন্য সমগ্র জীবন তাহার অন্বেষণে যতই অতিবাহিত হইল, যতই বিষয়ের সুসংযোগ হউক না, আমার প্রকৃত শান্তিলাভ ত হইল না! হৃদয় যেন আরও কি চাহে; তাহা না পাইলে, প্রাপ্ত বিষয়ের দ্বারা তাহার যে পরিশোধ হইল না, তাহা স্পষ্টত বুঝিয়া থাকি। প্রাণান্ত কালে স্পষ্টত উপলব্ধ হইবে যে, সারা জীবনের সকল পরিশ্রমই বিফল হইয়াছে। যেন অকৃতার্থের ন্যায়, অতৃপ্ত জীবনে প্রাণান্তের দুঃখ অনুভব

Uttarpara Jaikrishna Public Library

শাঙ্করভাষ্যম্।

সর্ববিজ্ঞানেন সমস্তপুরুষার্থসিদ্ধিরতস্তদ্বিবরণে যত্নঃ ক্রিয়তে ময়া, অত্র চ ধৃতরাষ্ট্র-উবাচ ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদি।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

চ্ছেদার্থং বিশেষণং তদেব সাধয়িতুং সহেতুকস্তেজ্যুক্তং। উক্তং ফলং সমুচ্চিতা-দেকাকিনো বা কর্ম্মণঃ স্যাদিতি তস্যৈব শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যতেত্যাশঙ্ক্যাভিধেয়মভিধিৎ-সমানঃ সমাধত্তে তচ্চেতি। আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাশেষত্বেন কর্ম্মনিষ্ঠাপ্যোচ্যতে প্রাধান্যেন ত্বাত্মজ্ঞাননিষ্ঠৈবাত্র প্রতিপাদ্যতে ইত্যর্থঃ! নম্ব শেষিণী নিষ্ঠা কুতো ন ভবতি সন্ন্যাসাৎ কর্ম্মনিষ্ঠায়াঃ শেষত্বাত্তত্রাহ সর্ব্বেতি। সত্ত্বসম্বারেণাসক্তসমুচ্চিতশ্রবণাদেঃ শেষিণী নিষ্ঠা সিধ্যতি, শেষত্বঞ্চ কর্ম্মণস্তত্র পরম্পরায়ত্বমিত্যর্থঃ। নম্ব যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তদিতি বাক্যশেষাৎ সমুচ্চিতমাত্মজ্ঞানমত্র প্রতিপাদ্যতে নেত্যাহ তথেতি। সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকমাত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপং ধর্ম্মং নিঃশ্রেয়স-সাধনং প্রয়োজনং প্রাগুক্তং পরামৃশতি ইমমেবেতি। বক্তৃভেদাদভিপ্রায়ভেদাশঙ্কাং বারয়তি ভগবতৈবেতি। উক্তমনুগীতাস্বিতি সম্বন্ধঃ, ব্রহ্মণঃ পদং পূর্ব্বোক্তং

আভাস।

করিতে হয়। অতএব ভোগে যখন তৃপ্তি নাই; বরং পরিণামে অশান্তিরই পরিচয় ঘটে; তখন মানব-জীবন ভোগের ধারা ধরিয়া ভোগদাতা ওঙ্কার পদবাচ্য নারায়ণকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেই প্রকৃত তৃপ্তি ও শান্তিলাভে সমর্থ হইবেন। ইহাই পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার গীতাভাষ্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন; এবং মহাভারতের মধ্যে গীতার সন্নিবেশ দ্বারা প্রণয়ন-কর্ত্তা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাসেরও মূল উদ্দেশ্য যেন পূর্ণ হইয়াছে।

ভাষ্যকার সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ করিয়াছেন যে, বেদ-চতুষ্টয় মুখ্যত দুই জাতীয় কর্ম্মের পরিচয় দিয়াছেন; একটী প্রবৃত্তি-মূলক; অপরটী নিবৃত্তি-মূলক। মরীচ্যাদি ঋষিগণ প্রবৃত্তিমূলক এবং সনক-সনন্দনাদি ঋষিগণ নিবৃত্তি-মূলক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অভ্যুদয় লাভ, অর্থাৎ সাংসারিক ভোগের প্রাপ্তি ঘটে; কিন্তু নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিঃশ্রেয়স, অর্থাৎ সংসারে ভোগ হইতে নিবৃত্তি লাভে মুক্তির সাক্ষাৎকার ঘটে। পাঠকগণের নির্ণয় করা কর্ত্তব্য যে, দ্বিবিধ কর্ম্মের অধিকারী দ্বিবিধ ব্যক্তি নহেন। এবং উভয় কর্ম্মের অনুষ্ঠানের কালও পৃথক্ নহে। বুঝিয়া কর্ম্ম করা; এবং কর্ম্ম

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নিঃশ্রেয়সং তস্য বেদনং, লাভস্তত্র বিশিষ্টো জ্ঞাননিষ্ঠারূপো ধর্ম্মঃ সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ। যজ্ঞদানাদিবাক্যস্য তু তদ্ব্যাখ্যানাবসরে তাৎপর্য্যং বক্ষ্যতে। কর্ম্মত্যাগস্য ভগবতোঽভিপ্রেতত্বে বাক্যান্তরমনুগীতাগতমেবোদাহরতি তত্রৈবেতি। ধর্ম্মাধর্ম্মাপূর্ব্বাসংসর্গিত্বে হেতুমাহ নৈবেতি। ক্রিয়াফলসম্বন্ধাভাবাত্তন্নির্বৃত্ত্যা পূর্ব্বাভ্যাং অসম্বন্ধে প্রাপ্তমর্থমাহ যঃ স্যাদিতি। বাগাদিবাহ্যকরণব্যাপারবিরহিতত্বং তূষ্ণীমিত্যুচ্যতে। কিঞ্চিদচিন্তয়ন্ ইত্যন্তঃকরণব্যাপারাভাবোঽভিপ্রেতঃ। দ্বিবিধকরণব্যাপারবিরহিতঃ সন্ প্রাগুক্তোযোঽধিকারী কেবলমেকস্মিন্নদ্বিতীয়ে ব্রহ্মণ্যাসনমবস্থানং; তত্র লীনস্তস্মিন্নেব সমাপ্তিভাগী স্যাত্তস্যাসংপ্রজ্ঞাতসমাধিনিষ্ঠস্য সর্ব্বকর্ম্মত্যাগহেতুকং জ্ঞানং মুক্তিহেতুর্ভবতীত্যর্থঃ। ন কেবলমনুগীতাস্বেব যথোক্তং জ্ঞানমুক্তম্, কিন্তু প্রকৃতেঽপি শাস্ত্রে সমাপ্ত্যবসরে দর্শিতমিত্যাহ ইহাপীতি। নন্বত্র নিবৃত্তিলক্ষণধর্ম্মাত্মকং সসন্ন্যাসমাত্মজ্ঞানমেব ন প্রতিপাদ্যতে; কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং ইত্যাদৌ প্রবৃত্তিলক্ষণস্যাপি ধর্ম্মস্য বক্ষ্যমাণত্বাদ্ধর্ম্ময়োশ্চ প্রকৃতত্বাবিশেষাত্তত্রাহ অভ্যুদয়ার্থোঽপীতি। নন্বু বর্ণিভিরাশ্রমিভিশ্চানুষ্ঠেয়ত্বেনান্যত্র বিহিতস্যাপি তস্য ন যুক্তং মোক্ষসাধনত্বাধিকারে বিধানং দেবাদিস্থানপ্রাপ্তিহেতুত্বেন মোক্ষং প্রতিপক্ষত্বাৎ। সত্যং!

আভাস।

করিয়া বুঝ, এই রীতিই চিরপ্রসিদ্ধ। ইহার অন্যথা করিলেই বিপদ্। নিজের স্বার্থের অনুরোধে আজীবন পরিবার-বর্গের প্রতিপালনে প্রাণপাত পরিশ্রম ও উদ্যম স্বীকার করিয়া, যখন অন্তিম কাল উপস্থিত হয়, তখন স্ত্রী পুত্রাদি প্রিয়জনের নিকট নিজের শান্তি-লাভের জন্য উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাদের নিকট মুক্তকণ্ঠে উত্তর শুনিতে পাওয়া যায় যে, ভাবি শান্তি বা তাহার আশা প্রদানেও তাঁহারা সকলেই সম্পূর্ণ অসমর্থ। তখন মুমূর্ষুর নিজের পথ নিজে চিন্তা করা প্রয়োজন হইল। স্বজন সন্নিধানে এতাদৃশ উত্তর পাইলে, মুমূর্ষুর হৃদয়ে তখন কিরূপ নিরাশ্বাস-পূর্ণ উৎকণ্ঠারই উদয় হয়! কিন্তু এই জাতীয় উত্তর প্রত্যেক প্রবীণ মুমূর্ষুকেই বোধ হয়, শ্রবণে ব্যাকুল হইতে হয়। তিনি তখন ভাবেন, স্ত্রী পুত্রগণ! তোমাদের মঙ্গল-কামনায় আমি চিরজীবন অভ্যস্ত! কখন নিজের অন্তিমের গতি বা আশ্রয়-স্থানের জন্য চিন্তা করি নাই! পূর্ব্বে বিবেচনা পূর্ব্বক এই ভোগায়তন দেহের কেবল প্রারব্ধ ভোগ-সমাপ্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, যদি আমি কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিতাম, তাহা হইলে এই নিরাশার সাগরে এক্ষণে আমাকে প্লাবিত হইতে হইত না। অতএব যে প্রারব্ধ ভোগের উপলক্ষে এই ভোগা-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তথাপি ফলাভিলাষমন্তরেণেশ্বরার্পণধিয়া কৃতস্য বুদ্ধিশুদ্ধিহেতুত্বাত্তস্যেহ বচনমিত্যাহ স চ দেবাদীতি। ফলাভিসন্ধিদ্বারা কৃতঃ সন্নিতি শেষঃ। প্রবৃত্তিলক্ষণধর্ম্মস্যোক্তরীত্যা চিত্তশুদ্ধিহেতুত্বেঽপি মোক্ষহেতুত্বেন কুতো মোক্ষাধিকারে নির্দ্দেশঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ শুদ্ধেতি। প্রতিপদ্যতে প্রাগুক্তো ধর্ম্ম ইতি শেষঃ। যদুক্তং ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিতং ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যানুষ্ঠিতং কর্ম্ম বুদ্ধিশুদ্ধয়ে ভবতীতি তত্র বাক্যশেষমনুকুলয়তি তথা চেতি।

শাস্ত্রস্য প্রয়োজনং সসাধনমুক্তমনূদ্য বিষয়ং দর্শয়তি ইমমিতি। দর্শিতেন ফলেন শাস্ত্রস্য নিষ্ঠাদ্বয়দ্বারা সাধ্যসাধনভাবঃ সম্বন্ধো বিষয়েণ বিষয়বিষয়িত্বমিতি বিবক্ষিত্বাহ বিশেষত ইতি। এবমনুবন্ধত্রয়বিশিষ্টং শাস্ত্রং ব্যাখ্যানার্হমিত্যুপসংহরতি বিশিষ্টেতি। সিদ্ধে ব্যাখ্যান-যোগ্যত্বে ব্যাখ্যেয়ত্বে ফলিতমাহ যত ইতি। এবং গীতাশাস্ত্রস্য সাধ্যসাধনভূতনিষ্ঠাদ্বয়বিষয়স্য পরাপরাভিধেয়প্রয়োজনবতো ব্যাখ্যেয়ত্বং প্রতিপাদ্য ব্যাখ্যাতুকামঃ শাস্ত্রং তদেকদেশস্য প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়াধ্যায়ৈকদেশ-সহিতস্য তাৎপর্য্যমাহ অত্র চেতি। গীতাশাস্ত্রে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমশ্লোকে কথাসম্বন্ধ-প্রদর্শন-পরে স্থিতে সতীতি যাবৎ।

আভাস।

যতন দেহ ধারণ করিয়া ছিলাম, তাহারই ভোগ-সমাপনার্থ এই জীবনে যত্ন করা আমার প্রয়োজন ছিল। পরিজন-বর্গের প্রতিপালন উপলক্ষে অনন্ত আশার প্রসারে আর নূতন বাসনার সংগ্রহে আমাকে পুনর্জ্জন্ম ধারণ করিতে হইত না। বরং পরিণামের জন্য পরিদৃশ্যমান জগৎ; ভোক্তা নিজের স্বরূপ, এবং ভোগদাতা পরম-ভাব জগদীশ্বরের স্বরূপ, বিচারের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অবধারণ করিতে পারিলে, আর আমাকে এই শেষ জীবনে এত উৎকণ্ঠিত হইতে হইত না।

অতএব শাস্ত্রমীমাংসায় জগদ্ভাব, জীবভাব এবং পরমাত্মভাব অপরোক্ষ ভাবে নির্ণয়ার্থই মানবের জন্ম। সুতরাং প্রবৃত্তি-মূলক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্তি-মূলক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা একান্ত প্রয়োজন; এবং এতদর্থেই জ্ঞানবীর বেদব্যাস বিবিধ নীতিমূলক মহাভারতের ঐতিহাসিক বিবরণের সহিত জ্ঞানমূলক শ্রীগীতার সন্নিবেশ করিয়াছেন। অতএব মানব! বাসনার চরিতার্থ-তার জন্য যতই ভোগে উদ্যম কর! ক্ষতি নাই; কিন্তু দেখিও! যেন অহঙ্কারের অনুরোধে ভোগে ডুবিও না! ভোগ পরিহারে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেই হইবে; সে সময় যেন এই ভোগের দাতা এবং পরিণামে মৃত্যু-দাতা ভূতভাবন পরমানন্দ স্বরূপ পরমেশের চরণে আশ্রয় লাভে চির কৃতার্থ হইতে

শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা।

উপক্রমণিকা।

শেষাশেষমুখব্যাখ্যা-চাতুর্য্যং ত্বেকবক্ত্রতঃ।
দধানমদ্ভুতং বন্দে পরমানন্দমাধবং॥ ১॥
শ্রীমাধবং প্রণম্যোমাধবং বিশ্বেশমাদরাৎ।
তদ্ভক্তিযন্ত্রিতঃ কুর্ব্বে গীতাব্যাখ্যাং সুবোধিনীং॥ ২॥
ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাতৃ র্গিরস্তথা।
যথামতি সমালোক্য গীতাব্যাখ্যাং সমারভে॥ ৩॥
গীতাব্যাখ্যায়তে যস্যাঃ পাঠমাত্রাদযত্নতঃ।
সেয়ং সুবোধিনী টীকা সদা ধ্যেয়া মনীষিভিঃ॥ ৪॥

ইহ খলু সকললোক-হিতাবতারঃ পরম-কারুণিকো ভগবান্ দেবকী-নন্দনস্তত্ত্বা-জ্ঞানবিজৃম্ভিত-শোকমোহভ্রংশিত-বিবেকতয়া নিজধর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক-পরধর্ম্মাভি-সন্ধিনমর্জ্জুনং ধর্ম্মজ্ঞানরহস্যোপদেশপ্লবেন তস্মাচ্ছোকমোহ-সাগরাদুদ্দধার। তমেক ভগবদুপদিষ্টমর্থং কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ। তত্র চ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাদ্বিনিঃসৃতানেব শ্লোকানলিখৎ কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ঞ্চ ব্যরচয়ৎ। যথোক্তং গীতামাহাত্ম্যে; গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতেত্যাদি।

অত্র তাবদ্ধর্ম্মক্ষেত্রে ইত্যাদিনা বিষীদন্নিদমব্রবীদিত্যন্তেন গ্রন্থেন শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদপ্রস্তাবায় কথা নিরূপ্যতে।

আভাস।

পার, তজ্জন্য চির জীবন চেষ্টা কর! কিন্তু জানিও, নিজের স্বরূপ না জানিলে, পরমাত্মার স্বরূপ অবধারণে সক্ষম হইবে না। সুতরাং পরম হিতৈষী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই গীতাবর্ণন উপলক্ষে অভিমানে অভিভূত বীরকেশরী অর্জ্জুনকে আত্মা-ভিমানে জলাঞ্জলি দিতে উপদেশ দিয়াছেন।

আজ অর্জ্জুন "আমি ও আমার" জ্ঞানে সংসারে পর্য্যটন করিবার উপলক্ষেই নিজ ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়বৃত্তি পরিহারে ব্রাহ্মণবৃত্তি পরিব্রাজক-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ভিক্ষা করিতে প্রস্তুত। এ জগতে কেবল অর্জ্জুনই অপরাধী নহেন; আপন দেহকে যিনি যিনি আমি বলিয়া অভিমান করিবেন, সেই সকলকেই অর্জ্জুনের ন্যায় শোকমোহাদিতে

আভাস।

অভিভূত হইয়া, অনন্ত দুঃখ ও যাতনা ভোগ করিতে হইবে। অতএব দেহের অন্তরস্থ প্রকৃত জ্ঞানস্বরূপ আপনাকে অবধারণ করিতে পারিলে, আরোপিত দেহের দোষে আপনাকে দূষিত হইতে হয় না এবং দেহের আমিকে চিনিতে পারিলে, এই বিশ্ব-সংসারের নিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশের ভাব ও তাঁহার স্বরূপ অবলীলাক্রমে অবধারিত হয়; এবং আর দুঃখ শোকের কোন সম্ভাবনা থাকে না। জীব নিরাময় ও শান্তিপূর্ণ হয় এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্যও পূর্ণত্বে পরিণত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই শ্রীগীতার দ্বারা ধর্ম্মজ্ঞানের গূঢ় রহস্য অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন এবং সেই উপদেশ বাণী যথাযথ শ্লোকাকারে মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন সাতশত শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়া মানবজীবনের উপকার সাধন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ-বিনিঃসৃত শ্লোকই প্রায় সমস্ত; তবে উক্তি-প্রত্যুক্তি অনুসারে সঙ্গতি করাইবার জন্য নিজেও কতকগুলি শ্লোকের রচনা করিয়াছেন।

গীতামাহাত্ম্যে পুরাণান্তরেও প্রকাশ আছে যথা;—

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাৎ বিনিঃসৃতা॥

স্বয়ং পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে বিনিঃসৃত সেই জগৎপূজ্য সর্ব্বসাধারণের মনঃপূত শ্রীগীতাকেই হৃদয়ের সহিত অবধারণ করা বিধেয়; অন্য কোন শাস্ত্রেরই প্রয়োজন থাকিবে না।

এক্ষণে প্রথম অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের কিয়দংশ পর্য্যন্ত সঞ্জয় ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নোত্তর উপলক্ষে মূল গীতার প্রস্তাবনার পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে; যথা ধৃতরাষ্ট্র উবাচ :—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়॥ ১॥

অন্বয়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ। হে সঞ্জয়! যুযুৎসবঃ যোদ্ধুং ইচ্ছন্তঃ এব মামকাঃ (মম ইমে ইতি দুর্য্যোধনাদয়ঃ) পাণ্ডবাঃ (পাণ্ডোঃ পুত্রাঃ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ) বিরুদ্ধপক্ষীয়াঃ চ ধর্ম্মক্ষেত্রে (ধর্ম্মস্য বিবৃদ্ধি-কারণে ক্ষেত্রে) সমবেতাঃ সন্তঃ কিং অকুর্ব্বত কিং কুর্ব্বন্তঃ এব॥ ১॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তত্রৈবমক্ষরযোজনা ধৃতরাষ্ট্র উবাচেতি! ধৃতরাষ্ট্রো হি প্রজ্ঞাচক্ষুর্ব্বাহ্যচক্ষুর-ভাবাদাহৃমর্থং প্রত্যক্ষয়িতুমনীশঃ সন্নভ্যাসবর্ত্তিনং সঞ্জয়মাত্মনো হিতোপদেষ্টারং

স্বামীকৃত টীকা।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদি। ভোঃ সঞ্জয়! ধর্ম্মভূমৌ কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্ম-ক্ষেত্র ইতি কুরুক্ষেত্র-বিশেষণম্। এবামাদিপুরুষঃ কশ্চিৎ কুরু-নামা বভূব তস্য

পুত্রস্নেহে সঙ্কুচিত-হৃদয় জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র সমীপবর্ত্তী সঞ্জয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে সঞ্জয়! যুদ্ধার্থ কৃত-সংকল্প মৎপক্ষীয় দুর্য্যোধনাদি তনয়গণ এবং বিপক্ষ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরাদি বীরগণ উভয় পক্ষ কুরুক্ষেত্র নামক ধর্ম্মক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছে বটে, কিন্তু সম্প্রতি তাহারা কি করিতেছে?॥ ১॥

আভাস।

এখানে জ্ঞানবীর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী সঞ্জয়ের শরণাগত ভোগবীর বিবেকান্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র! তিনি সীমাবদ্ধ ভোগদেহের অকিঞ্চিৎকরত্বের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, আশার আরম্ভনে পুষ্টমনোরথ হইয়া, ভাবি সুখের লালসায় সঞ্জয়ের সমীপে সংগ্রামের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। শতপুত্রের পিতা হইলেও, পুত্রগণের

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

পৃচ্ছতি ধর্ম্মক্ষেত্র ইতি। ধর্ম্মস্য তদ্বৃদ্ধেশ্চ ক্ষেত্রং সর্ব্বভিবৃদ্ধিকারণং যত্তদ্যতে কুরুক্ষেত্রমিতি। তত্র সমবেতাঃ সঙ্গতাঃ যুযুৎসবো যোদ্ধুকামা স্তে চ কেচিন্মদীয়াঃ দুর্য্যোধনপ্রভৃতয়ঃ পাণ্ডবাশ্চাপরে যুধিষ্ঠিরাদয়স্তে চ সর্ব্বে যুদ্ধভূমৌ সঙ্গতাঃ ভূত্বা কিং অকুর্ব্বত কৃতবন্তঃ ॥ ১ ॥

স্বামীকৃতটীকা ।

কুরৌ ধর্ম্মস্থানে মামকাঃ মৎপুত্রাঃ পাণ্ডুপুত্রাশ্চ যুযুৎসবো যোদ্ধুমিচ্ছন্তঃ সমবেতা মিলিতাঃ সন্তঃ কিমকুর্ব্বত কিং কৃতবন্তঃ ॥ ১ ॥

আভাস ।

সমীপে সুখলাভের সাহায্য পাওয়া দূরে থাকুক, ঘোর অশান্তিতে অবসন্ন হৃদয় ধৃতরাষ্ট্র মায়ামোহে অন্ধপ্রায় হইয়া, অনিবার্য্য যুদ্ধব্যাপারে সন্দিহান বশত সংগ্রাম-ক্ষেত্রে সম্প্রতি কি হইতেছে বলিয়া, সঞ্জয়কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। অবশ্য সাধারণ বুদ্ধিতে প্রশ্নটী অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইলেও, ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরে কিন্তু অতি গুরু গম্ভীর আশাপূর্ণ ভাবে প্রশ্নটী মিলিত ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, যে ক্ষেত্র শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে অপূর্ব্বধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত; নিজেদের পূর্ব্বপুরুষ মহানুভব কুরুরাজের তাদৃশ ধর্ম্মের নিকেতন পবিত্র কুরুক্ষেত্রে যদিও উভয়কুল প্রচুর বল বিক্রম সহকারে উপনীত হইয়াছেন বটে; তথাপি হত্যাকাণ্ড সেস্থলে ঘটিবার বিশেষ সন্দেহ ছিল। কারণ স্থানের মাহাত্ম্যে যদি কোন পক্ষ ভাবি পাপের আশঙ্কায় এই অসংখ্য নরহত্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার বাসনায় রণে পরাঙ্মুখ হয়, তবে অপর পক্ষ সহজেই জয়ী হইবে। এক্ষণে কৃষ্ণ-সারথী অর্জ্জুন নিশ্চয়ই ধর্ম্মপরায়ণ ও বিবেকী হইবেন। সুতরাং পাণ্ডু-পক্ষীয়গণ রণে ভঙ্গ দিলে; আমার পুত্র দুর্য্যোধন অক্ষুণ্ণ ভাবে ধরণীর আধিপত্য লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু যদি দুর্য্যোধনের হৃদয়ে উক্ত সরল-বুদ্ধির উদয় হয়; তাহা হইলে সে বিনা যুদ্ধে রাজ্যচ্যুত হইবে; এবং আমাদের এত কালের আয়োজন সমস্তই বৃথা হইবে। অহো কি দুঃখের বিষয়! দুর্ব্বল, এমন কি! সংগ্রামে ধনুর্ব্বাণ ধারণেও অসম্মত শ্রীকৃষ্ণকে কৌশলক্রমে পাণ্ডবপক্ষে নিক্ষেপ করিয়া, তাঁহার অতুল বীর্য্য-সম্পন্ন দুই অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনা সংগ্রহ করা এবং প্রবল-বিক্রমে রণপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়া সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া যাইবে। অহো! বিনা মেঘে বজ্রাহতের ন্যায়, মদীয় পুত্রগণ কেবল বুদ্ধি-চাতুর্য্যের অভাবে কি বিষম বিপদেই চির জীবনের মত পতিত হইবে! ১ ॥

সঞ্জয় উবাচ—দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

অন্বয়।

সঞ্জয়ঃ উবাচ। তদা সময়েতানন্তরং, ব্যূঢ়ং ব্যূহরচনয়া অবস্থিতং, পাণ্ডবানীকং পাণ্ডবানাং অনীকং সৈন্যং, দৃষ্ট্বা রাজা দুর্য্যোধনঃ আচার্য্যং যুদ্ধবিদ্যাশিক্ষাদাতারং দ্রোণং দ্রোণাচার্য্যং, উপসঙ্গম্য তৎসমীপং গত্বা, বক্ষ্যমাণং বচনং অব্রবীৎ অকথয়ৎ ॥ ২ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কিমস্মদীয়ং প্রবলং বলং প্রতিলভ্য বীরপুরুষৈ র্ভীষ্মাদিভিরধিষ্ঠিতং পরেষাং ভয়মাবিরভূৎ যদ্বা পক্ষদ্বয়হিংসানিমিত্তাধর্ম্মভয়মাসীৎ যেন এতে যুদ্ধাদুপরমেরন্নিতি, এবং পুত্রপরবশস্য পুত্রস্নেহাভিনিবিষ্টস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য প্রশ্নে সঞ্জয়স্য প্রতিবচনং দৃষ্ট্বেত্যাদি। পাণ্ডবানাং ভয়প্রসঙ্গো নাস্তীত্যেতত্তুশব্দেন দ্যোত্যতে। প্রত্যুত দুর্য্যোধনস্যৈব রাজ্ঞো ভয়ং প্রভূতং প্রাদুর্বভূব। পাণ্ডবানাং পাণ্ডুসুতানাং যুধিষ্ঠিরাদীনামনীকং সৈন্যং ধৃষ্টদ্যুম্নাদিভিরতিধৃষ্টৈ র্ব্যূহাধিষ্ঠিতং দৃষ্ট্বা প্রত্যক্ষেণ প্রতীত্য ত্রস্তহৃদয়ো-

স্বামীকৃতটীকা।

সঞ্জয় উবাচ। দৃষ্ট্বেত্যাদি। পাণ্ডবানামনীকং সৈন্যং ব্যূঢ়ং ব্যূহরচনয়াধিষ্ঠিতং দৃষ্ট্বা দ্রোণাচার্য্যসমীপং গত্বা রাজা দুর্য্যোধনো বক্ষ্যমাণং বচনমুবাচ ॥ ২ ॥

সঞ্জয় বলিলেন, হে বিজ্ঞবর! আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন রণপ্রাঙ্গণে উপনীত হইয়া বিশাল পাণ্ডবসেনা রণস্থলে ব্যূহরচনার দ্বারা অবস্থিত নিরীক্ষণ করত স্বকীয় গুরু দ্রোণাচার্য্য সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন ॥ ২ ॥

আভাস।

দূরদর্শী সঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন-বাক্য শ্রবণে তাঁহার অন্তর্নিহিত গভীর ভাব অবধারণ করত, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! যুদ্ধ সম্বন্ধে আপনার আশঙ্কা করিবার কোন আবশ্যক নাই। কারণ যুদ্ধ অনিবার্য্য! আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের ধর্ম্মভাব বা সরলতার কথা দূরে থাকুক, তাহার বিপুল আত্মাভিমানের অপরাধেই এই অনর্থের উপস্থিতি ঘটিতেছে। তাঁহার ধারণা ছিল যে, ধরাতলে এমন কোন রাজা নাই যে, তাঁহার সম্ভ্রম, বুদ্ধিকৌশল, কূটনীতি এবং রাজকোষকে উপেক্ষা করিয়া পাণ্ডব-পক্ষে যুদ্ধার্থ যোগদান করিবে

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

হে আচার্য্য! গুরো! তব শিষ্যেণ ধীমতা দ্রুপদপুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নেন ব্যূঢ়াং ব্যূহমাপাদ্য অধিষ্ঠিতাং পাণ্ডুপুত্রাণাং মহতীং অনেকাক্ষৌহিণী-সহিতাং অক্ষোভ্যাং এতাং পুরোবর্ত্তিনীং চমূং সেনাং পশ্য অবলোকয়! ॥ ৩ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

দুর্য্যোধনো রাজা তদা তস্যাং সংগ্রামোদ্যোগাবস্থায়ামাচার্য্যং দ্রোণনামানমাত্মনঃ শিক্ষিতারং রক্ষিতারঞ্চ শ্লাঘয়ন্নুপসংগম্য তদীয়ং সমীপং বিনয়েন প্রাপ্য ভয়োদ্বিগ্নহৃদয়ত্বেঽপি তেজস্বিত্বাদেব বচনমর্থসহিতং বাক্যমুক্তবানিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তদেব বচনমুদাহরতি পশ্যেতি। এতামস্মদভ্যাসে মহাপুরুষানপি ভবৎপ্রমুখানপরিগণয্য ভয়লেশশূন্যামবস্থিতাং চমূমিমাং সেনাং পাণ্ডুপুত্রৈর্যুধিষ্ঠিরাদিভিরানীতাং মহতীমনেকাক্ষৌহিণীসহিতামক্ষোভ্যাং পশ্যেত্যাচার্য্যং দুর্য্যোধনো নিযুক্তনিয়োগদ্বারা চ তস্মিন্ পরেষামবজ্ঞাং বিজ্ঞাপয়ন্ ক্রোধাতিরেকমুৎপাদয়িতুমুৎসহতে। পরকীয়-

স্বামীকৃতটীকা।

তদেব বচনমাহ পশ্যৈতামিত্যাদি নবভিঃ শ্লোকৈঃ পশ্যেত্যাদি। হে আচার্য্য পাণ্ডবানাং মহতীং বিততাং চমূং সেনাং পশ্য! তব শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নেন ব্যূঢ়াং ব্যূহরচনয়াধিষ্ঠিতাম্ ॥ ৩ ॥

হে আচার্য্য! পাণ্ডবগণের বিশাল সৈন্য-সাগরের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন! ঐ দেখুন! আপনার প্রিয় শিষ্য দ্রুপদ-নন্দন বিখ্যাত-বীর্য্য ধৃষ্টদ্যুম্ন কিরূপ বুদ্ধিমত্তার সহিত অভেদ্য ভাবে ব্যূহ রচনা করিয়া, আপনার ন্যায় গুরুকেও উপেক্ষা করত ব্যূহমধ্যে অবস্থান করিতেছে! ॥ ৩ ॥

আভাস।

কিন্তু কলে তাহার বৈপরীত্য দর্শনে তিনি যে আন্তরিক ভীত হইয়াছিলেন, তাহারই যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে ॥ ২ ॥

রাজা দুর্য্যোধন মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সংগ্রামের উদ্যোগ দর্শনেই পাণ্ডবগণ ভয়ে রণভঙ্গ দিবে। কিন্তু রণপ্রাঙ্গণে উপনীত হইয়া, পাণ্ডবগণের

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪॥

অন্বয়ঃ।

অত্র যে শূরাঃ তে সর্ব্বে যুধি যুদ্ধ-ব্যাপারে ভীমার্জ্জুনাভ্যাং সমাঃ তুল্য-বিক্রমবন্তঃ মহেষ্বাসাঃ মহাধনুর্দ্ধারিণঃ বর্ত্তন্তে; যথা; মহারথঃ যুযুধানঃ, সাত্যকিঃ, বিরাটঃ চ দ্রুপদঃ চ॥ ৪॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সেনায়া বৈশিষ্ট্যাভিধানদ্বারা পরপক্ষেঽপি ত্বদীয়মেব বলমিতি সূচয়ন্ আচার্য্যস্য তন্নিরসনং সুকরমিতি মন্বানঃ সন্ আহ ব্যূঢামিতি। রাজ্ঞো দ্রুপদস্য পুত্র স্তব চ শিষ্যো ধৃষ্টদ্যুম্নো লোকে খ্যাতিমুপগতঃ স্বয়ঞ্চ শস্ত্রাস্ত্রবিদ্যাসম্পন্নো মহামহিমঃ তেন ব্যূহমাপাদ্য অধিষ্ঠিতামিমাং চমূং কিমিতি ন প্রতিপদ্যসে কিমিতি বা মুধ্যসীত্যর্থঃ॥ ৩॥

অন্যেঽপি প্রতিপক্ষে পরাক্রমভাজো বহবঃ সন্তীত্যনুপেক্ষণীয়ত্বং পরপক্ষস্য বিবক্ষয়ন্নাহ অত্রেতি। অস্যাং হি প্রতিপক্ষভূতায়াং সেনায়াং শূরাঃ স্বয়মভীরবঃ শস্ত্রাস্ত্রকুশলাঃ ভীমার্জ্জুনাভ্যাং সর্ব্বসম্প্রতিপন্নবীর্য্যাভ্যাং তুল্যা যুদ্ধভূমাবুপলভ্যন্তে। তেষাং যুদ্ধশৌণ্ডীরং বিশদীকর্ত্তুং বিশিনষ্টি মহেষ্বাসা ইতি। ইষুঃ অস্যতে অস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্ত্যা ধনু স্তদুচ্যতে। তস্য মহদদৈর্ঘ্যপ্রধৃষ্যং তদ্‌যেষাং তে রাজান স্তথা বিবক্ষ্যন্তে। তানেব পরসেনামধ্যমধ্যাসীনান্ পরপক্ষানুরাগিণো রাজ্ঞো বিজ্ঞাপয়তি যুযুধান্ ইত্যাদিনা সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চেত্যন্তেন॥ ৪॥

স্বামিকৃতটীকা।

অত্রেত্যাদি। অত্রাস্যাং চম্বাং ইষবো বাণা অস্যন্তে ক্ষিপ্যন্তে এভিরিতি ইষ্বাসাঃ ধনূংষি মহান্তঃ ইষ্বাসাঃ যেষাং তে মহেষ্বাসাঃ। ভীমার্জ্জুনৌ তাবদত্র অতি প্রসিদ্ধৌ যোদ্ধারৌ তাভ্যাং সমাঃ শূরাঃ সন্তি। তানেব নামভি র্নির্দ্দিশতি যুযুধান ইতি। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ॥ ৪॥

ইহাদের মধ্যে ভীমার্জ্জুন-তুল্য মহাধনুর্দ্ধর প্রকৃত বীরপুরুষ অনেকেই নয়ন-গোচর হইতেছে; তন্মধ্যে যুযুধান, অর্থাৎ সাত্যকি, বিরাট রাজ মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশীপতি,

আভাস।

সৈন্য-সাগরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত বিস্মিত হইলেন। কারণ দ্রোণাচার্য্যের সাক্ষাৎ প্রিয় শিষ্য বিখ্যাত-বীর্য্য মেধাবী যুদ্ধ-শাস্ত্রবিশারদ বিচক্ষণ দ্রুপদপুত্র

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।

ধৃষ্টকেতুঃ চেকিতানঃ, বীর্য্যবান্ কাশীরাজঃ পুরুজিৎ, কুন্তিভোজঃ নরপুঙ্গবঃ শৈব্যঃ ॥ ৫ ॥

বিক্রান্তঃ যুধামন্যুঃ, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ, সৌভদ্রঃ সুভদ্রানন্দনঃ অভিমন্যুঃ, তথা দ্রৌপদেয়াঃ দ্রৌপদ্যাং জাতাঃ পঞ্চপতিভ্যঃ পঞ্চপুত্রাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়শ্চ সর্ব্বে তে মহারথাঃ এব ॥ ৬ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কিঞ্চ ধৃষ্টকেতুরিতি। স্পষ্টং ॥ ৫ ॥

তেষাং সর্ব্বেষামপি মহাবলপরাক্রমভাক্ত্বাদনুপেক্ষ্যত্বং পুনর্ব্বিবক্ষতি সর্ব্ব-এবেতি ॥ ৬ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ ধৃষ্টকেতুরিতি। চেকিতানো নাম একো রাজা। নরপুঙ্গবঃ নর-শ্রেষ্ঠঃ শৈব্যঃ ॥ ৫ ॥

যুধামন্যুঃ ইতি। বিক্রান্তো যুধামন্যুঃ নাম একঃ। সৌভদ্রোঽভিমন্যুঃ, দ্রৌপদেয়াঃ দ্রৌপদ্যাং পঞ্চভ্যো যুধিষ্ঠিরাদিভ্যো জাতাঃ পুত্রাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ

পুরুজিৎ কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, পরাক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্য-বান্ উত্তমৌজা, সুভদ্রা-নন্দন অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র প্রতিবিন্ধ্যাদি সকলকেই উপস্থিত প্রতীতি করিতেছি! ইহারা সকলেই মহারথ। এমন কি! প্রত্যেকে সহস্র ধনুর্দ্ধারীর সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে সমর্থ! ॥ ৪-৬ ॥

আভাস।

ধৃষ্টদ্যুম্ন অতি উৎকৃষ্টভাবে ব্যূহ-রচনার দ্বারা স্থাপিত পাণ্ডব-সেনাগণের নায়করূপে অধিষ্ঠিত অবলোকন করিয়া, বিষম সমস্যার মধ্যে নিপতিত হইলেন। ভাবিলেন, তাঁহার অগ্রেই আচার্য্য দ্রোণ প্রতিপালিত এবং পক্ষ-সমর্থনে বদ্ধপরিকর হইয়াই সমর-প্রাঙ্গণে উপনীত; অথচ প্রিয় শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিজের বিরুদ্ধে শস্ত্রধারণে

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম ।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ ।

হে দ্বিজোত্তম! মম সৈন্যস্য নায়কাঃ অস্মাকং পক্ষে যে বিশিষ্টাঃ মুখ্যাঃ তান্ তে তব সংজ্ঞার্থং ব্রবীমি! তান্ নিবোধ জানীহি ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

যদ্যেবং পরকীয়ং বলমতিপ্রভূতং প্রতীত্য অতিভীতবদ্ অভিদধাসি হন্ত সন্ধিরেব পরৈরিষ্যতাং অলং বিগ্রহাগ্রহেণ ইত্যাচার্য্যাভিপ্রায়মাশঙ্ক্য ব্রবীতি অস্মাকমিতি। তু শব্দেনান্তরুৎপন্নমপি স্বকীয়ং ভয়ং তিরোদধানো ধৃষ্টতামাত্মনো দ্যোতয়তি। যে খলু অস্মৎপক্ষে ব্যবস্থিতাঃ সর্ব্বেভ্যঃ সমুৎকর্ষজুষস্তান্ ময়োচ্যমানান্নিবোধ নিশ্চয়েন মদ্বচনাদবধারয়েত্যর্থঃ। যদ্যপি ত্বমেব ত্রৈবর্ণিকেষু ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধেষু প্রধানত্বাৎ প্রতিপত্তুং প্রভবসি, তথাপি মদীয়সৈন্যস্য যে মুখ্যাস্তানহং তে তুভ্যং সংজ্ঞার্থমসংখ্যেষু তেষু মধ্যে কতিচিন্নামভি র্গৃহীত্বা পরিশিষ্টানুপলক্ষয়িতুং বিজ্ঞাপনং করোমি। ন তু অজ্ঞাতং কিঞ্চিত্তব জ্ঞাপয়ামীতি মত্বাহ দ্বিজোত্তমেতি ॥ ৭ ॥

স্বামিকৃতটীকা ।

পঞ্চ। মহারথাদীনাং লক্ষণং "একো দশ সহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্। শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ ॥ অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু সম্প্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ। রথী চৈকেন যো যুধ্যেত্তন্ন্যূনোঽর্দ্ধরথঃ স্মৃতঃ" ॥ ৬ ॥

অস্মাকম্ ইতি। নিবোধ বুধ্যস্ব। নায়কাঃ নেতারঃ। সংজ্ঞার্থং সম্যক্ জ্ঞানার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমাদিগের পক্ষেও যে সমস্ত বিশিষ্ট যোদ্ধাগণ মৎপক্ষে সেনা-নায়কের কার্য্য করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন, আপনার অবগতির জন্য তাঁহাদেরও নাম উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ করুন! ॥ ৭ ॥

আভাস ।

নিষেধ করেন নাই; বরং অনুমোদন করিয়াছেন বুঝিয়া, গুরুর প্রতি দুর্য্যোধন সন্দিহান হইলেন। সুতরাং অভিমান, সন্দেহ এবং হৃদয়ে অবজ্ঞা লইয়া আচার্য্য সমীপে দুর্য্যোধন উপস্থিত হইলেন এবং ভয়-ব্যাকুলিত-চিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তি র্জয়দ্রথঃ॥ ৮॥

অন্বয়ঃ।

তান্ পরিগণয়তি যথা ; ভবান্, পিতামহঃ ভীষ্মঃ, কর্ণঃ, সমিতিঞ্জয়ঃ (সমিতিং সংগ্রামং জয়তীতি তথা) কৃপঃ, অশ্বত্থামা, মদ্ভ্রাতা বিকর্ণঃ, সৌমদত্তিঃ সোমদত্তপুত্রঃ ভূরিশ্রবাঃ, জয়দ্রথঃ চ॥ ৮॥

আনন্দগিরিটীকা।

তানেব স্বসেনানিবিষ্টান্ পুরুষধৌরেয়ান্ আত্মীয়-ভয়পরিহারার্থং পরিগণয়তি ভবানিত্যাদিনা॥ ৮॥

স্বামিকৃতটীকা।

তানেবাহ ভবান্ ইতি দ্বাভ্যাম্। ভবান্ দ্রোণঃ। সমিতিং সংগ্রামং জয়তীতি তথা। সৌমদত্তিঃ সোমদত্তস্য পুত্রো ভূরিশ্রবাঃ॥ ৮॥

আচার্য্যদেব! স্বয়ং আপনি, পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ, রণবীর কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, মদীয় ভ্রাতা বিকর্ণ, সোমদত্তাত্মজ ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ

আভাস।

বলিলেন, আচার্য্যদেব! পাণ্ডবগণের যে কি ভীষণ সংগ্রামের আয়োজন হইয়াছে, তাহা একবার নয়ন-গোচর করুন! বিশেষত আপনার প্রিয় শিষ্য বিচক্ষণ ধৃষ্টদ্যুম্নও আপনাকে উপেক্ষা করত, পাণ্ডবদিগের সাহায্যের জন্য আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধকৌশল প্রদর্শনার্থ ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত আছে। দশ সহস্র রথীর সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে পারেন, এরূপ মহারথ, তন্ন্যূন অতিরথ, রথী ও অর্দ্ধরথী যে পাণ্ডবপক্ষে কত আছে, তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব! অবশ্য ভীম ও অর্জ্জুনের তুল্য যোদ্ধা অনেক মহারথ বীরপুরুষ বিপক্ষ পক্ষে আছেন বটে, কিন্তু তাহাতেও আমাদের ভীত হইবার কারণ দেখিতেছি না॥ ৩-৭॥

ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তি ব্যতীত, ভোগাভিমানী প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বার্থপর হইয়া থাকে। তাহারা স্বার্থের অনুরোধে কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারে না। গুরু বা শিষ্য বলিয়া বাহিরে সম্পর্ক থাকিলেও, অন্তরে অবিশ্বাসী শত্রু বলিয়া তাহারা প্রত্যেককে বুঝিয়া থাকে; এবং প্রয়োজন হইলে, কাহারও অবমাননা বা অনিষ্ট করিতে ত্রুটি করে না। দুর্য্যোধন একজন ঘোর অভিমানী! নিজের বুদ্ধি এবং

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।

তথা মদর্থে মম হিতায় ত্যক্তজীবিতাঃ জীবনমপি ত্যক্তুমুদ্যতাঃ, নানাশস্ত্র-প্রহরণাঃ সর্ব্বশস্ত্রজ্ঞাঃ, সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ অন্যে বহবঃ শূরাঃ মৎপক্ষে সন্তি ॥ ৯ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

দ্রোণাদিপরিগণনস্য পরিশিষ্টপরিসংখ্যার্থত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি অন্যে চেতি। সর্ব্বেঽপি ভবন্তমারভ্য মদীয়পৃতনায়াং প্রবিষ্টাঃ স্বজীবিতাদপি মহ্যং স্পৃহয়ন্তীত্যাহ মদর্থ ইতি। যত্তু তেষাং শূরত্বমুক্তং তদিদানীং বিষদয়তি নানেতি। নানাবিধানি অনেকপ্রকারাণি শস্ত্রাণি আয়ুধানি প্রহরণানি প্রহরণ-সাধনানি যেষাং তে তথা। বহুবিধায়ুধ-সম্পত্তাবপি তৎপ্রয়োগে নৈপুণ্যাভাবে তদ্বৈফল্যমিতি চেন্নেত্যাহ সর্ব্ব ইতি ॥ ৯ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

অন্যে চ ইতি। মদর্থে মৎপ্রয়োজনার্থং জীবিতং ত্যক্তুং অধ্যবসিতা ইত্যর্থঃ। নানা অনেকানি, শস্ত্রাণি প্রহরণ-সাধনানি যেষাং তে। যুদ্ধে বিশারদাঃ নিপুণা ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

এবং আমার জন্য জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গে প্রস্তুত এরূপ নানা-শস্ত্রাস্ত্র-কুশল ও যুদ্ধনিপুণ অন্যান্য বহু বীরগণও এই সংগ্রামে আমার পক্ষ সমর্থনে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৮।৯ ॥

আভাস।

বলের উপরই তাঁহার সম্পূর্ণ নির্ভর! জগৎ যে সম্পূর্ণ ঈশ্বরাধীন, এ জ্ঞান আদৌ তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয় নাই। সুতরাং রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, দ্রুপদ-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নকে ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত দেখিয়া, তাঁহার গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য, তখন অস্ত্র-শিক্ষক দ্রোণাচার্য্যের অভিমত অনুসারেই তিনি কার্য্য করিবেন; সুতরাং অর্থের অনুরোধে আচার্য্য দ্রোণ কৌরব-পক্ষে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও, পাণ্ডব-পক্ষে স্নেহের অনুরোধে ধৃষ্টদ্যুম্নকে সাহায্য করিতে অনুমতি করিয়াছেন। দুর্য্যোধন এই বিশ্বাস হৃদয়ে লুক্কায়িত রাখিয়া, এই বিষম বিপদ-কালেও আচার্য্য সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥ ১০॥

অন্বয়ঃ।

ভীষ্মাভিরক্ষিতং অপি অস্মাকং তৎ বলং অপর্য্যাপ্তং অসীমং অপি ভীমাভিরক্ষিতং ইদং পুরোবর্ত্তিনং এতেষাং যুধিষ্ঠিরাদীনাং বলং তু কিন্তু পর্য্যাপ্তং (অস্মান্ অভিভবিতুং সমর্থং ইত্যহং মন্যে)॥ ১০॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

রাজা পুনরপি স্বকীয়ভয়াভাবে হেত্বন্তরমাচার্য্যং প্রত্যাবেদয়তি অপর্য্যাপ্তমিতি। অস্মাকং খল্বিদমেকাদশ-সংখ্যকাক্ষৌহিণীপরিগণিতমপরিমিতং বলং ভীষ্মেণ চ প্রথিতমহামহিম্না সূক্ষ্মবুদ্ধিনা সর্ব্বতো রক্ষিতং পর্য্যাপ্তং পরেষাং পরিভবে সমর্থং, এতেষাং পুনস্তদ্বলং সপ্তসংখ্যকাক্ষৌহিণীপরিমিতং বলং ভীমেন চ চপলবুদ্ধিনা কুশলতা-বিকলেন পরিপালিতং অপর্য্যাপ্তমস্মানভিভবিতুমসমর্থমিত্যর্থঃ। অথবা তদিদমস্মাকং বলং ভীষ্মাধিষ্ঠিতং অপর্য্যাপ্তং অপরিমিতমধৃষ্যমক্ষোভ্যং এতেষাং পাণ্ডবানাং বলং ভীমেনাভিরক্ষিতং পর্য্যাপ্তং পরিমিতং সোঢ়ুং শক্যমিত্যর্থঃ। অথবা তং

স্বামীকৃতটীকা।

ততঃ কিমত আহ অপর্য্যাপ্তং ইত্যাদি। তৎ তথাভূতৈর্ব্বীরৈঃ যুক্তমপি, ভীষ্মেণ অভিরক্ষিতম্ অপি, অস্মাকং বলং সৈন্যম্, অপর্য্যাপ্তং তৈঃ সহ যোদ্ধুম্ অসমর্থং ভাতি। ইদম্ এতেষাং পাণ্ডবানাং বলং, ভীমাভিরক্ষিতং সৎ পর্য্যাপ্তং সমর্থং ভাতি। ভীষ্মস্য উভয় পক্ষপাতিত্বাৎ অস্মদ্বলং পাণ্ডবসৈন্যং প্রতি অসমর্থম্। ভীমস্য একপক্ষপাতিত্বাৎ এতদ্বলম্ অস্মদ্বলং প্রতি সমর্থং ভাতি॥ ১০॥

আমাদিগের সৈন্যসংখ্যা অপর্য্যাপ্ত সংখ্যাতীত এবং স্বয়ং ভীষ্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত ও পরিচালিত হইলেও, বিপক্ষ পক্ষে বীরকেশরী ভীমের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষিত পাণ্ডব-সৈন্য পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ সংখ্যায়

আভাস।

ছলে পরোক্ষে তিরস্কার করিতেই উদ্যত হইয়াছিলেন। মনে মনে বলিলেন যে, বিপক্ষ পক্ষে যদিও বিখ্যাতনামা মহারথগণ আছেন বটে এবং পরোক্ষে তাহাতে দ্রোণেরও স্নেহ আছে, তথাপি নিজের পক্ষে যেরূপ আয়োজন আছে, তাহাতে স্বয়ং আচার্য্য যদি বিপক্ষ-পক্ষে যোগদানও করেন, তাহাতেও দুর্য্যোধন ভীত নহে! তাহাই

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি॥ ১১॥

অন্বয়ঃ।

সর্ব্বেষু অয়নেষু ব্যূহ-প্রবেশ-মার্গেষু যথাভাগং বিভাগানুসারেণ পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিতাঃ সর্ব্বে যূয়ং হি নিশ্চিতং ভীষ্মং এব অভি সমন্তাৎ চতুর্দ্দিক্ষু রক্ষন্তু। যতঃ যুদ্ধে সঃ এব সর্ব্বাধ্যক্ষঃ॥ ১১॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পাণ্ডবানাং বলমপর্য্যাপ্তং নালম্ অস্মাকমস্মভ্যং ভীষ্মাভিরক্ষিতং ভীষ্মোঽভিরক্ষিতঃ অস্মৈ পরবলনিবৃত্ত্যর্থমিতি তদেব তথোচ্যতে, ইদং পুনরস্মদীয়ং বলমেতেষাং পাণ্ডবানাং পর্য্যাপ্তং পরিভবে সমর্থং, ভীমাভিরক্ষিতং ভীমো দুর্ব্বল-হৃদয়ো যস্মাদস্মৈ পরবল-নিবৃত্ত্যর্থমভিরক্ষিতঃ তস্মাদস্মাকং ন কিঞ্চিদপি ভয়কারণমস্তীত্যর্থঃ॥ ১০॥

স্বকীয়বলস্য ভীষ্মাধিষ্ঠিতত্বেন বলিষ্ঠত্বমুক্ত্বা ভীষ্মশেষত্বেন তদনুগুণত্বং দ্রোণাদীনং প্রার্থয়তে অয়নেষ্বিতি। কর্ত্তব্যবিশেষদ্যোতী চ শব্দঃ। সমর-সমারম্ভ-

স্বামিকৃতটীকা।

তস্মাৎ ভবদ্ভিরেবং বর্ত্তিতব্যমিত্যাহ অয়নেষু ইতি। অয়নেষু ব্যূহপ্রবেশ-মার্গেষু, যথাভাগং বিভক্তাং স্বাং স্বাং রণভূমিং অপরিত্যজ্য, অবস্থিতাঃ সন্তঃ, সর্ব্বে ভীষ্মমেব অভিরক্ষন্তু, যথা অন্যৈঃ যুধ্যমানঃ পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিন্ন হন্যেত, তথা রক্ষন্তু। ভীষ্মবলেনৈব অস্মাকং জীবনমিতি ভাবঃ॥ ১১॥

অল্প হইলেও, বিক্রমে যেন অধিক কার্য্যদক্ষ বলিয়া আমার অনুমান হইতেছে॥ ১০॥

যাহাই হউক, এক্ষণে যখন সমগ্র সৈন্য পরিচালনের ভার এক পিতামহ ভীষ্মের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, তখন আপনারা সকলে

আভাস।

ইঙ্গিতে আচার্য্যকে বুঝাইলেন। কারণ দ্রোণাচার্য্য ব্রাহ্মণ! যুদ্ধের কৌশল সম্বন্ধে ভীষ্মের অভিজ্ঞতা বিশেষরূপ আছে; তজ্জন্য এই যুদ্ধের ভার পিতামহের উপরই ন্যস্ত রহিল। অন্য সকলে কেবল ভীষ্মের দেহ রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকুন! এইরূপ বলায়, বিপদ্ কালে দুর্য্যোধনের দুর্ব্বুদ্ধি বশত তাদৃশ বীরচূড়ামণি দ্রোণাচার্য্যের হৃদয়ে বরং মনোগ্লানির উদয় করা হইল। সঞ্জয়ের অভিপ্রায়, হে ধৃতরাষ্ট্র! ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য অস্ত্রবিদ্যা, যুদ্ধকৌশল এবং ব্যূহ-রচনাদির যোগ্যতায় যেরূপ পারদর্শী, এরূপ আর অন্য কেহ ছিলেন না। বিশেষত তৎকালে এক ভীষ্ম ব্যতীত,

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥ ১২॥

অন্বয়ঃ।

তস্য রাজ্ঞঃ দুর্য্যোধনস্য হর্ষং সঞ্জনয়ন্ উৎপাদয়ন্ কুরুবৃদ্ধঃ প্রতাপবান্ পিতামহঃ ভীষ্মঃ উচ্চৈঃ সিংহনাদং গম্ভীর-রবং বিনদ্য কৃত্বা, শঙ্খং দধ্মৌ বাদিতবান্॥ ১২॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সময়ে যোধানাং যথাপ্রধানং যুদ্ধভূমৌ পূর্ব্বাপরাদি-দিগ্বিভাগেন অবস্থিত-স্থানানি নিয়ম্যন্তে তান্যয়নান্যুচ্যন্তে। সেনাপতিশ্চ সর্ব্বসৈন্যমধিষ্ঠায় মধ্যে তিষ্ঠতি। তেষু সর্ব্বেষু প্রকৃপ্তং প্রবিভাগমপ্রত্যাখ্যায় ভবান্ অশ্বত্থামা কর্ণশ্চেত্যেবমাদয়ো ভবন্তঃ সর্ব্বে অবস্থিতাঃ সন্তো ভীষ্মমেব সেনাপতিং সর্ব্বতো রক্ষন্ত। তস্য হি রক্ষণে সর্ব্বমস্মদীয়ং বলং রক্ষিতং স্যাৎ; পরবলনিবৃত্ত্যর্থত্বেন তস্যাস্মাভীরক্ষিতত্বাদিত্যর্থঃ॥১১॥

তমেবমাচার্য্যং প্রতি সম্বাদং কুর্ব্বন্তং ভয়াবিষ্টং রাজানং দৃষ্টা তদভ্যাসবর্ত্তী পিতামহ স্তদ্বুদ্ধ্যনুরোধার্থং ইত্থং কৃতবানিত্যাহ তস্যেতি। রাজ্ঞো দুর্য্যোধনস্য হর্ষং

স্বামিকৃতটীকা।

তদেবং বহুমানযুক্তং রাজ্ঞো দুর্য্যোধনস্য বাক্যং শ্রুত্বা ভীষ্মঃ কিং কৃতবান্, তদাহ তস্য ইত্যাদি। তস্য রাজ্ঞো হর্ষং কুর্ব্বন্, পিতামহো ভীষ্মঃ উচ্চৈঃ মহান্তং, সিংহনাদং বিনদ্য কৃত্বা, শঙ্খং দধ্মৌ বাদিতবান্॥ ১২॥

স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট ব্যূহ-দ্বারকে অবরুদ্ধ রাখিয়া, অধিনায়ক ভীষ্মের দেহ সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন!॥ ১১॥

রাজা দুর্য্যোধনের তাদৃশ সম্মান-সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহারথ ভীষ্ম তাঁহার আনন্দ এবং উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ সিংহনাদ সহকারে অতি উচ্চরবে শঙ্খধ্বনি করিলেন॥ ১২॥

আভাস।

কুরু-পাণ্ডব-বংশীয় যোদ্ধৃবৃন্দের তিনিই আচার্য্য। অথচ তিনি নিজেই যুদ্ধার্থ উপস্থিত; তখন তাঁহাকে সেনাপতি না করিয়া, ভীষ্মকে সেনাপতি এবং দ্রোণকে তাঁহার পার্শ্ব-রক্ষক করায়, যুদ্ধের প্রারম্ভেই ব্রাহ্মণের অবমাননার পাপে লিপ্ত হওয়া হইল। এদিকে দুর্য্যোধনের আনন্দবর্দ্ধনার্থ ভীষ্ম সিংহনাদের সহিত শঙ্খধ্বনি করায়, দ্রোণাচার্য্যের হৃদয়-গ্লানি দ্বিগুণিত করা হইল; তখন যুদ্ধের পরিণাম যে কি হইবে, তাহা হে মহারাজ! মনে মনেই সিদ্ধান্ত করুন!॥৮—১২॥

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানক-গোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।

ততঃ শঙ্খাঃ ভের্য্যঃ চ পণবাঃ মার্দ্দলাঃ, আনকাঃ ঢক্কাঃ, গোমুখাঃ বাদ্যবিশেষাঃ সহসা তৎক্ষণমেব অভ্যহন্যন্ত বাদিতাঃ; সঃ বাদ্যযন্ত্রাণাং মিলিত-ধ্বনিঃ তুমুলঃ ভয়প্রদঃ অভূৎ ॥ ১৩ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বুদ্ধিগতমুল্লাসবিশেষং পরপরিভবদ্বারা স্বকীয়বিজয়দ্বারকং সম্যগ্ উৎপাদয়ন্ ভয়ং তদীয়মপনিনীষুঃ উচ্চৈঃ সিংহনাদং কৃত্বা শঙ্খমাপূরিতবান্। কিমিতি দুর্য্যোধনস্য হর্ষমুৎপাদয়িতুং পিতামহো যততে। কুরুবৃদ্ধত্বাত্তস্য কুরুরাজত্বাৎ পিতামহত্বাচ্চ অস্য, দুর্য্যোধন-ভয়াপনয়নার্থা প্রবৃত্তিরুচিতা। তদুপজীবিতয়া তদ্বশত্বাচ্চ তস্য চ সিংহনাদে শঙ্খশব্দে চ পরেষাং হৃদয়ব্যাথা সম্ভাব্যতে দূরাদেব অরিনিবহং প্রতি ভয়জনন-লক্ষণপ্রতাপত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

রাজাভিপ্রায়ং প্রতীত্য ভীষ্মপ্রবৃত্ত্যনন্তরং তৎপক্ষৈ স্তৈস্তৈ রাজভিঃ শঙ্খাদয়ো-

স্বামিকৃতটীকা।

তদেবং সেনাপতে র্ভীষ্মস্য যুদ্ধোৎসবমালোক্য সর্ব্বতো যুদ্ধোৎসবঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ তত ইত্যাদিনা। পণবাঃ মার্দ্দলাঃ আনকাঃ গোমুখাশ্চ বাদ্যবিশেষাঃ সহসা তৎক্ষণাদেবাভ্যহন্যন্ত বাদিতাঃ, স শব্দঃ শঙ্খাদিশব্দ স্তুমুলো মহান্ অভূৎ ॥ ১৩ ॥

প্রতাপবান্ ভীষ্মের যুদ্ধোৎসাহ অবলোকন করিয়া, কৌরব-পক্ষীয় সেনাসমূহের মধ্যে অসংখ্য শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক এবং গোমুখ প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্র তৎক্ষণাৎ একত্র বাজিয়া উঠিল; এবং সে শব্দ ঘোর গভীর রবে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল ॥ ১৩ ॥

আভাস।

দ্রোণাচার্য্যের হর্ষে বিষাদ যুদ্ধের প্রারম্ভেই সূচিত হইল। সুতরাং ক্ষুণ্ণহৃদয়ে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত। এদিকে মহাবীর ভীষ্ম দুর্য্যোধনের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ যেমন সিংহ-নাদে শঙ্খধ্বনি করিলেন, অমনি বিনা বিবেচনায় অন্যান্য দুর্য্যোধন-পক্ষীয় বীরবৃন্দ সকলে একত্র স্ব স্ব শঙ্খধ্বনি করত যুদ্ধোৎসাহ প্রদর্শন করিলেন এবং একত্র বাদিত সেই শঙ্খধ্বনিও ঘোর রোলে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল; পাণ্ডবপক্ষীয়গণও অগত্যা

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।

ততঃ শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ অশ্বৈঃ, যুক্তে মহতি স্যন্দনে রথে, স্থিতৌ মাধবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, পাণ্ডবঃ অর্জ্জুনঃ চ এতৌ দিব্যৌ অপূর্ব্বৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ বাদয়ামাসতুঃ ॥ ১৪ ॥

তত্র হৃষীকেশঃ (হৃষীকাণাং ইন্দ্রিয়াণাং ঈশঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) পাঞ্চজন্যং শঙ্খং, ধনঞ্জয়ঃ অর্জ্জুনঃ দেবদত্তং, ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ভীমঃ, মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং ॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বাদ্যবিশেষা ঝটিতি শব্দবন্তঃ সংপাদিতাঃ। সচ শঙ্খাদিপ্রযুক্তশব্দ স্তুমুলো বহুলং তদ্যং পরেষাং পরিভ্রোতয়ন্ আসীদিত্যাহ তত ইতি ॥ ১৩ ॥

এবং দুর্য্যোধনপক্ষে প্রবৃত্তিমালক্ষ্য পরিসরবর্ত্তিনৌ কেশবার্জ্জুনৌ শ্বেতৈর্হয়ৈ-রতি-বল-পরাক্রমৈ-র্যুক্তে মহত্যপ্রধৃষ্যে রথে ব্যবস্থিতৌ অপ্রাকৃতৌ শঙ্খৌ পূরিত-বন্তাবিত্যাহ ততঃ শ্বেতৈ হয়ৈরিতি ॥ ১৪ ॥

শঙ্খয়ো র্দিব্যত্বমেব আবেদয়তি পাঞ্চজন্যমিতি। কেশবার্জ্জুনয়ো র্যুদ্ধাভিমুখ্যং

স্বামিকৃতটীকা।

ততঃ পাণ্ডবসৈন্যে প্রবৃত্তং যুদ্ধোৎসবমাহ তত ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ। স্যন্দনে রথে স্থিতৌ সন্তৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রকর্ষেণ দধ্মতু র্ব্বাদয়ামাসতুঃ ॥ ১৪ ॥

তদেব বিভাগেন দর্শয়ন্নাহ পাঞ্চজন্যমিতি। পাঞ্চজন্যাদীনি নামানি শ্রীকৃষ্ণা-

---

তৎকালে শুভ্রবর্ণ অশ্ব-সমূহে সংযোজিত প্রকাণ্ড রথে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ অতি অপূর্ব্ব দৈবী শঙ্খের ধ্বনি করিলেন ॥ ১৪ ॥

হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ এবং অর্জ্জুন দেবদত্ত নামক

আভাস।

প্রত্যুত্তর ছলে পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খধ্বনি করিলেন। কিন্তু যে সকল শঙ্খ পাণ্ডব-পক্ষ হইতে ধ্বনিত হইল, প্রত্যেকটী বিখ্যাতনামা এবং দেবদত্ত; সুতরাং তাহাদের ধ্বনিতে বিপক্ষ পক্ষের হৃদয়ে ভীষণ উদ্‌বেগেরই উপস্থিতি হইয়াছিল।

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং, নকুলঃ সহদেবঃ চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥

পরমেষ্বাসঃ মহাধনুর্দ্ধারী কাশ্যঃ কাশীপতিঃ, মহারথঃ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্নঃ বিরাটঃ, অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ চ ॥ ১৭ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

দৃষ্ট্বা সংহৃষ্টঃ সারম্ভেন সমর-রসিকোঽভীমসেনোঽপি যুদ্ধাভিমুখোঽভূদিত্যাহ পৌণ্ড্রমিতি ॥ ১৫ ॥

এতেষাং ঈদৃশীং প্রবৃত্তিং প্রতীত্য পরিপালনাবকাশমাসাদ্য রাজ্ঞো যুধিষ্ঠিরস্যাপি প্রবৃত্তিং দর্শয়তি অনন্তেতি। জ্যায়সাং ভ্রাতৄণামনুসরণমাবশ্যকমিতি মত্বা তয়োর্যবীয়সো ভ্রাত্রোরপি প্রবৃত্তিমাহ নকুল ইতি ॥ ১৬ ॥

অন্যেষামপি তৎপক্ষীয়াণাং রাজ্ঞামৈকমত্যং বিজ্ঞাপয়ন্ ধৃতরাষ্ট্রস্য দুরাশাং সঞ্জয়োব্যুদস্যতি কাশ্যশ্চেত্যাদিনা ॥ ১৭ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

দিশঙ্খানাং, নামানি ভীমং ঘোরং কর্ম্ম যস্য সঃ বৃকবৎ উদরং যস্য সঃ বৃকোদরঃ পৌণ্ড্রং মহাশঙ্খং দধ্মৌ ॥ ১৫ ॥

অনন্তেতি। নকুলঃ সুঘোষং নাম শঙ্খং দধ্মৌ সহদেবো মণিপুষ্পকং নাম ॥ ১৬ ॥

কাশ্যশ্চেতি। কাশ্যঃ কাশীরাজঃ কথম্ভূতঃ পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ ইষ্বাসো ধনুর্যস্য সঃ ॥ ১৭ ॥

শঙ্খের যেমন ধ্বনি করিলেন, অমনি প্রবল বিক্রম বৃকোদর পৌণ্ড্র-নামক শঙ্খকে নিনাদিত করিলেন ॥ ১৫ ॥

এদিকে কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্ত-বিজয় নামক শঙ্খ, এবং নকুল ও সহদেব যথাক্রমে সুঘোষ এবং মণিপুষ্পক নামক শঙ্খের ধ্বনি করিলেন ॥ ১৬ ॥

আভাস।

পাণ্ডব পক্ষে যাঁহারা শঙ্খ বাজাইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই অসাধারণ বীর এবং বিশ্ব-বিজয়ী যোদ্ধা; অদৃশ বীর দুর্য্যোধনের পক্ষে কেহ ছিল না।

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে ।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥
স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ ।

দ্রুপদঃ, দ্রৌপদেয়াঃ দ্রৌপদীপুত্রাঃ, মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ অভিমন্যুঃ চ সর্ব্বশঃ সর্ব্বে এতে হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র ! পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ ॥ ১৮ ॥

সঃ তুমুলঃ ভীষণঃ ঘোষঃ শব্দঃ, নভঃ অন্তরীক্ষং পৃথিবীং চ ব্যনুনাদয়ন্ শব্দিতং কুর্ব্বন্ ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং দুর্য্যোধনাদীনাং হৃদয়ানি, ব্যদারয়ৎ বিদারিতবান্ ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

দ্রুপদ ইতি । পরমেষ্বাসাদিবিশেষ-লক্ষণ-চতুষ্টয়ং প্রত্যেকং সম্বধ্যতে ॥ ১৮ ॥

তৈস্তৈ রাজভিঃ শঙ্খানাপূরয়দ্ভিঃ আপাদিতো মহান্ ঘোষ স্তুমুলোঽতিভৈরবো

স্বামিকৃতটীকা ।

দ্রুপদ ইতি । হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র ॥ ১৮ ॥

স চ শঙ্খানাং নাদ স্বদীয়ানাং মহাভঙ্গং জনয়ামাসেত্যাহ স ঘোষ ইত্যাদি ।

এবং পাণ্ডব-পক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধর কাশীরাজ মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটরাজ, অপরাজেয় সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রপঞ্চ এবং সুভদ্রানন্দন মহাবীর অভিমন্যু প্রভৃতি বীরগণ সকলেই আপন আপন শঙ্খের ধ্বনি করিয়াছিলেন ॥ ১৭ । ১৮ ॥

পাণ্ডব-পক্ষীয় শঙ্খ সমূহের ধ্বনি এত প্রচণ্ডবেগে নভো-মণ্ডল

আভাস ।

পাণ্ডব-পক্ষে সারথী শ্রীকৃষ্ণ ! যাঁহার নাম হৃষীকেশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-নিয়ন্তা ; এবং নায়ক রাজা যুধিষ্ঠির । এতদ্দ্বারা ইঙ্গিতে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, সম্প্রতি যুধিষ্ঠির রাজা না হইলেও, পরে যে তিনিই রাজা হইবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই । কারণ কর্ম্মবীর অর্জ্জুন ; তিনি পূর্ব্বেই সমস্ত রাজন্য-বর্গকে আপন অধীনে আনয়ন করত, ধন সংগ্রহে ধনঞ্জয় নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, তিনি কর্ত্তব্যের চিন্তা নিজের উপর নির্ভর না করিয়া, হৃষীকেশ সারথীর উপর ন্যস্ত রাখিয়াছেন । সুতরাং ভীষণ আপৎকালে

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২০ ॥
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।

অন্বয়ঃ।

কপিধ্বজঃ (কপিঃ বানর-প্রতিমূর্ত্তিঃ রথধ্বজায়াং যস্য সঃ) পাণ্ডবঃ অর্জ্জুনঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ দুর্য্যোধন-সৈনিকান্ ব্যবস্থিতান্ অপ্রচলিত ভাবেন বর্ত্তমানান্ দৃষ্ট্বা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নভশ্চান্তরীক্ষং পৃথিবীঞ্চ ভুবনং লোকত্রয়ং সর্ব্বমেব বিশেষেণানুক্রমেণ নাদয়ন্ নাদযুক্তং কুর্ব্বন্ ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং দুর্য্যোধনাদীনাং হৃদয়ানি অন্তঃকরণানি ব্যদারয়ৎ বিদারিতবান্। যুজ্যতে হি তৎপ্রেরিত শব্দঘোষ-শ্রবণাৎ ত্রৈলোক্যাক্রোশে তদুপ-শৃণ্বতাং তেষাং হৃদয়েষু দোধূয়মানত্বং তদাহ স ঘোষ ইতি॥ ১৯ ॥

দুর্য্যোধনাদীনাং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণামেবং ভয়প্রাপ্তিং প্রদর্শ্য পার্থাদীনাং পাণ্ডবানাং তদ্বৈপরীত্যমিদানীমুদাহরতি অথেত্যাদিনা। ভীতিপ্রত্যুপস্থিতেরনন্তরং পলায়নে প্রাপ্তেঽপি ধৈর্য্যমুৎপাদ্য ব্যবস্থিতান্ অপ্রচলিতানেব পরান্ প্রত্যক্ষেণোপলভ্য

স্বামিকৃতটীকা।

ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং তদীয়ানাং হৃদয়ানি বিদারিতবান্ কিং কুর্ব্বন্ নভশ্চ পৃথিবীঞ্চাভ্যুন্নাদয়ন্ প্রতিধ্বনিভিরাপূরয়ন ॥ ১৯ ॥

এতস্মিন্ সময়ে শ্রীকৃষ্ণং অর্জ্জুনো বিজ্ঞাপয়ামাসেত্যাহ অথেত্যাদি চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ, অথেতি। অথানন্তরং মহাশব্দানন্তরং ব্যবস্থিতান্ যুদ্ধোদ্যোগেঽবস্থিতান্ কপিধ্বজোঽর্জ্জুনঃ ॥ ২০ ॥

এবং মেদিনীতে দিক্ দিগন্ত এরূপ প্লাবিত হইয়াছিল যে, সে রবে দুর্য্যোধনাদির হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥

বানর-প্রতিমূর্ত্তি-চিহ্নিত ধ্বজায় সুশোভিত রথে সমাসীন পাণ্ডু-নন্দন অর্জ্জুন বিপক্ষ পক্ষে শর-বর্ষণার্থ গাণ্ডীব ধনু হস্তে লইয়া যখন

আভাস।

যখন শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সুহৃৎ তাঁহার সঙ্গে, তখন কি আর তাঁহাদের পরাজয় হওয়া সম্ভব! ॥ ১৩ ॥ ১৯ ॥

• দুর্য্যোধন-পক্ষ পাণ্ডবগণের বীরপুরুষগণকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহাদের

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত। ॥ ২১ ॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।

অন্বয়ঃ।

তথাশর-সম্পাতে (উভয় পক্ষয়োঃ শরসমূহে) প্রবৃত্তে নিক্ষেপোন্মুখে সতি হে মহীপতে! হৃষীকেশং শ্রীকৃষ্ণং ইদং বক্ষ্যমাণং বাক্যং আহ ॥ ২০। ২১ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

হনুমন্তং বানর-বরং ধ্বজ-লক্ষণত্বেন আদায় অবস্থিতোঽর্জ্জুনো ভগবন্তমাহ ইতি সম্বন্ধঃ। কিমাহেত্যপেক্ষায়ামিদং বক্ষ্যমাণং হেতুমদ্বচনমাহ বাক্যমিতি। কস্যাং অবস্থায়ামিদমুক্তবানিতি তত্রাহ প্রবৃত্ত ইতি। শস্ত্রাণাং ইষুপ্রাসপ্রভৃতীনাং সম্পাতঃ সমুদায় তস্মিন্ প্রবৃত্তে প্রয়োগাভিমুখে সতীতি যাবৎ। কিং কৃত্বা ভগবন্তং প্রত্যুক্তবানিতি। তদাহ ধনুরিতি। মহীপতি শব্দেন রাজা প্রজ্ঞাচক্ষুঃ সঞ্জয়েন সংবোধ্যতে ॥ ২০ ॥

তদেব গাণ্ডীবধন্বিনো বাক্যমনুক্রামতি সেনয়োরিতি। উভয়োরপি সেনয়োঃ সন্নিহিতয়োর্মধ্যে মদীয়ং রথং স্থাপয়েত্যর্জ্জুনেন সারথ্যে সর্ব্বেশ্বরো নিযুজ্যতে,

স্বামিকৃতটীকা।

তদেব বাক্যমাহ সেনয়োরিত্যাদি ॥ ২১ ॥

দেখিলেন যে, বিপক্ষ পক্ষে দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ যুদ্ধার্থ সুপ্রতিষ্ঠিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তখন তিনি শর বর্ষণে নিরস্ত হইয়া, হে মহারাজ! হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করত বলিলেন ॥ ২০ ॥

হে অচ্যুত! এই সংগ্রাম ব্যাপারে কাহাদের সহিত আমাকে

আভাস।

শংখ-নিনাদ শ্রবণে ভীত হইলেও, ধৃষ্টতা নিবন্ধন রুধির-স্রোতে কুরুক্ষেত্রকে প্লাবিত করত সত্যধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য অগ্রসর! কিন্তু সহায়-সম্পন্ন এবং নিজেরা কৃতকর্ম্মা হইয়াও, পাছে সত্যধর্ম্মের লোপাপত্তি ঘটে, এই ভয়ে পাণ্ডব-কুল-তিলক বীরাগ্রগণ্য নির্ভীক অর্জ্জুন কৃষ্ণ-চরণে শরণাগত হইয়া, কিংকর্ত্তব্যের উপদেশার্থ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর বেশে দণ্ডায়মান। অহো! ভক্তের প্রার্থনা ভগবান্ প্রতিপালন করিলেন ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তোমার নাম ত অচ্যুত! তুমি আমারই

কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।

অন্বয়ঃ।

অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে অচ্যুত! উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে মে মম রথং স্থাপয়! অস্মিন্ রণসমুদ্যমে সমরোদ্যোগে কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যং যোদ্ধুকামান্ অবস্থিতান্ এতান্ অহং নিরীক্ষে! ॥ ২২ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কিং হি ভক্তানামশক্যং যদ্ভগবানপি তন্নিয়োগং অনুতিষ্ঠতি। যুক্তং হি ভগবতো-ভক্তপারবশ্যং। অচ্যুতেতি সম্বোধনতয়া ভগবতঃ স্বরূপং ন কদাচিদপি প্রচ্যুতিং প্রাপ্নোতীত্যুচ্যতে ॥ ২১ ॥

মধ্যে রথং স্থাপয়েত্যুক্তং তদেব রথস্থাপনস্থানং নির্ধারয়তি যাবদিতি। এতান্ প্রতিপক্ষত্বেন প্রতিষ্ঠিতান্ ভীষ্মদ্রোণাদীন্ অস্মাভিঃ সার্দ্ধং যোদ্ধুমপেক্ষাবতো

স্বামিকৃতটীকা।

নমু ত্বং যোদ্ধা ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষকঃ তত্রাহ কৈর্ম্ময়েত্যাদি। কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যং ॥ ২২ ॥

যুদ্ধ করিতে হইবে এবং কোন্ কোন্ বীর সমর-বাসনায় এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে যাহাতে আমি নয়ন-গোচর করিতে পারি, তজ্জন্য এই উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন করুন ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

আভাস।

রথেই অচ্যুত ভাবে আছ বলিয়াই কি অন্য কোথায়ও নাই। তাহা অসম্ভব! তুমি সর্ব্বত্র আছ; তবে চল দেখি! যাহারা যুদ্ধার্থ উপস্থিত, সেই উভয় কুলের মধ্যস্থলে রথসহ উপস্থিত হই! এবং তোমার অচ্যুত ভাবটীকে একবার অন্তর-হৃদয়ে অনুভব করি! ॥

তীক্ষ্ণ বিবেক-বলে ভীত বা উত্তেজিত না হইয়া, অর্জ্জুন যুদ্ধার্থ প্রতিপক্ষ-ভাবে দণ্ডায়মান উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে কেবল দর্শকরূপে অবস্থান করিবার অভিপ্রায়ে রথ চালাইতে আদেশ করিলে, নিঃশঙ্কুচিত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ রথ চালাইয়া মধ্যস্থলে রাখিয়াছিলেন; এবং তাদৃশ সময়ে অর্জ্জুন স্বপক্ষ ও বিপক্ষে স্থিত ভীষ্ম

ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।

অন্বয়ঃ।

দুর্ব্বুদ্ধেঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্য্যোধনস্য যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ হিতাকাঙ্ক্ষিণঃ যে এতে রাজানঃ অত্র রণপ্রাঙ্গণে সমাগতাঃ যোৎস্যমানান্ যুদ্ধার্থং উদ্যতান্ তান্ অহং অবেক্ষে পশ্যামি ॥ ২৩ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যাবদ্গত্বা নিরীক্ষিতুমহং ক্ষমঃ স্যাং তাবতি প্রদেশে রথস্য স্থাপনং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ প্রবৃত্তে যুদ্ধপ্রারম্ভে বহবো রাজানো হ্যমুষ্যাং যুদ্ধভূমাবুপলভ্যন্তে তেষাং মধ্যে কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যং ন হি কচিদপি মম গতিপ্রতিহতিরস্তীত্যাহ কৈর্ম্ময়েতি ॥২২॥

প্রতিযোগিনামভাবে কথং তব যুদ্ধৌৎসুক্যং ফলবত্তবেদিতি তত্রাহ যোৎস্যমানানিতি। যে কেচিদেতে রাজানো নানাদেশেভ্যোঽত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেতা স্তানহং

স্বামিকৃতটীকা।

যোৎস্যমানানিতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্য্যোধনস্য, প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছন্তো. য ইহ সমাগতাঃ তান্ অহং যাবৎ দ্রক্ষ্যামি তাবদুভয়োঃ সেনয়ো র্মধ্যে মে রথং স্থাপয় ইতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

তাহা হইলে দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন দুর্য্যোধনের পক্ষ সমর্থনে তদীয় হিত-কামনায় যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে যাঁহারা এই কুরুক্ষেত্র রণভূমে সমাগত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের সকলকেই নয়নগোচর করিতে পারিব ॥ ২৩ ॥

আভাস।

প্রস্তুতি যোদ্ধৃবৃন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, স্বয়ং যুদ্ধার্থ বাণ নিক্ষেপের পরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে হিতাহিতের সংগ্রামে বিচার-বাণ নিক্ষেপে সত্য-সিংহাসনের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অহো ধৃতরাষ্ট্র! ঐশ্বর্য্য বা ভোগের আসক্তির কথা দূরে থাকুক, স্বকীয় জীবনের প্রতিও উপেক্ষা করিয়া, অর্জ্জুন আদ্যোপান্ত গীতা কৃষ্ণমুখে শ্রবণ করত, পরমানন্দ-স্বরূপ সত্যের সিংহাসন জয়ে জীবন্মুক্তি লাভ করিলেন। কিন্তু তৎকালে দুর্য্যোধনাদি কুরুপক্ষীয়গণ যুদ্ধার্থ অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলন করিয়াও সত্যের প্রভাবে অভিভূত জড়ের ন্যায়, দণ্ডায়মান রহিল। অর্জ্জুন গীতা শ্রবণে বলীয়ান্ হইলেন! গীতা জগতে প্রচারিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের অল্পকালে

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্ ।

অন্বয়ঃ।

সঞ্জয়ঃ উবাচ। হে ভারত! গুড়াকেশেন অর্জ্জুনেন এবং উক্তঃ হৃষীকেশঃ কৃষ্ণঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে ভীষ্মদ্রোণ-প্রমুখতঃ সর্ব্বেষাং মহীক্ষিতাং চ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যোৎস্যমানান্ পরিগৃহীত-প্রহরণোপায়ানভিতঃ সংগ্রাম-সমুৎসুকানুপলভে, তেন প্রতিযোগিনাং বাহুল্যমিত্যর্থঃ। তেষামস্মাভিঃ সহ পূর্ব্ববৈরাভাবে কথং প্রতিযোগিত্বং প্রকল্প্যতে তত্রাহ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্যেতি। ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রস্য দুর্য্যোধনস্য দুর্ব্বুদ্ধেঃ স্বরক্ষণোপায়-মপ্রতিপদ্যমানস্য যুদ্ধায় সংরম্ভং কুর্ব্বতো যুদ্ধে যুদ্ধভূমৌ স্থিত্বা প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছবো রাজানঃ সমাগতাঃ দৃশ্যন্তে, তেন তেষামৌপাধিকমস্মৎপ্রতিযোগিত্ব-মুপপন্নমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

এবমর্জ্জুনেন প্রেরিতো ভগবান্ অহিংসারূপং ধর্ম্মমাশ্রিত্য প্রায়শো যুদ্ধাৎ তং নিবর্ত্তয়িষ্যতীতি ধৃতরাষ্ট্রস্য মনোরথং দূষয়িষ্যন্ সঞ্জয়ো রাজানং প্রত্যুক্তবান্ ইত্যাহ সঞ্জয় ইতি। ভগবতো হি হৃদ্গতাভিপ্রায়ার্থং প্রাপ্তস্য অর্জ্জুনাভিপ্রায়প্রতিপত্তিদ্বারেণ স্বাভিসন্ধিং প্রতিলভমানস্য পরোক্তিমনুসৃত্য স্বাভিপ্রায়ানুকূলমনুষ্ঠানমাদর্শয়তি এবমিতি ॥ ২৪ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

ততঃ কিং বৃত্তম্ ইত্যপেক্ষায়াং আহ এবমুক্ত ইত্যাদি। গুড়াকা নিদ্রা, তস্যা ঈশেন জিতনিদ্রেণ অর্জ্জুনেন, এবমুক্তঃ সন্। হে ভারত। ধৃতরাষ্ট্র! ॥ ২৪ ॥

সঞ্জয় বলিলেন, হে ভরত-বংশাবতংস ধৃতরাষ্ট্র! গুড়াকেশ (জিতনিদ্র) জিতেন্দ্রিয় অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই প্রকারে অভিহিত হইয়া, হৃষীকেশ (সর্ব্বান্তর্যামী) বাসুদেব অর্জ্জুনের সুসজ্জিত রথখানি চালাইয়া উভয়-পক্ষীয় সৈন্য সমূহের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন ;

আভাস।

কংসের নিযুক্ত প্রহরী সমূহ বসুদেব ও দেবকীর কারাগারের চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ ভাবে প্রহরীর কার্য্য করিলেও, মহামায়ার মোহপ্রভাবে তাহারা সকলেই নিদ্রিত রহিল। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বসুদেব ও দেবকী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব এবং তদীয়

উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।

অন্বয়ঃ।

অগ্রতঃ রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা, হে পার্থ! সমবেতান্ এতান্ কুরূন্ পশ্য! ইতি উবাচ ॥ ২৪। ২৫ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভীষ্মদ্রোণাদীনামন্যেষাঞ্চ রাজ্ঞামন্তিকে রথং স্থাপয়িত্বা ভগবান্ কিং কৃতবানিতি তদাহ উবাচেতি। এতানভ্যাসে বর্ত্তমানান্ কুরূন্ কুরুবংশপ্রসূতান্ ভবদ্ভিঃ সার্দ্ধং যুদ্ধার্থং সঙ্গতান্ পশ্য! দৃষ্ট্বা চ যৈঃ সহ অত্র যুযুৎসা তব উপাবস্তুতে তৈঃ সাকং যুদ্ধং কুরু। নো খল্বেতেষাং শস্ত্রাস্ত্রশিক্ষাবতাং মহীক্ষিতামুপেক্ষা উপপদ্যতে। নারথ্যে তু ন মনঃ খেদনীয়মিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

উভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে রথানামুত্তমং রথং, হৃষীকেশঃ স্থাপিতবান্। ভীষ্মদ্রোণ ইতি মহীক্ষিতাং রাজ্ঞাং চ প্রমুখতঃ সম্মুখে রথং স্থাপয়িত্বা হে পার্থ! এতান্ কুরূন্ পশ্য ইতি শ্রীভগবান্ উবাচ ॥ ২৫ ॥

এবং ভীষ্ম দ্রোণ ও অন্যান্য রাজন্য-বর্গের অভিমুখে উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধন করত বলিলেন, হে পৃথানন্দন! কুরুপক্ষে সমাগত বীরগণের প্রতি তুমি অবলোকন কর! ॥ ২৪।২৫ ॥

আভাস।

অনুমতি অনুসারে বসুদেব কর্তৃক নন্দালয়ে বালক কৃষ্ণকে লইয়া যাওয়া এবং তথায় যশোদার পার্শ্বে কৃষ্ণকে রাখিয়া, তদীয়া সদ্যোজাতা কুমারীকে আনয়ন করত দেবকীর পার্শ্বে শয়ন করান পর্য্যন্ত যেমন বিদ্রোহী কংসানুচর অসুর-কুল নিস্তব্ধে নিরীহের ন্যায়, নিদ্রিত ছিল; পরে মহামায়ার প্রসব-কালোচিত কাতর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণে প্রহরিগণ জাগরিত হইয়া, কংসকে প্রসবের সংবাদ প্রদান করে এবং তখন কংস জাগ্রত হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় আগমন পূর্ব্বক কন্যা-হননে উপস্থিত হয়; সেইরূপ শুশ্রূষু অর্জ্জুনের সমীপে শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে তদীয় আত্মস্বরূপের প্রত্যক্ষ পরিচয়-স্বরূপ শ্রীগীতার আদ্যোপান্ত ভাব পরিস্ফুট ভাবে প্রসূত না হওয়া পর্য্যন্ত, পরস্পরের যুদ্ধের ব্যাপার নিরীহ ভাবে নিস্তব্ধ ছিল। কারণ শ্রীগীতা দয়াম্ভ উক্তি-

আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ।

তত্র উভয়োঃ অপি সেনয়োঃ মধ্যে স্থিতান্ পিতৄন্ পিতৃস্থানীয়ান্ পিতামহান্ আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীন্ শ্বশুরান্ তথা সুহৃদঃ চ অপশ্যৎ ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

এবং স্থিতে মহানধর্ম্মো হিংসেতি বিপরীত-বুদ্ধ্যা যুদ্ধাৎ পরিরংসা পার্থস্য সংপ্রবৃত্তেতি কথয়তি অত্রেত্যাদিনা। সপ্তম্যা ভগবদভ্যনুজ্ঞানে সমর-সমারম্ভাৎ সংপ্রবৃত্তে সতি ইত্যেতদুচ্যতে। সেনয়োরুভয়োরপি স্থিতান্ পার্থোঽপশ্যদিতি সম্বন্ধঃ। অথশব্দ স্তথাশব্দ-পর্য্যায়ঃ। শ্বশুরাঃ ভার্য্যাণাং জনয়িতারঃ। সুহৃদো মিত্রাণি কৃতবর্ম্ম-প্রভৃতয়ঃ ॥ ২৬ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যাহ তত্রেতি। পিতৄন্ পিতৃব্যানিত্যর্থঃ, পুত্রান্ পৌত্রানিতি দুর্য্যোধনাদীনাং যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তানিত্যর্থঃ, সখীন্ মিত্রাণি, সুহৃদঃ কৃতোপকারাংশ্চ অপশ্যৎ ॥ ২৬ ॥

অর্জ্জুন তখন উভয় পক্ষীয় সৈন্য-সাগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, পরস্পরে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ, নিকট আত্মীয়, কেহ পিতৃব্য, কেহ পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর, এবং সুহৃদাদি আপন আপন জনগণই যুদ্ধের দ্বারা প্রাণোৎসর্গের জন্য সকলেই সেই সমর প্রাঙ্গণে উপনীত হইয়াছেন ॥ ২৬ ॥

আভাস।

প্রত্যুক্তি নহে; শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে বিনিঃসৃত নিজের পরমার্থ স্বরূপ-ভাব। যে কলেবরে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজমান ছিলেন, সেটী তাঁহার প্রাকৃত দেহ; শ্রীগীতাই তাঁহার অপ্রাকৃত দেহ। সুতরাং সেই অপ্রাকৃত দেহের প্রসব-কালে যোগ সম্পাদন উপলক্ষে প্রাণপণে যুদ্ধার্থ উদ্‌যোগী সৈন্যকুল নিরীহের ন্যায়, নিস্তব্ধ দণ্ডায়মান ছিল। শ্রীগীতা কৃষ্ণ-হৃদয় হইতে প্রসূত হইয়া, অর্জ্জুন হৃদয়ে বাজিয়া উঠিল; পরে সেই ধ্বনি সমগ্র নভোভাগ ব্যাপ্ত করত, সঞ্জয়াদি দিব্যজ্ঞানীর হৃদয়ে আশ্রয় করিত অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই শ্রীগীতাই ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি, যাহা জগতে

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।

সঃ কৌন্তেয়ঃ কুন্তীপুত্রঃ অর্জ্জুনঃ তত্র অবস্থিতান্ সর্ব্বান্ তান্ বন্ধূন্ সমীক্ষ্য দৃষ্ট্বা, পরয়া মহত্যা কৃপয়া মমতয়া আবিষ্টঃ গৃহীতঃ, অতঃ বিষীদন্ খেদং কুর্ব্বন্ ইদং অব্রবীৎ উবাচ ॥ ২৭ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সেনাদ্বয়ে ব্যবস্থিতান্ যথোক্তান্ পিতৃপিতামহাদীনালোক্য পরমকৃপা-পরবশঃ সন্ অর্জ্জুনো ভগবন্তমুক্তবানিত্যাহ তানিতি। বিষীদন্ যথোক্তানাং পিত্রাদীনাং হিংসাসংরম্ভ-নিবন্ধনং বিষাদমুপতাপং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

ততঃ কিং কৃতবান্ ইত্যত আহ তানিতি। আবিষ্টো ব্যাপ্তো যুক্তঃ, বিষীদন্ বিশেষেণ সীদন্ অবসাদং গ্লানিং লভমানঃ ॥ ২৭ ॥

তাদৃশ পরমাত্মীয় বন্ধুগণকে যুদ্ধার্থ সমবেত অবলোকন করিয়া অর্জ্জুনের যুদ্ধ-লালসা একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল। তিনি গুরুতর প্রেমোচ্ছ্বাসে আবদ্ধ হইয়া, অবসন্ন-ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ॥ ২৭ ॥

আভাস।

সাধুগণের পরিত্রাণ এবং অসাধুগণের নিগ্রহের জন্য অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

সারথী শ্রীকৃষ্ণকে পুরোভাগে উপবেশন করাইয়া, নিজে যোদ্ধারূপে পশ্চাৎ ভাগে বিদ্যমান থাকিবার তাৎপর্য্যই এই যে, স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া পরমার্থের প্রতি দৃষ্টি করত যখন অর্জ্জুনের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, তখন সে কার্য্যে যে তিনি কৃতকার্য্য হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অম্লরস দধিভাণ্ড মন্থন করিলে যদি অমৃত-রস নবনী পাওয়া যায়, তখন হিংসাপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে বিচাররূপ মন্থন দণ্ডের আশ্রয়ে কি দুর্লভ প্রেমপূর্ণ মুক্তিরস মিলিবে না! এই চিন্তায় অর্জ্জুন ধনুর্ব্বাণ পার্শ্বে নিক্ষিপ্ত রাখিয়া, হিংসার পূর্ণ বিকাশে সুসজ্জিত যুযুৎসু উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া, বিচাররূপ মন্থন-দণ্ড তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিবা মাত্র, প্রথম স্বীয় হৃদয়ে লৌকিক প্রেমামৃত অনুভব করিলেন; তাঁহার হিংসাভাব দূরে পলায়ন করিল ॥

যুদ্ধার্থী দ্রোণভীষ্মাদি আত্মীয়গণকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া, লৌকিক প্রেমানুরোধে যে বৈরাগ্যের উদয় হইল, অর্জ্জুন তাহা অচ্যুতানন্দ গোবিন্দের

অর্জ্জুন উবাচ ॥

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ ।

হে কৃষ্ণ! যুযুৎসূন্ যোদ্ধুং ইচ্ছূন্ ইমান্ স্বজনান্ সমবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা মম গাত্রাণি অঙ্গানি সীদন্তি, মুখং চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

তদেবেদংশব্দবাচ্যং বচনং উদাহরতি দৃষ্ট্বেতি। আত্মীয়ং বন্ধুবর্গং যুদ্ধেচ্ছয়া যুদ্ধভূমাবুপস্থিতমুপলভ্য শোকপ্রবৃত্তিং দর্শয়তি সীদন্তীতি। সেবাংশস্য এব অর্জুনস্য অনাত্মবিদঃ স্বপরদেহেষ্বাত্মীয়াভিমানবত স্বৎপ্রিয়স্য যুদ্ধারম্ভে তন্মৃত্যুপ্রসঙ্গদর্শিনঃ শোকো মহানাসীদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

স্বামিকৃত টীকা ।

কিমত্র সীদিত্যাপেক্ষায়ামাহ দৃষ্ট্বেমানিত্যাদি যাবদধ্যায়-সমাপ্তি। হে কৃষ্ণ! যোদ্ধুমিচ্ছতঃ পুরতঃ সম্যগবস্থিতান্ স্বজনান্ বন্ধুজনান্ দৃষ্ট্বা মদীয়ানি গাত্রাণি করচরণাদীনি সীদন্তি বিশীর্য্যন্তে ॥ ২৮ ॥

হে কৃষ্ণ! এই সমস্ত স্বজন-গণকে যুদ্ধ-বাসনায় উপনীত নিরীক্ষণ করিয়া, আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। আমার মুখ শুষ্ক হইয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তির শক্তিও হারাইতেছে! আমার শরীরে

আভাস।

জ্ঞান-সমুদ্রে নিক্ষেপ করত যখন আত্মহারা হইলেন, তখনই সেই ভগবৎ-প্রেমানন্দ লহরীর মূর্ত্তিতে ভক্ত অর্জ্জুনের হৃদয়ে প্রবেশ করিল, তাহাই পবিত্র গীতা। ইহা পরম পুরুষের দৈবী সম্পত্তি; সুতরাং দেবতারই মূর্ত্তি। ॥ ২৭ ॥

অর্জ্জুন যে ভাবে ভগবানকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত শ্লোক-সমূহে বর্ণিত হইয়াছে। অকিঞ্চিৎকর পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অনুরোধে বিবাদ করত কুরু ও পাণ্ডব-বংশীয়গণের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা জীবন-পাত সংগ্রামার্থ কুরুক্ষেত্র ধর্ম্ম ভূমিকে রণপ্রাঙ্গণে পরিণত করিতে প্রস্তুত; অর্জ্জুন কিন্তু উভয় পক্ষীয় সেনাদলের মধ্যে উপনীত হইয়া, পিতামহ ভীষ্ম এবং দ্রোণা-চার্য্য প্রভৃতি পূজনীয় ব্যক্তি এবং ভ্রাতা পুত্র পৌত্র প্রভৃতি স্বজন-গণকে সামান্য

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।

গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ।

মে মম শরীরে বেপথুঃ কম্পঃ, রোমহর্ষঃ রোমাঞ্চঃ, চ জায়তে, হস্তাৎ গাণ্ডীবং ধনুঃ স্রংসতে স্খলতি, ত্বক্ চ পরিদহ্যতে সন্তপ্যতে ॥ ২৯ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অঙ্গেষু ব্যথা মুখে পরিশোষশ্চেত্যুক্তং শোকলিঙ্গমুক্তং সংপ্রতি বেপথু-প্রভৃতীনি ভীতিলিঙ্গান্যুপন্যস্যতি বেপথুশ্চেতি। রোমহর্ষো রোম্নাং গাত্রেষু পুলকিতত্বং ॥ ২৯ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ বেপথুশ্চেত্যাদি। বেপথুঃ কম্পঃ রোমহর্ষো রোমাঞ্চঃ। স্রংসতে নিপততি। পরিদহ্যতে সর্ব্বতঃ সন্তপ্যতে ॥ ২৯ ॥

কম্প আসিতেছে এবং রোম-হর্ষ উপস্থিত হইতেছে। গাণ্ডীব ধনুঃ হস্ত হইতে স্খলিত হইতেছে এবং একটী ভীষণ জ্বালা-ভার সমস্ত দেহে উপলব্ধি করিতেছি! আমি আর রথোপরি উপবিষ্ট

আভাস।

ধন ও ঐশ্বর্য্যের অনুরোধে প্রাণ বিসর্জ্জনে প্রস্তুত অবলোকন করিয়া, বিস্মিত হইলেন। সামান্য বিষয়ের জন্য প্রাণ পরিত্যাগে প্রস্তুত অসংখ্য মানবকে একত্রীকৃত দেখিয়া অর্জ্জুন আর ধৈর্য্য ধারণে সক্ষম হইলেন না। তিনি ভাবিলেন, এই ব্যাপার কি বুদ্ধিমান্ জ্ঞানী ব্যক্তির কার্য্য-পরিচয়? কি সম্পূর্ণ অজ্ঞানী মূর্খের কার্য্য-পরিচয়! যাহার ভোগ বা শান্তিলাভের জন্য ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন, সেই জীবনকেই নষ্ট করিলে, ভোগ কাহার হইবে! এই সমবেত বীরগণ কি ইহার কিছুই অবধারণ করিতেছেন না! শ্রুতি বলিয়াছেন, "বিজ্ঞানসারথী র্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ॥ গাড়ীতে আরোহণ করিলেই হয় না; গাড়ির চালক বা সারথী চক্ষুষ্মান্ কি অন্ধ, এবং ঘোড়ার রাস মজবুত কি না পূর্ব্বে তাহা দেখা কর্ত্তব্য। এই দুইয়ের একটী মন্দ হইলে, রথভঙ্গ, খানায় পড়া, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত সম্ভব। অতএব এই দুইটী বিচক্ষণতার সহিত নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য।

ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু দুই পরস্পরে ভ্রাতা; সুতরাং উভয় বংশের সহিত বৃষ্ণী-বংশীয় শ্রীকৃষ্ণের তুল্য সম্পর্ক। যুদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে উভয় কুলের কাহারও

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব॥ ৩০॥

অন্বয়ঃ।

মে মম মনঃ তথা ভ্রমতি ইব যথা অহং অবস্থাতুং ন শক্নোমি। হে কেশব! বিপরীতানি অমঙ্গল-সূচকানি, নিমিত্তানি লক্ষণানি চ পশ্যামি॥ ৩০॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কিঞ্চ অধৈর্য্যমপি সংবৃত্তমিত্যাহ নচেতি। মোহোঽপি মহান্ ভবতীত্যাহ ভ্রমতীবেতি। বিপরীতনিমিত্ত প্রতীতেরপি মোহো ভবতীত্যাহ নিমিত্তানীতি। তানি বিপরীতানি নিমিত্তানি যানি বামনেত্রস্ফুরণাদীনি॥ ৩০॥

স্বামিকৃতটীকা।

অপিচ নচ শক্নোমীত্যাদি। বিপরীতানি নিমিত্তানি অনিষ্টসূচকানি শকুনাদীনি পশ্যামি॥ ৩০॥

থাকিতে পারিতেছি না; আমার যেন মতিভ্রংশ উপস্থিত হইতেছে। এদিকে, হে কেশব! এই যুদ্ধে কেবল অমঙ্গলেরই চিহ্ন-সমূহ নয়ন-গোচর করিতেছি॥ ২৮॥ ৩০॥

আভাস।

কোনরূপ সহায়তা করা উচিত নহে; কিম্বা তুল্যরূপে উভয় কুলকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। তিনি উভয় কুলকে সাহায্য-প্রার্থী অবলোকন করিয়া, আপনার বল ও বুদ্ধিকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। দুই অক্ষৌহিণী প্রবল-প্রতাপ বলস্বরূপ নারায়ণী সেনা একপক্ষ এবং বুদ্ধিরূপ স্বয়ং দ্বিতীয় পক্ষ হইলেন। নারায়ণী সেনা যুদ্ধ করিবে; কিন্তু তিনি নিজে যুদ্ধ করিবেন না; কেবল পরামর্শ দিবেন। দুর্য্যোধন বলিলেন, আমি নিজে যথেষ্ট বুঝি এবং বুদ্ধিদাতা লোক আমার যথেষ্ট আছে; সুতরাং নারায়ণী সেনাই আমার প্রয়োজন। অর্জ্জুনাদি পাণ্ডবগণ বলিলেন, আমাদের চালক কেহ নাই; হে হৃষীকেশ! তুমি যদি মানব মাত্রেরই হৃদয়-মন্দিরে উপবিষ্ট থাকিয়া, প্রত্যেকের ইন্দ্রিয়-বর্গকে চালিত করিতে পার! তবে আমার রথে সারথী হইয়া, আমাকে কেন এই সমর ব্যাপারে চালিত করিবে না! ধৃতরাষ্ট্র তনয়ের নয় অক্ষৌহিণী সেনা, আমাদের সাত অক্ষৌহিণী। আবার তোমার দুই অক্ষৌহিণী তাহাদের সহিত মিলিত হইলে, তাহাদের একাদশ অক্ষৌহিণী হইল বটে এবং আমাদের মোটে সাত

নচ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।

অন্বয়ঃ।

অতঃ আহবে যুদ্ধে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ চ ন অনুপশ্যামি; অতঃ হে কৃষ্ণ!

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যুদ্ধে স্বজনহিংসয়া ফলানুপলম্ভাদপি তস্মাৎপরিরংসা জায়ত ইত্যাহ নচেতি।

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ নচেত্যাদি। আহবে যুদ্ধে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ ফলং ন পশ্যামি।

সুতরাং এই ভয়াবহ সংগ্রামে স্বজন-গণের বিনাশ সাধনে আমি কোন প্রকার শ্রেয়ঃসাধন দেখিতেছি না। এস্থলে আমার

আভাস।

অক্ষৌহিণী; তথাপি তোমার বিজ্ঞান-বলকে আমরা অনেক অধিক মনে করি!

হে ধৃতরাষ্ট্র! নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া, যে ব্যক্তি বিজ্ঞানরূপী সত্যজ্ঞানকে তাহার দেহরথে সারথী করিয়া অশ্বরূপী ইন্দ্রিয়-নিচয়ের বল্গা (লাগাম) সেই সারথীর হস্তে ন্যস্ত রাখিতে পারে, সে যদি এই অপার অসার দুরন্ত সংসার পারাবারকে অতিক্রম করিয়া, বিষ্ণুর পরম পদে স্থান পাইতে পারে, তখন অর্জ্জুন এই সামান্য কুরুপাণ্ডবের সৈন্য-সাগর অতিক্রম করিবার উপলক্ষে জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণের হস্তে তাঁহার রথ-চালনের ভার ন্যস্ত করিয়া, জয় লাভে সমর্থ হইবে না, তুমি মনে করিতেছ!

ওই শুন! অর্জ্জুন তাদৃশ সমর-ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া এবং যোদ্ধাগণ শংখ নিনাদের পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য শরাসনে বাণযোজনা করত নিক্ষেপে প্রবৃত্ত দেখিয়াও, স্বয়ং ধনুর্ব্বাণ রথোপরি বিন্যস্ত করত, কর্ত্তব্যের পরামর্শার্থ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত। তখন অর্জ্জুনের হৃদয়ে সত্যযুগের উদয় হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যের অনুরোধে নর-সংহারকারী যুদ্ধে আর তাঁহার প্রবৃত্তি নাই। তিনি অহিংসাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন। তিনি হিংসার ব্যাপার মাত্র চিন্তা করিয়াই অবসন্নপ্রায় ও কম্পিত-কলেবর হইতেছেন! এমন কি! যে তাঁহাকে হিংসার দৃষ্টিতে

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ।

যুদ্ধে অহং বিজয়ং ন কাঙ্ক্ষে ; রাজ্যং সুখানি চ ন (কাঙ্ক্ষে) ॥ ৩১ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রাণানাং বন্ধুনাং হিংসয়া বিজয়ো রাজ্যং সুখানি চ লব্ধুং শক্যামীতি কুতো-বুদ্ধাঽপরতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ ন কাঙ্ক্ষ ইতি ॥ ৩১ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

বিজয়াদিকং ফলং কিং ন পশ্যসীতি চেৎ তত্রাহ ন কাঙ্ক্ষ ইতি ॥ ৩১ ॥

বীরোচিত বিজয়ের প্রার্থনা রাখি না ; কৃষ্ণ হে! আমি রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা রাখি না এবং কোনরূপ সুখেরও প্রত্যাশা করি না! ॥৩১॥

আভাস।

নিরীক্ষণ করিয়া, প্রাণ সংহারে উদ্‌যোগী, তাহাকেও অর্জ্জুন প্রেমে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত! আপনি কি মনে করেন যে, হিংসাই জয় লাভের একমাত্র কারণ! প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। হিংসা হিংসককে কালক্রমে সকলের প্রেমে বঞ্চিত করে। হিংসামূর্ত্তি ব্যাঘ্র হিংসার অভিপ্রায়ে শিকার ধরিতে অগ্রসর হইবার কালে যদি নিজের পদবিক্ষেপের ধ্বনি শব্দায়মান হইয়া, তাহার শিকারের জীবকে সতর্ক করিয়া দেয় এবং সেই জীব তাহার লক্ষ্য হইতে পলায়ন করে, তাহা হইলে, সেই ব্যাঘ্র ক্রোধে আপন পদকেই কামড়াইয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলে ; এবং সেই ক্ষতের অনুরোধে তাহার জীবনও অকালে বিনষ্ট হয়। প্রেমের অধিকার কিন্তু অসীম ও অনন্ত।

সম্প্রতি আত্মীয় স্বজন-গণের প্রতি হিংসা করিতে বিরত হইয়া, প্রেম ও স্নেহ লইয়া অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন! এবং বলিলেন যে, স্বজনগণকে নিহত করিয়া, রাজ্যৈশ্বর্য্য এবং ভোগ সুখের প্রত্যাশী আমি নহি। অধিক কি! ইহাদিগকে নিহত করিয়া, আমি জীবন ধারণেও প্রস্তুত নহি ॥ ২৮-৩১ ॥

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২ ॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ।

হে গোবিন্দ! নঃ অস্মাকং রাজ্যেন কিং (প্রয়োজনং) ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিং? যতঃ যেষাং অর্থে ভোগায়, নঃ অস্মাকং রাজ্যং কাঙ্ক্ষিতং ভোগাঃ প্রার্থিতাঃ সুখানি চ কাঙ্ক্ষিতানি, তে ইমে আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাঃ তথা পিতামহাঃ মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ তথা সম্বন্ধিনঃ চ প্রাণান্ ধনানি চ ত্যক্ত্বা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কিমিতি রাজ্যাদিকং সর্ব্বাকাঙ্ক্ষিতত্বাৎ ন কাঙ্ক্ষসে; তেন হি পুত্র-ভ্রাত্রাদীনাং স্বাস্থ্যমাধাতুং শক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ কিমিতি। রাজ্যাদীনামাক্ষেপে হেতুমাহ যেষামিতি ॥ ৩২ ॥

তানেব বিশিনষ্টি আচার্য্যা ইতি ॥ ৩৩ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

এতদেব প্রপঞ্চয়তি কিং নো রাজ্যেনেত্যাদি সার্দ্ধদ্বয়েন ॥ ৩২ ॥

ত ইমে ইতি। যদর্থমস্মাকং রাজ্যাদিকমপেক্ষিতং তে এতে প্রাণধনাদিত্যাগমঙ্গীকৃত্য যুদ্ধার্থমবস্থিতাঃ, অতঃ কিমস্মাকং রাজ্যাদিভিঃ কৃত্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

গোবিন্দ হে! আমাদের রাজ্যলাভে কি হইবে! অতুল ভোগেরই বা প্রয়োজন কি! এবং এ প্রকারে জীবন ধারণেরও কোন আবশ্যক দেখি না! কারণ যাহাদের জন্য রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা বা উৎকৃষ্ট ভোগ এবং সুখের কামনা হৃদয়ে উদিত হইবে,

আভাস।

কারণ নিজে একাকী কোন ভোগে সুখী হওয়া যায় না। আত্মীয় স্বজনকে সুখী করিবার যোগ্যতা দর্শনে বা অনুভবে লোক সুখানুভব করিয়া থাকে। অতএব স্বজনগণ নিহত হইলে, কাহাকে ধন ঐশ্বর্য্য প্রদানে সুখী দেখিয়া, আমি সুখী হইব? জগৎকে শ্মশানে পরিণত করিয়া, কেহ কখন সুখী হইতে পারে না। যুদ্ধে জয়ী হইয়া, পরমার্থত সুখী হওয়াও যায় না। শাস্ত্রে শুনা যায়; দ্বাবিমৌ

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ।

তৎপ্রতি আসক্তিং আশাং চ ত্যক্ত্বা যুদ্ধে (রণক্ষেত্রে যুদ্ধার্থং) অবস্থিতাঃ হে মধুসূদন! অস্মান্ ঘ্নতঃ মারয়তঃ অপি এতান্ হন্তুং ন ইচ্ছামি ॥ ৩২।৩৩।৩৪ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মাতুলা ইতি। শ্যালা ভার্য্যাণাং ভ্রাতরো ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতয়ঃ। বধ্যেষ্বপি স্বরাজ্য-পরিপন্থিত্বাতত্বায়িষু কৃপাবুদ্ধ্যা স্বধর্ম্মাৎ যুদ্ধাৎ পূর্ব্বোক্তমোহাদিবশাৎ প্রচ্যুতিং প্রদর্শয়তি এতানিতি। জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়াদিতি ন্যায়াদেতেষাং হিংসা ন দোষায় ইত্যাশঙ্ক্যাহ ঘ্নতোঽপীতি ॥ ৩৪ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

ননু যদি কৃপয়া ত্বমেতান্ন হংসি তর্হি ত্বামেতে রাজ্যলোভেন হনিষ্যন্ত্যেব! অতস্ত্বং এব এতান্ হত্বা রাজ্যং ভুঙ্ক্ষেতি। তত্রাহ এতানিত্যাদি সার্দ্ধেন। ঘ্নতোঽপি অস্মান্ মারয়তোঽপি এতান্ ॥ ৩৭ ॥

সেই আচার্য্যগণ, পিতৃব্যগণ, পুত্রগণ, পিতামহ মাতুল শ্বশুর পৌত্র এবং সম্বন্ধিগণ সকলে ধন ও প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া এই সমর-ক্ষেত্রে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য যদি উপস্থিত হন, তাহা হইলে আমাদের রাজত্ব বা সুখৈশ্বর্য্য কাহাদিগকে ভোগ করাইয়া সুখী হইব! অতএব হে মধুসূদন! এই সমর-ক্ষেত্রে স্বয়ং নিহত হইব, সেও বরং মঙ্গল! তথাপি এই স্বজন-গণকে নিহত করিতে আমি ইচ্ছা করি না! ॥ ৩২-৩৪ ॥

আভাস।

পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডল-ভেদিনৌ। পরিব্রাড্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ ॥ এই সংসারে প্রকৃত প্রস্তাবে দুই জাতীয় ব্যক্তিই পরমার্থত সুখ বা শান্তি লাভ করিয়া থাকে। এক জাতীয় ব্যক্তি, যিনি সর্ব্বত্যাগী পরিব্রাজক বেশে তীর্থাদিতে পরিভ্রমণ করিয়া অনন্যমনে ঈশ্বরে প্রাণ মন সমর্পণ করত একাগ্রচিত্তে ভগবৎ-

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ।

হে জনার্দ্দন! নু ভোঃ মহীকৃতে রাজ্যলাভস্য হেতোঃ প্রয়োজনায়, কিং! ত্রৈলোক্য-রাজ্যস্য হেতোঃ অপি ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য নঃ অস্মাকং কা প্রীতিঃ স্যাৎ; ন কাপি ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পৃথিবীপ্রাপ্ত্যর্থং হি হননমেতেষামিষ্যতে ন চ তৎপ্রাপ্তিঃ সমীহিতেতি কৈমুতিক-ন্যায়েন দর্শয়তি অপীতি। ন হি মহদপি ত্রৈলোক্যলক্ষণং রাজ্যং লব্ধুং স্বজন-হিংসায়ৈ মনো মদীয়ং স্পৃহয়তি; পৃথিবীপ্রাপ্ত্যর্থং পুনর্ব্বন্ধুবধং ন শ্রদ্দধামীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। দুর্য্যোধনাদীনাং শত্রূণাং নিগ্রহে প্রীতিপ্রাপ্তিসম্ভবাদ্ যুদ্ধং কর্ত্তব্য-মিত্যাশঙ্ক্যাহ নিহত্যেতি ॥ ৩৫ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

অপীতি। ত্রৈলোক্য-রাজ্যস্যাপি হেতোঃ। তৎপ্রাপ্ত্যর্থমপি হন্তুং নেচ্ছামি কিং পুনর্ম্মহীমাত্রপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

এই সামান্য পার্থিব রাজত্ব লাভের কথা দূরে থাকুক, ত্রিভুবনের রাজত্ব-লাভের অনুরোধেও আমি স্বজন-বধে প্রস্তুত নহি! জনার্দ্দন! এই ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণকে নিহত করিয়া, আমাদের কি বিশেষ প্রীতি লাভ হইবে! ॥ ৩৫ ॥

আভাস।

স্বরূপে যোগযুক্ত থাকেন, তিনি; এবং অন্যজাতীয় ব্যক্তি, যিনি দেশের জন্য, দশের জন্য এবং ধর্ম্মের প্রতিবিধান-কল্পে নিগ্রহকারীর নিধন বাসনায় সম্মুখ সমরে জীবন দান করিতে পারেন। এই দুই জাতীয় ব্যক্তি সংসার সীমা সূর্য্যমণ্ডলকে ভেদ করত, অমৃতময় আনন্দ-রাজ্যে গমন করিতে পারেন। আমাদের এ যুদ্ধ ত সে জাতীয় নহে। কারণ ইহাতে পূর্ব্বোক্ত তিনটীর কোন কারণই ত উপস্থিত হয় নাই; ইহা যে কেবল ঐশ্বর্য্যের জন্য ভ্রাতৃবিচ্ছেদ মাত্র। ইহাতে দেশের, দশের এবং ধর্ম্মের উপকার হওয়া দূরে থাকুক, ঘোর অনর্থেরই উৎপাদন হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব জ্ঞাতি ও স্বজন-বর্গের নিধন-সাধন করিয়া, ত্রিলোকের আধিপত্যেও আমার প্রয়োজন নাই! ॥ ৩২-৩৫ ॥

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্*।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ।

হে জনার্দ্দন! ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ দুর্য্যোধনাদীন্ নিহত্য নঃ অস্মাকং কা প্রীতিঃ স্যাৎ; অপিতু আততায়িনঃ এতান্ হত্বা পাপং এব অস্মান্ আশ্রয়েৎ! তস্মাৎ সবান্ধবান্ (স্ববান্ধবান্) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ হন্তুং বয়ং ন অর্হাঃ যোগ্যাঃ। হে মাধব! স্বজনং হি হত্বা কথং সুখিনঃ স্যাম ॥ ৩৬ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যদি পুনরমী দুর্য্যোধনাদয়ো ন নিগৃহ্যেরন্ ভবন্ত তর্হি তৈ র্নিগৃহীতা দুঃখিতাঃ স্যুরিত্যাশঙ্ক্যাহ পাপমেবেতি। যদীমে দুর্য্যোধনাদয়ো নির্দোষানেবাস্মান্ যুদ্ধভূমৌ হন্যু স্তদৈতানগ্নিদো গরদশ্চেত্যাদিলক্ষণোপেতানাততায়িনো নির্দোষ-স্বজনহিংসা-প্রযুক্তং পাপং পূর্ব্বমেব পাপিনঃ সমাশ্রয়েদিত্যর্থঃ। অথবা যদ্যপ্যেতে ভবন্ত্যাততায়িনঃ

স্বামিকৃতটীকা।

ননু চ অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণি র্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ। ইতি স্মরণাদগ্নিদাহাদিভিঃ ষড়্ভি র্হেতুভিরেতে তাবদাততায়িনঃ। আততায়িনাঞ্চ বধো যুক্ত এব। আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। নাততায়িবধে দোষো হন্ত র্ভবতি কশ্চনেতি বচনাৎ, তত্রাহ পাপমেবেত্যাদি সার্দ্ধেন।

বরং আততায়ী বোধে ইহাদিগকে বিনাশ করিলে, আমরা পাপভাগী হইব; সন্দেহ নাই। অতএব বন্ধু বান্ধব সহ দুর্য্যোধন-

আভাস।

যদি বলেন যে আমাদের পিতা পাণ্ডুরাজের রাজত্বে আমরাই স্বত্বাধিকারী; দুর্য্যোধন তাহা অধিকার করায়, আততায়ীরই কার্য্য করিয়াছে; সুতরাং সে পক্ষকে বধ করিলে, তাদৃশ পাপভাগী হইতে হয় না। কিন্তু তাহারা যেমন পূর্ব্বে আততায়ী হইয়াছিল, বর্ত্তমানে আমরাও ত তাহাদের পক্ষে আততায়ী হইয়াছি। কারণ আমাদের বাল্যাবস্থায় অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রই ত রাজ্যরক্ষা করিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন, "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণি র্ধনাপহঃ। ক্ষেত্র-দারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ॥ যে ব্যক্তি অগ্নির দ্বারা গৃহদাহ করে, বিষপান করাইয়া জীবন নাশে উদ্যত, অস্ত্রাঘাত

* স্ববান্ধবান্ ইতি পাঠান্তরং।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তথাপ্যেতানভিপোচ্যান্ দুর্য্যোধনাদীন্ হিংসিত্বা তৎকৃতং পাপমস্মানেবাশ্রয়েদতো নাস্মাভিরেতে হন্তব্যা ইত্যর্থঃ। অথবা গুরুভ্রাতৃসুহৃৎপ্রভৃতীনেতান্ হত্বা বয়মাততায়িনঃ স্যামঃ। ততশ্চৈতান্ হত্বা তৎকৃতং পাপমাততায়িনোঽস্মানেব সমাশ্রয়েদিতি। যুদ্ধাদুপরমণমস্মাকং শ্রেয়স্করমিত্যর্থঃ। ফলাভাবাদনর্থসম্ভবাচ্চ পরহিংসা ন কর্ত্তব্যা ইত্যুপসংহরতি তস্মাদিতি। কিঞ্চ রাজ্যসুখমুদ্দিশ্য যুদ্ধমুপক্রম্যতে ন চ স্বজন-পরিক্ষয়ে সুখমুপপদ্যতে, তেন ন কর্ত্তব্যং যুদ্ধমিত্যাহ স্বজনং হীতি ॥ ৩৬ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

আততায়িনমায়ান্তমিত্যাদিকং অর্থশাস্ত্রং, তচ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রাত্তু দুর্ব্বলং। যথোক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন; স্মৃত্যোর্ব্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ। অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ ইতি। তস্মাদাততায়িনামপ্যেতেষামাচার্য্যাদীনাং বধেঽস্মাকং পাপমেব ভবেৎ। অন্যায্যত্বাৎ অধর্ম্মত্বাচ্চৈতদ্বধস্য অমুত্র চেহবা ন সুখং স্যাদিত্যাহ স্বজনং হীতি ॥ ৩৬ ॥

পক্ষীয়কে নিহত করিতে আমরা পারিব না। হে মাধব! স্বজন-গণের প্রাণ-হননে আমরা কি প্রকারে সুখী হইব! ॥ ৩৬ ॥

আভাস।

করিতে অগ্রসর, ভূমি হরণ করে, পত্নীকে আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করে এবং ধন হরণ করে, এই ছয় জন ব্যক্তিকে আততায়ী নামে শাস্ত্র অভিহিত করিয়াছেন। এবং আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। নাততায়ি-বধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন ইতি। আততায়ীকে সমীপে আগত দেখিলে, বিনা বিচারে বধ করিলে পাপ স্পর্শ করে না বলিয়া যে শাস্ত্র আছে, তাহা কিন্তু নীতিশাস্ত্র; ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সহিত তুলনীয় নহে। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই শাস্ত্রোপদেশ সকল শাস্ত্রের উপর দণ্ডায়মান। সুতরাং দুর্য্যোধনাদি আততায়ী হইলেও, তাহাদিগকে নিহত করিলে, আমাদিগকেও ঐ পাপ নিশ্চয়ই স্পর্শ করিবে।'

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়-সখা আত্মীয় এবং সম্পর্কে মাতুলের ভ্রাতা বলিয়া লৌকিক ব্যবহারে পরিচিত জানিলেও, পরমার্থতঃ তদীয় ভগবদ্ভাব তাঁহার জানা ছিল। কারণ এই ভয়াবহ যুদ্ধকালে পরস্পরে অন্যের অন্তরালে যখন কথোপ-কথন করিতেছিলেন, তখন অর্জ্জুন তাঁহার সাধারণ নাম শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া উচ্চারণ

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ।

লোভোপহত-চেতসঃ (লোভেন উপহতং নষ্টং চেতঃ যেষাং তে) এতে দুর্য্যোধনাদয়ঃ কুলক্ষয়কৃতং কুলজাত-জনানাং নাশ-জনিতং দোষং তথা মিত্র-দ্রোহে চ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কথং তর্হি পরেষাং কুলক্ষয়ে স্বজনহিংসায়াঞ্চ প্রবৃত্তি স্তত্রাহ যদ্যপীতি। লোভোপহতবুদ্ধিত্বাত্তেষাং কুলক্ষয়াদি-প্রযুক্তদোষ-প্রতীত্যভাবাৎ প্রবৃত্তিবিশ্রম্ভঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

নন্বু চৈতেষামপি বন্ধুবধদোষে সমানে যথৈবৈতে বন্ধুবধমঙ্গীকৃত্যাপি যুদ্ধে প্রবর্ত্তন্তে তথৈব ভবানপি প্রবর্ত্ততাং কিমনেন বিষাদেনেত্যাহ যদ্যপীতি দ্বাভ্যাং। রাজ্যলোভেন উপহতং ভ্রষ্টবিবেকং চেতো যেষাং তে দুর্য্যোধনাদয়ো যদ্যপি দোষং ন পশ্যন্তি ॥ ৩৭ ॥

যদিও ইহারা ঐশ্বর্য্য লোভে হত-চেতন হইয়া কুলক্ষয়-জনিত অপরাধ বা মিত্র-ধ্বংসের পাতক প্রত্যক্ষে প্রতীতি করিতে

আভাস।

করিবার মধ্যে, অনেকবার অনেক গূঢ় নাম অচ্যুত, গোবিন্দ, হৃষীকেশ, কেশব এবং মাধব বা মধুসূদন প্রভৃতি বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছেন। সাধারণ লোকে মানব বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে জানিলেও, অর্জ্জুন যুদ্ধকালে লৌকিক প্রেমে গদগদ হইলে, হিংসাদি পাপবুদ্ধি তাঁহার হৃদয় হইতে অস্তমিত হইল। হিংসা হৃদয়কে সংকুচিত করে; কিন্তু লৌকিক প্রেম হৃদয়কে উদারতায় প্রসারিত করে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অমানুষিক গূঢ় পারমার্থিক ভাব ও নামগুলি তখন অর্জ্জুন-হৃদয়ে লৌকিক প্রেমের অনুরোধে স্বতই উদিত হইয়াছিল। তাই তিনি এই শ্লোকে আদর করিয়া বলিলেন, হে মাধব! অর্থাৎ মা=লক্ষ্মী, ধব=পতি; হে লক্ষ্মীপতি! তুমি যখন নিজে শ্রীহীন হইতে চাহ না, তখন এই ভীষণ যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়া, আমাকে কেন শ্রীহীন করিতে চেষ্টা করিতেছ! স্বজন-গণের নিধনে আমরা কিরূপে সুখী হইব ! ॥ ৩৬ ॥

* নীতিকর্ত্তা বলেন, "কুলীনৈঃ সহ সম্পর্কং পণ্ডিতৈঃ সহ মিত্রতাং। জ্ঞাতিভিশ্চ

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুং।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ।

পাতকং ন পশ্যন্তি, তথাপি হে জনার্দ্দন! কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ জানদ্ভিঃ অস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ং ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পরেষামিবাস্মাকমপি প্রবৃত্তি-বিভ্রমঃ সম্ভবেদিতি চেন্নেত্যাহ কথমিতি। কুলক্ষয়েতি। কুলক্ষয়ে মিত্রদ্রোহে চ দোষং প্রপশ্যদ্ভিরস্মাভিস্তদ্দোষ-শঙ্কিতং পাপং কথং ন জ্ঞাতব্যং তদজ্ঞানে তৎপরিহারাসম্ভবাৎ অতোঽস্মাৎ পাপান্নিবৃত্ত্যর্থং তজ্জ্ঞান-মপেক্ষিতমিতি, পাপপরিহারার্থিনাং অস্মাকং ন যুক্তা যুদ্ধে প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

কথমিতি। তথাপি অস্মাভি র্দোষং প্রপশ্যদ্ভিরস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ং, নিবৃত্তাবেব বুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

পারিতেছে না, কিন্তু আমরা সেই কুলক্ষয়-জনিত দোষ প্রত্যক্ষে দর্শন করিয়া এবং তজ্জনিত অপরাধকে স্পষ্টত অবধারণ করিয়া, কেন সে অপরাধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিব না! ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

আভাস।

সঙ্গং যেন কৃতং স্বর্গণো ন বিনশ্যতি ॥" সৎ বংশের সহিত যৌন সম্পর্ক, পণ্ডিতের সহিত মিত্রতা এবং জ্ঞাতিদের সহিত যে মিলন করে, সে ব্যক্তির কখন কোন প্রকারে পতন হয় না। এই নীতিবাক্যকে উল্লঙ্ঘন করত ভয়াবহ জ্ঞাতিবিরোধে আমরা অগ্রসর হইতেছি। জ্ঞাতিবিরোধে পতন কিন্তু অবশ্যম্ভাবী। বিবাহাদি শুভকর্ম্মে বা পিতৃশ্রাদ্ধাদি শোকসূচক কর্ম্মে আদর পূর্ব্বক জ্ঞাতিগণের চরণধূলি গ্রহণের পদ্ধতি আমাদের চিরকাল আছে। অদ্য সেই জ্ঞাতিগণের অনর্থাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া, আমরা অপরের তোষামোদ করিতে বাধ্য হইয়াছি। পরের দ্বারা জ্ঞাতির ধ্বংস সাধন করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছি। অহো! কাম, ক্রোধ

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ।

কুলক্ষয়ে কৌলিক-জনানাং নাশে সনাতনাঃ চিরন্তনাঃ কুলধর্ম্মাঃ অগ্নিহোত্রাদয়ঃ প্রণশ্যন্তি বিলুপ্যন্তি; ধর্ম্মে নষ্টে সতি কৃৎস্নং অবশিষ্টং উত অপি কুলং অধর্ম্মঃ অভিভবতি মলিনীকরোতি ॥ ৩৯ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কোঽসৌ কুলক্ষয়ে দোষো যদ্দর্শনাৎ যুষ্মাকং যুদ্ধাদুপরতিরপেক্ষ্যতে তত্রাহ কুলেতি। কুলস্য হি ক্ষয়ে কুলসম্বন্ধিন শ্চিরন্তনা ধর্ম্মা স্তত্তদগ্নিহোত্রাদিক্রিয়াসাধ্যা নাশং উপযান্তি, কর্ত্তৃরভাবাদিত্যর্থঃ। ধর্ম্মনাশেঽপি কিং স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ ধর্ম্ম ইতি। কুলপ্রযুক্তে ধর্ম্মে কুলনাশাদেব নষ্টে কুলক্ষয়করস্য কুলপরিশিষ্টমখিলমপি তদীয়োঽধর্ম্মোঽভিভবতি অধর্ম্মভূয়িষ্ঠং তস্য কুলং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

তমেব দোষং দর্শয়তি কুলক্ষয় ইত্যাদি। সনাতনাঃ পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ উত অপি অবশিষ্টং কৃৎস্নমপি কুলং অধর্ম্মোঽভিভবতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

কুল-প্রসূত ধার্ম্মিক এবং প্রবীন ব্যক্তিগণের নিধন সাধন হইলে, চির-প্রচলিত বংশ-পরম্পরাগত আচার এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে ঘোর অধর্ম্ম ও অনাচার আসিয়া, সেই কুলকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে; সন্দেহ নাই ॥ ৩৯ ॥

আভাস।

এবং লোভ কি ভয়ানক বৃত্তি! ইহারা মনীষিগণেরও মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত করিয়া, ঘোর পাপ-পঙ্কে নিপাতিত করে। অদ্য আদর্শ পুরুষ ভীষ্ম প্রভৃতি লোক-পূজ্যগণ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, এই জ্ঞাতি-বিনাশ-কারী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন! সুতরাং এই লোকমান্য ব্যক্তিগণও অদ্য আমাদের অনুকরণের পাত্র নহেন। কারণ ইঁহারাও ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছেন না যে, এই ভীষণ যুদ্ধে বীর-পুরুষগণের নিধন হইলে, অবশিষ্ট বীর-বনিতাগণ সনাতন আচার ধর্ম্মে উদাসীনা হইবেন। সুতরাং কুল-মর্য্যাদা বিলুপ্ত হইবে এবং রক্ষক বীরগণের বিয়োগে কুলকামিনীগণ ব্যভিচার দোষে দূষিত হইয়া, জারজ সন্তান প্রসব করিবে; এবং

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৪০॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥ ৪১॥

অন্বয়ঃ।

অধর্ম্মাভিভবাৎ হে কৃষ্ণ! কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি ব্যভিচারাদিদোষেণ চরিত্রহীনাঃ ভবন্তি। হে বার্ষ্ণেয় বৃষ্ণিবংশাবতংস! দুষ্টাসু স্ত্রীষু বর্ণ-সঙ্করঃ জায়তে॥৪০॥

কুলঘ্নানাং (কুলং ঘ্নন্তি যে তেষাং) তথা কুলস্য চ নরকায় নরকোৎপাদনায় এব সঙ্করঃ জায়তে। তথা এষাং পিতরঃ লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ (লুপ্তাঃ পিণ্ডস্য

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কুলক্ষয়কৃতেঽবশিষ্টকুলস্যাধর্ম্মপ্রবণত্বে কো দোষঃ স্যাদিতি তত্রাহ অধর্ম্ম ইতি। পাপপ্রচুরে কুলে প্রসূতানাং স্ত্রীণাং প্রদুষ্টত্বে কিং প্রদুষ্যতি তত্রাহ স্ত্রীষ্বিতি॥ ৪০॥

বর্ণসঙ্করস্য দোষপর্য্যবসায়িতামাদর্শয়তি সঙ্কর ইতি। কুলক্ষয়করাণাং দোষান্তরং সংচিনোতি পতন্তীতি। কুলক্ষয়কৃতাং পিতরো নিরয়গামিনঃ সম্ভবন্তীতাত্র হেতু-

স্বামিকৃতটীকা।

ততশ্চ অধর্ম্মাভিভবাদিত্যাদি॥ ৪০॥

এবং সতি সঙ্কর ইত্যাদি এষাং কুলঘ্নানাং পিতরঃ পতন্তি হি যস্মাৎ লুপ্তাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ যেষাং তে তথা॥ ৪১॥

অধর্ম্মের প্রভাবে অভিভূতা কুল-কামিনীগণ ব্যভিচারাদি দোষে কলুষিতা হইলে, অনাচারাদিরই প্রশ্রয় হইয়া থাকে; সুতরাং ব্যভিচারিণী নারীগণের গর্ভে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইয়া থাকে॥ ৪০॥

অতএব কুল সংহারক ব্যক্তিগণ এই বর্ণসঙ্কর সন্তান-সন্ততির উপলক্ষে পুরুষানুক্রমে নিরয় গমন করিয়া থাকেন; কারণ

আভাস।

তদুপলক্ষে পিতৃপিতামহগণ বংশপরম্পরায় জলপিণ্ডের বিলোপে নরকগামী হইবেন। এই কুলক্ষয়ের অপরাধ লোভ-পরতন্ত্র অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ লক্ষ্য না করিলেও, আমরা জানিয়া শুনিয়া সে অপরাধে কেন কলুষিত হইব? আমরা কুল-রক্ষক হইয়া একবার কুলনাশে কলুষিত হইলে, কুলনারীগণ আমাদের অনুকরণে কুল-নাশিনী হইবেন এবং ব্যভিচারত্ব নিবন্ধন সঙ্কর সন্তান প্রসব করিবেন॥ ৩৭—৪১॥

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রাদ্ধাদেঃ, উদকস্য তিলোদকদানাদেঃ চ ক্রিয়া যেষাং তে তাদৃশাঃ সন্তঃ) নরকে পতন্তি ॥ ৪১ ॥

কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্কর-কারকৈঃ এতৈঃ দোষৈঃ শাশ্বতাঃ সনাতনাঃ, জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাঃ কৌলিক-নিয়মাঃ উৎসাদ্যন্তে লুপ্যন্তে ॥ ৪২ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মাহ লুপ্তেতি। পুত্রাদীনাং কর্ত্তৃণামভাবাৎ লুপ্তা পিণ্ডস্যোদকস্য চ ক্রিয়া যেষাং তে তথা, ততশ্চ প্রেতত্বপরাবৃত্তিকারণাভাবান্নরকপতনমেবাবশ্যকমাপতেদিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

কুলক্ষয়কৃতামেতৈরুদাহৃতৈর্দ্দোষৈঃ বর্ণসঙ্করহেতুভির্জ্জাতিপ্রযুক্তা বংশপ্রযুক্তাশ্চ

স্বামিকৃত টীকা।

উক্তদোষমুপসংহরতি দোষৈরিত্যাদি-দ্বাভ্যাং। উৎসাদ্যন্তে লুপ্যন্তে জাতিধর্ম্মা-বর্ণধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চেতি চকারাদাশ্রম-ধর্ম্মাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে ॥ ৪২ ॥

বর্ণসঙ্করের প্রদত্ত জল-পিণ্ড পিতা পিতামহগণ প্রাপ্ত হন না। সুতরাং জল-পিণ্ডের অভাবে পুরুষানুক্রমে পিতৃপিতামহাদি বংশধরগণের অধঃপতন হয়; সন্দেহ নাই ॥ ৪১ ॥

অতএব বর্ণসঙ্কর-কারক বিবিধ দোষের উপলক্ষে কুল-হন্তা

আভাস।

এতদ্ব্যতীত রক্ষকের অভাবে জাতিধর্ম্ম, আশ্রম-ধর্ম্ম ও কুল-ধর্ম্ম প্রতিপালিত না হইলে, মানব সদাচারের অভাবে সঙ্কর-বর্ণে পরিণত হয়। কারণ আচারই পরম ধর্ম্ম। আচার অর্থে গুণানুরূপ কর্ম্ম। সাত্ত্বিকাদি প্রকৃতির অনুসারে কর্ম্মেরও উত্তম, মধ্যম ও অধমাদি ভাবে বিচিত্র গতি হইয়া থাকে। বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না নাঽসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা ॥ বেদ ও স্মৃতিতে বিভিন্ন স্থানে নানা প্রকার আচারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু সকলেই সেই সকল আচার অনুষ্ঠান করিবার পাত্র নহেন। তন্মধ্যে কাহার পক্ষে কোন্ আচার যে প্রশস্ত, তাহাও

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ।

হে জনার্দ্দন! উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং কুলধর্ম্মবিহীনানাং মনুষ্যাণাং নরকে নিয়তং বহুকালং বাসঃ ভবতি ইতি বয়ং অনুশুশ্রুম শ্রুতবন্তঃ ॥ ৪৩ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ধর্ম্মাঃ সর্ব্বে সমুৎসাদ্যন্তে তেন কুলক্ষয়কারণাদস্মাদুপরতিরেব শ্রেয়সীত্যাহ দোষৈরিতি ॥ ৪২ ॥

কিঞ্চ জাতিধর্ম্মেষু কুলধর্ম্মেষু চ উৎসন্নেষু তত্তদ্ধর্ম্মবর্জ্জিতানাং মনুষ্যাণামনর্থ-

স্বামিকৃতটীকা।

উৎসন্নেতি। উৎসন্নাঃ কুলধর্ম্মাঃ যেষামিতি উৎসন্নজাতিধর্ম্মাদীনামপ্যুপলক্ষণং অনুশুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং। প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষভিরতা নরাঃ। অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপা নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্ ইত্যাদি বচনেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

মানবের সনাতন কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম সম্পূর্ণ উৎসন্ন হইয়া যায় ॥ ৪২ ॥

হে জনার্দ্দন! আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি যে, কুল ও

আভাস।

দুই এক পুরুষে নিরূপণ করা সহজ-সাধ্য নহে। সুতরাং পূর্ব্ব-পুরুষানুক্রমে যে বংশে ও যে প্রদেশে যেরূপ আচারের অনুষ্ঠানে প্রকৃত উপকার লাভ হয়, তাহাই অনুষ্ঠেয়। অতএব পূর্ব্ব পুরুষগণের আচারের অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য। বংশধরগণ ধৈর্য্য-সহকারে পূর্ব্ব পুরুষগণের আচার অনুসরণ করিয়াই, শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্যলোভে উন্মত্তের ন্যায় পরস্পরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত মানবগণের কি ভীষণ দুর্গতিরই পরিচয় হইয়া থাকে! পুরুষগণ বিনষ্ট হইলে, অবশিষ্ট বিধবা বীর-রমণীগণ রক্ষক উপদেষ্টার অভাবে যথেচ্ছাচারিণী হইয়া পড়ে। সুতরাং তৎকালে যে সকল বালকেরাও যুদ্ধাবসানে জীবিত থাকে, তাহারাও উপযুক্ত উপদেষ্টা জনকাদির অভাবে যথেচ্ছাচারিণী জননীরই অনুকরণে বর্ণধর্ম্ম, আশ্রম-ধর্ম্ম এবং কৌলিক-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে উপেক্ষা করত, অতি নীচ ইতর প্রকৃতিতে পরিণত হইয়া, সঙ্কর বর্ণেরই পরিচয় প্রদান করে। কৌলিক মর্য্যাদা বা

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ং।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ।

অহো! যৎ যতঃ রাজ্যলোভেন স্বজনং হন্তুং বয়ং উদ্যতাঃ সন্তঃ বত খেদে, মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতাঃ স্থিরীকৃতাঃ ॥ ৪৪ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কৃতানাং নরকপতনধ্রৌব্যান্নর্থকরমিদমেব হেয়মিত্যাহ উৎসন্নেতি। যথোক্তানাং মনুষ্যাণাং নরকপতনস্যাবশ্যকত্বে প্রমাণমাহ ইত্যনুশুশ্রুমেতি ॥ ৪৩ ॥

রাজ্যপ্রাপ্তি-প্রযুক্তসুখোপভোগলম্পটতয়া স্বজন-হিংসায়াং প্রবৃত্তিরস্মাকং গুণ-দোষবিভাগ-বিজ্ঞানবতামতিকষ্টেতি পরিভ্রষ্টহৃদয়ঃ সন্নাহ অহো বতেতি ॥ ৪৪ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

বন্ধুবধাধ্যবসায়েন সন্তপ্যমান আহ অহো বতেত্যাদি। স্বজনং হন্তুমুদ্যতা ইতি যৎ এতন্মহৎ পাপং কর্ত্তুমধ্যবসায়ং কৃতবন্তো বয়ং অহো বত মহৎ কষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

জাতির মর্য্যাদার উল্লঙ্ঘনে যথেচ্ছাচারী মানব-গণকে অনন্ত কাল নরকে বাস করিতে হয় ॥ ৪৩ ॥

হায়! আমরা সামান্য রাজ্য-সুখের লোভে স্বজন-গণের নিধন-সাধনে অগ্রসর হইয়া, কি ভীষণ পাপেরই অনুষ্ঠানে কৃতসংকল্প হইয়াছি! ॥ ৪৪ ॥

আভাস।

আত্মোন্নতির কোন পরিচয় থাকে না। ব্রাহ্মণপুত্র হইয়া শূদ্র-ধর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। সকল জাতি ও বর্ণের এইরূপ অধোগতি হইলে, পুরুষানুক্রমে নিরয়-বাসই সকলের অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে ॥ ৪২।৪৩ ॥

অহো! কি দুঃখের বিষয়! এক পুরুষের অপরাধে যদি পুরুষানুক্রমে বংশের যাবদীয় ব্যক্তিকে নরকভোগ করিতে হয়, তাদৃশ ভয়াভয় যুদ্ধ-কার্য্যে প্রবৃত্ত না হওয়াই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বজনগণের বধরূপ অপকর্ম্মের দ্বারা আমি রাজ্যসুখের প্রত্যাশী হইব না। ইহাই অর্জ্জুনের অভি-প্রায় ॥ ৪৪ ॥

যদিমামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ।

অশস্ত্রং নিরস্ত্রং অপ্রতীকারং মাং যদি শস্ত্রপাণয়ঃ সশস্ত্রাঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ রণে হন্যুঃ নিহনিষ্যন্তি তৎ মরণং মে মম ক্ষেমতরং মঙ্গলং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যদ্যেবং যুদ্ধে বিমুখঃ সন্ পরপরিভবপ্রতীকার-রহিতো বর্ত্তেথা তর্হি ত্বাং শস্ত্রপরিগ্রহ-রহিতং শক্রং শস্ত্রপাণয়ো ধার্ত্তরাষ্ট্রা নিগৃহ্নীয়ুরিত্যাশঙ্ক্যাহ যদীতি। প্রাণত্রাণাদপি প্রকৃষ্টো ধর্ম্মঃ প্রাণভৃতামহিংসেতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

এবং সন্তপ্তঃ সন্ মৃত্যুমেবাশংসমান আহ যদিমামিত্যাদি। অকৃতপ্রতীকারং দৃষ্ট্বা তূষ্ণীমুপবিষ্টং মাং যদি হনিষ্যন্তি তর্হি তদ্ধননং মম ক্ষেমতরং অত্যন্ত-হিতং ভবেৎ পাপানিষ্পত্তেঃ ॥ ৪৫ ॥

অহো! এক্ষণে অস্ত্র ধারণ না করিয়া এবং আত্মরক্ষার জন্য যত্ন না করিতেই, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা সশস্ত্রে উপস্থিত হইয়া যদি আমাকে নিহত করে, আমার পক্ষে তাহাও যথেষ্ট মঙ্গল বলিয়াই আমি মনে করিব ॥ ৪৫ ॥

আভাস।

হে জনার্দ্দন! রাজ্যৈশ্বর্য্য এবং সুখভোগের লালসায় হিতাহিত বোধশূন্য ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ অস্ত্রধারণে আমার প্রাণ হননে যদি প্রবৃত্ত হয়, আমি অস্ত্র ধারণে তজ্জন্য প্রতীকারে কখনই প্রবৃত্ত হইব না; কারণ প্রাণের অপেক্ষা ধর্ম্ম সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ও মঙ্গল-প্রদ! শত শত জীবন নষ্ট হওয়া অপেক্ষা, আমার একাকীর জীবন বিনষ্ট হওয়ায় বরং মঙ্গলই সাধিত হইবে, ইহাই আমার ধারণা ॥ ৪৫ ॥

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, হে মহারাজ! অর্জ্জুন যথার্থ প্রস্তুত হইয়া উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রথ স্থাপন করাইয়া পিতামহ ভীষ্ম গুরু দ্রোণাচার্য্য এবং আত্মীয় স্বজনের মুখাবলোকন করত তাঁহাদিগের ভাবি নিধন

সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।

অন্বয়ঃ।

সঞ্জয়ঃ উবাচ। সংখ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে রথোপস্থঃ রথোপরি স্থিতঃ অর্জ্জুনঃ এবং উক্ত্বা সশরং বাণসহিতং চাপং গাণ্ডীবং ধনুঃ বিসৃজ্য পরিত্যজ্য শোকসংবিগ্নমানসঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যথোক্তমর্জ্জুনস্য বৃত্তান্তং সঞ্জয়ো ধৃতরাষ্ট্রং রাজানং প্রতি প্রবেদিতবান্ তমেব প্রবেদন-প্রকারং দর্শয়তি এবমিতি। প্রদর্শিতেন প্রকারেণ ভগবন্তং প্রতি বিজ্ঞাপনং কৃত্বা শোক-মোহাভ্যাং পরিভূত-মানসঃ সন্নর্জ্জুনঃ সংখ্যে যুদ্ধমধ্যে শরেণ

স্বামিকৃতটীকা।

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ এবমুক্ত্বেত্যাদি। সংখ্যে সংগ্রামে রথোপস্থে রথস্যোপরি উপাবিশৎ উপবিবেশ। শোকেন সংবিগ্নং প্রকম্পিতং

সঞ্জয় বলিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র! সংগ্রাম-ক্ষেত্রে রথোপবিষ্ট মহারথ অর্জ্জুন কৃষ্ণ সমীপে মনোগত ভাবের পরিচয় প্রদান করত, বাণ সহ গাণ্ডীব ধনুঃ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে রথের উপর

আভাস।

জনিত শোক মোহে অভিভূত হইয়াই যে কাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধে বিরত হইয়াছিলেন মনে করিতেছেন, তাহা নহে। তিনি দুর্দ্ধর্ষ ধর্ম্মবিরুদ্ধ সংগ্রামে বীরত্বের পরিচয় প্রদানে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন; যাহা তোমার পুত্রদের হৃদয়ে কখন স্বপ্নেও উদিত হয় নাই। স্বজনগণের বিয়োগ জনিত শোকে তিনি মূর্চ্ছিত নহেন; কারণ জন্মাইলেই মরিতে হয়, ইহা তাঁহার জানা আছে। মৃত্যু-জনিত শোকে দুর্ব্বল-হৃদয় মানবই অভিভূত হয়; মহাবীর অর্জ্জুন তজ্জনিত শোকে বা মোহে অভিভূত নহেন। তিনি সনাতন ধর্ম্মের পাছে বিরহ হয়, সেই ভয়েই ব্যাকুল। সুতরাং তাদৃশ আপদ্‌কালে নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগে প্রস্তুত হইয়া, ধর্ম্মের রক্ষার জন্য নিরস্ত্র বেশে অর্জ্জুন রথে উপবিষ্ট রহিলেন। কিন্তু আপনি জানেন যে, "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং" ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে রক্ষা করিয়া থাকেন; এ প্রবাদ কখন মিথ্যা হইবার নহে! অর্জ্জুন যখন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন

বিসৃজ্য সশরং চাপং শোক-সংবিগ্ন-মানসঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিকাং ভীষ্ম পর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে অর্জ্জুন-বিষাদযোগোনাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ।

শোকসন্তপ্ত হৃদয়ঃ এব উপাবিশৎ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃতান্বয়ে প্রথমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সহিতং গাণ্ডীবং ত্যক্ত্বা ন যোৎস্যেঽহমিতি রুক্মমধ্যে রথস্য সন্ন্যাসমেব শ্রেয়স্করং মত্বা উপবিষ্টবানিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃতটীকা।

মানসং চিত্তং যস্য স তথা ॥ ৪৬ ॥

ইতি প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বিনা উদ্‌যোগে উপবিষ্টই রহিলেন ॥ ৪৬ ॥

প্রথমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

আভাস।

ধর্ম্ম স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, অর্জ্জুনের জীবন ও সম্মান রক্ষা করত তাঁহারই জয় ঘোষণা করিবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃত প্রথম অধ্যায়ের আভাস সমাপ্ত ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ।—তন্তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ। ১।

অন্বয়ঃ।

সঞ্জয়ঃ উবাচ। মধুসূদনঃ (মধুনামানং দৈত্যং সূদিতবান্ যঃ সঃ কৃষ্ণঃ) কৃপয়া প্রেম্না আবিষ্টং আচ্ছন্নং তথা অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং।(অশ্রুভিঃ পূর্ণে আকুলে দর্শনাক্ষমে, ঈক্ষণে লোচনে যস্য তং) বিষীদন্তং বিষণ্ণং, তং অর্জ্জুনং ইদং বক্ষ্যমাণং বাক্যং হিতোক্তিং উবাচ ॥ ১ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অহিংসা পরমো ধর্ম্মো ভিক্ষাশনঞ্চ ইত্যেবং লক্ষণয়া বুদ্ধ্যা যুদ্ধবৈমুখ্যমর্জ্জুনস্য শ্রুত্বা স্বপুত্রাণাং রাজ্যৈশ্বর্য্যমপ্রচলিতমবধার্য্য স্বস্থহৃদয়ং ধৃতরাষ্ট্রং দৃষ্ট্বা তস্য দুরাশামপনে-

স্বামিকৃতটীকা।

দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমর্জ্জুনং ব্রহ্মবিদ্যয়া। প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং ॥ ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ তং তথেতি। অশ্রুভিঃ পূর্ণে আকুলে ঈক্ষণে যস্য তং তথা উক্তপ্রকারেণ বিষীদন্তমর্জ্জুনং প্রতি মধুসূদন ইদং বাক্যমুবাচ ॥ ১ ॥

সঞ্জয় বলিলেন, মধু-দৈত্যহারি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন স্বজন-বধে অনাসক্ত, সুতরাং প্রেমার্দ্রহৃদয় অশ্রু-পূর্ণলোচন এবং সম্পূর্ণ অবসন্নের ন্যায় অবস্থিত অর্জ্জুনকে সম্বোধন করত বলিলেন ॥ ১ ॥

আভাস।

সঞ্জয়ের উক্তি শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, সঞ্জয়কে যে প্রত্যাশায় তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এক্ষণে ভাবিলেন প্রকৃতই তাঁহার কামনা ফলবতী হইয়াছে। অর্জ্জুন যদি যুদ্ধ না করে, ভীষ্মের সম্মুখে অগ্রসর হয়, পাণ্ডব-পক্ষে এমন বীর অন্য কেহ নাই। সুতরাং তাঁহার

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্যামীতি মনীষয়া সঞ্জয় স্তং প্রত্যুক্তবানিত্যাহ সঞ্জয় ইতি। পরমেশ্বরেণ স্মার্য্যমাণোঽপি কৃত্যাকৃত্যে সহসা ন অর্জ্জুনঃ সংসার বিপর্য্যয়প্রবৃত্তস্য শোকস্য দৃঢ়তরমোহহেতুত্বাৎ তথাপি তং ভগবান্ ন উপেক্ষিতবানিত্যাহ তং তথেতি। তং প্রকৃতং পার্থং তথা স্বজনমরণ-প্রসঙ্গদর্শনেন কৃপয়া করুণয়া আবিষ্টং অধিষ্ঠিতং অশ্রুভিঃ পূর্ণে সমাকুলে চ ঈক্ষণে যস্য তম্ অশ্রুব্যাপ্তলোচনং বিষীদন্তং শোচন্তমিদং বক্ষ্যমাণং বাক্যং সোপপত্তিকং বচনং। মধুনামানমসুরং সূদিতবানিতি মধুসূদনো ভগবানুক্তবান্ ন তু যথোক্তমর্জ্জুনমুপেক্ষিতবানিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

আভাস।

পুত্রদের জয় সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই নাই। ধৃতরাষ্ট্র অন্তরের এই ভাব প্রকাশ না করিলেও, সর্ব্বজ্ঞ সঞ্জয় তাহা নিজে অন্তরে অবধারণ করিয়াই বলিলেন, মহারাজ! এখনও উভয় পক্ষের মিলনের সম্ভাবনা আছে; আপনি কিন্তু কেবল লুব্ধ আশ্বাসে পড়িয়াই এই উভয় কুলের নির্ম্মূলনে অগ্রসর হইতেছেন।

ঐ দেখুন! অর্জ্জুন ধর্ম্মের অনুরোধে কাতর হইয়া ভগবানের শরণাগত হইলেন! তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভক্তের কাতরতাতে তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা স্থির রহিল না। ধনুর্ব্বাণাদি ধারণে পরপক্ষকে নিহত না করিলেই যে যুদ্ধ করা হয় না, তাহা নহে; যুদ্ধ কার্য্যের মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া, সেনা এবং সেনাপতিগণকে কর্ত্তব্যে নিয়োগ করাই প্রকৃত যুদ্ধ এবং তাহাই প্রকৃত অধিনায়কের কার্য্য। আজ প্রবল বীর অর্জ্জুন স্বজন-বধ নিবন্ধন অধর্ম্মের অনুরোধে কাতর এবং কিংকর্ত্তব্যে বিমূঢ় হইয়া পরমাত্মীয় শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত! শ্রীকৃষ্ণ নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি নহেন! তিনিই মধুসূদন! মধু নামক দৈত্যের নিধনে তিনিই জগতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; সুতরাং সাক্ষাৎ ধর্ম্মই কৃষ্ণমূর্ত্তিতে দেখা দিতেছেন! আপনি জানেন। "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং" ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মেরই শরণাগত থাকে; আত্মরক্ষার জন্য সে কোন উদ্যম না করিলেও, সাক্ষাৎ ধর্ম্মই তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। এক্ষণে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত অর্জ্জুনের যাবদীয় বাধা বিপ্রতিপত্তির খণ্ডন করত, অধার্ম্মিকের পতন এবং ধার্ম্মিকের জয় যাহাতে হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ সারথী হইয়া এ যাবৎ অশ্বগণের অভিমুখে মুখ ফিরাইয়া থাকায়, অশ্বগণ সকল প্রতিবন্ধককে অতিক্রম করিয়া অবলীলাক্রমে যেমন উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে

শ্রীভগবানুবাচ ।—কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ ।

শ্রীভগবান্ উবাচ । হে অর্জ্জুন ! ইদং অনার্য্যজুষ্টং (অনার্য্যৈঃ শাস্ত্রার্থানভিজ্ঞৈঃ জুষ্টং সেবিতং আচরিতং) অস্বর্গ্যং স্বর্গরোধকং, অকীর্ত্তিকরং অযশস্করং, ইদং কশ্মলং চিত্তবিক্ষেপকরং মোহং, বিষমে ভয়াবহে রণভূমৌ কুতঃ হেতোঃ ত্বা ত্বাং সমুপস্থিতং প্রাপ্তং ॥ ২ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

কিন্তদ্বাক্যমিত্যপেক্ষায়ামাহ শ্রীভগবানিতি । কুতো-হেতো ত্বা ত্বাং সর্ব্বক্ষত্রিয়-

স্বামিকৃতটীকা ।

তদেব বাক্যমাহ-কুতইতি । কুতো হেতোস্ত্বা ত্বাং বিষমে সঙ্কটে ইদং কশ্মলমুপস্থিতমহং মোহ প্রাপ্তো যত আর্য্যৈরসেবিতমস্বর্গ্যমবশ্যমযশস্করঞ্চ ॥ ২ ॥

অর্জ্জুন ! এই ভীষণ সমর-ক্ষেত্রে তোমার ঐহিকের যশঃ এবং

আভাস ।

উপস্থিত হইতে পারিয়াছে, আবার এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ একবার অর্জ্জুনের অভিমুখে মুখ ফিরাইলেই অর্জ্জুনের মায়ামোহাদি যাবদীয় প্রতিবন্ধক অপসারিত হইলে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি জয়ী যে হইবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই ! আবার ইতিমধ্যে ভক্তি এবং কাতর ভাবে শরণাগত হইবার উপলক্ষে কি যে দুর্লভ রত্ন সেই চিন্তামণির চিন্তাস্রোত হইতে নিষ্কাশিত করিয়া লইবে, তাহা আমি পরে আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন ! এই দুর্লভ রত্নের প্রসাদে সামান্য পার্থিব রাজৈশ্বর্য্যের কথা আর কি বলিব ! অর্জ্জুন ইহকালকে জয় করিয়া, পরলোক জয়ী হইয়া ব্রহ্মপদবীতে অধিরোহণ করিবেন ! অর্জ্জুনের কথা দূরে থাকুক, যাহারা পরোক্ষ ভাবে সেই রত্নকে সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তাঁহারাও সেই ভগবৎমুখারবিন্দ-বিনিঃসৃত উপদেশ-বাণী "গীতার" আশ্রয়ে মুক্তি-পদবীতে আরোহণ করিবেন ; সন্দেহ নাই ॥ ১ ॥

আপনি জানিবেন ! শ্রীকৃষ্ণ মানব নহেন ! তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ !

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ ।
বৈরাগ্যস্যাথ মোক্ষস্য ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রবরং কশ্মলং মলিনং শিষ্টগর্হিতং যুদ্ধাৎ পরাঙ্মুখত্বং বিষমে সভয়-স্থানে সমুপস্থিতং প্রাপ্তং, অনার্য্যৈঃ শাস্ত্রার্থমবিদ্ভিঃ জুষ্টং সেবিতং অস্বর্গ্যং স্বর্গানর্হং প্রত্যবায়কারণমিহ চাকীর্ত্তিকরং অযশস্করং অর্জ্জুন-নাম্না প্রখ্যাতস্য তব নৈতৎ যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

পারলৌকিক স্বর্গের প্রতিবন্ধক-স্বরূপ মূর্খ ইতর জনেরই অনুষ্ঠেয় ঈদৃশ মোহ-ভাব কোথা হইতে উপস্থিত হইল! ॥ ২ ॥

আভাস।

তথা, উৎপত্তিঞ্চ বিনাশঞ্চ ভূতানামগতিং গতিং।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥"

অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সমূহ, ধর্ম্ম, যশ, শ্রীঃ, বৈরাগ্য এবং জ্ঞান এই ছয়টী সম্পদ্ পূর্ণ মূর্ত্তিতে যাঁহাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, তিনিই ভগবান্। তথা সমস্ত ভূতের উৎপত্তি, লয়, সম্পদের আগম এবং নিগম, এবং বিদ্যা ও অবিদ্যা যাঁহার সমীপে সম্যক্‌ভাবে বিদিত, তিনিই ভগবান্ শব্দ বাচ্য। অতএব এতাদৃশ গুণ-সম্পন্ন হইয়া যিনি ধরাধামে মর্ত্ত্য মানববেশে অবতীর্ণ, সেই শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সহায়, সেই অর্জ্জুন রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে এবং আপনার পুত্রগণ হিংসাপূর্ণ চাতুরির সহায়ে রণে জয়ী হইবেন, তাহা কখনই হইবে না। আপনি বৃথা প্রত্যাশা করিতেছেন!

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের তাদৃশ মোহাচ্ছন্ন অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাকে সম্বোধন করত বলিলেন, অর্জ্জুন! তুমি স্বজন-বধের পাপে ভীত হইয়া যে অহিংসা ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহিতেছ, তাহাতে কিন্তু তোমার প্রকৃত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইবে না। কারণ ধর্ম্ম সকলের পক্ষে সমান নহে। বর্ণ, আশ্রম ও কুলাচার ভেদে ধর্ম্মেরও প্রকার-ভেদ অনেক আছে। এক বর্ণের ধর্ম্ম অন্য বর্ণ অনুষ্ঠান করিলে, তাহার প্রকৃত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইল না; বরং নিজের বর্ণ ও গৃহস্থাদি আশ্রমের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মের আচরণ না করিয়া, অপর বর্ণ বা আশ্রমের ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে, শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন-জনিত পাপেই দূষিত হইতে হইবে। তুমি বীরাগ্রগণ্য ক্ষত্রিয় হইয়া, ভিক্ষু পরিব্রাজক ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে অগ্রসর হইলে, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ জন্য পাপেই লিপ্ত হওয়া হইবে। স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে চিত্ত-মালিন্য বিদূরিত হইলে, পরে মানব স্বর্গলাভে অধিকারী হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় স্ব স্ব ধর্ম্মের প্রতিপালনে পরস্পরে পরস্পরকে সাহায্য করেন বলিয়াই একটী সমষ্টি জাতির উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন হইয়া থাকে। যদি কোন বর্ণ, আপন

মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়* নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

ক্লৈব্যং ক্লীবভাবং, মা গচ্ছ ন প্রাপ্নুহি, হে কৌন্তেয়! এতৎ ত্বয়ি ন উপপদ্যতে যোগ্যং ন ভবতি। হে পরন্তপ (পরান্ শত্রূন্ তাপয়তীতি) ক্ষুদ্রং তুচ্ছং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং কাতর্য্যং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ভব ॥ ৩ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পুনরপি ভগবান্ অর্জ্জুনং প্রত্যাহ ক্লৈব্যমিতি। ক্লৈব্যং ক্লীবভাবমধৈর্য্যং মা স্ম গমঃ মাগাঃ। হে পার্থ পৃথাতনয় ন হি ত্বয়ি মহেশ্বরেণাপি কৃতাহবে প্রখ্যাতপৌরুষে

স্বামিকৃতটীকা।

মা ক্লৈব্যমিতি। তস্মাৎ হে পার্থ ক্লৈব্যং কাতর্য্যং মা গচ্ছ ন প্রাপ্নুহি, যত ত্বয়ি এতৎ ন উপপদ্যতে যোগ্যং ন ভবতি, ক্ষুদ্রং তুচ্ছং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং কাতর্য্যং ত্যক্ত্বা যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ, হে পরন্তপ শত্রুতাপন ॥ ৩ ॥

হে পার্থ! কাপুরুষের পরিচয় এমন সময়ে দিও না! তোমাতে এরূপ ভাব কখন শোভা পায় না! স্বয়ং শত্রুবিজয়ী হইয়া,

আভাস।

কর্ম্মে উদাসীন হইয়া পরধর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হন, তাহাতে তাঁহার নিজের অকৃতার্থতার পরিচয়ই হয় মাত্র, এমত নহে, অন্য বর্ণত্রয় তাঁহার নিকট সাহায্য না পাওয়ায়, তাহাদেরও স্ব স্ব ধর্ম্মানুষ্ঠানে অকৃতার্থতা আইসে; সুতরাং স্ববর্ণোচিত ধর্ম্মের পরিত্যাগে সমগ্র বর্ণচতুষ্টয়েরই অনিষ্ট সাধন করা হয়; সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ পরমাত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান এবং অপর বর্ণত্রয়কে তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদান, ক্ষত্রিয় দুষ্টগণের নিগ্রহ করত বর্ণত্রয়কে স্ব স্ব কর্ম্মানুষ্ঠানে সুযোগ প্রদান; বৈশ্য স্বদেশ ও দেশান্তর হইতে ধন ও শস্যাদির সংগ্রহ করত বর্ণত্রয়কে সাহায্য প্রদান এবং শূদ্র গার্হস্থ্য জীবনের উপযোগী দ্রব্য সামগ্রীর নির্ম্মাণ ও সংগ্রহের দ্বারা বর্ণত্রয়কে সাহায্য করিলে, পরস্পরের সাহায্যে বর্ণচতুষ্টয়ই সুখস্বচ্ছন্দে ঐহিক গৃহস্থ ধর্ম্ম চালাইয়া পরজীবনেও সুখী হইতে পারে। অতএব সামান্য স্বজন-বর্গের আত্মীয়তার অনুরোধে তুমি যদি দুষ্টের দলন-রূপ ক্ষত্রিয়-কর্ম্মে নিরস্ত হইয়া, পর-ধর্ম্মে প্রবৃত্ত

* ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ ইত্যপি পাঠঃ।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মহামহিমনি এতদ্রূপপদস্থতে। ক্ষুদ্রং ক্ষুদ্রত্বকারণং হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং মনসো দুর্ব্বলত্বম-ধৈর্য্যং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ যুদ্ধায়োপক্রমং কুরু। হে পরন্তপ পরং শত্রুং তাপয়তীতি তথা সম্বোধ্যতে ॥ ৩ ॥

হে পরন্তপ! তুচ্ছ হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য এক্ষণে পরিহার কর! এবং যে নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছ, স্বয়ং উদ্‌যোগী হইয়া তৎপ্রতীকারে যুদ্ধার্থ যত্ন কর! ॥ ৩ ॥

আভাস।

হও, তাহা হইলে সাধারণের কত বৃহত্তম অনিষ্টকর কর্ম্মে তোমার যে প্রবৃত্ত হওয়া হইবে, তাহা বলা অসম্ভব। সুতরাং তাহাতে লোকে তোমার যথেষ্ট কুযশ রটিবে এবং ধর্ম্মত্যাগ-জনিত পাপে কলুষিত হইয়া, স্বর্গলাভেও তুমি বঞ্চিত হইবে, সন্দেহ নাই।

জ্ঞাতি স্বজন প্রভৃতি বীরচূড়ামণিদের মধ্যে সংগ্রামার্থ পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা অনুসারে বীর-বেশে এই রণপ্রাঙ্গণে উপনীত হইয়া, ভীরু ক্লীবের ন্যায় রণে পশ্চাৎপদ হওয়া তোমার ন্যায় ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। অহো! অকস্মাৎ স্বজন-বধ এবং তজ্জনিত অপকারের কথা মনে হইয়াই, তোমার ওরূপ মনোগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। দেখ! প্রকৃত বীরের পক্ষে বীর-কার্য্যে প্রতিজ্ঞার ভঙ্গ হওয়া অতি নীচতার পরিচয়; এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রতিপালন না করায়, যশঃ এবং ধর্ম্ম উভয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই! এক্ষণে কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃত অবসর উপস্থিত হইয়াছে। সামান্য আত্মীয়তার প্রতি উপেক্ষা করিয়া, তুমি কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হও! শ্রুতি বলিয়াছেন, "কর্ম্মময়োঽয়ং লোকঃ"; এই জগৎ কর্ম্মময়! অতি তুচ্ছ অণু হইতে পরম মহৎ স্থাবর জঙ্গমাত্মক যাবদীয় ভূতই সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার এই কর্ম্ম-সংসারে তাঁহারই সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের অনুকূলে উন্মুখী হইয়া এখানে আসিয়াছে! আপনার বলিয়া, কোন সামগ্রীকে সঙ্গে আনে নাই এবং যাইবার সময় কিছু সঙ্গে লইয়াও যাইতে পারিবে না! যে দেহের আশ্রয়ে জগতে কর্ম্ম করিতে আসিয়াছিল,কর্ম্মের সমাপনে সে দেহকে পর্য্যন্ত এখানে ফেলিয়া যাইতে হইবে। সুতরাং স্নেহ বা দয়া কোন সামগ্রীর উপরই ত নাই! উভয় জড় বা জঙ্গমের লক্ষ্যই এক কর্ম্মের উপর! সেই কর্ম্মকে উপেক্ষা করত তুমি সামান্য নির্জ্জীবের ন্যায়,এই দুর্য্যোধনাদির দলন ব্যাপার নিরবে সহ্য করিতেই কি আসিয়াছ।

অর্জ্জুন উবাচ।--কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।

অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে মধুসূদন! সংখ্যে যুদ্ধে, ভীষ্মং দ্রোণং চ অহং ইষুভিঃ বাণৈঃ কথং প্রতিযোৎস্যামি! হে অরিসূদন! শত্রুনাশন! যতঃ তৌ পূজার্হৌ অর্চ্চন-যোগ্যৌ ॥ ৪ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

এবং ভগবতা প্রতিবোধ্যমানোঽপি শোকাভিভূতচেতস্ত্বাদপ্রতিবুধ্যমানঃ সন্ অর্জ্জুনঃ স্বাভিপ্রায়মেব প্রকৃতং ভগবন্তং প্রত্যুক্তবান্ কথমিত্যাদিনা। ভীষ্মং পিতামহং দ্রোণঞ্চাচার্য্যং সংখ্যে রণে হে মধুসূদন ইষুভিঃ যত্র বাচাপি যোৎস্যামীতি বক্তুমনুচিতং তত্র কথং বাণৈ র্যোৎস্য ইতি ভাবঃ, সায়কৈ স্তৌ কথং প্রতিযোৎস্যামি প্রতিযোৎস্যে, তৌ হি পূজার্হৌ কুসুমাদিভিরর্চ্চনযোগ্যৌ। হে অরিসূদন সর্ব্বানেবারীন্ যত্নেন সূদিতবানিতি ভগবান্ এবং সম্বোধ্যতে ॥ ৪ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

নাহং কাতরত্বেন যুদ্ধাদুপরতোঽস্মি কিন্তু যুদ্ধস্যান্যায়ত্বাদধর্ম্মত্বাচ্চেত্যাহ অর্জ্জুন উবাচ কথমিতি। ভীষ্মদ্রোণৌ পূজার্হৌ পূজায়ামর্হৌ যোগ্যৌ; তৌ প্রতি কথমহং যোৎস্যামি তত্রাপীষুভি র্যত্র বাচাপি যোৎস্যামিতি বক্তুমনুচিতং তত্র বাণৈঃ কথং যোৎস্যামীত্যর্থঃ। হে অরিসূদন শত্রুবিমর্দ্দন ॥ ৪ ॥

এতৎ শ্রবণে অর্জ্জুন বলিলেন, হে মধুসূদন! পিতামহ ভীষ্ম এবং গুরু দ্রোণাচার্য্য উভয়েই আমার সম্মান ও পূজার পাত্র, সন্দেহ নাই। যাঁহাদিগকে সামান্য তীব্র বাক্যবাণে বিরক্ত করিবার যোগ্যতা নাই, আমি কোন্ প্রাণে তাদৃশ পূজনীয় ব্যক্তিদ্বয়ের উপর তীক্ষ্ণ বাণ প্রহারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব! ॥ ৪ ॥

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রতিবোধিত হইয়াও অর্জ্জুন প্রকৃত যুদ্ধ-কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিলেন না; শাস্ত্রবাক্য এবং লৌকিক আচারের প্রতি তখন তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। গুরুর অবমাননা বা তৎপ্রতি বিরুদ্ধাচরণ করা সর্ব্বতোভাবে যে অবিধেয়, সেই শাস্ত্রবচনের স্মরণে ভাবিলেন, এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, পিতামহ

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।

অন্বয়ঃ।

মহানুভাবান্ শ্রুতশীলসম্পন্নান্ গুরূন্ অহত্বা অহিংসিত্বা, ইহ অস্মিন্ লোকে, ভৈক্ষ্যং ভিক্ষালব্ধং অন্নং অপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ প্রশস্যতরং; হি যতঃ,

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

রাজ্ঞাং ধর্ম্মেঽপি যুদ্ধে গুর্ব্বাদিবধে বৃত্তিমাত্রফলত্বং গৃহীত্বা পাপমারোপ্য ব্রূতে গুরূনিতি। গুরূন্ ভীষ্মদ্রোণাদীন্ ভ্রাত্রাদীংশ্চ অত্র প্রাপ্তান্ অহিংসিত্বা মহানুভাবান্

স্বামিকৃতটীকা।

তর্হি তান্ অহত্বা তব দেহযাত্রাপি ন স্যাদিতি চেত্তত্রাহ গুরূনিতি। গুরূন্ দ্রোণাচার্য্যাদীন্ অহত্বা পরলোকবিরুদ্ধগুরুবধমকৃত্বা ইহ লোকে ভিক্ষান্নমপি ভোক্তুং

হে শত্রুনিসূদন! এই সকল মহানুভব গুরুগণকে নিহত না করিয়া, যদি আমাকে ভিক্ষা করিয়াও জীবন ধারণ করিতে হয়, তাহাকেও আমি এ জগতে হিতকর বলিয়া জ্ঞান করিব! যদিও

আভাস।

ভীষ্ম এবং অস্ত্র-বিদ্যার শিক্ষক দ্রোণাচার্য্যের দেহে শর নিক্ষেপে জর্জ্জরিত করিতে হইবে। কারণ আমি ব্যতীত ইঁহাদের উভয়ের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে অগ্রসর হয়, এমন অন্য কেহ বীর নাই! সুতরাং যাঁহাদিগকে বিনীত ভাবে অভিবাদন এবং পুষ্পাদি চন্দন দানে পূজা করা কর্ত্তব্য, আমি কোন্ প্রাণে সামান্য পার্থিব সুখের অনুরোধে শর-সন্ধানে তাঁহাদিগকে নিহত করিব! অহো! জয় কি পরাজয় হইবে, সে বিষয় কখনই নিশ্চিত না হইলেও, দেহান্তে গুরুতর ব্যক্তিগণের প্রতি বিদ্রোহাচরণে যে নিরয়গামী হইতে হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। গুরুং হুং কৃত্য তুং কৃত্য বিপ্রান্ নির্জ্জীত্য বাদতঃ। শ্মশানে জায়তে বৃক্ষঃ কঙ্কগৃধ্রোপসেবিতঃ॥ যে ব্যক্তি গুরুজনের প্রতি হুংকার বা তুই প্রভৃতি তাচ্ছিল্য বাক্যের প্রয়োগ করে, অথবা কোন জ্ঞানী ব্রাহ্মণকে বাদ বিবাদাদিতে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করে, সে বহুকাল গৃধ্রাদি শবভোজী পক্ষীর আশ্রয়-বৃক্ষ হইয়া শ্মশানে অবস্থান করে॥ ৪॥

অতএব মহানুভব গুরুগণের নিধন না করিয়া, ভিক্ষান্ন ভোজনে দিনপাত করাও আমার পক্ষে বরং শ্রেয়ঃ। কারণ গুরুর শোণিতপাতে অর্জ্জিত সম্পত্তি কখন,

হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥৫॥

অন্বয়ঃ।

অর্থকামান্ অর্থাকুলচিত্তান্ অপি গুরূন্ হত্বা রুধিরপ্রদিগ্ধান্ (রুধিরেণ প্রদিগ্ধান্ প্রলিপ্তান্ ভোগান্ (অর্থকামান্) এব অহং ইহৈব লোকে ভুঞ্জীয় অশ্নীয়াং। লোকনিন্দিতত্বাৎ ॥ ৫ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মহামাহাত্ম্যান্ শ্রুতাধ্যয়ন-সম্পন্নান্। শ্রেয়ঃ প্রশস্ততরং যুক্তং ভোক্তুমভ্যবহর্তুং ভৈক্ষ্যং ভিক্ষাণাং সমূহং ভিক্ষাশনং নৃপাদীনাং নিষিদ্ধমপি ইহ লোকে ব্যবহারভূমৌ ন হি গুর্ব্বাদি-হিংসয়া রাজ্যভোগোঽপেক্ষ্যতে কিন্তু হত্বা গুর্ব্বাদীনর্থকামানেব ভুঞ্জীয় ন মোক্ষমনুভবেয়মিহৈব ভোগো ন স্বর্গে। অর্থকামানেব বিশিনষ্টি ভোগানিতি। ভুজ্যন্ত ইতি ভোগাস্তান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ লোহিতলিপ্তানিবাত্যন্ত-গর্হিতান্অতো ভোগান্ গুরুবধাদিসাধ্যান্ পরিত্যজ্য ভিক্ষাশনমেব যুক্তমিত্যর্থঃ ॥৫॥

স্বামিকৃতটীকা।

শ্রেয় উচিতং। বিপক্ষে তু ন কেবলং পরত্র দুঃখং কিন্তু ইহৈব চ নরকদুঃখমনুভবেয়মিত্যাহ হত্বেতি। গুরূন্ হত্বা ইহৈব রুধিরেণ প্রদিগ্ধান্ প্রকর্ষেণ লিপ্তান্ অর্থকামাত্মকান্ ভোগান্ ভুঞ্জীয় অশ্নীয়াং। যদ্বা অর্থকামানিতি গুরূণাং বিশেষণং, অর্থতৃষ্ণাকুলত্বাদেতে তাবদ্ যুদ্ধাৎ ন নিবর্ত্তেরং তস্মাদেতদ্বধঃ প্রসজ্যেত এবেত্যর্থঃ, তথা চ যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মেণোক্তং।

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।

ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈরিতি ॥ ৫ ॥

তাহাদের মধ্যে কেহ বা ধনলোভে পরপক্ষ অবলম্বনে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহাদিগকে নিহত করিয়া, সেই গুরু-রুধিরে প্লাবিত ভোগকেইত আমাকে ভোগ করিতে হইবে ॥ ৫ ॥

আভাস।

শান্তি বা পুণ্য প্রদানে সমর্থ নহে ; বরং ঘোর পাপের বা নিরয়ের কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অথচ উপস্থিত গুরুগণকে আমাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান বলিয়া দোষারোপ করাও যায় না। কারণ বিপক্ষ ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ তাঁহাদের অন্নদাতা। আমরা রাজ্যচ্যুত হইয়া, বনে বনে নিরাশ্রয়ে যখন পর্য্যটন করিয়াছিলাম, তখন অর্থাদি দানে উক্ত গুরুগণকে তাহারাই প্রতিপালন করিয়াছে। এক্ষণে সেই অর্থাদি প্রাপ্তির অনুরোধে তাঁহারা আমাদের বিপক্ষে অবশ্য দণ্ডায়মান হইতে বাধ্য হইয়াছেন ॥ ৫ ॥

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।

অন্বয়ঃ।

যদ্ বা যদি বা বয়ং (এতান্) জয়েম, যদি বা নঃ অস্মান্ তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ জয়েয়ুঃ (এতয়োঃ জয়-পরাজয়য়োর্ মধ্যে) নঃ অস্মাকং কতরৎ কিং গরীয়ঃ শ্রেষ্ঠং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ক্ষত্রিয়াণাং স্বধর্ম্মত্বাৎ যুদ্ধমেব শ্রেয়স্করমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন চৈতদিতি। এতদপি ন জানীমো ভৈক্ষ্যযুদ্ধয়োঃ কতরৎ নোঽস্মাকং গরীয়ঃ শ্রেষ্ঠং, কিং ভৈক্ষ্যং হিংসাশূন্যত্বাৎ উত যুদ্ধং স্ববৃত্তিত্বাদিতি। সন্দিগ্ধা চ জয়স্থিতিঃ। কিং সাম্যমেব উভয়েষাং যদ্বা বয়ং জয়েম অতিশয়েমহি যদি বা নোঽস্মান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রা দুর্য্যোধনাদয়ো জয়েয়ুঃ।

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ যদ্যধর্ম্মান্ অঙ্গীকরিষ্যাম স্তথাপি কিমস্মাকং জয়ঃ পরাজয়ো বা গরীয়ান্ ভবেদিতি ন জ্ঞায়ত ইত্যাহ ন চৈতদিতি। দ্বয়োর্ম্মধ্যে নোঽস্মাকং কতরৎ কিন্নাম গরীয়োঽধিকতরং ভবিষ্যতীতি ন বিদ্মঃ। তদেব দ্বয়ং দর্শয়তি যদ্বেতি। যদ্বা এতান্ বয়ং জয়েম জেষ্যামঃ যদি বা নোঽস্মানেতে জয়েয়ু র্জেষ্যন্তীতি।

এক্ষণে এই ধৃতরাষ্ট্র-পক্ষীয় বীরগণকে পরাজয় করা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, কিম্বা ইহাদের দ্বারা পরাজিত হওয়া শ্রেয়ঃ, এতদুভয়ের মধ্যে কোনটী মীমাংসা করিতে পারিতেছি না। কারণ যাহাদিগকে নিহত

আভাস।

হে দৈত্যদলনকারি শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সমস্ত জান! সুতরাং তোমাতে সমস্তই শোভা পায়! আমি কিছুই বুঝি না; সুতরাং সকল কর্ম্মেই ভয় পাই! তোমার নাম অরিসূদন! শত্রুর নির্য্যাতন করাই তোমার কার্য্য; কিন্তু অরি-যে কে এবং মিত্রই বা কে? তাহাই আমি নিরূপণ করিতে শিখি নাই! সুতরাং কুরু-কুলকে শত্রুজ্ঞানে যুদ্ধ করিব, বা স্বজন বোধে যাবদীয় রাজ্যৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিব, ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। বল দেখি! অনাথ-বন্ধো! আমরা যদি এই যুদ্ধে পরাজিত

যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥৬॥

অন্বয়ঃ।

ইতি এতৎ ন বিদ্মঃ জানীমঃ। যতঃ যান্ এব হত্বা ন জিজীবিষামঃ জীবিতুং ন ইচ্ছামঃ তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ এব প্রমুখে যুদ্ধায় অবস্থিতাঃ ॥ ৬ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

জাতোঽপি জয়ো ন ফলবান্ যতো যান্ বন্ধূন্ হত্বা ন জিজীবিষামো জীবিতুং নেচ্ছামঃ তে এব অবস্থিতাঃ প্রমুখে সংমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ধৃতরাষ্ট্রস্যাপত্যানি, তস্মাদৈক্যাৎ যুদ্ধস্য শ্রেষ্ঠত্বং ন সিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ অস্মাকং জয়োঽপি ফলতঃ পরাজয় এবেত্যাহ যানিতি। যানেব হত্বা জীবিতুং নেচ্ছাম স্ত এবৈতে সংমুখেঽবস্থিতাঃ ॥ ৬ ॥

করিয়া ক্ষণকালের জন্যও জীবন ধারণে আনন্দানুভব করি না, তাহারাই আমাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ॥ ৬ ॥

আভাস।

হই, তখন স্বজন-বধের পাপে কলুষিত হইলাম! অথচ ভিক্ষাবৃত্তি বা যাচ্ঞা দ্বারা জীবন নির্ব্বাহও করিতে হইল! আবার যদি ধৃতরাষ্ট্র-তনয়াদি স্বজনগণ এবং পিতামহ ভীষ্ম ও গুরু দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তিগণকে নিহত করত আমরা জয়ী হই, তাহা হইলে জয়ী হইয়াও প্রকৃত পক্ষে পরাজিত হইলাম। কারণ একাকী সুখভোগ বা শান্তিভোগ করা যায় না। নিজের সুখৈশ্বর্য্য আপনার স্বজন-বর্গকে দেখাইতে হইবে; এবং তদ্দ্বারা তাহাদিগকেও সুখী করিতে হইবে! কারণ সুখী করিবার যোগ্যতা নিজের আছে, দেখিয়াই মানব সুখী হয়। অতএব আমরা জয়ী হইয়া, নিজেদের জয়ী হইবার যোগ্যতা কাহাদিগকে দেখাইব! কারণ যাহাদিগকে দেখাইয়া বা ভোগ্য বিষয় দানে সুখী করিয়া সুখী হইব, সেই ধৃতরাষ্ট্র-নন্দনাদি স্বজনবর্গ যুদ্ধে নিহত হইবার জন্যই আমার সমক্ষে দণ্ডায়মান! ॥ ৬ ॥

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং
প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ (কার্পণ্যং দৈন্যং এব দোষঃ তেন উপহতঃ অভিভূতঃ স্বভাবঃ ধৈর্য্যাদিলক্ষণঃ যস্য অতএব ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ (ধর্ম্মে সংমূঢ়ং হিতাহিত-বিবেকশূন্যং চেতঃ যস্য) তাদৃশঃ অহং ত্বাং পৃচ্ছামি যৎ নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ স্যাৎ তৎ মে মহ্যং ব্রূহি। অহং তে তব শিষ্যঃ, ত্বাং প্রপন্নঃ শরণাগতং মাং শাধি শিক্ষয় উপদিশ। ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সমধিগত-সংসার-দোষজাতস্যাতিতরাং নির্ব্বিণ্ণস্য মুমুক্ষোরুপসন্নস্য আত্মোপদেশ-সংগ্রহণেঽধিকারং সূচয়তি কার্পণ্যেতি। যোঽল্পাং স্বল্পামপি স্বক্ষতিং ন ক্ষমতে স কৃপণ স্তথিধত্বাদখিলোঽনাত্মবিদপ্রাপ্তপরমপুরুষার্থতয়া কৃপণো ভবতি যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণ ইতি শ্রুতেঃ। তস্য ভাবঃ কার্পণ্যং দৈন্যং তেন দোষেণোপহতো দূষিতঃ স্বভাব শ্চিত্তং অন্তঃকরণং, সোঽহং পৃচ্ছা-

স্বামিকৃতটীকা।

কার্পণ্যেত্যাদি। তস্মাদেতান্ হত্বা কথং জীবিষ্যাম ইতি কার্পণ্যং, দোষঃ কুলক্ষয়কৃতঃ, তাভ্যামুপহতোঽভিভূতঃ স্বভাবঃ শৌর্য্যলক্ষণো যস্য সোঽহং ত্বাং পৃচ্ছামি, তথা ধর্ম্মে সংমূঢ়ং চেতো যস্য সঃ, যুদ্ধং ত্যক্ত্বা ভিক্ষাটনমপি ক্ষত্রিয়স্য

এই স্বজন-বধ ও অসংখ্য প্রাণ-হানিকর যুদ্ধের বিষময় পরিণামের চিন্তায় আমার হৃদয় কিন্তু সম্পূর্ণ সংকুচিত হইয়াছে! এক্ষণে আমার হৃদয় ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারে সম্পূর্ণ অসমর্থ। হে গোবিন্দ! কোন্‌টী ভাল এবং কোন্‌টী মন্দ, তাহা তুমি নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক আমাকে বল! দেখ কৃষ্ণ! কেবল বলা নহে; এক্ষণে আমি তোমার সম্পূর্ণ

আভাস।

হে গোবিন্দ! প্রাণের ব্যথা ও মনের কথা সবই তুমি জান! উচিত মত ধন ব্যয়ে কুণ্ঠিত-হৃদয় মনুষ্যকে লোকে নিন্দা করে; কিন্তু হে হৃদয়-স্বামিন্! আমি যে অন্য সকল বিষয়ে কৃপণ হইয়া পড়িলাম! আমার সেই ভীম-বিক্রমের দর্প কোথায় গেল! আমি আজ সিংহের সভায় শৃগালের পরিচয় দিতেছি! পূর্ব্বে যাহাদিগকে তৃণের ন্যায় তাচ্ছিল্য করিয়াছি, এই

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ম্যন্নুক্তে ত্বা ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ ধর্ম্মো ধারয়তীতি পরং ব্রহ্ম তস্মিন্ সংমূঢ়মবিবেকতাং গতং চেতো যস্য মমেতি তথাহমুক্তঃ। কিং পৃচ্ছসি, যন্নিশ্চিতমৈকান্তিকমনাপেক্ষিকং শ্রেয়ঃ স্যাৎ ন রোগনিবৃত্তিবদনৈকান্তিকমনাত্যন্তিকং স্বর্গবদাপেক্ষিকং বা তন্নিঃ-শ্রেয়সং মে মহ্যং প্রব্রূহি! নাপুত্রায়াশিষ্যায়েতি নিষেধাৎ ন প্রবক্তব্যমিতি মা-মংস্থাঃ, যতঃ শিষ্যস্তেঽহং ভবামি; শাধ্যনুশাধি মাং নিঃশ্রেয়সং! ত্বামহং প্রপন্নোঽস্মি ॥ ৭ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

ধর্ম্মোঽধর্ম্মো বেতি সন্দিগ্ধচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। অতো মে যন্নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ স্যাত্তদ্ ব্রূহি। কিঞ্চ তেঽহং শিষ্যঃ শাসনার্হোঽত ত্বাং প্রপন্নং শরণং গতং মাং শাধি শিক্ষয় ॥ ৭ ॥

শরণাগত শিষ্য! তুমি আমাকে প্রকৃত কর্ত্তব্যের উপদেশ প্রদান কর! ॥ ৭ ॥

আভাস।

ভীষণ দুর্দ্দিনে তাহারাই অক্ষিপুটমধ্যে প্রবেশ করিয়া অশ্রুধারা নিপাতিত করাইতেছে! দিননাথ! কিছু বুঝিলাম না! কে আপন, কে পর, তাহার কোন তত্ত্বই আমার অবধারণ করা হইল না! যাবজ্জীবন হিংসা বৃত্তির আশ্রয়ে অপরকে নির্জ্জিত করিবার অভিপ্রায়ে বল ও অস্ত্রশস্ত্রাদির প্রয়োগ কৌশলই সংগ্রহ করিয়াছি; কালের কঠিন পরিণামের কথা ত একবারও স্মরণ করি নাই! আজ ঘোর সমর-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, এই সমর-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া, পরিণামের কথা মনে উদিত হইতেছে! এত লোকের মৃত্যুর কারণ আমাদের এক বিষয়-বাসনাই যদি হয়, তাদৃশ বাসনার অনুরোধে পরিণামে আমাদের কি গতি হইবে! হে কৃপা-নিদান! অদ্য কেবল আমার বাহিরের রথে তোমার সারথী সাজিলে চলিবে না! হে অন্তর্যামিন্! আমার অন্তরের রথে সারথী হইয়া, ধর্ম্ম-সংগ্রামের প্রকৃত পথ নির্ব্বাচন করত, সেই মধ্যপথে লইয়া চল; এবং আমার কর্ত্তব্যের অবধারণ করাও! আমি বুঝিয়াছি! তোমাকে সারথী করাতেই আমার হিংসাপূর্ণ হৃদয়েও এ জাতীয় বাহ্যিক প্রেমের সঞ্চারে হিংসার বন্ধুরতা দূরীভূত হইয়াছে! এক্ষণে আমি তোমার নিতান্ত শরণাগত! যুক্তি-যুক্ত ও হিতকর বাক্যে আচার্য্য যেমন শিষ্যকে ন্যায়-পথে পরিচালিত করেন, আপনি স্বয়ং সেই গুরুস্থান অধিকার করত, এই উৎপথগামী প্রতিপাল্য শিষ্যকে ন্যায়ানুগত ধর্ম্মপথে পরিচালিত করুন,! অত্যন্ত উত্তপ্ত ভূমিতে

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।

ভূমৌ পৃথিব্যাং অসপত্নং নিষ্কণ্টকং ঋদ্ধং ধনপূর্ণং রাজ্যং বা সুরাণাং দেবানাং অপি আধিপত্যং চ অবাপ্য তৎ অহং ন হি প্রপশ্যামি যৎ মম ইন্দ্রিয়াণাং উচ্ছোষণং প্রতপনং শোকং অপনুদ্যাৎ অপসারয়েৎ ॥ ৮ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কুতো নিঃশ্রেয়সমেবেচ্ছসি তত্রাহ ন হীতি। যস্মান্ন প্রপশ্যামি কিং ন প্রপশ্যসি মমাপনুদ্যাৎ অপনয়েৎ যচ্ছোকমুচ্ছোষণং প্রতপনং ইন্দ্রিয়াণাং তৎ ন পশ্যামি। নন্থ শত্রূন্ নিহত্য রাজ্যে প্রাপ্তে শোকনিবৃত্তিস্তে ভবিষ্যতি নেত্যাহ অবাপ্যেতি। অবিদ্যমানঃ সপত্নঃ শত্রুর্যস্য তদ্যুক্তং রাজ্যং রাজ্ঞঃ কর্ম্ম প্রজারক্ষণপ্রশাসনাদি তদিদমস্যাং ভূমাববাপ্যাপি শোকাপনয়কারণং ন পশ্যামীত্যর্থঃ। তর্হি দেবেন্দ্রত্বাদি প্রাপ্তৌ শোকাপনয় স্তে ভবিষ্যতি নেত্যাহ সুরাণামপীতি। তেষামাধিপত্যং অধিপতিত্বং স্বাম্যং ইন্দ্রত্বং ব্রহ্মত্বং বা তদবাপ্যাপি মম শোকো ন অপগচ্ছেদিত্যর্থঃ ॥৮॥

স্বামিকৃতটীকা।

ত্বমেব বিচার্য্য যদ্যুক্তং তৎ কুর্ব্বিতি চেত্তত্রাহ নহি প্রপশ্যামীতি। ইন্দ্রিয়াণামুচ্ছোষণং অতিশোষকরং মদীয়ং শোকং যৎ কর্ম্ম অপনুদ্যাৎ অপনয়েৎ তদহং ন পশ্যামীতি। যদ্যপি ভূমৌ নিষ্কণ্টকং সমৃদ্ধং রাজ্যং প্রাপস্যামি তথা সুরেন্দ্রত্বমপি যদি প্রাপস্যামি এবমভিষ্টং তত্তৎসর্ব্বমবাপ্যাপি শোকাপনোদনোপায়ং ন প্রপশ্যামীত্যন্বয়ঃ ॥ ৮ ॥

এই পরাপকার-জনিত শোকের চিন্তায় আমার ইন্দ্রিয়-বর্গ যেন অবসন্ন-প্রায় হইতেছে; ইহাকে নিবারণের কোন প্রবোধ আমি দেখিতেছি না। অধিক কি! এই জগতে ধন-জন-পূর্ণ নিষ্কণ্টক রাজ্য, এমন কি! দেবলোকের আধিপত্য লাভের প্রত্যাশাও আমার এই মর্ম্মবেদনার নিবারণে সক্ষম হইতেছে না ॥ ৮ ॥

আভাস।

বারিধরের বর্ষাধারায় যেমন অঙ্কুরোৎপাদনের শক্তি জন্মে, আজ তোমার সঙ্গলাভে আমার সেই দারুণ হিংসাভাব বিদূরিত হইয়া, পরিণামে পরিতাপের অঙ্কুর যেন দেখা দিতেছে; এক্ষণে প্রকৃত বীজ বপনে কৃতার্থ করুন! এ সংসারে এমন কোন ভোগৈশ্বর্য্য দেখি না, যাহা পাইলে আমার এই দুর্ব্বিষহ হৃদয়-গ্লানি দূরীভূত হয়! যদি ত্রিলোকের রাজত্বও আমার করতলস্থ হয়, তথাপি আমার এই প্রাণ-মনের শৈথিল্যপ্রদ হৃদয়গ্লানি কখনই উপশমিত হইবে না! ॥ ৭-৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ।—এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ॥ ৯॥

অন্বয়ঃ।

সঞ্জয়ঃ উবাচ। গুড়াকেশঃ (গুড়াকা নিদ্রা তস্যাঃ ঈশঃ) জিতেন্দ্রিয়ঃ, পরন্তপঃ শত্রুজয়ী অর্জ্জুনঃ হৃষীকেশং (হৃষীকাণাং ইন্দ্রিয়াণাং ঈশঃ তং) এবং উক্ত্বা অহং ন যোৎস্যে যুদ্ধং ন করিষ্যামি ইতি গোবিন্দং উক্ত্বা তূষ্ণীং নিশ্চেষ্টঃ বভূব॥ ৯॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

এবমর্জ্জুনেন স্বাভিপ্রায়ং ভগবন্তং প্রতি প্রকাশিতং সঞ্জয়ো রাজানমাবেদিতবানিত্যাহ সঞ্জয় ইতি। এবং প্রাগুক্তপ্রকারেণ ভগবন্তং প্রত্যুক্ত্বা পরন্তপো-.

স্বামিকৃত টীকা।

এবমুক্তার্জ্জুনঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ এবমিতি॥ ৯॥

শত্রু-দলন-কারী স্থিরচিত্ত অর্জ্জুন হৃষীকেশকে এই প্রকার পরিজ্ঞাত করিয়া, "আমি আর যুদ্ধ করিব না," পুনরায় এই কথাই গোবিন্দকে বলিয়া নিস্তব্ধে রথোপরি উপবিষ্ট রহিলেন॥ ৯॥

আভাস।

সঞ্জয় তখন ইঙ্গিতে বুঝাইয়াছিলেন যে, অহো ধৃতরাষ্ট্র! সতের সমাগমে অদ্য অর্জ্জুনের কি অপূর্ব্ব ফলেরই সমাগম ঘটিল! পরের প্রতি হিংসা করিতে গিয়া, আপনার সন্তান-সন্ততিগণের কি বিষম দুঃখ! এবং লোকোপকার-মানসে কেবল হিংসাভাব বিসর্জ্জনে অর্জ্জুনের কি পরম উপকারই লাভ হইল! অবশ্যই এই অহিংসা-ভাব যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই যে অর্জ্জুনের হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল, তাহা নহে; শ্রীকৃষ্ণের সংসর্গে পূর্ব্ব হইতেই সে ভাবের সূচনা ছিল। তজ্জন্যই যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতাগণ হিংসার উপকরণ দুই অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনাকে উপেক্ষা করিয়া, একা কৃষ্ণকে হৃদয়-নাথ করিয়া লইয়াছেন। আজ অর্জ্জুনের ব্যবহারে প্রত্যক্ষে তাহা প্রতীত হইল যে, "জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥" হে হৃষীকেশ! ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ করা যে ধর্ম্ম, তাহা আমি জানি; কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই; এবং ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ভিক্ষা বা তীর্থাদি পর্য্যটন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্ম্ম বলিয়া আমি জানিলেও, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। এক্ষণে আমার আমি-

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।

অন্বয়ঃ।

হে ভারত ধৃতরাষ্ট্র! হৃষীকেশঃ (তদা) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

হর্জ্জুনো ন যোৎস্যে ন সংগ্রহরিষ্যে অত্যন্তাসহশোকপ্রসঙ্গাদিতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীমক্রুর্বন্ বভূব কিলেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

হে ভরতবংশাবতংস ধৃতরাষ্ট্র! রণক্ষেত্রে উভয় সৈন্যদলের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত রথের উপর অবসন্ন ভাবে উপবিষ্ট অর্জ্জুনের তাদৃশ

আভাস।

ত্বকে পরিহার পূর্ব্বক তোমাকে আমার হৃদয়-রথে উপবেশন করাই! তুমি আমার মন-রূপ লাগামকে করতলস্থ করিয়া, আমার করণগ্রাম (ইন্দ্রিয়গ্রাম) রূপ অশ্ব-সমূহকে যে পথে চালাইবে এবং আমাকে যাহা করিতে বলিবে, আমি সেই পথেই চলিব এবং সেই কার্য্যই করিব বলিয়া, অর্জ্জুন নিরস্ত হইয়াছেন। অতএব ধৃতরাষ্ট্র! আপনি জানিবেন, এ যুদ্ধের নায়ক অর্জ্জুন কেবল নিমিত্ত মাত্র! প্রকৃত নায়ক সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ শ্রীকৃষ্ণ! অর্জ্জুন তাঁহার কার্য্যকরী শক্তি-মাত্র। যাঁহার পলকে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং পলকে প্রলয়, সেই ভূভার-হারীর বিদ্বেষ-ভাজন হইয়া আপনার পুত্রেরা কখনই সমর-জয়ী হইবে না! মহারাজ! এখনও শান্তি-স্থাপনের ব্যবস্থার অবসর আছে! ভগবানের মুখারবিন্দ বিনিঃসৃত অমৃতময়ী গীতাবাণীর যাবৎ নিঃশেষে অভিব্যক্তি না হয়, তাবৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইবে না। উক্ত গীতা অর্জ্জুন শুনিবেন; আমি আপনার নিকট থাকিয়াও, তাহা শুনিতে পাইব! এবং আপনার নিকট অনুরূপ বর্ণনও করিব। কিন্তু দুঃখের বিষয়! তাহা আপনি সমর-সজ্জা হৃদয়ে চিন্তা করিয়া, পরমার্থ-জ্ঞানপূর্ণ গীতার উপদেশ শ্রবণ করিয়াও কিছুমাত্র প্রণিধান করিতে পারিবেন না! স্বভাব-জাত হিংসাবৃত্তিতে অভিভূত থাকিয়া, আপনি অনর্থেরই পথ প্রসারিত করিবেন! সঞ্জয়ের ইঙ্গিত-বাক্য ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়কে স্পর্শও করিল না। অর্জ্জুন যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া, নিরস্ত হইলেন; এই কথাটাই-ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়ে আশা ও সন্তোষ প্রদান করিল। এদিকে কিন্তু অর্জ্জুন বিষণ্ণ হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ বিষণ্ণ হইলেন না; কারণ তিনি ভক্তের ইন্দ্রিয়গণকে আপন ইচ্ছায় পরিচালিত করিতে পারিবেন; সুতরাং অর্জ্জুনের নিরাশা-পূর্ণ বাক্যে ভীত না হইয়া, সহাস্যবদনে তাঁহাকে সম্বোধন করত পরবর্ত্তী শ্লোকের ব্যাখ্যা বলিলেন ॥ ৯ ॥

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।

অবসাদগ্রস্তং তং অর্জ্জুনং প্রহসন্ ইদং বচঃ উবাচ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকমিত্যারভ্য ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ইত্যেতদন্তঃ প্রাণিনাং শোকমোহাদিসংসারদুঃখবীজভূতদোষোদ্ভবকারণহেতুপ্রদর্শ-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তমর্জ্জুনং সেনয়োর্ব্বাহিন্যোরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তং বিষাদং কুর্ব্বন্তমতিদুঃখিতং শোকমোহাভ্যাং অভিভূতং স্বধর্ম্মাৎ প্রচ্যুতপ্রায়ং প্রতীত্য প্রহসন্নিব উপহাসং কুর্ব্বন্নিব তদাশ্বাসার্থং হে ভারত ভরতান্বয় ইত্যেবং সংবোধ্য ভগবানিদং প্রশ্নোত্তরং নিঃশ্রেয়সাধিগম-সাধনং বচনমূচিবানিত্যাহ তমুবাচেতি ॥ ১০ ॥

তদেব বচনমুদাহরতি শ্রীভগবানিতি।

অতীতসন্দর্ভস্য ইত্থমক্ষরোত্থমর্থং বিবক্ষিত্বা তস্মিন্নেব বাক্যবিভাগমবগময়তি দৃষ্ট্বা ত্বিতি। ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ইত্যাদিরাদ্যশ্লোক স্তাবদেকং বাক্যং শাস্ত্রস্য কথা-সম্বন্ধপরত্বেন পর্য্যবসানাৎ, দৃষ্ট্বৈত্যারভ্য যাবৎ তূষ্ণীং বভূব হ ইতি তাবচ্চৈকং

স্বামিকৃতটীকা।

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যত আহ তমুবাচেতি। প্রহসন্নিবেতি প্রসন্নমুখঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

শোকসূচক বাণী শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু কিছুমাত্র চিন্তিত হইলেন না; বরং প্রশান্ত মুখে হাস্য করত কথঞ্চিৎ উপহাস-চ্ছলে অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া পরবর্ত্তী ভাবে বলিলেন ॥ ১০ ॥

আভাস।

গীতার প্রথম অধ্যায়ে মানবের প্রতি উপদেশের যে বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহারই পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। কারণ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া সংসারী মানবের অজ্ঞান-নিবন্ধন যে ভীষণ শোক এবং মোহের উদয় হইয়া থাকে, তাহা দুষ্পরিহার্য্য; সুতরাং দুঃখপ্রদ। সংসার-দশায় সুখ নাই; এবং আত্ম স্বরূপের সাক্ষাৎকার পূর্ব্বক ভগবৎ স্বরূপের সাক্ষাৎকারে কোন দুঃখ নাই। সুতরাং সুখের আশায় সংসারে আসক্ত মানব মাত্রেরই যে দুঃখ, তাহারই পরিচয় এখানে প্রদান করা হইয়াছে। এই দুঃখের কারণই অভিমান বা অহঙ্কার। অহঙ্কার পরমার্থ

শাঙ্করভাষ্যম্।

নার্থত্বেন ব্যাখ্যেয়ো গ্রন্থঃ তথা হি অর্জ্জুনেন রাজ্যগুরুপুত্রমিত্রসুহৃৎস্বজন-সম্বন্ধিবান্ধবেষু অহমেষাং মমৈতে ইত্যেবং ভ্রান্তিপ্রত্যয়নিমিত্তস্নেহবিচ্ছেদাদিনিমিত্তৌ আত্মনঃ শোকমোহৌ প্রদর্শিতৌ, কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে ইত্যাদিনা। শোকমোহাভ্যাং হি অভিভূতবিবেকবিজ্ঞানঃ স্বতএব ক্ষাত্রধর্ম্মে যুদ্ধে প্রবৃত্তোঽপি তস্মাদ্ যুদ্ধাদুপররাম পরধর্ম্মঞ্চ ভিক্ষাজীবনাদিকং কর্ত্তুং প্রবব়ৃতে চ। তথা চ সর্ব্বপ্রাণিনাং শোকমোহাদিদোষাবিষ্টচেতসাং স্বভাবত এব স্বধর্ম্মপরিত্যাগঃ প্রতিসিদ্ধসেবা চ স্যাৎ। স্বধর্ম্মে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বাক্যং, ইত আরভ্য "ইদং বচ" ইত্যেতদন্তো গ্রন্থো ভবতি অপরং বাক্যমিতিবিভাগঃ। নম্বাদ্যশ্লোকস্য যুক্তমেকবাক্যত্বং প্রকৃতশাস্ত্রস্য মহাভারতেঽবতারাবদ্যোতিতত্বাৎ অন্তিমস্যাপি সম্ভবত্যেকবাক্যত্বং অর্জ্জুনাশ্বাসার্থতয়া প্রবৃত্তত্বাত্তন্মধ্যমস্য তু কথমেকবাক্যত্বমিত্যাশঙ্ক্য অর্থবত্ত্বাদিত্যাহ প্রাণিনামিতি। শোকো মানসন্তাপো মোহো বিবেকাভাবঃ আদিশব্দস্তদবান্তরভেদার্থঃ, সএব সংসারস্য দুঃখাত্মনো বীজভূতো দোষ স্তস্যোদ্ভবে কারণমহঙ্কারো মমকার স্তদ্ধেতুরবিদ্যা চ তৎপ্রদর্শনার্থত্বেনেতি যোজনা। সংগৃহীতমর্থং বিবৃণোতি তথাহীতি। রাজ্যং রাজ্ঞঃ কর্ম্ম পরিপালনাদি, পূজার্হা গুরবো ভীষ্মদ্রোণাদয়ঃ, পুত্রাঃ স্বেনোৎপাদিতাঃ সৌভদ্রাদয়ঃ,সম্বন্ধ্যন্তরমন্তরেণ স্নেহগোচরা-

আভাস।

তত্ত্বকে আবৃত রাখিয়া, দেহাভিমানকেই উদিত করিয়া দেয়; সুতরাং আমি ও আমার এই দুইটী বৃত্তির উপরই মানবের ঐকান্তিক আস্থা জন্মে; এবং তদুপলক্ষেই শোক এবং মোহের সম্বন্ধ ঘটে। শোক এবং মোহ মানবকে কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে উদাসীন করত, অন্যায় এবং অধর্ম্ম-সংগত কার্য্যেই নিয়োজিত করিয়া, ঘোর দুঃখ-সাগরে নিপাতিত করে। অতএব দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে, স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয় এবং যথেচ্ছাচার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু শোকার্ত্ত এবং মোহিত ব্যক্তিই প্রায় যথেচ্ছাচার করিয়া ফেলে। বুদ্ধিপূর্ব্বক আপন অনিষ্ট-সাধনে কেহ কখন অগ্রসর হয় না বটে, কিন্তু বুদ্ধিকে ভ্রংশ করিবার কারণই শোক বা মোহ। সুতরাং ভূতিকামী ব্যক্তির পক্ষে এই শোক বা মোহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভই একান্ত প্রার্থনীয়। কিন্তু শোক মোহকে পরিত্যাগ করিব বলিলেও পরিত্যাগ করা যায় না; শোক মোহের মূল কারণকে অন্তর হইতে নিষ্ক্রান্ত করা প্রয়োজন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রবৃত্তানামপি তেষাং বাঙ্মনঃকায়াদীনাং প্রবৃত্তিঃ ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বিকৈব সাহঙ্কারা চ ভবতি। তত্রৈবং সতি ধর্ম্মাধর্ম্মোপচয়াৎ ইষ্টানিষ্টজন্ম সুখদুঃখাদিপ্রাপ্তিলক্ষণঃ সংসারোঽনুপরতো ভবতীতি। অতঃ সংসারবীজভূতৌ শোকমোহৌ, তয়োশ্চ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকাৎ আত্মজ্ঞানাৎ নান্যতো নিবৃত্তিরিতি তদুপদিদিক্ষুঃ সর্ব্বলোকানুগ্রহার্থং অর্জ্জুনং নিমিত্তীকৃত্যাহ ভগবান্ বাসুদেবঃ অশোচ্যানিত্যাদি।

তত্র কেচিদাহুঃ, সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকাৎ আত্মজ্ঞাননিষ্ঠামাত্রাদেব কেবলাৎ কৈবল্যং ন প্রাপ্যত এব, কিং তর্হি অগ্নিহোত্রাদিশ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মসহিতাৎ জ্ঞানাৎ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

গুরুপুত্রপ্রভৃতয়ো মিত্রশব্দেনোচ্যন্তে, উপকারনিরপেক্ষতয়া স্বয়মুপকারিণো হৃদয়ানুরাগভাজো ভগবৎপ্রমুখাঃ, সুহৃদঃ স্বজনা জ্ঞাতয়ো দুর্য্যোধনাদয়ঃ, সম্বন্ধিনঃ শ্বশুরশ্যালপ্রভৃতয়ো দ্রুপদ-ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়ঃ পরস্পরয়া পিতৃপিতামহাদিষু অনুরাগভাজো রাজানো বান্ধবাস্তেষু যথোক্তং প্রত্যয়ং নিমিত্তীকৃত্য যঃ স্নেহো যশ্চ তৈঃ সহ বিচ্ছেদো যচ্চৈতেষামুপ ঘাতে পাতকং যা চ লোকগর্হা সর্ব্বং তন্নিমিত্তং যয়োরাত্মন শোক-মোহয়োস্তাবেতৌ সংসার-বীজভূতৌ কথমিত্যাদিনা দর্শিতাবিত্যর্থঃ। কথং পুনরনয়োঃ সংসারবীজয়োঃ অর্জ্জুনে সম্ভাবনা উপপদ্যতে। ন হি প্রথিতমহামহিম্নো বিবেকবিজ্ঞানবতঃ স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তস্য তস্য শোকমোহাবনর্থহেতূ সম্ভাবিতাবিত্যাশঙ্ক্য বিবেক তিরস্কারেণ তয়োর্ব্বিহিতাকরণপ্রতিষিদ্ধাচরণকারণত্বাদনর্থাধায়কয়োরস্তি তস্মিন্ সম্ভাবনা ইত্যাহ শোকমোহাভ্যামিতি। ভিক্ষয়া জীবনং প্রাণধারণং

আভাস।

শোক বা মোহের মূল কারণ কিন্তু দেহে-আত্মাভিমান! যতক্ষণ আমি বলা আছে, ততক্ষণই আমার বলা আছে! আমি পিতা; এটী আমার পুত্র; এই আমার অট্টালিকা ও স্বজন বন্ধু বান্ধবগণ; ইহাদের সুখে আমি সুখী, ইহাদের অসুখে বা অভাবে আমি দুঃখী, এ ভাবটী আমার চির-সঙ্গী; এতাদৃশ ভাবের অভাব সংসারে প্রায় কখনই ঘটে না! সকলেই পরিণামের পরিবর্ত্তনে পড়িয়া, নিরন্তরই জন্ম মৃত্যু ও জরা ব্যাধি প্রভৃতি অমঙ্গল ভাবকে আলিঙ্গন করিতেছে। তখন আত্মাভিমানীর শোক মোহেরও বিরাম নাই; এবং দুঃখেরও অভাব নাই। অতএব আত্মাভিমান সরাইতে হইবে, নতুবা দুঃখের কবল হইতে নিষ্কৃতি নাই। এই আত্মাভিমানের প্রথম ও প্রধান আধারই এই ভোগায়তন দেহ। দেহকে

শাঙ্করভাষ্যম্।

কৈবল্যপ্রাপ্তিরিতি সর্ব্বাসু গীতাসু নিশ্চিতোঽর্থ ইতি। জ্ঞাপকঞ্চাহঃ অস্যার্থস্ত 'অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি" কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে, কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং ইত্যাদি। হিংসাদিযুক্তত্বাদ্বৈদিকং কর্ম্ম অধর্ম্মায় ইতীয়ং অপি আশঙ্কা ন কর্য্যা কথং? ক্ষাত্রং কর্ম্ম যুদ্ধলক্ষণং গুরুভ্রাতৃপুত্রাদিহিংসালক্ষণং অত্যন্তক্রূরতরমপি স্বধর্ম্ম ইতি কৃত্বা নাধর্ম্মায়, তদকরণে চ "ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি"

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

আদিশব্দাদশেষকর্ম্মসন্ন্যাসলক্ষণং পারিব্রাজ্যং আত্মাভিধ্যানমিত্যাদি গৃহ্যতে। কিঞ্চ আর্জ্জুনে দৃশ্যমানৌ শোকমোহৌ সংসারবীজং শোকমোহত্বাদস্মদাদিনিষ্ঠশোক-মোহবদিত্যুপলব্ধৌ শোকমোহৌ প্রত্যেকং পক্ষীকৃত্যানুমাতব্যমিত্যাহ তথা চেতি। শোকমোহাদীত্যাদিশব্দেন মিথ্যাভিমানস্নেহগর্হাদয়ো গৃহ্যন্তে স্বভাবতঃ চিত্তদোষ-সামর্থ্যাদিত্যর্থঃ। অস্মদাদীনামপি স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তানাং বিহিতাকরণত্বাগ্যভাবাৎ ন শোকাদেঃ সংসারবীজতেতি দৃষ্টান্তস্য সাধ্যবিকলতেতি চেত্তত্রাহ স্বধর্ম্ম ইতি। কায়াদীনামিত্যাদিশব্দাৎ অবিশিষ্টানি ইন্দ্রিয়াণ্যাদীয়ন্তে। ফলাভিসন্ধিস্তদ্বিষয়েঽভি-লাষঃ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানোঽহঙ্কারঃ। প্রাগুক্তপ্রকারেণ বাগাদিব্যাপারে সতি কিং সিধ্যতি তত্রাহ তত্রেতি। শুভকর্ম্মানুষ্ঠানেন ধর্ম্মোপচয়াৎ ইষ্টং দেবাদিজন্ম ততঃ সুখপ্রাপ্তিঃ অশুভকর্ম্মানুষ্ঠানেন অধর্ম্মোপচয়াদনিষ্টং তির্য্যগাদিজন্ম ততো দুঃখ-

আভাস।

আমি ভাবিয়াই মানব এত বিব্রত হইয়া পড়িতেছে। এই দেহের প্রয়োজন কল্পে ব্যাহিক স্ত্রী পুত্র, গৃহক্ষেত্র, স্বজন বন্ধু বান্ধবের প্রতি আমার ভাব অর্থাৎ মমতার প্রসারণ হয়; এবং তন্নিবন্ধন মানবকে নিরন্তর শোকার্ত্ত এবং মোহমুগ্ধ ভাবে কালাতিপাত করিতে হয়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রকৃত শান্তির সহিত এক ঘণ্টারও মিলন সম্ভব-পর হয় না।

অতএব যাহাকে আমি "আমি" বলি, বা যাহাদিগকে আমার বলি, তাহারা সকলেই নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল, ক্ষণধ্বংসী এবং দুঃখপ্রদ; সুতরাং তাহাদের সংস্রবে আমি স্বয়ং সুখময় নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ও সত্যস্বরূপ হইলেও, সম্পূর্ণ তদ্বিপরীত ভাবেরই পরিচয় সর্ব্বদা পাইতেছি ও দিতেছি! অতএব মানব যত দিন এইরূপ ভাবের পরিচয় পাইবেন ও দিবেন, তত দিন আর দুঃখের হস্ত হইতে কোন মতে তাঁহার নিস্তার নাই। দুঃখকে দূরীভূত করিয়া সুখের সাগরে নিমগ্ন থাকিতে হইলে, দেহ হইতে আত্মভাব সরাইতে হইবে। অর্থাৎ দেহ ব্যতীত

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইতি ব্রুবতা যাবজ্জীবাদি-শ্রুতিচোদিতানাং স্বকর্ম্মণাং পশ্বাদিহিংসালক্ষণানাঞ্চ কর্ম্মণাং প্রাগেব নাধর্ম্মত্বমিতি সুনিশ্চিতমুক্তং ভবতীতি।

তদসৎ, জ্ঞানকর্ম্ম-নিষ্ঠয়োর্বিভাগবচনাৎ বুদ্ধিদ্বয়াশ্রয়য়োরশোচ্যানিত্যাদিনা গ্রন্থেন ভগবতা যাবৎ স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ইত্যেতদন্তেন গ্রন্থেন যৎপরমার্থাত্মতত্ত্বনিরূপণং কৃতং তৎ সাংখ্যং,তদ্বিষয়া বুদ্ধিরাত্মনো জন্মাদিষড়্‌বিক্রিয়াভাবাৎ অকর্ত্তাত্মেতি প্রকরণার্থনিরূপণাৎ যা জায়তে সা সাংখ্যবুদ্ধিঃ সা যেষাং জ্ঞানিনামুচিতা ভবতি তে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রাপ্তিঃ। ব্যামিশ্রকর্ম্মানুষ্ঠানাহুভাভ্যাং ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং মনুষ্যজন্ম, ততঃ সুখদুঃখে ভবতঃ। এবমাত্মকঃ সংসারঃ সন্ততো বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অর্জ্জুনস্যান্যেষাঞ্চ শোক-মোহয়োঃ সংসার-বীজত্বমুপপাদিতমুপসংহরতি ইত্যত ইতি। তদেবং প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়াধ্যায়ৈকদেশসহিতস্য আত্মজ্ঞানোত্থ-নিবর্ত্তনীয়-শোকমোহাখ্য-সংসারবীজ-প্রদর্শনপরত্বং দর্শয়িত্বা বক্ষ্যমাণ-সন্দর্ভস্য সহেতু-সংসারনিবর্ত্তক-সম্যক্‌জ্ঞানোপদেশে-তাৎপর্য্যং দর্শয়তি তয়োশ্চেতি। তদ্‌যথোক্তং জ্ঞানমুপদিদিক্ষুঃ উপদেষ্টুমিচ্ছন্ ভগবান্ আহেতি সম্বন্ধঃ। সর্ব্বলোকানুগ্রহার্থং যথোক্তং জ্ঞানং ভগবানুপদিদিক্ষতি ইত্যযুক্তং অর্জ্জুনং প্রতি এব উপদেশাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অর্জ্জুনমিতি। ন হি তস্যামবস্থায়ামর্জ্জুনস্য ভগবতা যথোক্তং জ্ঞানমুপদেষ্টুমিষ্টং কিন্তু স্বধর্ম্মানুষ্ঠানাৎ বুদ্ধিশুদ্ধ্যুত্তরকালমিত্যভিপ্রেত্যোক্তং নিমিত্তীকৃত্যেতি।

সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকাৎ আত্মজ্ঞানাৎএব কেবলাৎ কৈবল্যপ্রাপ্তিরিতি গীতাশাস্ত্রার্থঃ স্বাভিপ্রেতো ব্যাখ্যাতঃ। সংপ্রতি বৃত্তিকৃতামভিপ্রেতং নিরসিতুমনুবদতি তত্রেতি

আভাস।

আমি পৃথক্, এটীকে আচার ও ব্যবহারাদির দ্বারা বিশেষরূপে অবধারণ করিতে হইবে ; তখনই দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি। শাস্ত্র বলিয়াছেন! "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং। এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥ জগতে যাহাকেই আমার বলিব, আমাকে তাহারই অধীন হইতে হইবে। সুতরাং তজ্জনিত বিবিধ দুঃখজালে আমাকে জড়িত হইতে হইবে। অতএব এই দেহের অভ্যন্তর হইতে খাঁটি আমিটীকে পৃথক্ করত, যখন পূর্ণ শান্তি প্রাপ্ত হইব, তখন আর কাহারও সহিত আত্মীয়তার প্রয়োজন হইবে না। আপনাকে আপনি থাকিতে পারিলে, আর আনন্দের সীমা থাকে না! তখন সে আনন্দকে আর স্থূল অকিঞ্চিৎকর

শাঙ্করভাষ্যম্।

সাংখ্যাঃ। এতস্যা বুদ্ধের্জন্মনঃ প্রাগাত্মনো দেহাদিব্যতিরিক্তস্য কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যপেক্ষো ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকপূর্ব্বকো মোক্ষসাধনানুষ্ঠান-নিরূপণলক্ষণো যোগঃ, তদ্বিষয়া বুদ্ধির্যোগবুদ্ধিঃ সা যেষাং কর্ম্মিণামুচিতা ভবতি তে যোগিনঃ। তথা চ ভগবতা বিভক্তে দ্বে বুদ্ধী নির্দ্দিষ্টে, এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণ্বিতি। তয়োশ্চ সাংখ্যবুদ্ধ্যাশ্রয়াং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং সাংখ্যানাং বিভক্তাং বক্ষ্যতি "পুরা বেদাত্মনা ময়া প্রোক্তেতি" তথাচ যোগবুদ্ধ্যাশ্রয়াং কর্ম্মযোগেন নিষ্ঠাং বিভক্তাঞ্চ বক্ষ্যতি'কর্ম্ম-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নির্দ্ধারিতঃ শাস্ত্রার্থঃ সতি সপ্তম্যা পরামৃশ্যতে। তেষামুক্তিমেব বিবৃণ্বন্নাদৌ সৈদ্ধান্তিকমভ্যুপগমং প্রত্যাদিশতি সর্ব্বকর্ম্মেতি। বৈদিকেন কর্ম্মণা সমুচ্চয়ং ব্যুদসিতুং মাত্রপদং স্মার্ত্তেন কর্ম্মণা সমুচ্চয়ং নিরসিতুমবধারণং। অভ্যাস-সম্বন্ধং ধুনীতে কেবলাদিতি। নৈবেত্যেবকারঃ সম্বধ্যতে। কেন তর্হি প্রকারেণ জ্ঞানং কৈবল্যপ্রাপ্তিকারণমিত্যাশঙ্ক্যাহ কিং তর্হীতি। কিং তত্র প্রমাপকমিত্যাশঙ্ক্য ইদমেব শাস্ত্রমিত্যাহ ইতি সর্ব্বাস্বিতি। যথা প্রযাজানুযাজাদ্যুপকৃতমেব দর্শপূর্ণমাসাদি স্বর্গসাধনং তথা শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মোপকৃতমেব ব্রহ্মজ্ঞানং কৈবল্যং সাধয়তি। বিমতং সেতিকর্ত্তব্যতাকমেব স্বফল-সাধকং করণত্বাদ্দর্শপূর্ণমাসাদিবৎ তদেবং জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়পরং শাস্ত্রমিত্যর্থঃ, ইতি পদমাহৃরিত্যনেন পূর্ব্বেণ সম্বধ্যতে। পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনায়াং শাস্ত্রস্য সমুচ্চয়পরত্বং ন নির্দ্ধারিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞাপকঞ্চেতি। ন কেবলং জ্ঞানং মুক্তিহেতুরপি তু সমুচ্চিতমিত্যস্যার্থস্য স্বধর্ম্মাননুষ্ঠানে পাপপ্রাপ্তিবচনসামর্থ্যলক্ষণং লিঙ্গং গমকমিত্যর্থঃ। শাস্ত্রস্য সমুচ্চয়পরত্বে লিঙ্গবদ্বাক্য-

আভাস।

পদার্থে না ছড়াইয়া, স্বকীয় প্রাণ-স্বরূপ তাহার কারণের অভিমুখে অগ্রসর করাইতে পারিলে এবং স্বকীয় স্বরূপের অনুপাতে পরমাত্ম-স্বরূপেরও অবধারণে উপযোগিতা লাভ করিলেই চিরমুক্তি ও শান্তি লাভে মানব কৃতার্থ হয়। ইহাই প্রকৃত গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়, যাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিমিত্ত করিয়া জগৎবাসীকে উপদেশ দিয়াছেন।

এই অভিমান রোগে যাঁহারাই বিপন্ন, তাঁহারাই এই মহৌষধি সেবনে কৃতার্থ হইবেন। এই মহৌষধির কোন অনুপান নাই; সঙ্গে কোন অনুপান মিশ্রিত করিলেই, বিপন্ন হইতে হইবে। ইহা সর্ব্বৌষধি মহৌষধি! জগৎ পিতা জনার্দ্দন নিজ

শাঙ্করভাষ্যম্।

যোগেন যোগিনাং” ইত্যেবং সাংখ্যবুদ্ধিং যোগবুদ্ধিঞ্চাশ্রিত্য দ্বে নিষ্ঠে বিভক্তে ভগবতৈবোক্তে জ্ঞানকর্ম্মণোঃ কর্ত্তৃত্বাকর্ত্তৃত্বৈকত্বানেকত্ববুদ্ধ্যাশ্রয়য়োঃএকপুরুষাশ্রয়ত্বাসম্ভবং পশ্যতা। যথৈতদ্বিভাগবচনং তথৈব দর্শিতং শাতপথীয়ে ব্রাহ্মণে, “এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তো ব্রাহ্মণাঃ প্রব্রজন্তি ইতি সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসং বিধায় তচ্ছেষেণ কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোক ইতি। তত্রৈব চ প্রাগ্দারপরিগ্রহাৎ পুরুষশ্চাত্মা প্রাকৃতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসোত্তরকালং লোকত্রয়সাধনং পুত্রং, দ্বিপ্র-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মপি প্রণাণমিত্যাহ কর্ম্মণ্যেবেতি। তত্রৈব বাক্যান্তরমুদাহরতি কুরু কর্ম্মেতি। নমু “ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি” ইত্যাদিনা প্রতিষিদ্ধত্বেন হিংষাদেরনর্থহেতুত্বাবগমাৎ তদুপেতং বৈদিকং কর্ম্ম অধর্ম্মায়েতি নানুষ্ঠাতুং শক্যতে। তথা চ তস্য সাপেক্ষ্যজ্ঞানেন সমুচ্চয়ো.ন সিধ্যতীতি সাংখ্যমতমাশঙ্ক্য পরিহরতি হিংসাদীতি। আদিশব্দাদুচ্ছিষ্টভক্ষণং গৃহ্যতে। যথোক্তশঙ্কা ন কর্ত্তব্যেত্যত্রাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং হেতুমাহ কথমিত্যাদিনা। স্বশব্দেন ক্ষত্রিয়ো বিবক্ষ্যতে। যুদ্ধাকরণে ক্ষত্রিয়স্য প্রত্যবায়শ্রবণং তস্য তং প্রতি নিত্যত্বেন অবশ্য-কর্ত্তব্যত্বং।প্রতীতে গুর্ব্বাদিহিংসাযুক্তমতিক্রূরমপি কর্ম্ম নাধর্ম্মায়েতি হেত্বন্তরমাহ তদকরণে চেতি। আচার্য্যাদিহিংসাযুক্তমতিক্রূরমপি যুদ্ধং নাধর্ম্মায়েতি ব্রুবতা ভগবতা শ্রৌতানাং হিংসাদিযুক্তানামপি কর্ম্মণাং দূরতো নাধর্ম্মত্বমিতি স্পষ্টমুপদিষ্টং ভবতি। সামান্য-সাস্ত্রস্য ব্যর্থহিংসানিষেধার্থত্বাৎ ক্রতুবিষয়ে চোদিতহিংসায়াস্তদবিষয়ত্বাৎ কুতো বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানানুপপত্তিরিত্যর্থঃ, জ্ঞান-কর্ম্ম-সমুচ্চয়াৎ কৈবল্যসিদ্ধিরিত্যুপসংহর্ত্তুমিতিশব্দঃ।

আভাস।

পুত্রগণের উদ্ধার-বাসনার নিজে উপস্থিত হইয়া, এই ঔষধি বিতরণ করিয়াছেন। পুত্রগণ পণ্য সংগ্রহার্থ বাজারে গমন করিয়াছে ; কিন্তু বিচিত্র পণ্য সামগ্রী দর্শনে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টের প্রতি লক্ষ্য করিতে করিতে এত অভিভূত হইয়া পড়ে যে, কোনপণ্যই তাহার সংগ্রহ করা হয় না। অথচ দিবা অতীত হইয়া সূর্য্য অস্তমিত হইবার উপক্রম দেখিয়া, যেমন পুত্রকে আহ্বান করিয়া গৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পিতাকে স্বয়ং যাইতে হয়, সেইরূপ পরম পিতা সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষ পরমেশ জনার্দ্দন মায়াবিগ্রহে মনুষ্য-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, জীবের উদ্ধার-মানসে মনুষ্যোচিত লীলার পরিচয়ে বসুদেব-গৃহে দেবকীর গর্ভে অবতীর্ণ হইয়া, অভিমানে অভিভূত অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া, মানব-জীবনকে গীতার উপদেশে কৃতার্থ করিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

কারঞ্চ বিত্তং মানুষ্যং দৈবঞ্চ। তত্র মানুষ্যং বিত্তং কর্ম্মরূপং পিতৃলোকপ্রাপ্তিসাধনং বিদ্যাঞ্চ দৈবং বিত্তং দেবলোক-প্রাপ্তিসাধনং, সোহকাময়তেতি অবিদ্যাকামবত এব সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি শ্রৌতাদীনি দর্শিতানি, তেভ্যো বুত্থায় প্রব্রজন্তীতি ব্যুত্থানমাত্মানমেব লোকমিচ্ছতোহকামস্য বিহিতং। তদেতদ্বিভাগবচনমনুপপন্নং স্যাৎ যদি শ্রৌতকর্ম্মজ্ঞানয়োঃ সমুচ্চয়োহভিপ্রেতঃ স্যাদ্ভগবতঃ।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যত্তাবদ্ব্রহ্মজ্ঞানং সেতিকর্ত্তব্যতাকং স্বফল-সাধকং করণত্বাদিতি অনুমানং তৎ দূষয়তি তদসদিতি। ন হি শুক্তিকাদিজ্ঞানমজ্ঞাননিবৃত্তৌ স্বফলে সহকারি কিঞ্চিদপেক্ষতে তথা চ ব্যভিচারাদসাধকং করণত্বমিত্যর্থঃ। যত্তু গীতাশাস্ত্রে সমুচ্চয়স্যৈব প্রতিপাদ্যতেতি প্রতিজ্ঞাতং তদপি বিভাগবচনবিরুদ্ধমিত্যাহ জ্ঞানেতি। সাংখ্যবুদ্ধির্যোগবুদ্ধিশ্চেতি বুদ্ধিদ্বয়ং। তত্র সাংখ্যবুদ্ধ্যাশ্রয়াং জ্ঞাননিষ্ঠাং ব্যাখ্যাতুং সাংখ্যশব্দার্থমাহ অশোচ্যানিত্যাদিনা ইতি। অশোচ্যানিত্যাদিনা স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্যেত্যেতদন্তং বাক্যং যাবত্তবিব্যতি তাবতা গ্রন্থেন যৎ পরমার্থভূতমাত্মতত্ত্বং ভগবতা নিরূপিতং তৎ যথা সম্যক্ ব্যাখ্যায়তে প্রকাশ্যতে সা বৈদিকী সম্যক্বুদ্ধিঃ সংখ্যা তয়া প্রকাশ্যত্বেন সম্বন্ধিপ্রকৃতং তত্ত্বং সাংখ্যমিত্যর্থঃ। সাংখ্যশব্দার্থমুক্ত্বা তৎপ্রকাশিকাং বুদ্ধিং তদ্বতশ্চ সাংখ্যান্ ব্যাকরেতি তদ্বিষয়েতি। তদ্বিষয়া বুদ্ধিঃ সাংখ্যে বুদ্ধিরিতি সম্বন্ধঃ। তামেব প্রকটয়তি আত্মন ইতি। ন জায়তে ম্রিয়তে বেত্যাদিপ্রকরণার্থনিরূপণদ্বারেণ আত্মনঃ ষড়্ভাববিক্রিয়াসম্ভবাৎ কূট-

আভাস।

জ্ঞান কর্ম্ম ও উপসনাদি মুক্তি-লাভের উপকরণে মানব সুভূষিত হইয়া, ভগবানের রচিত অনুপম-সংসার ভাবের পরীক্ষার্থ জগতে আগমন করত জীবভাব, জগৎভাব ও প্রেরণকর্ত্তা পরমাত্ম-ভাবের বিচারে কৃতার্থ হইবার পরিবর্ত্তে বন্ধনগ্রস্ত হইয়া অনন্ত দুঃখ-রাশি উপভোগ করিতেছে। আনন্দিত ও শান্তিপূর্ণ না হইয়া, জন্ম মৃত্যু এবং জরা ব্যাধিতে জর্জ্জরিত হইয়া, অশেষ যন্ত্রনা ভোগ করিতেছে। সুতরাং জীবের উদ্দেশ্য যেমন বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়াছে; সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টির কল্পনাতেও বিপরীত ফল প্রসব করিয়াছে ; সুতরাং আমরা ক্রন্দন করি এবং মুখে বলি, কৈ দীননাথ! সমস্ত দিয়াও কেন ভিখারী সাজাইলে! প্রাণের জ্বালা যে আর সহ্য হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন চ অর্জ্জুনস্য প্রশ্ন উপপন্নো ভবতি "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে" ইত্যাদিঃ, এক-পুরুষানুষ্ঠেয়ত্বাসম্ভবং বুদ্ধিকর্ম্মণো র্ভগবতা পূর্ব্বমনুক্তং কথমর্জ্জুনোঽশ্রুতং বুদ্ধেশ্চ কর্ম্মণো জ্যায়স্ত্বং ভগবতি অধ্যারোপয়েৎ, মৃষৈব জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধি-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্থোঽসাবিতি যা বুদ্ধিরুৎপদ্যতে সা সাংখ্যবুদ্ধিঃ তৎপরাঃ সন্ন্যাসিনঃ সাংখ্যা ইত্যর্থঃ। সম্প্রতি যোগবুদ্ধ্যাশ্রয়াং কর্ম্মনিষ্ঠাং ব্যাখ্যাতুকামো যোগশব্দার্থমাহ এতস্যা ইতি। যথোক্তবুদ্ধ্যুৎপত্তৌ বিরোধাদেস্তন্নুষ্ঠানাযোগাৎ তস্যাস্তন্নিবর্ত্তকত্বাৎ পূর্ব্বমেব তদুৎ-পত্তেরাত্মনশ্চ দেহাদিব্যতিরি[illegible] ধর্ম্মাধর্ম্মং নিস্কৃষ্য তেনেশ্বরারাধনরূপেণ কর্ম্মণা পুরুষো মোক্ষায় [illegible] সম্পদ্যতে তেন মোক্ষসিদ্ধয়ে পরম্পরয়া সাধনীভূত প্রাগুক্তধর্ম্মানুষ্ঠানাত্মকো [illegible]। অথ যোগ-বুদ্ধিং বিভজন্ যোগি-নো বিভজতে তদ্বিষয়েতি। উক্তে বুদ্ধিদ্বয়ে ভগবতোঽভিমতিং দর্শয়তি তথা চেতি। সাংখ্যবুদ্ধ্যাশ্রয়া জ্ঞাননিষ্ঠা ইত্যেতদপি ভগবতোঽভিমতমিত্যাহ তয়োশ্চেতি। জ্ঞানমেব যোগো জ্ঞানযোগ স্তেন হি ব্রহ্মণা যুজ্যতে তাদাত্ম্যমাপদ্যতে তেন সন্ন্যাসিনাং নিষ্ঠা নিশ্চয়েন স্থিতি স্তাৎপর্য্যেণ পরিসমাপ্তি স্তাং কর্ম্মনিষ্ঠাতো ব্যতিরিক্তাং নিষ্ঠয়োর্ম্মধ্যে

আভাস।

জন্ম ও ভোগ কি কেবল দুঃখ পাইবারই জন্য! জগজ্জীবন! এ সকল ভোগ সাজাইয়া এবং আমাদিগকে ভোগী করিয়া, কেবল নিরন্তর দুঃখ ও শোক ভোগ করাইয়া কি তুমি নিজে সুখ-ভোগ করিতেছ! এইরূপ ধারণাটী কিন্তু জীবের সম্পূর্ণ ভ্রম-মূলক! জগতের রীতি দর্শনে আমরা প্রত্যক্ষে বুঝিতে পারি যে, পিতা-পুত্রের সম্বন্ধে এরূপ ব্যবস্থা ত নাই। রোগাদির যাতনায় পুত্র যতদূর কষ্ট অনুভব করে, পিতা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সে যাতনা স্বয়ং অনুভব না করিলেও, পুত্রের কষ্টে পিতা অধিকতর কাতর হন। পুত্র কষ্ট-ভোগে ম্লান মুখ হয়, ও ক্রন্দন করে মাত্র; পিতা কিন্তু মনে মনে তাহা অনুভব করিতেও সিহরিয়া উঠেন। অতএব সন্তান সন্ততির দুঃখ অপেক্ষা জনক-জননীর দুঃখ অনেকগুণ অধিক! সন্তানের দুঃখ ভরসা-পূর্ণ! কারণ যতই দুঃখ পাই, বাবা আসিলেই বলিব! এবং তখনই নিস্তার পাইব! পুত্রের জন্য কিন্তু জগৎপিতার যাতনা অপ্রতিভ-মূলক। কারণ হে অনাথনাথ! তুমি মনে করিয়াছিলে, জ্ঞান কর্ম্ম যোগ বা উপাসনাদি অনন্ত সম্বলে সুশোভিত করিয়া, তোমার অতুল ভাণ্ডার

শাঙ্করভাষ্যম্।

রিতি। কিঞ্চ যদি বুদ্ধিকর্ম্মণোঃ সর্ব্বেষাং সমুচ্চয় উক্তঃ স্যাৎ অর্জ্জুনস্যাপি স উক্ত এবেতি। যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতমিতি কথমুভয়োরুপদেশে সতি অন্যতরবিষয় এব প্রশ্নঃ স্যাৎ। ন হি পিত্তপ্রশমনার্থিনো বৈদ্যেন মধুরং শীতলঞ্চ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নিষ্কৃষ্য ভগবান্ বক্ষ্যতীতি যোজনা। লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানামিত্যেতদ্বাক্যমুক্তার্থবিষয়মর্থতোঽনুবদতি পুরেতি। যোগবুদ্ধ্যাশ্রয়া কর্ম্মনিষ্ঠেত্যত্রাপি ভগবদনুমতিমাদর্শয়তি তথাচেতি। কর্ম্মৈব যোগঃ কর্ম্মযোগঃ তেন হি বুদ্ধিশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষহেতুজ্ঞানায় পুমান্ যুজ্যতে তেন নিষ্ঠাং কর্ম্মিণাং জ্ঞাননিষ্ঠাতো বিলক্ষণাং কর্ম্মযোগেনেত্যাদিনা বক্ষ্যতি ভগবানিতি যোজনা। নিষ্ঠাদ্বয়ং বুদ্ধিদ্বয়াশ্রয়ং ভগবতা বিভজ্যোক্তমুপসংহরতি এবমিতি। কয়া পুনরনুপপত্ত্যা ভগবতা নিষ্ঠাদ্বয়ং বিভজ্যোক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানকর্ম্মণোরিতি। কর্ম্ম হি কর্তৃত্বাদ্যনেকত্ববুদ্ধ্যাশ্রয়ং, জ্ঞানং পুনরকর্তৃত্বৈকত্ববুদ্ধ্যাশ্রয়ং; তদুভয়মিত্থং বিরুদ্ধসাধনসাধ্যত্বান্নৈকাবস্থস্যৈব পুরুষস্য সম্ভবতি অতো যুক্তমেব তয়োর্ব্বিভাগবচনমিত্যর্থঃ। ভগবদুক্তবিভাগবচনস্য মূলত্বেন শ্রুতিমুদাহরতি যথেতি। তত্র জ্ঞাননিষ্ঠা-

আভাস।

এই বিশ্ব-রাজ্যে পরিভ্রমণের জন্য আমাদিগকে যে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং বুঝিয়াছিলেন যে, আমরা আপনারা বুঝিয়াই কার্য্য করিব, কিন্তু আমরা তাহা না বুঝিয়া, আপনার প্রদত্ত সকল সম্বলই ব্যবহার করিয়াছি! অথচ সুফলের পরিবর্ত্তে বিষম বিষময় কুফলের উৎপাদনে চির ক্রন্দনই ক্রয় করিয়াছি। কারণ, বুঝিয়া কোন কার্য্য করি নাই।

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" এই মনের কথা আমাদের প্রাণে প্রাণে বুঝাইয়া ত দাও নাই! তাই এত ক্রন্দনের রোল নভোভাগ ভেদ করত তোমার হৃদয়াকাশকে পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে! তাই আজ নিজে অপ্রতিভ হইয়া, নিজের ত্রুটির জন্য নিজেই উপস্থিত হইতে বাধ্য হইয়াছ। আমরা তোমার সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া, নিজে কর্ত্তা সাজিয়া, সকল ভোগকে অভিমানের আবরণে ঢাকা দিয়াছি। আমি কর্ত্তা, আমি পারিব, এই ভাবিয়াই এত বিষম বিপদে পড়িয়াছি। আমি যে পারি না; তুমি পারাও, তাই পারি; এ ভাব যদি পূর্ব্বে বুঝিতাম, তাহা হইলে এ দুর্গতি আমাদের হইত না।

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভোক্তব্যমিত্যুপদিষ্টে তয়োরন্যতরৎ পিত্তপ্রশমনকারণং ব্রূহীতি প্রশ্নঃ সম্ভবতি। অথার্জ্জুনস্য ভগবদুক্তবচনার্থবিবেকানবধারণনিমিত্তঃ প্রশ্নঃ কল্প্যেত, তথাপি ভগবতা প্রশ্নানুরূপং প্রতিবচনং দেয়ং, ময়া বুদ্ধিকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয় উক্তঃ কিমর্থমিত্থং ত্বং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বিষয়ং বাক্যং পঠতি এতমেবেতি। প্রকৃতমাত্মানং নিত্যবিজ্ঞপ্তিস্বভাবং বেদিতুমিচ্ছন্তঃ ত্রিবিধেঽপি কর্ম্মফলে বৈতৃষ্ণ্যভাজঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি পরিত্যজ্য জ্ঞাননিষ্ঠাঃ ভবন্তীতি পঞ্চমলকার-স্বীকারেণ সন্ন্যাসবিধিং বিবক্ষিত্বা তস্যৈব বিধেঃ শেষেণার্থবাদেন কিং প্রজয়েত্যাদিনা মোক্ষফলং জ্ঞানমুক্তমিত্যর্থঃ। নন্বু ফলাভাবাৎ প্রজাক্ষেপো নোপপদ্যতে পুত্রেণৈতল্লোকজয়স্য বাক্যান্তরসিদ্ধত্বাদিত্যাশঙ্ক্য বিত্তমাৎ প্রজাসাধ্যমনুষ্যলোকস্যাত্মব্যতিরেকেণাভাবাদাত্মনশ্চাসাধ্যত্বাদাক্ষেপো যুক্তিমানিতি বিবক্ষিত্বাহ যেষামিতি। ইতিজ্ঞানং দর্শিতমিতি শেষঃ। তস্মিন্নেব ব্রাহ্মণে কর্ম্মনিষ্ঠাবাক্যং দর্শয়তি তত্রৈবেতি। প্রাক্তন্যমতত্ত্বদর্শিত্বেনাজ্ঞত্বং সচ ব্রহ্মচারী সন্ গুরুসমীপে যথাবিধি বেদমধীত্যার্থজ্ঞানার্থং ধর্ম্মজিজ্ঞাসাং কৃত্বা তদুত্তরকালং লোকত্রয়প্রাপ্তিসাধনং পুত্রাদিত্রয়ং সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাদিত্যাদিনা কামিত-

আভাস।

শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্ম-গ্রন্থে বিবিধ ঐহিক এবং পারলৌকিক ঐশ্বর্য্য-লাভের উপায়-স্বরূপ যাগ যজ্ঞাদি নানাপ্রকার কর্ম্মকাণ্ডের কথা বর্ণিত আছে। মানব ভোগের অভিপ্রায়ে সেই সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডেরই অনুষ্ঠান করত, যতই সুখী হইবার চেষ্টা করিল, যজ্ঞাদি জনিত কর্ম্মফলের প্রাপ্তি ঘটে বটে, কিন্তু সুখ বা শান্তির ত গন্ধ মাত্রও পায় না; বরং দুঃখই দ্বিগুণিত হইয়া জীবকে আক্রমণ করে। কারণ ভোগ্য পদার্থের আধিক্য যতই হয়, দুঃখের অধিক্যও তত হয়। যেহেতু ভোগ্য ত চির-স্থায়ী নহে; এবং ভোগায়তন দেহও চির-স্থায়ী নহে। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" এই শ্রুতির প্রমাণানুসারে জানা যায় যে, ইহ কালের ভোগ-ফল এবং ভোগায়তন দেহেরও ক্ষয় আছে। এই জগতে যেমন বাল্য, যৌবন ও জরার দোষে ব্যাকুল হইতে হয়, সেইরূপ ভোগ্যফল স্বর্গাদি ও তত্তৎ স্থানের সুখসেব্য ভোগেরও ক্ষয় আছে। কারণ কর্ম্মের দ্বারা যাহার সঞ্চয় হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা ছিল না, পরে আসিয়াছে, কর্ম্মের বল ক্ষয় হইলে, কালক্রমে প্রাপ্ত সেই ভোগ এবং ভোগায়তন দেহেরও বিনাশ হইয়া থাকে। একবার ঐশ্বর্য্য লাভে চারি ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়া স্বজন-গণের মধ্যে সৌষ্ঠবের পরিচয় দিয়া,

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভ্রান্তোঽসীতি। ন তু পুনঃ প্রতিবচনমনুরূপং পৃষ্টাদন্যদেব। যে নিষ্ঠে ময়া পুরা প্রোক্তে ইতি বক্তুং যুক্তং। নাপি স্মার্ত্তেনৈব কর্ম্মণা বুদ্ধেঃ সমুচ্চয়েঽভিপ্রেতে বিভাগবচনাদি সর্ব্বমুপপন্নং। কিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধং স্মার্ত্তং কর্ম্ম স্বধর্ম্ম ইতি জানতঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বানিতি শ্রুতমিত্যর্থঃ। বিত্তং বিভজতে দ্বিপ্রকারমিতি। তদেব প্রকারবৈরূপ্যমাহ মানুষ্যমিতি। মানুষং বিত্তং ব্যাচষ্টে কর্ম্মরূপমিতি। তস্য ফলপর্য্যবসায়িত্বমাহ পিতৃলোকেতি। দৈবং বিত্তং বিভজতে বিদ্যাঞ্চেতি। তস্যাপি ফলনিষ্ঠত্বমাহ দেবেতি। কর্ম্মনিষ্ঠাবিষয়ত্বেনোদাহৃতশ্রুতেস্তাৎপর্য্যমাহ অবিচ্ছেতি। অস্তস্য কামনাবিশিষ্টস্যৈব কর্ম্মাণি সোঽকাময়তেত্যাদিনা দর্শিতানীত্যর্থঃ। জ্ঞাননিষ্ঠাবিষয়ত্বেন দর্শিতশ্রুতেরপি তাৎপর্য্যং দর্শয়তি তেভ্য ইতি। কর্ম্মসু বিরক্তস্যৈব সন্ন্যাসপূর্ব্বিকা জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাগুদাহৃতশ্রুত্যা দর্শিতেত্যর্থঃ। অবস্থাভেদেন জ্ঞানকর্ম্মণো র্ভিন্নাধিকারত্বস্য শ্রুতত্বাৎ তন্মূলেন ভগবতো বিভাগবচনেন শাস্ত্রস্য সমুচ্চয়পরত্বং প্রতিজ্ঞাতং অপবাধিতমিতি সাধিতং, কিঞ্চ সমুচ্চয়ো জ্ঞানস্য শ্রৌতেন স্মার্ত্তেন বা কর্ম্মণা বিবক্ষ্যতে যদি প্রথমং তত্রাহ তদেতদিতি।

আভাস।

যদি কিছু দিন পরে বৃদ্ধাবস্থায় দীন হীন দরিদ্র বেশে পথে পথে বিচরণ করিতে হয়, সে স্থলে পূর্ব্বের শকটারোহণ বরং পরিণামে অধিক দুঃখেরই কারণ বলিয়া গণ্য হয়।

অতএব ইহ জীবনে কর্ম্মের দ্বারা কেহ কখন অন্তিম কালে সুখ পান নাই এবং স্বর্গ-সুখেও কখন সুখী হন নাই; বরং দুঃখকেই প্রমত্ত বেশে ডাকিয়া আনিয়াছেন। অতএব আমি-বেশে অহঙ্কারী হইয়া, মানব ঐহিক বা পারমার্থিক সুখ-ভোগের জন্য যে কোন কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কেহ কখন তদ্বারা প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারেন না। তবে এ জগতে কিন্তু দেখা যায় যে, রাজার দোহাই দিয়া যে কোন ব্যক্তি যে কোন প্রকারের [illegible] ভাল বা মন্দ কার্য্য করে, তাহাতেই তাহার উত্তরোত্তর উন্নতি লাভই হয়, নিন্দা বা দুঃখের কোন সম্ভাবনা থাকে না। তবে প্রজাকে রাজার অনুগত ভৃত্য সাজিতে হয়; এবং ভৃত্য সাজিতে হইলে, তদনুরূপ উপযোগিতাকেও সংগ্রহ করিতে হয়। এক জন রাজকার্য্যে নিযুক্ত বিচার-পতি সাধারণের সমক্ষে দিবাভাগে মানব-হত্যার অপরাধে দূষিত ব্যক্তিকে প্রাণ-দণ্ডের আদেশ করিয়া, সম্মান লাভ এবং পদোন্নতি প্রাপ্ত হইলেন; প্রাণ-দণ্ড জনিত অপরাধে অপরাধী বা নিন্দিত ত হন না। সেইরূপ রাজ-রাজেশ্বর

শাঙ্করভাষ্যম্।

তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সীত্যুপালম্ভোঽনুপপন্নঃ। তস্মাৎ গীতাশাস্ত্রে ঈষন্মাত্রেণাপি শ্রৌতেন স্মার্ত্তেন বা কর্ম্মণা আত্মজ্ঞানস্য সমুচ্চয়ো ন কেনচিদ্দর্শয়িতুং শক্যঃ।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সমুচ্চয়েঽভিপ্রেতে প্রশ্নানুপপত্তিং দোষান্তরমাহ—নচেতি। তামেবানুপপত্তিং প্রকটয়তি—একপুরুষেতি। যদি সমুচ্চয়ঃ শাস্ত্রার্থো ভগবতা বিবক্ষিত স্তদা জ্ঞান-কর্ম্মণোরেকেন পুরুষেণানুষ্ঠেয়ত্বমেব তেনোক্তমর্জ্জুনে ন চ শ্রুতং তৎ কথং তদসম্ভবমনুক্তমশ্রুতঞ্চ মিথ্যৈব শ্রোতা ভগবত্যারোপয়েৎন চ তদারোপাদুক্তে কিমিতি মাং কর্ম্মণ্যেবাতিক্রূরে বুদ্ধলক্ষণে নিয়োজয়সি ইতি প্রশ্নোঽবকল্প্যতে, তথা চ প্রশ্নালোচনয়া প্রষ্টুপ্রতিবক্ত্রোঃ শাস্ত্রার্থতয়া সমুচ্চয়োঽভিপ্রেতো ন ভবতীতি প্রতিভাতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ সমুচ্চয়পক্ষে কর্ম্মাপেক্ষয়া বুদ্ধে জ্যায়স্ত্বং ভগবতা পূর্ব্বমনুক্তম্ অর্জ্জুনেন চ অশ্রুতং কথমসৌ তস্মিন্ আরোপয়িতু মর্হতি, ততশ্চ অনু-বাদবচনং শ্রোতুরনুচিতমিত্যাহ—বুদ্ধেশ্চেতি। ইতশ্চ সমুচ্চয়ঃ শাস্ত্রার্থো ন সম্ভবতি অন্যথা পঞ্চমাদৌ অর্জ্জুনস্য প্রশ্নানুপপত্তেরিত্যাহ—কিঞ্চেতি। ননু সর্ব্বান্

আভাস।

পরম পিতা পরমেশের চিহ্নিত ভৃত্য সাজিয়া, জীব নিরভিমানে যে কোন কর্ম্মই করে, তজ্জন্য তাহাকে দূষিত বা ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয় না। অতএব রাজার ভৃত্য না হইয়া, দেহের বল, ধন-বল বা জাত্যাভিমানে অভিভূত হইয়া, স্বার্থের অনুরোধে যে কেহ যে কোন ন্যায়পূর্ণ বা অন্যায় কার্য্য করেন, তজ্জন্যই তাঁহাকে দায়ী হইতে হয়; এবং সে কর্ম্মের ফল তিনি নিজেই ভুগিয়া থাকেন।

কিন্তু ভৃত্যত্ব স্বীকার করিতে হইলে, নিজের অভিমানকে ধ্বংস করিতে হয়; এবং নিজের যোগ্যতা বা স্বরূপের পরিচয় লইতে হয়। সুতরাং আপনাকে না চিনিয়া যে কোন শ্রুত্যুক্ত বা স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মই করা হউক না, আগ্রহাতিশয্যে কর্ম্ম বন্ধনকেই আলিঙ্গন করা হয় এবং ভোগ-জনিত অভিমানের উপলক্ষে শোক-মোহাদির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয় না। কারণ অভিমানকে সঙ্গে রাখিয়া, যে কোন কর্ম্মই করা হয়, কামনার প্রতিই লক্ষ্য থাকে; সুতরাং কামনার লক্ষ্য ভোগ্য সমূহ কামীকে ক্লান্ত করিয়া ফেলে। অভিমান বড় সহজ সামগ্রী নহে! এ কেবল চিত্তকেই আশ্রয় করিয়া যে বিদ্যমান থাকে, তাহা নহে; মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শারীরিক বল বা সামর্থ্য, রূপ, যৌবন,

শাঙ্করভাষ্যম্।

যস্য ত্বজ্ঞানাৎ রাগাদিদোষতো বা কর্ম্মণি প্রবৃত্তস্য যজ্ঞেন দানেন তপসা বা বিশুদ্ধসত্ত্বস্য জ্ঞানমুৎপন্নং পরমার্থতত্ত্ববিষয়ং একমেবেদং সর্ব্বং ব্রহ্ম অকর্ত্তৃ চেতি তস্য কর্ম্মণি কর্ম্মপ্রয়োজনে চ নিবৃত্তেঽপি লোকসংগ্রহার্থং যত্নপূর্ব্বকং যথাপ্রবৃত্তিস্তথৈব

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রত্যুক্তেঽপি সমুচ্চয়েন অর্জ্জুনং প্রত্যুক্তোঽসাবিতি; তদীয়প্রশ্নোপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ যদীতি। এতয়োঃ কর্ম্ম-তত্ত্যাগয়োরিতি যাবৎ। ননু কর্ম্মাপেক্ষয়া কর্ম্মত্যাগ-পূর্ব্বকস্য জ্ঞানস্য প্রাধান্যাৎ তস্য শ্রেয়স্ত্বাৎ তদ্বিষয়প্রশ্নোপপত্তিরিতি চেন্নেত্যাহ নহীতি। তথৈব সমুচ্চয়ে পুরুষার্থসাধনে ভগবতা দর্শিতে সতি অন্যতরগোচরো ন প্রশ্নো ভবতীতি শেষঃ। সমুচ্চয়ে ভগবতা উক্তেঽপি তদজ্ঞানাৎ অর্জ্জুনস্য প্রশ্নোপপত্তিরিতি শক্যতে অথেতি। অজ্ঞান-নিমিত্তং প্রশ্নমঙ্গীকৃত্যাপি প্রত্যাচষ্টে তথাপীতি। ভগবতো ভ্রান্ত্যভাবেন পূর্ব্বাপরানুসন্ধানসম্ভবাৎ ইত্যর্থঃ। প্রশ্নানু-রূপত্বমেব প্রতিবচনস্য প্রকটয়তি ময়েতি। ব্যাবর্ত্ত্যমংশমাদর্শয়তি নহিতি। প্রতিবচনস্য প্রশ্নাননুরূপত্বমেব স্পষ্টয়তি পৃষ্টাদিতি। শ্রৌতেন কর্ম্মণা সমুচ্চয়ো জ্ঞানস্যেতি পক্ষং প্রতিক্ষিপ্য পক্ষান্তরং প্রতিক্ষিপতি নাপীতি। শ্রুতিস্মৃত্যো-

আভাস।

দেহ, গেহ, পুত্র, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব, এমন কি! মানবের সংস্রবে যে কোন শত্রু মিত্রাদি ভাব বা পদার্থ থাকে, তাহারও উপর সম্বন্ধ স্থাপনে অভিমান বিরাজ করিয়া থাকে। সুতরাং কেবল বিষয় বিচারে অভিমানের নিবৃত্তি ঘটে না। একটী বিষয়ের দোষ দর্শনে মানব আপনাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেও, অন্য অনন্ত বিষয়ের মমতার উত্তোলনে অভিমান প্রগাঢ় ভাবে আপন আসন চিত্তে স্থান গ্রহণ করে। তখন কেবল কর্ম্মীর যে প্রয়াস মিথ্যা হয়, তাহা নহে; বৈরাগীর প্রয়াসও নিরর্থক হইয়া পড়ে।

আমরা যাহাকে জ্ঞানী বলিয়া সুখ্যাতি করি, অভিমানের হস্তে তাঁহারও নিস্তার নাই! তিনি দেহতত্ত্ব, চিকিৎসা-বিদ্যা, ভূ-বিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সূর্য্যচন্দ্র তারা স্থান বিদ্যা, শারীরিকতত্ত্ব, মানসিকতত্ত্ব, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালোচিত যাবদীয় পদার্থবিদ্যা, ন্যায় মীমাংসাদি যাবদীয় তত্ত্বজ্ঞানে পারদর্শী হইলেও, নিজস্বরূপের সাক্ষাৎকারে অনভিজ্ঞ হইলে, অভিমান তাঁহাকে অভিভূত করিবে, সন্দেহ নাই। জ্ঞানী শান্তি-লাভের কামনায় যতপ্রকার বিদ্যায় পারদর্শী হউন না, আত্মাভিমান তাঁহাকে অভিভূত করিয়া, সেই সেই বিষয়ের

শাঙ্করভাষ্যম্।

কর্ম্মণি প্রবৃত্তস্য যৎ প্রবৃত্তিরূপং দৃশ্যতে ন তৎ কর্ম্ম যেন বুদ্ধেঃ সমুচ্চয়ঃ স্যাৎ, যথা ভগবতো বাসুদেবস্য ক্ষাত্রকর্ম্ম চেষ্টিতং ন জ্ঞানেন সমুচ্চীয়তে পুরুষার্থসিদ্ধয়ে তদ্বত্তৎ-ফলাভিসন্ধ্যহঙ্কারাভাবস্য তুল্যত্বাৎ বিদুষঃ। তত্ত্ববিন্নাহং করোমীতি মন্যতে ন চ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কর্ম্মণোর্ব্বিভাগবচনমাদিশব্দগৃহীতং বুদ্ধে র্জ্যায়স্বং পক্ষমাদৌ প্রশ্নো ভগবৎপ্রতিবচনং সর্ব্বমিদং শ্রৌতেনেব স্মার্ত্তেনাপি কর্ম্মণা বুদ্ধেঃ সমুচ্চয়ে বিরুদ্ধং স্যাদিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়পক্ষাসম্ভবে হেত্বন্তরমাহ কিঞ্চেতি। সমুচ্চয়পক্ষে প্রশ্নপ্রতিবচনয়োরসম্ভ-বান্নেদং গীতাশাস্ত্রং তৎপরমিত্যুপসংহরতি তস্মাদিতি। বিশুদ্ধ-ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানং স্বফল-সিদ্ধৌ ন সহকারি-সাপেক্ষং অজ্ঞাননিবৃত্তিফলত্বাদ্রজ্জ্বাদিতত্ত্বজ্ঞানবৎ অথবা বন্ধঃ সহায়ানপেক্ষেণ জ্ঞানেন নিবর্ত্ত্যতে অজ্ঞানাত্মকত্বাৎ রজ্জুসর্পাদিবদিতি ভাবঃ।

নন্ু কুর্য্যাৎ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোক-সংগ্রহমিতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ কথং গীতাশাস্ত্রে সমুচ্চয়ো নাস্তি তত্রাহ যস্য ত্বিতি। চোদনাসূত্রানুসারেণ বিধিতোঽনুষ্ঠেয়স্য কর্ম্মণো ধর্ম্মত্বাখ্যাপারমাত্রস্য তথাত্বাভাবাত্তত্ত্ববিদশ্চ বর্ণাশ্রমাভিমানশূন্যস্যাধিকার-প্রতিপত্ত্যভাবাদ্যাগাদি প্রবৃত্তীনামবিদ্যালেশতো জায়মানানাং কর্ম্মাভাসত্বাৎ কুর্য্যাদি-

আভাস।

দাস করিয়া ফেলে। সেই সেই গুণ বা গরিমার প্রতি জ্ঞানীর দৃষ্টি থাকে। আত্মস্বরূপ দর্শনের উপর দৃষ্টি পতিত হয় না; সুতরাং এতাদৃশ জ্ঞানেও দ্রষ্টা আত্ম-সাক্ষাৎকারে অন্ধ; সুতরাং দুঃখী হন সন্দেহ নাই।

মুমুক্ষুর পক্ষে উপাসনাও উপাদেয় নহে। কারণ উপাসনার দ্বারা উপাস্য দেবতা প্রসন্ন হইলে, উপাসকের অভীষ্ট বিষয়ের প্রাপ্তি ঘটে বটে; কিন্তু অভীষ্ট ফলেরও চির-স্থায়িত্ব নাই। সুতরাং তাহারও ক্ষয়াদিতে উপাসকের শোক মোহাদির উদয় অনিবার্য্য। অতএব অভিমান সত্বে, শাস্ত্রীয় যাবদীয় উপায় এবং জ্ঞান, যোগ, উপাসনাদি স্মৃত্যুক্ত যাবদীয় কর্ম্মই দোষাবহ ও পরিণামে দুঃখপ্রদ। জ্বরাদি রোগাবস্থায় অতি উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য রোগীকে খাওয়ান হইলেও, রোগীর রোগ এবং যাতনারই বৃদ্ধি করান হয়; রোগী শান্তিলাভ করে না। সেইরূপ আত্মাভিমান রোগে উন্মত্তপ্রায় মানব যে কোন কর্ম্মই করুন না, পরিণামে শোক মোহাদির জ্বালায় জর্জ্জরিত হইবেন; সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত অর্জ্জুনের শোকমোহাদি-জন্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

তৎফলমভিসন্ধত্তে।, যথা চ স্বর্গাদিকামার্থিনোঽগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মলক্ষণধর্ম্মানুষ্ঠানায় আহিতাগ্নেঃ কাম্যএবাগ্নিহোত্রাদৌ প্রবৃত্তস্য সামিকৃতে বিনষ্টেঽপি কামে তদেবাগ্নিহোত্রাদ্যনুতিষ্ঠতোঽপি ন তৎ কাম্যংঅগ্নিহোত্রাদি ভবতি, তথা চ দর্শয়তি ভগবান্

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

য়ানিত্যাদি বাক্যং ন সমুচ্চয়-প্রাপকমিতি ভাবঃ, বাশব্দশ্চার্থে; দ্বিতীয়স্য বিবিদিষাবাক্যস্থ-সাধনান্ত-সংগ্রহার্থঃ। সাংসারিকং জ্ঞানং ব্যাবর্ত্তয়তি পরমার্থেতি। তদেবাভিনয়তি একমিতি। প্রবৃত্তিরূপমিতি রূপগ্রহণমাভাসত্ব প্রদর্শনার্থং কর্ম্মাভাস-সমুচ্চয়স্য যাদৃচ্ছিকত্বান্ন মোক্ষং ফলয়তীতি শেষঃ। কিঞ্চ জ্ঞানিনো বাগাদি প্রবৃত্তি র্ন জ্ঞানেন তৎফলেন সমুচ্চীয়তে ফলাভিসন্ধিবিকল প্রবৃত্তিত্বাদহঙ্কারবিধুর- প্রবৃত্তিত্বাৎ বা ভগবৎ প্রবৃত্তিবদিত্যাহ যথেতি। হেতুদ্বয়স্যাসিদ্ধিমাশঙ্ক্য পরিহরতি তত্ত্ববিদিতি। কূটস্থং ব্রহ্মৈবাহমিতি মন্বানো বিদ্বান্ প্রবৃত্তিং তৎফলংবা নৈব স্বগতত্বেন পশ্যতি রূপাদিবদ্দৃশ্যদ্রষ্টৃধর্ম্মত্বাযোগাৎ কিন্তু কার্য্যকারণসংঘাতত্বেনৈব প্রবৃত্ত্যাদি প্রতিপদ্যতে তত স্তত্ত্ববিদো ব্যাখ্যান-ভিক্ষাটনাদৌ অহঙ্কারস্য তৃপ্ত্যাদিফলাভিসন্ধেশ্চাভাসত্বাৎ ন অসিদ্ধং হেতুদ্বয়মিত্যর্থঃ। ননু জ্ঞানোদয়াৎ প্রাগবস্থায়ামিবোত্তরকালেঽপি

আভাস ।

অবসন্ন ভাব দূরীভূত করাইবার নিমিত্ত, তাঁহার অভিমানকে দূরীভূত করাইয়া, আত্ম-সাক্ষাৎকারের সাধনার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

আত্ম-সাক্ষাৎকারের ফল অনুপম! দেহাতিরিক্ত আত্মাকে অবধারণ করিতে পারিলে, পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার অতি সহজে হইয়া থাকে। দেহের অন্তরে সুখ দুঃখাদির ভোক্তারূপে আপনাকে উপলব্ধি করিতে পারিলে, এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মন-কারী সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ-ভাবের স্বরূপকেও আত্মানুভূতির অনুপাতে অনুভব করা সুগম হইয়া যায়। শ্রুতি এবং স্মৃতিতে উপদিষ্ট যাবদীয় কর্ম্মকাণ্ডের ফল উপস্থিত দেখিয়া, সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল-দাতা ভগবানের প্রতিই চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। চক্ষুগোলক আছে এবং অন্তরে দর্শনশক্তিও আছে; কিন্তু ছানি পড়িয়া চক্ষুটী আবৃত! তখন সমস্ত থাকিতে, কিছুই নাই। কিন্তু কেবল ছানিটি মাত্র অপনোদিত করিতে পারিলেই, যেমন সমস্ত পদার্থ জাজ্বল্যমান নিরীক্ষণ করিতে পারি, সেইরূপ আত্মাভিমান যাহা আমার আমাকে ঢাকিয়াছে, তাহাকে সরাইতে পারিলেই, আমার মানব-জীবন সার্থক হইয়া যায়! আমি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

শাঙ্করভাষ্যম্।

কুর্ব্বন্নপি ন করোতি ন লিপ্যতে ইতি। অত্র যচ্চ পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং; কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ; ইতি তত্তু প্রবিভজ্য বিজ্ঞেয়ং। তৎকথং, যদি তাবৎ পূর্ব্বে জনকাদয়ঃ তত্ত্ববিদোঽপি প্রবৃত্তকর্ম্মাণঃ স্যুস্তে লোকসংগ্রহার্থং "গুণা গুণেষু

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রতিনিয়ত-প্রবৃত্ত্যাদি-দর্শনাৎ ন তত্ত্বদর্শিনিষ্ঠপ্রবৃত্ত্যাদেরাভাসত্বমিতি তত্রাহ যথাচেতি। স্বর্গাদিরেব কাম্যমানত্বাৎ কামস্তদর্থিনঃ স্বর্গাদিকামস্য অগ্নিহোত্রাদেরপেক্ষিত-স্বর্গাদি-সাধনস্য অনুষ্ঠানার্থমগ্নিমাধায় ব্যবস্থিতস্য তস্মিন্নেব কাম্যে কর্ম্মণি প্রবৃত্তস্যার্দ্ধকৃতে কেনাপি হেতুনা কামে বিনষ্টে তদেবাগ্নিহোত্রাদি নির্ব্বর্ত্তয়তো ন তৎ কাম্যং ভবতি নিত্যকাম্যবিভাগস্য স্বাভাবিকত্বাভাবাৎ কামোপবন্ধানুপবন্ধকৃতত্বাৎ তথা বিদুষোঽপি বিধ্যধিকারাভাবাৎ যাগাদি-প্রবৃত্তীনাং কর্ম্মাভাসতেত্যর্থঃ। বিদ্বৎপ্রবৃত্তীনাং কর্ম্মাভাসত্বমিত্যত্র ভগবদনুমতিমুপন্যস্যতি তথাচেতি। নমু বিদ্বদ্ব্যাপারেঽপি কর্ম্মশব্দপ্রয়োগদর্শনাৎ তদ্ব্যাপারস্য কর্ম্মাভাসত্বানুপপত্তেঃ সমুচ্চয়সিদ্ধিরিতি তত্রাহ যচ্চেতি। জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চিত্যৈব সংসিদ্ধিহেতুত্বে প্রতিপন্নে কুতো বিভজ্যার্থ-জ্ঞানমিতি পৃচ্ছতি তৎকথমিতি। তত্র কিং জনকাদয়োঽপি তত্ত্ববিদঃ প্রবৃত্তকর্ম্মাণঃ স্যুরাহো স্বিদতত্ত্ববিদ ইতি বিকল্প্য প্রথমং প্রত্যাহ যদীতি। তত্ত্ববিত্ত্বে কথং

আভাস।

গীতাতে মোট অষ্টাদশ অধ্যায় আছে। তাহা তিন ভাগে বিভক্ত করিলে, প্রত্যেক ভাগে ছয়টী করিয়া অধ্যায় পড়ে; প্রত্যেক ছয়টী অধ্যায় এক এক কাণ্ড নামে উক্ত হইয়াছে। প্রথম ছয়টী অধ্যায়ে ত্বং (তুমি শিষ্যের) স্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে; দ্বিতীয় ছয়টীর দ্বারা (তৎ) পরমাত্ম-স্বরূপের প্রতিপাদন করা হইয়াছে এবং তৃতীয় ছয়টী দ্বারা ত্বংপদ-বাচ্য জীবাত্মা এবং তৎ-পদ লক্ষ্য পরমাত্মার ঐক্যভাবের মীমাংসা করিয়া, তাহার সাধনের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই "তত্ত্বমসি" শ্রুত্যুক্ত মহাবাক্যের সমন্বয় এতদ্দ্বারা করা হইয়াছে।

এতদ্দ্বারা আরও একটী ভাবের মীমাংসা হইয়াছে যথা, প্রথম ছয়টীর দ্বারা শিষ্য আপন ভাব অবগত হইলেন বটে, কিন্তু ইহাতে কৃতার্থ হইতে পারিবেন না। তৃতীয় ছয়টীতে অনুষ্ঠানের ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে; যাহাকে প্রকৃত কর্ম্ম বলা যায়। কিন্তু এই দুইটী ছয়কে দুই পার্শ্বে রাখিয়া মধ্যে যে ছয়টীর সমাবেশ করিয়াছেন, তাহাতে পরমাত্মস্বরূপের সন্নিবেশ করিয়া

শাঙ্করভাষ্যম্।

বর্ত্তন্ত" ইতি জ্ঞানেনৈব সংসিদ্ধিমাস্থিতাঃ। কর্ম্মসন্ন্যাসে প্রাপ্তেঽপি কর্ম্মণা সহৈব সংসিদ্ধিমাস্থিতা ন কর্ম্মসন্ন্যাসং কৃতবন্তঃ ইত্যেষোঽর্থঃ। অথ ন তে তত্ত্ববিদ ঈশ্বর-সমর্পিতেন কর্ম্মণা সাধনভূতেন সংসিদ্ধিং সত্ত্বশুদ্ধিং জ্ঞানোৎপত্তিলক্ষণাং বা সংসিদ্ধি-মাস্থিতা জনকাদয় ইতি ব্যখ্যেয়ং। এতমেবার্থং বক্ষ্যতি ভগবান্ সত্ত্বশুদ্ধয়ে কর্ম্ম

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রবৃত্ত-কর্ম্মত্বং কর্ম্মণামকিঞ্চিৎকরত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তে লোকেতি। তেষামুক্ত-প্রয়োজনার্থমপি ন প্রবৃত্তি র্যুক্তা সর্ব্বত্রাপ্যুদাসীনত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ গুণা ইতি। ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষু প্রবৃত্তিদ্বারা তত্ত্ববিদাং প্রবৃত্তকর্ম্মত্বেঽপি জ্ঞানেনৈব তেষাং মুক্তিরিত্যাহ জ্ঞানেনেতি। উক্তমেবার্থং সংক্ষিপ্য দর্শয়তি কর্ম্মেতি। কর্ম্মণে-ত্যাদৌ বাধিতাঽনুবৃত্তাভাসো গৃহ্যতে। দ্বিতীয়মনুবদতি অথেতি। তত্র বাক্যার্থং কথয়তি ঈশ্বরেতি। বিভজ্য বিজ্ঞেয়ত্বং বাক্যার্থস্যোক্তমুপসংহরতি ইতি ব্যাখ্যেয়-মিতি। কর্ম্মণাং চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানহেতুত্বমিত্যুক্তেঽর্থে বাক্যশেষং প্রমাণয়তি এতমেবেতি। যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীত্যাদি বাক্যমর্থতোঽনুবদতি সত্ত্বেতি। স্বকর্ম্মণা ইত্যাদৌ সাক্ষাদেব মোক্ষহেতুত্বং কর্ম্মণাং বক্ষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ স্বকর্ম্মণেতি। স্বকর্ম্মা-নুষ্ঠানাদীশ্বরপ্রসাদদ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা লভ্যতে; ততোজ্ঞাননিষ্ঠয়া মুক্তিস্তেন ন সাক্ষাৎ কর্ম্মণাং মুক্তিহেতুতেত্যগ্রে স্ফুটীভবিষ্যতীত্যর্থঃ। তত্ত্বজ্ঞানোত্তরকালং কর্ম্মাসম্ভবে ফলিতমুপসংহরতি তস্মাদিতি। ননু যদ্যপি গীতাশাস্ত্রং তত্ত্বজ্ঞানপ্রধান-মেকং বাক্যং তথাপি তন্মধ্যে শ্রূয়মাণং কর্ম্ম-তদঙ্গমঙ্গীকর্ত্তব্যং প্রকরণপ্রাধান্যা-দিতি সমুচ্চয়সিদ্ধি স্তত্রাহ যথাচেতি। অর্থশব্দেনাত্মজ্ঞানমেব কেবলং কৈবল্যহেতু-রিতি গৃহ্যতে।

আভাস।

মূল রহস্যের প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, উভয় পার্শ্বস্থ উভয়ের কোনটীর দ্বারা একাকী কোন ফলেরই উপপত্তি ঘটিবে না। এই উভয়ই মধ্যস্থ ভাবের প্রতিপালক মাত্র। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বর্ণিত আছে, আচার্য্য একটী (চণক বা আম্র) বীজ দেখাইয়া শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি কি বলিতে পার, যে এতদন্তরে প্রকৃত বীজ কোথায়? শিষ্য তদুত্তরে উক্ত বীজকেই প্রকৃত বীজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। তখন আচার্য্য উক্ত বীজকে কর্দ্দমে রোপণ করিতে আদেশ করিলেন এবং তৎ পর দিন আসিয়া শিষ্যকে দেখাইলেন যে,

শাঙ্করভাষ্যম্।

কুর্ব্বন্তীতি, "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" ইত্যুক্ত্বা সিদ্ধিপ্রাপ্তস্য চ পুনর্জ্ঞাননিষ্ঠাং বক্ষ্যতি; সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্মেত্যাদিনা, তস্মাদ্গীতাসু কেবলাদেব তত্ত্বজ্ঞানান্মোক্ষপ্রাপ্তিঃ ন কর্ম্মসমুচ্চিতাদিতি নিশ্চিতোঽর্থঃ, যথা চায়মর্থ স্তথা প্রকরণশো বিভজ্য তত্র তত্র দর্শয়িষ্যামঃ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বৃত্তিকৃতামভিপ্রায়ং প্রত্যাখ্যায় স্বাভিপ্রেতঃ শাস্ত্রার্থঃ সমর্থিতঃ। সম্প্রতি অশোচ্যানিত্যস্মাৎ প্রাক্তনগ্রন্থসন্দর্ভস্য প্রাগুক্তং তাৎপর্য্যার্থমনূদ্য অশোচ্যানিত্যাদেঃ "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য"ইত্যেতদন্তস্য সমুদায়স্য তাৎপর্য্যমাহ তত্রেতি। অত্র হি শাস্ত্রে ত্রীণি কাণ্ডানি অষ্টাদশসংখ্যাকানামধ্যায়ানাং ষট্ক-ত্রিতয়মুপাদায় ত্রৈবিধ্যাৎ তত্র পূর্ব্বষট্কাত্মকং পূর্ব্বকাণ্ডং ত্বম্পদার্থং বিষয়ীকরোতি, মধ্যম-ষট্করূপং মধ্যম-কাণ্ডং তৎপদার্থং গোচরয়তি, অন্তিম-ষট্ক-লক্ষণমন্তিমং কাণ্ডং পদার্থয়োরৈক্যং বাক্যার্থ-মধিকরোতি। তজ্জ্ঞানসাধনানি তত্র তত্র প্রসঙ্গাদুপন্যস্যন্তে তজ্জ্ঞানস্য তদধীনত্বাৎ, তত্ত্বজ্ঞানমেব কেবলং কৈবল্যসাধনমিতি চ সর্ব্বত্র বিবক্ষিতম্; এবং পূর্ব্বোক্তরীত্যা গীতাশাস্ত্রার্থে পরিনিশ্চিতে সতীতি যাবৎ, ধর্ম্মে সংমূঢ়ং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেকবিকলং চেতো যস্য তস্য মিথ্যাজ্ঞানবতোঽহঙ্কার-মমকারবতঃ শোকাখ্য-সাগরে দুরুত্তরে প্রবিশ্য ক্লিশ্যতো ব্রহ্মাত্মৈক্যলক্ষণবাক্যার্থজ্ঞানং আত্মজ্ঞানং তদতিরেকেণোদ্ধরণাসিদ্ধেঃ তমতিভক্তমতিস্নিগ্ধং শোকাৎ উদ্ধর্ত্তুমিচ্ছন্ ভগবান্ যথোক্তজ্ঞানার্থং তম্ অর্জ্জুনং অবতারয়ন্ পদার্থপরিশোধনে প্রবর্ত্তয়ন্ আদৌ ত্বম্পদার্থং শোধয়িতুম্ "অশোচ্যান্" ইত্যাদি বাক্যমাহ ইতি যোজনা॥

আভাস।

উক্ত চণকের বেষ্টন-ত্বক ছিন্ন হইয়া দুইটী ডাইল যখন হৃদয় প্রসারিত করিয়া উভয়ে উভয় পার্শ্বে পতিত হইল, তখনই তাহাদের বন্ধন-স্তর হইতে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, ফল প্রাপ্ত্যর্থে উর্দ্ধে প্রসারিত হইল। দুই পার্শ্বের ডাইল দুইটী বীজ নহে; বীজ অঙ্কুরিত হইলে, ডাল পচিয়া যায়। সেইরূপ আত্মজ্ঞান বা কর্ম্মকাণ্ড প্রকৃত মুক্তি বা শান্তি-লাভের উপায় নহে; তাহারা উভয় পার্শ্বে পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারের সাহায্যকারী ডাইলের স্থানীয় মাত্র। চণকাদি বীজ যেমন উপযুক্ত রস-লাভে অঙ্কুরকে প্রসারিত হইতে দিয়া, আপনারা অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ গীতার প্রথম ছয়টী আত্মাবধারণরূপ জ্ঞান-কাণ্ড এবং তৃতীয় ছয়টী অধ্যায় কর্ম্মমূর্ত্তি! ইহারা উভয় পার্শ্বে থাকিয়া মধ্যে পরমাত্ম-স্বরূপের নির্ণায়ক ছয়টী অধ্যায়কে প্রচ্ছন্ন ভাবে

শ্রীভগবানুবাচ—অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ। ত্বং অশোচ্যান্ (শোকস্য অবিষয়ী-ভূতান্ ভীষ্মদ্রোণাদীন্) অন্বশোচঃ অনুশোচিতবান্ অসি! তথা প্রজ্ঞাবাদান্ প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বচনানি চ ভাষসে বদসি! পণ্ডিতাঃ বিবেকিনঃ তু গতাসূন্ গতপ্রাণান্, অগতাসূন্ জীবতঃ অপি বন্ধূন্ ন অনুশোচন্তি (উভয়ত্র তুল্য-দৃষ্টিত্বাৎ) ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তত্রৈবং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতসো মিথ্যাজ্ঞানবতো মহতি শোকসাগরে নিমগ্নস্য অর্জ্জুনস্য অন্যত্রাত্মজ্ঞানাৎ উদ্ধরণমপশ্যন্ ভগবান্ বাসুদেবঃ ততঃ কৃপয়া অর্জ্জুনমুদ্দিধারয়িষুঃ আত্মজ্ঞানায় অবতারয়ন্ আহ।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যস্য অজ্ঞানং তস্য ভ্রমো যস্য ভ্রমস্তস্য পদার্থপরিশোধনপূর্ব্বকং সম্যক্ জ্ঞানং বাক্যাদুদেতীতি জ্ঞানাধিকারিণমভিপ্রেত্যাহ অশোচ্যানিত্যাদীতি। যৎ তু কৈশ্চিৎ "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাত্মাত্ম-যাথাত্ম্য-দর্শনবিধিবাক্যার্থমনেন শ্লোকেন ব্যাচষ্টে স্বয়ং হরিরিত্যুক্তং তদযুক্তং কৃতিযোগ্যতৈকার্থসমবেতশ্রেয়ঃসাধনতায়াঃ

স্বামিকৃতটীকা।

দেহাত্মনোরবিবেকাৎ অস্যৈবং শোকো ভবতীতি তদ্বিবেক-প্রদর্শনার্থং শ্রীভগবানুবাচ। অশোচ্যানিত্যাদি। শোকস্যাবিষয়ীভূতানেব বন্ধূন্ অন্বশোচোঽনুশোচিতবানসি

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ওহে অর্জ্জুন! তুমি একজন বিচক্ষণ প্রজ্ঞাবান্ পণ্ডিতের ন্যায় কথা

আভাস।

লুক্কায়িত রাখিয়াছিল! উপযুক্ত রূপ প্রয়োজন-রসে পুষ্ট হইলেই, ঈশ্বর-ভক্তিকে উদ্দীপিত করিয়া দেয়; এবং (আমি) অভিমান এবং (পারি) এই কর্ম্ম-কর্ত্তাকে নিরর্থক করিয়া, ভগবৎপ্রেমের অপূর্ব্ব মূর্ত্তিকে পুষ্ট ও উর্ব্বরিত করিয়া দেয়। এই নিমিত্ত ঘোর অভিমানী অর্জ্জুনকে শোকমোহ হইতে নিস্তার করিবার মানসে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই ত্রিকাণ্ডে বিভক্ত আত্ম-পরমাত্ম-বিভূষিত জ্ঞান-গর্ভ গীতার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন॥ ১০ ॥

শুক, হীরামোহন, লাল-মোহন, বা নুরী প্রভৃতি অপূর্ব্ব লাবণ্য-সম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন বিহগ-কুলের সমাবেশ সম্মুখে উপস্থিত থাকুক! এবং তাহাদের রূপের

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

অশোচ্যানিত্যাদি । ন শোচ্যা অশোচ্যা ভীষ্মদ্রোণাদয়ঃ সদ্বৃত্তত্বাৎ পরমার্থ- রূপেণ চ নিত্যত্বাৎ, তান্ অশোচ্যান্ অন্বশোচঃ অনুশোচিতবানসি, তে ম্রিয়ন্তে মন্নিমিত্তং

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

পরাভিমতনিয়োগস্য বা বিধ্যর্থস্য অত্র অপ্রতীয়মানস্য কল্পনাহেতুভাবাৎ, ন চ দর্শনে পুরুষ-তন্ত্রত্বরহিতে বিধেয়-যাগাদি-বিলক্ষণে বিধিরূপপদ্যতে কৃত্যান্তর্ভূতস্য অর্হার্থত্বাৎ তব্যো ন বিধিমধিকরোতীত্যভিপ্রেত্য ব্যাচষ্টে ন শোচ্যা ইতি । কথং তেষামশোচ্যত্বমিত্যুক্তে ভীষ্মাদিশব্দবাচ্যানাং শোচ্যত্বং তৎপদলক্ষ্যাণাং বেত্তি

স্বামিকৃত টীকা ।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণেত্যাদিনা । তত্র কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতমিত্যাদিনা ময়া বোধিতোঽপি পুনশ্চ প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদান্ শব্দান্ কথং

বলিতেছ ! অথচ যাঁহাদের জীবন্মরণের জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে, তুমি তাদৃশ ব্যক্তিগণের ভাবি মৃত্যুর চিন্তায় শোকে অভিভূত

আভাস ।

পরিচয়ও প্রদান করা হউক, তথাপি লোচন-বিহীন অন্ধের সমীপে সমস্তই নিরর্থক হয়, সেইরূপ আত্মজ্ঞান-বিহীন অর্জ্জুনের সমীপে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ বাক্য উপযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হইল না । কিন্তু চক্ষুর ছানি তুলিয়া দিলে, রূপ-বর্ণনের আর প্রয়োজন করে না ; অন্ধ চক্ষুষ্মান্ হইয়া পক্ষীর অপূর্ব্ব বর্ণ ও শোভা, প্রত্যক্ষে প্রতীতি করিয়া, প্রাণে প্রাণে পরিতৃপ্ত হয় । সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের দেহাত্ম-বোধরূপ আত্মসাক্ষাৎকারের প্রতিবন্ধক অভিমানকে বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে সর্ব্বাগ্রে আত্মজ্ঞানেরই উপদেশ প্রদান করিলেন । ১১

বাসুদেব বলিলেন, অর্জ্জুন ! তুমি যে ভীষ্ম দ্রোণাদি বিখ্যাতনামা ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করত শোকের পরিচয় দিতেছ ! তাঁহাদিগকে কি তুমি চিনিতে পারিয়াছ ! রঙ্গমঞ্চে বেশ পরিবর্ত্তনে কোন পরিচিত ব্যক্তি যখন নটকার্য্য করে, তখন তাহার ক্রিয়া দর্শনে ও শ্রবণে দর্শক-বৃন্দ বিস্মিতের ন্যায়, অবস্থান করে । কিন্তু দর্শকের পরিচিত ব্যক্তি বলিয়া নট অবধারিত হইলেই, বিস্ময় তিরোহিত হয় ; পরিচিতের প্রতি শ্রদ্ধা বা প্রশংসার উদয় হয় । আজ ভীষ্ম বা দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতিকে চিনিতে না পারিয়াই অর্জ্জুনের তাদৃশ বিস্ময় ও মনোব্যথার উদয় দেখিয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ভীষ্ম বা দ্রোণের জন্য তোমার ভয়

শাঙ্করভাষ্যম্।

অহং তৈর্ব্বিনাভূতঃ কিং করিষ্যামি রাজ্যসুখাদিনেতি। ত্বং প্রজ্ঞাবতাং বুদ্ধিমতাং বাদাংশ্চ বচনানি চ ভাষসে ; তদেতন্মৌঢ্যং পাণ্ডিত্যবিরুদ্ধং আত্মনি দর্শয়সি উন্মত্ত-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বিকল্প্য আদ্যং দূষয়তি সদ্বৃত্তত্বাদিতি। যে ভীষ্মাদিশব্দৈরুচ্যন্তে তে শ্রুতিস্মৃত্যুদীরিতাবিগীতাচারবত্বাৎ ন শোচ্যতামর্হন্তীত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ পরমার্থেতি। অরজতে রজতবুদ্ধিবৎ অশোচ্যেষু শোচ্যবুদ্ধ্যা ভ্রান্তোহসীত্যাহ তানিতি। অনুশোচনপ্রকারমভিনয়ন্ ভ্রান্তিমেব প্রকটয়তি তে ম্রিয়ন্ত ইতি। পুত্রভার্য্যাদিপ্রযুক্তং সুখং আদিশব্দেন গৃহ্যতে, ইত্যনুশোচিতবানসীতি সম্বন্ধঃ। বিরুদ্ধার্থাভিধায়িত্বেনাপি

স্বামিকৃতটীকা।

ভীষ্মমহং সংখ্যে ইত্যাদীন্ কেবলং ভাষসে ন তু পণ্ডিতোঽসি যতঃ পণ্ডিতা গতাসূন্ গতপ্রাণান্ বন্ধূন্ অগতাসূংশ্চ জীবতোঽপি বন্ধুহীনা এতে কথং জীবিষ্যন্তীতি নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ বিবেকিনঃ ॥ ১১ ॥

হইতেছ! দেখ! যাঁহারা প্রকৃত পণ্ডিত, তাঁহারা কিন্তু কি মৃত,

আভাস।

বা আক্ষেপের কারণ নাই। তুমি যদি জ্ঞান-চক্ষুকে উন্মীলন করত দেখিতে চেষ্টা করিতে, তাহা হইলে ভীষ্ম ও দ্রোণের পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত অবধারণে আর অধীর হইতে না। বরং ভগবানের নিয়োজিত কাল ও কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি সংরুদ্ধ রাখিয়া, এক মনে সেই ভগবানকেই কর-জোড়ে প্রণাম করিতে!

অষ্ট বসুর মধ্যে ভীষ্ম একজন দ্যুনামক বসু। মহর্ষি কশ্যপের অভিশাপে উক্ত আটজন বসুকে মর্ত্ত্য মানব মূর্ত্তিতে ধরাতলে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল ; এবং গঙ্গাদেবীকেও তাঁহাদের উদ্ধারার্থ মানব-রমণী মূর্ত্তি পরিগ্রহে মহারাজ শান্তনুকে বিবাহ করিতে হইয়াছিল। উক্ত গঙ্গার গর্ভে রাজা শান্তনুর ঔরসে পূর্ব্বোক্ত আট জন বসু মানব-দেহ ধারণে একে একে জন্ম গ্রহণ করেন ; এবং গঙ্গার কৃপায় তাঁহারা জন্মিবা মাত্র সাত জনেই একে একে জলে ভাসিয়া মনুষ্য দেহ পরিত্যাগে পুনরায় বসুদেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেবল শেষ প্রসূত ভীষ্মকে শান্তনুর করে সমর্পণ করিয়া গঙ্গা মানবী মূর্ত্তি পরিহারে অন্তর্হিত হন। কেবল পূর্ব্ব-সঞ্চিত কর্ম্মের অনুরোধে ভীষ্ম বহুকাল মনুষ্য-কলেবরে মর্ত্ত্যধামে বাস করিয়াছিলেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইত্যভিপ্রায়ঃ। যস্মাৎ গতাসূন্ গতপ্রাণান্ মৃতান্ অগতাসূন্ অগতপ্রাণান্ জীবতশ্চ ন অনুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ আত্মজ্ঞাঃ, পণ্ডা আত্মবিষয়া বুদ্ধি র্যেষাং তে হি পণ্ডিতাঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

আত্মত্বমর্জ্জুনস্য সাধয়তি ত্বং প্রজ্ঞাবতামিতি। উৎসন্নকুলধর্ম্মাণামিত্যাদীনি বচনানি। কিমেতাবতা ফলিতমিতি তদাহ তদেতদিতি। তন্মৌঢ্যমশোচ্যেষু শোচ্যদৃষ্টিত্বং এতৎ পাণ্ডিত্যং বুদ্ধিমতাং বচনভাষিত্বমিতি যাবৎ। অর্জ্জুনস্য পূর্ব্বোক্তভ্রান্তি-ভাক্ত্বে নিমিত্তমাত্মাজ্ঞানমিত্যাহ যস্মাদিতি। ননু সূক্ষ্মবুদ্ধিভাক্ত্বমেব পাণ্ডিত্যং

কি জীবিত, তাঁহাদের কাহারই নিমিত্ত কখন শোক বা উৎকণ্ঠার পরিচয় দেন না॥ ১১॥

আভাস।

তিনি সকল শাস্ত্রে নিপুণ এবং যুদ্ধবিশারদ হইয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য জ্ঞানী এবং বলবান্ যোদ্ধা আর কেহ ছিল না। পিতা শান্তনুর বরে তিনি ইচ্ছামৃত্যু হওয়ায়, শর-শয্যায় শয়ন করিয়াও মরেন নাই। উত্তরায়ণ মাঘী অষ্টমীতে তিনি স্ব ইচ্ছায় দেহত্যাগ করেন।

দ্রোণাচার্য্যও একজন অসাধারণ ব্যক্তি! গঙ্গাদ্বারের নিকট ভরদ্বাজ নামে একজন অসাধারণ ঋষি বাস করিতেন। একদিন স্নানের জন্য গঙ্গায় অবতরণ করিতেছিলেন, এমন সময় ঘৃতাচী নামে এক অপ্সরা স্নান করিয়া উঠিবার সময় বিবস্ত্রা হইয়া পড়ে; ভরদ্বাজ তাহার সেই ভাব অবলোকনে কামার্ত্ত হন; এবং তাঁহার বীর্য্যও স্খলিত হয়। ঋষি সেই বীর্য্য যজ্ঞপাত্র দ্রোণে তাহা রক্ষা করেন; এবং সেই হোমীয় দ্রোণ পাত্র হইতে পুত্রের জন্ম হওয়ায়, পিতা ভরদ্বাজ পুত্রের নাম দ্রোণ রাখিলেন। ক্রমশ দ্রোণ বিপুল শক্তিশালী হইলেন। পঞ্চালপতি পৃষত রাজার সহিত ভরদ্বাজ ঋষির সখ্যতা ছিল। যে সময় দ্রোণের জন্ম হয়, রাজা পৃষতেরও ঐ সময় এক কুমার জন্মে; তাঁহার নাম তিনি দ্রুপদ রাখিয়াছিলেন। এই দ্রুপদ এবং দ্রোণ ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে শিক্ষা এবং ক্রীড়াদির অনুরোধে একত্র অবস্থান করায়, পরস্পরে সখ্যতাসূত্রে মিলিত হন। ভরদ্বাজ অগ্নিবেশ ঋষিকে বিবিধ আগ্নেয় অস্ত্র শিক্ষা দেন। ভরদ্বাজের পর-লোক গমন হইলে, অগ্নিবেশ ঋষি গুরুপুত্র দ্রোণকে সেই সকল আগ্নেয় অস্ত্রের প্রয়োগাদি ব্যাপার শিক্ষা দেন। এই সময় দ্রোণ পিতার পূর্ব্ব নিয়োগানুসারে

শাঙ্করভাষ্যম্।

পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য ইতি শ্রুতেঃ। পরমার্থতস্ত্ব নিত্যান্ অশোচ্যান্ অনুশোচসি অতো মূঢ়োঽসীতি অভিপ্রায়ঃ॥ ১১॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ন ত্বাত্মজ্ঞত্বং হেত্বভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তে হীতি। পাণ্ডিত্যং পণ্ডিতভাবং আত্মজ্ঞানং নির্ব্বিদ্য নিশ্চয়েন লব্ধ্বা বাল্যেন তিষ্ঠাসেদিতি, বৃহদারণ্যক-শ্রুতিমুক্তার্থামুদাহরতি পাণ্ডিত্যমিতি। যথোক্তং পাণ্ডিত্যরাহিত্যং কথং মমাবগতমিত্যাশঙ্ক্য কার্য্য-দর্শনাৎ ইত্যাহ পরমার্থতস্থিতি। যস্মাদিত্যধ্যাপেক্ষিতং দর্শয়তি অত ইতি॥ ১১॥

আভাস।

পুত্র লাভার্থ শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে বিবাহ করেন। যথাকালে কৃপী এক সন্তান প্রসব করেন; উক্ত সন্তান প্রসূত হইবা মাত্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় বিকট শব্দ করিয়াছিল বলিয়া, দ্রোণাচার্য্য পুত্রের নাম রাখিলেন অশ্বত্থামা। এই সময় দ্রোণাচার্য্য মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করত পরশুরামের শরণাগত হইয়া তৎসন্নিধানে নীতিশাস্ত্র এবং তাঁহার যাবদীয় অস্ত্রশস্ত্রাদির প্রয়োগপ্রভৃতিতে অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ ধনহীনত্ব নিবন্ধন পূর্ব্ব সখ্যতার স্মরণে তৎকালে রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট দ্রুপদের নিকট সাহায্য প্রার্থনায় গমন করেন। কিন্তু রাজা দ্রুপদ নিঃস্ব দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যকে সখ্যতার দৃষ্টিতে অবলোকন না করিয়া বরং তাচ্ছিল্যই করিলেন। দ্রোণ অভিমানে ম্রিয়মাণ হইয়া, জীবিকার জন্য হস্তিনাপুরে আগমন করত, কৃপাচার্য্যের গৃহে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করিতে লাগি-লেন। এক দিবস কুরুপাণ্ডব কুমারগণ গোলা খেলিতেছিলেন; উক্ত গোলা কূপে পতিত হয় এবং কেহ তাহা তুলিতে পারেন নাই; তদ্দর্শনে দ্রোণাচার্য্য শর-সন্ধানে কূপ হইতে উক্ত গোলা উদ্ধার করিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি ক্রীড়াকারী কুমারগণ অস্ত্র-বিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দেখিয়া, পিতামহ ভীষ্মকে জানাইলেন। পিতামহ ভীষ্ম তদবধি দ্রোণাচার্য্যকে কুরুপাণ্ডবদিগের অস্ত্রবিদ্যার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিলেন। তদবধি দ্রোণাচার্য্যের কোন অর্থক্লেশ ছিল না। একদিন দ্রোণা-চার্য্য শিক্ষিত কুমারগণকে উৎসাহ প্রদানে বলিলেন, তোমরা গুরুদক্ষিণা স্বরূপে পঞ্চালাধিপতি দ্রুপদকে রণে পরাজয় করত, আমার সমীপে আনয়ন কর! এতৎ শ্রবণে তাঁহার প্রধান শিষ্য অর্জ্জুন অন্যান্য কুমারগণ সহ যাত্রা করিয়া দ্রুপদকে রণে পরাজয় করত, আচার্য্য সমীপে আনয়ন করেন। দ্রুপদ রাজ্য

আভাস।

চ্যুত ভয়ে ভীত হইলেও, ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য তাঁহার প্রতি সৌহার্দ্যের পরিচয়ে বলিলেন, মহারাজ! তুমি আমাকে নিঃস্ব দেখিয়া উপেক্ষা করত বলিয়াছিলে যে, রাজা না হইলে, রাজার সহিত সখ্যতা হইতে পারে না! অতএব তোমার সহিত আমার সখ্যতা রাখিবার বাসনায় গঙ্গার দক্ষিণ পার্শ্ব অধিকার করত আমি রাজত্ব করিব এবং গঙ্গার উত্তর পার্শ্ব পঞ্চাল দেশে তুমি রাজত্ব কর! তখন দ্রুপদ রাজা দ্রোণাচার্য্যের প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি দর্শনে বিস্মিত ও হতমানী হইয়া বুঝিলেন, ব্রহ্মবল ব্যতীত দ্রোণের অবসান হইবে না। সুতরাং রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করত পুত্রেষ্টিযাগের অনুষ্ঠান করিলেন এবং সেই যজ্ঞে জ্যোতির মূর্ত্তি হইতে দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম হয়। দ্রৌপদী হইতে কুরু-কুলের ক্ষয় এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা দ্রোণের মৃত্যু আকাশ-বাণীতে ব্যক্ত হইয়াছিল।

কুরুপাণ্ডব কুলে যখন ভ্রাতৃবিচ্ছেদের উপস্থিতিতে বিষম সমরানল উদ্দীপিত হইবার সম্ভাবনা হইল এবং ইহার নিবৃত্তির কল্পে দ্রোণাচার্য্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন তিনি নিজ প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, অর্জ্জুন! আমি তোমার নিকট হইতে এক্ষণে গুরুদক্ষিণা পাইতে প্রত্যাশা রাখি! আর সে গুরুদক্ষিণা এই! আমি যখন কুরুকুলের পক্ষ সমর্থন করত পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইব, তখন তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ এবং শিক্ষাচার্য্য গুরু অতএব মাননীয় প্রভৃতি আপত্তির উত্তোলনে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে নিরস্ত থাকিতে পারিবে না। তৎকালে আমার সহিত যুদ্ধ করাই, তোমার আমাকে গুরু-দক্ষিণা প্রদান করা হইবে; এবং তাহাতেই আমি প্রকৃত তুষ্ট হইব। তুমি যুদ্ধ করিবে বলিয়া এখনই আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও! অর্জ্জুন গুরুদেবের অনুমতি শ্রবণে তাঁহার দূর-দর্শিতার প্রশংসা মনে মনে করিলেন এবং আচার্য্যের চরণ স্পর্শে আজ্ঞার অনুকূলে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন।

অর্জ্জুন পূর্ব্বকথা সমস্ত বিস্মৃত হইয়া, বর্ত্তমানে যেরূপ শোক ও মোহের পরিচয় দিয়া-ছিলেন, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সম্বোধন করত বলিলেন, ভীষ্ম বা দ্রোণাচার্য্য উভয়েই অতি সৎচরিত্র ধার্ম্মিক ব্যক্তি! তাঁহাদের নিধন নাই! অতএব তাঁহাদের নিধন-জনিত শোকে তোমার অভিভূত হওয়া সম্পূর্ণ অন্যায়! তাঁহারা পরমার্থত নিত্য বস্তু! তুমি আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত হওয়াতেই এইরূপ

নত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।

অন্বয়ঃ।

(যতঃ) অহং জাতু কদাচিৎ ন আসং ইতি ন ; ত্বং (অপি) ন আসীঃ ইতি ন, ইমে জনাধিপাঃ রাজানঃ ন আসন্ ইতি ন, অপিতু আসন্ এব। অতঃ পরং

শাঙ্করভাষ্যম্।

কুতস্তে অশোচ্যাঃ যতো নিত্যাঃ কথং ন তু এব জাতু কচাচিদহং নাসং কিন্ত্বাসমেব অতীতেষু দেহোৎপত্তিবিনাশেষু ঘটাদিষু বিয়দিব নিত্যমেবাহমাসমিত্যভি-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নিত্যত্বমশোচ্যত্বে কারণমিতি সূচিতং বিবেচয়িতুং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রতিজানীতে কুত ইত্যাদিনা। নিত্যত্বমসিদ্ধং প্রমাণাভাবাদিতি চোদয়তি কথমিতি। আত্মা ন জায়তে প্রাগভাবশূন্যত্বাৎ নরবিষাণবদিতি পরিহরতি ন ত্বেবেতি। কিঞ্চ আত্মা

স্বামিকৃতটীকা।

অশোচ্যত্বে হেতুমাহ ন ত্বেবাহমিতি। যথা অহং পরমেশ্বরো জাতু কদাচিৎ লীলাবিগ্রহস্য আবির্ভাব-তিরোভাবতো নাসমিতি তু নৈবাপি ত্বাসমেবানাদিত্বাৎ,

কারণ আমি যে কেবল এইবার মাত্র জন্ম পরিগ্রহে উপস্থিত হইয়াছি, পূর্ব্বে কখন ছিলাম না, তাহা নহে; তুমিও পূর্ব্বে ছিলে না, এই প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহাও নহে। অধিক কি!

আভাস।

অভিমান-পূর্ণ বাক্যের উচ্চারণ করিতেছ। যে ব্যক্তি আপনাকে চিনিতে না পারে, সে অন্যকে কি প্রকারে চিনিবে! চক্ষুতে নীল বর্ণের চশমা পরিধান করিলে, শুভ্র পদার্থকেও নীলবর্ণ বলিয়া মানব উপলব্ধি করে। আত্মস্বরূপের অবধারণই প্রকৃত পণ্ডা নামে অভিহিত। যাঁহাদের সেই পাণ্ডিত্য থাকে, তাঁহারা জীবিত বা মৃত উভয় পক্ষের জন্য উৎকণ্ঠিত হন না; তাঁহারা কর্ম্মভূমির এইরূপ গতি নিরন্তর চলিতেছে অবধারণ করিয়া, কিছুতেই উৎকণ্ঠিত বা ব্যাকুল হন না। অতএব তোমার ঈদৃশ উক্তি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞের ন্যায়ই হইয়াছে; ইহাতে পাণ্ডিত্যের কোন সংস্পর্শই নাই॥ ১১॥

দেখ! এই দেহের মধ্যে বিদ্যমান "আমি, তুমি" বলিয়াই যদি আপনাকে বুঝিয়া থাক, তাহা হইলেও এই দেহের বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যাদি বিচিত্র পরিণামে সেই আমি বা তুমি ভাবের কোন পরিণাম অনুভূত হয় না।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।

সর্ব্বে বয়ং ন ভবিষ্যামঃ ইতি ন অপি তু ভবিষ্যামঃ এব ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রায়ঃ, তথা ন ত্বং নাসীঃ কিন্ত্বাসীরেব, তথা নেমে জনাধিপাঃ না সন্ কিং তু আসন্নেব, তথা ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ কিন্তু ভবিষ্যাম এব সর্ব্বে বয়মতোঽস্মদ্দেহ-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নিত্যোভাবত্বে সতি অজাতত্বাদ্ব্যতিরেকে ঘটবদিত্যনুমানান্তরমাহ ন চৈবেতি। যত্তু কৈশ্চিদাত্মযাথাত্ম্যং জিজ্ঞাসিতং ভগবাননুপদিশতি নত্বিত্যাদিনা শ্লোকচতুষ্টয়েন ইত্যাদিষ্টং তদসদ্বিশেষ-বচনে হেত্বভাবাৎ সর্ব্বত্রৈবাত্মযাথাত্ম্যপ্রতিপাদনাবিশেষাৎ ইত্যাশয়েন পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তি র্বিগ্রহো বাক্যযোজনেতি ত্রিতয়মপি ব্যাখ্যানাঙ্গং প্রতিপাদয়তি নত্বিত্যাদিনা। নন্বাত্মনো দেহোৎপত্তিবিনাশয়োরুৎপত্তিবিনাশপ্রসিদ্ধেরুক্তমনুমানদ্বয়ং প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধতয়া কালাত্যয়াপদিষ্টমিষ্টমিতি নেত্যাহ অতীতেষ্বিতি। চরাচরব্যপাশ্রয়ন্তু স্যাদিতি ন্যায়েন আত্মনো জন্মবিনাশপ্রসিদ্ধেরৌপা-

স্বামিকৃতটীকা

ন চ ত্বং নাসী র্নাভূরপি ত্বাসীরেব, ইমে চ জনাধিপা নৃপা, নাসন্নিতি তু নাপিঃ ত্বাসন্নেব মদংশত্বাৎ, তথাতঃ পরমিতঃ উপরি ন ভবিষ্যামো ন স্যাস্যাম ইতি চ নৈবাপি তু স্যাস্যাম এবেতি জন্মমরণ-শূন্যত্বাদশোচ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

এই উপস্থিত রাজন্যবর্গও পূর্ব্বে ইহারা কেহ ছিলেন না, এই প্রথম নর-বিগ্রহ পরিগ্রহে জন্মধারণ করিয়াছেন, তাহাও নহে। ইঁহারা সকলেই পূর্ব্বে ছিলেন এবং বর্ত্তমান দেহ ধারণে উপস্থিত রহিয়াছেন; অতএব আমরা সকলে এবং তাঁহারা এই দেহ পরিত্যাগেও বিদ্যমান থাকিব ॥ ১২ ॥

আভাস।

দেহের সুস্থাবস্থায় আমি সুখে ছিলাম, দেহের অবসাদে আমি কষ্টে আছি! এমন কি! এই দেহের ধ্বংস হইলেও আমি বাঁচি; ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা দেহ হইতে আপনাকে পৃথক্ বলিয়া অনেক সময়ে "আমিকে" উপলব্ধি করিয়া থাকি। বাল্য-জীবনে যখন হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতাম, তখন "আমিকে" যেমন বুঝিতাম, পরে যৌবনের গর্ব্বে সুন্দর বা সুন্দরী হইলেও সেই আমিকেই

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিনাশাদুত্তরকালেঽপি ত্রিষ্বপি কালেষু নিত্যা আত্মস্বরূপেণেত্যর্থঃ, দেহভেদানুবৃত্ত্যা বহুবচনং নাত্মভেদাভিপ্রায়েণ ॥ ১২ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ধিক-জন্মবিনাশাবিষয়ত্বান্নিরুপাধিকস্য তস্য জন্মাদিরাহিত্যমিতি ভাবঃ। যদ্যপি তব ঈশ্বরস্য জন্মরাহিত্যং তথাপি কথং মমেত্যাশঙ্ক্যাহ তথেতি। তথাপি ভীষ্মাদীনাং কথং জন্মাভাব ইত্যত্রাহ তথা নেম ইতি। দ্বিতীয়ং অনুমানং প্রপঞ্চয়ন্নুত্তরার্দ্ধং ব্যাচষ্টে তথেত্যাদিনা। নন্বু দেহোৎপত্তিবিনাশয়োরাত্মনো জন্মনাশাভাবেঽপি মহা-স্বর্গ-মহাপ্রলয়য়ো স্তস্যাগ্নিবিস্ফুলিঙ্গদৃষ্টান্তশ্রুত্যা জন্মবিনাশাবেষ্টব্যাবিত্যাশঙ্ক্য নাত্মা-শ্রুতেরিতি ন্যায়েন পরিহরতি ত্রিষ্বপীতি। যাবদ্বিকারন্তু বিভাগো লোকবদিতি ন্যায়েন ভিন্নত্বাদ্বিকারিত্বমাত্মনামনুমীয়তে ভিন্নত্বঞ্চ বহুবচনপ্রয়োগপ্রমিত্যাশঙ্ক্যাহ দেহেতি ॥ ১২ ॥

আভাস।

বুঝিয়া থাকি। বৃদ্ধ জীবনে দেহের অবসন্ন অবস্থায় বাল্য বা যৌবন কালীন সুখ দুঃখের কথা মনে করিয়া, কতই হৃষ্ট বা দুঃখিত হই! অথচ সেই সুখ বা দুঃখ সমূহ সম্প্রতি বিদ্যমান না থাকিলেও, স্মরণ করিয়াও অতীত সুখ বা দুঃখে হৃষ্ট ও দুঃখিত হইয়া থাকি! সময়ে সময়ে ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখেরও কল্পনায় আন্দোলিত হইয়া থাকি। অতএব এতদ্দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীত হয় যে, ভোগ বা ভোগায়তন দেহের অপেক্ষা একটী "আমি" বলিয়া আমার মধ্যে যে সর্ব্বদা প্রতীত হয়, সেটী দেহজাতীয় পদার্থ নহে এবং ভোগ্য-জাতীয়ও নহে। কারণ এ গুলিকে যখন আমি অনুভব করি; ইহাদের ভাল মন্দ বুঝি এবং ইহাদের থাকা না থাকাও বুঝি, তখন তাদৃশ "আমি বা তুমি" ভাব দেহের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন এবং দেহের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হইতে পারে না। বরং সুখের দশা অতীত হইলে, দুঃখের দশাকে যে "আমি" যেমন অনুভব করি, তেমনই এক দেহের অত্যয় ঘটিলে, অন্য দেহকেও সেইরূপ অনুভব করিব। সুখ দুঃখাদি বিচিত্র ভাবের বারংবার উপস্থিতি এবং বিয়োগ ঘটিতেছে, কিন্তু যে "আমি" তাহাদের আগম বা বিয়োগকে সুস্পষ্ট অনুভব করিতেছে, সে আমি ভাবের ত কখন কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না। যেমন সুখকে অনুভব করিয়াছি, ঠিক সেইরূপেই দুঃখকে অনুভব করিয়া থাকি। সুখকে অনুভবের সময় যে

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি র্ধীর স্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।

অস্মিন্ দেহে দেহিনঃ (দেহধারিণঃ পুরুষস্য) যথা কৌমারং যৌবনং জরা ইতি দেহস্য বিচিত্রঃ পরিণামঃ জায়তে, তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ অন্যদেহপ্রাপ্তিঃ ভবতি। তত্র ধীরঃ স্থিরবুদ্ধিঃ জনঃ মরণাশঙ্কায়াং ন মুহ্যতি মোহং ন প্রাপ্নোতি ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তত্র কথমিব নিত্য আত্মা ইতিদৃষ্টান্তমাহ দেহিনঃ দেহোঽস্যাস্তীতি দেহী তস্য দেহিনো দেহবতঃ আত্মনঃ অস্মিন্ বর্ত্তমানে দেহে যথা যেন প্রকারেণ কৌমারং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নমু পূর্ব্বং দেহং বিহায় অপূর্ব্বং দেহমুপাদায় অস্য বিক্রিয়াবত্বেন উৎপত্তিবিনাশ-বত্ত্ববিভ্রমঃ সমুদ্ভবেদিতি শঙ্কতে ওত্রেতি। অশোচ্যত্বপ্রতিজ্ঞায়াং নিত্যত্বে হেতুরুক্তে

স্বামিকৃতটীকা।

নন্বীশ্বরস্য তব জন্মমরণ-শূন্যত্বং সত্যমেব জীবানান্তু জন্ম-মরণে প্রসিদ্ধে ; তত্রাহ দেহিন ইতি। দেহিনো দেহাভিমানিনো জীবস্য যথাস্মিন্ স্থূলদেহে কৌমারাদ্যবস্থা-

দেহধারী পুরুষের এই বর্ত্তমান দেহের উপরই যেমন বাল্য, যৌবন এবং জরা প্রভৃতি দশার পরিণাম ঘটিলেও দেহের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না, সেইরূপ জন্ম ও মৃত্যুরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তনে মূল দেহী পুরুষের তৎসঙ্গে অভাব বা উৎপত্তির পরিচয় কখন ঘটে না। দেহী জীবাত্মাই উক্ত জন্ম এবং মৃত্যুকে অনুভব করিবার জন্য চির বিদ্যমান থাকেন ॥ ১৩ ॥

আভাস।

আমি থাকি, দুঃখকে অনুভবের সময় অপর আর একটী আমি ভাবের যে উদয় হয়, তাহা ত বলা যায় না। কারণ তাহা হইলে পূর্ব্ব সুখের স্মৃতি পরবর্ত্তী দুঃখানুভবকারী আমাতে সঞ্চারিত হইতে পারিত না। অতএব পূর্ব্ব ব্যাপারের স্মৃতি যখন পরবর্ত্তী ব্যাপারের কর্ত্তা আমাতে স্পষ্টত সঞ্চারিত উপলব্ধ

শাঙ্করভাষ্যম্।

কুমারভাবো বাল্যাবস্থা যৌবনং যূনো ভাবো মধ্যমাবস্থা জরা বয়োহানি জীর্ণাবস্থা ইত্যেতাঃ তিস্রোঽবস্থা অন্যোঽন্যবিলক্ষণা স্তাসাং প্রথমাবস্থা-নাশেন নাশো দ্বিতীয়াবস্থোপজননেন উপজননমাত্মনঃ কিং তর্হি অবিক্রিয়স্যৈব দ্বিতীয়া-তৃতীয়াবস্থা প্রাপ্তিঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সতীতি যাবৎ। অবস্থাভেদে সত্যপি বস্তুতো অবিক্রিয়াভাবাৎ আত্মনো নিত্যত্বমুপপন্নং ইত্যুত্তরশ্লোকেন দৃষ্টান্তাবষ্টম্ভেন প্রতিপাদয়তীত্যাহ দৃষ্টান্তমিতি। ন কেবলং আগমাদেব আত্মনো নিত্যত্বং কিন্তু অবস্থান্তরবজ্জন্মান্তরে পূর্ব্বসংস্কারানুবৃত্তেশ্চেত্যাহ

স্বামিকৃতটীকা।

স্থূলদেহ-নিবন্ধনা এব ন স্বতঃ পূর্ব্বাবস্থানাশেঽবস্থান্তরোৎপত্তাবপি স এবাহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ তথৈবএতদ্দেহনাশে দেহান্তরপ্রাপ্তিরপি লিঙ্গদেহ-নিবন্ধনৈব ন তু তাবতা আত্মনো নাশো জাতমাত্রস্য পূর্ব্বসংস্কারেণ স্তন্যপানাদৌ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। অতো ধীরো ধীমাংস্তত্র তয়োর্দেহনাশোৎপত্ত্যো র্ন মুহ্যতি আত্মৈব মৃতো জাতশ্চেতি ন মন্যত ইতি॥ ১৩॥

আভাস।

হইতেছে, তখন ভোগ-ব্যাপার অনন্ত হইলেও, ব্যাপারী আমি একটীই থাকি। অতএব এতদ্দ্বারা আপনাতে সুস্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইল যে, এই জীবনে যখন সুখদুঃখ রাগ এবং দ্বেষাদি বহু ব্যাপারের দ্রষ্টা বা অনুভব-কর্ত্তারূপে একা আমিই বিদ্যমান থাকি, তখন জন্ম ও মৃত্যুরূপ ব্যাপারের অনুভব-কর্ত্তারূপে সেই মূল আমি কেন বিদ্যমান থাকিব না! অতএব জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত যে আমি সুখ দুঃখাদির অগণ্য ব্যাপার অনুভব করিলাম, সেই আমিই মৃত্যু-ব্যাপারের ভাব-সমূহ অনুভব করিয়া পুনরায় জন্ম ধারণ করা অবধি ভাব সমূহকেও অনুভব করিব। দৈনন্দিন জীবনে সুখ দুঃখাদির ব্যাপার আমি কর্ত্তাকে আশ্রয় করিয়া ঘটে, জন্ম-মৃত্যুরূপ ব্যাপারও সেই আমি কর্ত্তাকে আশ্রয় করিয়াই অবশ্য ঘটিবে। মৃত্যু-ব্যাপারে যদি কর্ত্তা "আমি" উপস্থিত না থাকে, মৃত্যুর উপলব্ধি কাহার হইবে? অতএব কেবল মানব জীবনে কেন! প্রত্যেক জীবের জীবনে ক্ষুধা পিপাসা, রোগ শোক, এবং বাল্য যৌবন ও

শাঙ্করভাষ্যম্।

আত্মনো দৃষ্টা যথা তদ্বদেব দেহাদন্যো দেহান্তরং তস্য প্রাপ্তির্দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ অবিক্রিয়স্যৈবাত্মন ইত্যর্থঃ, ধীরো ধীমাংস্তত্রৈবং সতি ন মুহ্যতি ন মোহং আপদ্যতে॥ ১৩॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

দেহিন ইতি। দেহবত্বং তস্মিন্নহং মমাভিমান-ভাবত্বং, তাসামিতি নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী, আত্মনঃ শ্রুতিস্মৃত্যুপপত্তিভি র্নিত্যত্বজ্ঞানং, ধীমানিত্যত্র ধীর্ব্বিবক্ষ্যতে, এবং সতীতি তত্বতো বিক্রিয়াভাবাৎ নিত্যত্বে সমধিগতে সতীত্যর্থঃ॥ ১৩॥

আভাস।

জরাদি ভাব সমূহের উপস্থিতিতে অনুভব ব্যাপারের জন্য একটী "আমি" কর্ত্তার যেমন উপস্থিতি নিরন্তর প্রয়োজন, সেইরূপ জন্ম-মৃত্যুরূপ ব্যাপারকে অনুভব করিবার জন্য অনুভব কর্ত্তা আমি ভাবের নিরন্তর অবস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। যখন সকল ব্যাপারের অনুভব-কর্ত্তা আছে, তখন মৃত্যু হইলেও আমির মৃত্যু হয় না।

অতএব হে অর্জ্জুন! ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তিগণ এবং যাঁহাদিগকে তুমি স্বজন বলিয়া প্রেম বা বিরক্তির দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেছ, তাঁহারা ত প্রকৃত প্রস্তাবে কেবল দেহ নহেন; সুখ দুঃখ ও রাগ দ্বেষাদি বিচিত্র ভাব সমূহকে অনুভব করিবার উপলক্ষে এই ভোগায়তন দেহ ধারণে তোমার সমক্ষে ইঁহারা উপস্থিত রহিয়াছেন। যে সমস্ত ভোগকে উপলব্ধি করিবার জন্য ইঁহারা সকলে এই বিভিন্ন ভোগায়তন দেহ ধারণ করিয়াছেন, রঙ্গমঞ্চে নটের ন্যায়, নির্দ্দিষ্ট ভোগের সমাপন হইলেই, নটের বেশ পরিবর্ত্তনের ন্যায়, ইঁহারাও কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব অভিমত কলেবর পুনরায় ধারণ করিবেন। কলেবর ধারণ ও তাহার পরিত্যাগের ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই স্থিরীকৃত আছে; কারণ নির্দ্দিষ্ট ভোগের সমাপ্তিতেই ভোগায়তন দেহের অবসান আপনা হইতেই হইবে। এই যুদ্ধের আয়োজন বা তোমাদের ধনুর্ব্বাণ ধারণ ও যুদ্ধ করা প্রভৃতি কার্য্য সেই প্রারব্ধ ভোগের সমাপ্তির উপলক্ষে মাত্র॥ ১২। ১৩॥

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।

অন্বয়ঃ।

হে কৌন্তেয় কুন্তিনন্দন! মাত্রাস্পর্শাঃ (মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়াঃ আভিঃ ইতি মাত্রাঃ ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ তাসাং স্পর্শাঃ বিষয়ৈঃ সহ সম্বন্ধাঃ তে) শীতোষ্ণ-সুখ-

শাঙ্করভাষ্যম্।

যদ্যপি আত্মবিনাশ-নিমিত্তো মোহো ন সম্ভবতি নিত্য আত্মেতি বিজানত স্তথাপি শীতোষ্ণসুখদুঃখপ্রাপ্তিনিমিত্তো মোহো লৌকিকো দৃশ্যতে সুখবিয়োগনিমিত্তো

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

আত্মনঃ শ্রুত্যাদিপ্রমিতে নিত্যত্বে তদুৎপত্তিবিনাশপ্রযুক্তশোকমোহাভাবেঽপি প্রকারান্তরেণ শোকমোহৌ স্যাতাং ইত্যাশঙ্কামনূদ্যোত্তরত্বেন শ্লোকমবতারয়তি

স্বামিকৃতটীকা

নন্থ তান্ অহং ন শোচামি কিন্তু তদ্বিয়োগাদিদুঃখভাজং মামেবেতি চেত্তত্রাহ মাত্রাস্পর্শা ইতি। মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয় স্তাসাং

হে কুন্তীনন্দন! ইন্দ্রিয়ের সহিত তত্তৎ বিষয়ের সম্বন্ধ হইতেই সুখ বা দুঃখের উদয় হইয়া থাকে। এই সম্পর্কটী কিন্তু ক্ষণস্থায়ী; সুতরাং সম্পর্ক-জনিত সুখ বা দুঃখও ক্ষণস্থায়ী। তাহাদের

আভাস।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, জীবাত্মা নিত্যবস্তু; দেহের মরণে জীবের মরণ হয় না; এবং জীবাত্মাই প্রকৃত আমি এবং এই দেহ তাহার আবরণ বা আশ্রয় মাত্র। কিন্তু এই দেহকে যেমন স্পষ্টত দেখিতে পাইতেছি, সেইরূপ সেই আমি-ভাব জীবাত্মাকে কেন দেখিতে বা অনুভব করিতে পারি না বা এই বাহ্যিক পরের জন্য শোক মোহ এবং দুঃখাদিতে অভিভূত হইয়া এত ক্লেশ কেন পাইতেছি! তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, তুমি শোক এবং মোহাদিকে একটু সহ্য কর! পাঠকগণের বুঝা উচিত যে, সহ্য করিতে ভগবান্ কেবল অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা নহে; এতদ্দ্বারা দুইটী অপূর্ব্ব প্রশ্নের মীমাংসা বা উত্তর প্রদান করা হইয়াছে।

প্রথম ভোগ কি প্রকারে সাধিত হয়। এই ভোগায়তন দেহই ভোগসাধনের উপায়। জীবাত্মা ভোগের কামনায় ভোগায়তন দেহ এবং তাহার উপায় স্বরূপ ইন্দ্রিয়গ্রামকে আশ্রয় করত, তাদাত্ম্যভাবে অর্থাৎ আমি-বোধে

আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।

দুঃখদাঃ তু কিন্তু আগমাপায়িনঃ উৎপত্তিবিনাশবিশিষ্টাঃ, অনিত্যাঃ চ অতঃ হে ভারত! তান্ শীতোষ্ণাদীন্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব! ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

মোহো দুঃখসংযোগাদিনিমিত্তশ্চ শোক ইত্যেতদর্জ্জুনস্য বচনমাশঙ্ক্যাহ মাত্রাস্পর্শা ইতি। মাত্রা আভি র্মীয়ন্তে শব্দাদয় ইতি শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি, মাত্রাণাং স্পর্শাঃ শব্দাদিভিঃ সংযোগাস্তে শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ শীতমুষ্ণং সুখং দুঃখঞ্চ প্রযচ্ছন্তীতি।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যদিত্যাদিনা। শীতোষ্ণয়োস্তাভ্যাং সুখদুঃখয়োশ্চ প্রাপ্তিং নিমিত্তীকৃত্য যো মোহাদি দৃশ্যতে তস্যান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং দৃশ্যমানত্বমাশ্রিত্য লৌকিক-বিশেষণমশেষ্যানিত্যত্র যো বিদ্যাধিকারী সূচিত স্তস্য তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বেতিশ্রুতেঃ তিতিক্ষুত্বং বিশেষণমিহোপদিশ্যতে। ব্যাখ্যেয়ং পদমুপাদায় করণব্যুৎপত্ত্যা তস্য ইন্দ্রিয়বিষয়ত্বং

স্বামিকৃতটীকা।

স্পর্শা বিষয়ৈঃ সহ সম্বন্ধা স্তে শীতোষ্ণাদিপ্রদা ভবন্তি তে তু আগমাপায়বত্বাৎ অনিত্যা অস্থিরা অতস্তাং স্তিতিক্ষস্ব সহস্ব যথা জলাতপাদিসংসর্গা স্তত্তৎকালকৃতাঃ স্বভাবতঃ শীতোষ্ণাদি প্রযচ্ছন্তি এবং ইষ্টসংযোগবিয়োগা অপি . সুখদুঃখাদি

উপস্থিতি বা প্রস্থানে কোন বিলম্ব হয় না। সুতরাং সুখ বা দুঃখকে সহ্য করাই তাহাদের পীড়ন হইতে নিষ্কৃতি লাভের উত্তম উপায় ॥ ১৪ ॥

আভাস।

অনুভব করে; সুতরাং সেই সেই ভোগায়তন দেহের ইন্দ্রিয়-বর্গের সহিত বাহিরে তজ্জাতীয় শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে, জীবাত্মা নিজের সহিত সম্বন্ধ হইল এইরূপ জ্ঞান করে। প্রকৃত প্রস্তাবে স্থূল বাহ্য বস্তুর সহিত স্থূল বাহ্যিক পদার্থ দেহের সহিতই সম্বন্ধ হইল বটে, কিন্তু দেহকে আমিবোধে আত্মীয়তা করিবার উপলক্ষে, দেহনিষ্ঠ কষ্ট বা শান্তিকে আমার কষ্ট বা আমার শান্তি জ্ঞানে দেহী জীবাত্মা অনুভব করিয়া থাকে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

অথবা স্পৃশ্যন্তে ইতি স্পর্শা বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ মাত্রাশ্চ স্পর্শাশ্চ শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ শীতং কদাচিৎ সুখং কদাচিদ্দুঃখং তথোষ্ণমপ্যনিয়তস্বরূপং সুখদুঃখে পুনর্নিয়তরূপে যতো ন ব্যভিচরতোঽত স্তাভ্যাং পৃথক্ শীতোষ্ণয়ো গ্র্হণং, যস্মাত্তে মাত্রাস্পর্শাদয়ঃ আগমাপায়িনঃ আগমাপায়শীলাঃ তস্মাদনিত্যা উৎপত্তিবিলয়রূপত্বাৎ অতস্তান্ শীতোষ্ণাদীংস্তিতিক্ষস্ব প্রসহস্ব তেষু হর্ষবিষাদং মাকার্ষীরিত্যর্থঃ॥ ১৪॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

দর্শয়তি মাত্রা ইত্যাদিনা। ষষ্ঠীসমাসং দর্শয়ন্ ভাবব্যুৎপত্ত্যা স্পর্শশব্দার্থমাহ মাত্রাণাং ইতি। তেষামর্থক্রিয়ামাদর্শয়তি তে শীতেতি। সম্প্রতি শব্দদ্বয়স্য কর্ম্মবুৎপত্ত্যা শব্দাদিবিষয়পরত্বমুপেত্য সমাসান্তরং দর্শয়ন্ বিষয়াণাং কার্য্যং কথয়তি অথ বেতি। নন্বু শীতোষ্ণপ্রবৃত্তেঃ সুখদুঃখপ্রদত্বস্য সিদ্ধত্বাৎ কিমিতি শীতোষ্ণয়োঃ সুখদুঃখাভ্যাং পৃথক্গ্রহণমিতি তত্রাহ শীতমিতি। বিষয়েভ্যস্তু পৃথক্কথনং তদন্তর্ভূতয়োরেব তয়োঃ সুখদুঃখহেত্বোরানুকূল্যপ্রাতিকূল্যয়োরুপলক্ষণার্থং অধ্যাত্মং হি শীতমুষ্ণং বানুকূল্যং প্রাতিকূল্যং বা সম্পাদ্য বাহ্যা বিষয়াঃ সুখাদি জনয়ন্তি। নন্বু বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগস্যাত্মনি সদা সত্ত্বাত্তৎপ্রযুক্তশীতাদেরপি তথাত্বাত্তন্নিমিত্তৌ হর্ষবিষাদৌ তস্মিন্নাপন্নাবিত্যাশঙ্ক্যোত্তরার্দ্ধং ব্যাচষ্টে যস্মাদিত্যাদিনা। অত্র চ কৌন্তেয় ভারতেতি সম্বোধনাভ্যামুভয়কুলশুদ্ধস্যৈব বিদ্যাধিকারিত্বমিতি এতদেব দ্যোত্যতে॥ ১৪॥

স্বামিকৃতটীকা।

প্রযচ্ছন্তি তেষাঞ্চ অস্থিরত্বাৎ সহনং তব ধীরস্যোচিতং ন তু তন্নিমিত্ত-হর্ষ-বিষাদ-পারবশ্যমিত্যর্থঃ॥ ১৪॥

আভাস।

যেমন অগ্নি স্থূল পদার্থ, সে স্থূল অঙ্গুলীকেই অবসন্ন করে, মনকে অবসন্ন করিতে পারে না; কিন্তু অঙ্গুলি প্রভৃতিকে আমি ভাবায়, অঙ্গুলির অবসাদকে আমার অবসাদ-রূপে অনুভূত হয়। অগ্নি সম্পর্কের ন্যায়, অনুকূল কোমল পুষ্প বা মখমল প্রভৃতি পদার্থের সম্পর্ক হস্ত প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-গ্রামের সহিত ঘটিলে, ইন্দ্রিয়ের সুখে আপনাকে সুখী বলিয়া মনে হইতে থাকে। অতএব বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কই জীবাত্মার সুখ দুঃখ জননের কারণ।

আভাস।

অতএব সুখ বা দুঃখ শীত বা উষ্ণ প্রভৃতি ব্যাপার প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই নহে; অনুকূল বিষয়ের সম্পর্কে সুখ এবং প্রতিকূল বিষয়ের সম্পর্কে দুঃখ জন্মে। উহারা নিত্য বস্তু নহে। বিষয়ের সম্পর্কে জন্মে এবং বিষয়ের অপগমে সে সুখ দুঃখ সরিয়া যায়; স্বরূপত তাহাদের স্বকীয় কোন অস্তিত্ব ছিল না এবং পরেও থাকে না। তবে বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ করিতে গেলে, এই অনিত্য সুখ দুঃখের সহিত সম্বন্ধ এবং তজ্জনিত মানসিক ক্লেশ বা আনন্দ জন্মে, যাহা দুষ্পরিহার্য্য।

কিন্তু এই বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ সম্পূর্ণ অকিঞ্চিৎকর; সুতরাং সম্বন্ধজনিত সুখ-দুঃখাদিও নিশ্চয় ক্ষণস্থায়ী। সম্বন্ধের চ্যুতির সঙ্গে সঙ্গেই এতদুভয়ের অস্তিত্বের বিলয় হইয়া যায়। তবে যদি মনোমধ্যে সুখ দুঃখের চিত্র অঙ্কিত করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে অনিত্য সুখ দুঃখাদি নিজেরা উপস্থিত না থাকিয়াও, তাহাদের ভাবের উপস্থিতিতে সুখ দুঃখাদি যেন চির বিদ্যমান-স্বরূপে উপলব্ধ হয়। আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু বা ক্লেশাদি দর্শনে তৎকালে দুঃখ উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তাহা হৃদয়ে তুলিয়া না রাখিলে, ২।৪।৮ মাস পর্য্যন্ত ক্রন্দন করিতে হয় না। গৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিলে, পথে কত লোক চলিয়া যাইতেছে দেখা হইল, কিন্তু তাহারা সকলেই চলিয়া যাইতেছে; কেহই দণ্ডায়মান থাকিবার নহে; সেইরূপ কালস্রোতে বিচিত্র ভোগও ভোগায়তন দেহকে স্পর্শ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহাদের যে কোনটীকে হৃদয়ে তুলিয়া রাখা যাইবে, সেই চির জীবন কষ্টাদি প্রদান করিবে। অতএব জীবন-স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া, অনন্ত ভোগের পরীক্ষার্থ বিষয়ের সম্পর্ক করিতেছি! সুখ দুঃখের অনুভব উপলক্ষে তাহাদিগকে বুঝিয়া লইলেই ক্ষান্ত হওয়া প্রয়োজন; আর তাহাদিগকে হৃদয়ে তুলিয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে। অনুভব ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাই ভগবানের "তিতিক্ষস্ব" শব্দ প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য॥ ১৪॥

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥ ১৫॥

অন্বয়ঃ।

হে পুরুষর্ষভ (পুরুষেষু ঋষভ শ্রেষ্ঠ) এতে দুঃখাদয়ঃ যং সমদুঃখসুখং (সমে সুখদুঃখে যস্য তং) অতঃ ধীরং ধীমন্তং প্রজ্ঞাবন্তং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি ন অভিভবন্তি সঃ জনঃ অমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতি॥ ১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

শীতোষ্ণাদীন্ সহতঃ কিং স্যাদিতি শৃণু যং হীতি। যং হি পুরুষং সমে দুঃখসুখে যস্য তং সমদুঃখসুখং সুখদুঃখ-প্রাপ্তৌ হর্ষবিষাদরহিতং ধীরং ধীমন্তং ন ব্যথয়ন্তি ন চালয়ন্তি নিত্যাত্মদর্শনাৎ এতে যথোক্তাঃ শীতোষ্ণাদয়ঃ, স নিত্যানিত্য-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অধিকারি-বিশেষণং তিতিক্ষুত্বং নোপযুক্তং কেবলস্য তস্য পুমর্থাহেতুত্বাদিতি শঙ্কতে শীতেতি। বিবেক-বৈরাগ্যাদিসহিতং তন্মোক্ষহেতুজ্ঞানদ্বারা তদর্থমিতি পরিহরতি শৃণ্বিতি। তিতিক্ষমাণস্য বিবক্ষিতং লাভমুপলম্ভয়তি যং হীতি। হর্ষ-বিষাদ-রহিতমিত্যত্র শমাদি-সাধন-সম্পন্নত্বমুচ্যতে ধীমন্তমিতি। নিত্যানিত্যবিবেক-

স্বামিকৃতটীকা।

তৎপ্রতীকারপ্রযত্নাদপি তৎসহনমেবোচিতং মহাফলত্বাদিত্যাহ যং হীতি। এতে মাত্রাস্পর্শা যং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি নাভিভবন্তি, সমে দুঃখসুখে যস্য তং স তৈরবিক্ষিপ্য-মাণো ধর্ম্মজ্ঞানদ্বারামৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি॥ ১৫॥

দেখ! যে ব্যক্তি উপস্থিত সুখে হৃষ্ট এবং দুঃখে অভিভূত না হয়; সেই ব্যক্তিই যথার্থ পুরুষশ্রেষ্ঠ! কারণ প্রকৃত মোক্ষস্বরূপ আত্ম-সাক্ষাৎ-কারে সেই ব্যক্তিই যথার্থ অধিকারী। কারণ সুখ বা দুঃখের সাক্ষীস্বরূপ আত্মাকে এই সুখ দুঃখের অনুভবেরই উপলক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে পারে॥ ১৫॥

আভাস।

কারণ ইহাদের কোনটীকে মর্ম্মে তুলিয়া রাখিলে জীবাত্মার সংসার-স্রোত নিবারণের উপায় হয় না; বরং বিশেষ প্রতিবন্ধকই হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্লোকে "ব্যথয়ন্তি তে" বলিয়া বুঝাইয়াছেন যে, সুখ এবং দুঃখ উভয়ই জীবাত্মার পক্ষে ব্যথার কারণ। কারণ এতদুভয়ই পরমানন্দ-প্রাপ্তির ব্যাঘাত

নাসতোবিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।

অন্বয়ঃ।

অসতঃ মিথ্যাভূতস্য অবিদ্যমানস্য বস্তুনঃ ভাবঃ অস্তিত্বং ন বিদ্যতে; তথা সতঃ সংস্বভাবস্য আত্মনঃ অভাবঃ বিনাশঃ চ ন বিদ্যতে। তত্ত্বদর্শিভিঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্বরূপদর্শননিষ্ঠো দ্বন্দ্বসহিষ্ণু রমৃতত্বায় অমৃতভাবায় মোক্ষায়েত্যর্থঃ কল্পতে সমর্থো-ভবতি ॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভাগিত্বমেতচ্ছোভয়ং বৈরাগ্যাদেরুপলক্ষণং। নিত্যাত্মদর্শনং ত্বমর্থজ্ঞানং সাধন-চতুষ্টয়বন্তং অধিকারিণমনূদ্য ত্বংপদার্থজ্ঞানবত স্তস্য মোক্ষোপয়িক-বাক্যার্থ-জ্ঞান-যোগ্যতামাহ স নিত্যেতি ॥ ১৫ ॥

আভাস।

মাত্র। কোন ব্যক্তি কোন জীবনে অনেকগুলি কন্যা পুত্রের অসদাচরণে দুঃখিত হইয়া মনোমধ্যে আশা করিয়াছিলেন যে, আর পরজন্মে যেন তাঁহার কন্যা পুত্রের সম্বন্ধ না হয়। আবার অপর ব্যক্তি ভাবিয়াছিলেন যে, একটী পুত্র জন্মিয়া যদি অকালে মরিয়াও যাইত, তাহা হইলে, একবার "বাবা রে! পুত্র রে!" বলিয়া কান্দিয়াও অনপত্যত্ব নিবন্ধন দুঃখ এবং লোক-গ্লানি দূর করিতে পারিতেন। কিন্তু পর জন্মে বাঞ্ছানুরূপ জন্ম লাভে উভয়ে উভয় অবস্থায় আশানুরূপ ফল পাইয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। কারণ পূর্ব্ব জন্মের আশার কারণ বিস্মৃত হইয়া, আশার অনুসারে প্রাপ্ত বর্ত্তমান ফলের সুখ দুঃখাদিকে আবার হৃদয়ে স্থান প্রদানে পুত্রহীন ব্যক্তি পুত্রের কামনা করে; এবং মৃতপুত্র ব্যক্তি পুত্রের দীর্ঘ জীবন কামনায় আশার প্রসার করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং পুনর্জন্মের জন্য আশাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি বিষয়-সম্বন্ধ-জনিত অকিঞ্চিৎকর সুখ এবং দুঃখাদির অনুভব উপলক্ষে অনুভব-কর্ত্তা আপনাকে বুঝিতে পারে, তাহার আর জন্মান্তরের কারণ থাকে না; সে মোক্ষ লাভের উপযোগিতা লাভ করে ॥ ১৫ ॥

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে শূলের মত হৃদয়-গ্রন্থিকে বিদীর্ণ করত যে দুঃখ অন্তরে প্রবেশ করে এবং গঙ্গার জোয়ারের ন্যায় যে আনন্দ-স্রোত হৃদয়কে প্লাবিত করত মর্ম্ম-স্থানকে উচ্ছলিত করিয়া দেয়, তাহাদিগকে কোন্ শক্তি-বলে উপেক্ষা

উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।

যথার্থ-দর্শিভিঃ জ্ঞানিভিঃ অনয়োঃ সদসতোঃ উভয়োঃ অন্তঃ নির্ণয়ঃ দৃষ্টঃ উপলব্ধঃ ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইতশ্চ শোকমোহৌ অকৃত্বা শীতোষ্ণাদিসহনং যুক্তং যস্মাৎ নাসত ইতি। নাসতঃ অবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেঃ সকারণস্য ন বিদ্যতে নাস্তি ভাবো ভবনমস্তিতা,

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অধিকারিবিশেষণে তিতিক্ষুত্বে হেত্বন্তর পরত্বেন উত্তরশ্লোকমবতারয়তি ইতশ্চেতি। ইতঃশব্দার্থমেব স্ফুটয়তি যস্মাদিতি। যতঃ শীতাদেঃ ক্লেশাদিহেতোরনাত্মনো নাস্তি বস্তুত্বং বস্তুনশ্চাত্মনো নির্ব্বিকারত্বেন একরূপত্বম্, অতো মুমুক্ষোর্ব্বিশেষণং তিতিক্ষুত্বং যুক্তমিত্যাহ নেত্যাদিনা। কার্য্যস্যাসত্ত্বেঽপি কারণস্য সত্ত্বেন অত্যন্তাসত্তাসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি সকারণস্যেতি। নাসত ইত্যুপাদায় পুনর্নকারানুকর্ষণমন্বয়ার্থম্। অসতঃ শূন্যস্যাস্তিত্বপ্রসঙ্গাভাবাৎ অপ্রসক্তপ্রতিষেধপ্রসক্তি-

স্বামিকৃতটীকা।

নন্থ তথাপি শীতোষ্ণাদিকমতিদুঃসহং কথং সোঢ়ব্যং অত্যন্তং তৎসহনে চ কদাচিদাত্মনো নাশঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তত্ত্ববিচারতঃ সর্ব্বং সোঢ়ুং শক্যমিত্যাশয়েনাহ নাসতো বিদ্যত ইতি। অসতোঽনাত্মধর্ম্মত্বাদবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ভাবঃ সত্তা ন বিদ্যতে, তথা সতঃ সৎস্বভাবস্যাত্মনোঽভাবো বিনাশো ন বিদ্যতে এবমুভয়োঃ সদসতোরন্তো নির্ণয়ো দৃষ্টঃ কৈঃ তত্ত্বদর্শিভি র্বস্তু-যাথার্থ্যবেদিভিঃ এবম্ভূতবিবেকেন সহস্বেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

সংসারে যে (সুখ দুঃখাদি) দেখা দেয়, পূর্ব্বে ছিল না, ক্ষণকাল পরে সে থাকেও না; কিন্তু যে সেই সুখ দুঃখাদির উপস্থিতি বা প্রস্থান উপলক্ষে অনুভব বা সাক্ষীরূপে চির বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই সত্তা-স্বরূপ আত্মার অভাব বা অনুপস্থিতি কখনই ঘটে না। ইহা কেবল আমি বলিতেছি তাহা নহে; তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ এতদুভয়ের তত্ত্ব নিরূপণে প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন ॥১৬॥

আভাস।

রা সহ্য করা যায়? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, এক বিবেক-বলে তাহাদিগকে সহ্য বা উপেক্ষা করা সম্ভব। কারণ উহাদের প্রথম বেগ বড়ই ভীষণ! তদুত্তরে

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন হি শীতোষ্ণাদি সকারণং প্রমাণৈর্নিরূপ্যমানং বস্তু সম্ভবতি, বিকারো হি সঃ বিকারশ্চ ব্যভিচরতি যথা ঘটাদি-সংস্থানং চক্ষুষা নিরূপ্যমাণং মৃদ্ব্যতিরেকেণ অনুপলব্ধেরসত্তথা সর্ব্বো বিকারঃ কারণব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসজ্জন্মপ্রধ্বংসাভ্যাং প্রাগূর্দ্ধ্বঞ্চানুপলব্ধেঃ কার্য্যস্য ঘটাদের্মৃদাদিকারণস্য তৎকারণস্য চ তৎকারণব্যতি-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

রিত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি। বিমতমতাত্ত্বিকমপ্রামাণিকত্বাৎ রজ্জুসর্পবৎ, ন হি ধর্ম্মিগ্রাহকস্য প্রত্যক্ষাদেস্তত্ত্বাবেদকং প্রামাণ্যং কল্প্যতে বিষয়স্য দুর্নিরূপত্বাৎ অতোঽনির্ব্বাচ্যং দ্বৈতমিত্যর্থঃ। কথং পুনরধ্যক্ষাদিবিষয়স্য শীতোষ্ণাদিদ্বৈতস্য দুর্নিরূপত্বেন অনির্ব্বাচ্যত্বং তত্রাহ বিকারো হীতি। ততশ্চ বিমতং মিথ্যা আগমাপায়িত্বাৎ সম্প্রতিপন্নবদিতি ফলিতমাহ বিকারশ্চেতি। বাচারম্ভণশ্রুতেঃ দ্বৈতমিথ্যাত্বে অনুগ্রাহকত্বং দর্শয়িতুং চকারঃ। কিঞ্চ কার্য্যং কারণাদ্ভিন্নমভিন্নং বেতি বিকল্প্যাদ্যং দূষয়তি যথেতি। নিরূপ্যমাণমন্তর্ব্বহিশ্চেতি শেষঃ বিমতং কারণাৎ ন তত্ত্বতো ভিদ্যতে কার্য্যত্বাৎ ঘটবদিত্যর্থঃ। ইতোঽপি কারণাদ্ভেদেন নাস্তি কার্য্যম্, আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথেতি ন্যায়াদিত্যাহ জন্মেতি। যদি কার্য্যং কারণাদভিন্নং তদা তস্য ভেদেনাসত্ত্বে পূর্ব্বস্মাদবিশেষঃ তাদাত্ম্যেন অবস্থানন্তু ন যুক্তং তস্যাপি কারণব্যতিরেকেণাভাবাৎ। কার্য্যকারণবিভাগ-বিধুরে বস্তুনি কার্য্যকারণপরম্পরায়া বিভ্রমত্বাৎ ইত্যভিপ্রেত্যাহ মৃদাদীতি। কার্য্যকারণবিভাগ-

আভাস।

বলা হইয়াছে, "তিতিক্ষস্ব" সহস্ব! অর্থাৎ সহ্য কর! বড় বড় বৃক্ষ অশ্বত্থ বট প্রভৃতি যে কেহ প্রচণ্ড জলের বেগকে প্রতিবন্ধক করিতে চেষ্টা করে, তাহারাই উপড়িয়া গিয়া, স্রোতে ভাসিয়া যায়; জল-বেগের প্রতিবন্ধক সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু বেতস (বেত) গাছ স্রোতকে প্রতিবন্ধক না দিয়া, ভূমিতে শুইয়া পড়ে; জল-বেগ তাহার উপর দিয়া চলিয়া যায় এবং ক্ষণকাল পরে জোয়ারের বেগ উপশমিত হইয়া গেলে, বেতগাছ পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান হইয়া উঠে। অতএব জলবেগ যেমন আসে, কিন্তু থাকে না; সেইরূপ সংসার-বেগ আসে এবং পরক্ষণেই চলিয়া যায়। কারণ সংসারের কোন পদার্থই থাকিবার নহে। যেহেতু সকলই বিকার-ভাব, প্রকৃত ভাব নহে। সুতরাং ভোগী জীবকে সুখ দুঃখাদি ভোগকে সরাইতে হইবে না, তাঁহারা আপনা হইতেই সরিয়া যাইবে। কারণ তাহারা কোন একটী হেতু হইতে দেখা দিবার জন্য উপস্থিত

শাঙ্করভাষ্যম্।

রেকেণানুপলব্ধেরসত্ত্বং, তদসত্ত্বে সর্ব্বাভাবপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ ন সর্ব্বত্র বুদ্ধিদ্বয়োপলব্ধেঃ সদ্বুদ্ধিরসদ্বুদ্ধিরিতি যদ্বিষয়া বুদ্ধি র্ন ব্যভিচরতি তৎসৎ যদ্বিষয়া ব্যভিচরতি তদসৎ ইতি সদসদ্বিভাগে বুদ্ধিতন্ত্রে স্থিতে সর্ব্বত্র দ্বে বুদ্ধী সর্ব্বৈরুপলভ্যেতে সমানাধিকরণেন নীলোৎপলবৎ সন্ ঘটঃ সন্ পটঃ সন্ হস্তীতি এবং সর্ব্বত্র তয়োর্বুদ্ধ্যো-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বিহীনং বস্ত্বেব নাস্তীতি মন্বানশ্চোদয়তি তদসত্ত্ব ইতি। অনুবৃত্তব্যাবৃত্তবুদ্ধিদ্বয়দর্শনাদনুবৃত্তে চ ব্যাবৃত্তানাং কল্পিতত্বাদকল্পিতং সর্ব্বভেদ-কল্পনাধিষ্ঠানমকার্য্যকারণং বস্তু সিধ্যতীতি পরিহরতি ন সর্ব্বত্রেতি। সম্প্রতি সতো বস্তুত্বে প্রমাণমনুমানমুপন্যস্যতি যদ্বিষয়েতি। যদ্ব্যাবৃত্তেষনুবৃত্তং তত্তমর্থং সৎ যথা সর্পধারাদিষনুগতো রজ্জ্বাদেরিদমংশং, বিমতং সত্যমব্যভিচারিত্বাৎ সংপ্রতিপন্নবদিত্যর্থঃ। ব্যাবৃত্তস্য কল্পিতত্বে প্রমাণমাহ যদ্বিষয়েত্যাদিনা। যদ্ব্যাবৃত্তং তন্মিথ্যা যথা সর্পধারাদি, বিমতং মিথ্যা ব্যভিচারিত্বাৎ সংপ্রতিপন্নবদিত্যর্থঃ ইত্যনুমানদ্বয়মনুসৃত্য সতোঽকল্পিতত্বং অসতশ্চ কল্পিতত্বং স্থিতমিতি শেষঃ। ননু নেদমনুমানদ্বয়মুপপদ্যতে সমস্তদ্বৈতবৈতথ্যবাদিনো বিভাগাভাবাদনুমানাদিব্যবহারানুপপত্তেস্তত্রাহ সদসদিতি। উক্তে বিভাগে বুদ্ধিদ্বয়াধীনে স্থিতে সত্যনুমানাদি-ব্যবহারো নির্ব্বহতি প্রাতিভাসিক-বিভাগেন বিয়োগাৎ পরমার্থস্যৈব তদ্ধেতুত্বে কেবলব্যতিরেকাভাবাদিত্যর্থঃ। কুতঃ সদসদ্বিভাগস্য বুদ্ধিদ্বয়াধীনত্বং বুদ্ধিবিভাগস্যাপি তবাভাবাত্তত্রাহ সর্ব্বত্রেতি। ব্যবহারভূমিঃ সপ্তম্যর্থঃ। বুদ্ধিবিভাগস্যাপি কল্পিতস্যৈব বোধ্যবিভাগপ্রতিভাসহেতুতেতি ভাবঃ। বুদ্ধিদ্বয়মনুরুধ্য সদসদ্বিভাগে সতঃ সামান্যরূপতয়া বিশেষাকাঙ্ক্ষায়াং সামান্যবিশেষে দ্বে বস্তুনী বস্তুভূতে

আভাস।

হইয়াছে; সেখান কার্য্য সাঙ্গ হইলেই, চলিয়া যাইবে। বৃক্ষের অন্তরে ফল প্রসবের উদ্‌যোগ-ভাব ছিল, তজ্জন্য প্রথম কুঁড়ি, তৎপরেই পুষ্পের আকার, পরক্ষণে পুষ্পভাব ধ্বংসে অতি ক্ষুদ্র কড়াইয়ের আকার; দেখিতে দেখিতে উত্তরোত্তর কচি বা কষা ডাঁসা এবং পক্কাকারে ফলের পরিণাম হইতে হইতে ফল যেমন সুপক্ক হইল, অমনি বৃন্তচ্যুত হইয়া গেল। ফলের সূত্রপাত প্রথম পুষ্পভাব হইতে পক্কভাব এই আদ্যন্ত কোন ভাবই ক্ষণকালের জন্য বা কাহারও প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করে না, সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান জাগতিক কোন বস্তু বা ভাবের সত্তা পরমাণু পরিমিত কালের জন্যও স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

ঘটাদিবুদ্ধি র্ব্যভিচরতি। তথা চ দর্শিতং, ন তু সদ্বুদ্ধিঃ তস্মাৎ ঘটাদিবুদ্ধি-বিষয়োঽসন্ ব্যভিচারাৎ ন তু সদ্বুদ্ধিবিষয়োঽব্যভিচারাৎ। ঘটে বিনষ্টে ঘটবুদ্ধৌ ব্যভিচরন্ত্যাং সদ্বুদ্ধিরপি ব্যভিচরতীতি চেৎ ন পটাদাবপি সদ্বুদ্ধিদর্শনাৎ বিশেষণ-বিষয়ৈব সা সদ্বুদ্ধিঃ অতোঽপি ন বিনশ্যতি, অথ সদ্বুদ্ধিবৎ ঘটবুদ্ধিরপি ঘটান্তরে

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

স্তাতামিতি চেত্তত্রাহ সমানাধিকরণ ইতি। পদয়োঃ সামানাধিকরণ্যং বুদ্ধ্যো-রুপচর্য্যতে, সেয়মিতি সামানাধিকরণ্যবদ্ ঘটঃ সন্ ইত্যাদি সামানাধিকরণ্যমেক-বস্তুনিষ্ঠং বস্তুভেদে ঘটপটয়োরিব তদযোগাদিত্যর্থঃ। নীলমুৎপলমিতিবৎ ধর্ম্মধর্ম্মি-বিষয়তয়া সামানাধিকরণস্য সুবচত্বাৎ ন বস্ত্বৈক্যবিষয়ত্বমিতি চেন্নেত্যাহ ন নীলেতি। ন হি সামান্যবিশেষয়োর্ভেদেঽভেদে চ তদ্ভাবো ভেদাভেদৌ চ বিরুদ্ধৌ, অতো জাতি-ব্যক্ত্যোঃ সামানাধিকরণ্যং নীলোৎপলয়োরিব ন গৌণং কিন্তু ব্যাবৃত্তমনুবৃত্তে কল্পিতমিত্যেকনিষ্ঠমিত্যর্থঃ। সামান্যবিশেষয়োরুক্তন্যায়ং গুণগুণ্যাদৌ অতিদিশতি এবমিতি। তুল্যৌ হি তত্রাপি বিকল্পদোষাবিতি ভাবঃ। সামানাধিকরণ্যানুপপত্ত্যা দ্বে বস্তুনী সামান্যবিশেষাবিতি পক্ষং প্রতিক্ষিপ্য বিশেষাবেব বস্তুনীতি পক্ষং প্রতি-ক্ষিপতি তয়োরিতি। বুদ্ধিব্যভিচারাদ্বোধ্য-ব্যভিচারেণ কথং ব্যাবৃত্তানাং বিশে-ষাণামবস্তুত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ তথাচেতি। বিকারো হি স ইত্যাদাবিতিশেষঃ। ন চৈকং বস্তু সামান্যবিশেষাত্মকমেকস্য দ্বৈরূপ্যাবিরোধাদিত্যভিপ্রেত্য সামান্যমেকমেব

আভাস ।

পারে না। অতি ক্ষুদ্র পরমাণু হইতে অতি বৃহৎ হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত কোন পদার্থ সমভাবে অবস্থিত নাই ; কারণ ইহারা সক্রিয়। ইহাদের অন্তরে ক্রিয়া নিরন্তরই চলিতেছে। একটী বৃক্ষের পত্রও নিশ্চেষ্ট ভাবে বিশ্রাম করে না ; বৃদ্ধি হ্রাস প্রভৃতি বিচিত্র পরিণাম তাহাদের প্রত্যেকের অন্তরে নিরন্তর চলিতেছে। সুতরাং উৎপত্তি হইতে বিনাশ ও জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত একাকার ভাবে কেহই এই সংসারে বিশ্রামের অবসর পায় না।

অথচ কোন বস্তু বা ভাবও স্বতন্ত্র নহে ; সকলেই তৎ তৎ পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের আশ্রয়ে এবং সাহায্যে পরিবর্ত্তিত বা পরিণত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে দেখা দিতেছে। আপাতত দৃষ্টিতে বীজ বৃক্ষের স্কন্ধ শাখা পল্লব পত্র পুষ্প ও ফলাদিরূপে পরিণত হইবার পরিচয় প্রদান করিলেও, আমরা স্থির-চিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে

শাঙ্করভাষ্যম্।

দৃশ্যতে ইতি চেৎ ন পটাদাবদর্শনাৎ। সদ্বুদ্ধিরপি নষ্টে ঘটে ন দৃশ্যতে ইতি চেৎ ন বিশেষ্যাভাবাৎ সদ্বুদ্ধিঃ বিশেষণ-বিষয়া সতী বিশেষ্যাভাবে বিশেষণানুপপত্তৌ কিং বিষয়া স্যাৎ ন তু পুনঃ সদ্বুদ্ধের্বিষয়াভাবাৎ একাধিকরণত্বং ঘটাদিবিশেষ্যাভাবেন যুক্তং ইতি চেৎ ন সদিদমুদকমিতি মরীচ্যাদাবন্যতরাভাবেঽপি সামানা-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বস্তুতত্ত্বদ্ধেরব্যভিচারাৎ, বোধস্যাপি সত্ত্বস্তথাত্বাদিত্যাহ নম্বিতি। ব্যভিচরতীতি-পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। বিশেষাণাং ব্যভিচারিত্বে সতশ্চাব্যভিচারিত্বে ফলিতমুপসংহরতি তস্মাদিতি। অসত্ত্বং কল্পিতত্বং। তচ্ছব্দার্থমেব স্ফোরয়তি ব্যভিচারাদিতি। সদ্বুদ্ধিবিষয়স্য সতোঽকল্পিতত্বে তচ্ছব্দোপাত্তমেব হেতুমাহ অব্যভিচারাদিতি। সদ্বুদ্ধিব্যভিচারদ্বারা বোধ্যস্যাপি ব্যভিচারাৎ তদব্যভিচারিত্বহেতোরসিদ্ধিরিতি শঙ্কতে। ঘটে বিনষ্ট ইতি। সদ্বুদ্ধের্ঘটমাত্রবুদ্ধিবৎঘটবিষয়ত্বাভাবান্ন ঘটনাশে ব্যভিচারোঽস্তি ইতি পরিহরতি ন পটাদাবিতি। সদ্বুদ্ধেরঘটবিষয়ত্বে নিরালম্বত্বা-যোগাৎ বিষয়ান্তরং বক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ বিশেষণেতি। সতোঽকল্পিতত্ব-হেতোঃ অব্যভিচারিত্বস্যাসিদ্ধিমুদ্ধৃত্য বিশেষাণাং কল্পিতত্বহেতোর্ব্যভিচারিত্বস্যাসিদ্ধিং শঙ্কতে সদিতি। যথা সদ্বুদ্ধি র্ঘটে নষ্টে পটাদৌ দৃষ্টত্বাৎ অব্যভিচারিণী অব্যভিচারঃ সতো দর্শিতস্তথা ঘটবুদ্ধিরপি ঘটে নষ্টে ঘটান্তরে দৃষ্টেত্যব্যভিচারাৎ ঘটে ব্যভিচারা-সিদ্ধৌ বিশেষান্তরেষপি কল্পিতত্বহেতোঃ ব্যভিচারো ন সিধ্যতীত্যর্থঃ। ঘটবুদ্ধের্ঘটান্তরে

আভাস।

পারিব যে, বীজও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী আশ্রয়রূপে বিদ্যমান উর্ব্বরা বা উৎপাদিকা শক্তির উপর নির্ভর দিয়া তাদৃশ অনন্ত পরিণামে পরিণত হইতেছে। পৃথিবীস্থ উর্ব্বরা শক্তিই ঘনীভূত হইয়া যেমন স্থূল মৃন্ময় পৃথিবী হইয়াছে, আবার বৃক্ষ লতা পাদপ, এমন কি! প্রকাণ্ড পর্ব্বত বেশেও প্রতীত হইতেছে। সেই শক্তিতে এই প্রকটিত পদার্থ-নিচয়ের ভাব-মাত্র সূক্ষ্মাকারে গঠিত হইয়া থাকে। কারণ আমরা যখন অন্তরে যাহা সূক্ষ্মমূর্ত্তিতে ভাবি, তাহাই স্থূল বেশে পরে কার্য্যে পরিণত করি; অর্থাৎ একজন গৃহ নির্ম্মাতা (ইঞ্জিনিয়ার) স্বীয় মনোমধ্যে ভাবের উপকরণে একটী সুসজ্জিত ইষ্টকাদিতে নির্ম্মিত অট্টালিকা প্রথমত প্রস্তুত করেন, পরে পার্থিব উপকরণের দ্বারা বাহিরে প্রকৃত ইষ্টকাদির সমাবেশে নির্ম্মাণ করেন। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পূর্ব্বে ভাবের সৃষ্টি, পরে আকারে স্থূলের সৃষ্টি ব্যবহার দশায় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

ধিকরণ্যদর্শনাৎ। তস্মাদ্দেহাদে র্দ্বন্দ্বস্য চ সকারণস্যাসতো ন বিদ্যতে ভাব ইতি। তথা সতশ্চ আত্মনঃ অভাবোঽবিদ্যমানতা ন বিদ্যতে সর্ব্বত্র অব্যভিচারাৎ-ইত্যবোচাম। এবমাত্মানাত্মনোঃ সদসতো-রুভয়োরপি দৃষ্টঃ উপলব্ধোঽন্তো নির্ণয়ঃ। সৎ সদেব অসদ্ অসদেবেতি তু অনয়ো র্যথোক্তয়ো স্তত্ত্বদর্শিভিঃ, তদিতি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

দৃষ্টত্বেঽপি পটাদাবদৃষ্টত্বেন ব্যভিচারাৎ পটাদিবিশেষেষ্বপি ব্যভিচারিত্বসিদ্ধিরিত্যুত্তরমাহ ন পটাদাবিতি। বিশেষাণামেবং ব্যভিচারিত্বে সতোঽপি তদুপপত্তের-ব্যভিচারিত্বহেতুসিদ্ধিতাদবস্থ্যমিতি শঙ্কতে সদ্‌বুদ্ধিরিতি। ঘটাদিনাশদেশে তদুপরক্তাকারেণ সত্ত্বাভানেঽপি নাসত্ত্বং ঘটাদ্যভাবাধিষ্ঠানতয়া ভানাদিত্যাহ ন বিশেষ্যেতি। যথা সর্ব্বগতা জাতিরিত্যত্র খণ্ডমুণ্ডাদিব্যক্ত্যভাবদেশে গোত্বং ব্যঞ্জকাভাবান্ন ব্যজ্যতে ন গোত্বাভাবাৎ তথাসত্ত্বমপি ঘটাদিনাশে ব্যঞ্জকাভাবান্ন ভাতি ন স্বরূপাভাবাদিত্যুক্তমেব প্রপঞ্চয়তি সদিত্যাদিনা। সপ্রতিযোগিক-বিশেষণত্ব-ব্যভিচারেঽপি স্বরূপাব্যভিচারাদ্যুক্তং সতঃ সত্যত্বমিতিভাবঃ। দ্বয়োঃ সতোরেব বিশেষণ-বিশেষ্যত্ব-দর্শনাৎ ঘটসতোরপি বিশেষণবিশেষ্যত্বে দ্বয়োঃ সত্ত্বধ্রৌব্যাৎ ঘটাদিবিকল্পিতত্বানুমানং সামানাধিকরণ্যধীবাধিতমিতি চোদয়তি একেতি। অনুভবমনুসৃত্য বাধিতবিষয়ত্বমুক্তানুমানস্য নিরস্যতি নেত্যাদিনা। ঘটাদেঃ সতি কল্পিতত্বানুমানস্য দোষরাহিত্যে ফলিতমুপসংহরতি তস্মাদিতি। প্রথমপাদ-ব্যাখ্যান-পরিসমাপ্তাবিতিশব্দঃ। নন্বু নেদং ব্যাখ্যানং ভাষ্যকারাভিপ্রেতং সর্ব্বদ্বৈতশূন্যত্ব-বিবক্ষায়াং শাস্ত্রতদ্ভাষ্যবিরোধাৎ কেনাপি পুনর্দ্দুর্ব্বিদগ্ধেন স্বমনীষিকয়োৎপ্রেক্ষিতমেতদিতি চেৎ নৈবং কিমিদং দ্বৈতপ্রপঞ্চস্য শূন্যত্বং কিং তুচ্ছত্বং কিং সদ্বিলক্ষণত্বং নাদ্যো অনভ্যুপগমাৎ দ্বিতীয়ানভ্যুপগমে তু তত্রৈব শাস্ত্রবিরোধো ভাষ্যবিরোধশ্চ সর্ব্বং

আভাস।

অতএব আমরা একটু ধৈর্য্য সহকারে অন্তর্দৃষ্টিতে অগ্রসর হইলে বুঝিতে পারিব যে, স্থূল পরিদৃশ্যমান পদার্থ সমূহ যেমন তাহাদের সূক্ষ্ম ভাবের উপর নির্ভর দিয়া বাহিরে প্রসারিত হইতেছে, সেইরূপ তাহাদের সূক্ষ্ম হেতু ভাব-সমূহও তাহাদের কারণ-স্থানীয় তদপেক্ষা সূক্ষ্ম হেতু স্বরূপ শক্তির আশ্রয়ে গঠিত হইয়া, পরবর্ত্তী স্থূলকে গঠন করিতেছে। এইরূপে অগ্রসর হইলে, অবশেষে আমরা একটী অসীম ও অনন্ত সর্ব্বাধার শক্তির সন্নিধানে উপনীত হইব এবং এই পরিদৃশ্যমান সমগ্র সংসারকে ও তাহার ভাব সমূহকে সম্পূর্ণ কল্পিত সুতরাং

শাঙ্করভাষ্যম্।

সর্ব্বনাম, সর্ব্বঞ্চ ব্রহ্ম তস্য নাম তদিতি তদ্ভাব তত্ত্বং ব্রহ্মণো যাথাত্ম্যং তদ্ দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে তত্ত্বদর্শিন স্তৈ স্তত্ত্বদর্শিভি স্তত্ত্বমপি তত্ত্বদর্শিনাং দৃষ্টিমাশ্রিত্য শোকং মোহঞ্চ হিত্বা শীতোষ্ণাদীনি নিয়তানিয়তরূপাণি দ্বন্দ্বানি বিকারোঽয়মসন্নেব মরীচিজল-বন্মিথ্যাবভাসতে ইতি মনসি ব্যস্ত তিতিক্ষ স্ব ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৬ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

হি শাস্ত্রং তদ্ভাষ্যং চ দ্বৈতস্য সত্যত্বানধিকরণত্বসাধনেনাদ্বৈত-সত্যত্বে পর্য্যবসিত-মিতি ত্রৈবিধ্যাদ্বৈতস্তত্র তত্র প্রতিষ্ঠাপিতং তথা চ প্রক্ষেপাশঙ্ক্য সংপ্রদায়পরিচয়া-ভাবাদিতি দ্রষ্টব্যং। অনাত্মজাতস্য কল্পিতত্বেনাবস্তুত্ব-প্রতিপাদন-পরতয়া প্রথমপাদং ব্যাখ্যায় দ্বিতীয়পাদমাত্মনঃ সর্ব্বকল্পনাধিষ্ঠানস্যাকল্পিতত্বেন বস্তুত্বপ্রসাধনপরতয়া ব্যাকরোতি তথেতি! নন্বাত্মনঃ সদাত্মনো বিশেষেষু বিনাশিষু তদুপরক্তস্য বিনাশঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বিশিষ্টনাশেঽপি স্বরূপানাশস্যোক্তত্বান্মৈবমিত্যাহ সর্ব্বত্রেতি। নন্ কদাচিৎ অসদেব পুনঃ সত্ত্বমাপদ্যতে প্রাগসতো ঘটস্য জন্মনা সত্ত্বাভ্যুপগমাৎ সচ্চ কদাচিৎঅসত্ত্বং প্রতিপদ্যতে স্থিতিকালে সতো ঘটস্য পুনর্নাশে নাসত্ত্বাঙ্গীকারাদেবং সদসতোরব্যবস্থিতত্বা-বিশেষাদুভয়োরপি হেয়ত্বমুপাদেয়ত্বং বা তুল্যং স্যাদিতি তত্রাহ এবমিতি। তুশব্দো দৃষ্টশব্দেন সম্বধ্যমানো দৃষ্টিমবধারয়তি নহি প্রাগসতো ঘটস্য সত্ত্বমসত্ত্বে স্থিতে সত্ত্বপ্রাপ্তিবিরোধাদসত্ত্বনিবৃত্তিশ্চ সত্ত্বপ্রাপ্ত্যা চেৎ প্রাপ্তমিতরে-তরাশ্রয়ত্বমন্তরেণৈব সত্ত্বাপত্তিমসত্ত্বনিবৃত্তাবসত্ত্বমনবকাশি ভবেৎ এতেন সতোঽসত্ত্বা-পত্তিরপি প্রতিজ্ঞানীতেতি ভাবঃ। কথং তর্হি সতোঽসত্ত্বমসতশ্চ সত্ত্বং প্রতিভাতি ইত্যাশঙ্ক্য তত্ত্বদর্শনাভাবাদিত্যাহ তত্ত্বেতি। তস্য ভাবস্তত্ত্বং ন চ তচ্ছব্দেন পরা-মর্শযোগ্যং কিঞ্চিদস্তি। প্রকৃতং প্রতিনিয়তমিত্যাশঙ্ক্য ব্যাচষ্টে তদিত্যাদিনা। নন্ সদসত্তো রন্যথাত্বং কেচিৎ প্রতিপদ্যন্তে কেচিত্তু তয়োরুক্তনির্ণয়মনুসৃত্য তথাত্বমে-বাভিগচ্ছন্তি তত্র কেষাং মতমেষিতব্যমিতি তত্রাহ ত্বমপীতি ॥ ১৬ ॥

আভাস।

মিথ্যা, কেবল কার্য্যাকারে পরিণত অনুভবের বিষয় মাত্র বলিয়া, উপলব্ধি করিতে পারিব। অতএব তাহারা কেহই প্রকৃত সত্য নহে; কার্য্যাকারে পরিণত অনন্ত শক্তির নিরন্তর স্রোত মাত্র। সুতরাং অনিত্য ও ক্ষণধ্বংসী। অতএব তাহাদের সংসর্গে আমাদিগকে উৎকণ্ঠিত বা মোহিত হইবার কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই! ধৈর্য্য সহকারে একটু সহ্য করিলে, ক্ষণকালের মধ্যে তাহারা আপনা হইতেই সারিয়া যাইবে। এই নিমিত্ত মনীষিগণ পরিদৃশ্যমান পদার্থকে সদসত্

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

যেন ইদং প্রত্যক্ষেণ প্রতীতং সর্ব্বং দেহং ততং ব্যাপ্তং তৎ চিৎস্বরূপং আত্মানং তু অবিনাশি নাশাদি-রহিতং বিদ্ধি জানীহি! অব্যয়স্য অপক্ষয়-শূন্যস্য অস্য আত্মনঃ বিনাশং কশ্চিৎ জনঃ ন কর্ত্তুং অর্হতি যোগ্যো ভবতি ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিং পুনস্তৎ যৎ সদেব সর্ব্বদাস্তীতি উচ্যতে অবিনাশীতি। অবিনাশি ন বিনষ্টুং শীলমস্যেতি, তুশব্দোঽসতো বিশেষণার্থঃ। তদ্বিদ্ধি বিজানীহি।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নন্থ সদিতি সামান্যং স্বরূপং বা প্রথমে তস্য বিশেষ-সাপেক্ষতয়া প্রলয়-দশায়ামশেষবিশেষবিনাশে বিনাশঃ স্যাৎ ন চাত্মাদয়ো বিশেষাস্তদাপি সন্তীতি বাচ্যম্ আত্মাতিরিক্তানাং বিশেষাণাং কার্য্যত্বাঙ্গীকারাৎ প্রলয়াবস্থায়াম্ অনবস্থানাদাত্মনশ্চ সামান্যাত্মনো ধর্ম্মিত্বাৎ উক্তদোষাদ্দ্বিতীয়ে তু স্বরূপস্য ব্যাবৃত্তত্বে

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সংসারের প্রত্যেক পদার্থ বা ভাবের আবির্ভাব বা তিরোভাবের নিত্য সাক্ষী স্বরূপে অন্তর বা বাহিরে যিনি নিরন্তর ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই চৈতন্য-স্বরূপ আত্মাই অবিনাশী ও অব্যয় পদার্থ! ইহার নাশ বা ধ্বংস কেহই করিতে পারে না ॥ ১৭ ॥

আভাস।

অর্থাৎ সং সম্যক্ সরতি গচ্ছতি অর্থাৎ সরিয়া যায়; বা গচ্ছতি বলিয়া, জগৎ নামে আখ্যাত করিয়াছেন। এবং যে তাহার সমগ্র ভাব বা আকারকে প্রত্যক্ষত আদ্যোপান্ত সদ্ভাবে বা মিথ্যা বোধে অনুভব করে সেই আমিই সত্য; তাহার অভাব কখন অনুভূত হয় না। সুতরাং সেই আমিই সত্য ও চিরস্থায়ী। অবশিষ্ট স্ত্রী পুত্রাদি সকল পদার্থ এবং স্নেহ, প্রেম, সুখ ও দুঃখাদি ভাব-সমূহ অকিঞ্চিৎকর এবং মিথ্যা ও উপেক্ষণীয় ॥ ১৬ ॥

এক্ষণে অবিনাশী ও সত্য স্বরূপে বিদ্যমান আমি ভাবের লক্ষণ এই শ্লোকে করা হইয়াছে যথা; সকল ভাবে বা পদার্থে সর্ব্বতোভাবে যিনি আছেন, অথচ

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিম্? যেন সর্ব্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তং সদাখ্যেন ব্রহ্মণা সাকাশমাকাশেনেব ঘটাদয়ঃ। বিনাশমদর্শনং অভাবমব্যয়স্য। ন ব্যেতি উপচয়াপচয়ৌ ন যাতীত্যব্যয়ং তস্যাব্যয়স্য নৈতৎ সদাখ্যং ব্রহ্ম স্বেন রূপেণ ব্যেতি ন ব্যভিচরতি নিরবয়বত্বাৎ দেহাদিবৎ নাপ্যাত্মীয়েন আত্মীয়াভাবাৎ যথা দেবদত্তো ধনহান্যা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কল্পিতত্বাৎ বিনাশিত্বমনুবৃত্তত্বেন তস্যৈব সামান্যতয়া প্রশুক্তদোষামুশক্তিরিতি মত্বানশ্চোদয়তি কিং পুনরিতি। সামান্যবিশেষভাবশূন্যমখণ্ডৈকরসং সদেবেত্যাদি-শ্রুতিপ্রমিতং সর্ব্ববিক্রিয়ারহিতং বস্তু প্রকৃতং সদ্‌বিবক্ষিতমিত্যুত্তরমাহ উচ্যত ইতি। আত্মনঃ সদাত্মনো বিনাশরাহিত্যবিজ্ঞানে সর্ব্বজগদ্‌ব্যাপকত্বং হেতুমাহ যেনেতি। আত্মনো বিনাশাভাবে যুক্তিমাহ বিনাশমিতি। আত্মনো বিনাশমিচ্ছতা স্বতো বা পরতো বা নাশ তস্য ইষ্যতে নাদ্য ইত্যাহ অবিনাশীতি। দেহাদিদ্বৈতমসত্বুচ্যতে ততঃ সতো বিশেষণং স্বতো নাশরাহিত্যম্। তস্য দ্যোতকো নিপাত ইত্যাহ তুশব্দ ইতি। আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং বিশেষ্যং দর্শয়তি কিমিত্যাদিনা। বিমতমবিনাশি ব্যাপকত্বাদাকাশবৎ ন হি প্রমিতমেবোদাহরণং কিন্তু প্রসিদ্ধমপীতি ভাবঃ। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ বিনাশমিতি। ন খল্বস্য বিনাশং কর্ত্তুং কশ্চিদর্হতীতি সম্বন্ধঃ। বিনাশস্য সবিশেষত্ব-নিরবশেষত্বাভ্যাং বৈরাগ্যমাশ্রিত্য ব্যাকরোতি অদর্শনমিতি। ন কশ্চিদস্যাভাবং কর্ত্তুং শক্নোতীত্যত্র হেতুমাহ অব্যয়স্যেতি।

স্বামিকৃতটীকা

তত্র সৎস্বভাবমবিনাশি বস্তু সামান্যেনোক্তং বিশেষতো দর্শয়ত্যবিনাশি ত্বিতি! যেন সর্ব্বমিদমাগমাপায়-ধর্ম্মাত্মকং দেহাদি ততং সাক্ষিত্বেন ব্যাপ্তং তত্ত্বাত্মস্বরূপমবিনাশি বিনাশ-শূন্যং বিদ্ধি জানীহি! তত্র হেতুমাহ বিনাশমিতি ॥ ১৭ ॥

আভাস।

সেই সকল পদার্থ বা ভাবের আগমে বা অপগমে, উদয়ে বা বিলয়ে, জন্ম বা মৃত্যুতে যাহার উদয় বা নাশ, আগম বা অপগম, জন্ম বা মৃত্যু হয় না, সর্ব্বত্র সর্ব্ব পদার্থে সকলের আশ্রয়, কর্ত্তা ও সাক্ষীভাবে যিনি চির বিদ্যমান থাকেন, তিনিই প্রকৃত আত্মা আমি-পদ বাচ্য।

একটী প্রশস্ত নাট্য মন্দিরে দূর হইতে গীতধ্বনি শ্রবণে অগ্রসর হইয়া গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একজন বিখ্যাত গায়ক গান করিতেছেন। গীতধ্বনি তাঁহার অন্তর হইতে প্রস্ফুরিত হইয়া, সমগ্র গৃহাভ্যন্তর, প্রাঙ্গণ, এমন

শাঙ্করভাষ্যম্।

ব্যেতি নশ্যেবং ব্রহ্ম ব্যেতি। অতোঽব্যয়ন্তাস্য ব্রহ্মণো বিনাশং ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ন কশ্চিদাত্মানং বিনাশয়িতুং শক্নোতি ঈশ্বরোঽপি আত্মা হি ব্রহ্ম স্বাত্মনি চ ক্রিয়াবিরোধাৎ॥ ১৭॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ব্রহ্ম হি স্বরূপেণ ব্যেতি স্বসখণ্ডিনা বেতি বিকল্প্যাদ্যং দূষয়তি নৈতদিতি। ন হি নিরবয়বস্তু স্বাবয়বাপচয়রূপব্যয়ঃ সম্ভবতীত্যত্র বৈধর্ম্ম্যং দৃষ্টান্তমাহ দেহাদিবদিতি। দ্বিতীয়ং নিরস্যতি নাপীতি। তদেব ব্যতিরেক-দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি যথেতি। দ্বিবিধেঽপি ব্যয়াযোগে ফলিতমাহ অত ইতি। কিঞ্চ ব্রহ্ম পরতো ন নশ্যত্যাত্মত্বাদ্ ঘটবদিত্যাহ ন কশ্চিদিতি। আত্মত্বহেতোরসিদ্ধিমুদ্ধরতি আত্মা হীতি। তাদাত্ম্যশ্রুতিরত্র হীতি হেতুঃ ক্রিয়তে। অস্তু তর্হি স্বয়মেব ব্রহ্ম স্বাত্মনো নাশকমুদ্বন্ধনাদিদর্শনাৎ ন ইত্যাহ স্বাঽনীতি॥ ১৭॥

আভাস।

কি! বহির্দ্দেশে রাস্তা ঘাট ও দূর দেশ পর্য্যন্ত প্লাবিত হইয়া অভিনব ভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। যাঁহারা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেছে, তাহারা যেন কি অভিনব ভাবের সাক্ষাৎকারে মুগ্ধের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। গীত-ধ্বনিতে আচ্ছাদিতের ন্যায় যিনি গাহিতেছেন, তাঁহার হাব ভাব ও ভঙ্গির দ্বারা স্পষ্টত বুঝিলাম যে, গীতধ্বনিটী গায়কের নিজস্ব সম্পত্তি, যাহা তিনি চেষ্টা করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। সেই ধ্বনির ভিতর আবার ধ্বনিরই উপাদানে রচিত "দেহি! দীনে দরশন" প্রভৃতি স্ফোটরূপ শব্দ, কারুণ্য-রস, অমীয় পূর্ণ ভাব, তান, লয় প্রভৃতি বিচিত্র ভাবও অবিচ্ছিন্ন ধ্বনির অভ্যন্তরে কতই জন্মিতেছে! এবং কতই ক্ষণান্তরে সেই মূল ধ্বনিতেই বিলীন হইয়া যাইতেছে! কিন্তু তাহার কোন অংশই গায়কের অজ্ঞাতসারে ঘটিতেছে না। গীতির সকল অংশ ও ভাব গায়ক বুঝিয়া বাহির করিতেছেন এবং বাহির করিবার কালে এবং বাহির হইবার পরও কিরূপ হইল বা না হইল, তাহাও গায়ক বুঝিয়া গাইতেছেন। গান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, বুঝিয়া আরম্ভ করিয়াছেন; গীত ব্যাপার তাঁহার বুঝারূপ জ্ঞানেরই আশ্রয়ে বিকাশমান; এবং গানের নিবৃত্তিও তিনি বুঝিয়া করিলেন। এখানে জ্ঞানের আশ্রয়ে গানের ধ্বনি, শব্দ-যোজনা এবং কারুণ্যাদি রসের বিকাশ হইতেছে; অথচ গায়ক বুদ্ধি-পূর্ব্বক গানের সমস্ত অঙ্গ বুঝিতেছেন। অতএব গান যেমন জ্ঞানের আশ্রয়ে, অথচ জ্ঞানের দ্বারা যেমন গান ঢাকা,

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।

অন্বয়ঃ।

নিত্যস্য চিরবিদ্যমানস্য অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য প্রমাতীতস্য শরীরিণঃ আত্মনঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিং পুনস্তদসৎ যৎ স্বাত্মসত্তাং ব্যভিচরতীত্যুচ্যতে অন্তবন্ত ইতি। অন্তো বিনাশো

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সদসতোরনন্তরপ্রকৃতয়োঃ স্বরূপাব্যভিচারিত্বেন পরমার্থতয়া সন্নির্দ্ধারিতমিদানীং অসন্নির্দ্ধিধারয়িষয়া পৃচ্ছতি কিং পুনরিতি। অসদেবেতি নির্দ্ধারিতত্বাৎ প্রশ্নস্য নিরবকাশত্বমাশঙ্ক্য শূন্যং ব্যাবর্ত্ত্য বিবক্ষিতমসন্নির্দ্ধারয়িতুং তস্য সাবকাশত্বমাহ

স্বামিকৃতটীকা।

আগমাপায়-ধর্ম্মকং সন্দর্শয়তি অন্তবন্ত ইতি। নিত্যস্য সর্ব্বদৈকরূপস্য অত-

---

অতএব নিত্য অনুভব-মূর্ত্তিতে বিদ্যমান আমি স্বরূপ দেহীর দেহই কেবল অন্তবিশিষ্ট; অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু হ্রাস বৃদ্ধি অপচয় বা উপচয় প্রভৃতি বিকৃত ভাবের অধীন। দেহীর নাশ বা ক্ষয়

আভাস।

সেইরূপ বুঝিয়া করা এবং করিয়া বুঝা, সেই বুঝিভাব আমির কোনরূপে এবং কখন বিনাশ হয় না; বুদ্ধির সকল ভাব বা অবয়ব বিনষ্ট হইলেও, বুঝি আমি-ভাবের বিনাশ ঘটে না। সেই আমিই চিদানন্দ-স্বরূপ জ্ঞান-মূর্ত্তিতে যেমন আমার এই ভোগায়তন দেহে উলুত প্লুতভাবে বিরাজ করিতেছেন, আবার এই অখণ্ড অনন্ত অসীম ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপ্ত হইয়া, যিনি সৃষ্টিকালে বিরাজ করিতেছেন এবং গানের নিবৃত্তিতে গায়কের বিশ্রাম করিবার ন্যায়, যিনি প্রণবরূপ অনাহত ধ্বনির বিকাশে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একবার বিকশিত করত পুনঃ প্রলয়ে আপনাতে সমস্ত লীন করিয়া, যোগ-নিদ্রায় অবস্থানের ন্যায়, বিশ্রাম করেন, তিনিই পরম পুরুষ পরমাত্মা পূর্ণ চৈতন্য-বিগ্রহ নারায়ণ॥ ১৭॥

এই শ্লোকে আত্মার নিত্য সত্য বুদ্ধ শুদ্ধ মুক্ত স্বরূপের প্রতিপাদন এবং আত্মা ব্যতীত দেহ ও দেহ-জাতীয় ভাব-সমূহের নিরন্তর পরিবর্ত্তন-ভাবের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত দেহের বাল্য যৌবন ও জরাদি সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি কত প্রকার পরিবর্ত্তনের কুহক যে দৈনন্দিন-জীবনে প্রতীত হয়, তাহা বর্ণনাতীত। তবে এই

অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্‌যুদ্ধস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।

ইমে দেহাঃ অন্তবন্তঃ উক্তাঃ; তস্মাৎ মোহজং অজ্ঞানং ত্যক্ত্বা হে ভারত! যুদ্ধস্ব স্বধর্ম্মং মা ত্যজ কর্ত্তব্যং কুরু ইতি ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিদ্যতে যেষাং তে অন্তবন্তঃ; যথা মৃগতৃষ্ণিকাদৌ সদ্বুদ্ধিরনুবৃত্তা, প্রমাণনিরূপণান্তে বিচ্ছিদ্যতে, স তস্যা অন্তঃ; তথা ইমে দেহা স্বপ্নমায়াদিবৎ চ অন্তবন্তো নিত্যস্য শরীরিণঃ শরীরবতোঽনাশিনোঽপ্রমেয়স্য আত্মনোঽন্তবন্ত ইত্যুক্তা বিবেকিভিরিত্যর্থঃ। নিত্যস্য অনাশিন ইতি ন পুনরুক্তং; নিত্যত্বস্য দ্বিবিধত্বাল্লোকে নাশস্য চ যথা দেহো

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যৎ ত্বাত্মেতি। দেহাদেরনাত্মবর্গস্য প্রকৃতাসচ্ছব্দবিষয়ত্বেত্যাহ উচ্যত ইতি। তেষাং স্বাতন্ত্র্যং ব্যাদস্যতি নিত্যস্যেতি। আকাশাদিব্যাবৃত্ত্যর্থং বিশিনষ্টি শরীরিণ ইতি। পরিণামনিত্যত্বং ব্যবচ্ছিনত্তি অনাশিন ইতি। তস্য প্রত্যক্ষাদ্যবিষয়ত্বমাহ অপ্রমেয়স্যেতি। দেহাদেরবস্তুত্বাদাত্মনশ্চৈকরূপত্বাদ্ যুদ্ধে স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তস্যাপি তব ন

স্বামিকৃতটীকা।

এব অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য অপরিচ্ছিন্নস্য আত্মন ইমে সুখদুঃখাদিধর্ম্মকা দেহা উক্তা তত্ত্বদর্শিভিঃ, যস্মাদেব আত্মনো ন বিনাশো ন চ সুখদুঃখাদিসম্বন্ধঃ তস্মান্মোহজং শোকং ত্যক্ত্বা যুদ্ধস্ব স্বধর্ম্মং মা ত্যাক্ষী রিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

ব্যয়াদি হয় না এবং ইহাকে ইন্দ্রিয়াদি করণ-গ্রামের দ্বারা নির্ণয় করাও যায় না! সুতরাং তুমি প্রত্যক্ষে জীবাত্মাকে অবধারণ করিতেও পারিতেছ না। অতএব তুমি আত্মনাশ ভয়ে ভীত হইয়া মর্ম্মাহত হইও না। ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য কর্ম্ম যুদ্ধে মনোযোগ কর! ॥ ১৮ ॥

আভাস।

সমস্ত ভাব বা ব্যাপার একবার দেখা দেয় এবং পরক্ষণে চলিয়া যায়; স্থায়ীভাবে কোনটীই কখন থাকিতে পারে না। বাল্যভাব আসিল; ক্রমশঃ বাল্যেরও শ্রীবৃদ্ধি হইল এবং পরক্ষণে বাল্যেরও বিনাশে যৌবনের জন্ম দেখা দিল। কাল-ক্রমে যৌবন-ভাবেরও যৌবন-পদবী প্রাপ্তিতে কতই বিকৃতি ঘটিল! আবার যৌবনের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়া, প্রৌঢ়ত্বের আগমন অনুভূত হয়। কিছুকাল পরে প্রৌঢ়ত্বেরও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় এবং জরা ধীরে ধীরে আসিয়া দেখা

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভস্মীভূতঃ অদর্শনং গতো নষ্ট উচ্যতে বিদ্যমানোঽপি যথা অন্যথা পরিণতো ব্যাধ্যাদিযুক্তো জাতো নষ্ট উচ্যতে তত্র অনাশিনো নিত্যস্যেতি দ্বিবিধেনাপি নাশেন অসম্বন্ধোঽস্যেত্যর্থঃ; অন্যথা পৃথিব্যাদিবদপি নিত্যত্বং স্যাদাত্মনস্তন্মাভূদিতি নিত্যস্যানাশিনো নেত্যাহ অপ্রমেয়স্য ন প্রমেয়স্য প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈরপরিচ্ছেদ্যস্যেত্যর্থঃ। নম্বাগমেনাত্মা পরিচ্ছিদ্যতে প্রত্যক্ষাদিনা চ পূর্ব্বং নাত্মনঃ স্বতঃ সিদ্ধত্বাৎ। সিদ্ধে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

হিংসাদিদোষসম্ভাবনেত্যাহ তস্মাদিতি। ননু দেহাদিষু সদ্বুদ্ধেরনুবৃত্তেস্তস্যা বিচ্ছেদাভাবাৎ কথমন্তবত্ত্বং তেষামিষ্যতে তত্রাহ যথেতি। তথেমে দেহাঃ সদ্বুদ্ধিভাজোঽপি প্রমাণতো নিরূপণায়াং অবসানে বিচ্ছেদাদন্তবন্তো ভবন্তীতি শেষঃ। দেহত্বাদিনা চ জাগ্রদ্দেহাদেরন্তবত্ত্বং সম্প্রতিপন্নবদনুমাতুং শক্যমিত্যাহ স্বপ্নেতি। শরীরাদেরন্তবত্ত্বেঽপি প্রবাহরূপেণ আত্মন স্তৎসম্বন্ধস্য অনন্তত্বমাশঙ্ক্যাহ নিত্যস্যেতি। প্রবাহস্য প্রবাহিব্যতিরেকেণানিরূপণান্ন তদাত্মনা দেহাদ্যভাবে সম্বন্ধসিদ্ধিরিত্যভিসন্ধায়োক্তং বিবেকিভিরিতি। পদদ্বয়স্যৈকার্থত্বমাশঙ্ক্য নিরস্যতি নিত্যস্যেত্যাদিনা। নিত্যত্বস্য দ্বৈবিধ্যসিদ্ধ্যর্থং নাশ দ্বৈবিধ্যং প্রতিজ্ঞাতং প্রকটয়তি যথেত্যাদিনা। নাশস্য নিরবশেষত্বেন সবিশেষত্বেন চ সিদ্ধে দ্বৈবিধ্যে ফলিতমাহ তত্রেতি। বিশেষণাভ্যাং কূটস্থনিত্যত্বং আত্মনো বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ। অন্যতরবিশেষণমাত্রোপাদানে পরিণামিনিত্যত্বমাত্মনঃ শক্যেতেত্যনিষ্টাপত্তিমাশঙ্ক্যাহ অন্যথেতি। ঔপনিষদত্ববিশেষণমাশ্রিত্যাপ্রমেয়ত্বমাক্ষিপতি নন্বিতি। ইতশ্চাত্মনো নাপ্রমেয়ত্বমিত্যাহ প্রত্যক্ষাদিনেতি। তেন চাগমপ্রবৃত্ত্যপেক্ষয়া পূর্ব্বাবস্থায়ামাত্মৈব পরিচ্ছিদ্যতে তস্মিন্নেব

আভাস।

দেয়! আবার এই প্রত্যেক দেহনিষ্ঠ অবস্থার মধ্যে কত প্রকার উত্তেজনা, উৎসাহ, অবসাদ, ঘৃণা, লজ্জা প্রভৃতি মনোগত ভাবেরও উদয় এবং অস্ত যে অনুভূত হইল, তাহার পরিসীমা নাই। কত রোগ, কত শোক, কত হাস্য, কত ক্রন্দন যে জীবনে ভোগ করিলাম, তাহার অন্ত পাই নাই। কোথা হইতে তাহারা সকলে যে আসিয়াছিল এবং ক্রম-পরিণামে যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কে তাহার নিরূপণ করে! এক্ষণে এই বৃদ্ধ জীবনে সেই সকল ব্যাপারের কথা মনে করিলে, বিস্মিত হইতে হয়। তাহারা সকলে যে যতই আসুক, চলিয়া গিয়াছে; একটীও নাই! কিন্তু যে তাহাদিগকে সুখের দৃষ্টিতে বা দুঃখের চক্ষে দেখিয়াছিল বা অনুভব করিয়াছিল, সেই আমি কিন্তু চিরকাল

শাঙ্করভাষ্যম্।

হ্যাত্মনি প্রমাতরি প্রমিৎসোঃ প্রমাণান্বেষণা ভবতি ন হি পূর্ব্বমিত্থমহমিত্যাত্মানং অপ্রমায় পশ্চাৎ প্রমেয়-পরিচ্ছেদায় প্রবর্ত্ততে। ন হ্যাত্মা নাম কস্যচিদপ্রসিদ্ধো-ভবতি। শাস্ত্রং ত্বন্ত্যং প্রমাণং অতদ্ধর্ম্মাধ্যারোপণ-মাত্র নিবর্ত্তকত্বেন প্রমাণত্বমাত্মনি প্রতিপদ্যতে ন ত্বজ্ঞাতার্থজ্ঞাপকত্বেন; তথাচ শ্রুতিঃ "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম; য আত্মা সর্ব্বান্তর" ইতি। যস্মাদেবং নিত্যোঽবিক্রিয়শ্চ আত্মা তস্মাৎ যুদ্ধস্ব যুদ্ধাদুপরমং মাকার্ষী রিত্যর্থঃ। ন হ্যত্র যুদ্ধকর্ত্তব্যতা বিধীয়তে। যুদ্ধে প্রবৃত্ত এব হ্যসৌ শোক-মোহপ্রতিবদ্ধ স্তূষ্ণীমাস্তে২ত স্তস্য কর্ত্তব্যপ্রতিবন্ধাপনয়নমাত্রং ভগবতা ক্রিয়তে, তস্মাদ্ "যুদ্ধস্বে"ত্যনুবাদমাত্রং ন বিধিঃ॥ ১৮॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অজ্ঞানত্ব-সম্ভবাদজ্ঞাত-জ্ঞাপকং প্রমাণমিতি চ প্রমাণলক্ষণাদিত্যর্থঃ। এতদপ্রমেয়-মিত্যাদিশ্রুতিমনুসৃত্য পরিহরতি নেত্যাদিনা। কথং মানমনপেক্ষ্যাত্মনঃ সিদ্ধ-ত্বমিত্যাশঙ্ক্যোক্তং বিবৃণোতি সিদ্ধে হীতি। প্রমিৎসোঃ প্রমেয়মিতি শেষঃ। তদেব ব্যতিরেকমুখেন বিবদয়তি ন হীতি। আত্মনঃ সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধত্বাচ্চ তস্মিন্ন প্রমাণমন্বেষণীয়মিত্যাহ ন হ্যাত্মেতি। প্রত্যক্ষাদেরনাত্মবিষয়ত্বাৎ তত্র চাজ্ঞাতজ্ঞাত-তায়া ব্যবহারসম্ভবাৎ তৎপ্রামাণস্য চ ব্যাবহারিকত্বাৎ শিষ্টে তৎপ্রবৃত্তাবপি কেবলে তদপ্রবৃত্তে র্যদ্যপি নাত্মনি তৎ প্রামাণ্যং তথাপি তদ্বিতশ্রুত্যা শাস্ত্রস্য তত্র প্রবৃত্তির-বশ্যম্ভাবিনীত্যাশঙ্ক্যাহ শাস্ত্রন্থিতি। শাস্ত্রেণ প্রত্যগ্ভূতে ব্রহ্মণি প্রতিপাদিতে

আভাস।

একই আকারে বিদ্যমান রহিয়াছি। যেমন গৃহস্থিত দীপ সন্নিধানে গায়ক বাদক, শ্রোতা, সদস্য এবং কর্ত্তা নামে যে যতই যে ভাবের বেশ পরিধানে আসুন! আলোক তাঁহাদের প্রত্যেকটীকে তাঁহাদের স্বরূপের প্রকাশ করত বিদ্যমান থাকে; পদার্থের হ্রাস, বৃদ্ধি বা চলনাদিতে আলোকের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, সেইরূপ দেহের বিচিত্র পরিণামের নিরন্তর পরিচয় থাকিলেও, জীবের স্বরূপ-চৈতন্য আত্মার কোনরূপ পরিণাম বা উৎপত্তি বিনাশাদি নাই। সর্ব্বসাক্ষী নিরাময় বেশে আত্মার অস্তিত্ব এই দেহে নিরন্তরই উপলব্ধ হইয়া থাকে; কারণ জীবাত্মা নিত্য সত্য বস্তু। দেহাদি ভাব-সমূহ অনিত্য ও ক্ষণধ্বংসী পদার্থ। ইহাদের ধ্বংস ইহাদের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই নির্ণীত আছে। এই দেহ বা তাহার অবস্থার পরিচয় যাহার পর যাহা হইবার ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতে নির্ণীত

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রমাত্রাদিবিভাগস্য ব্যাবৃত্তত্বাহ্যক্রমস্যান্তত্বমপৌরুষেয়তয়া নির্দোষত্বাচ্চাগমস্য প্রামাণ্যমিত্যর্থঃ। তথাপি কথমস্য প্রত্যগাত্মনি প্রামাণ্যং তস্য স্বতঃ সিদ্ধত্বেনা-বিষয়ত্বাদজ্ঞাতজ্ঞাপনাযোগাদিত্যাশঙ্ক্য স্বতো ভাসমানোঽপি প্রতীচৌ মনুষ্যোঽহং কর্ত্তাহমিত্যাদিনা মনুষ্যত্ব-কর্ত্তৃত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মাণামধ্যারোপণেনাত্মনি প্রতীয়মানত্বাৎ তন্মাত্রনিবর্ত্তকত্বেনাত্মনো বিষয়ত্বমনাপাদ্যৈব শাস্ত্রং প্রামাণ্যং প্রতিপদ্যতে সিদ্ধস্য নিবর্ত্তিকত্বাদিতি ন্যায়াদিত্যাহ অতদ্ধর্ম্মেতি। ঘটাদাবিব স্ফুরণাতিশয়জনকত্বেন কিমিত্যাত্মনি শাস্ত্রপ্রামাণ্যং নেষ্টমিত্যাশঙ্ক্য জড়ত্বাজড়ত্বাভ্যাং বিশেষাদিতি মত্বাহ নত্বিতি। ব্রহ্মাত্মনোরনপেক্ষামন্তরেণ স্বতঃ স্ফুরণে প্রমাণমাহ তথা চেতি। সাক্ষাদন্যাপেক্ষামন্তরেণাপরোক্ষাদপরোক্ষস্ফুরণাত্মকং যদ্ব্রহ্ম ন চ তস্যাত্মনো-

আভাস।

আছে, অবশ-ভাবে সেই সকল গুলিই ঘটিয়া চলিতেছে। আত্মা কিন্তু নিরাময় বেশে সেই সকলের সাক্ষী স্থানীয় হইয়া, সকল গুলিকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন মাত্র। ক্রমান্বয়ে যাবতীয় ধর্ম্ম, যাহার যেখানে যেরূপে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, কে যেন অন্তরাল হইতে সেগুলিকে প্রকাশিত করিতেছে! এবং দেহী আত্মা অবশ ভাবে সেগুলিকে উপভোগ করিতেছেন। মূত্র বা পুরীষ ত্যাগের বেগ কেন যে আসিল, দেহী জীবাত্মার তাহা নিরূপণের সামর্থ্য নাই; অবশ-ভাবে সে সমস্তই ঘটিবে! আত্মা দেহী কেবল সাক্ষী হইয়া তাহা অনুভব করিবেন মাত্র; তাহার কোনটীর কোনরূপ অন্যথা করিবার যোগ্যতা তাঁহার নাই!

অতএব কেবল ভোগের দ্বারাই যদি ভোক্তা জীবাত্মাকে অনুভব করিতে হয়, এবং তিনি যদি নিত্য সিদ্ধবেশে এই দেহে অবস্থান পূর্ব্বক দেহের যাবতীয় বাল্য যৌবনাদি অবস্থা এবং তদুপযোগী অনুকূল বা প্রতিকূল ভাব সমূহকে সাক্ষীরূপে অনুভব করা ব্যতীত তাহার অন্যথা করিবার যোগ্যতা না থাকে, তখন এই সমরানলের প্রয়োজন, তোমার তদুপযুক্ত বয়স, বল এবং বিক্রমাদি সম্বন্ধও ত তোমার অধীনে নহে! প্রত্যেক ক্ষুৎপিপাসাদি, বা বিষ্ঠা মূত্রাদির পরি-ত্যাগরূপ ব্যাপারে প্রতিবন্ধক না করিয়া, বরং তাহার অনুমোদনে দেহধারী জীবকে যখন কার্য্য করিতে হয়; বরং তজ্জনিত সুখ বা দুঃখাদির প্রতি দৃষ্টি করাও অবিধেয়! তখন তোমার এই দেহের পক্ষে যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত অবসর সেইরূপ উপস্থিত হইয়াছে; তুমি এই দেহাধিষ্ঠিত দেহী আত্মা, তৎতৎ কার্য্যের

যএনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।

যঃ জনঃ এনং আত্মানং হন্তারং বেত্তি, যঃ চ এনং হতং মন্যতে তৌ উভৌ জনৌ অয়ং আত্মা ন কেনচিৎ হন্যতে নাপি কং হন্তি ইতি ন বিজানীতঃ। অতঃ তৌ অনভিজ্ঞৌ এব ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

রর্থান্তরত্বং সর্ব্বাভ্য[illegible]র সর্ব্ববন্ধসারত্বাত্তমাত্মানং ব্যাচক্ষেতি যোজনা! অপ্রমেয়ত্বেনাবিনাশিত্বং প্রতিপাদ্য ফলিতং নিগময়তি যস্মাদিতি। স্বধর্ম্মনিবৃত্তিহেতুনিষেধে তাৎপর্য্যং দর্শয়তি যুদ্ধ্যাদিতি। আত্মনো নিত্যত্বাদিস্বরূপমুপপাদ্য যুদ্ধকর্ত্তব্যত্ববিধানাৎ জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়োঽত্র ভাতীত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি। যুদ্ধস্বেতি বচনাত্তৎপ্রবর্ত্তকত্ববিধিরশ্চীত্যাশঙ্ক্যাহ যুদ্ধ ইতি। কথং তর্হি, কথং ভীষ্মমহমিত্যাদ্যর্জ্জুনস্য যুদ্ধোপরমপরং বচনমিতি তত্রাহ শোকেতি। যদি স্বতো যুদ্ধে প্রবৃত্তিঃ তর্হি ভগবদ্বচনস্য কা গতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ তস্যেতি। ভগবদ্বচনস্য প্রতিবন্ধনিবর্ত্তকত্বে সত্যর্জ্জুনপ্রবৃত্তেঃ স্বাভাবিকত্বে ফলিতমাহ তস্মাদিতি ॥ ১৮ ॥

দেহের বিনাশে যে আত্মার নিধন মনে করে এবং দেহকে বিনষ্ট করিয়া জীবাত্মাকে নিহত করিলাম বলিয়া যে মনে করে, সেই হত এবং হনন-কারী উভয়ের মধ্যে কেহ অবধারণ করিতে পারে না যে, আত্মাকে কেহ কখন মারিতে পারে না এবং আত্মাও কখন মরে না। ১৯ ॥

আভাস।

অনুমোদনে দেহকে সেই সেই যুদ্ধাদি কার্য্যে উপযুক্তরূপে ব্রতী রাখাই কর্ত্তব্য। যখন দৈহিক ও বাহ্যিক ঘটনার উপর দ্রষ্টাভাবে বিদ্যমান থাকা ব্যতীত, অন্যথা করিবার যোগ্যতা জীবের নাই, তখন যে কার্য্য সাধনের জন্য তোমার দেহ প্রস্তুত হইয়াছে, তদনুকূলে অনুমোদন না করিলে, তোমার দেহ-সৃষ্টি যিনি যে উদ্দেশ্যে করিয়াছেন, বরং তাহার ব্যাঘাত করিয়া তুমি পাপভাগীই হইবে মাত্র। অতএব পূর্ব্বকথিত "সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা" প্রভৃতি ভাবের অনুসরণে নিস্পৃহ ও নিরহঙ্কারীর ন্যায়, বিশ্বনিয়ন্তার কর্ম্মে আপনাকে নিযুক্ত রাখা কি তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে? এই বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধার্থই পরামর্শ দিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

শোকমোহাদিসংসারকারণনিবৃত্ত্যর্থং গীতাশাস্ত্রং ন প্রবর্ত্তকমিত্যেতৎ পার্থস্য সাক্ষীভূতে শ্চাবানিনায় ভগবান্ যত্তু মন্যসে যুদ্ধে ভীষ্মাদয়ো ময়া হন্যন্তে অহমেব তেষাং হন্তেত্যেবা বুদ্ধির্ম্মৃষৈব তে কথং য এনমিতি। য এনং প্রকৃতং দেহিনং বেত্তি বিজানাতি হন্তারং হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তারং যশ্চৈনমন্যো মন্যতে হতঃ দেহ-হননেন

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধীত্যত্র পূর্ব্বার্দ্ধেন তৎপদার্থ-সমর্থনমু [illegible] নিরীশ্বরবাদস্য পরিণামবাদস্য বা নিরাকরণমাত্মনি জন্মাদি প্রতিভানস্যৌপচারিকত্বপ্রদর্শনার্থ-মন্তবন্ত ইত্যাদিবচনমিতি কেচিৎ, অস্তু নামায়মপি পন্থাঃ, পূর্ব্বোক্তস্য গীতাশাস্ত্রার্থ-স্যোৎপ্রেক্ষামাত্রমূলত্বং নিরাকর্ত্তুং মন্ত্রদ্বয়ং ভগবানানীতবানিতি শ্লোকদ্বয়স্য সঙ্গতিং দর্শয়তি শোকমোহাদীতি। তত্র প্রথম-মন্ত্রস্য সঙ্গতিমাহ যত্বিতি। প্রত্যক্ষনিবদ্ধ

স্বামিকৃত টীকা।

তদেবং ভীষ্মাদিমৃত্যুনিমিত্তঃ শোকো নিবারিতঃ যচ্চাত্মনো হন্তৃত্বনিমিত্তং দুঃখ-মুক্তং এতান্ হন্তুমিচ্ছামীত্যাদিনা, তদপি তদ্বদেব নির্নিমিত্তমিত্যাহ য এনমিতি। এনমাত্মানমাত্মনো হননক্রিয়ায়াং কর্ম্মত্ববৎ কর্ত্তৃত্বমপি নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতু-র্নায়মিতি ॥ ১৯ ॥

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ বাক্য গীতাশাস্ত্র অনুপম যুক্তিমূলক ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার দ্বারা অর্জ্জুনের শোক বা মোহের অপনোদন হইতে পারে সত্য! কারণ জীবাত্মার চির অস্তিত্ব অবধারিত হইলে, ভীষ্ম দ্রোণাদির নিধন-জনিত শোক বা মোহাদিতে অভিভূত হওয়া উচিত নহে; কারণ সকল প্রাণীর পক্ষে কোন না কোন কারণে মৃত্যু অপরিহার্য্য, ইহা গীতাবাক্যে অবধারিত হইল সত্য! কিন্তু সেই গীতা বাক্যত ব্যক্তিবিশেষের যুক্তিপূর্ণ বাক্য মাত্র! পাছে ইহার কোন প্রামাণ্য নাই বলিয়া সন্দেহ উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত ভগবান্ হৃষীকেশ এই তাৎপর্য্যের অনুকূলে দুইটা বেদোক্ত ঋক্ মন্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন; যথা, "য এনং বেত্তি হন্তারং", ও ন জায়তে ম্রিয়তে বা ইতি।

হে অর্জ্জুন! দেহের অবয়ব বিশেষে ক্ষতাদির উদয় হইলে, যেমন দেহীর ক্ষত বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিনাশ স্বীকার করা হয় না, কারণ সম্পূর্ণ, অর্থাৎ সর্ব্বাবয়ব-বিশিষ্ট দেহের অস্তিত্ব কালে দেহী যেমন আপনাকে "আমি"

শাঙ্করভাষ্যম্।

হতোঽহমিতি হননক্রিয়ায়াঃ কর্ম্মভূতং তাবুভৌ ন বিজানীতো"ন জ্ঞাতবন্তৌ অবিবেকেনাত্মানমহং'প্রত্যয়বিষয়ং হন্তাহং হতোঽস্ম্যহমিতি দেহ-হননেন আত্মানং যৌ বিজানীত স্তাবা ম্বস্বরূপানভিজ্ঞাবিত্যর্থঃ, যস্মান্নায়মাত্মা হন্তি ন হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তা ভবতি, ন চ হন্যতে ন চ কর্ম্ম ভবতীত্যর্থঃ; অবিক্রিয়ত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ত্বাদমুখ্যাবুদ্ধে র্মৃষাত্বং অমুক্তং ইত্যাক্ষিপতি কথমিতি। প্রত্যক্ষস্য অজ্ঞানপ্রসূতত্বেনাভাসত্বাৎ তৎকৃতা বুদ্ধি র্ন প্রমেতি পরিহরতি য এনমিতি। হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং ইত্যাস্তামুচমর্থতো দর্শয়িত্বা ব্যাচষ্টে য এনমিতি। হন্তারং হতঞ্চাত্মানং

আভাস।

বলিয়া অবধারণ করিতেছিল, পরে কোন একটী অবয়বের ছেদনাদিতে তাহার অভাব ঘটিলে, আপনাকে আমি বলিতে বা ভাবিতে ত্রুটি করে না। বালিকা বাল্যাবস্থায় যেমন আমি বলিয়া আপনাকে ভাবিত, যুবতী অবস্থায় প্রধান অঙ্গ দুইটী পয়োধরের উদয়েও আপনাকে পূর্ব্ববৎ আমি বলিতে বা ভাবিতে শঙ্কিত হয় না। অতএব দেহের রোগে বা শোকে, ক্ষয়ে বা নাশে এবং জন্ম বা মৃত্যুতে দেহী আত্মার কোন সংস্রব থাকে না; আমি মরি বা জন্ম গ্রহণ করি বলা, কেবল দেহের ঐ ঐ ভাবের উপলক্ষে মাত্র।

হুগলি জেলার অধীনে কোন এক গ্রামে একজন দস্যুব্যবসায়ী সম্পত্তিপন্ন লোক বাস করিতেন। তাঁহার কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। তিনি কতকগুলি দুর্দান্ত ডাকাইতকে প্রতিপালন করিতেন। একদিন একজন যুবা ব্রাহ্মণ নিজ কন্যার বিবাহ উপলক্ষে প্রায় ১২০০ বার শত টাকা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা হইতে নিজ বাটীতে যাইতে ছিলেন। ব্রাহ্মণ অতি ধার্ম্মিক পণ্ডিত এবং চরিত্রবান্ ব্যক্তি। বড় বড় তালগাছ পরিবেষ্টিত একটী বিস্তীর্ণ সরোবর নয়নগোচর করিয়া, ব্রাহ্মণ যুবা স্নান সন্ধ্যা ও তর্পণাদি করিয়া কিছু জলযোগের অভিপ্রায়ে তথায় গমন করিলেন; এবং স্নানান্তে সন্ধ্যা করিতেছেন, এমন সময় চারিটী দস্যু তথায় গিয়া তাঁহাকে বলিল, ঠাকুর! সঙ্গে কি আছে? ও পুঁটুলিতে কি? সত্বর বল! যুবা বলিলেন, বারশত টাকার নোট আছে; কন্যাটির বিবাহ দিতে হইবে। দস্যু বলিল, দাও! ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে তাহা প্রদান করিলেন। কিন্তু দস্যুগণ বলিল, সত্বর সন্ধ্যা পূজা সারিয়া লউন! আপনার জীবন থাকিবে না। ব্রাহ্মণ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মন্যমানস্য কথমজ্ঞানমিত্যাশঙ্ক্যাহ হন্তাহমিতি। হন্তৃত্বাদিজ্ঞানমজ্ঞানমিত্যত্র হেতুমাহ যস্মাদিতি। আত্মনো হননং প্রতি কর্তৃত্ব-কর্মত্বয়োরভাবে হেতুং দর্শয়তি অবিক্রিয়ত্বাদিতি ॥ ১৯ ॥

আভাস।

বলিলেন, বাবা! আরত আমার কিছুই নাই! গৃহে বৃদ্ধ পিতামাতা, স্ত্রী এবং একটী কন্যা ও একটী মাত্র পুত্র আছে; ইহাদের ভরণ পোষণ একলা আমাকেই করিতে হয়! তোমরা আমার জীবন ভিক্ষা দাও! উত্তরে দস্যুগণ বলিল, মনিবের হুকুম ব্যতীত আপনাকে ছাড়িয়া দিবার ক্ষমতা আমাদের নাই! তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, জীবন ভিক্ষা পাইতে পারেন! আমাদের আপত্তি নাই! তখন উক্ত যুবা সেই দস্যু চতুষ্টয়ের সহিত সেই দস্যুপতির গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং দস্যুপতির চরণ ধরিয়া মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রবণে দস্যুপতির পত্নী উপর-তলা হইতে নামিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রবীণা রমণীকে দেখিবা মাত্র ব্রাহ্মণযুবা "মা! আমাকে রক্ষা কর"। বলিয়া মা মা শব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। দস্যুরমণী একজন ধনবান্ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা। স্বচক্ষে স্বামীর ভীষণ ব্যবহার প্রত্যক্ষ, করিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলেন এবং কাতরকণ্ঠে স্বামীকে অনুনয় করিয়া বলিলেন, দেখ! তোমার ধন সম্পত্তির কোন অভাব নাই! আমার এত বয়স হইল, এখনও একটী সন্তানের মুখ দেখি নাই! এই শ্রীমান্ ব্রাহ্মণ-কুমার আমাকে "মা" মা" বলিয়া বারংবার ডাকিতেছে। দেখ! এই আমার পুত্র! আমি তোমার নিকট ইহার প্রাণভিক্ষা করিতেছি! তুমি ইহার জীবন রক্ষা করিয়া, আমাকে পুত্রবতী কর! দস্যুপতি বলিলেন, আমি ইহাকে ছাড়িয়া দিলেই, বিপদে পড়িব! এতৎশ্রবণে ব্রাহ্মণ-যুবা তৎক্ষণাৎ প্রবীণার চরণে মস্তক রাখিয়া মা মা শব্দে রোদন করত অশ্রুজলে চরণ ভিজাইয়া ফেলিলেন। প্রবীণা যুবার রোদনে অত্যন্ত কাতরা হইয়া স্বয়ং রোদন করিতে করিতে স্বামীর চরণ ধারণে বলিলেন, দেখ! এ আমার সন্তান হইলে, কি তোমার সন্তান হইল না! যুবাটীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বাবা! আমি যেমন তোমার মা হইলাম, এই আমার স্বামীও আজ হইতে তোমার পিতা হইলেন। অতএব তুমি এ সব কথা কাহাকেও প্রকাশ না করিয়া, প্রকৃত জনক-জননীর ন্যায়, আমাদের উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি রাখিবে ত? তখন যুবা দস্যুপতির

আভাস।

চরণে মস্তক রাখিয়া, বাবা! বাবা! বলিয়া সম্বোধন করত রোরুদ্যমান কণ্ঠে বলিল, পিতঃ! আপনি আমার ভয়ত্রাতা পিতা! আমি কিছুতেই এ কথা প্রকাশ করিব না! চির-কাল আপনাদের প্রতিপাল্য পুত্র থাকিয়া আপনাদের সেবা করিব! এবং আমি ব্রাহ্মণ! প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, জন্মদাতা জনক জননীর প্রতি যেরূপ আস্থা ও ভক্তি সহকারে তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, ভয়ত্রাতা এবং জীবন-দাতা আপনাদিগকেও সেইরূপ পিতামাতা জ্ঞানে ভক্তি ওশ্রদ্ধা করিতে কখনই ত্রুটি করিব না। তখন প্রবীণা সেই যুবার হস্ত দুইটী ধরিয়া স্বামীর করে সমর্পণ করত বলিলেন, এখন তুমি ইহাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিলে ত। দস্যুপতি বলিলেন, আচ্ছা! আমি স্বীকার করিলাম! এবং দস্যুগণকে বলিলেন, যাও! ইহাকে লইয়া যাও! এবং পথ দেখাইয়া ছাড়িয়া দাও! ব্রাহ্মণের কাতরোক্তিতে কেবল প্রবীণাই যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এমন নহে; দস্যু চতুষ্টয়কেও বিশেষ দুঃখিত হইতে হইয়াছিল। দস্যুপতির আদেশে সকলেই সন্তুষ্ট হইল। দস্যুগণ যুবাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলে, দস্যুপতি তাহাদিগকে যুবা এবং নিজ পত্নীর অজ্ঞাতসারে যুবার প্রাণবধের ইঙ্গিত করিয়া দিলেন। যুবাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া গিয়া, দস্যুগণ যুবাকে বলিল, ঠাকুর! এখন আপনার ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করুন! আমরা আপনাকে নিহত করিব! এই বলিয়া স্ব স্ব লাঠী উন্নত করিলে, ব্রাহ্মণ-যুবা নিরাশ হইয়া দস্যুপত্নী প্রবীণার সরল মুখখানি স্মরণ করত, "মাগো" মাগো"! তোমার স্বামীর চতুরতাতে আমি মরিলাম! বলিতে বলিতে যষ্টির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

এদিকে অর্থের প্রাপ্তিতে আনন্দ-চিত্ত গৃহ-কর্ত্তা রাত্রির সমাগমে ঋতুস্নাতা সহধর্ম্মিণীর প্রেমালিঙ্গনে পরমানন্দে প্রথম রাত্রি অতিবাহিত করিলেন এবং উভয়েই নিদ্রাযোগে শয্যাসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। মধ্যরাত্রি অতিবাহিত হইবার পর, প্রবীণা নিদ্রাভঙ্গে জাগরিতা হইলেন এবং পতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহারও নিদ্রাভঙ্গ করাইলেন এবং বলিলেন, যে ব্রাহ্মণ যুবা অদ্য দ্বিপ্রহর কালে অত কাঁদিল, সে অদ্য এইমাত্র স্বপ্নে দেখা দিয়া আমাকে বলিল, "মা! আমি তোমার কাছে আসিলাম!" বল দেখি! কেন সে ওরূপ আমাকে বলিল! আহা! তাহার মুখখানি দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল! কিন্তু ভয়ও হইতেছে! তাহাকে মেরে ফেল নাই ত? কারণ অদ্য রাত্রিতে আমাদের

আভাস।

ব্যবহারে আমার গর্ভে যেন সন্তানের সম্ভাবনা মনে হইতেছে! স্বামী উত্তর দিলেন, স্বপ্নের কথা অলিক! ও সব ছেড়ে দাও! উভয়েই নিস্তব্ধে পুনঃ নিদ্রিত হইলেন।

নিয়তির নির্দ্দেশে প্রবীণা প্রকৃতই গর্ভবতী হইয়া, যথাকালে একটী অতি সুন্দর-পুত্র প্রসব করিলেন। ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট দম্পতি মধ্য বয়সে পুত্র লাভে পরম প্রীত হইলেন। পুত্রটী অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন হওয়ায়, অতি অল্পকাল মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী পণ্ডিত হইলেন। পিতাও যথাকালে নিজ বংশের অনুরূপ ধনবান্ মিত্র-বংশের কন্যার সহিত পুত্র গোপালের বিবাহ দিয়া প্রায় তিন বৎসর অতি সুখে বাস করিলেন।

অকস্মাৎ গোপাল জ্বরগ্রস্ত হইল। পিতা কলিকাতা হইতে বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ আনাইয়া গোপালের চিকিৎসা করাইলেন; কিন্তু রোগের উপশম হইল না; দ্বাদশ দিবসে গোপাল বালিশ হইতে মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক মাতাকে সম্বোধন করত বলিল, তোমার পতিকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও! জননী পুত্রের তাদৃশ উপেক্ষা-সূচক বাক্য শ্রবণে, স্বামীকে সঙ্গে লইয়া নিজেই পুত্র গোপালের গৃহমধ্যে আসিলেন। তখন পুত্র গোপাল পিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ওহে বাপু! এখন তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিয়াছ!" যদি মনে নাই পড়ে বলিয়া, উঠিয়া বসিয়া বলিল, আমার মুখ দেখ দেখি! আমি সেই ব্রাহ্মণ! যাহার হস্ত হইতে বারশত টাকা পাইয়াছিলে। তোমাদিগকে মা, বাবা, বলিয়া স্বীকার করত কতই ক্রন্দন করিয়াছিলাম। প্রাণ-ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম! কিন্তু তুমি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া, দস্যুদের দ্বারা আমার প্রাণনাশ করাইয়াছিলে। পূর্ব্ব কর্ম্মফলে তখন আমি নিহত হইয়াছিলাম এবং তৎকালের প্রতিজ্ঞা অনুসারে তোমাদের পুত্র হইয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি তোমার কর্ম্মফল ভোগ কর! সেই বারশত টাকার অনুরোধে আমার উপলক্ষে কত টাকাই ব্যয় করিয়াছ! এক্ষণে আবার ঐ বিধবা পুত্রবধূ রহিল! আপন সম্ভ্রম অনুসারে এখন এই সংসার-জ্বালা ভোগ করিতে থাক! পরে তোমার নরকের পথও উন্মুক্ত রহিল! এই কথা বলিয়াই গোপাল দেহ ত্যাগ করিলেন।

গৃহস্বামী পিতার প্রতি গোপালের উচ্চকণ্ঠে তাদৃশ তীক্ষ্ণ বাগ্‌বজ্রের ধ্বনি শ্রবণে বহিঃস্থিত পূর্ব্বেকার ২।১টী দস্যু ভৃত্য যাহারা লাঠীর আঘাতে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ-যুবকের প্রাণবধ করিয়াছিল, তাহারাও সেই সময় গৃহমধ্যে প্রবেশ করত সে অবস্থা

আভাস।

প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। তাদৃশ উক্তি বলিবার সময়, পিতা মাতা প্রভৃতি উপস্থিত ব্যক্তিগণ গোপালের মুখে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ-যুবারই মুখের প্রতিচ্ছায়া দর্শনে বিস্মিত হইল। সকলেই সেই ব্রাহ্মণের মুখ স্মরণে বিহ্বল হইয়া পড়িল এবং আপনাদের ভাবী জীবনের পরিণাম চিন্তায় বিমর্ষ হইতে লাগিল। গৃহস্বামী নিজকৃত পাপের প্রকাশ ভয়ে লাঠীর আঘাতে ব্রাহ্মণের দেহ নষ্ট করিতে হুকুম দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দেখিলেন, প্রকাশক ব্রাহ্মণের আত্মা ত মরে নাই! সে এ কথার প্রকাশ এ জগতে করা দূরে থাকুক্, জগতের কর্ত্তাকে পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত করিয়াছে। পূর্ব্ব জীবনের কৃত পুণ্য এবং পাপের ফল প্রদানার্থই আত্মীয় পুত্র স্বজনাদি পরিবারবর্গের সম্বন্ধ যে বর্ত্তমান জীবনে ঘটে, তাহা তিনি প্রত্যক্ষে প্রতীতি করিলেন। গোপাল অষ্টাদশ বৎসরে প্রাণত্যাগ করিয়াছে; তাহার ভরণপোষণ ও চিকিৎসাদির ব্যয়ে তাঁহার কত ১২০০ বারশত টাকা যে ব্যয় হইয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই; তদুপরে একটী বিধবা পুত্র-বধূর আজীবনের ভার স্কন্ধে উঠিল। দেহকে ধ্বংস করিতে পারিলেও, দেহীর যে মৃত্যু বা নাশ হয় না, তাহা প্রত্যক্ষে দর্শন করিয়া, তাঁহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হইল। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার বর্ত্তমান দেহের বিনাশ মৃত্যুতে ঘটিলেও, কৃত পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার জন্য তদুপযুক্ত দেহ ধারণে তাঁহাকে তদুপযুক্ত স্থানে পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে। মনোমধ্যে এই সকল বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক চিন্তা করিয়া, দম্পতি সেই দিন হইতে তাদৃশ অসৎ কর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, চরিত্রবান্ হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দুইজন লাঠীয়াল যাহারা সেই সময় উপস্থিত ছিল, তাহারাও পাপ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, বৈষ্ণবাচারে দীক্ষিত হইল এবং শেষ জীবন অতি শান্তভাবে অতিবাহিত করিয়াছিল।

প্রবীণা গোপাল-জননী পুত্রের মৃত্যুতে ক্রন্দন না করিয়া, বিস্মিতের ন্যায় কিছুকাল অবস্থান করিলেন এবং পরে ব্রাহ্মণকুমারকে সম্বোধন করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বলিলেন বাবা! ব্রাহ্মণকুমার! তুমিই আমার প্রকৃত পুত্র! পুত্নামক ঘোর নরক হইতে তুমিই আজ আমাকে উদ্ধার করিলে! গোপালের বদনে তোমার মুখের প্রতিচ্ছায়া স্পষ্টত প্রত্যক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলাম, দেহের পরিত্যাগ করা ব্যতীত মানুষের মরণ হয় না। তুমি আচারবান্ জ্ঞানী এবং ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ! আমাদিগকে পিতা মাতা বলিয়া ডাকিবে এবং গৃহে

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অন্বয়ঃ।

অয়ং আত্মা কদাচিৎ ন জায়তে ন বা ম্রিয়তে; ভূত্বা উৎপন্ন বা ভূয়ঃ

আত্মার জন্ম হয় না এবং জন্ম গ্রহণে অপরের সাহায্যে বৃক্ষের ন্যায়, বাঁচিয়া থাকা, বা পুষ্টি লাভ করা এবং সাহায্যের অভাবে বা নিয়তির অনুসারে ক্রমশ জীর্ণ বা ক্ষীণ হইয়া পড়ে না। এবং সংযোগে পরিবর্দ্ধিত এবং বিশ্লেষণে অবসন্ন

আভাস।

আসিয়া সেবা করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলে! কিন্তু কোন প্রাচীন কর্ম্মফলে দস্যুর হস্তে তোমার সে দেহের ধ্বংস হইলেও, পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতির পূরণার্থ আমার ন্যায় কায়স্থ রমণীর গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কেবল সত্যরক্ষা করিয়াছ, তাহা নহে; সতের সমাগমে সৎগতি এবং অসতের সংসর্গে অসংগতির পরিচয়ও দিয়াছ! আমাদের ন্যায় অসতের সংসর্গ লাভে তুমি প্রাণ হারাইয়াছিলে বটে, কিন্তু তোমার ন্যায় সৎ ব্রাহ্মণের সঙ্গলাভে আমরা কৃতার্থ হইলাম! কারণ যে পতিকে কত শত বার অনুনয় ও মিনতি করিয়া যে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে পারি নাই, সেই পতির অত্যাচারে তুমি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াও, আমাদের প্রকৃত উপকার করিতে ত্রুটি কর নাই! নিজে শূদ্রজীবন ভোগ করিয়াও, পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মের বলে তোমার স্মৃতির হ্রাস হয় নাই! তুমি পূর্ব্ববৃত্তান্ত আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া, পতির এবং আমাদের সকলের এই ভব-ঘোর ঘুচাইয়া দিয়াছ! তোমার এতাদৃশ উক্তি না শুনিলে এবং গোপালের মুমূর্ষু মুখেতে তোমার মুখের প্রতীতি দেখিতে না পাইলে, জন্মান্তরের ব্যাপার আমাদের হৃদয়ে স্পষ্টত প্রতীয়মান হইত না। এই বলিয়া প্রবীণা নিরস্ত ও শান্ত হইলেন। তখন হইতে দম্পতিযুগল অতি সদ্ভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন। ঘটনাটী প্রকৃত সত্য বলিয়াই শুনিয়া আসিয়াছি ॥ ১৯ ॥

প্রাকৃতিক পদার্থ মাত্রেরই ছয় প্রকার বিকার পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। (যথা জায়তে বর্দ্ধতে পরিণমতে, অপক্ষীয়তে হ্রসতি নশ্যতি চ)। প্রথম জন্ম, তৎপরেই ক্রমশ অন্তরস্থ ভাবের উদ্‌বোধনে পরিবর্দ্ধিত; পরে ইন্দ্রিয়াদির পরিণামে যৌবনত্বের পরিচয়, তৎপরেই আভ্যন্তরিক শক্তি ও ভাবের উত্তেজনায়

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ।

পুনরপি ন ভবিতা (ন অস্তিত্বং ভজতে) যতঃ অয়ং অজঃ নিত্যঃ শাশ্বতঃ পুরাণঃ এব ; শরীরে হন্যমানে অপি ন হন্যতে ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথমবিক্রিয়ঃ আত্মেতি দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ, ন জায়তে নোৎপদ্যতে জনিলক্ষণা তু-বস্তুবিক্রিয়া ন আত্মনো বিদ্যত ইত্যর্থঃ, তথা ন ম্রিয়তে বা তত্র বাশব্দ শ্চার্থে ন ম্রিয়তে চেত্যন্ত্যা বিনাশলক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিষিধ্যতে, কদাচিচ্ছব্দঃ সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধৈঃ সংবধ্যতে ন কদাচিজ্জায়তে ন কদাচিন্ম্রিয়তে ইত্যেবং, যস্মাদয়মাত্মা ভূত্বা ভবন-ক্রিয়ামনুভূয় পশ্চাদভবিতা অভাবং গন্তা ন ভূয়ঃ পুনস্তস্মান্ন ম্রিয়তে ; যো হি ভূত্বা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তদেব সাধয়িতুং ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিদিত্যাদিমন্ত্রান্তরমবতারয়তি কথমিতি। সর্ব্ববিক্রিয়ারাহিত্যপ্রদর্শনেন হেতুং বিশদয়ন্ মন্ত্রমেব পঠতি ন জায়ত ইতি। জন্মমরণবিক্রিয়াদ্বয়প্রতিষেধং সাধয়তি নায়মিতি। অয়মাত্মা ভূত্বা ন ভবিতা ন চাভূত্বা ভূয়ো ভবিতেতি যোজনা। ন কেবলং বিক্রিয়াদ্বয়মেবাত্র

স্বামিকৃতটীকা।

ন হন্যত ইত্যেতদেব ষড়্ভাববিকারশূন্যত্বেন দ্রঢ়য়তি নেতি। ন জায়ত ইতি জন্মপ্রতিষেধঃ, ন ম্রিয়তে ইতি বিনাশপ্রতিষেধঃ, বাশব্দৌ চার্থে, ন চায়ং ভূত্বা উৎপদ্য ভবিতা ভবতি অস্তিত্বং ভজতে কিন্তু প্রাগেব স্বতঃ সদ্রূপ ইতি জন্মানন্তরা-স্তিত্ব-লক্ষণদ্বিতীয়বিকার-প্রতিষেধ স্তত্র হেতুঃ যস্মাদজঃ, যোহি জায়তে স জন্মানন্তর-

---

বা তিরোহিতাদি বিবিধ বিকারে বিকৃত হয় না। আত্মা জন্মাদি বিবিধ বিকারের অতীত এবং নিত্য এক ভাবে চির-বিদ্যমান থাকেন।

আভাস।

অভাবে দেহে সকল রকমে শৈথিল্যের পরিচয় হয়, পরক্ষণে সকল অবয়বেরই অবসাদ হইতে থাকে এবং সর্ব্বান্তে বিনষ্ট হয়। এই ছয় প্রকার বিকার ভাব বস্তুমাত্রের উপরই আধিপত্য করিয়া থাকে। কিন্তু সাক্ষীভূত আত্মাতে এই ছয়টী বিকার ভাব যে নাই, তাহাই এই মন্ত্রের দ্বারা পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অবশ্য এই মন্ত্রদ্বয়ের ভাবার্থ অতি গভীর এবং প্রশস্ত এবং মহাপণ্ডিত ও

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন ভবিতা স ম্রিয়ত ইত্যুচ্যতে লোকে, বাশব্দান্নশব্দাচ্চায়মাত্মা ভূত্বা বা ভবিতা দেহবন্ন ভূয়ঃ পুনস্তস্মান্ন জায়তে যো হভূত্বা ভবিতা স জায়ত ইত্যুচ্যতে নৈবমাত্মা অতো ন জায়তে যস্মাদেবং তস্মাদজো যস্মান্ন ম্রিয়তে তস্মান্নিত্যশ্চ, যদ্যপি আদ্যন্তয়োর্ব্বিক্রিয়য়োঃ প্রতিষেধে্‌.সর্ব্বা বিক্রিয়াঃ প্রতিষিদ্ধা ভবন্তি তথাপি মধ্যভাবিনীনাং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নিষিধ্যতে কিন্তু সর্ব্বমেব বিক্রিয়াজাতমিত্যাহ অত্র ইতি। বাচ্যমর্থমুক্ত্বা বিবক্ষিতমর্থমাহ জনিলক্ষণেতি। বিকল্পার্থত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি বেতি। নিষ্পন্নমর্থং নির্দ্দিশতি নেত্যাদিনা। সম্বন্ধমেবাভিনয়তি ন কদাচিদিতি। অন্ত্যবিক্রিয়াভাবে হেতুত্বেন নায়মিত্যাদি ব্যাচষ্টে যস্মাদিতি। উক্তমেব ব্যনক্তি যো হীতি। আত্মনি তু ভূত্বা পুনরভবনাভাবান্নাস্তি মৃত্যুরিত্যর্থঃ। আত্মনো জন্মাভাবেঽপি হেতুরিহৈব বিবক্ষিত ইত্যাহ বাশব্দাদিতি। অভূত্বেতি ছেদঃ। দেহবদিতি ব্যতিরেকোদাহরণং। উক্তমেবার্থং সাধয়তি যো হীতি। জন্মাভাবে তৎপূর্ব্বকাস্তিত্ববিক্রিয়াপি ন আত্মনো-

স্বামিকৃতটীকা

মস্তিত্বং ভজতে ন তু যঃ স্বত এবাস্তি স ভূয়োঽপ্যন্যদস্তিত্বং ভজত ইত্যর্থঃ। নিত্যঃ সর্ব্বদৈকরূপ ইতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ, শাশ্বতঃ শশ্বদ্ভব ইত্যপক্ষয়-প্রতিষেধঃ, পুরাণ ইতি-বিপরিণাম-প্রতিষেধঃ, পুরাপি নবএব ন তু পরিণামতো রূপান্তরং প্রাপ্য নবো-

---

তাহার নবীন বা প্রবীণ কোন ভাবই নাই; সুতরাং দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশও হয় না ॥ ২০ ॥

আভাস।

পূর্ণজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে এই অতি গুহ্য রহস্য লইয়া বিশেষ আন্দোলন করিয়াছেন; কিন্তু এখানে সে সমস্ত ভাবের মীমাংসা না করিলে যে ভুল হইবে, তাহা নহে; বরং সরল ভাবে বিচার করিলে, সরল-মতি পাঠকের পক্ষে বুঝিতে সুগমই হইবে। বরং তর্কের আড়ম্বরে পাঠকের পক্ষে সে সুবিধাটী না থাকে এবং পাছে নষ্ট হয়, তজ্জন্য তর্কাদির আশ্রয়ে ভাব জটিল করা হইল না।

এই শ্লোক তিনটীতে এক "অহং" আমি শব্দের প্রয়োগেই জীবাত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্ ও নিত্য সিদ্ধ রূপে বর্ণন করা হইয়াছে। দেহ মরিলে আমির মৃত্যু হয় না; সেই আমি আবার কর্ম্মানুরূপ দেহ ধারণে সুখ

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিক্রিয়াণাং তদর্থৈঃ স্বশব্দৈরেব প্রতিষেধঃ কর্ত্তব্য ইত্যনুক্তানামপি যৌবনাদি-সমস্তবিক্রিয়াণাং প্রতিষেধো যথা স্যাদিত্যাহ শাশ্বত ইত্যাদিনা। শাশ্বত ইত্যপক্ষয়-লক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিষিধ্যতে। শশ্বদ্ভবঃ শাশ্বতো নাপক্ষীয়তে স্বরূপেণ নিরবয়বত্বান্নি-র্গুণত্বাচ্চ নাপি গুণক্ষয়েণাপক্ষয়ঃ, অপক্ষয়বিপরীতাপি বৃদ্ধিলক্ষণা বিক্রিয়া প্রতি-ষিধ্যতে পুরাণ ইতি। যো হ্যবয়বাগমেনোপচীয়তে স বর্দ্ধতেঽভিনব ইতি চোচ্যতে। অয়ং ত্বাত্মা নিরবয়বত্বাৎ পুরাপি নব এবেতি। পুরাণো ন বর্দ্ধত ইত্যর্থঃ, তথা ন হন্যতে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

হন্তীত্যাহ যস্মাদিতি। প্রাণবিয়োগাদাত্মনো মৃতেরভাবে সাবশেষ-নাশাভাববন্নির-বশেষ-নাশাভাবোঽপি সিধ্যতীত্যাহ যস্মাদিতি। ননু জন্মনাশয়োর্নিষেধে তদন্তর্গতানাং বিক্রিয়ান্তরাণামপি নিষেধসিদ্ধে স্তন্নিষেধার্থং ন পৃথক্ যতিতব্যমিতি তত্রাহ যদ্যপীতি। স্বশব্দৈর্মধ্যবর্ত্তিবিক্রিয়া-নিষেধ-বাচকৈরিতি যাবৎ। আর্থিকেঽপি নিষেধে নিষেধস্য সিদ্ধতয়া শাব্দো নিষেধো ন পৃথগর্থবানিত্যাশঙ্ক্যাহ অনুক্তানামিতি। নিত্যশব্দেন শাশ্বত-শব্দস্য পৌনরুক্ত্যং পরিহরন্ ব্যাকরোতি শাশ্বত ইত্যাদিনা। অপক্ষয়ো হি স্বরূপেণ বা স্যাদ্ গুণাপচয়তো বেতি বিকল্প্য ক্রমেণ দূষয়তি নেত্যাদিনা। পুরাণ-পদস্যাগতার্থত্বং কথয়তি অপক্ষয়েতি। তদেব স্ফুটয়তি যো হীতি। ন ম্রিয়তে

স্বামিকৃতটীকা।

ভবতীত্যর্থঃ, যদ্বা ভবিতেত্যস্যানুষঙ্গং কৃত্বা ভূয়োঽধিকং যথা ভবতি তথা ন ভবিতেতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ, অজো নিত্য ইতি চোভয়ং বৃদ্ধ্যাদ্যভাবে হেতুরিতি ন পৌনরুক্ত্যং। তদেবং জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতীত্যেবং সাংখ্যাদি-

আভাস।

দুঃখাদি অনুভব করিয়া থাকেন। কারণ তিনি অহংশব্দ বাচ্য আত্মা, নিত্য শাশ্বত ও পুরাণ ইত্যাদি বিশেষণ বিশিষ্ট। প্রকৃত প্রস্তাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, জন্মান্তরের কারণ সুখ দুঃখাদি প্রাপ্তির বৈষম্য কেবল জীবের ভোগায়তন দেহের উপরই নির্ভর করে না; বরং অহঙ্কার মূর্ত্তি জীবাত্মার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। দেহই যে জীবের মূল উপাধি, যাহার উপলক্ষে সৎ অসৎ সর্ব্ববিধ কার্য্য হইতেছে, তাহা নহে; বরং মন বা বুদ্ধির বৈচিত্র্যেই বিচিত্র শত্রু মিত্র এবং ন্যায় অন্যায়. প্রভৃতি ব্যাপা-রের সমাগম পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব কেবল দেহ পরিত্যাগ করিলেই তাহার অন্তরস্থ "আমি" ভাবই যে সর্ব্বত্র সকল জীবদেহে একই প্রকার,

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

ন বিপরিণম্যতে হন্যমানে বিপরিণম্যমানেঽপি শরীরে, হন্তিরত্র বিপরিণামার্থে দ্রষ্টব্যোঽপুনরুক্ততায়ৈ ন বিপরিণমত ইত্যর্থঃ। অস্মিন্ মন্ত্রে ষড়্ভাব-বিকারা-লৌকিক বস্তুবিক্রিয়া আত্মনি প্রতিষিধ্যন্তে সর্ব্বপ্রকারবিক্রিয়ারহিত আত্মেতি বাক্যার্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাদুভৌ তৌ ন বিজানীত ইতি পূর্ব্বেণ মন্ত্রেণাস্য সম্বন্ধঃ ॥ ২০ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

বেত্যনেন চতুর্থপাদস্য পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্য ব্যাচষ্টে তথেত্যাদিনা। ননু হিংসার্থো হন্তিঃ শ্রূয়তে তৎকথং বিপরিণামো নিষিধ্যতে তত্রাহ হন্তিরিতি। হিংসার্থত্ব-সম্ভবে কিমিত্যর্থান্তরং হন্তেরিষ্যতে তত্রাহ অপুনরুক্ততায়া ইতি। হিংসার্থত্বে মৃতিনিষেধেন পৌনরুক্ত্যং স্যাত্তন্নিষেধার্থং বিপরিণামার্থত্বং নেষ্টব্যমিত্যর্থঃ। পূর্ব্বাবস্থা-ত্যাগেন অবস্থান্তরাপত্তির্ব্বিপরিণামঃ তদর্থশ্চেদত্র হন্তিরিষ্যতে তদা নিষ্পন্নমর্থমাহ নেতি। ন জায়তে ইত্যাদিমন্ত্রার্থমুপসংহরতি অস্মিন্নিতি। ষণ্ণাং বিকারাণামাত্মনি প্রতিষেধে ফলিতমাহ সর্ব্বেতি। আত্মনঃ সর্ব্ববিক্রিয়া-রাহিত্যেঽপি কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্যাহ যস্মাদিতি ॥ ২০ ॥

স্বামিকৃতটীকা ।

ভিরুক্তাঃ ষড়্ভাববিকারা নিরস্তাঃ, যদর্থমেতে বিকারা নিরস্তা স্তং প্রস্তুতং বিনাশা-ভাবমুপসংহরতি ন হন্যতে হন্যমানে শরীর ইতি ॥ ২০ ॥

আভাস ।

তাহা কিন্তু ১৭।১৮।১৯।২০।২১ প্রভৃতি শ্লোকে বলিবার তাৎপর্য্য নহে। তবে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে প্রথমত দেহ নাশে আত্মার নাশ হয় না বলিতে হইলে, সেই আমিকে লক্ষ্য করানই কর্ত্তব্য; তদতিরিক্ত আমি ভাবের উপযুক্ত রূপ বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতে গেলে, বুঝা ও বুঝান বড়ই কঠিন হইয়া পড়িবে; এমন কি! উভয়ের পক্ষেই অসাধ্য হইবে। এবং মূল গ্রন্থকর্ত্তারও তাহা তাৎপর্য্য নহে; কারণ ঠিক পরবর্ত্তী শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন যে পরিধেয় বস্ত্রাদি জীর্ণ হইলে, তাহা পরিত্যাগে যেমন নূতন পরিধেয় মানব পরিধান করে, সেইরূপ প্রাচীন জীর্ণ-দেহ ত্যাগ করিয়া পুনর্ভোগের জন্য অভিনব ভোগায়তন দেহ জীবাত্মা আশ্রয় করিয়া থাকেন। এখানে জীবাত্মা বুঝিতে হইলে ব্যবহারিক (অহং) আমিকেই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যে আমি এই দেহমধ্যে থাকিয়া সুখ দুঃখাদি অনুভব করি, সেই ব্যবহারিক

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১॥

অন্বয়ঃ।

যঃ জনঃ এনং আত্মানং অজং জন্মরহিতং, অব্যয়ং ক্ষয়শূন্যং, অবিনাশিনং বিনাশ-রহিতং তথা নিত্যং চিরবিদ্যমানং বেদ জানাতি, সঃ পুরুষঃ কং হন্তি কং বা ঘাতয়তি॥ ২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

য এনং বেত্তি হন্তারমিত্যনেন মন্ত্রেণ হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তা কর্ম্ম চ ন ভবতীতি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পূর্ব্বশ্লোকার্থস্যৈবোত্তরত্রাপি প্রতিভানাৎ পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্য বৃত্তানুবাদপূর্ব্বক

স্বামিকৃতটীকা।

অতএব হন্তৃত্বাভাবোঽপি পূর্ব্বোক্তঃ সিদ্ধ ইত্যাহ বেদাবিনাশিনমিতি। নিত্যং বৃদ্ধিশূন্যং অব্যয়ং অপক্ষয়শূন্যং অজং অবিনাশিনঞ্চ যো বেদ স পুরুষঃ কং হন্তি কথং বা হন্তি এবম্ভূতস্য বধে সাধনাভাবাৎ, তথা স্বয়ং প্রয়োজকো ভূত্বান্যেন কং ঘাতয়তি কথং বা ঘাতয়তি ন কঞ্চিদপি কথঞ্চিদপীত্যর্থঃ, অনেন যদ্যপি প্রয়োজকত্ব-দোষদৃষ্টিং মাকার্ষীরিত্যুক্তং ভবতি॥ ২১॥

যে ব্যক্তি স্বীয় বিবেক-বলে দেহধারী জীবাত্মাকে এইরূপ অবিনাশী এবং চির-বিদ্যমান ধারণা করিতে পারেন, তিনি আর অপরকে নিজের বধকারী বোধ করিতে পারেন না এবং অন্যকে বিনাশ করিলাম বলিয়াও মনে ভাবিতে পারেন না॥ ২১॥

আভাস।

"আমি" যে দেহ হইতে অতিরিক্ত, তাহাই এখানে বলিবার তাৎপর্য্য। এস্থলে শাস্ত্রীয় (অহং) আমি বা পারমার্থিক (অহং) আমিকে বলিবার তাৎপর্য্য নহে। কারণ ব্যবহারিক অহংটী বুঝান সহজ; কারণ সে "আমিটী" কেবল মানবে কেন! জীবমাত্রেরই হৃদয়ে যে সম্পূর্ণ প্রতীত হয়, তাহা ব্যবহারের দ্বারা প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে, এমন কি! তির্য্যক্ যোনির অন্তরেও সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। একটী শৃগাল, বানর, সর্প বা ছারপোকা পর্য্যন্ত "আমাকে" মারিবে, আমি পলায়ন করি! আমি ক্ষুধার্ত্ত, খাইলে আনন্দ পাইব বা

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

প্রতিজ্ঞায় ন জায়ত ইত্যনেনাবিক্রিয়ত্বে হেতুমুক্ত্বা প্রতিজ্ঞাতার্থমুপসংহরতি বেদাবিনাশিনমিতি। বেদ বিজানাতি অবিনাশিনমন্ত্যভাববিকাররহিতং নিত্যং বিপরিণামরহিতং যো বেদেতি সম্বন্ধঃ, এনং পূর্ব্বেণ মন্ত্রেণোক্তলক্ষণমজং অব্যয়ং উপচয়াপক্ষয়-রহিতং কথং কেন প্রকারেণ স বিদ্বান্ পুরুষোঽধিকৃতো হন্তি হননক্রিয়াং করোতি কথং বা ঘাতয়তি হন্তারং প্রয়োজয়তি ন কথঞ্চিৎ কঞ্চিৎ হন্তি ন কথঞ্চিৎ

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

মুত্তর-শ্লোকমবতারয়তি য এনমিত্যাদিনা। কর্ত্তৃত্বাদ্যভিমানবিরোধাদদ্বৈতকূটস্থাত্মনিশ্চয়সামর্থ্যাৎ প্রাপ্তং বিদুষঃ সন্ন্যাসং। বিদ্যাপরিপাকার্থমভ্যনুজানাতি বেদেতি। পদদ্বয়স্য পূর্ব্বমেব পৌনরুক্ত্যমাহ অবিনাশিনমিত্যাদিনা। প্রশ্নোঽপি সম্ভবতি কিমিতি তত্র উল্লেখেন ব্যাখ্যায়তে তত্রাহ উভয়ত্রেতি। উত্তরত্র প্রতিবচনাদর্শনাৎ নাত্র প্রশ্নঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। বিবক্ষিতং প্রকরণার্থং নিগময়তি হেত্বর্থস্যেতি। অবিক্রিয়ত্বং হেত্বর্থ স্তস্য বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মনিষেধে সমানত্বাদিতি যাবৎ। যদি বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মনিষেধোঽভিমত স্তর্হি কিমিতি হন্ত্যর্থ এবাক্ষিপ্যতে তত্রাহ হন্তেরিতি। উক্তং হেতুমাক্ষেপ্তুং পৃচ্ছতি বিদুষ ইতি। অভিপ্রায়মপ্রতিপদ্যমানো-হেতুবিশেষং পূর্ব্বোক্তং স্মারয়তি নন্বিতি। উক্তমঙ্গীকৃত্যাক্ষিপতি সত্যমিতি।

আভাস ।

মারিলে কষ্ট হইবে, ইত্যাকার আমি-ভাব জীব-মাত্রেরই হৃদয়ে ব্যবহারিক ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রথম জিজ্ঞাসুর পক্ষে সেই ব্যবহারিক আমি-ভাব যে দেহ হইতে অতিরিক্ত, তাহাই ভগবান্ হৃষীকেশের অর্জ্জুনকে বুঝাইবার লক্ষ্য। একবার এই ব্যবহারিক আমিকে দেহাতিরিক্ত বলিয়া অবধারণ করা হইলে, পরে তখন প্রশ্ন আসিবে যে, আমি-ভাব যদি সকল জীবে সমান হয় এবং যে কোন জীব দেহ ত্যাগ করুক্ না, তাহার আমি ভাবের কখন বিনাশ হয় না। আমি চির বিদ্যমান থাকিব; কেবল ভোগায়তন দেহেরই বিনাশ হয়, তখন জিজ্ঞাসা আসিবে যে আমি যদি সমান সর্ব্বত্র হয়, তাহা হইলে, এই সে আমির এতাদৃশ বিচিত্র কীট পতঙ্গ হইতে দেব তির্য্যক্ মনুষ্যাদি দেহ ধারণের কারণ কি? তখন গ্রন্থকার সেই আমি বা অহঙ্কারের বিশ্লেষণ করিয়া নিজেই উত্তরোত্তর শ্লোকে ভোগী কর্ম্মী ও জ্ঞানীভেদে অহঙ্কার বা আমি-ভাবের বিভিন্ন মূর্ত্তির পরিচয় দিবেন এবং তৎপ্রতিকারের উপায়ও নির্দ্দেশ করিবেন। আমরা ব্যাখ্যার

শাঙ্করভাষ্যম্।

কঞ্চিৎ ঘাতয়তীত্যুভয়ত্রাক্ষেপ এবার্থঃ প্রশ্নার্থাসম্ভবাৎ হেত্বর্থস্য অবিক্রিয়ত্বস্য চ তুল্যত্বাদ্বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মপ্রতিষেধ এব প্রকরণার্থোঽভিপ্রেতো ভগবতা হন্তেস্ত্বাক্ষেপ-উদাহরণার্থত্বেন বিদুষঃ কিঞ্চিৎ কর্ম্মাসম্ভবে হেতুবিশেষং পশ্যন্ কর্ম্মাণ্যাক্ষিপতি ভগবান্ কথং স পুরুষ ইতি। ননূক্তমেব আত্মনোঽবিক্রিয়ত্বং সর্ব্বকর্ম্মাসম্ভব-কারণবিশেষঃ, সত্যমুক্তো নতু স কারণবিশেষোঽন্যত্বাদ্বিদুষোঽবিক্রিয়ত্বাদাত্মন ইতি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বিদুষো বিজ্ঞানাত্মনো ব্রহ্মণশ্চ বেদ্যস্য বিরুদ্ধধর্ম্মত্বেন দহনতুহিনবদ্ভিন্নত্বাদ্বিদুষঃ সর্ব্ব-কর্ম্মত্যাগেন অসৌ কারণবিশেষঃ স্যাদিত্যাহ অন্যত্বাদবিক্রিয়ত্বাদিতি চ্ছেদঃ। তথাপি কূটস্থমবিক্রিয়ং ব্রহ্ম প্রতিপাদ্যমানস্য কুতোঽবিক্রিয়া সম্ভবেৎ ব্রহ্মপ্রতিপত্তি-বিরোধাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নস্থিতি। অয়মাত্মা ব্রহ্মেত্যাদিশ্রুত্যা সমাধত্তে ন বিদুষ ইতি। কিঞ্চ বিদ্বত্তাবিশিষ্টস্য বা কেবলস্য বা নাদ্যো, বিশিষ্টস্য বিদ্বত্তায়াঃ বিশেষণস্যাপি তদ্ব্রহ্মসঙ্গায় চ বিশেষণীভূত-সংঘাতস্যাচেতনত্বাদ্বিদ্বত্তা যুক্তেত্যাহ ন দেহাদীতি। দ্বিতীয়ে তু জীবব্রহ্মবিভাগাসিদ্ধিরিত্যাহ অত ইতি। কিঞ্চপ্রামাণিক-বিরুদ্ধধর্ম্ম-বত্ত্বস্যাসিদ্ধত্বাৎ প্রাতিভাসিকস্য চ বিম্বপ্রতিবিম্বয়োরনৈকান্ত্যাদ্ভেদানুমানাযোগাৎ জীবব্রহ্মণোরভেদসিদ্ধিরিত্যভিপ্রেত্য ফলিতমাহ ইতি তস্যেতি। নত্ববিক্রিয়স্য

আভাস।

প্রারম্ভেই জীবাত্মার কর্ম্মীভাব, জ্ঞানী-ভাব এবং সাক্ষীভাব লইয়া বিচার-শাস্ত্রের আলোচনায় সর্ব্ব সাধারণের সুগম বোধে জটিলতার সৃষ্টি করিব না।

কিন্তু এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে যে, আত্মা সকল জীবদেহে একরূপ হইলে, বিভিন্ন যোনিতে আত্মার গতি হইবার কারণ কি? এতদর্থে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য প্রশস্ত ভাষ্যের প্রণয়নে সংসার-গতি জীবের যে কি প্রকারে হয়, তাহা সুস্পষ্ট প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে গ্রহণেই সংসার এবং ত্যাগ বা সন্ন্যাসেই শান্তি! অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা জড়া প্রকৃতির যে কোন স্তরের সহিত যখনই সম্পর্ক করেন, সেই স্তরের অনুরূপে আপনিও তৎক্ষণাৎ রূপান্তরিতের ন্যায় প্রতীত হন! যেমন জবাফুলের সম্বন্ধ লাভে বিশুদ্ধ স্ফটিক জবা-রঙ্গে রঞ্জিতের ন্যায় পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ আমি, তুমি প্রভৃতি দেহধারী পুরুষ এই দেহেই যখন যাহার সহিত সম্পর্ক করি, সেই সম্পর্কের অনুরোধে তৎকালে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ি! এটী আত্মার স্বভাব। অর্থাৎ পুত্র যখন "বাবা" বলিয়া ডাকে,

শাঙ্করভাষ্যম্।

নম্ববিক্রিয়ং স্থাণুং বিদিতবতঃ কর্ম্ম ন সম্ভবতীতি চেন্ন বিক্রিয় আত্মত্বান্ন দেহাদি-সংঘাতস্থ বিদ্বত্তা অতঃ পারিশেষ্যাৎ অসংহত আত্মা বিদ্বানবিক্রিয় ইতি তস্য বিদুষঃ কর্ম্মাসম্ভবাদাক্ষেপো যুক্তঃ কথং স পুরুষ ইতি যথা বুদ্ধ্যাদ্যাহৃতস্য শব্দাদ্যর্থস্য অবিক্রিয় এব সন্ বুদ্ধিবৃত্ত্যবিবেকবিজ্ঞানেনাবিদ্যয়োপলব্ধা আত্মা কল্প্যতে এবমেব আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞানেন বুদ্ধিবৃত্ত্যাবিদ্যয়া অসত্যরূপয়ৈব পরমার্থতোঽবিক্রিয় এবাত্মা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ব্রহ্মরূপতয়া সর্ব্বকলাসম্ভবে বিদুষো বিদ্বত্তাপি কথং সম্ভবতি নহি ব্রহ্মণোঽবিক্রিয়স্য বিদ্যালক্ষণা বিক্রিয়া স্বক্রিয়া ভবিতুমর্হতি তত্রাহ যথেতি। অদৃষ্টেন্দ্রিয়াদিসহকৃতমন্তঃকরণং প্রদীপ-প্রভাবদ্বিষয়পর্য্যন্তং পরিগতং বুদ্ধিবৃত্তিরুচ্যতে, তত্র প্রতিবিম্বিতং চৈতন্যম্ অভিব্যঞ্জকবুদ্ধিবৃত্ত্যবিবেকাদ্বিষয়জ্ঞানমিতি ব্যবহ্রিয়তে তেনাত্মোপলব্ধা কল্প্যতে, তচ্চাবিদ্যাপ্রযুক্তমিথ্যাসম্বন্ধনিবন্ধনং তথৈবাধ্যাসিক-সম্বন্ধেন ব্রহ্মাত্মৈক্যাভিব্যঞ্জকবাক্যোত্থবুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা বিদ্বানাত্মা ব্যপদিশ্যতে, ন চ মিথ্যা-সম্বন্ধেন পারমার্থিকাবিক্রিয়ত্ববিহতিরস্তীত্যর্থঃ। অহং ব্রহ্মেতি বুদ্ধিবৃত্তের্মোক্ষাবস্থায়ামপি ভাবাদাত্মনঃ সবিশেষত্বমাশঙ্ক্য তস্য যাবদুপাধিসত্ত্বমেবেত্যাহ অসত্যেতি। নন্থ কূটস্থস্যাত্মনো মিথ্যাবিদ্বত্ত্বেঽপি তস্য কর্ম্মাবিকার-নিবৃত্তৌ কস্য কর্ম্মাণি

আভাস।

সেই শব্দটী শুনিবা মাত্র, পিতারূপী পুরুষের হৃদয় পিতৃভাবে আর্দ্র হইলে, তবে তিনি উত্তর দেন। আবার তৎক্ষণাৎ যদি পত্নী তাঁহাকে সম্বোধন করেন, তখনই পিতৃ-ভাবের পরিহারে ভর্ত্তৃভাব স্বীকার করত অর্থাৎ মনোমধ্যে স্বামী সাজিয়া, সেই পুরুষই উত্তর প্রদান করেন। এই ভাবে আমরা সুস্পষ্ট প্রতীতি করিতে পারি, যে মানবের হৃদয় বা আমি-ভাব আত্মা সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক, স্বচ্ছ ও নির্ব্বিকার হইলেও, দর্পণে তাহার প্রতিবিম্ব-পতনের ন্যায়, জীব-হৃদয়ে বাহ্যিক বিষয়ের ছায়া-পতনের অনুরোধে বিশুদ্ধ আত্মাও অবিশুদ্ধ সংসারীর ন্যায়, প্রতীত হয়; এবং তদনুরূপ কার্য্য করেন। সুতরাং বিজাতীয় সম্বন্ধ পরিত্যাগ না করিলে, আত্মার পারমার্থিক স্বরূপের প্রতীতি কখনই ঘটে না। আত্মা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও সত্যস্বরূপ হইলেও, বিজাতীয় জড় দৃশ্য-স্বরূপ প্রকৃতির প্রত্যেক পরিণত স্তরের সহিত সম্বন্ধ ঘটায়, প্রত্যেক পরিণত ভাবের অনুরূপে আত্মার অনুরূপতার পরিচয় হইয়া থাকে। একটী লাণ্ঠানের অন্তরস্থ অগ্নিশিখা যেমন বেষ্টিত কাচের বর্ণ অনুসারে রঞ্জিত স্বরূপে প্রতীত হয়,

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিদ্বাসুচ্যতে বিদুষঃ কর্ম্মাসম্ভব-বচনাৎ যানি কর্ম্মাণি শাস্ত্রেণ বিধীয়ন্তে তান্যবিদুষো বিহিতানীতি ভগবতো নিশ্চয়োঽবগম্যতে। নন্বু বিদ্যাপ্যবিদুষ এব বিধীয়তে বিদিতবিদ্যস্য পিষ্টপেষণবদ্বিদ্যাবিধানানর্থক্যাৎ তত্রাবিদুষঃ কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে ন বিদুষ ইতি বিশেষো নোপপদ্যতে ইতি চেন্নানুষ্ঠেয়স্য ভাবাভাববিশেষোপপত্তে-রগ্নিহোত্রাদিবিধ্যর্থ-জ্ঞানোত্তরকালমগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মানেকসাধনোপসংহারপূর্ব্বকমনু-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বিধীয়ন্তে ন হি নিরধিকারাণাং তেষাং বিধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ বিদুষ ইতি। কর্ম্মাণ্য-বিদুষো বিহিতানীতি বিশেষমাক্ষিপতি নন্বিতি। কর্ম্মবিধানমবিদুষো বিদুষশ্চ বিদ্যা-বিধানমিতি বিভাগে কা হানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ বিদিতেতি। বিদ্যায়া বিদিতত্বং লব্ধত্বং কর্ম্মবিধিঃ, অবিদুষো বিদুষো বিদ্যাবিধিরিতি বিভাগাসম্ভবে ফলিতমাহ তত্রেতি। ধর্ম্মজ্ঞানানন্তরমনুষ্ঠেয়স্য ভাবাৎ ব্রহ্মজ্ঞানোত্তরকালঞ্চ তদভাবাৎ ব্রহ্মজ্ঞান-হীনস্যৈব কর্ম্মবিধিরিতি সমাধত্তে নানুষ্ঠেয়স্যেতি। বিশেষোপপত্তিমেব প্রপঞ্চয়তি অগ্নিহোত্রা-দীতি। নন্বু দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানং বিনা পারলৌকিকেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তের-নুপপত্তে স্তথাবিধ-জ্ঞানবতা কর্ম্মানুষ্ঠেয়মিতি চেত্তত্রাহ কর্ত্তাহমিতি। আত্মনি কর্ত্তাভোক্তৃত্বেবং বিজ্ঞানবত্ত্বেঽপি ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনত্বেনাবিদুষোঽনুষ্ঠেয়ং কর্ম্মে

আভাস।

এবং উক্ত বর্ণ অনুসারে বহির্ভাগে প্রত্যেক পদার্থের উপর উক্ত বর্ণেরই আভা পতিত পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু আবরণ উন্মুক্ত করিলে, অগ্নিশিখা প্রকৃত স্বরূপেই প্রতীত হয়। সেইরূপ আত্মা প্রকৃতির বিবিধ বিক্রিয়া অর্থাৎ দেহাদির অন্তরে বিদ্যমানাবস্থায় দেহের প্রকৃতি বা স্বভাব অনুসারেই নিজে প্রতীত হইয়া থাকেন এবং বহির্ভাগেও দেহের অনুরূপেই আত্ম-ভাবের পরিচয় হইয়া থাকে; অথচ আত্মার স্ব স্বরূপের কোন বিপর্য্যয় ঘটে না।

একজন গৃহস্বামীর গৃহে যতগুলি পরিবার থাকে, তাহাদের প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেক বার অভিবাদনাদির সম্বন্ধ ঘটিবার উপলক্ষে গৃহস্বামীকে সেই সেই ভাবে পরিণত হইতে হয়। অর্থাৎ পত্নী যখন তাঁহাকে আহ্বান করেন, তখন গৃহস্বামীকে মনে মনে পতিভাবে আপনাকে অনুভব করিয়া উত্তর দিতে হয়, বা সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে হয় এবং পরক্ষণে যদি প্রবীণা কন্যা "বাবা" বলিয়া অভিবাদনাদি করেন, তখন পূর্ব্ব স্বীকৃত পতিভাব তৎক্ষণাৎ পরিহারে পিতৃভাবে স্বয়ং পরিণত হইয়া এবং আপনাকে তদ্রূপে

শাঙ্করভাষ্যম্।

চৈয়ং ; কর্ত্তাহং মম কর্ত্তব্যমিত্যেবং প্রকারবিজ্ঞানবতোঽবিদুষো যথানুষ্ঠেয়ং ভবতি ন তু তথা ন জায়ত ইত্যাত্মস্বরূপবিধ্যর্থজ্ঞানোত্তরকালভাবি কিঞ্চিদনুষ্ঠেয়ং ভবতি কিন্তু নাহং কর্ত্তা ন ভোক্তেত্যাদ্যাত্মৈকত্বাকর্ত্তৃত্বাদিবিষয়জ্ঞানাদন্যৎ নোৎপদ্যত-ইত্যেষ বিশেষ উপপদ্যতে, যঃ পুনঃ কর্ত্তাহমিতি বেত্ত্যাত্মানং তস্য মমেদং কর্ত্তব্যমিতি অবশ্যম্ভাবিনী বুদ্ধিঃ স্যাত্তদপেক্ষয়া সোঽধিক্রিয়ত ইতি তং প্রতি কর্ম্মাণি সম্ভবন্তি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ত্যর্থঃ। দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানবদ্ব্রহ্মজ্ঞানমপি জ্ঞানত্বাবিশেষাৎ কর্ম্মপ্রবৃত্তা-বুপকরিষ্যতি ইত্যশঙ্ক্যা আহ নত্বিতি। অনুষ্ঠেয়বিরোধিত্বাদবিক্রিয়াত্মজ্ঞানস্যেতি-শেষঃ। ননু ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানাদুত্তরকালমপি কর্ত্তাহমিত্যাদিজ্ঞানোৎপত্তৌ কর্ম্মবিধিঃ সাবকাশঃ স্যাদিতি নেত্যাহ নাহমিতি। কারণাভাবাদিতি শেষঃ কর্ত্তৃত্বাদিজ্ঞানমন্যদিত্যুক্তং। অনুষ্ঠানানুষ্ঠানয়োরুক্তবিশেষাদবিদুষোঽনুষ্ঠানং বিদুষো ন ত্বুপসংহরতি ইত্যেষ ইতি। নন্বাত্মবিদো ন চেদনুষ্ঠেয়ং কিঞ্চিদস্তি কথং তর্হি বিদ্বান্ যজেতেত্যাদি শাস্ত্রাৎ তং প্রতি কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে তত্রাহ যঃ পুনরিতি। আত্মনি কর্ত্তৃত্বাদিজ্ঞানাপেক্ষয়া কর্ম্মস্বধিকৃতত্বজ্ঞানে তথাবিধং পুরুষং প্রতি কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে স চ প্রাচীন-বচনাদবিদ্বানেবেতি নিশ্চীয়তে ন খল্বকর্ত্তৃত্বাদিজ্ঞানবতঃ

আভাস।

অনুভব করিয়া, উত্তরাদি দিতে হয় এবং এইরূপে পরিবারস্থ যে যখনই গৃহস্বামীর সহিত নিজের সম্বন্ধ অনুসারে আহ্বানাদি করিবেন, গৃহস্বামীকে নিজের স্বরূপ ভাবকে বজায় রাখিয়া, প্রত্যেকের সম্বন্ধ অনুসারে আপনাকে তত্তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া, উত্তরাদি প্রদান করিতে হয়। অর্থাৎ পুত্রের সমীপে পিতা, ভ্রাতার সমীপে ভ্রাতা, ভৃত্যের সমীপে প্রভু এবং মাসি পিসি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাবে পরিচয় দিতে হয় এবং আপনাকে তত্তদ্ভাবে ভাবিতেও হয় ; অথচ তাঁহার গৃহস্বামিত্বের স্বরূপের কোন ব্যাঘাত হয় না। সেইরূপ আত্মা স্বয়ং নিরাময় অপরিণামী নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ও সত্য স্বরূপ হইয়াও, প্রকৃতির বিচিত্র পরিণামের সংস্রবে তত্তদ্ভাবে যেন পরিণতের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন এবং আপনাকেও সেই সেই ভাবে প্রতীতি করিয়া থাকেন। অতএব যিনি গৃহস্বামীর ন্যায় আত্মস্বরূপে অবস্থান করিয়াও জড়া প্রকৃতির বিচিত্র পরিণামের সহিত সম্বন্ধ করেন, তিনিই প্রকৃত

শাঙ্করভাষ্যম্।

স চাবিদ্বান্ উভৌ তৌ ন বিজানীত ইতি বচনাৎ বিশেষিতস্য চ বিদুষঃ কর্ম্মাক্ষেপ-বচনাৎ কথং স পুরুষ ইতি তস্মাৎ বিশেষিতস্য অবিক্রিয়াত্মদর্শিনো বিদুষো মুমুক্ষোশ্চ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস এবাধিকারোঽতএব ভগবান্নারায়ণঃ সাংখ্যান্ বিদুষোঽবিদুষশ্চ কর্ম্মিণঃ প্রবিভজ্য দ্বে নিষ্ঠে গ্রাহয়তি জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনামিতি তথা চ পুত্রায়াহ ভগবান্ ব্যাসো দ্বাবিমাবথ পন্থানাবিত্যাদি তথা চ ক্রিয়াপথশ্চৈব

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তদ্বিপরীত কর্ত্তৃত্বাদিজ্ঞান দ্বারা কর্ম্মসু প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ। কর্ম্মাসম্ভবে ব্রহ্মবিদো হেত্বন্তরমাহ বিশেষিতস্যেতি। বেদাবিনাশনমিত্যাদিনেতি শেষঃ। যদ্যপি বিদুষো নাস্তি কর্ম্ম তথাপি বিবিদিষোঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তস্মাদিতি। বিদ্যয়া বিরুদ্ধত্বা-দিষ্যমাণমোক্ষপ্রতিপক্ষত্বাচ্চ কর্ম্মণামিত্যর্থঃ। যদ্যপি মুমুক্ষোরাশ্রম-কর্ম্মাণ্য-পেক্ষিতানি তথাপি বিদ্যাতৎফলাভ্যামবিরুদ্ধান্যেব তান্যভ্যুপগতান্যন্যথা বিবিদিষা-সন্ন্যাসবিধিবিরোধাদিত্যভিপ্রেত্যোক্তেঽর্থে ভগবতোঽনুমতিমাহ অতএবেতি। বিদুষো বিবিদিষোশ্চ সন্ন্যাসেঽধিকারেঽবিদুষস্তু কর্ম্মণীতি বিভাগস্যেষ্টত্বাদিত্যর্থঃ। অধিকারিভেদেন নিষ্ঠাদ্বয়ং ভগবতা বেদব্যাসেনাপি দর্শিতমিত্যাহ তথাচেতি। অধ্যয়ন-বিধিনা স্বাধ্যায়-পাঠে ত্রৈবর্ণিকস্য প্রবৃত্ত্যনন্তরং তত্র ক্রিয়ামার্গো জ্ঞান-

আভাস।

আত্মা; তাঁহার ক্ষয় ব্যয়াদি পরিণাম বা জন্ম মৃত্যু ও হ্রাসাদি কোন অবস্থান্তর নাই! তিনি নিত্য সিদ্ধ শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ও সত্য স্বরূপ।

এক্ষণে অর্জ্জুনের আশঙ্কা হইতে পারে যে, নিরাময় আত্মাতে সেই সমস্ত সম্বন্ধ কেন ঘটে? যাহাতে আত্মা নিরাময় চৈতন্যস্বরূপ হইয়াও, প্রকৃতির বন্ধনে বদ্ধ হইয়া সুখী দুঃখী, কর্ত্তা ও অভিমন্তা প্রভৃতি নানাভাবে পরিচিত হইতেছেন? এতদুত্তরে ভিন্ন ভিন্ন দর্শনকার বিচিত্র মতের অভিনয়ে বিচিত্র উত্তর প্রদানে সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন! বেদান্ত এস্থলে একটী মায়ার অবতরণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী মায়ার প্রভাবে এইরূপ সংযোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সে স্থলে প্রকৃতি এবং পুরুষ ব্যতীত অপর একটী মায়াকে স্বীকার করিতে হয়; সুতরাং মুক্তিতে মায়ারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হয়; অতএব মুক্তি বা শান্তিলাভ করিতে হইলে, সেই মায়ারই শরণাগত হইতে হয়! কেহ বলেন, সংযোগ এবং বিয়োগ-ব্যাপার পুরুষ প্রকৃতিরই স্বভাব; কেহ কখন আপন স্বভাবকে পরিহার করিয়া

শাঙ্করভাষ্যম্।

পুরস্তাৎ পশ্চাৎ সন্ন্যাসশ্চেত্যেতমেব বিভাগং পুনঃ পুনর্দর্শয়িষ্যতি ভগবান্ অতত্ত্ববিৎ অহংকার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ; তত্ত্ববিত্ত্ নাহং করোমীতি তথাচ সর্ব্ব কর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্ত ইত্যাদি ; তত্র কেচিৎ পণ্ডিতম্মন্যা বদন্তি জন্মাদিষড়্ভাববিক্রিয়ারহিতোঽবিক্রিয়োঽকর্ত্তৈকোঽহমাত্মেতি ন কস্যচিৎ জ্ঞানমুৎপদ্যতে, যস্মিন্ সতি সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস উপদিশ্যতে তন্ন। ন জায়ত ইত্যাদিশাস্ত্রোপদেশানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মার্গশ্চেতি দ্বৌ মার্গাবধিকারিভেদেনাবেদিতাবিত্যর্থঃ। আদিশব্দাদ্ যত্র বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতা ইত্যাদি গৃহ্যতে। উক্তয়ো মার্গয়োস্বল্যতাং পরিহর্ত্তুমুদাহরণান্তরমাহ তথেতি। বুদ্ধিশুদ্ধিদ্বারা কর্ম্মতৎফলয়োর্ব্বৈরাগ্যোদয়াৎ পূর্ব্বং কর্ম্মমার্গো বিহিতো বিরক্তস্য পুনঃ সন্ন্যাসপূর্ব্বকো জ্ঞানমার্গো দর্শিতঃ। স চেতরস্মাদতিশয়শালীতি শ্রুতমিত্যর্থঃ। উক্তবিভাগেন পুনরপি বাক্যশেষানুকূল্যমাদর্শয়তি এতমেবেতি। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মেত্যস্য ব্যাখ্যানং অতত্ত্ববিদিতি। তত্ত্ববিত্ত্বিতি শ্লোকমবতার্য্য তাৎপর্য্যার্থং সংগৃহ্লাতি নাহমিতি। পূর্ব্বেণ ক্রিয়াপদেনেতিশব্দঃ সম্বধ্যতে। বিরক্তমধিকৃত্য বাক্যান্তরং পঠতি তথাচেতি। আদিশব্দস্তস্যৈব শ্লোকস্য শেষসংগ্রহার্থঃ। অবিক্রিয়াত্মজ্ঞানাৎ কর্ম্মসন্ন্যাসে দর্শিতে মীমাংসকত্ব-মতমুত্থাপয়তি

আভাস।

থাকিতে পারেন না! এই উত্তর স্বীকার করিলে, কিন্তু সৃষ্টির বিরাম থাকে না। সুতরাং সংসার-ভাব অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে! কেহ বলেন, ঈশ্বরাধীন সৃষ্টি! তিনিই এই সংযোগ এবং বিয়োগের দ্বারা জীবকে একবার বন্ধন করিতেছেন এবং পুনরায় তিনিই উদ্ধার বাসনায় জীবকে নিরাময় করিতেছেন। তাহা হইলে, এক উপাসনা ব্যতীত কর্ম্ম বা জ্ঞানের পরিচয় যাহা শ্রুত্যাদিতে উক্ত রহিয়াছে, তাহা নিরর্থক হইয়া পড়ে। এক্ষণে নানা মুনির বা দর্শন-কারের মত অনুসরণ না করিয়া, যুক্তি-মূলক শ্রীকৃষ্ণের গীতা-বাক্যের অনুসরণে কোথায় উপনীত হইতে পারি, আমরা তাহারই অনুসন্ধান করিতে অগ্রসর হই!

আমরা মানব-হৃদয়ের সাধারণ প্রবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি করিলে, বুঝিতে পারিব যে, দুইটি প্রবল বৃত্তি সধারণতঃ মানব হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। একটি আদান; অপরটী প্রদান। একটি দেওয়া, অপরটী গ্রহণ করা বা লওয়া। এই দুই ব্যতীত, অপর তৃতীয় কার্য্য আর কিছুই নাই! এতদ্ব্যতীত আরও

শাঙ্করভাষ্যম্।

যথা চ শাস্ত্রোপদেশসামর্থ্যাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মাস্তিত্ববিজ্ঞানং কর্ত্তুশ্চ দেহান্তর-সম্বন্ধিজ্ঞানঞ্চ উৎপদ্যতে, তথা চ শাস্ত্রাৎ তস্যৈবাত্মনোঽবিক্রিয়ত্বাকর্ত্তৃত্বৈকত্বাদিবিজ্ঞানং কস্মান্নোপপদ্যতে ইতি প্রষ্টব্যাস্তে করণগোচরত্বাদিতি চেন্ন মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমিতি শ্রুতেঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ-জনিত-শম-দমাদি-সংস্কৃতং মন আত্মদর্শনে করণং তথা চ তদধিগমায় অনুমানে-আগমে চ সতি জ্ঞানং নোৎপদ্যতে ইতি সাহস-মাত্রমেতৎ, জ্ঞানঞ্চ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তত্রেতি। আত্মনো জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যাধারত্বেনাবিক্রিয়ত্বাভাবাদবিক্রিয়াত্মজ্ঞানং সন্ন্যাসকারণীভূতং ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। যথোক্তজ্ঞানাভাবো বিষয়াভাবাদ্বা মানাভাবাদ্বেতি বিকল্প্যাদ্যং দূষয়তি নেত্যাদিনা। ন তাবদবিক্রিয়াত্মাভাবো ন জায়তে ম্রিয়তে বেত্যাদিশাস্ত্রস্যাপ্তবাক্যত্বাৎ প্রমাণস্যান্তরেণ কারণমানর্থক্যাযোগাদিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ যথা চেতি। পারলৌকিক-কর্ম্মবিধি-সামর্থ্যসিদ্ধং বিজ্ঞানমুদাহরতি কর্ত্তুশ্চেতি। কর্ম্মকাণ্ডাদজ্ঞাতে ধর্ম্মাদৌ বিজ্ঞানোৎপত্তিবৎ জ্ঞানকাণ্ডাদজ্ঞাতে ব্রহ্মাত্মনি বিজ্ঞানোৎপত্তিরবিরুদ্ধা প্রমাণত্বাবিশেষাদিত্যর্থঃ। জ্ঞানস্য মনঃসংযোগজন্যত্বাদাত্মনশ্চ শ্রুত্যা মনোগোচরত্ব-নিরাসাদাত্মজ্ঞানে সাধনমস্তীতি শঙ্কতে করণেতি। শ্রুতিমাশ্রিত্য পরিহরতি ন মনসেতি। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থমনো-

আভাস।

বৃত্তি অনেক আছে বলিয়া যাহা কিছু আমরা বুঝি, সে সমস্ত ব্যাপার এই দুই বৃত্তিরই অন্তর্গত বা আনুষঙ্গিক মাত্র। আজীবন হৃদয়-মন্দিরে কেবল পাইবারই প্রার্থনা করি! এবং পাইলেও স্থির থাকিতে পারি না; আবার কিরূপে তাহার উপযুক্ত রূপ ব্যয় করিব, তজ্জন্য নিরন্তরই ব্যস্ত থাকি। আমাদের, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি এবং চিত্তকে বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝিতে পারিব যে, এই দুই ব্যাপারে ইহারা সকলেই বিব্রত। দেহ শ্বাস গ্রহণ করে, আবার তাহা পরিত্যাগ করে; ভোজন পান করে, পুনঃ তাহা বিষ্ঠা মূত্র ও ঘর্ম্মাদির মূর্ত্তিতে বিসর্জ্জন করে। চক্ষু-কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়কে গ্রহণ করে, পুনঃ বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার বিসর্জ্জন করে। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের দ্বারা কতই বিষয়ের গঠন অন্তরে করিতেছি, আবার উপযুক্ত পাত্র এবং অবসর পাইলেই তাহাকে অর্পণ করিতেছি। পুরুষ স্ত্রী-গ্রহণ করিতেছেন, আবার তাহাতে বীর্য্য প্রদান করিতেছেন; বনিতা বীর্য্য গ্রহণ

শাঙ্করভাষ্যম্।

উৎপদ্যমানং তদ্বিপরীতমজ্ঞানং অবশ্যং বাধত ইত্যভ্যুপগন্তব্যং; তচ্চাজ্ঞানং দর্শিতং হন্তাহং হতোঽস্মীত্যুভৌ তৌ ন বিজানীত ইত্যত্র চাত্মনো হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তৃত্বং কর্ম্মত্বং হেতুকর্ত্তৃত্বঞ্চাজ্ঞানকৃতং দর্শিতং তচ্চ সর্ব্বক্রিয়াস্বপি সমানং কর্ত্তৃত্বাদেরবিদ্যাকৃতত্বং অবিক্রিয়ত্বাদাত্মনঃ বিক্রিয়াবান্ হি কর্ত্তা আত্মনঃ কর্ম্মভূতমন্যং প্রযোজয়তি কুর্ব্বিতি তদেতদবিশেষেণ বিদুষঃ সর্ব্বক্রিয়াসু কর্ত্তৃত্বং হেতুকর্ত্তৃত্বঞ্চ প্রতিষেধতি ভগবান্

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বৃত্ত্যৈব শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশমনুসৃত্য দ্রষ্টব্যং তত্ত্বমিতি শ্রূয়তে স্বরূপেণ স্বপ্রকাশমপি ব্রহ্মাত্মবস্তু বাক্যোত্থবুদ্ধিবৃত্ত্যভিব্যক্তং সবিকল্পক-ব্যবহারালম্বনং ভবতীতি মনোগোচরত্বোপচারাদসিদ্ধং করণাগোচরত্বমিত্যর্থঃ। কথং তর্হি ব্রহ্মাত্মনো মনোবিষয়ত্ব-নিষেধশ্রুতিরিত্যাশঙ্ক্যাসংস্কৃতমনোবৃত্ত্যবিষয়ত্ববিষয়া সেতি মন্বানঃ সন্নাহ শাস্ত্রেতি। সত্যপি শ্রুত্যাদৌ তদনুগ্রাহকাভাবান্নাত্মাকমবিক্রিয়াত্মকজ্ঞানমুৎপত্তুমর্হতীত্যা-শঙ্ক্যাহ তথেতি। তস্যাবিক্রিয়স্যাত্মনোঽধিগত্যর্থং বিমতো বিকারো নাত্মধর্ম্মো বিকার-ত্বাদুভয়াভিমতবিকারবদিত্যনুমানে পূর্ব্বোক্তশ্রুতিস্মৃতিরূপাগমে চ সত্যেব তস্মিন্নো-ৎপদ্যতে জ্ঞানমিতি বচঃ সাহসমাত্রং সত্যেব মানে মেয়ং ন ভাতীতিবদিত্যর্থঃ। নন্বু যথোক্তং জ্ঞানমুৎপন্নমপি হানায়োপাদানায় বা ন ভবতীতি কুতোঽস্য ফলবত্ত্বং তত্রাহ

আভাস।

করিতেছেন, আবার পুত্র-মূর্ত্তিতে তাহা প্রদান করিতেছেন। চন্দ্রমা সোম মূর্ত্তিতে জগতে রস বিতরণ করিতেছেন, সূর্য্য প্রাণ-মূর্ত্তিতে সে সকল সংগ্রহ করিতেছেন। যদি প্রধানত কেহ দিতেছেন এবং কেহ লইতেছেন, আবার অপ্রধানত প্রত্যেক জড় এবং জঙ্গমের মধ্যেও এই দুইটা বৃত্তিই সুস্পষ্ট যেন জাগ্রত-ভাবে পরিচালিত হইতেছে। কোন বৃত্তিই ন্যূন-বল বা অধিক-বল নহে; যেন তুল্য বলে দুইটারই কার্য্য নিরন্তর এই জড় ও জঙ্গমাত্মক জগতে চলিতেছে। এই দুইটির মধ্যে কোনটাই একাকী আপনাতে পর্য্যবসিত নহে। আদান ব্যাপার প্রদানের মুখাপেক্ষী এবং প্রদানও আদানের মুখাপেক্ষী; সুতরাং শ্বাস প্রশ্বাসের-ন্যায়, দুইটী পরস্পরের অশ্রয়ে পরস্পরকে কার্য্য করাইতেছে এবং করিতেছে। এই অদ্ভুত নৈসর্গিক উভয় ব্যাপারের অন্তরে প্রবেশ করিলে, আমরা আরও বুঝিতে পারিব যে, দেওয়ার বরং অবসাদ আইসে, কিন্তু আদানের অবসাদ নাই! বরং তাহাতে গৃহীতার ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন হয় মাত্র। ধরণী বৃক্ষাদি মূর্ত্তিতে কাষ্ঠের উৎপাদন বহুকালে যাহা করেন, অগ্নি তাহা অতি অল্পকালের মধ্যে

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিগুষঃ কর্ম্মাধিকারাভাবপ্রদর্শনার্থং বেদাবিনাসিনং কথং স পুরুষ ইত্যাদিনা। ক পুনর্ব্বিদুষোঽধিকার ইত্যেতদুক্তং পূর্ব্বমেব জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানামিতি। তথা চ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসং বক্ষ্যতি, সর্ব্বকর্ম্মাণি মনাসেত্যাদিনা। নমু মনসেতি বচনান্ন বাচিকানাং কায়িকানাঞ্চ সন্ন্যাস ইতি চেৎ ন সর্ব্বকর্ম্মাণীতি বিশেষিতত্বাৎ মানসানামেব সর্ব্ব-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

জ্ঞানঞ্চেতি। অবশ্যমিতি প্রকাশ-প্রবৃত্তেস্তমো-নিবৃত্তিব্যতিরেকেণানুপপত্তিবদাত্ম জ্ঞাননিবৃত্তিমন্তরেণাত্মজ্ঞানোৎপত্তেরনুপপত্তেরিত্যর্থঃ। নম্বজ্ঞানস্য জ্ঞানপ্রাগ্‌ ভাবত্বাত্তন্নিবৃত্তিরেব জ্ঞানং ন তু তন্নিবর্ত্তকমিতি তত্রাহ তচ্চেতি। কথং পুনর্ভগ-বতাপি জ্ঞানাভাবাতিরিক্তমজ্ঞানং দর্শিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ অত্র চেতি। বিমতং জ্ঞানাভাবো ন ভবত্যুপাদানত্বান্মৃদাদিবদিতি ভাবঃ। নমু হননক্রিয়ায়াশ্চ ন হিংস্যা-দিতি নিষিদ্ধত্বাৎ তৎ কর্ত্তৃত্বাদেরজ্ঞানকৃতত্বেঽপি বিহিতক্রিয়াকর্ত্তৃত্বাদের্ন তথাত্বমিতি নেত্যাহ তস্মেতি। ন তাবদাত্মনি কর্ত্তৃত্বাদি নিত্যত্বং অমুক্তিপ্রসঙ্গান্ন চানিত্যমপি নিরুপাদানং ভাবকার্য্যস্যোপাদাননিয়মান্ন চানাত্মা তদুপাদানমাত্মনি তৎপ্রতিভানান্ন চাত্মৈব তদুপাদানং কূটস্থস্য তস্যাবিদ্যাং বিনা তদযোগাদিত্যাহ অবিক্রিয়ত্বাদিতি। কর্তৃত্বাভাবেঽপি কারয়িতৃত্বং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ বিক্রিয়াবানিতি। আত্মনি কর্ত্তৃত্বাদি

আভাস।

আত্মসাৎ করিয়া লন; বরং আত্মসাৎ করিবার উপলক্ষে নিজের স্বরূপেরই বিকাশ করিয়া থাকেন। ক্রয়-কারীর মুখাপেক্ষী বিক্রয়কারী। বিক্রয়কারী পণ্যদ্রব্য সাজায়, ক্রয়কারী তাহা বাছিয়া ক্রয় করে। অতএব গ্রহণ ব্যাপারটী জ্ঞানময় পুরুষের; এবং প্রদান ব্যাপারটি অবয়ব-ভূতা প্রকৃতির। চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের অনুভবের দ্বারাই আদানের ফল পূর্ণ হয় এবং শক্তিস্বরূপ প্রকৃতির আত্মনিষ্ঠ অন্তরস্থ ভাবের বিকাশ করার দ্বারাই প্রদানের ফল সম্পূর্ণ হয়। আমরা বুঝিয়া কার্য্য করি এবং করিয়া বুঝি। যখন বুঝি, তখন করি না; এবং যখন করি, তখন বুঝি না। অর্থাৎ যখন করি, তখন আত্মবিস্মৃত হইয়া কার্য্যে বা দৃশ্য-জগতের অনুসরণ করি এবং যখন আত্ম-স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য পড়ে, তখন সকল কার্য্যের বিরতি ঘটে। যাহা বুঝিয়াছি সে সমস্ত ব্যাপারও আত্মস্বরূপে প্রকৃতের ন্যায় নিবিশমান রাখিয়া, কেবল বুঝি ভাবেরই বিকাশ থাকে। অতএব বিষয় ও বিষয়ী, অথবা

শাঙ্করভাষ্যম্।

কর্ম্মণামিতি চেন্ন মনোব্যাপারপূর্ব্বকত্বাদ্বাক্কায়-ব্যাপারাণাং মনোব্যাপারাভাবে কর্ম্মানুপপত্তেঃ। শাস্ত্রীয়াণাং বাক্কায়কর্ম্মণাং কারণানি মানসানি মনোব্যাপারাণি বর্জ্জয়িত্বান্যানি সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্ত ইতি চেন্ন নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্ ইতি বিশেষণাৎ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসোঽয়ং ভগবতোক্তো, মরিষ্যতো ন জীবত ইতি চেন্ন,

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রতিভানস্যানাত্মনির্ব্বাচ্যমজ্ঞানমুপাদানং তন্নিবৃত্তিশ্চ তত্ত্বজ্ঞানাদিত্যুক্ত্বেদানীং কর্তৃত্বকারয়িতৃত্বয়োরবিদ্যাকৃতত্বে ভগবতোঽনুমতিং দর্শয়তি তদেতদিতি। বিদুষো যদি কর্ম্মাধিকারাভাবো ভগবতোঽভিমতঃ তর্হি কুত্র তস্য জীবতোঽধিকারঃ স্যাদিতি পৃচ্ছতি ক্ব পুনরিতি। জ্ঞাননিষ্ঠায়ামিত্যুক্তং স্মারয়তি উক্তমিতি। তদঙ্গভূতে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসে চ তস্যাধিকারোঽস্তীত্যাহ তথেতি। বক্ষ্যমাণে বাক্যে সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসো ন প্রতিভাতি মানসানামেব কর্ম্মণাং বিশেষণ-বশাৎ ত্যাগাবগমাদিতি শঙ্কতে নন্বিতি। বিশেষণান্তরমাশ্রিত্য দূষয়তি ন সর্ব্বেতি। মনসেতি বিশেষণান্মানসেম্বেব কর্ম্মসু সর্ব্বশব্দঃ সংকুচিতঃ স্যাদিতি শঙ্কতে মানসানামিতি। সর্ব্বাত্মনা মনোব্যাপারত্যাগে ব্যাপারান্তরাণামনুপপত্তেঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসঃ সিধ্যতীতি পরিহরতি নেত্যাদিনা। মানসেষ্বপি কর্ম্মসু সন্ন্যাসে সঙ্কোচান্ন বাগাদিব্যাপারানুপপত্তিরিতি

আভাস।

জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, শক্তি ও শক্তিমান্ অথবা দৃশ্য ও দ্রষ্টারূপে চির বিদ্যমান উভয় ভাবের নিরন্তর সংগ্রামই এই সংসার। একবার জ্ঞানের উৎকর্ষে মহাপ্রলয়, পরক্ষণে শক্তির উৎকর্ষে অনন্ত সৃষ্টি! শক্তি ও শক্তিমান্ রূপে অথবা উভয়ের অবিনাভাব সম্বন্ধে চির-বিদ্যমান ভাবই সেই পরম পুরুষ পরমাত্মা এবং সর্ব্বপ্রকটন-কারিণী শক্তি কালীরূপে চৈতন্যস্বরূপ মহাদেবের হৃদয়ের উপর বিদ্যমানা থাকিয়া, অনন্ত প্রসব করিতেছেন; এবং সেই শক্তির প্রত্যেক পরিণামের দর্শকরূপে আমি-ভাবাপন্ন চিৎকণ আত্মাই জীবরূপে অনন্ত দেহে পৃথক্ ভাবে বিরাজ করিতেছেন।

জগজ্জননী অন্নপূর্ণা সাজিয়া মহাদেকে অন্ন প্রদান করিতেছেন; এবং জ্ঞানরূপী সদাশিব প্রকৃতির প্রদত্ত অসীম সৃষ্টি প্রত্যক্ষে পাইয়া অর্থাৎ আপন বোধে ঈক্ষণ করিয়া, সুখী হইতেছেন। জ্ঞান বুঝিতে চায় এবং জ্ঞেয়া প্রকৃতি আত্মস্বরূপের বিবিধ ও বিচিত্র ভাবের প্রকাশনে বুঝি স্বরূপের পরিচয় দাতে সুখী হইতেছেন। যাহার থাকে, সে স্বীয় শক্তির দ্বারা সেই থাকার স্বরূ-

শাঙ্করভাষ্যম্।

নবদ্বারে পুরে দেহী আস্তে ইতি বিশেষণানুপপত্তেঃ। ন হি সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসেন মৃতস্য তদ্দেহে আসনং সম্ভবত্যকুর্ব্বতোঽকারয়তশ্চ দেহে সন্ন্যস্যেতি সম্বন্ধো ন দেহে আস্ত ইতি চেন্ন, সর্ব্বত্রাত্মনোঽবিক্রিয়ত্বাবধারণাৎ। আসনক্রিয়ায়াশ্চাধিকরণা-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শঙ্কতে শাস্ত্রীয়ানামিতি। অন্যানীতি। অশাস্ত্রীয়-বাক্কায়-কর্ম্মকারণান্যশাস্ত্রীয়াণি মানসানি তানি চ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণীত্যর্থঃ। বাক্যশেষমাদায় দূষয়তি ন নৈবেতি। ন হি বিবেকবুদ্ধ্যা সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি অশাস্ত্রীয়াণি সন্ন্যস্য তিষ্ঠতীতি যুক্তং নৈব কুর্ব্বন্নিত্যাদিবিশেষণস্য বিবেকবুদ্ধেশ্চ সর্ব্বত্যাগহেতোরন্যত্বাদিত্যর্থঃ। ভগবদভিমত-সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসস্য অবস্থাবিশেষে সঙ্কোচং দর্শয়ন্নাশঙ্কতে মরিষ্যত ইতি। সন্ন্যাসো জীবদবস্থায়ামেবাত্র বিবক্ষিত ইত্যত্র লিঙ্গং দর্শয়ন্নুত্তরমাহ ন নবেতি। অনুপপত্তিমেব স্ফোরয়তি নহীতি। অন্বয়বিশেষ-ব্যাখ্যানেন লিঙ্গাসিদ্ধিং চোদয়তি অকুর্ব্বত ইতি। বিবেক-বশাদশেষাণ্যপি কর্ম্মাণি দেহে যথোক্তে নিঃক্ষিপ্য অকুর্ব্বন্নকারয়ংশ্চ বিদ্বান্ অবতিষ্ঠতে। তথাচ দেহে কর্ম্মাণি সন্ন্যস্যাকুর্ব্বতোঽকারয়তশ্চ সুখমাসনমিতি সম্বন্ধসম্ভবাৎ বিশেষণস্য সতি দেহে কর্ম্মত্যাগবিষয়ত্বাভাবাজ্জীবতঃ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগো

আভাস।

মারী ভাবকে দর্শন করাইয়া কৃতার্থ হইতেছে; এবং যিনি বুঝেন, তিনি সেই রকমারী ভাব দর্শনে স্বীয় দর্শন-শক্তির পরিচয় লাভে পরিতৃপ্ত হইতেছেন। আমাদের দর্শন করিবার যোগ্যতা আছে, সত্য! কিন্তু সে যোগ্যতা যে কি প্রকার, তাহা দৃশ্য বস্তুকে না দেখিলে, অবধারণ করিতে পারিতাম না। অতএব চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্ব স্ব স্বরূপ-ভাবের অবধারণ করিতে হইলেও, যেমন তাহাদের প্রত্যেকটীর স্ব স্ব বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হওয়া প্রয়োজন, নতুবা তাহাদের কোনটীরই স্বরূপের অনুভূতি হয় না এবং গ্রহণ-কর্ত্তার ইন্দ্রিয় না থাকিলেও, গ্রাহ্য শব্দ স্পর্শ রূপ রস এবং গন্ধ স্বরূপ পঞ্চ মহাভূত বা তন্মাত্রারও আত্মপরিচয় প্রদান করা হয় না, সেইরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানরূপী আত্মারও আত্মোপলব্ধি করিতে হইলে, জ্ঞেয়া প্রকৃতির সঙ্গ-লাভের প্রয়োজন এবং জ্ঞেয়া শক্তিমতী প্রকৃতিরও আত্মপরিচয় প্রদানার্থ জ্ঞাতা চৈতন্যস্বরূপ আত্মার সঙ্গলাভ প্রয়োজন। অতএব আদান-প্রদানরূপ অভেদে বিদ্যমান ভাবই পরম-পুরুষ। ইহার ব্যষ্টিভাবই জীব এবং সমষ্টিভাবই পরমাত্মা। এই পরমাত্ম-

শাঙ্করভাষ্যম্।

পেক্ষত্বাত্তদনপেক্ষত্বাচ্চ সন্ন্যাসস্য। সংপূর্ব্বস্য ন্যাস-শব্দোঽত্র ত্যাগার্থো ন নিক্ষেপার্থঃ। তস্মাদ্গীতাশাস্ত্রে আত্মজ্ঞানবতঃ সন্ন্যাস এবাধিকারো ন কর্ম্মণীতি তত্র তত্রোপরিষ্টাদাত্মজ্ঞানপ্রকরণে দর্শয়িষ্যামঃ॥ ২১॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নাস্তীত্যর্থঃ। অথবা কুর্ব্বন্ত ইত্যাদি পূর্ব্বত্রৈব সম্বন্ধনীয়ং, লিঙ্গাসিদ্ধি চোদিতে দেহে সন্ন্যস্যৈত্যারভ্যোন্নেয়ং। আত্মনঃ সর্ব্বত্রাবিক্রিয়ত্ব-নির্দ্ধারণাদ্দেহসম্বন্ধমন্তরেণ কর্তৃত্বকারয়িতৃত্বাপ্রাপ্তেরপ্রাপ্তপ্রতিষেধপ্রসঙ্গপরিহারার্থমস্ত্যুক্ত এব সম্বন্ধঃ সাধীয়ানিতি সমাধত্তে ন সর্ব্বত্রেতি, শ্রুতিষু স্মৃতিষু চেত্যর্থঃ। কিঞ্চ সম্বন্ধস্যাকাঙ্ক্ষা-সন্নিধি-যোগ্যতাধীনত্বাৎ অকাঙ্ক্ষা-বশাৎ অস্মদভিমত-সম্বন্ধ-সিদ্ধিরিত্যাহ আসনেতি। ভবদিষ্টস্তু সম্বন্ধো ন সিধ্যত্যাকাঙ্ক্ষাভাবাদিত্যাহ তদনপেক্ষত্বাচ্চেতি। সন্ন্যাসশব্দস্য বিক্ষেপার্থত্বাৎ তস্য চাধিকরণসাপেক্ষত্বাদস্মদিষ্টসম্বন্ধসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ সংপূর্ব্বস্যেতি। অন্যথোপসর্গবৈয়র্থ্যাদিত্যর্থঃ। মনসা বিবেকবিজ্ঞানেন সর্ব্বকর্ম্মাপরিত্যজ্যাস্তে দেহে বিধানিত্যস্যৈব সম্বন্ধস্য সাধুত্বং মত্বা উপসংহরতি তস্মাদিতি। সর্ব্বব্যাপারোপরমাত্মনঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসস্য অবিক্রিয়াত্মজ্ঞানাবিরোধিত্বাৎ প্রবোজক-জ্ঞানবতো বৈধে সন্ন্যাসেঽধিকারঃ সম্যগ্জ্ঞানবতস্ত্ববৈধে স্বাভাবিকে ফলাত্মনীতি বিভাগমভ্যুপেত্যোক্তেঽর্থে বাক্যশেষানুগুণ্যং দর্শয়তি ইতি তত্র তত্রেতি॥ ২১॥

আভাস।

ভাবের আর পৃথক্ নিয়ন্তা স্বভাব বা কালাদি বলিয়া অন্য কাহাকেও স্বীকারের প্রয়োজন নাই। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ সম্বন্ধে বা অবিনাভাবে বিদ্যমানতাই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। পূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, প্রকৃতির বিচিত্র ও বিবিধ পরিণত স্তরের সহিত চৈতন্য-স্বরূপের ঈক্ষণ উপলক্ষে যে বিচিত্র আমি ভাব, তাহাই জীব নামে অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং স্ত্রীর সম্বন্ধে পুরুষের যেমন স্বামী-ভাব এবং পুত্রের সম্বন্ধে পিতৃ-ভাব ঘটিয়াই পুরুষের বন্ধন বা সংসার, তখন অতি স্থূল হইতে অতি সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত সকল সম্বন্ধই পরিহার করিবার নামই সন্ন্যাস; যাহা পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার গভীর গবেষণা-পূর্ণ ভাষ্যে আলোচনা করিয়াছেন। কেবল স্ত্রী-পুত্র-গৃহ ক্ষেত্র পরিত্যাগে কৌপীন গ্রহণেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না; আত্মার আবরণকে পরিত্যাগ করিয়া নিঃসঙ্গ হওয়াই মুক্তি বা শান্তি-লাভের উপায়।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।

জীর্ণানি বাসাংসি বস্ত্রাণি বিহায় পরিত্যজ্য নরঃ যথা অপরাণি নবানি বস্ত্রাণি গৃহ্লাতি, তথা জীর্ণানি শরীরাণি বিহায় ত্যক্ত্বা, দেহী অন্যানি নবানি শরীরাণি সংযাতি প্রাপ্নোতি ॥ ২২ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

নন্বাত্মনোঽবিনাশেঽপি তদীয়শরীরনাশং পর্য্যালোচ্য শোচামীতি চেত্তত্রাহ বাসাংসীতি। কর্ম্মনিবন্ধনানাং দেহানামবশ্যম্ভাবিত্বাৎ জীর্ণদেহনাশে ন শোকাবকাশ ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

জীর্ণ শীর্ণ পোষক পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া, যেমন গাত্রাবরণ নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করা হয়, সেইরূপ প্রচীন বা রোগাদিতে জীর্ণ শীর্ণ কলেবরকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহী জীব অভিনব কলেবর গ্রহণ করে মাত্র; দেহ পরিবর্ত্তন উপলক্ষে জীবাত্মার স্বরূপত কোন ক্ষতি বৃদ্ধি বা অভাব ও মরণ ঘটে না ॥ ২২ ॥

আভাস।

সুতরাং যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্ম, দেবতার উপাসনা, এমন কি! সম্প্রজ্ঞাত সমাধি পর্য্যন্ত যোগাঙ্গেও জীবাত্মার অধিকার নিষ্প্রয়োজন বলিয়া আচার্য্য-দেবের ব্যাখ্যা সুসঙ্গতই হইয়াছে। ২০। ২১ ॥

যে আত্মাকে বা আমি-ভাবকে অবিনাশী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে কীর্ত্তন ও বর্ণন করিয়াছেন, তাহারই জন্মান্তর লাভের পদ্ধতি সাধারণত এই শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ সাধারণত পোষাক পরিচ্ছদ পুরাতন জীর্ণ-শীর্ণ হইলে, তাহা পরিত্যাগে যেমন নূতন পরিচ্ছদ মানবগণ পরিধান করিয়া থাকেন, সেইরূপ বার্দ্ধক্যাদি নিবন্ধন জীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া, নূতন কলেবর জীব ধারণ করিয়া থাকে। এ দৃষ্টান্তটী কিন্তু সাধারণত সকল জীবের পক্ষে সঙ্গত হইলেও, মানবের পক্ষে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য নহে। তবে যে সকল মানব এই দেহকেই আমি আত্মা বলিয়া ধারণা করেন, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে এই দৃষ্টান্তটী সুসঙ্গত। অর্থাৎ দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য বুঝিবার ইহা একটি সহজ

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রকৃতন্তু বক্ষ্যামঃ তত্রাত্মনোহ বিনাশিত্বং প্রতিজ্ঞাতং তৎ কিমিবেত্যুচ্যতে বাসাংসীতি। বাসাংসি বস্ত্রাণি জীর্ণানি দুর্ব্বলতাং গতানি যথা লোকে বিহায় পরিত্যজ্য নবানভিনবানি গৃহ্নাত্যুপাদত্তে নরঃ পুরুষোহপরাণ্যন্যানি তথা তদ্বদেব শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি সংগচ্ছতি নবানি ; দেহাত্মা পুরুষবদবিক্রিয় এবেত্যর্থঃ ॥ ২২॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

আত্মনোহবিক্রিয়ত্বেন কথাসম্ভবং প্রতিপাদ্যাবিক্রিয়ত্বহেতুসমর্থনার্থমেবোত্তর-গ্রন্থমবতারতি প্রকৃতং ত্বিতি। কিং তৎ প্রকৃতমিতি শঙ্কমানং প্রত্যাহ তত্রেতি। অবিনাশিত্বমিত্যুপলক্ষণমবিক্রিয়ত্বমিত্যর্থঃ। তদেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়িতুমুত্তরশ্লোকং, ব্যুথাপয়তি তদিত্যাদিনা। আত্মনঃ স্বতোহবিক্রিয়াভাবেহপি পুরাতনদেহত্যাগে নূতন-দেহোপাদানে চ বিক্রিয়াবত্ত্বজ্ঞৈব্যাদবিক্রিয়ত্বমসিদ্ধমিতি চেত্তত্রাহ বাসাংসীতি।

আভাস।

উপায় বটে ; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে এ দৃষ্টান্তটী প্রচুর নহে। কারণ জীবাত্মা এক প্রকার হইলে, সকল জীবাত্মার ভোগায়তন দেহও এক প্রকার হইত। কিন্তু ভোগায়তন দেহ যখন দেব, তির্য্যক্ এবং মনুষ্য ভেদে বিভিন্ন প্রকার, তখন ভোগ-কর্ত্তা জীবাত্মার অন্তরে কারণ-স্বরূপ ভোগেচ্ছার যে বিচিত্র ভেদ আছে, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। মানবের দেহও একরূপ নহে। দেহ মাত্রেরই পরস্পরের মধ্যে কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, সন্দেহ নাই। অধিক কি! স্ত্রী, পুং, নপুংসক ভেদেও ত বৈশিষ্ট্য আছে। বাহিরে আকারের বৈশিষ্ট্য যখন প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, তখন অন্তরে আশা ও কামনার ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং বিবিধ সংস্কার-বিশিষ্ট জীবাত্মা যে যেরূপ ভাবনা মরণ-কালে করিয়া থাকেন, দেহান্তে উক্ত ভাবের অনুরূপ দেহ তিনি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং অন্তরে ভোক্তা জীবাত্মার ইচ্ছা বা ভাবনিষ্ঠ বৈশিষ্ট্য অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এতদর্থে শ্রুতি ও বলিয়াছেন।

কামং যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভি র্জায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মন স্তু ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তে কামাঃ ॥

অর্থাৎ পুরুষ জীবাত্মা মনে মনে যাদৃশ কামভোগের বাসনা মরণকালে করেন, দেহান্তে তিনি তাদৃশ ভোগলোকে, তাদৃশ ভোগায়তন দেহের আশ্রয়ে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শরীরাণি জীর্ণানি বয়োহানিং গতানি ত্বগ্বলীপলিতাদিসঙ্গতানীত্যর্থঃ। বাসসাং পুরাতনানাং পরিত্যাগে নবানাঞ্চোপাদানে ত্যাগোপাদানকর্ত্তৃভূত-লৌকিকপুরুষস্যাপি অবিকারিত্বেনৈকরূপত্ববদাত্মনো দেহত্যাগোপাদানয়োরবিরুদ্ধমবিক্রিয়ত্বমিতি বাক্যার্থমাহ পুরুষবদিতি॥ ২২॥

আভাস।

তাহার ভোগার্থ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। যাঁহার হৃদয়ে কোনরূপ ভোগের লালসা থাকে না, সর্ব্ববিধ ভোগের পরীক্ষায় যিনি উত্তীর্ণ, তাদৃশ কৃতার্থ পুরুষের আর জন্মান্তর-লাভের প্রয়োজন হয় না।

এস্থলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বলিবার তাৎপর্য্যই এই যে, ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করিবার উপলক্ষে ভোগায়তন দেহ যেমন গ্রহণ করা হয় এবং বাসনার চরিতার্থতায় দেহ ত্যাগ করিয়া তদ্বিষয়ের চিন্তার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, সেইরূপ ভোগায়তন দেহের ভোগকালে অন্তরে যদি অপর বাসনাকে আমার-জ্ঞানে মানব পূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়া থাকে, তখন মানব সেই ভাবময় দেহকেও পরিত্যাগে নিশ্চিন্ত ও নিরাময় হইতে পারেন। কারণ বাসনাই প্রকৃত কারণ-দেহ। সেই কারণ-স্বরূপ বাসনার পরিত্যাগে নিশ্চিন্ত ও নিরাময় আত্মাই জীবদ্দশায় দেহাদি পরিগ্রহে জীবিতের ন্যায় পরিদৃষ্ট হন। কিন্তু কারণ-স্থানীয় বাসনা সহ দেহাদির বিনাশে আত্মা দেহী বিনষ্ট হন না॥ ২২॥

আত্মা জ্ঞানময় চৈতন্যস্বরূপ! সর্ব্বপ্রসবিনী প্রকৃতি বা প্রধান অচেতন জ্ঞেয়-স্বরূপ। সুতরাং শক্তির নানা প্রকার রূপান্তর ঘটে, কিন্তু বোধস্বরূপ জ্ঞানের আর রূপান্তর বা ভাবান্তর হয় না। আত্মা চিন্ময় ও নিত্য বস্তু এবং সকল ভূতময় বা প্রাকৃতিক পদার্থের অন্তরে নিরন্তর সাক্ষিরূপে বিদ্যমান আছেন। কিন্তু এই আত্মার মধ্যে পৃথক্-ভাবে কোন পদার্থই নাই! বারুদ বা কাষ্ঠ অগ্নির মধ্যে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতে পারে না; অগ্নি যেমন বারুদময় হইয়া যায়, সেইরূপ আত্মা চৈতন্য ও জ্ঞানের পরিচয়ে সর্ব্বতোভাবে বিষয়-ময় হইয়া বিরাজ করিয়া থাকেন। অগ্নির সংস্রবে লৌহ অগ্নিময় হয় এবং লৌহের কৃষ্ণবর্ণত্ব লুক্কায়িত হইয়া, অগ্নিবর্ণ প্রাপ্ত হয়; লৌহত্বের পরিচয়ে কেবল তাহার গুরুত্বমাত্র থাকে। অগ্নি যেমন লৌহকে আত্মসাৎ বা গ্রাস করিয়া ফেলে, সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা সকল পদার্থকে আত্মস্বরূপে গ্রাস করিয়া ফেলে;

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ। ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।

এনং আত্মানং শস্ত্রাণি ন ছিন্দন্তি বিভক্তয়ন্তি, পাবকঃ বহ্নিঃ ন দহতি; আপঃ জলানি এনং ন ক্লেদয়ন্তি মলিনীকুর্ব্বন্তি, মারুতঃ বায়ুঃ অপি ন শোষয়তি ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কস্মাদবিক্রিয় এবেত্যাহ নৈনং ছিন্দন্তীতি। এনং প্রকৃতং দেহিনং ন ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নিরবয়বত্বাৎ ন অবয়ববিভাগং কুর্ব্বন্তি। শস্ত্রাণি বাস্যাদীনি। তথা নৈনং

স্বামিকৃতটীকা।

কথং হন্তীত্যনেনোক্তং বধসাধনাভাবং দর্শয়ন্ অবিনাশিত্বমাত্মনঃ স্ফুটীকরোতি নৈনমিতি। আপো ন ক্লেদয়ন্তি মৃদুকরণেন শিথিলং ন কুর্ব্বন্তি ॥ ২৩ ॥

এই চৈতন্যস্বরূপ আত্মার ছেদ, ভেদ বা ভঙ্গ কোন অস্ত্রশস্ত্রাদির দ্বারা হওয়া সম্ভব নহে। হুতাশনের দ্বারা আত্মা কখন পরিদগ্ধ বা ভস্মাবশেষিত হন না; জলের দ্বারা ক্লিন্ন বা পচন ব্যাপার আত্মায় ঘটে না এবং বায়ু কখন আত্মাকে শুষ্ক করিতেও পারে না ॥ ২৩ ॥

আভাস।

অথচ পদার্থের সকল ভাবই বজায় থাকে। দেহের বাহিরে ও অন্তরে অনুভূতি মূর্ত্তীতে চেতনা এমন একাত্মভাবে থাকেন যে, জড়-দেহের জড়াংশ বজায় রাখিয়াও, সম্পূর্ণ আমি ভাবে পরিণত হয়। অর্থাৎ বোধের কারণ চৈতন্য এবং বোধের বিষয় সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; এতদুভয়ের ভাব বা প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেও, জ্ঞানমূর্ত্তি সাক্ষী চৈতন্য জ্ঞেয় দেহাদিকে এরূপ ভাবে সম্পূর্ণ প্লাবিত বা ব্যাপ্ত করিয়া লয় যে, দেহাদির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকিতেও, জ্ঞানের আবেশে এরূপ আবিষ্ট থাকে যে, স্বাধীন ভাবে তাহাদের কোনটীর উল্লেখ না হইয়া, আবেশকারী চৈতন্যস্বরূপেরই উল্লেখে, আমি বলিয়া মানব আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। এখানে সাধারণ দৃষ্টিতে দেহাদি ইন্দ্রিয়-বর্গই প্রকৃত সত্য-স্বরূপে অপরের দৃষ্টিতে প্রতীত হইলেও, বিচিত্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি-বিশিষ্ট দেহ জ্ঞানের গহ্বরে আবৃত থাকিয়া, কেবল জ্ঞান ভাবেই

শাঙ্করভাষ্যম্।

দহতি পাবকোঽগ্নিরপি ন ভস্মীকরোতি তথা ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো অপাংহি সাবয়বস্থ বস্তুনঃ আর্দ্রী-ভাবকরণেন অবয়ব-বিশ্লেষাপাদনে সামর্থ্যং তন্ন নিরবয়বে আত্মনি সম্ভবতি। তথা স্নেহবৎ দ্রব্যং স্নেহ-শোষণেন নাশয়তি, বায়ুরেনং স্বাত্মানং ন শোষয়তি মারুতোঽপি ॥ ২৩ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পৃথিব্যাদি ভূত-চতুষ্টয়-প্রযুক্তং বিক্রিয়াভাক্তাদা ঘনোঽসিদ্ধমবিক্রিয়ত্বমিতি শঙ্কতে কস্মাদিতি। যতো ন ভূতানি আত্মানং গোচরয়িতুমর্হন্ত্যতো যুক্তমাকাশবত্তস্যাবিক্রিয়ত্বমিত্যাহ আহেত্যাদিনা ॥ ২৩ ॥

আভাস।

পরিচয়ে আমরা আমি বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়া থাকি! অতএব সাধারণ ভাবে দেহের সত্যতার পরিচয় থাকিলেও, পারমার্থিক ভাবে আমিত্বের ভানে পরমাত্ম-চৈতন্যেরই পরিচয় জীব-জগতে প্রত্যক্ষত উপলব্ধ হয়। সুতরাং জড় জগৎ চিন্তাহীন অবিবেকীর নিকট সত্যবৎ প্রতীত হইলেও, চৈতন্য-স্বরূপ জ্ঞানেরই প্রাধান্য ও নিত্য সিদ্ধত্ব ভাব স্বীকার করিতে হয়। জড় অপ্রধান ও ক্ষণ-ধ্বংসী। জড় দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির ছেদ, ভেদ ও ভঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যময় আমি-ভাবের তজ্জনিত ছেদ, ভেদ বা ভঙ্গত্বের কোন পরিচয় প্রতীত হয় না। যে আমি সেই আমিই চির-বিদ্যমান থাকে।

কোন সময়ে একটি ব্রাহ্মণ-বনিতা ভরা সন্ধ্যাকালে শৌচাদির অনুরোধে বহিঃ উদ্যানে গমন করত একটী নিম্ব-বৃক্ষের তলে শৌচ-কার্য্যার্থ উপবিষ্ট হন। ঐ বৃক্ষে একটী ব্রহ্মদৈত্য বাস করিত। তিনি রমণীর বিষ্ঠাদির দুর্গন্ধে বিরক্ত হইয়া, উক্ত রমণীতে আবিষ্ট হন। রমণী তখন উদ্‌ভ্রান্তার ন্যায় গৃহে প্রত্যাগমন করত, জ্ঞান-হীন ভাবে গৃহ-প্রাঙ্গণে পতিতা হন। বাটীস্থ লোক সকল তাঁহার উক্ত ভাব দর্শনে তাঁহাকে পীড়িতা বোধে প্রতিকারের চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু কিছু ক্ষণ চিকিৎসার পর সকলে বুঝিলেন যে, এ ভাবটী কোনরূপ প্রেতের আবেশে ঘটিয়াছে। তখন তাঁহারা একজন বিজ্ঞ প্রেতবৈদ্য ওঝাকে আহ্বান করিয়া রমণীর আরোগ্য-কামনায় প্রতিকারের অনুরোধ করিলেন। ওঝা কিন্তু ক্ষণকাল মন্ত্রাদির আলোচনা করিলে, রমণী বক্তা হইয়া বলিল, "আমি এই রমণীর অত্যাচারে ক্ষুণ্ণ হইয়া, ইহাকে আশ্রয় করিয়াছি। আমি স্থান আছি; ইহাকে পরিত্যাগের ইচ্ছা নাই"। ওঝা তখন পড়িবা প্র... দু

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।

অন্বয়ঃ।

যতঃ অয়ং আত্মা অচ্ছেদ্যঃ অদাহ্যঃ অক্লেদ্যঃ, অশোষ্যঃ এব চ; অয়ং নিত্যঃ চিরবিদ্যমানঃ সর্ব্বগতঃ (তাদাত্ম্যাৎ সর্ব্বব্যাপকঃ) স্থাণুঃ বৃক্ষস্কন্ধঃইব স্থিরপ্রতিষ্ঠঃ,

আভাস।

উৎকট সামগ্রী অগ্নিতে উত্তপ্ত ও দগ্ধ করিয়া, ঐ রমণীর নাকে মুখে ও চক্ষু প্রভৃতিতে প্রদানে মন্ত্রপূত করিয়া দৈত্যকে কষ্ট দিতে লাগিল; তখন ঐ ব্রহ্মদৈত্য আবিষ্টা রমণীর মুখ দিয়া আপনার কষ্টের পরিচয় দিতে লাগিল এবং উৎকটপীড়নের পর উক্ত রমণীকে পরিত্যাগ করিল। অগ্নির তাপে উত্তপ্ত কলিকার স্পর্শ রমণীর গণ্ডদেশে দিল, কিন্তু পরে কোন ফোস্কাদির চিহ্ন রমণীর গণ্ডে দেখা যায় নাই; অথচ প্রেত ঐ কলিকার স্পর্শে কাতর হইয়া পলায়ন করিল। আবেশের অবসানে উভয় রমণী এবং দৈত্য নিস্তার পাইল। রমণী নিজেকে ব্রাহ্মণ-বধূ স্মরণে অপ্রতিভ হইলেন; এবং দৈত্যের সঙ্গভাব বিস্মৃতা হইলেন এবং দৈত্যও রমণীর সংসর্গ পরিহারে নিরাময় হইল।

বিবাহের পর স্ত্রীকে নিজ পত্নী ভাবিলেই পুরুষ আপনাকে স্বামী ভাবিয়া থাকে। তখন স্ত্রীর রোগ, অনিদ্রা বা অসুস্থাদি ভাবের অনুরোধে আপনাকেও তাদৃশ জ্ঞান করত তৎপ্রতিকারার্থ যত্ন করিয়া থাকে। কিন্তু তাদৃশ সম্বন্ধচ্যুত হইলেই আর তাদৃশ ভাবিবার প্রয়োজন করে না। অতএব দৈহিক, ঐন্দ্রিয়িক এবং আন্তরিক ভেদে ত্রিবিধ বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত আত্মাতে আর শোক তাপের সম্ভবনা নাই। তবে ভাবময় চিত্তের আবরণে আবৃত আত্মার শোক মোহাদির সম্বন্ধ আছে এবং ভোগায়তন দেহের জন্ম ও মরণে, প্রেতাবিষ্টা কামিনীর ক্লেশাদিতে আবেশ-কর্ত্তা ব্রহ্মদৈত্যের ক্লেশানুভূতির ন্যায়, জীবাত্মাকে উভয়বিধ যাতনা অনুভব করিতে হয়। দেহ পরিত্যাগ করিলেই, নিরাময় হন। সুতরাং শস্ত্রাদির আঘাত, অগ্নির দাহন, জলের সংস্পর্শ বা বায়ুর প্রভাবে যেমন দেহে ক্লেশাদি উপলব্ধ হয়, দেহ ত্যাগ করিলে সে সমস্ত উপদ্রবে জীবাত্মাকে আর বিব্রত বা বিপর্য্যস্ত হইতে হয় না॥ ২৩॥

। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন; দেখ অর্জ্জুন! জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ বর্ণন করা, বা অন্যকে বুঝাইয়া দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, অথচ যাবদীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র: আত্মস্বরূপের

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ।

অচলঃ চাঞ্চল্যরহিতঃ, সনাতনঃ চিরন্তনঃ অয়ং আত্মা অব্যক্তঃ ইন্দ্রিয়াগোচরঃ অচিন্ত্যঃ মনসোঽপি অগোচরঃ অয়ং অবিকার্য্যঃ-পরিণাম-বর্জ্জিতঃ ইতি পণ্ডিতৈঃ উচ্যতে ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যত এবং তস্মাৎ অচ্ছেদ্যোঽয়মিতি। যস্মাদন্যোন্য-নাশহেতুনি ভূতানি এনং আত্মানং নাশয়িতুং নোৎসহন্তে তস্মাৎ নিত্যো নিত্যত্বাৎ সর্ব্বগতঃ সর্ব্বগতত্বাৎ স্থাণুরিত্যে-তৎ স্থিরত্বাদচলোঽয়মাত্মা অতঃ সনাতনশ্চিরন্তনো ন কারণাৎ কুতশ্চিন্নিষ্পন্নো-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পৃথিব্যাদি ভূতপ্রযুক্তচ্ছেদনাদ্যর্থক্রিয়াভাবে যোগ্যতাভাবং কারণমাহ যত ইতি। পূর্ব্বার্দ্ধমুত্তরার্দ্ধে হেতুত্বেন যোজয়তি যস্মাদিতি। নিত্যত্বাদীনামন্যোন্যং হেতুহেতু-মদ্ভাবং সূচয়তি নিত্যত্বাদিত্যাদিনা। ন চ নিত্যত্বং পরমাণুষু ব্যভিচারাদসাধকং সর্ব্বগতত্বস্যেতি বাচ্যং, তেষামেবাপ্রামাণিকত্বেন ব্যভিচারানবতারান্ন সর্ব্বগত-

স্বামিকৃত টীকা।

তত্র হেতুমাহ অচ্ছেদ্য ইতি সার্দ্ধেন। নিরবয়বত্বাদচ্ছেদ্যোঽক্লেদ্যশ্চ। অমূর্ত্তত্বাদদাহ্যঃ, দ্রবত্বাভাবাদশোষ্য ইতি। ইতশ্চ ছেদাদিযোগ্যো ন ভবতি যতো নিত্যোঽবিনাশী সর্ব্ব

সুতরাং আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য। ইহা নিত্য সর্ব্বব্যাপী স্থাণুর ন্যায় অচল এবং সনাতন; অর্থাৎ নিত্য-সিদ্ধ বস্তু। ইন্দ্রিয়বর্গ কখন স্ব স্ব বিষয় বা গ্রাহ্য পদার্থ বোধে আত্মাকে অবধারণ করিতে পারে না। এমন কি! মন প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয়ও চিন্তাশক্তির বলে আত্মাকে নিরূপণে সক্ষম হয় না। আত্মা চির কালই নির্ব্বিকার ও নিরঞ্জন ভাবে বিদ্যমান থাকেন; ইহাই মনীষিগণ সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

আভাস।

প্রতিপাদনার্থই প্রবৃত্ত; সুতরাং কঠিন বা দুরারাধ্য বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না; বুঝিতেই হইবে। ইহা মনুষ্য-জীবনের প্রধান কর্ম্ম। তবে বুঝি বলিলেই বুঝা হয় না; কিন্তু সকল রকম বুঝিয়া বুঝা সমাপ্ত হইলে, অর্থাৎ

শঙ্করভাষ্যম্।

হনিলয়দিত্যর্থঃ। ন তেষাং শ্লোকানাং পৌনরুক্ত্যং চোদনীয়ং যতঃ একেনৈব শ্লোকেন আত্মনো নিত্যত্বমবিক্রিয়ত্বং চোক্তং ন জায়তে ম্রিয়তে বা ইত্যাদিনা, তত্র যদেবাত্মবিষয়ং কিঞ্চিদুচ্যতে তদেতস্মাং শ্লোকার্থান্নাতিরিচ্যতে কিঞ্চিচ্ছ্লোকতঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ত্বেঽপি বিক্রিয়াশক্তিমত্ত্বমাত্মনোঽস্তীতি যুক্তং বিভুত্বেনাভিমতে নভসি তদনুপলম্ভান্ন চ বিক্রিয়াশক্তিমত্ত্বে স্থৈর্য্যমাস্থাতুং শক্যং, তথাবিধস্য মৃদাদেরস্থিরত্বদর্শনাদিত্যাশয়েনাহ স্থিরত্বাদিতি। স্বতো নিত্যত্বেঽপি কারণান্নাশ-সম্ভবাদুৎপত্তিরপি সম্ভবিতেতি কুতঃ চিরন্তনত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন কারণাদিতি। আত্মনোঽবিক্রিয়ত্বস্য "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" ইত্যাদিনা সাধিতত্বাত্তস্যৈব পুনরভিধানে পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ ন তেষামিতি। অনাশঙ্কনীয়স্য চোদ্যস্য প্রসঙ্গং দর্শয়তি যত ইতি। অতো বেদাবিনাশিনমিত্যাদৌ-

স্বামিকৃতটীকা।

গতঃ স্থাণুঃ স্থিরস্বভাবো রূপান্তরাপত্তিশূন্যঃ। অচলঃ পূর্ব্বরূপাপরিত্যাগী, সনাতনোঽনাদিঃ, অব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্যবিষয়ঃ, অচিন্ত্যো মনসোঽপ্যবিষয়ঃ, অবিকার্য্যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণামপ্যগোচর ইত্যর্থঃ। উচ্যত ইতি নিত্যত্বাদিভিযুক্তোক্তিং প্রমাণয়তি ॥ ২৪ ॥

আভাস।

বুঝির ব্যাপার বা বিষয় আর কিছু নাই বলিয়া বুঝিলে, আত্ম-স্বরূপ বুঝির প্রকৃত অবধারণ করা হয়। অর্থাৎ বিষয়হীন বুঝি-ভাবই আত্মা।

সৃষ্টির যাবদীয় তত্ত্ব বুঝিলেই মানব-জীবনের ভোগ-ব্যাপারের চরিতার্থতা হইল বা মানব-জীবন কৃতার্থ হইল, ইহা কখনই স্বীকার্য্য নহে; আত্ম-স্বরূপের অবধারণ করা একান্ত প্রয়োজন; নতুবা জন্ম-মরণরূপ সংসার-প্রবাহ হইতে নিষ্কৃতি নাই। মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ে উক্ত আছে;"

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯৬ ॥
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥ ৯৭ ॥

প্রত্যক্ষে পরিদৃশ্যমান স্থাবর এবং জঙ্গমাত্মক পদার্থকে নয়ন-গোচর করিয়া আমরা স্পষ্টত অবধারণ করিতে পারি যে, সকলের মধ্যে চৈতন্য-বিশিষ্ট জীবিত পদার্থই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কারণ অতি ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ হইলেও, তাহারা সুখ

শাঙ্করভাষ্য।

পুনরুক্তং কিঞ্চিদর্থস্ত ইতি দুর্ব্বোধত্বাদাত্মবস্তুনঃ পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গমাপাদ্য শব্দান্তরেণ তদেব বস্তু নিরূপয়তি ভগবান্ বাসুদেবঃ, কথং নু নাম সংসারিণাং অসংসারিত্বং বুদ্ধিগোচরতামাপন্নং সৎ অব্যক্তং তত্ত্বং সংসারনিবৃত্তয়ে স্যাদিতি। কিঞ্চ অব্যক্তোঽয়মিতি। অব্যক্তঃ সর্ব্বকরণাবিষয়ত্বাৎ ন ব্যজ্যতে ইতি অব্যক্তোঽয়মাত্মা অতএব

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ন শক্যতে পৌনরুক্ত্যমিতি শেষঃ। কথং তত্র পৌনরুক্ত্যাশঙ্কা সমুন্মিষতি তত্রাহ তত্রেতি। বেদাবিনাশিনমিত্যাদিশ্লোকঃ সপ্তম্যা পরামৃশ্যতে। শ্লোকশব্দেন ন জায়তে ম্রিয়তে বেত্যাদিরুচ্যতে। নহিহ শ্লোকে জন্মমরণাদ্যভাবোঽভিলক্ষ্যতে, বেদেত্যাদৌ পুনরপক্ষয়াদ্যভাবো বিবক্ষ্যতে তত্র কথং অর্থাতিরেকাভাবমাদায় পুনরুক্তং চোদ্যতে তত্রাহ কিঞ্চিদিতি। কথং তর্হি পৌনরুক্ত্যং ন চোদনীয়মিতি মন্যসে তত্রাহ দুর্ব্বোধত্বাদিতি। পুনঃপুনর্ব্বিধানভেদেন বস্তু নিরূপয়তো ভগবতোঽভিপ্রায়মাহ কথং ন্বিতি। ত্বংপদার্থপরিশোধনস্য প্রকৃতত্বাত্তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ কিঞ্চেতি। আত্মনো নিত্যত্বাদিলক্ষণস্য তথৈব প্রথা কিমিতি ন ভবতি তত্রাহ অব্যক্ত ইতি। মা তর্হি প্রত্যক্ষত্বং ভূদনুমেয়ত্বং তস্য কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ

আভাস।

বা দুঃখ বলিয়া বিরুদ্ধ ভাবের উপলব্ধি করিতে পারে; এবং বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল পদার্থ হইতে দূরে পলায়ন এবং অনুকূল বিষয়ের অভিমুখে অগ্রসর হইবার যোগ্যতা তাহাদের আছে। চেতন প্রাণী অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ জীব শ্রেষ্ঠ। কারণ তাহারা উপস্থিত ব্যাপারের প্রতিকারে সমর্থ! যথা সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তুগণ ক্ষুৎপিপাসাদির অনুরোধে ভোজ্য প্রাণী শিকারের কৌশল তাহারা নির্দ্ধারণ করিতে পারে। বুদ্ধিমান্ জীবের মধ্যে আবার মানব শ্রেষ্ঠ; কারণ তাহারা সাধারণত হিতাহিত বিচারের দ্বারা অভিনব কার্য্যের ব্যবস্থাও করিতে পারে। আবার সাধারণ মানবের মধ্যে ব্রাহ্মণ পূজ্য; কারণ তাঁহারা সংসারের জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় অনুষ্ঠানে অধিকারী। ব্রাহ্মণের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ; পণ্ডিত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কর্ম্ম-জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ; কর্ম্ম পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা কৃতকর্ম্মা ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ এবং কৃত-কর্ম্মার অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।

এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বৃত্তিজ্ঞানও তত আদরের নহে; অন্যান্য জ্ঞেয় পদার্থের ন্যায় তাহাও নিকৃষ্ট। কারণ আমরা যে জ্ঞান লাভে কৃতার্থ এবং

শাঙ্করভাষ্যম্।

অচিন্ত্যোঽয়ং ; যদ্ধীন্দ্রিয়-গোচরং বস্তু তচ্চিন্তাবিষয়ত্বমাপদ্যতে অয়ং তু আত্মা অনিন্দ্রিয়গোচরত্বাদচিন্ত্যোঽতএবাবিকার্য্যো যথা ক্ষীরং দধ্যাতঞ্চনাদিনা বিকারি ন তথা অয়মাত্মা। নিরবয়বত্বাচ্চাবিক্রিয়ো নহি নিরবয়বং কিঞ্চিদ্বিক্রিয়াত্মকং দৃষ্টমবিক্রিয়ত্বাদবিকার্য্যোঽয়মাত্মোচ্যতে ॥ ২৪ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অতএবেতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি যদ্ধীতি। অতীন্দ্রিয়ত্বেঽপি সামান্যতো দৃষ্টবিষয়ত্বং ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্য কূটস্থেনাত্মনা ব্যাপ্তিলিঙ্গাভাবান্নৈবমিত্যাহ অবিকার্য্য ইতি। অবিকার্য্যত্বে ব্যতিরেকদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। কিঞ্চাত্মা ন বিক্রিয়তে নিরবয়ব-দ্রব্যত্বাৎ ঘটবদিতি ব্যতিরেকানুমানমাহ নিরবয়বত্বাচ্চেতি। নিরবয়বত্বেঽপি বিক্রিয়াবত্ত্বে কা ক্ষতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ নহীতি। সাবয়বস্যৈব বিক্রিয়াবত্ত্বদর্শনাৎ বিক্রিয়াবত্ত্বে নিরবয়বত্বানুপপত্তিরিত্যর্থঃ। যদ্ধি সাবয়বং সক্রিয়ং ক্ষীরাদি তদ্দধ্যাদিনা বিকারমাপদ্যতে ন চ আত্মনঃ শ্রুতিপ্রমিত-নিরবয়বত্বস্য সাবয়বত্বমতোঽবিক্রিয়ত্বান্নায়ং বিকার্য্যো ভবিতুমলমিতি ফলিতমাহ অবিক্রিয়ত্বাদিতি ॥ ২৪ ॥

আভাস।

দৃষ্ট সংসারে দৃষ্ট-কার্য্যর প্রিয়পাত্র হইব, সে বোধ কিন্তু ইহা নহে। কারণ জ্ঞেয় পদার্থের উত্তম বা অধম ভাব অনুসারে উক্ত বোধও উত্তম বা অধম ভাবে পরিচিত হয়! সাধারণ ভোগ্য পঞ্চভূতাত্মক পদার্থকে অবলম্বন করিয়া যে বোধের উদ্ভাসন হয়, সে বোধ তত আদরের নহে; কারণ তাহাকে সংসারিক জ্ঞান নামে অভিহিত করা হয়। এবং তাহা পাঞ্চভৌতিক পদার্থের অনুপাতে পরিমিতও হইয়া থাকে। অতি ক্ষুদ্র ও পরিমিত জল স্থল অনল বায়ু বা পরিচ্ছিন্ন ঘটাকাশকে আশ্রয় করিয়া, যে বোধের উদ্ভাসন হয়, তাহা উক্ত পরিমিত বা সীমাবদ্ধ পদার্থের অনুপাতেই পরিমিত হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞেয় পদার্থের পরিমাণ অনুসারে সেই সাক্ষাৎ বোধ-স্বরূপেরও পরিমাণ সাংসারিক বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট পরিচ্ছিন্নের ন্যায় প্রতীত হইতে পারে। অতএব অর্জ্জুনের হৃদয়ে পাছে পরিচ্ছন্ন ও পরিণাম-প্রস্ত পদার্থের অনুপাতে জ্ঞানকেও তিনি পরিচ্ছিন্ন বা পরিণামী বোধে প্রতীত করেন, এই নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, দৃষ্ট বা অনুভূত পদার্থের অনুপাতে জ্ঞান-স্বরূপের মীমাংসা তুমি করিও না! কারণ দৃষ্ট বা অনুভূত পদার্থ-সমূহ বিকারী ও পরিণামী। তাহারা পরস্পরে পরস্পরের সংশ্রবে হ্রাস, বৃদ্ধি, ছেদ;

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ।

তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তকারণাৎ এনং আত্মানং এবং নিত্যাদিভাববিশিষ্টং, বিদিত্বা জ্ঞাত্বা, ত্বং অনুশোচিতুং ন অর্হসি ন যোগ্যো ভবসি ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তস্মাদেবং যথোক্তপ্রকারেণৈনমাত্মানং বিদিত্বা ত্বং নানুশোচিতুমর্হসি হন্তাহমেষাং ময়ৈতে হন্যন্তে ইতি ॥ ২৫ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

আত্মযাথাত্ম্যোপদেশমশোচ্যানন্বশোচস্ত্বমিত্যুপক্রম্য ব্যাখানমুপসংহরতি ন তস্মাদিতি। অব্যক্তত্বাচিন্ত্যত্বাবিকার্য্যত্ব নিত্যত্ব-সর্ব্বগতত্বাদিরূপো যস্মাদাত্মা নির্দ্ধারিত স্তস্মাত্তথৈব জ্ঞাতুমুচিত স্তজ্জ্ঞানস্য ফলবত্ত্বাদিত্যর্থঃ। প্রতিষেধ্যমনুশোকমেব অভিনয়তি হন্তাহমিতি ॥ ২৫ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

উপসংহরতি তস্মাদেবমিতি। তদেবমাত্মনো জন্মবিনাশাভাবান্ন শোকঃ কার্য্য ইত্যুক্তং ॥ ২৫ ॥

অতএব উপরোক্ত ভাবে আত্মস্বরূপকে অবগত হইতে পারিলে, আর জনন-মরণ-জনিত শোকে অভিভূত হওয়া উচিত নহে ॥ ২৫ ॥

আভাস।

ভেদ ও নাশের অন্তর্গত হইতে পারে। মৃত্তিকা দগ্ধ হইয়া ইষ্টকাদিতে, জল পরিণত বা শুষ্ক হইয়া বায়ুতে, বায়ু তীক্ষ্ণ হইয়া অগ্নিতে এবং বায়ু আকাশে এবং আকাশ-তত্ত্ব অনাহত শব্দস্বরূপে পরিণত বা বিকৃত হইতে পারে, কিন্তু বোধস্বরূপ জ্ঞান কোনরূপ দৃশ্য পদার্থের সংশ্রবে সেরূপ ছিন্ন-ভিন্নাদি ভাবগ্রস্ত হইতে পারেন না। কারণ আমরা যাহাকে আমি বা বোধ-স্বরূপ জ্ঞান বলিতেছি, তিনি কেবল চৈতন্য মাত্র। কিন্তু যাবদীয় জ্ঞেয় পদার্থ জড়; ইহারা নিজেরা কিছু বুঝে না; তবে চৈতন্য-স্বরূপ বোধের বিষয়; অর্থাৎ গ্রাহ্যই হয় মাত্র। অতএব গ্রাহ্য পদার্থের ন্যূনাতিরিক্ততা ঘটে, গ্রাহক জ্ঞানের আর ন্যূনাতিরিক্ততার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে আমরা যে জ্ঞানের উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ আছে বলিয়া পূর্ব্বে বর্ণন করিলাম, সে কেবল বুদ্ধিজ্ঞানের

আভাস।

সম্বন্ধে মাত্র। অর্থাৎ পুত্রকে আশ্রয় করত পিতা বলিয়া আপনার যে বোধ, পত্নীকে আশ্রয় করিয়া নিজের স্বামিত্বের বোধ, এই সকল বোধের নামই বৃত্তিজ্ঞান; ইহারই তারতম্য বা উৎকর্ষ অপকর্ষাদি পার্থক্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার বিচিত্র প্রতীতিরও অনুভব-কর্ত্তা-রূপে যে জ্ঞান বা অনুভূতি আমাদের হৃদয়ে প্রশান্ত-ভাবে প্রতীত হয়, তাহাকেই বেদান্তশাস্ত্র সাক্ষিজ্ঞান নামে অভিহিত করিয়াছেন। সেই জ্ঞানের কোন ছেদ, ভেদ, ভঙ্গ বা পরিণামাদি যে নাই, তাহাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অত্রস্থ ২৩।২৪ শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন। কোন অপরিচিত ব্যক্তি গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া চিৎকার স্বরে গৃহস্থকে ডাকিয়া যখন বলেন যে, "বাটীতে বাবুরা কে আছ গো"? তদুত্তরে বাটীর ভিতর হইতে উত্তর আসিল, কেহ নাই! তখন অপরিচিত বলিলেন যে, "কেহ নাই" যিনি বলিতেছেন, তিনি ত আছেন! তিনিই বাহিরে আসুন! গুরু শিষ্যকে বলিলেন, শুন, রামচন্দ্র! দেহের অতিরিক্ত জ্ঞান বা বোধ-স্বরূপ যে তুমি, তাহা কি তুমি বুঝিয়াছ? শিষ্য বলিল, না প্রভো! আমি বুঝিতে বা ধারণা করিতে পারি নাই! তখন গুরু বলিলেন যে, বুঝিতে যে পার নাই, তাহা বুঝিয়াছ? শিষ্য বলিল, তাহা বুঝিয়াছি। তখন গুরু বলিলেন, বুঝিতে পার নাই এবং বুঝিতে পারিয়াছ, এই উভয়টী যাহার দ্বারা বুঝিলে, সেইটীইত সাক্ষিজ্ঞান। এই সাক্ষিজ্ঞানের স্বরূপই ২৪ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে!

এই সাক্ষিজ্ঞান চিরবিদ্যমান! আমি যে স্বপ্ন দেখিতেছি, তাহা যাহার দ্বারা বুঝিয়াছি, আবার জাগিয়াছি, তাহাও যে জ্ঞানের দ্বারা অনুভব করিতেছি, সেই চিরবিদ্যমান জ্ঞানের কখন লোপাপত্তি ঘটে না! সর্ব্বপ্রকার ভাব যে জ্ঞানের দ্বারা অবধারিত হয় এবং সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছি বলিয়া যে অনুভূতি হয়, ইহাই আমি-ভাবের প্রকৃত লক্ষ্য। এই নির্লিপ্ত নিরঞ্জন আমার লক্ষ্য জ্ঞান-স্বরূপকে ধীর ও স্থির-চিত্তে প্রতীত করা অনেক পুণ্য ও পরিশ্রমের অপেক্ষা। ইহাকে অবধারণ করিতে হইলে, সাধারণত আমরা বহির্ভাগে অবস্থিত ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ এবং ব্যোমাদি বিষয়কে অবধারণ করিবার পদ্ধতিতেই অবধারণে অগ্রসর হই! সুতরাং ইহাদের স্বরূপাবধারণের অনুকরণে আত্ম-স্বরূপের প্রতীতি করিতে গিয়াই, ভ্রমে নিপতিত হই! কারণ ইন্দ্রিয়াদি করণ-গ্রামের দ্বারা যাহাই প্রতীতি করি, সে সমস্ত পদার্থই ছেদ ভেদ

আভাস।

ও ভঙ্গাদি পরিণাম-ভাবের অন্তর্গত; সুতরাং বিষয়-জ্ঞানে আত্ম-স্বরূপকে অবধারণ করিতে অগ্রসর হইলে, ঐরূপ ভ্রমেই নিপতিত হইতে হইবে! এখানে পাছে অর্জ্জুন সেই আত্মস্বরূপকে বাহ্যিক বিষয়ের ন্যায়, চ্ছেদ ভেদ ও ভঙ্গাদি পরিণাম-বিশিষ্টই মনে বুঝেন, তজ্জন্য ভগবান্ বলিলেন যে, আত্মা বাহ্যিক বিষয়ের ন্যায় কখন চ্ছিন্ন, ভিন্ন উৎপন্ন বা বিনষ্টাদি পরিণাম ভাবের অন্তর্গত নহেন; ইহা নিত্য সর্ব্বগত এবং স্থাণুর (বৃক্ষস্কন্ধের) ন্যায় অচল ও সনাতন পদার্থ। হে অর্জ্জুন! যেমন তোমার বা আমার জ্ঞানের অন্তর্গুহায় একবার কত শত শত ভাবের উদয় হয় এবং পরক্ষণে সেই জ্ঞানেই তাহারা লুকাইয়া যায়! একবার চিন্তার বিষয় বলিয়া উক্ত ভাব সমূহকে প্রতীতি করি, আবার সেই ভাব-সমূহ কোথায় চলিয়া গেল; সুতরাং তখন তাহাদিগকে নাই বলিয়াই প্রতীতি করি! এস্থলে সেই ভাব সমূহ একবার আসিল, আবার যেমন নাই, তাহাও দিব্যজ্ঞানে বুঝি! অতএব আমার তোমার বুঝিভাবের কখনই বিরাম নাই! এই অবিরাম বুঝি ভাবই জীবের আত্মা। ইহার কখন বিচ্ছেদ নাই! জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির সাক্ষিরূপে এবং বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য ও জরার অনুভব-কারী সাক্ষিরূপে যেমন চিরবিদ্যমান, সেইরূপ জন্ম ও মৃত্যুরও সাক্ষিরূপে এই আত্মাই চির-বিদ্যমান থাকিবে। তুমি অন্তঃকরণাদিকে সংযত করত একবার এই নিজের স্বরূপকে অবধারণ করিতে পারিলে, আর শোক মোহাদিতে আচ্ছন্ন হইবে না।

ইহাকে সাধারণ বিষয় ভাবে বুঝিতে অগ্রসর হইও না! সকল বিষয়কে চিত্ত হইতে বিদূরিত করিতে পারিলেই, পরিশেষে বোধরূপে বিদ্যমান আত্মভাবের অবধারণে তুমি চির-কৃতার্থ হইবে। দেখ! একটী নাট্য-মন্দিরে রাত্রিকালে উজ্জ্বল আলোকে সর্ব্বত্র আলোকিত থাকে; এবং তৎকালে যে কোন ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করে, আলোক তাহাকেই আলোকিত ও সুস্পষ্ট প্রতীত করায়; এবং সেই লোক চলিয়া গেলে, আলোক আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করে না, আপন স্থানে উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে অবস্থান করে। লোকের সমাগমে বা বহির্গমনে আলোকের যেমন কিছু আসে যায় না, সেইরূপ রোগে শোকে ভাবে বা অভাবে এবং জন্ম ও মৃত্যুতে চৈতন্য-স্বরূপ আত্মার কিছু যায় আসে না; আলোকের ন্যায় দেদীপ্যমান ভাবে আত্মা চির-বিদ্যমান থাকেন। ভোগ্য বিষয়ের এবং ভোগায়তন দেহেরই জন্ম বা মৃত্যু ঘটিয়া থাকে॥ ২৭॥ ২৫॥

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতং।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ।

অথ যদি এনং আত্মানং (পরিণামগ্রস্ত দেহেন সহ দেহবৎ) নিত্যজাতং উতবা নিত্যং-মৃতং মরণশীলং মন্যসে, তথাপি হে মহাবাহো! পুনর্ভাবিনি অপি আত্মনি ত্বং শোচিতুং ন অর্হসি ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

আত্মনোঽনিত্যত্বমভ্যুপগম্যেদমুচ্যতে অথ চৈনমিতি। অথ চেত্যভ্যুপগমার্থঃ; এনং প্রকৃতমাত্মানং নিত্যজাতং লোকপ্রসিদ্ধ্যা প্রত্যনেকশরীরোৎপত্তিং জাতো-জাত ইতি বা মন্যসে তথা প্রতি তত্তদ্বিনাশং নিত্যং বা মন্যসে মৃতং মৃতো মৃত ইতি তথাপি ভাবিন্যপি আত্মনি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি। জন্মবতো নাশো নাশবতো জন্ম চেত্যেতাববশ্যম্ভাবিনাবিতি ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

আত্মনো নিত্যত্বস্য প্রাগেব সিদ্ধত্বাদুত্তরশ্লোকানুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ আত্মন ইতি। অনিত্যত্বমিতি চ্ছেদঃ। শাক্যানাং লোকায়তানাং বা মতং ইদমা পরামৃশ্যতে। শ্রোতুরর্জ্জুনস্য পূর্ব্বোক্তমাত্মযাথাত্ম্যং শ্রুত্বাপি তস্মিন্নির্দ্ধারণাসিদ্ধের্দ্বয়োর্মতয়োরন্যতর মতাভ্যুপগমঃ শঙ্কিতস্তদর্থৌ নিপাতদ্বয়-প্রয়োগ ইত্যাহ অথ চেতি। প্রকৃতস্যাত্মনো-নিত্যত্বাদিলক্ষণস্য পুনঃপুনর্জাতত্বাভিমানো,মানাভাবাদসম্ভাবীত্যাহ লোকেতি।

তুমি যদি দেহের সঙ্গেই আত্মার জন্ম এবং দেহের হ্রাস বৃদ্ধি বা মৃত্যুর সঙ্গেই আত্মার নিধন বা মৃত্যুরই ব্যবস্থা মনে করিয়া থাক, তাহা হইলেও, জন্ম মৃত্যুর জন্য তোমার শোকের কোন কারণ থাকিতে পারে না ॥ ২৬ ॥

আভাস।

আত্মার নিত্যত্ব-সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ মতান্তরের উত্থাপনে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, দেহের উৎপত্তির বা জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যদি চৈতন্য-স্বরূপ আত্মার জন্ম এবং দেহ-নাশের সঙ্গেই আত্মার নাশ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেও জীবের জন্ম বা নাশের উপলক্ষে তোমার সুখী বা দুঃখী হইবার কোন কারণও দেখা যায় না। কারণ যে কোন নির্দ্দিষ্ট কারণ বা স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।

তথা সতি, জাতস্য জনস্য মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ তথা মৃতস্য চ জন্ম ধ্রুবং! তস্মাৎ-অপরিহার্য্যে পরিহর্ত্তুং অশক্যে অস্মিন্ অর্থে বিষয়ে ত্বং শোচিতুং ন অর্হসি ॥ ২৭ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নিত্যজাতত্বাভিনিবেশে পৌনঃপুন্যেন মৃতত্বাভিনিবেশো ব্যাহতঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তথেতি। পরকীয়-মতমনুভাষিতং অভ্যুপেত্য "অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুংব্যবসিতা; বয়ং" ইত্যাদে স্বদীয়শোকস্য নিরবকাশত্বমিত্যাহ তথাপীতি। এবমর্জ্জুনস্য দৃশ্যমানং অনুশোক-প্রকারং দর্শয়িত্বা তস্য কর্ত্তুমযোগ্যত্বে হেতুমাহ জন্মবত ইতি। জন্মবতো নাশো নাশবতশ্চ জন্ম ইত্যেতৌ অবশ্যংভাবিনৌ মিথো ব্যাপ্তাবিতি যোজনা ॥ ২৭ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

ইদানীং দেহেন সহ আত্মনো জন্ম তদ্বিনাশে চ বিনাশমঙ্গীকৃত্যাপি শোকো ন কার্য্য ইত্যাহ অথ চৈনমিতি। অথ যদ্যপ্যেতমাত্মানং নিত্যং সর্ব্বদা তত্তদ্দেহে জাতে জাতং মন্যসে তথা তত্তদ্দেহে মৃতে মৃতঞ্চ মন্যসে পুণ্যপাপয়ো স্তৎফলভূতয়োশ্চ জন্ম-মরণয়োঃ আত্মগামিত্বাত্তথাপি ত্বং শোচিতুং নার্হসি ॥ ২৬ ॥

কারণ জন্মাইলেই মৃত্যু যখন অবশ্যম্ভাবী এবং ধ্বংসের পরই জন্মও যখন অবশ্যম্ভাবী হয়, তখন তাহারও ত অন্য কোন প্রতিকারও নাই! তখন তদুপলক্ষে তোমার শোক করা সম্পূর্ণ নিরর্থক। কারণ তাহার অন্যথা করা তোমার অধিকারে নাই ॥ ২৭ ॥

আভাস।

যদি জীবকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে সেই স্বভাব বা কর্ম্মের অনুরোধেই তাহাকে মৃত্যুমুখেও পতিত হইতে হইবে; তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এবং মৃত্যু হইলেও জন্মান্তর-গ্রহণ ব্যাপার হইতে যে নিষ্কৃতি হইবে, তাহাও ত অসম্ভব। কারণ নির্দ্দিষ্ট কারণ বা স্বভাব স্বাধীন-ভাবে সর্ব্বত্র তুল্যরূপে কার্য্য করিয়া থাকে; সুতরাং মরিলেও প্রধান কারণের বশে পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে। তদৃশ ব্যাপারের উপর কাহারই অধিকার নাই। তখন যুদ্ধে মৃত্যুর অনুরোধে তোমার দুঃখিত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র ॥ ২৭ ॥

কোন মতে প্রকাশ আছে যে, লৌহ এবং চুম্বক পরস্পরে নিকটবর্ত্তী হইলে, যেমন উভয়ের অন্তরালে একটী আকর্ষণী শক্তির উদয় হয়, সেইরূপ

শাঙ্করভাষ্যম্।

তথা চ সতি জাতস্যেতি। জাতস্য হি লব্ধজন্মনো ধ্রুবোঽব্যভিচারী মৃত্যু-র্ম্মরণং ; ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ তস্মাদপরিহার্য্যোঽয়ং জন্মমরণলক্ষণোঽর্থস্তস্মিন্নপরি-হার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তয়োঃ অবশ্যংভাবিত্বে সতি অনুশোকস্য অকর্ত্তব্যত্বে হেত্বন্তরমাহ তথা চেতি ॥ ২৭ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

কুত ইত্যত আহ জাতস্য হীতি। হি যস্মাজ্জাতস্য স্বারম্ভক-কর্ম্মক্ষয়ে মৃত্যুর্ধ্রুবো নিশ্চিতঃ মৃতস্য চ তদ্দেহকৃতেন কর্ম্মণা জন্মাপি ধ্রুবমেব তস্মাদেবমপরিহার্য্যেঽর্থে-ঽবশ্যম্ভাবিনি জন্মমরণলক্ষণে অর্থে ত্বং বিদ্বান্ শোচিতুং যোগ্যো ন ভবসি ॥ ২৭ ॥

আভাস।

পাঞ্চভৌতিক কতকগুলি পদার্থের মিলনে গর্ভমধ্যে জাত জীব-দেহে একটি চেতনা-শক্তির উদয় হয়, যাহার কল্যাণে জীব সুখ-দুঃখাদির অনুভবে এবং আমি তুমি প্রভৃতি ভাবের পরিচয়ে সংসারে জীব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং দেহের উপাদান সমূহের বিশ্লেষণে, উক্ত জ্ঞানরূপী চেতন-ভাবেরও নির্ব্বাণ হইয়া যায়! সুতরাং আপন পর, ইহকাল পরকাল বা পাপ পুণ্য বলিয়া ভাবি সম্বন্ধ-জনিত পারিণাম ফলের জন্য বিব্রত হইবারও কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। সুতরাং স্বভাবে জন্ম ও স্বভাবে মৃত্যু স্বীকার করিলে, ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। কেবল স্বভাবের বশে জন্ম এবং স্বভাবের বশে জীবত্বের ধ্বংস স্বীকার করিলে, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক বা জন্মা-ন্তরের জন্য জীবকে দায়গ্রস্ত বা বিপন্ন হইতে হয় না। চার্ব্বাকাদি নাস্তিক গ্রন্থে প্রকাশ আছে, "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥ যে কয়এক দিন জীবন থাকে, সুখ-স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করাই কর্ত্তব্য। যদি ঋণ করিয়াও ঘৃত ভোজনের প্রয়োজন হয়, তাহাও করিবে; পরিণামে সে ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই ; কারণ লোক-নিন্দায় কিছু যায় আসে না! কারণ পরলোকে পাপের জন্য কোন দণ্ডের সম্ভাবনা নাই! যে হেতুক মরণান্তে দেহ ভস্মীভূত হইলে, জীবাত্মার আর পুনরাগমনের কোন সম্ভাবনা নাই। জীবন-সংগ্রামের এ জাতীয় মীমাংসা কিন্তু প্রকৃত যুক্তিমূলক নহে। এতদর্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি পরবর্ত্তী "অব্যক্তা-দীনি ভূতানি" ইত্যাদি শ্লোকত্রয়ে নাস্তিক বাদের খণ্ডন বর্ণিত হইয়াছে॥ ২৭ ॥

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত-নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥ ২৮॥

অন্বয়ঃ।

হে ভারত ভরত-বংশাবতংস অর্জ্জুন! ভূতানি পরিদৃশ্যমানানি সর্ব্বাণি এব অব্যক্তাদীনি (অব্যক্তং আদি কারণং যেষাং অব্যক্তাৎ অভিব্যক্তানি ইতি) ব্যক্ত-মধ্যানি মধ্যে মধ্যাবস্থায়াং ব্যক্তানি নামরূপ-বিশিষ্টতয়া ব্যক্তভাবাপন্নানি এবং ততঃ পরং অব্যক্তনিধনানি অব্যক্তে নামরূপ-শূন্যে প্রকৃতৌ নামরূপ-শূন্যরূপেণ লীনভাবেন স্থিতানি এব অতঃ এবং সতি তত্র তস্মিন্ ভূত-সম্বন্ধে কা পরিবেদনা শোকাদি বিলাপঃ॥ ২৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কার্য্যকারণসংঘাতাত্মকান্যপি ভূতান্যুদ্দিশ্য শোকো ন যুক্তঃ কর্ত্তুং যতঃ অব্যক্তাদীনীতি। অব্যক্তাদীন্যব্যক্তমদর্শনমনুপলব্ধিরাদি র্যেষাং ভূতানাং পুত্র-মিত্রাদিকার্য্যকারণ-সংঘাতাত্মকানাং তানি অব্যক্তাদীনি ভূতানি প্রাগুৎপত্তেঃ। উৎপন্নানি চ প্রাক্ মরণাৎ ব্যক্তমধ্যান্যব্যক্তনিধনান্যেব পুনরব্যক্তমদর্শনং নিধনং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

আত্মানমুদ্দিশ্যানুশোকস্য কর্ত্তুমযোগ্যত্বেঽপি ভূতসংঘাতাত্মকানি ভূতান্যুদ্দিশ্য তস্য কর্ত্তব্যত্বমাশঙ্ক্যাহ কার্য্যেতি। সমনন্তর-শ্লোক স্তত্র হেতুরিত্যাহ যতইতি। চাক্ষুষ-দর্শন-মাত্র-বৃত্তিং ব্যাবর্ত্তয়তি অনুপলব্ধিরিতি। ন হি যথোক্ত-সংঘাত-রূপাণি ভূতানি পূর্ব্বমুৎপত্তেরুপলভ্যন্তে তেন তানি তথাব্যপদেশভাঞ্জি ভবন্তীত্যর্থঃ।

এই পরিদৃশ্যমান স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূত সমূহ নামরূপ শূন্য বেশে এক অব্যক্ত কারণ-স্বরূপ ভগবচ্ছক্তি মায়াতেই বিলীন ছিল; সম্প্রতি নাম ও রূপে অভিব্যক্ত হইয়া, সৃষ্ট-দশায় প্রতীত হইতেছে; পুনরায় কার্য্যের সমাপনে, সেই পরম অব্যক্ত ভাবেই বিলীন হইয়া যাইবে। তখন তাহাদের বর্ত্তমান দশা সন্দর্শনে তাহাদের চিরস্থায়িত্বের প্রার্থনায় উৎকণ্ঠিত হওয়া বা আগ্রহের পরিচয় দেওয়া কখনই সঙ্গত নহে॥ ২৮॥

আভাস।

তিনি বলিয়াছেন, হে অর্জ্জুন! যে সমস্ত ভোগদেহ অবলোকন করিয়া, এবং যে সকল পঞ্চভূতাত্মক পদার্থকে নিত্য সত্যজ্ঞানে প্রতীতি করিয়া, তুমি যে

শাঙ্করভাষ্যম্।

মরণং যেষাং তানি অব্যক্তনিধনানি! মরণাদূৰ্দ্ধমব্যক্ততামেব প্রতিপদ্যন্তে ইত্যর্থঃ। তথা চোক্তং "অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ। নাসৌ তব ন তস্য ত্বং বৃথা কা পরিদেবনেতি॥ তত্র কা পরিদেবনা কোবা প্রলাপঃ অদৃষ্ট-দৃষ্টপ্রনষ্ট-ভ্রান্তিভূতেষ্বিত্যর্থঃ॥ ২৮॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কিং তন্মধ্যং যদেষাং ব্যক্তমিষ্যতে তদাহ উৎপন্নানীতি। উৎপত্তেরূৰ্দ্ধং মরণাচ্চ পূর্ব্বং ব্যবহারিকং সত্বং মধ্যমেষাং ব্যক্তমিতি তথোচ্যতে! জন্মানুসারিত্বং বিলয়স্য যুক্তমিতি মত্বা তাৎপর্য্যার্থমাহ মরণাদিতি। উক্তেঽর্থে পৌরাণিক-সম্মতিমাহ তথাচেতি। তত্রেত্যস্যার্থমাহ অদৃষ্টেতি। পূর্ব্বমদৃষ্টানি সন্তি পুনর্দৃষ্টানি তান্যেব পুন র্নষ্টানি তদেবং ভ্রান্তিবিষয়তয়া ঘটিকাযন্ত্রবচ্চক্রীভূতেষু ভূতেষু শোকনিমিত্তস্য প্রলাপস্য নাবকাশোঽস্তীত্যর্থঃ॥ ২৮॥

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ দেহাদীনাং স্বভাবং পর্য্যালোচ্য তদুপাধিকে আত্মনো জন্মমরণে শোকো ন কার্য্য ইত্যাহ অব্যক্তাদীনীতি। অব্যক্তং প্রধানং তদেবাদি উৎপত্তেঃ পূর্ব্বরূপং যেষাং তানি অব্যক্তাদীনি ভূতানি শরীরাণি কারণাত্মনা স্থিতানামেবোৎপত্তেঃ তথা ব্যক্তমভিব্যক্তং মধ্যং জন্মমরণান্তরালং স্থিতিলক্ষণং যেষাং তানি ব্যক্তমধ্যানি অব্যক্তে নিধনং লয়ো যেষাং তানীমান্যেবম্ভূতান্যেব তত্র তেষু কা পরিদেবনা কঃ শোকনিমিত্তো বিলাপঃ, প্রতিবুদ্ধস্য স্বপ্নদৃষ্টবস্তুষ্বিব শোকো ন যুজ্যতে ইত্যর্থঃ॥২৮॥

আভাস।

শোক বা মোহের পরিচয় দিতেছ, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক! কারণ যাহা কিছু আমরা প্রত্যক্ষে নয়ন-গোচর করিতেছি, এমন কি! চিন্তা-শক্তির দ্বারাও যে কোন ভাব বা বিষয়কে প্রতীতি করিতে পরিয়াছি, তাহাদের কোনটিই নিত্য বা সত্য পদার্থ নহে। তাহারা নিজেদের অস্তিত্ব ক্ষণ-কালের জন্যও প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারেন না। প্রত্যেক পদার্থই অনিত্য, সক্রিয় এবং আশ্রিত; একটী বৃক্ষ হইতে প্রথমত একটী ফুল দেখা দিল এবং দেখিতে দেখিতে তাহা দুই এক দিনের মধ্যে ক্ষুদ্র কড়াই মূর্ত্তিতে পরিণত হইল; এবং ক্রমশ পরিণামের প্রবাহে নিহিত থাকিয়া, দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার বেল, নারিকেল আম্র বা পেপিয়ার আকারে পরিদৃষ্ট হইল। এই যে তাহার শেষ হইল,, এমতও নহে! পরিপক্ক হউক, পচুক বা যে কোন প্রকারে তাহাকে অদৃশ্য হইতে হইবে! সন্দেহ নাই। অতএব বৃক্ষের অন্তরে উক্ত ফলটি পূর্ব্বে অব্যক্ত ভাবে নিহিত

আভাস।

ছিল, তখন আমরা তাহা দেখিতে পাই নাই! যখন ব্যক্ত-ভাবে পরিণত হইল, তখনই পদার্থ বলিয়া আমরা প্রতীতি করিলাম ; এবং প্রতীতি করিবার মধ্যেও তাহার জন্মের সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া, সম্পূর্ণ ধ্বংস পর্য্যন্ত কত রকম ভাবে পরিণত হইতে হইতে কোন অসীমে যে সে মিলাইয়া গেল, আর আমরা তাহার নিরূপণে সমর্থ হইলাম না! প্রসূত পুত্র দর্শনে পিতা হৃষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু পুত্র-কলেবর প্রসূত হইবা মাত্র, প্রত্যেক মিনিটে কেন! প্রতি সেকেণ্ডে ক্রমশঃ পরিণত হইয়া, ষোড়শ বর্ষে সেই ক্ষুদ্র কলেবরই একটী বৃহৎ যুবা-মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। আবার ক্রমে পরিণামের প্রবাহে পরিণত হইতে হইতে একটী অসীম অনন্তের গর্ভে মিশিয়া গেল। এই ধরা-ধাম হইতে কত অনন্ত প্রকারের ঔষধি গুল্ম-লতা ও পাদপাদি নাম ও রূপে অভিব্যক্ত হইয়া, আমাদের চিত্তাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে একবার আকর্ষণ করিল এবং পরক্ষণে নামরূপ বিসর্জ্জন করত কোথায় যে চলিয়া গেল, কেহ তাহার সংবাদ রাখিতেও পারে না। যিনি সংবাদ রাখিবেন মনে করিয়া ইতিবৃত্ত লিখিতে অগ্রসর হন, ক্ষণকাল পরে ইতিবৃত্ত সহ লেখকও অসীমের অন্তরে অন্তর্হিত হইয়া যান। সামান্যত এই বিশেষ বিশেষ পদার্থের গতি অনুসন্ধানে অগ্রসর হইলে আমরা ধারণা করিতে পারিব যে, এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও ঐরূপ কোন অসীম শক্তি হইতে একবার অভিব্যক্ত হইয়া, বিরাট্ পৃথিবী-রূপে কিছুকাল দেখা দিতেছে, কিন্তু এমন অবস্থা আসিতেছে যে, সেও অব্যক্ত হইয়া অসীম জলতত্ত্বে মিশিয়া যাইবে। জলতত্ত্বও স্বয়ংসিদ্ধ নহে ; উত্তেজিত বা ফুটন্ত তেজ-তত্ত্বের অবসাদ ভাবই জল ; সুতরাং তেজতত্ত্বের ফুটন্ত বা প্রসন্নভাবের পুনরাগমনের অবসাদ-ভাবই রস। জলতত্ত্বও অনন্ত তেজে মিলিয়া যাইবে এবং এই প্রকার তেজতত্ত্বও বায়ুতে, এবং বায়ু সর্ব্ব-জনক আকশ-তত্ত্বে লীন হইলে, তোমার ও আমার নিকট সর্ব্ব-শূন্যত্বের পরিচয় হইবে। তখন কে কাহার জন্য প্রেম বা শোকের পরিচয় দিবে!

কুম্ভকারের গৃহে নানা প্রকার ঘট, সরা, দীপ, হাড়ি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত পদার্থের নির্ম্মাণ হইলেও, মৃত্তিকা তাহাদের পক্ষে অসীম ও নিরাকার পদার্থ। মৃত্তিকাতে অনন্ত লতা পাদপাদি উৎপন্ন হইলেও, তাহাদের উপাদান কারণ কিন্তু এই পৃথিবীর উর্ব্বরাশক্তি। সে শক্তিও একাকার এবং অসীম! এই প্রকারে মূল কারণকে অনুসন্ধান করিতে অগ্রসর হইলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, একা উর্ব্বরা শক্তি নাম ও রূপে স্বয়ং অভিব্যক্ত না থাকিয়াও, যেমন অনন্ত নাম ও রূপ

আভাস।

বিশিষ্ট বিচিত্র বৃক্ষ-লতাদির কারণ হইতে পারে, সেইরূপ একটী সৎশক্তির আশ্রয়ে এই নাম-রূপাত্মক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত হইয়া, বিচিত্র পরিণামের স্রোতে অগ্রসর হইতে হইতে, একবার ব্যক্তিভাব ধারণ করত, পুনরায় অব্যক্ত স্বীয় মূল কারণে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। সেই মূল শক্তিই অব্যক্ত; তাহার কার্য্যকারী ভাবের নামই ব্যক্ত। কার্য্যের সমাপনে পুনঃ অব্যক্ত ভাবেই সকলে পরিণত হয়।

উৎপত্তির পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি করিলে, আমরা স্পষ্টত বুঝিতে পারি যে, সকল পদার্থই তাহার আশ্রয়-স্বরূপ উপাদান কারণের অন্তর হইতে বিকশিত হইয়া, বাহিরে দেখা দেয়। অর্থাৎ মূল-বৃক্ষ হইতে গজাইয়া শাখা পত্র ফুল ফল বাহিরে দেখা দেয়; এবং যতকাল বৃক্ষের জীবনী শক্তি বা প্রকাশের সামর্থ্য অন্তরে বিদ্যমান থাকে, তদবধিই তাহার ফল পত্রাদি প্ররোহিত হইতে থাকে। সুতরাং বৃক্ষই ফল ও পুষ্পাদির আশ্রয় ও জীবন। আশ্রয় না থাকিলে বা সাহায্য না পাইলে, কোন বস্তুই তিষ্ঠিতে পারে না। তখন এই পরিদৃশ্যমান সমগ্র-ভুবন যে একটী অসীম ও অব্যক্ত কারণ হইতে পরিণামের ক্রমে বিকশিত হইয়া, এই নাম-রূপে প্রতীত হইতেছে, তিনিই মূল অব্যক্ত শক্তি; বেদান্তে মায়া নামে অভিহিত এবং প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্যের মূল প্রকৃতি এবং তন্ত্র-শাস্ত্রের আদ্যা শক্তি কালী। অর্জ্জুন! লক্ষ্য করিও! জগৎ-প্রসবিনী কালীর গলদেশে মুণ্ডমালা এবং কটিদেশে কর-বেড়া! অর্থাৎ জগদম্বা আদর করিয়া অনুভব-মূর্ত্তি জীব-ভাবের কারণ সাজিয়া স্বয়ং গলদেশে মুণ্ডমালা এবং সর্ব্বপ্রকার উদ্যম বা ক্রিয়া-শক্তিকে কোমরে জড়াইয়া, ভক্ত সমীপে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

এই শ্লোকে আমাদিগকে এই একটী বিষম সমস্যায় নিপতিত হইতে হইবে যে, এই অনন্ত-শক্তি যিনি অব্যক্ত-মূর্ত্তিতে অবস্থান করিয়া, নিজস্বরূপ হইতে যে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক অনন্ত বিশ্ব একবার রচনা করিতেছেন ও পুনরায় তাহা আপনাতে সংগ্রহ করিয়া একা অদ্বিতীয়া ভাবে যে অবস্থান করিতেছেন, সেই তিনি অন্ধা অর্থাৎ জ্ঞানহীনা বা চক্ষুষ্মতী অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞানবতী কি না? তদুত্তরে একটু প্রণিধান পূর্ব্বক অগ্রসর হইলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, "অচেতনে ক্রিয়া নাস্তি" এই মীমাংসিত বাণী সর্ব্বত্র জয়লাভ করিয়াছে। প্রত্যেক কার্য্যের প্রারম্ভে কি করিতে হইবে, কি প্রকারে এবং কি হইল? তাহা বুঝিবার জন্য চৈতন্য-স্বরূপ জ্ঞানের অস্তিত্ব নিরন্তর প্রয়োজন। যদিও কার্য্যকালে জ্ঞানের কোন মূর্ত্তির পরিচয় হয় না বটে, কিন্তু অবিনাভাব মূর্ত্তিতে কার্য্যের সর্ব্বাংশে এবং সর্ব্বভাবে জ্ঞানকে যে

আভাস।

নিরন্তর অবস্থান করিতে হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কার্য্যের উদ্যমে প্রত্যেক পরিণাম এবং তাহার উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া, বোধ-স্বরূপ জ্ঞানকে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র উপস্থিত থাকিতে হয়। যেমন অগ্নির সংযোগে গালিত সুতরাং তরল লৌহ যে কোন রূপ পদার্থের গঠন করুক না, অগ্নিকে নিরন্তর লৌহের সংসর্গে থাকিতে হয়; সেইরূপ মহাশক্তি প্রকৃতিকে যত রকমে পরিণত হইয়া ক্ষুদ্র পরমাণুর পরিমাণে বা বৃহৎ পৃথিবী বা চন্দ্র সূর্য্যাদির পরিমাণে পরিণত হইতে হউক, জ্ঞানের সমবায় সম্বন্ধ তিনি কখনই পরিহার করিতে পারেন না। কারণ বুঝিয়া করিতে হইবে এবং করিয়া বুঝিতে হইবে।

এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্ন আসিবে যে, প্রকৃতির জ্ঞান? বা জ্ঞানের প্রকৃতি? এতদুত্তরে আমরা সহজে মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি যে, আমরা যখন বুঝিয়া করি এবং করিয়া বুঝি, তখন এই বোধ এবং ক্রিয়া ব্যপার যদিও বাহ্যিক ভাবে নিরন্তরই চলিতেছে, তথাপি উভয়ের মধ্যে প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য ভাবের যথেষ্ট তারতম্য নিশ্চয়ই আছে। অবশ্য বোধ-স্বরূপের পৃথক্ পরিচয় আমরা কার্য্যক্ষেত্রে পাই না বটে, কারণ কার্য্যেরই সঙ্গে সঙ্গে বোধের উপপত্তি পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং কার্য্যের ঘটনাবলিই যেন বোধকে জাগাইয়া দেয়; যেন কার্য্যের ব্যাপারই সত্য এবং বোধ একটী জন্য বস্তুর ন্যায় প্রতীত হয়, তথাপি আমরা বুঝিতে পারি যে, কার্য্যের প্রারম্ভে বোধ বিদ্যমান থাকিয়া, কার্য্যকে উদ্দীপিত করিয়াও ক্ষান্ত হয় না; কার্য্যের প্রত্যেক অবয়বে অধিষ্ঠাতৃ-ভাবে বোধ বিদ্যমান থাকেন এবং কার্য্যের সমাপনেও বোধের অভাব হয় না। তখন কার্য্যকালে, কার্য্যারম্ভে এবং কার্য্যের অভাবেও বোধ যখন বিদ্যমান থাকে, তখন জ্ঞানের গর্ভে কার্য্য! কার্য্যের গর্ভে জ্ঞান নহে। কার্য্যই শক্তি, জ্ঞান শক্তিমান্! আমি নিশ্চিন্ত ভাবকেও বুঝিতে পারি। সুতরাং চৈতন্যের প্রাধান্য; এবং শক্তির তদনুগত ভাবরূপে অস্তিত্বের পরিচয়। শক্তির অপ্রাধান্য। শ্রুতিতেও যথেষ্ট উক্ত আছে, "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরং। তস্যাবয়ব-ভূতৈস্ত ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ" ॥ চিন্ময় পূর্ণ পরমাত্মারই শক্তি মহামায়া প্রকৃতি এবং এই প্রধান বা প্রকৃতির পরিণাম ভাবের দ্বারাই এই বিশ্ব সংসার রচিত। জীব বলিলেই যেমন দেহাবয়ব এবং তাহার চেতন ভাগ উভয় একত্র অভেদভাবে বিদ্যমান সহিত প্রতীত হয়, সেইরূপ শক্তি বা প্রকৃতিই অবয়ব এবং চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানই অবয়বী। জ্ঞান অনুভূতির মূর্ত্তিতে সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত থাকিয়াও, চৈতন্য-

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ।

কশ্চিৎ জনঃ এনং আত্মানং আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি, অন্যঃ জনঃ তথা আশ্চর্য্যবৎ এব বদতি (অলৌকিকত্বাৎ) অন্যঃ জনঃ এনং আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি (বহির্ব্যাপারাৎ নিবৃত্তত্বাৎ) কশ্চিৎ জনঃ গুরুমুখাৎ শ্রুত্বাপি এনং ন বেদ ন অবধারয়তি ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

দুর্ব্বিজ্ঞেয়োঽয়ং প্রকৃতাত্মা কিং ত্বামেবৈকং উপালভেৎ সাধারণে ভ্রান্তিনিমিত্তে,

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অর্জ্জুনং প্রত্যুপালম্ভং দর্শয়িত্বা প্রকৃতস্যাত্মনো দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বাত্তং প্রত্যুপালম্ভো ন সম্ভবতীতি মন্বানঃ সন্নাহ দুর্ব্বিজ্ঞেয় ইতি। তথা চাত্মাজ্ঞাননিমিত্তবিপ্রলম্ভস্য

স্বামিকৃতটীকা।

কুতস্তর্হি বিদ্বাংসোঽপি লোকে শোচন্তি আত্মাজ্ঞানাদেবেত্যাশয়েনাত্মনো দুর্জ্ঞেয়তামাহ আশ্চর্য্যবদিতি। কশ্চিদেনমাত্মানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং পশ্যন্নাশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি, সর্ব্বগতস্য নিত্যজ্ঞানানন্দস্বভাবস্যাত্মনোঽলৌকিকত্বাদৈন্দ্রজালিকবদ্ঘটমানং পশ্যন্নিব বিস্ময়েন পশ্যতি অসম্ভাবনাভিভূতত্বাৎ, তথাশ্চর্য্যবদেবান্যো বদতি, শৃণোতি চান্যঃ, কশ্চিৎ পুনর্ব্বিপরীত-ভাবনাভিভূতঃ শ্রুত্বাপি ন বেদ, চশব্দাদুক্ত্বাপি দৃষ্ট্বাপি ন সম্যগ্বেদেতি দ্রষ্টব্যং ॥ ২৯ ॥

অন্তরাকাশে এই আত্মস্বরূপের অবধারণ একবার করিতে পারিলে, বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়; এবং যে কেহ তদ্বিষয়ে বর্ণন করেন, সে বর্ণনও আশ্চর্য্য-জনক; আত্মবিষয়ের শ্রবণও আশ্চর্য্য-জনক; কিন্তু সুস্পষ্ট ও বিশদ ভাবে শুনিয়াও তাহা অনেকে অবধারণ করিতেও পারে না ॥ ২৯ ॥

আভাস।

স্বরূপে নিজের অস্তিত্বকে পৃথক্‌ভাবে অনুভব করেন, কিন্তু শক্তি চৈতন্যের ঈক্ষণ বা অনুগ্রহ ব্যতীত আপনাকে আপনি কখনই বুঝিতে পারেন না, অথচ চৈতন্যভাগের সর্ব্বত্র তদীয় সত্তারূপে তদন্তরে চির বিদ্যমান আছেন ॥ ২৮ ॥

অনুভূতির অনুপাতে দেহ হইতে এই চৈতন্য-স্বরূপ জীবাত্মার পৃথক্ ভাবে অস্তিত্বের উপলব্ধি করা বড়ই অদ্ভুত! কারণ বহির্মুখা-বৃত্তিবিশিষ্ট মানবের পক্ষে

শাঙ্করভাষ্য।

কথং দুর্ব্বিজ্ঞেয়োঽয়মাত্মেত্যত আহ আশ্চর্য্যবদিতি। আশ্চর্য্যবদাশ্চর্য্যং অদৃষ্টপূর্ব্বমদ্ভুতমকস্মাদ্দৃশ্যমানং তেন তুল্যমাশ্চর্য্যবদাশ্চর্য্যমিবৈনমাত্মানং পশ্যতি, কশ্চিদাশ্চর্য্যবদেনং বদতি তথৈব চান্যঃ আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি। শ্রুত্বা দৃষ্ট্বোক্ত্বাপ্যাত্মানং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সাধারণত্বাদসাধারণোপালম্ভস্য নিরবকাশতেত্যাহ কিং ত্বামেবেতি। অহম্প্রত্যয়বেদ্যত্বাদাত্মনো দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বমসিদ্ধমিতি শঙ্কতে কথমিতি। বিশিষ্টস্যাত্মনোঽহংপ্রত্যয়স্য দৃষ্টত্বেঽপি কেবলস্য তদভাবাদস্তি দুর্ব্বিজ্ঞেয়তেতি শ্লোকমবতারয়তি আহেতি। আশ্চর্য্যবদিতি আদ্যেন পাদেনাত্মবিষয়দর্শনস্য দুর্লভত্বং দর্শয়তা দ্রষ্টুর্দৌর্লভ্যমুচ্যতে, দ্বিতীয়েন চ তদ্বিষয়-বদনস্য দুর্লভত্বোক্তে স্তদুপদেষ্টু স্তথাত্বং কথ্যতে। তৃতীয়েন তদীয়-শ্রবণস্য দুর্লভত্ব-দ্বারা শ্রোতু র্ব্বিরলতা বিবক্ষিতা। শ্রবণ-দর্শনোক্তীনাং ভাবেঽপি

আভাস।

তাহা সর্ব্বক্ষণ বুঝিয়াও বুঝিতে পারা সুগম নহে। অথচ অতি সহজেও বুঝা যায়। প্রণয়-ভঙ্গে প্রণয়িনীর আত্মহারা ভাবে নিরাশার সাগরে ভাসমানের অবস্থা নিরীক্ষণ করিলে, তাঁহাকে সর্ব্বত্যাগী যোগী বলিয়া ভ্রম হইবে। যুবতী স্বীয় অবস্থার বিচিত্র পরিণামের আলোচনা করিতে করিতে সকল ভাবকে বিস্মৃত হইয়া, কেবল আমিকে আশ্রয় করত বাহ্যজ্ঞান-শূন্যভাবে অবস্থান করেন! ইহাই তাহার ব্যবহারিক চিন্তার নিবৃত্তিতে আত্মস্বরূপ চৈতন্যের সাক্ষাৎকার। তখন তাঁহাকে কেহ ডাকিলে, তিনি চমকিয়া উঠেন এবং আমি জ্ঞানের ধ্যানভঙ্গে তিনি বিরক্ত হন। যেন অপার আনন্দ-রসে মগ্ন ছিলেন; পরের আহ্বানে সে ভাবের ভঙ্গ হইল। ইহা কোন নূতন ভাব বা অভিনব পদার্থ নহে; পূর্ব্বে জানি নাই! এই প্রথম পরিজ্ঞাত হইলাম, তাহাও নহে। চিরকালই সে ভাব জানি; তবে চিনিতাম না। আচার্য্য ও শাস্ত্রের অনুগ্রহে এই প্রথম চিনিলাম। মহারাজ নলকে ঋতুপর্ণরাজের অশ্বচালক বাহুক বলিয়াই সকলে জানিতেন। কিন্তু দাসীর দ্বারা দময়ন্তী বাহুক সন্নিধানে অগ্নি ও জল ব্যতীত রন্ধনার্থ পাকস্থালি ও পাকদ্রব্য পাঠাইয়াছেন। বাহুক যখন নিজের তাড়িৎবিদ্যা বলে অগ্নি ও জলের সৃজন করিয়া, পাক-কার্য্য সমাধা করিলেন, তখন দময়ন্তী নিজে নল সম্বন্ধে নিশ্চিত হইলেন, এবং দময়ন্তীর জনক-জননী ও আত্মীয়গণও বাহুক-কলেবরকে নল-বোধে অবলোকন করিবার অবসরেই সেই বাহুকও প্রকৃত নলের মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সেইরূপ অতিস্থূল দেহাদি ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠানে যে আমি-ভাবের উপলব্ধি করি, আবার

শঙ্করাভাষ্যম্।

বেদ নচৈব কশ্চিৎ। অথবা যোঽয়ং আত্মানং পশ্যতি স আশ্চর্য্যতুল্যো যো বদতি যশ্চ শৃণোতি সোঽনেকসহস্রেষু কশ্চিদেব ভবত্যতো দুর্ব্বোধ আত্মেত্যভিপ্রায়ঃ ॥২৯॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তদ্বিষয়-সাক্ষাৎকারস্যাত্যন্তায়াসলভ্যত্বং চতুর্থেনাভিমতমিতি বিভাগঃ। আত্মগোচর-দর্শনাদিদুর্লভত্ব-দ্বারা দুর্ব্বোধত্বমাত্মনঃ সাধয়তি আশ্চর্য্যবদিতি। সংপ্রত্যাত্মনি দ্রষ্টুর্ব্বক্তুঃ শ্রোতুঃ সাক্ষাৎকর্ত্তুশ্চ দুর্লভত্বাভিধানেন তদীয়ং দুর্ব্বোধত্বং কথয়তি অথবেতি। ব্যাখ্যানদ্বয়েঽপি ফলিতমাহ অত ইতি ॥ ২৯ ॥

আভাস।

মনের অধিষ্ঠানে আমি বলিয়া সেই আমিরই উল্লেখ করি। পরে কখন মনের অপেক্ষা অতিসূক্ষ্ম অভিমান বা অহঙ্কারে অভিভূত হইয়া, সেই পূর্ব্ব আমিরই উল্লেখ করি এবং সর্ব্বান্তে নিশ্চিন্ত ভাবে নিরন্তর বিদ্যমান বুদ্ধিতত্ত্বে তৎসাক্ষিরূপে বিদ্যমান জ্ঞানকেও আমি বলিয়া ধারণা করি। অতএব সর্ব্বত্র একই আমি-ভাবের উল্লেখ হইলেও, উপাধির বৈচিত্র্যে এক আমি-ভাব কত রকমে পরিচিত হইল। যখন সকল উপাধি শান্ত হইবে, তখনও ত আমি-ভাবের অভাব হয় না; অথচ তখনও আমার সকল অভাবেরও উপলব্ধি হয়। এই ভাবটী আমরা দৈনন্দিন জীবনে নিরন্তর উপলব্ধি করিয়া থাকি, কিন্তু কেহ চিনাইয়া না দিলে, ঠিক ধরিতে পারি না। চিনাইয়া দিলে, বিস্মিতের ন্যায় নিস্তব্ধ থাকি! সুতরাং ভগবান্ বলিলেন "আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং" অর্থাৎ চিরকালই যে আত্ম-স্বরূপকে উপলব্ধি করিয়া আসিতেছি অথচ মায়া-মোহে অভিভূত হইয়া, কত শোক এবং কতবার বিষয়ের পদানত হইয়া কত আশা এবং কত ভরসাই করিয়া আসিয়াছি! অহো কি ভ্রম! যাহার প্রসাদে আমি এযাবৎ সকল দেখিয়া বা শুনিয়া আসিতেছি, কেবল বাহিরে ভোগের অভিমুখে যাইবার অভ্যাসেই অন্তরে নিরন্তর বিদ্যমান প্রেম-পূর্ণ এই আমার আমিকে দেখি নাই! কি লজ্জার বিষয় বলিয়া, বিবেকী মানব আত্মস্বরূপের প্রকৃত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, বিস্মিত হইতেছেন। বক্তা স্বীয় স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভে বিস্মিতের ন্যায় বলেন, আহা! কত বিষয়েরই আলোচনা করিলাম! কিন্তু সমস্তই মিথ্যা হইয়াছে! কারণ যাঁহার কল্যাণে কত বার্ত্তার উল্লেখে পরকে বুঝাইয়াছি এবং নিজেও বুঝিয়াছি, তিনি আমার অন্তঃকরণের অন্তর্গুহায় নিরন্তর সুখাসনে ও সুস্থভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন জানিয়াও, এযাবৎ তাঁহার বিষয়ে কোন আলাপ করি নাই! অথচ নিরন্তর পরিণাম-শীল ব্যক্ত-

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ।

হে ভারত! সর্ব্বস্য জীবসাধারণস্য দেহে শরীরে যঃ দেহী অয়ং আত্মা অস্তি, সঃ নিত্যং সর্ব্বাবস্থায়াং এব অবধ্যঃ হননাযোগ্যঃ। তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বাণি এব ভূতানি শোচিতুং ন অর্হসি ॥ ৩০ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

তদেবমবধ্যত্বমাত্মনঃ সংক্ষেপেণ উপদিশন্ অশোচ্যত্বং উপসংহরতি দেহীতি। স্পষ্টার্থঃ ॥ ৩০ ॥

হে ভারত! জীবমাত্রেরই হৃদয়ে দেহীরূপে বিদ্যমান আত্মা নিত্য ও সত্য বস্তু। তাঁহার কখন বিনাশ হয় না। অতএব কেবল তোমার পরিচিত আত্মীয়দিগের কথা কেন! কোন প্রাণীর জন্যই শোকার্ত্ত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে ॥ ৩০ ॥

আভাস।

ভাবের পরিভাষণে এবং বৃথা উক্তি প্রত্যুক্তির প্রয়োগে কালাতিপাত করিয়াছি! অহো! তাঁহার কথা কহিলে, আর জাগতিক মিথ্যা কথায় কালাতিপাত হইত না। শ্রোতৃবর্গ গায়কের তাল, মান লয়, স্বরের মূর্চ্ছনা, গমক, পদাবলি, স্বর এবং হাব-ভাব ভঙ্গি শ্রবণে ও দর্শনে আনন্দিত হন বটে, কিন্তু গায়কের সর্ব্ব-নিয়ন্তা জীব চৈতন্যের প্রতি কখন লক্ষ্য না করিয়াই কালাতিপাত করে। সর্ব্বপ্রকাশক গায়েকের চেতনার প্রতি যদি শ্রোতার লক্ষ্য পড়িত, তাহা হইলে তিনি বিস্মিতের ন্যায় অবস্থান করিতেন এবং ভাবিতেন যে যাহার কল্যাণে আমার সমস্ত শুনা হইল, তাঁহাকে ত আমার দেখা বা ভাবা হইল না। ২৯ ॥

অতএব দেহের যাবতীয় বৃত্তি বা ব্যাপারের মূল কারণ-স্থানীয়ই জীব-চৈতন্য! বৃত্তির ব্যপার সেই মূল-চৈতন্য হইতেই উদ্ভাসিত হইয়া, কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করে; আবার মূল জ্ঞানেই সকল বৃত্তি নির্ব্বাপিতের ন্যায় নিরস্ত হইয়া যায়। কিন্তু কখনও জ্ঞানের নির্ব্বাণ হয় না; সেইরূপ এই দেহ-ধারণরূপ বৃত্তিরও একবার উদয়ে কিছু কাল বাল্য, যৌবন ও জরাদিভাবে বিকশিত থাকিয়া, সেই মূল জ্ঞানেই নির্ব্বাপিতের ন্যায়, মৃত্যুমুখে নিরস্ত হয়; সুতরাং জ্ঞানরূপী জীবাত্মাই অপর বৃত্তির

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।

অন্বয়ঃ।

স্বধর্ম্মং স্বস্য ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মং চ অবেক্ষ্য লক্ষীকৃত্য ত্বং বিকম্পিতুং প্রচলিতুং

শাঙ্করভাষ্যম্।

অথেদানীং প্রকরণার্থমুপসংহরন্ ব্রূতে দেহীতি। যস্মাদ্দেহী শরীরী নিত্যং সর্ব্বাবস্থাস্ববধ্যো নিরবয়বত্বান্নিত্যত্বাচ্চ তত্রাবধ্যোঽয়ং দেহে শরীরে সর্ব্বস্য সর্ব্বগতত্বাৎ স্থাবরাদিষু স্থিতোঽপি সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য দেহে বধ্যমানেঽপি অয়ং দেহী ন বধ্যো যস্মাৎ তস্মাদ্ভীষ্মাদীনি সর্ব্বাণি ভূতান্যুদ্দিশ্য ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ৩০॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শ্লোকান্তরমুত্থাপয়তি অথেতি। আত্মনোঽশোচ্যত্বপ্রদর্শনানন্তরমিতি যাবৎ বস্তুবৃত্তাপেক্ষয়া শোকমোহয়োরকর্ত্তব্যত্বং প্রকরণার্থঃ। দেহে বধ্যমানেঽপি দেহিনো বধ্যত্বাভাবে ফলিতমাহ যস্মাদিতি। হেতুবিভাগং বিভজতে সর্ব্বস্যেতি। ফলিতপ্রদর্শনপরং শ্লোকার্দ্ধং ব্যাচষ্টে তস্মাদ্ভীষ্মাদীনীতি॥ ৩০॥

আভাস।

উত্তোলনে জন্মান্তর রহস্যের পরিচয় দিয়া থাকেন। অতএব বৃত্তির বিরামে যেমন জ্ঞান-স্বরূপের বিরাম বা বিচ্ছেদ ঘটে না, সেইরূপ দেহের বিরামেও জীবাত্মার বিরাম বা বিচ্ছেদ ঘটে না! কেবল তোমার আমার বা এখানে উপস্থিত এই জনসঙ্ঘের পক্ষেই যে আত্মার নিত্যত্ব সম্বন্ধে আমি বলিতেছি, তাহা নহে; স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাবদীয় দেহে অনুভূতির মূর্ত্তিতে যে আত্মা নিরন্তর বিরাজমান রহিয়াছেন, উপাধি-স্বরূপ তত্তৎ দেহের অবসানে তত্তৎ আত্মার বিরাম বা নাশ কখনই হইবে না। ইহারা সকলে সম্প্রতি যে যে মূর্ত্তিতে দেখা দিতেছেন, দেহের নিধনে, তাঁহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব ভাব বা আশার অনুরূপ ভোগদেহ লাভে পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিবেন! ইহাই সংসারের চির-প্রথিত মর্য্যাদা। ইহার বৈপরীত্যে কাহারও কোনরূপ প্রতিকারের যোগ্যতা নাই। ইহাদের মৃত্যু-কাল নিকট হইয়াছে; তোমারও কর্ত্তব্য কার্য্য পূর্ব্ব হইতেই অবধারিত আছে! সুতরাং কর্ত্তব্য প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া, বৃথা শোকের পরিচয় দেওয়া তোমার ন্যায় বিজ্ঞ বীরকেশরীর কখন কর্ত্তব্য নহে॥ ৩০॥

পরমার্থ-তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি করিলে, শোক মোহাদির পরিচয় দেওয়া যেমন সম্পূর্ণ অসঙ্গত, আবার নিজের স্বধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিলেও ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকা তোমার ন্যায় ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কখনই সঙ্গত নহে।

ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ।

ন অর্হসি! হি যতঃ ধর্ম্ম্যাৎ ধর্ম্মানুগতাৎ যুদ্ধাৎ অন্যৎ শ্রেয়ঃ হিতকরং ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইহ পরমার্থতত্ত্বাপেক্ষায়াং শোকো বা মোহো বা ন সম্ভবতীত্যুক্তং, ন কেবলং পরমার্থতত্ত্বাপেক্ষায়ামেব কিন্তু স্বধর্ম্মমিতি। স্বধর্ম্মমপি স্বো ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মঃ যুদ্ধং, তমপ্যবেক্ষ্য ত্বং ন বিকম্পিতুং প্রচলিতুং অর্হসি ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকাদ্ধর্ম্মা-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শ্লোকান্তরমবতারয়ন্ বৃত্তং কীর্ত্তয়তি ইহেতি। পূর্ব্বশ্লোকঃ সপ্তম্যর্থঃ, যৎ পারমার্থিকং তত্ত্বং তদপেক্ষায়ামেব কেবলং শোকমোহয়োরসম্ভবো ন ভবতি কিন্তু স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ইতি সম্বন্ধঃ, স্বকীয়ং ক্ষাত্রধর্ম্মমনুসন্ধায় তত শ্চলনং পরিহর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। যদ্ধি ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মাদনপেতং শ্রেয়ঃসাধনং তদেব ময়ানুবর্ত্তিতব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ ধর্ম্ম্যাদিতি। জাতিপ্রযুক্তং স্বাভাবিকং স্বধর্ম্মমেব বিশিনষ্টি ক্ষত্রিয়স্যেতি। পুন র্নকারোপাদানমন্বয়ার্থং, প্রচলিতুমযোগ্যত্বে প্রতিযোগিনং দর্শয়তি স্বাভাবিকা-

স্বামিকৃত টীকা।

যচ্চোক্তমর্জ্জুনেন বেপথুশ্চ শরীরে মে ইত্যাদি তদপ্যযুক্তমিত্যাহ স্বধর্ম্মমপীতি। আত্মনো নাশাভাবাদেবৈতেষাং হননেঽপি বিকম্পিতুং নার্হসি, কিঞ্চ স্বধর্ম্মমপ্যবেক্ষ্য বিকম্পিতুং নার্হসীতি সম্বন্ধঃ। যচ্চোক্তং ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ইতি তত্রাহ ধর্ম্ম্যাদিতি। ধর্ম্মাদনপেতান্ন্যায্যাদ্যুদ্ধাদন্যৎ ॥ ৩১ ॥

এদিকে আবার তুমি ক্ষত্রিয়কুল-তিলক হইয়া, যদি একবার নিজের অবশ্য অনুষ্ঠেয় ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি কর, তাহা হইলে বুঝিবে যে, এ সময় তোমার শোকে অবসন্ন হওয়া সম্পূর্ণ শিষ্ট-বিগর্হিত কার্য্য! কারণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধের অপেক্ষা হিতকর এবং উপাদেয় ব্যাপার আর কিছুই নাই! ॥ ৩১ ॥

আভাস।

তুমি ক্ষত্রিয়কুলে মহারাজ পাণ্ডুর পুত্ররূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ! সুতরাং ধর্ম্মত প্রজাপালন, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধর্ম্ম-শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং নিজের ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, দেশের, দশের ও ধর্ম্মের উপকারার্থ এবং প্রজাবর্গের বিদ্রোহকারী শত্রুকুলের

শাঙ্করভাষ্যম্।

দাত্মস্বাভাব্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ ; তচ্চ যুদ্ধং পৃথিবীজয়দ্বারেণ ধর্ম্মার্থং প্রজারক্ষণার্থঞ্চেতি ধর্ম্মাদনপেতং পরং ধর্ম্ম্যং, তস্মাৎ ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ; হি যস্মাৎ ॥ ৩১ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

দিতি। স্বাভাবিকত্বমশাস্ত্রীয়ত্বমিতিশঙ্কাং বারয়িতুং তাৎপর্য্যমাহ আত্মেতি। আত্মনঃ স্বস্যার্জ্জুনস্য স্বাভাব্যং ক্ষত্রিয়-স্বভাবপ্রযুক্তং বর্ণাশ্রমোচিতং কর্ম্ম তস্মাদিত্যর্থঃ। ধর্ম্মার্থং প্রজাপরিপালনার্থঞ্চ প্রযতমানস্য যুদ্ধাদুপরিরংসা শ্রদ্ধাতব্যা ইত্যাশঙ্ক্যাহ তচ্চেতি। ততোঽপি শ্রেয়স্করং কিঞ্চিদনুষ্ঠাতুং যুদ্ধাদুপরতিঃ উচিতেত্যাশঙ্ক্যাহ তস্মাদিতি। তস্মাদ্‌যুদ্ধাৎ প্রচলনমনুচিতমিতি শেষঃ ॥ ৩১ ॥

আভাস।

নিগ্রহ করিয়া, ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়কে প্রতিপালন করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয় হইয়া এতাদৃশ কর্ম্মে পরাঙ্মুখ ও ক্ষীণ-জীবীর পরিচয় দিলে, কি তুমি পাপিষ্ঠ হইবে না? তোমার পিতারই সাম্রাজ্য ; সুতরাং ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় প্রজাগণ তোমারই প্রতিপাল্য! প্রজাগণ স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম্মে যাহাতে আদর এবং উৎসাহ সহকারে নিযুক্ত থাকিয়া সংসারের মঙ্গল-বিধান করেন, তৎপ্রতি তোমার বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রজাবর্গ উদাসীন হয়, সে রাজ্যের কখন উন্নতি-লাভ হয় না। তাদৃশ রাজ্যের প্রজাবর্গ ধন মান ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্যে বঞ্চিত হইয়া উত্তরোত্তর অধোগতি লাভ করে। যে রাজা সেই প্রজাবর্গের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করেন, তিনি ঘোর নরকে পতিত হইবেন, সন্দেহ নাই। তুমি জান! এই বিপুল সাম্রাজ্যের প্রজাবর্গের অবনতির জন্য তুমি দায়ী! তাহার প্রতিকারে উদাসীন হইলে, তোমাকেই পাপভাগী হইতে হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ৩১ ॥

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধন প্রভৃতি শত্রুকুল ছলে বলে ও কৌশলে তোমার পিতৃরাজ্য আত্মসাৎ করিয়া এযাবৎ ভোগ করিয়া আসিতেছে ; এক্ষণে প্রত্যর্পণের সময় উপস্থিত হওয়ায়, বিনা যুদ্ধে তাঁহারা পরিত্যাগ করিবেন না বলিয়া সংগ্রামের আয়োজন তাঁহারাই উত্তোলন করিয়াছেন। তোমরা উপযাচক হইয়া পর-রাজ্য লুণ্ঠন করিতে ত যাইতেছ না! তোমাদের আত্ম-রাজ্য রক্ষা করা

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতং।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশং ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ।

যদৃচ্ছয়া (অপ্রার্থিততয়া স্বয়মেব) উপপন্নং উপাগতং, তথা অপাবৃতং উন্মুক্তং, স্বর্গদ্বারং স্বর্গস্য দ্বারভূতং ঈদৃশং যুদ্ধং যে লভন্তে হে পার্থ! তে ক্ষত্রিয়াঃ সুখিনঃ এব ॥ ৩২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কুতশ্চ তদ্যুদ্ধং কর্ত্তব্যং ইত্যুচ্যতে যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া চ অপ্রার্থিতমাগতং উপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতমুদ্ঘাটিতং। যে এতাদৃশং যুদ্ধং লভন্তে ক্ষত্রিয়াঃ হে পার্থ কিন্ন সুখিনস্তে! ॥ ৩২ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যুদ্ধস্য গুর্ব্বাদ্যনেকপ্রাণিহিংসাত্মকস্য অহিংসা-শাস্ত্রবিরোধান্নাস্তি কর্ত্তব্যতেতি শঙ্কতে কুতশ্চেতি। অগ্নীষোমীয়-হিংসাবৎ যুদ্ধমপি ক্ষত্রিয়স্য বিহিতত্বাদনুষ্ঠেয়ং সামান্য-শাস্ত্রতো বিশেষ-শাস্ত্রস্য বলীয়স্ত্বাদিত্যাহ উচ্যত ইতি। তথাপি যুদ্ধে প্রবৃত্তানাং ঐহিকামুষ্মিকস্যাপি সুখাভাবাদুপরতিরেব ততো যুক্তা প্রতিভাতি ইত্যাশঙ্ক্যাহ

স্বামিকৃত টীকা।

কিঞ্চ মহতি শ্রেয়সি স্বয়মেবোপস্থিতে সতি কুতো বিকম্পসে ইত্যাহ যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া অপ্রার্থিতমেবোপপন্নং প্রাপ্তমীদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ সুভাগ্যা এব লভন্তে; যতোঽনিবারণং স্বর্গদ্বারমেবৈতৎ, যদ্বা য এবম্বিধং যুদ্ধং লভন্তে ত এব সুখিন ইত্যর্থঃ। এতেন স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধবেতি যদুক্তং তন্নিরস্তং ভবতি ॥ ৩২ ॥

দেখ! বিনা চেষ্টায় এই ধর্ম্মযুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে! ইহাতে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে স্বর্গলাভের আর কোন প্রতিবন্ধক থাকে না। এ জাতীয় যুদ্ধ যাঁহাদের অদৃষ্টে উপস্থিত হয়, তাঁহারা প্রকৃতই সুখী! ॥ ৩২ ॥

আভাষ।

ধর্ম্মত কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়ত; উক্ত দুর্য্যোধন রাজ্যসুখে উন্মত্ত হইয়া প্রজাবর্গকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ কোনরূপ উৎসাহ বা দণ্ডের বিধান ত করেন নাই! তিনি উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণকে স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে অমনযোগী দেখিয়া, দণ্ডের ব্যবস্থাত

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যদৃচ্ছয়েতি। চিরেণ চিরতরেণ কালেন চ যাগাদ্যনুষ্ঠায়িনঃ স্বর্গাদিভাজো ভবন্তি যুধ্যমানাস্তু ক্ষত্রিয়া বহির্মুখতাবিহীনাঃ সহসৈব স্বর্গাদিসুখভোক্তার স্তেন তব কর্ত্তব্যমেব যুদ্ধমিতি ব্যাখ্যানেন স্ফুটয়তি যদৃচ্ছয়েত্যাদিনা। ইহামুত্র চ ভাবিসুখবতামেব ক্ষত্রিয়াণাং স্বধর্ম্মভূত-যুদ্ধসিদ্ধে স্তাদর্থ্যেনোত্থানং শোকমোহৌ হিত্বা কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ॥ ৩২॥

আভাস।

করেন নাই; বরং স্বীয় পক্ষ সমর্থনার্থ যথেষ্ট বৃত্তি ও সম্মান প্রদানে কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্য এবং অশ্বত্থামা প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে ক্ষাত্র-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে উৎসাহিত করিয়া, কি ভীষণ সামাজিক অনিষ্টই করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ রক্ষিত না হইলে, পরবর্ত্তী বর্ণত্রয়ও যথেচ্ছাচারীর আচরণ করিবে এবং সমগ্র সমাজ অধঃপতিত, হইবে, সন্দেহ নাই।

হিরণ্যকশিপু পূর্ব্বশত্রু বিষ্ণুকে নিহত করিবার কল্পনা স্থির করিয়া, নিজ গুরু শুক্রাচার্য্যকে আহ্বান করত স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। গুরু শুক্রাচার্য্য বিষ্ণু-বধের কল্পনা শ্রবণ করিয়া, হিরণ্যকশিপুকে উপেক্ষার ভাবে বলিলেন যে, আপনার কল্পনা আমার নিকট কেবল কল্পনা বলিয়াই অনুমিত হইতেছে; কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্প্রতি অসম্ভব! হিরণ্যকশিপু বলিলেন, আমি এক পক্ষ কাল এই বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক মীমাংসা করিয়া, আপনাকে নিবেদন করিব; আপনি পক্ষান্তে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগমন করিবেন। পনর দিবস পরে শুক্রাচার্য্য তৎসমীপে উপস্থিত হইলে, হিরণ্যকশিপু বলিলেন, বিষ্ণুবধ বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। কারণ "সর্ব্বদেবময়ো বিষ্ণুঃ" দেবতা-সমূহের সমষ্টিভাবই বিষ্ণু! তখন বৃক্ষের স্কন্ধ শাখাদি সমস্ত ছেদন করিলে, বৃক্ষ যেমন আপনিই মরিয়া যায়, সেইরূপ দেবতা সমূহকে বিনষ্ট করিতে পারিলে, বিষ্ণু আপনা হইতেই বিনষ্ট হইবেন। শুক্রাচার্য্য বলিলেন "অমরা নির্জ্জরা দেবাঃ"; দেবতারা সকলে অমর ও জরাহীন; তাঁহাদের নিধন কিরূপে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে হিরণ্যকশিপু বলিলেন, "দেবতাগণ হবির্ভুক্" যজ্ঞ না করিলে, পুষ্টির অভাবে তাঁহারা আপনারাই বিনষ্ট হইবেন। আচার্য্য বলিলেন, তুমি যজ্ঞ-বন্ধ কিপ্রকারে করিবে? হিরণ্যকশিপু বলিলেন, গো-হত্যার দ্বারা হোমীয় হবিঃ অর্থাৎ ঘৃতের অভাব জগতে আনয়ন করিব। শুক্রাচার্য্য বলিলেন, ব্রাহ্মণগণ কামধেনুর সৃজন করিবেন। হিরণ্যকশিপু বলিলেন, ব্রাহ্মণ-বধ করিব! আচার্য্য বলিলেন, ব্রাহ্মণ-বধ কি

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ।

অথ চেৎ যদি, ত্বং ইমং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মানুকূলং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ততঃ স্বধর্ম্মং ক্ষত্রিয়োচিতং কর্ম্ম, কীর্ত্তিং চ হিত্বা ত্যক্ত্বা পাপং অবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

এবং কর্ত্তব্যতাপ্রাপ্তমপি অথেতি। অথ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং বিহিতং সংগ্রামং যুদ্ধং ন করিষ্যসি চেৎ তত স্তদকরণাৎ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ মহাদেবাদিসমাগমনিমিত্তাং হিত্বা কেবলং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্বধর্ম্মস্য যুদ্ধস্য শ্রদ্ধয়া করণে স্বর্গাদিমহাফলপ্রাপ্তিং প্রদর্শ্য তদকরণে প্রত্যবায়প্রাপ্তিং প্রদর্শয়ন্ উত্তরশ্লোকগতাথ-শব্দার্থং কথয়তি এবমিতি। বিহিতত্বং ফলবত্ত্বমিত্যনেন প্রকারেণেত্যর্থঃ, অন্বয়ার্থং পুনশ্চেদিত্যনূদ্যতে, মহাদেবাদীত্যাদিশব্দেন মহেন্দ্রাদয়ো গৃহ্যন্তে ॥ ৩৩ ॥

স্বামিকৃতটীকা

বিপক্ষে দোষমাহ অথ চেদিতি ॥ ৩৩ ॥

এই ধর্ম্ম-সঙ্গত যুদ্ধও যদি তুমি না কর, তাহা হইলে তোমার নিজের ধর্ম্ম ও কীর্ত্তির বিলোপে তোমাকে বিষম পাপে কলুষিত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। ৩৩ ॥

আভাস।

সহজ ব্যাপার! তদুত্তরে হিরণ্যকশিপু বলিলেন, "ব্রাহ্মণস্য তু দেহোঽয়ং ন কামার্থায় জায়তে। ইহ ক্লেশায় তপসে প্রেত্য চানুত্তমং সুখং ॥ ব্রাহ্মণের দেহ সাধারণ মানব দেহেরই অনুরূপ বটে, কিন্তু দেহ ব্রাহ্মণ নহে; তবে তপোমূলই ব্রাহ্মণ! প্রচুর ধনাদি বৃত্তি এবং সম্মান প্রদানে ব্রাহ্মণকে সেই তপস্যা হইতে নিরস্ত করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণবধ হইল। তপস্যার ব্যাঘাত জন্মাইলেই, ব্রাহ্মণ-বধ সুসাধ্য হইবে। সংসার-ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণত্বের ধ্বংস হইলে, সংসারিক বা পারমার্থিক উন্নতির পথ কণ্টকিত হইবে, এবং সর্ব্বপালক বিষ্ণুরও নিধন সাধন করা হইবে। শুক্রাচার্য্য বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কলিযুগে তোমার এই নীতির প্রাবল্যে ঘোর অশান্তি এবং বিপ্লবের সৃষ্টি হইলেও, পুনঃ সত্যের অভিমুখে কিন্তু জগৎ ধাবিত হইবে: সন্দেহ নাই।

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াং।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তি র্ম্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ।

ভূতানি জনাঃ তে তব অব্যয়াং চিরস্থায়িনীং অকীর্ত্তিং নিন্দাং কথয়িষ্যন্তি। অহো! সম্ভাবিতস্য মানিনঃ, অকীর্ত্তিঃ মরণাৎ অতিরিচ্যতে অতীত্য বর্ত্ততে ॥ ৩৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন কেবলং স্বধর্ম্মকীর্ত্তিপরিত্যাগঃ অকীর্ত্তিমিতি। অকীর্ত্তিঞ্চাপি যুদ্ধে ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তে তবাব্যয়াং দীর্ঘকালাং; ধর্ম্মাত্মা শূর ইত্যেবমাদিভি গুণৈঃ সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তি র্ম্মরণাদতিরিচ্যতে সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তে র্ব্বরং মরণমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যুদ্ধাকরণে ক্ষত্রিয়স্য প্রত্যবায়মামুষ্মিকমাপাদ্য শিষ্টগর্হালক্ষণং দীর্ঘকালভাবিনং ঐহিকমপি প্রত্যবায়ং প্রতিলম্ভয়তি ন কেবলমিতি। যুদ্ধে স্বমরণ-সন্দেহাৎ তৎপরিহারার্থমকীর্ত্তিরপি সোঢ়ব্যা স্বাত্মসংরক্ষণস্য শ্রেয়স্করত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ধর্ম্মাত্মেতি। মান্যানাং অকীর্ত্তি র্ভবতি মরণাদপি দুঃসহেতি তাৎপর্য্যার্থমাহ সম্ভাবিতস্যেতি ॥ ৩৪ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ অকীর্ত্তিমিতি। অব্যয়াং শাশ্বতীং। সম্ভাবিতস্য বহুমতস্য। অতিরিচ্যতে ঽধিকা ভবতি ॥ ৩৪ ॥

অহো! লোক-সমাজে তোমার অকীর্ত্তির ঘোষণা চিরকালের জন্য রহিয়া যাইবে। যাহারা একবার সম্মান লাভে পদস্থ হয়, তাহাদের পক্ষে নিন্দাবাদ মরণেরও অপেক্ষা অধিকতর কষ্টকর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে ॥ ॥ ৩৪ ॥

আভাস।

দেখ অর্জ্জুন! বিপুল ধনাদি ঐশ্বর্য্য প্রদানে এবং সামর্থ্য বা বলের বৃথা প্রশংসা করিয়া, মহারাজ দুর্য্যোধন ব্রাহ্মণ্যত্বের বধ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তোমার ন্যায় বীর-পুরুষের পক্ষে তাদৃশ কূট-নীতির অনুসরণে এই সংসারকে কি বিধ্বস্ত করা কর্ত্তব্য? তুমিও যদি পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণগণের ন্যায়, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে পরকীয় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তোমার অনুকরণে অন্যান্য বৈশ্য বা শূদ্র জাতিও স্বধর্ম্ম ত্যাগে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইবে

আভাস।

শূদ্রগণও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। ক্ষত্রিয়গণ দুর্ব্বল ও বৈশ্য নির্ধন হইয়া, বলবান্ এবং ধনশালী শূদ্রেরই অধীনতা স্বীকার করিবেন। তখন আত্ম-রক্ষার জন্য বলবান্ শূদ্রের শরণাগত হইতে হইবে। এক ব্রাহ্মণ্যের অভাবে সমগ্র সংসার এইরূপ বিপর্য্যস্ত হইলে, কি দুর্গতিরই সম্ভাবনা হইবে! তোমার ন্যায় ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ব্রাহ্মণের রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, অন্যান্য বর্ণও স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন; এবং ঐহিকের সহিত পরমার্থের সম্বন্ধও অক্ষুণ্ণ থাকিবে, সন্দেহ নাই। ৩২ ॥ ৩৩ ॥

বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মকে প্রতিপালন করাই পরম ধর্ম্ম! তাহাতেই সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। তুমি ক্ষত্রিয়! ক্ষাত্র-ধর্ম্ম প্রতিপালন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এতদর্থে ঋষি-বাক্যও আছে। মনু বলিয়াছেন;

সমোত্তমাধমৈ রাজা আহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ।
ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥

ক্ষত্রিয় রাজার ধর্ম্মই প্রজা পালন করা। সেই প্রজাবর্গের অনিষ্ট-কারী শত্রু উপস্থিত হইলে, তাহাকে সংগ্রামে পরাজয় বা নিহত করিয়া, প্রজা রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য। শত্রু তুল্যবল, হীন-বল বা অধিক-বল হইলেও যুদ্ধার্থ শত্রু আহ্বান করিলে, ক্ষত্রিয় রাজার কখন পশ্চাৎপদ হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতং।
আততায়িনং আয়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।
নাততায়ি-বধে দোষো হন্তু র্ভবতি কশ্চন ॥

রণক্ষেত্রে সংহার করিবার অভিপ্রায়ে অস্ত্র শস্ত্রাদি ধারণে যদি গুরুজন, বালক, বৃদ্ধ বা বহুশাস্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণও আততায়ীর বেশে উপনীত হন, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাঁহাদেরও নিধন-সাধনে কোন পাপস্পর্শ হয় না। কারণ আততায়ী অর্থাৎ "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণি র্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ।" অগ্নি, বিষ, অস্ত্র প্রয়োগে অনিষ্ট করিতে অগ্রসর, এবং ধন, ক্ষেত্র ও দারাপহারী ব্যক্তি আততায়ী নামে সঙ্গিত। তাহাদের নিধনে হন্তাকে কোন পাপ স্পর্শ করে না। সুতরাং এ সংগ্রামে আত্মীয় স্বজন এবং গুরুজন ভীষ্মাদি অথবা দ্রোণাচার্য্যাদি ব্রাহ্মণগণকে নিহত করিলে, ধর্ম্মত তোমার কোন পাপস্পর্শ হইবে না। বিশেষত এ যুদ্ধটী তোমাদের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ! কারণ তোমরা উদ্যোগী না হইলেও, দুর্য্যোধনাদি কুরুপক্ষীয়গণই অস্ত্র

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।

অন্বয়ঃ।

ভয়াদেব রণাৎ উপরতং নিবৃত্তং ত্বাং মহারথাঃ দুর্য্যোধনাদয়ঃ মংস্যন্তে জ্ঞাস্যন্তি ;

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ ভয়াদিতি। ভয়াৎ কর্ণাদিভ্যো রণাৎ যুদ্ধাৎ উপরতং নিবৃত্তং, মংস্যন্তে চিন্তয়িষ্যন্তি ন কৃপয়েতি ত্বাং মহারথা দুর্য্যোধন-প্রভৃতয়ঃ, কে মংস্যন্তে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ইতশ্চ ত্বয়া যুদ্ধং কর্ত্তব্যমিত্যাহ কিঞ্চেতি। প্রাণিষু কৃপয়া নাহং যুদ্ধং করিষ্যামীত্যাশঙ্ক্যাহ ভয়াদিতি। মহারথানেব বিশিনষ্টি যেষাঞ্চেতি। দুর্য্যোধনাদিভি স্তবোপহাস্যতা-নিরসনার্থং সংগ্রামে প্রবৃত্তিরবশ্যম্ভাবিনীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ ভয়াদিতি। যেষাং বহুগুণত্বেন ত্বং পূর্ব্বং সম্মতোঽভূ স্তএব ভয়াৎ সংগ্রামান্নিবৃত্তং ত্বাং মন্যেরন্, ততশ্চ পূর্ব্বং বহুমতো ভূত্বা লাঘবং লঘুতাং যাস্যসি ॥ ৩৫ ॥

দুর্য্যোধনাদি মহারথীগণ মুক্তকণ্ঠে বলিবে যে অর্জ্জুন প্রাণভয়ে রণে পশ্চাৎপদ হইয়াছে! অতএব যাহাদের নিকট বীরত্বের পরিচয়ে

আভাস।

তোমাদিগকে সংগ্রামে আহ্বান করিতেছেন। সুতরাং তোমাদের পক্ষে ইহা প্রকৃত ধর্ম্ম-যুদ্ধ! এমন ক্ষেত্রে তুমি যদি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ভান করিয়া, অবশ্য প্রতিপাল্য ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম হইতে বিরত হও, তাহা হইলে তোমার প্রকৃত ধর্ম্ম ত করাই হইল না, প্রত্যুত কাপুরুষের পরিচয়ে জগতে একটী অপূর্ব্ব ঘৃণারই পাত্র হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ৩৪ ॥

জগতে প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার কর্ম্মে নিজের উপযোগিতার পরিচয় লাভে সুখী হইয়া থাকে। স্ত্রীপুত্র পোষ্যবর্গের প্রতিপালনে নিজের যোগ্যতার পরিদর্শনে মানব যেরূপ আনন্দ বা তৃপ্তি-লাভ করিয়া থাকে, নিজের ভোগে সেরূপ পরিতৃপ্ত হয় না। রুগ্ন বা অসমর্থ ব্যক্তিরাই নিজের ভোগে নিজে তৃপ্ত হয়। তুমি ত বীরপুরুষ! কোন প্রকার সামর্থ্যের অভাব ত তোমার নাই। তখন তুমি কোন্ প্রাণে নিজের তৃপ্তি-সাধনার্থ যুদ্ধের দোষ অনুসন্ধানে তৎকার্য্যে বিরত হইয়া, জগতের উপকার করিতে বিরত হইতেছ! তুমি যদি

যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবং ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ।

যেষাং দুর্য্যোধনাদীনাং প্রাক্ বহুমতঃ সম্মানিতঃ ভূত্বা ইদানীং লাঘবং উপেক্ষ্যং যাস্যসি ভবিষ্যসি ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইত্যাহ যেষাঞ্চ ত্বং দুর্য্যোধনাদীনাং বহুমতো বহুভি র্গুণৈ র্যুক্ত ইত্যেবং বহুমতো ভূত্বা পুনস্ত্বং যাস্যসি লাঘবং লঘুভাবং ॥ ৩৫ ॥

সম্ভ্রমের শীর্ষস্থান তুমি অধিকার করিয়াছিলে, মনে মনে যাহারা তোমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মান করিত, আজ তাহাদিগের সমীপে তুমি অতি তুচ্ছ ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে ॥ ৩৫ ॥

আভাস।

দুষ্টের দমনে প্রতিনিবৃত্ত হও, সাধারণ লোক-দৃষ্টিতে তোমার বীরত্বের সম্মান কোথায় রহিল! কর্ণাদি মহারথ যোদ্ধৃবৃন্দের ভয়ে ভীত হইয়াই, ধর্ম্মের ভানে মাত্র তুমি রণে পশ্চাৎপদ হইয়াছ, জগতে এই কথাই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে। যাহারা তোমার নাম শ্রবণে ভীত হইত, সেই সমস্ত বীরবর্গ অযথা নিন্দাবাদের প্রয়োগে যদি তোমার সামর্থ্যের উপর দোষারোপ করে, তদপেক্ষা তোমার জীবনে আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে! মানবের পক্ষে সম্ভ্রমের ন্যায় ধন নাই! সম্ভ্রম মানবকে যাবদীয় দুষ্কৃতি হইতে রক্ষা করে; এবং পরলোকেও সদ্গতি প্রদান করিয়া থাকে। অতুল ঐশ্বর্য্য, বল এবং বিক্রমাদি যাহাই কিছু থাকুক্ না, সম্ভ্রমহীন ব্যক্তির পক্ষে সে সমস্ত কেবল কলঙ্কেরই পরিচয় দেয় মাত্র এবং পরিণামে সে সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়। গুরুজন বা আত্মীয়বর্গ রক্ষকরূপে যিনি যতই থাকুন্, আত্ম-সম্ভ্রম-শূন্য ব্যক্তিকে কেহ সৎপথে পরিচালিত করিতে পারেন না। সম্ভ্রমহীন ব্যক্তি অধঃপতিত হয়; সন্দেহ নাই! ॥ ৩৫ ॥

সম্ভ্রমের মূল ধন চরিত্র-রক্ষা; অর্থাৎ স্বধর্ম্ম প্রতিপালন। আপনার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সুচারুরূপে প্রতিপালনেই সম্ভ্রম রক্ষা হয়; এবং এই জগতে সম্মান লাভে মানব সেই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারী জগজ্জীবনেরও প্রিয় হইয়া, পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। চরিত্র-হীন হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রেরও নিস্তার ছিল না। প্রবাদ আছে; চরিত্রবান্ প্রহ্লাদ যখন ত্রিভুবনের রাজা হইলেন, তখন

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিং ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ।

তব সামর্থ্যং নিন্দন্তঃ তব অহিতাঃ শত্রবঃ বহূন্ অবাচ্য-বাদান্ অকথ্য-কথনানি বদিষ্যন্তি! নু ভোঃ ততঃ কিং দুঃখতরং অস্তি ॥ ৩৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ অবাচ্যবাদানিতি। অবাচ্যবাদান্ অবক্তব্য-বাদান্ চ বহূননেকপ্রকারান্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ শত্রবঃ নিন্দন্তঃ কুৎসয়ন্তস্তব ত্বদীয়ং সামর্থ্যং নিভৃত-কবচাদি যুদ্ধনিমিত্তং তস্মাত্ততো নিন্দাপ্রাপ্তে দুঃখাৎ দুঃখতরং নু কিং! ততঃ কষ্টতরং দুঃখং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ইতশ্চ ত্বং যুদ্ধাদুপরমং মাকার্ষীরিত্যাহ কিঞ্চেতি। ননু ভীষ্মদ্রোণাদি-বধ-প্রযুক্তং কষ্টতরং দুঃখমসহমানো যুদ্ধান্নিবৃত্তঃ স্বসামর্থ্যনিন্দাদি শত্রুকৃতং সোঢ়ুং শক্ষ্যামীত্যাশঙ্ক্যাহ তত ইতি ॥ ৩৬ ॥

স্বামিকৃতটীকা

কিঞ্চাবাচ্যবাদানিতি। অবাচ্যান্ বাদান্ বচনানর্হান্ শব্দাংস্তবাহিতা স্বচ্ছত্রবো বদিষ্যন্তি ॥ ৩৬ ॥

তোমার শত্রু ও জ্ঞাতিগণ নানাপ্রকার অকথ্য নিন্দাবাদের উল্লেখে তোমার বাহুবল ও সামর্থ্যের উপর যদি দোষারোপ করে, তাহা হইলে তদপেক্ষা আর কি দুঃখের বিষয় জীবনে হইতে পারে! ॥৩৬॥

আভাস।

স্বর্গরাজ্য হইতে বিচ্যুত ইন্দ্র গুরু বৃহস্পতির শরণাগত হইয়া, প্রতিকারের প্রার্থনা করিলেন। গুরু তাঁহাকে উপায়-কল্পে কশ্মিষ্ঠ শুক্রাচার্য্যের শরণাগত হইতে উপদেশ প্রদান করিলেন। দেবেন্দ্র শুক্রাচার্য্যের নিকট গমন করিলে, দৈত্য-গুরু তাঁহাকে স্বয়ং কার্য্যদক্ষ প্রহ্লাদের সমীপে অবস্থান পূর্ব্বক চরিত্র লাভার্থ যত্ন করিতে আদেশ করেন। বাসব তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি ধারণে শিষ্য সাজিয়া, তিন বৎসর কাল প্রহ্লাদের কার্য্য কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণরূপী শিষ্য ইন্দ্রকে বলিলেন, "রাজকার্য্যে আমি সর্ব্বদা বিব্রত থাকায়, তোমার ন্যায় ধৈর্য্যশীল শিষ্যকে আমি এযাবৎ কোন উপদেশ দিতে পারি নাই, তজ্জন্য বিশেষ কুণ্ঠিত! এক্ষণে তুমি যাহা

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীং।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ।

হে কৌন্তেয়! তস্মাৎ ত্বং (রণে) হতঃ বা চেৎ, স্বর্গং প্রাপ্স্যসি, জিত্বা বা জেতা চেৎ মহীং রাজ্যং, ভোক্ষ্যসে ইতি উভয়থা লাভঃ এব মত্বা যুদ্ধায় যোদ্ধুং কৃতনিশ্চয়ঃ নিশ্চয়ং কৃত্বা, উত্তিষ্ঠ উদ্যমং কুরু! ৩৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যুদ্ধে পুনঃ ক্রিয়মাণে কর্ণাদিভিঃ কিং হতো নেতি। হতোবা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং হতঃ সন্ স্বর্গং প্রাপ্স্যসি জিত্বা কর্ণাদীন্ শূরান্, ভোক্ষ্যসে মহীং। উভয়থাপি তব লাভ এব ইত্যভিপ্রায়ঃ। যত এবং তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ জেষ্যামি শত্রূন্ মরিষ্যামি বেতি নিশ্চয়ং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তর্হি যুদ্ধে গুর্ব্বাদি-বধবশাদধর্ম্মো নিন্দা ততো নিবৃত্তৌ শত্রুনিন্দা ইত্যুভয়তঃ পাশরজ্জুরিত্যাশঙ্ক্যাহ যুদ্ধে পুনরিতি। জয়ে পরাজয়ে চ লাভধ্রৌব্যাদ্ যুদ্ধার্থমুত্থান-

---

যুদ্ধে যদি নিতান্ত নিহতই হও, স্বর্গরাজ্যে সুখে গমন করিবে। আর যদি যুদ্ধে জয়ী হও, সম্ভ্রমের সহিত ঐহিকে নিষ্কণ্টকে রাজ্য-ভোগ করিবে! অতএব যুদ্ধে পরাঙ্মুখ থাকিয়া, ঐহিকে নিন্দা এবং জীবনান্তে পাপ সঞ্চয় করত দুঃখী না হইয়া, হে কৌন্তেয়! তুমি নিজের বুদ্ধিকে স্থির করত, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও ॥ ৩৭ ॥

আভাষ।

প্রার্থনা কর, বল! তাহাই তোমাকে প্রদান করিতে সম্মত আছি! এতৎ শ্রবণে বাসব বলিলেন," আমি আপনার চরিত্রটী মাত্র প্রার্থনা করি! তাহাই প্রদানে আপনি আমাকে কৃতার্থ করুন! প্রহ্লাদ তথাস্তু! বলিয়া স্বীয় চরিত্র ব্রাহ্মণ-রূপধারী দেবেন্দ্রকে প্রদান করিলেন; এবং চরিত্র লাভে বাসবও তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; এবং এক চরিত্রের অনুষ্ঠান-প্রসাদে তিনি স্বর্গরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন! এদিকে প্রহ্লাদ চরিত্র-হীন হইয়া, ধর্ম্ম কর্ম্ম কীর্ত্তি শ্রীঃ এবং ঐশ্বর্য্যাদি হইতে পরিচ্যুত হইয়া, সাধারণ মানবে পরিণত হইলেন ॥ ৩৬ ॥

অতএব অর্জ্জুন! তুমি যদি রণক্ষেত্রে বিপক্ষ পক্ষের বীর-পরাক্রম "কর্ণাদি

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।

অন্বয়ঃ।

(তত্র সুহৃদ্বধাদি জনিতো দোষগনিবারণোপায়মাহ)। তত্র যুদ্ধে জয়াজয়ৌ,

শাঙ্করভাষ্যম্।

তত্র যুদ্ধং স্বধর্ম্ম ইত্যেবং যুধ্যমানস্য উপদেশমিমং শৃণু সুখদুঃখে ইতি। সুখদুঃখে সমে তুল্যে কৃত্বা রাগদ্বেষাবপ্যক্ত্বেত্যেতৎ তথাচ লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ চ সমৌ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যাবচ্ছক্যমিত্যাহ তস্মাদিতি। ন হি পরিশুদ্ধকুলস্য ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধায়োদ্যুক্তস্য তস্মাদুপরমঃ সাধীয়ানিত্যাহ কৌন্তেয়েতি। জয়ে পরাজয়ে চেত্যেতদুভয়থেত্যুচ্যতে। জয়াদিনিয়মাভাবেঽপি লাভনিয়মে ফলিতমাহ যত ইতি। কৃতনিশ্চয়ত্বমেব বিষদয়তি জেষ্যামীতি॥ ৩৭॥

পাপভীরুতয়া যুদ্ধায় নিশ্চয়ং কৃত্বা নোত্থাতুং শক্নোমীত্যাশঙ্ক্যাহ তত্রেতি। যুদ্ধস্য স্বধর্ম্মতয়া কর্ত্তব্যত্বে সতীতি যাবৎ। সুহৃজ্জীবন-মরণাদিনিমিত্তয়োঃ সুখদুঃখয়োঃ সমতাকরণং কথমিতি তত্রাহ রাগদ্বেষাবিতি। লাভঃ শত্রুকোষাদি

স্বামিকৃত টীকা।

যচ্চোক্তং ন চৈতদ্বিদ্ম ইতি তত্রাহ হতো বেতি। পক্ষদ্বয়েঽপি তব লাভ এবেত্যর্থঃ॥ ৩৭॥

দেখ অর্জ্জুন! সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, এবং জয় পরাজয়ের

আভাস।

বীর-চূড়ামণিগণকে অবলোকনে ভীত হইয়া থাক, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? যদি যুদ্ধে নিহতই হও, স্বর্গলাভে ত বঞ্চিত হইবে না! ঋষিবাক্য আছে;" দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডল-ভেদিনৌ। পরিব্রাট্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ॥ সংসারে দুই জাতীয় মানব সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করত স্বর্গলাভে সুখী হইয়া থাকেন! একজন ভোগ-বিরত পরিব্রাজক যোগী; অপর ব্যক্তি যিনি প্রজাপালন উপলক্ষে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া, সম্মুখ সংগ্রামে নিহত হন। অতএব সংগ্রাম-মৃত্যুতে স্বর্গলাভ এবং শত্রু পরাজয়ে রাজত্ব লাভ, উভয় পক্ষে ত তোমার কোন ক্ষতি নাই! অতএব কর্ত্তব্য পালনে উদাসীন হওয়া তোমার ন্যায় বীরচূড়ামণির পক্ষে সম্পূর্ণ অযথা ও অসঙ্গত কার্য্য॥ ৩৭॥

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ।

অতঃ লাভালাভৌ তথা সুখ-দুঃখে সমে তুল্যে উভয়ত্র তুল্যজ্ঞানং কৃত্বা ততঃ তস্মাৎ যুদ্ধায় যুদ্ধং কর্তুং যুজ্যস্ব! এবং কৃতে পাপং ন অবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কৃত্বা ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব নৈবং যুদ্ধং কুর্ব্বন্ পাপফলমবাপ্স্যসি ইত্যেষ উপদেশঃ প্রাসঙ্গিকঃ ॥ ৩৮ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রাপ্তিঃ, অলাভস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। ন্যায়েন যুদ্ধেনাপরিভূতেন পরস্য পরিভবো জয়স্তদ্বিপর্য্যয় স্ব অজয়ঃ তয়োঃ লাভালাভয়ো র্জয়াজয়য়োশ্চ সমতাকরণং সমানমেব, রাগদ্বেষাবকৃত্বা ইত্যেতদর্শয়িতুং তথেত্যুক্তং, যথোক্তোপদেশবশাৎ পরমার্থদর্শন-প্রকরণে যুদ্ধকর্ত্তব্যতোক্তেঃ সমুচ্চয়পরত্বং শাস্ত্রস্য প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ এব ইতি! ক্ষত্রিয়স্য তব শর্ম্মভূত-যুদ্ধকর্ত্তব্যতানুবাদপ্রসঙ্গাগতত্বাদস্যোপদেশস্য নানেন মিষেণ সমুচ্চয়ঃ সিদ্ধতীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

যদপ্যুক্তং পাপমেবাশ্রয়েদস্মানিতি তত্রাহ সুখদুঃখে ইতি। সুখদুঃখে সমে কৃত্বা তথা তয়োশ্চ কারণভূতৌ লাভালাভাবপি তয়োরপি কারণভূতৌ জয়াজয়াবপি সমৌ কৃত্বা এতেষাং সমত্বে হর্ষবিষাদ-রাহিত্যং, যুজ্যস্ব সন্নদ্ধো ভব সুখদুঃখাদ্যভিলাষং হিত্বা স্বধর্ম্মবুদ্ধ্যা যুধ্যমানঃ পাপং ন প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

বা ভাল মন্দের প্রতি কোনরূপ দৃষ্টি না করিয়া, বরং উভয়ত্র ফলের প্রতি তুল্যজ্ঞানে, নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিয়া কার্য্য করিলে, আর তোমাকে পাপিষ্ঠ হইতে হইবে না ॥ ৩৮ ॥

আভাস।

এই শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম করিবার একটী সূক্ষ্ম রহস্য শোকমোহাচ্ছন্ন অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন। লোকে ছেদনাদি ব্যাপার সাধনের জন্য অতি উত্তম এবং দর্শনীয় সুন্দর বাস্যাদি ছেদনাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াও, কার্য্যে তাহা সহসা নিয়োগ করে না। অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া আবার তাহাকে অগ্নিতে উত্তপ্ত, এমন কি! অগ্নিবর্ণ করিয়া, উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা জল-সংস্কার করাইয়া লয়; তাহাকে পান দেওয়া বলে। এই পান না দিয়া, যদি যন্ত্রকে ব্যবহার

আভাস ।

করা হয়, তাহা হইলে, তাহার ধার মুড়িয়া যায় বা ভাঙ্গিয়া যায়। সুতরাং তিনি অর্জ্জুনকে বলিলেন যে, তুমি যখন যে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, তখন তোমার তীক্ষ্ণধার বুদ্ধিতে একবার বৈরাগ্যের পান দিয়া লইও! তুমি নিজ ইচ্ছায় বা আপন প্রয়োজনের অনুরোধে এই যুদ্ধাদি কর্ম্ম করিতেছ ভাবিয়া বুদ্ধিকে পরিচালিত করিতে অগ্রসর হইলেই, বিষম সমস্যায় নিপতিত হইবে। কারণ তখনই তোমার "আমার পর", কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, এবং ইহকাল ও পরকালের চিন্তায় তোমাকে বিব্রত হইতে হইবে। তাহাতে কর্ম্মটীও সুশৃঙ্খলে নিষ্পন্ন হইবে না ; এবং এ জগতে এবং পর জগতে উক্ত কর্ম্মের জন্য তুমি দায়ী হইয়া পড়িবে! অতএব নিজের স্বার্থের জন্য কর্ম্মে নিয়োজিত হইতেছি, এরূপ মনে না করিয়া, যিনি এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের অণু পরমাণু হইতে বৃহৎ চন্দ্র সূর্য্যাদিকেও সৃজন করত এই সংসার-চক্রকে নিরন্তর কর্ম্মক্ষেত্রে চালিত করিতেছেন, তাঁহারই নির্দ্দেশে এই কার্য্য ব্যাপার উপস্থিত! তিনি তোমাকে উপযুক্ত বল এবং অবসর প্রদানে এই রণক্ষেত্রে উপস্থিত করাইয়াছেন ; তখন নিজের সুখ বা দুঃখ এবং লাভ বা অলাভের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, তুমি সেই ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরের কার্য্য-নির্ব্বাহের পদ্ধতিতে ভগবৎপ্রেম-রূপ পানকে আপনার বুদ্ধির ধারে প্রদান করিয়া, যুদ্ধার্থ উদ্‌যোগী হও! তাহা হইলে, এ কর্ম্মের জন্য তোমাকে নিজে দায়ী হইতে হইবে না! প্রভুর আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিলে, ভৃত্যকে যেমন সেই কর্ম্মের জন্য উদ্‌বিগ্ন হইতে হয় না, সেইরূপ তুমিও নিজে সুখ দুঃখ, লাভ ও লোকসানের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, সেই সংসার-নিয়ন্তার কার্য্য এই লোকক্ষয়কারী সমরে নিযুক্ত হও! অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে উৎসাহ প্রদানের উপলক্ষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ মানবকে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মেরই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহে অর্জ্জুনকে শোকনির্ম্মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে, জীবাত্মার নিত্যত্বও সত্যত্বাদির পরিচয় প্রদান করিবার প্রসঙ্গে যুদ্ধাদি বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। জীব যদি নিজের আত্ম স্বরূপের সাক্ষাৎকার করিতে পারে, আর ত তাহার কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন বা অবসরও থাকিবে না। কারণ প্রকৃত আত্ম-সাক্ষাৎকার হইলে, জগজ্জীবন পূর্ণ ব্রহ্ম-স্বরূপেরও সাক্ষাৎকার সহজে তাহার করা হইবে! অতএব সর্ব্বানন্দ-প্রদ নিজের স্বরূপ-সাক্ষাৎকারের অনুপাতে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধি র্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ।

হে পার্থ কুন্তীনন্দন সাংখ্যে পরমার্থতত্ত্ব-বিবেক-বিষয়ে, এষা পূর্ব্বোক্তা বুদ্ধিঃ শোক-মোহাদি-নিবৃত্তিকারণং জ্ঞানং, তে তুভ্যং অভিহিতা কথিতা; যোগে তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ে কর্ম্মযোগে কর্ম্মানুষ্ঠানে ইমাং অনন্তরোচ্যমানাং বুদ্ধিং শৃণু, যয়া কর্ম্মবিষয়য়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ ত্বং কর্ম্মবন্ধং (কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যং বন্ধং) ত্বং প্রহাস্যসি অতি-ক্রমিষ্যসি ॥ ৩৯ ॥

শঙ্করাভাষ্যম্।

শোকমোহাপনয়নায় লৌকিকো ন্যায়ঃ স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্যেত্যাদ্যৈঃ শ্লোকৈ-রুক্তো নতু তাৎপর্য্যেণ, পরমার্থদর্শনং ত্বিহ প্রকৃতং তচ্চোক্তমুপসংহ্রিয়তে এষা তেঽভি-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নন্থ স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্যেত্যাদিশ্লোকৈ র্ন্যায়াবষ্টম্ভেন শোকমোহাপনয়নস্য তাৎ-পর্য্যেণোক্তত্বাত্তস্মিন্নুপসংহর্ত্তব্যে কিমিতি পরমার্থদর্শনমুপসংহ্রিয়তে তত্রাহ শোকেতি। স্বধর্ম্মমপীত্যাদিভিরতীতশ্লোকৈঃ শোকমোহয়োঃ স্বজন-মরণ-গুর্ব্বাদি-বধ-শঙ্কা-নিমিত্তয়োঃ সম্যগ্‌জ্ঞানপ্রতিবন্ধকয়োরপনয়ার্থং বর্ণাশ্রমকৃতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠতঃ

স্বামিকৃত টীকা।

উপদিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরং স্তৎসাধনং কর্ম্মযোগং প্রস্তৌতি-এষেতি। সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা সম্যগ্‌জ্ঞানং তস্যাং প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যং তস্মিন্ করণীয়া বুদ্ধিরেষা তবাভিহিতা; এবমভিহিতায়ামপি তব চেদাত্মতত্ত্ব-মপরোক্ষং ন ভবতি তর্হ্যন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারাত্মতত্ত্বাপরোক্ষার্থং কর্ম্মযোগে ত্বিমাং বুদ্ধিং শৃণু। যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ পরমেশ্বরার্পিত-কর্ম্মযোগেন শুদ্ধান্তঃকরণঃ সংস্তৎপ্রসাদলব্ধা-পরোক্ষজ্ঞানেন কর্ম্মাত্মকং বন্ধং প্রকর্ষেণ হাস্যসি ত্যক্ষ্যসি ॥ ৩৯ ॥

হে পার্থ! পরমার্থ-তত্ত্বের বিচার বিষয়ক সাংখ্য-জ্ঞান যাহা আমি পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি; তাহা কিন্তু কেবল শুনিলেই

আভাস।

পূর্ণানন্দ পরমেশের ভূমানন্দে মন নিমগ্ন হইলে, আর তাঁহার কোন কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকিবে না এবং পরমানন্দ রসের অনুভূতিরও বিরাম হইবে না। সুতরাং

শাঙ্করভাষ্যম্।

[illegible] শাস্ত্রবিষয়-বিভাগ-প্রদর্শনায় ইহ হি দর্শিতে পুনঃ শাস্ত্রবিষয়-বিভাগে উপরিষ্টাৎ জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনামিতি নিষ্ঠাদ্বয়বিষয়ং শাস্ত্রং সুখং প্রবর্ত্তিষ্যতি শ্রোতারশ্চ বিষয়বিভাগেন সুখং গ্রহিষ্যন্তীত্যত আহ এষা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্বর্গাদি সিধ্যতি নান্যথেত্যন্বয়-ব্যতিরেকাত্মকো লোকপ্রসিদ্ধো ন্যায়ো যদ্যপি দর্শিতস্তথাপি নাসৌ তাৎপর্য্যেণোক্ত ইত্যর্থঃ। কিং তর্হি তাৎপর্য্যেণোক্তং তদাহ পরমার্থেতি। নত্বেবাহং জাতু নাসমিত্যাদি সপ্তম্যা পরামৃশ্যতে, উক্তং ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নেত্যাদিনোপপাদিতমিত্যর্থঃ। উপসংহার-প্রয়োজনমাহ শাস্ত্রেতি। তস্য বস্তু দ্বারা বিষয়ো নিষ্ঠাদ্বয়ং তস্য বিভক্তস্য তেনৈব বিভাগেন প্রদর্শনার্থং পরমার্থদর্শনোপসংহার ইত্যর্থঃ। নমু কিমিত্যত্র শাস্ত্রস্য বিষয়বিভাগঃ

কার্য্যে পরিণত হয় না, সুতরাং তাহার অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। অতএব তাহা অভ্যাসে আনয়ন করিবার জন্য ভগবদারাধনা রূপ নিষ্কাম কর্ম্মযোগের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর! এই কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিলে. তুমি বিষম ধর্ম্মাধর্ম্ম-পূর্ণ কর্ম্মবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইবে; সন্দেহ নাই। ৩৯॥

আভাস।

আত্মসাক্ষাৎকারের উপদেশ প্রদান করিয়া, পরে আবার কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানার্থ কেন উপদেশ করেন? এই আশঙ্কার নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে পরবর্ত্তী শ্লোকের সূচনা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, দেখ অর্জ্জুন! আমি তোমাকে যে আত্মস্বরূপের বর্ণন করিলাম, তাহা আদি জ্ঞানবান্ ভগবান্ কপিলদেব তাঁহার প্রাচীন দর্শন-শাস্ত্র সাংখ্যে বর্ণন করিয়াছেন। চতুর্বিংশতি তত্ত্বের বিচার করায় সাংখ্য নাম যথা;

সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে।
তত্ত্বানি চ চতুর্ব্বিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

সাংখ্য অতি অপূর্ব্ব শাস্ত্র! মূলা প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া, স্থূল পৃথিবী পর্য্যন্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের নিরূপণ করত, তদপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক্ অধ্যাত্মভাব পুরুষ-স্বরূপের নির্ণয় এই শাস্ত্রে যেরূপ বিশদ ভাবে করা হইয়াছে, এরূপ অন্

শাঙ্করভাষ্যম্‌।

তে ইতি। এষা তে তুভ্যমভিহিতোক্তা সাংখ্যে পরমার্থবস্তুবিবেকবিষয়ে বুদ্ধিঃ জ্ঞানং সাক্ষাৎ-শোকমোহাদি-সংসারহেতুদোষনিবৃত্তিকারণং, যোগে তু তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ে নিঃসঙ্গতয়া দ্বন্দ্বপ্রহরণ-পূর্ব্বকমীশ্বরারাধনার্থে কর্ম্মযোগে কর্ম্মানুষ্ঠানে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রদর্শ্যতে উত্তরত্রৈব তদ্বিভাগপ্রবৃত্তিপ্রতিপত্ত্যোঃ সম্ভবাদিতি তত্রাহ ইহ ইতি। শাস্ত্রপ্রবৃত্তেঃ শ্রোতৃপ্রতিপত্তেশ্চ সৌকর্য্যার্থমাদৌ বিষয়বিভাগসূচনমিত্যর্থঃ। উপসংহারস্য ফলবত্ত্বমেবমুক্ত্বা তমেবোপসংহারমবতারয়তি অত আহেতি। পরমার্থাত্মতত্ত্ববিষয়াং জ্ঞাননিষ্ঠামুক্তামুপসংহৃত্য বক্ষ্যমাণাং সংগৃহ্লাতি যোগে ত্বিতি। তামেব বুদ্ধিং বিশিষ্টফলবত্ত্বেনাভিষ্টৌতি বুদ্ধ্যেতি। তত্রোপসংহারভাগং বিভজতে এবেত্যাদিনা। বুদ্ধিশব্দস্যান্তঃকরণবিষয়ত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি জ্ঞানমিতি। তস্য সহকারি নিরপেক্ষস্য বিশিষ্ট-ফলবত্ত্বমাচষ্টে সাক্ষাদিতি। শোকমোহৌ রাগদ্বেষৌ কর্তৃত্বং ভোক্তৃত্বমিত্যাদিরনর্থঃ সংসারস্তস্য হেতুর্দোষঃ স্বাজ্ঞানং তস্য নিবৃত্তৌ

আভাস

কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। এই তত্ত্বের বিচার শ্রবণ করিলে, সংসারের মূল কারণ শোক এবং মোহের গ্রাস হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু সে নিষ্কৃতি স্থায়ী নহে; ক্ষণকাল স্থায়ী! যখন শুনা যায়, তখনই আনন্দ ও শান্তির অনুভব হয় বটে, পরে আর থাকে না। কারণ যে কর্ম্মভোগের জন্য এই ভোগায়তন দেহ এবং জন্ম-জন্মান্তর ধারণ করা হইতেছে, চিরকালের জন্য দুঃখাদির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে, সেই পুঞ্জীকৃত কর্ম্মকে ধ্বংস করিতে হইবে। সেই কর্ম্মের সংস্কার এই বর্ত্তমান ভোগায়তন দেহে মিশাইয়া আছে। সেই সংস্কারকে ধ্বংস করিতে হইলে, সাংখ্য-জ্ঞানকে আয়ত্ত করিতে হইবে। কিন্তু সাংখ্যোক্ত জ্ঞানকে আয়ত্ত বা অপরোক্ষ-ভাবে পাইবার উপায়ই যোগ; অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন মৃত্তিকা মিশ্রিত ঘোলা জলকে পরিষ্কৃত করিতে হইলে, নির্ম্মলী ফল ঘর্ষণে কাদার মত করিয়া, সেই ঘোলা জলে মিশ্রিত করিলে, নির্ম্মলীর কর্দ্দম ময়লা জলের ময়লাকে নিবারণ করে এবং স্বয়ং নীচে পতিত হইয়া সমগ্র জলকে স্বচ্ছ করিয়া দেয়, সেইরূপ কর্ম্ম-সংস্কারে অপরিষ্কৃত চিত্তাদি ইন্দ্রিয়-বর্গ যোগোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরিষ্কৃত হইয়া, সাংখ্যোক্ত আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকারে অধিকারী হয়। শাস্ত্রে উক্ত আছে, নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগ সমং বলং। অত্র বঃ সংশয়ো মাভূৎ জ্ঞানং সাংখ্যং পরং মতম্‌॥ পুরাণাদিতে উক্ত আছে যে,

শাঙ্করভাষ্যম্।

সমাধিযোগে চ ইমামনন্তরমেবোচ্যমানাং বুদ্ধিং শৃণু, তাঞ্চ বুদ্ধিং স্তৌতি প্ররোচনার্থং, বুদ্ধ্যা যয়া যোগবিষয়য়া যুক্তো হে পার্থ কর্ম্মবন্ধং কর্ম্মৈব ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যো বন্ধঃ কর্ম্মবন্ধঃ তং প্রহাস্যসি ঈশ্বরপ্রসাদনিমিত্তজ্ঞানপ্রাপ্তেরিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নিরপেক্ষং কারণং জ্ঞানমজ্ঞাননিবৃত্তৌ জ্ঞানস্যান্বয়ব্যতিরেক-সমধিগত-সাধনত্বাদিত্যর্থঃ। যোগে ত্বিমামিত্যাদি ব্যাকুর্ব্বন্ যোগ-শব্দস্য প্রকৃতে চিত্তবৃত্তিনিরোধ-বিষয়ত্বং ব্যাবনিচ্ছত্তি তৎপ্রাপ্তীতি। প্রকৃতমুক্ত্যুপযুক্তং জ্ঞানং তৎপদেন পরামৃশ্যতে। জ্ঞানোদয়োপায়মেব প্রকটয়তি নিঃসঙ্গতয়েতি। ফলাভিসন্ধি-বৈধুর্য্যং নিঃসঙ্গত্বং। বুদ্ধি-স্তুতি-প্রয়োজনমাহ প্ররোচনার্থমিতি। অভিষ্টুতা হি বুদ্ধিঃ শ্রদ্ধাতব্যা সত্যনুষ্ঠাতারমধিকরোতি তেন স্তুতিরর্থবতীত্যর্থঃ। কর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়বুদ্ধ্যা কর্ম্মবন্ধস্য কুতো নিবৃত্তি র্নহি তত্ত্বজ্ঞানমন্তরেণ সমূলং কর্ম্ম হাতুং শক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ ঈশ্বর ইতি ॥ ৩৯ ॥

আভাস।

প্রাকৃতিক জড় চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অভ্যন্তর হইতে আত্ম-তত্ত্বকে পৃথক্‌ভাবে নিরূপণ করিবার ব্যাপার এবং মুক্তির স্বরূপ বর্ণনে সাংখ্য-শাস্ত্র সর্ব্বোত্তম স্থান অধিকার করিয়াছেন; এবং যোগশাস্ত্র সেই আত্মতত্ত্বকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীত বা আয়ত্ত করিবার কর্ম্ম-পদ্ধতির প্রদর্শন-ব্যাপারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। সাংখ্যোক্ত আত্মতত্ত্বের বিচার অনির্ব্বচনীয়! এবং যোগের উপদেশে কর্ম্ম করিলে, পূর্ব্বাপর সঞ্চিত সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মের বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়, সন্দেহ নাই।

জগতে সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল মন্ত্রই বুদ্ধির স্বচ্ছতা সম্পাদন করা। বুদ্ধিকে প্রস্তুত করাই কর্ম্ম। বুদ্ধি প্রস্তুত বা মার্জ্জিত না হইলে, সকল প্রকারে বঞ্চিত হইতে হয়। যাহার বুদ্ধির উৎকর্ষ আছে, সেই ধন্য! যাহার তাহা নাই, সেই সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চিত ও অধন্য। বাইশেকেল চড়া, বাজনা বাজান, সন্তরণ দেওয়া, গান গাওয়া প্রভৃতি কার্য্যের দক্ষতা বা নৈপুণ্য নির্ভর করে কেবল বুদ্ধিরই উপর! সাধারণ লোক এই সমস্ত ব্যাপারে ইন্দ্রিয়াদির উৎকর্ষ মনে করিতে পারেন; কিন্তু প্রণিহিত মনে চিন্তা করিলে, উত্তমরূপে বুঝা যায় যে, এক বুদ্ধির মার্জ্জনাই যাবদীয় ব্যাপারে সহায়। কারণ বুদ্ধির আধিপত্যে অহঙ্কার, মন, দশবিধ ইন্দ্রিয় এবং দেহ উত্তরোত্তর কার্য্য করিতেছে। বুদ্ধিই সকলের প্রভু। অপর ইন্দ্রিয়াদি সকলেই ভৃত্যের ন্যায়, এক বুদ্ধিরই অনুসরণ করিতেছে। এক বুদ্ধির উৎকর্ষ-

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ।

ইহ কর্ম্মযোগে অভিক্রমনাশঃ (অভিক্রমস্য প্রারম্ভাৎ সমাপ্তি পর্য্যন্তং অনুষ্ঠানস্য ভ্রমাদি-জনিত-দোষাৎ নাশঃ) ন অস্তি, তথা প্রত্যবায়ঃ (পশুবীজাদি ধ্বংস-জনিতঃ পাপসম্ভবোঽপি ন বিদ্যতে। অপিতু অস্য নিষ্কামস্য ধর্ম্মস্য কর্ম্মযোগস্য স্বল্পং অত্যল্পং অনুষ্ঠিতং চেৎ মহতঃ সংসার-ভয়াৎ ত্রায়তে ॥ ৪০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্!

কিঞ্চান্যৎ নেহাভীতি। নেহ মোক্ষমার্গে কর্ম্মযোগে অভিক্রম-নাশোঽস্তি-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নন্ু কর্ম্মানুষ্ঠানস্য অনৈকান্তিক-ফলত্বেন অকিঞ্চিৎকরত্বাৎ অনেকানর্থকলুষিতত্বেন দোষবত্ত্বাচ্চ যোগবুদ্ধিরপি ন শ্রদ্ধেয়েতি তত্রাহ কিঞ্চেতি। অন্যচ্চ কিঞ্চিদুচ্যতে কর্ম্মানুষ্ঠানস্যাবশ্যকত্বে তৎ কারণমিতি যাবৎ। কর্ম্মণা সহ সমাধেরনুষ্ঠানমশক্য-

স্বামিকৃতটীকা।

নন্ু কৃষ্যাদিবৎ কর্ম্মণাং কদাচিদ্বিঘ্নবাহুল্যেন ফলে ব্যভিচারান্মন্ত্রাদ্যঙ্গ-বৈগুণ্যেন চ প্রত্যবায়-সম্ভবাৎ কুতঃ কর্ম্মযোগেন কর্ম্মবন্ধ-প্রহাণং তত্রাহ নেহেতি। ইহ নিষ্কাম-

---

সাধারণ কাম্য কর্ম্মের ন্যায়, এই ঈশ্বরাধনা রূপ নিষ্কাম কর্ম্মে অনুষ্ঠানের ব্যাঘাত বা বিপ্রতিপত্তি নাই! অঙ্গ-ভঙ্গ বা অনুষ্ঠা-

আভাস।

লাভ হইলে, তদনুচর যাবদীয় তত্ত্বের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যোৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। হস্ত পদাদি যাবদীয় দেহাবয়ব সত্ত্বেও সন্তরণ দিতে পারা বা হস্ত পদাদির সঞ্চালন ব্যপার এক বুদ্ধির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আত্মজ্ঞান বুঝিতে পারিলেও, কর্ম্মযোগের দ্বারা তাহাকে যে আয়ত্ত করা, সে কেবল বুদ্ধিকে তত্ত্বভাবে প্রস্তুত করা মাত্র। সুতরাং ভগবান্ জনার্দন বলিয়াছেন যে, "যয়া বুদ্ধ্যা যোগে অর্থাৎ কর্ম্মযোগে নিযুক্ত যোগী কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি;" অর্থাৎ কর্ম্মযোগে বুদ্ধিকে প্রস্তুত করিতে পারিলেই, কর্ম্মবন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়া যায়; এবং কার্য্যকালে সুখ বা দুঃখের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, সর্ব্বপ্রকার বিধি ও বিধানের কর্ত্তা ভগবানে চিত্ত স্থির রাখাই বুদ্ধির প্রস্তুত-ভাব জানিবে! ॥ ৩৯ ॥

দেখ! নিরকাঙ্ক্ষ ভাবে নিরন্তর কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করত জীবন যাপন

শাঙ্করভাষ্যম্।

ক্রমণমভিক্রমঃ প্রারম্ভঃ তস্য নাশো নাস্তি যথা কৃষ্যাদে র্যোগবিষয়ে প্রারম্ভস্য নানৈকান্তিক-ফলত্বমিত্যর্থঃ, কিঞ্চ নাপি চিকিৎসাবৎ প্রত্যবায়ো বিদ্যতে কিন্তু

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্যাদনেকান্তরায়-সম্ভবাৎ তৎফলস্য চ সাক্ষাৎকারস্য দীর্ঘকালাভ্যাস-সাধ্যস্যৈকস্মিন্ জন্মন্যসম্ভবাদর্থাদেষাগী ভ্রংশ্যেতানর্থে চ নিপতেদিত্যাশঙ্ক্যাহ নেহেতি। প্রতীকত্বেনোপাত্তস্য নকারস্য পুনরন্বয়ানুগুণত্বেন নাস্তীত্যনুবাদঃ। যত্তু কর্ম্মানুষ্ঠানস্য অনৈকান্তিক-ফলত্বেনাকিঞ্চিৎকরত্বমুক্তং তৎ দূষয়তি যথেতি। কৃষিবাণিজ্যাদেরারম্ভস্যানিয়তফলং সম্ভাবনামাত্রোপনীতত্বান্ন তথা কর্ম্মণি বৈদিকে প্রারম্ভস্য ফলমনিয়তং যুজ্যতে শাস্ত্রবিরোধাদিত্যর্থঃ। যত্তুক্তমনেকানর্থকলুষিতত্বেন দোষবদস্তু

স্বামিকৃতটীকা।

কর্ম্মযোগেঽভিক্রমস্য প্রারম্ভস্য নাশো নিষ্ফলত্বং নাস্তি, প্রত্যবায়শ্চ ন বিদ্যতে, ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বিঘ্নবৈগুণ্যাদ্যসম্ভবাৎ। কিঞ্চাস্য ধর্ম্মস্য ঈশ্বরারাধনার্থ-কর্ম্মযোগস্য স্বল্পমপি কৃতং মহতো ভয়াৎ সংসার-লক্ষণাৎ ত্রায়তে রক্ষতি ন তু কাম্যকর্ম্মবৎ কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যাদিনা নৈষ্ফল্যমস্যেত্যর্থঃ॥ ৪০॥

নের তারতম্যে কোন প্রত্যবায়েরও সম্ভাবনা নাই! যতদূর সামর্থ্য এবং যে পরিমাণেই ইহার অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই যথেষ্ট! অতি অল্পপরিমাণে ইহার অনুষ্ঠান করিতে পারিলেও, বিষম সংসার-ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় সন্দেহ, নাই॥ ৪০॥

আভাস।

করিবার ন্যায় প্রসিদ্ধ পন্থা আর কিছুই নাই! ভোগের আকাঙ্ক্ষা অন্তরে লুক্কায়িত রাখিয়া যে কোন কর্ম্মে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহাতেই পদে পদে বিপদের আশঙ্কা অপরিহার্য্য! কারণ অভিমত ফলের আকাঙ্ক্ষায় কার্য্যটী সুনিষ্পন্ন হইবার অবসর বা যোগাযোগ অর্থাৎ অনুকূল বা প্রতিকূল সম্বন্ধ এবং ফলের আগম বা নাশও কর্ম্মীর হস্তগত নহে! যিনি বিশ্ব-সংসারের অনন্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন, মানবের আশানুরূপ কর্ম্মের গতিও তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। সুতরাং আশা করাটী মানবের বুদ্ধির বা অহঙ্কারের উপর নির্ভর করিলেও, তাহার নির্ব্বাহ ব্যাপার ত মানবের অধিকারে নহে; সে সমস্ত ঈশ্বরাধীন। সেই ভগবানের শরণাগত না হইয়া, আপন যোগ্যতাতে ফল প্রাপ্তির প্রত্যাশায়

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভবতি ' স্বল্পমপ্যস্য যোগধর্ম্মস্যানুষ্ঠিতং ত্রায়তে রক্ষতি মহতঃ সংসারভয়াৎ জন্ম-মরণাদিলক্ষণাৎ ॥ ৪০ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ষ্ঠানমিতি তত্রাহ কিঞ্চেতি। ইতোঽপি কর্ম্মানুষ্ঠানমাবশ্যকমিতি প্রতিজ্ঞায় হেত্বন্তরমেব স্ফুটয়তি নাপীতি। চিকিৎসায়াং হি ক্রিয়মাণায়াং ব্যাধ্যাতিরেকো বা মরণং বা প্রত্যবায়োঽপি সম্ভাব্যতে কর্ম্মপরিপাকস্য দুর্ব্বিবেকত্বাৎ তথা কর্ম্মানুষ্ঠানে দোষোঽস্তি বিহিতত্বাদিত্যর্থঃ। সম্প্রতি কর্ম্মানুষ্ঠানস্য ফলং পৃচ্ছতি কিং ত্বিতি। উত্তরার্দ্ধং ব্যাকুর্ব্বন্ বিবক্ষিতং ফলং কথয়তি স্বল্পমপীতি। সম্যগ্‌জ্ঞানোৎপাদন-দ্বারেণ রক্ষণং বিবক্ষিতং, সর্ব্বপাপপ্রসক্তোঽপি ধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতং। ভূয় স্তপস্বী ভবতি পংক্তিপাবন পাবন ইতি স্মৃতেরিত্যর্থঃ॥ ৪০ ॥

আভাস।

কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হইলে, আশা পূরণের সম্ভাবনা অতি অল্প। কৃষক ভূমি কর্ষণাদি পূর্ব্বক যথাসময়ে বীজ বপনাদি কার্য্য সমাধা করিলেও, যদি উপযুক্ত কালে বারি-বর্ষণ না হয়, তাহার সকল কার্য্যই পণ্ড হইল; এমন কি! অঙ্কুরিত হইয়াও বীজ সমূহ ফল প্রসবে আর সমর্থ হইল না। কারণ বারি-বর্ষণ ব্যাপার কৃষকের হস্তে নাই; সুতরাং কৃষকের পরিশ্রম ও বীজাদি সমস্তই নষ্ট হইল। রোগীকে ব্যাধি-নির্ম্মুক্ত করিবার বাসনায় চিকিৎসক ঔষধাদি প্রয়োগ করেন বটে, কিন্তু ব্যাধির গতি ত তাঁহার জানা নাই। যিনি এই বিশ্বের সৃজন, পালন এবং ধ্বংস করিতেছেন, তাঁহার হস্তে জগতের গতি নির্ভর করে। কে কত দিন থাকিবেন এবং কাহাকেই বা সত্বর যাইতে হইবে, এই সকল ব্যবস্থা না জানিয়া ঔষধ প্রয়োগে জীবনের আশা করিলে, বরং সেই জগজ্জীবনের কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করায়, প্রত্যবায়-ভাগীই হইতে হয়। অতএব যাঁহার হস্তে এই বিশ্ব-সংসারের কর্ম্ম নির্ভর করিতেছে, এক প্রাণে এক জ্ঞানে ও এক ধ্যানে সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারই কার্য্য-সাধনার্থ আপনাকে নিরন্তর নিযুক্ত রাখিলে, আর প্রত্যবায়-ভাগী হইতে হয় না; এবং কোন কার্য্যে নিষ্ফল হইবারও ভয় থাকে না! তোমাকে আমাকে বা জীব জগৎকে ক্রমশঃ উপযুক্ত অধিকারী করিয়া, আজ্ঞাধীন ভৃত্যকে পারিতোষিক প্রদানের ন্যায়, প্রত্যেককে ইচ্ছানুরূপ ফল তিনিই প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং নির্ভর প্রাণে এক ভগবৎ-পরায়ণ বুদ্ধির বলে এই জন্ম-মরণরূপ বিষম সমস্যার হস্ত হইতে জীব নিস্তার লাভ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই॥ ৪০ ॥

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ।

হে কুরুনন্দন! ইহ শ্রেয়োমার্গে কর্ম্মযোগে যা ব্যবসায়াত্মিকা নিশ্চয়-স্বভাবা বুদ্ধিঃ সা একা এব। অব্যবসায়িনাং প্রমাণ-জনিত-বিবেক-বুদ্ধি-রহিতানাং কামিনাং বুদ্ধয়ঃ হি বহুশাখাঃ অনন্তাঃ ভিন্নপ্রকারাঃ চ ভবন্তি ॥ ৪১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যেয়ং সাংখ্যে বুদ্ধিরুক্তা যোগে চ বক্ষ্যমাণলক্ষণা সা ব্যবসায়েতি। ব্যবসায়াত্মিকা নিশ্চয়-স্বভাবা একৈব বুদ্ধিরিতর-বিপরীত-বুদ্ধিশাখাভেদস্য বাধিকা সম্যক্

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নহু বুদ্ধিদ্বয়াতিরিক্তানি বুদ্ধ্যন্তরাণ্যপি কাণাদাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধানি বিদ্যন্তে। তথা চ কথং বুদ্ধিদ্বয়মেব ভগবতোপদিষ্টমিতি তত্রাহ যেয়মিতি। সৈবৈকা প্রমাণভূতা বুদ্ধিরিত্যাহ ব্যবসায়াত্মিকেতি। বুদ্ধ্যন্তরাণ্যবিবেকমূলান্যপ্রমাণানীত্যাহ বহুশাখা হীতি। ব্যবসায়াত্মিকায়া বুদ্ধেঃ শ্রেয়োমার্গে প্রবৃত্তায়া বিবক্ষিতং ফলমাহ ইতরেতি। প্রকৃতবুদ্ধিদ্বয়াপেক্ষয়া ইতরা বিপরীতা শ্চাপ্রমাণজনিতাঃ স্বকপোল-

স্বামিকৃতটীকা।

কুত ইত্যপেক্ষায়ামুভয়ো বৈষম্যমাহ ব্যবসায়াত্মিকেতি। ইহ ঈশ্বরারাধন-লক্ষণে কর্ম্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা পরমেশ্বর-ভক্ত্যৈব ধ্রুবং তরিষ্যামীতি নিশ্চয়াত্মিকা একৈব একনিষ্ঠৈব বুদ্ধি র্ভবতি, অব্যবসায়িনান্তু ঈশ্বরারাধন-বহির্মুখাণাং কামিনাং

ভগবানের আরাধনারূপ নিষ্কাম কর্ম্মের লক্ষ্য একটী! কেবল বিচার বুদ্ধিতে তদভিমুখে অগ্রসর হইলে, লক্ষ্যচ্যুত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সকাম কর্ম্মের লক্ষ্য অনন্ত! সুতরাং উত্তরোত্তর ফলের প্রতি লক্ষ্য করিতে করিতে অগ্রসর হইলে, তোমার বুদ্ধি কোন

আভাস।

সংসারে যাবদীয় জীব-জীবনের মধ্যে মনুষ্য-জীবনই উৎকৃষ্ট; কারণ অন্যান্য সকল জীবনে তাহাদের স্ব স্ব ভোগায়তন দেহের যাবদীয় প্রয়োজনের পূরণ হইলেই, তাহারা প্রায়ই সন্তুষ্ট থাকে। ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল এবং শয়নও বসনাদি ভোগ লাভে ও ইন্দ্রিয়াদির চরিতার্থ হইলেই তাহারা নিশ্চিন্তে নিরীহের

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রমাণ-জনিতত্বাদিহ শ্রেয়োমার্গে হে কুরুনন্দন যাঃ পুনরিতরা বুদ্ধয়ো যাসাং শাখা-ভেদপ্রচারবশাদনন্তোঽপরোঽনুপরতঃ সংসারোঽপি নিত্যপ্রততো বিস্তীর্ণো ভবতি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কল্পিতা যা বুদ্ধয় স্তাসাং শাখাভেদঃ সংসারহেতুস্তস্ত বাধিকেতি যাবৎ। তত্র হেতুঃ সম্যগিতি। নির্দ্দোষ-বেদবাক্য-সমুত্থত্বাত্তত্ত্বমুপায়োপেয়ভূতং বুদ্ধিদ্বয়ং সাক্ষাৎ পারম্পর্য্যাভ্যাং সংসারহেতুবাধকমিত্যর্থঃ। উত্তরার্দ্ধং ব্যাচষ্টে যাঃ পুনরিতি। প্রকৃতবুদ্ধিদ্বয়াপেক্ষয়ার্থান্তরত্বমিতরত্বং। তাসামনর্থহেতুত্বং দর্শয়তি যাসামিতি। অপ্রামাণিকবুদ্ধীনাং প্রসক্তানুপ্রসক্ত্যা জায়মানানামতীব বুদ্ধিপরিণামবিশেষঃ

স্বামিকৃতটীকা।

কামানামানন্ত্যাদনন্তাঃ তত্রাপি কর্ম্মফলগুণফলত্বাদিপ্রকারভেদাদ্বহুশাখাশ্চ বুদ্ধয়ো ভবন্তি, ঈশ্বরারাধনার্থং হি নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ কর্ম্ম কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যেঽপি ন নশ্যতি যথা শক্নুয়াত্তথা কুর্য্যাদিতি হি তদ্বিধীয়তে। ন চ বৈগুণ্যমপীশ্বরোদ্দেশে-নৈব বৈগুণ্যোপশমাৎ নতু তথা কাম্যং কর্ম্ম। অতো মহদ্বৈষম্যমিতি ভাবঃ ॥৪১॥

ফলের প্রতি স্থির রাখিতে পারিবে না। কারণ বেদে শাখা প্রশাখা ভেদে অনন্ত প্রকার ফলের উল্লেখ আছে। যাহাদের বুদ্ধি সেই পরমার্থ চিন্তনে স্থির না হইয়া, ভোগ্য ফলের প্রতি ধাবিত হয়, তাহাদের বুদ্ধি চিরকালই চঞ্চল। তাদৃশ ব্যক্তি কিছুতেই শান্তিলাভে সমর্থ হয় না॥ ৪১ ॥

আভাস।

ন্যায়, অবস্থান করে। মানবের কিন্তু তাহাতে পর্য্যাপ্ত হয় না। মানব একটি আশাকে সঙ্গে লইয়া এই ভব-ধামে আগমন করিয়াছে। তাহার সর্ব্বপ্রকারের প্রয়োজন পূর্ণমাত্রায় পর্য্যবসিত হইলেও, দধির উপরিভাগে যেমন নবনীত ভাসিয়া থাকে, সেইরূপ ভোগ এবং ভোগ্যের সীমাকে অতিক্রম করিয়া, মানব-হৃদয়ে একটী আশা জীবন্ত-ভাবে জাগিয়া থাকে। প্রয়োজনের পূরণ হইলেও, আশার পূরণ না হওয়ায়, আশা মানবকে এক ভোগ্য হইতে নিরস্ত করিয়া, অন্যত্র লইয়া থাকে। ভোগ্যা পত্নীকে আলিঙ্গন করিয়াও, মানব-হৃদয় আশার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে হয়ত, হরিদ্বারের স্রোতঃশীল জলরাশির চিন্তায় নিভৃতে আনন্দের প্রত্যাশা করিতেছে। মানুষের জীবন কেবল ভোগের জন্য নহে! কারণ সে পশু-পক্ষীর

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রমাণ-জনিত-বিবেকবুদ্ধিনির্মিত্তবশাচ্চোপরতাঃ তু অনন্তভেদবুদ্ধিষু সংসারোহ-প্যুপরমতে তা বুদ্ধয়ো বহুশাখা বহ্ব্যঃ শাখা যাসাং তা বহুশাখা বহুভেদা ইত্যেতৎ-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শাখাভেদাস্তেষাং প্রচারঃ প্রবৃত্তিঃ তদ্বশাদিত্যেতৎ, অনন্তত্বং সম্যগ্‌জ্ঞানমন্তরেণ নিবৃত্তি-বিরহিতত্বং, অপরত্বং কার্য্যস্যৈব সতো বন্ধভূতকারণবিরহিত্বং। অনুপর-তত্বং স্ফোরয়তি নিত্যেতি। কথং তর্হি তন্নিবৃত্ত্যা পুরুষার্থ-পরিসমাপ্তি স্তত্রাহ প্রমাণেতি। অন্বয়-ব্যতিরেকাখ্যেনানুমানেনাগমেন চ পদার্থ-পরিশোধন-পরেণ পরিনিষ্পন্না বিবেকাত্মিকা যা বুদ্ধি স্তাং নিমিত্তীকৃত্য সমুৎপন্ন-সম্যগ্বোধানুরোধাৎ প্রকৃতাবিপরীতবুদ্ধয়ো ব্যাবর্ত্তন্তে তাস্বসংখ্যাতাসু ব্যাবৃত্তাসু সতীষু নিরালম্বনতয়া

আভাষ।

স্থায় নিস্তব্ধে ভোগ্যে অবস্থান করে না। আশাই তাহার চিরসঙ্গী! সে তাহার সকল বন্ধু বান্ধব পরিজন বা ঐশ্বর্য্যকে পরিহার করাইয়া, কাণে কাণে নিরন্তর যেন কিসের পরামর্শ দিতেছে এবং মানব সেই সঙ্গীর পরামর্শে সন্তুষ্ট হইয়া, সর্ব্বত্যাগীর বেশে ইতস্তত এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে ধাবিত হইতেছে। সকল ভোগকে চিত্ত পরিত্যাগ করে, কিন্তু আশাকে ত কখন কোন অবস্থায় মানব-হৃদয় পরিত্যাগ করে না। কারণ আশাই মানবের পরম বন্ধু ও হিতৈষী। আশা সংসারে মানবকে অকিঞ্চিৎকর যাবদীয় ভোগ দেখাইয়া, তদবধি পরিতৃপ্ত হইতে দেয় না, যদবধি আশারও সৃজনকারী পরমানন্দ প্রভু পরমেশের নিকট মানবকে না পহুছাইয়া দিতে পারে। আমরা দ্বারবানের সঙ্গে ছেলে মেয়েদের ইতস্ততঃ বেড়াইতে পাঠাই! বালক বালিকারা নানা প্রকার বাগান, ময়দান, অট্টালিকা প্রভৃতি বিচিত্র পদার্থের সংস্রব করিলেও এবং দ্বারবান্ ঐ সমস্ত বালকদিগকে উহা দেখাইলেও, কোন স্থানে বা বিষয়ের সংস্রবে নিস্তব্ধে থাকিতে দেয় না; সক-লের সংস্রব ছাড়াইয়া, পুনঃ নিজপ্রভু উক্ত বালকদের পিতৃ-সন্নিধানে আনয়ন করিয়া দিয়া, বালকদের সংসর্গ ত্যাগ করে। সেইরূপ আশা মানবকে সংসারের বিবিধ বস্তু বা ভোগের সম্বন্ধ করাইয়া দেয় বটে, কিন্তু কোনটীকে স্থায়ী ভাবে ধরিয়া রাখিতে দেয় না; সেই বিশ্বনিয়ন্তার নিকট মানবকে পৌহুছাইয়া দিয়া, স্বয়ং বিনিবৃত্ত হইয়া যায়; এবং মানবও পূর্ণ নিবৃত্তি লাভে নিশ্চিন্ত হয়।

দেখ অর্জ্জুন। প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্য সেই এক বিশ্বনিয়ন্তার বার্ত্তাই সংসার-

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রতিশাখাভেদেন হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়ঃ কেষামব্যবসায়িনাং প্রমাণজনিত-বিবেক-বুদ্ধিরহিতানামিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সংসারোঽপি স্বাত্মশক্যবস্তুপরতো ভবতীত্যর্থঃ। যাঃ পুনরিত্যুপক্রান্তা তত্ত্বজ্ঞানাপনোদ্যা সংসারাস্পদীভূতা বিপরীতবুদ্ধিরনুক্রামতি তা বুদ্ধয় ইতি। বুদ্ধীনাং বৃক্ষস্যেব স্কুতো বহুশাখিত্বং তত্রাহ বহুভেদা ইত্যেতদিতি। একৈকাং বুদ্ধিং প্রতি শাখাভেদোঽবান্তরবিশেষ স্তেন বুদ্ধীনামসংখ্যত্বং প্রখ্যাতমিত্যাহ প্রতিশাখেতি। বুদ্ধীনামানন্ত্যপ্রসিদ্ধিপ্রদ্যোতনার্থো হি শব্দঃ। সম্যগ্‌জ্ঞানবতাং যথোক্ত-বুদ্ধিভেদভাক্ত্বমপ্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য প্রত্যাহ কেষামিত্যাদিনা ॥ ৪১ ॥

আভাস।

ক্ষেত্রে ঘোষণা করিয়াছেন; এবং বুঝাইয়াছেন যে, অনন্ত বিষয়ের সহিত, মানব! তুমি সম্পর্ক কর! কিন্তু কোনটীকে সত্য-বোধে আপন করিবার চেষ্টা করিও না! কারণ ইহারা কেহ সত্য নহে! যদিও ইহারা অনুপম বেশ ও মূর্ত্তি পরিগ্রহে তোমাকে সম্বর্দ্ধন করিবার জন্য পথে যেন দণ্ডায়মান আছে বটে, কিন্তু কেবল তোমাকে সেই পরমেশের সমীপে গমনের পথটী মাত্র দেখাইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। কারণ ইহারা সকলেই সেই পথের পথিক! ইহাদের সঙ্গ ছাড়িও না! কিন্তু সংসর্গের আনন্দে ভুলিয়া, রাজপথে বিশ্রামও করিও না! নির্দ্দিষ্ট নিজ গৃহে যাইতে বিলম্ব হইয়া যাইবে। পথের পথিক জীব ও জড় ভেদে অনন্ত। তাহাদের সংস্রবে যৎসামান্য অথচ ক্ষণস্থায়ী আনন্দ তুমি উপভোগ করিতে পার সত্য! কিন্তু তাহারাত চিরস্থায়ী নহে। ট্রেণে হরিদ্বার যাইবার জন্য আরোহণ করিলে, ঐ পথের অনেক যাত্রি পাওয়া যায়; কিন্তু তাহারা, পথে সময় ক্রমে বিশ্রাম করিতে পারে; তাহাদের সহিত বিশ্রাম না করিয়া, অন্য যে কেহকে ঐরূপ পথিক দেখিবে, তাহারই সঙ্গ তোমার লইয়া অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

মানুষ অর্থাদি বিবিধ সম্বল লইয়া বিদেশ-ভ্রমণে যাত্রা করে; এবং যতকাল হস্তে সম্বল থাকে, ততকাল হৃষ্টান্তঃকরণে গৃহের চিন্তায় অন্যমনস্ক হইয়া, বিদেশের অভিমুখে বিচিত্র দৃশ্যের অনুরোধেই গমন করিতে থাকে! কিন্তু হাতের পয়সা ফুরাইলেই বাটীর কথা মনে পড়ে এবং তখন বাহিরের সকল অনুরোধ উপেক্ষা, করিয়া সত্বর বাটী ফিরিবার চেষ্টা করে। আমরাও অন্তরে বিবিধ বাসনা-রূপ সম্বলকে সঙ্গে লইয়া, এই সংসার-বিদেশে যাত্রা করিয়াছি। যদবধি ভোগ-বাসনা সম্পূর্ণ না হয়, তাবধি অন্তর্যামী জগৎপিতা জনার্দনের কথা

আভাস।

মনে পড়ে না। কিন্তু ভোগ-বাসনা ও ভোগ্যের সম্বন্ধ পরিহার করা অসম্ভব! কারণ ভোগ্যের ইয়ত্তা নাই! সুতরাং তৎপ্রতি বাসনারও ইয়ত্তা নাই! তবে কি আমরা আর শান্তির নিকেতন সেই পিতৃ-ভবনে প্রত্যাগমন করিতে পারিব না, বলিয়া অর্জ্জুন মনে মনে সন্দেহ করিও না! কারণ পরম পিতা পরমেশ প্রত্যেক মানবের সঙ্গে এক একটী আশা প্রহরীকে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই আশা আমাদের বিবেক বুদ্ধির চক্ষে অঙ্গুলি-নির্দেশ পূর্ব্বক প্রতি পদে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, বুদ্ধি তুমি এত বিচক্ষণতার সহিত পরিশ্রম করাইয়া মানবকে কত অনন্ত প্রকার ভোগের সহিত মিলান ত করাইলে, কিন্তু কোথায়ও কি শান্তি প্রদানে সমর্থ হইয়াছ! তাহা হইলে, যে কোন প্রার্থনীয় ভোগ্য পদার্থ পাইবা মাত্র, মানব তজ্জন্য আর চিন্তা বা মনোনিবেশ না করিয়া বিষয়ান্তর চিন্তায় কেন অন্য-মনস্ক হইল! নিশ্চয়ই যাহা পাইবার প্রত্যাশায় সে বিষয়ের অন্বেষণ করিয়াছিল, প্রাপ্ত বিষয়ে তাহার সে শান্তির অস্তিত্ব না দেখিয়াই সে বিষয়ান্তরের জন্য ধাবিত হইতেছে। এই প্রকারে মানব এক বিষয় হইতে অন্য এবং তাহা হইতে অন্য, এইরূপ ধাবিত হইতে হইতে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিলেও প্রকৃত শান্তি যে সে পাইল না, অন্তিম জীবনে তাহার তাহা উপলব্ধ হইল। তখন সে নিরাশার অকূল পাথারে পতিত হইবার ন্যায়, আকুল প্রাণে যখন ক্রন্দন করিয়া উঠিল, তখন জগৎ-পিতার প্রহরী আশা তাহার কাণে কাণে বলিলেন, ভয় নাই! আমি চির জীবনই তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছি; ক্ষণ কালের জন্যও তোমাকে পরিত্যাগ করি নাই! অন্ধ বিবেকের দোষে জীব! তুমি অনন্ত ভোগের সম্বন্ধ করিয়া নিষ্ফল ও অকৃতার্থ হইলে বটে, কিন্তু কোথায়ও পতিত থাকিবে না! আমি তোমাকে তোমার প্রকৃত শান্তির নিকেতনে লইয়া যাইব। প্রকৃত শান্তি যাহা তোমার পূর্ব্ব হইতেই জানা আছে; তাহা তুমি বিষয়ে যে পাইলে না, তাহা ত বুঝিয়াছ! এতদিনে তোমার সত্য বুঝা হইল। বিষয়ে শান্তি আছে, এ বোধটী সম্পূর্ণ অলিক! তবে তাহা অলিক হইলেও, তোমার ভ্রমণটী অলিক হয় নাই! কারণ ভ্রমণ না করিলে, অর্থাৎ বিষয়ের সম্বন্ধ না করিলে, এ ভ্রমটী তোমার নিরস্ত হইত না! বিদেশ ভ্রমণে শান্তি পাওয়া যায় না, জ্ঞান বা বিচক্ষণতারই লাভ হয় মাত্র! শান্তি নিজের নিত্য নিকেতনে! সে নিকেতন পরমেশের পবিত্র পাদপদ্ম! এই বিদেশ বা বৈদেশিক ভোগ্যভাব সেই পরমেশের পরমৈশ্বর্য্যের

আভাস।

স্ফূর্ত্তি মাত্র। যে সকল জীব সেই পরমৈশ্বর্য্যের স্ফূর্ত্তি-ভাবকে পরমেশের পরম ভাব বলিয়া বুঝিবার সোপান মাত্র অবধারণে, ঐশ্বর্য্যের অন্তরে বিচরণ করেন, তাঁহারা নিরাশার সাগরে আর ভাসমান হন না। দিবাকরের দিব্য জ্যোতিতে আলোকিত নিবিড় বনেও ভ্রমণে কষ্ট বোধ হয় না, কিন্তু অন্ধকারে পরিজ্ঞাত সুখসেব্য অট্টালিকাও দুঃখপ্রদ হয়, সন্দেহ নাই! অতএব বুদ্ধির তীক্ষ্ণ ধারকে এক ভগবানের পরম ভাব-রসে ডুবাইয়া যদি অনন্ত ভোগেরও পরীক্ষা করা হয়, তাহাতে সেই পরমেশের পরম ভাবেরই স্ফূর্ত্তি-লাভে জীব আশার পরম ধনকে প্রাপ্ত হয়; নতুবা অন্ধের ন্যায়, অন্ধকারে ভ্রমণ করিলে, ত্রিবিধ তাপে পরিদগ্ধ হইতে হয়, সন্দেহ নাই।

ক্ষুধাতুর পুত্রের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য জননী অন্নের সহিত নানাপ্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেন বটে, কিন্তু ভোক্তার স্বীয় ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভোজন করা উচিত; নতুবা বহু ভোজনে উদরাময়েরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। ভোজ্য পদার্থের আস্বাদনের জন্য ভোজন কর! তাহা হইলে, মনে জানিও! যে সেটী মাতৃ প্রদত্ত-প্রেম রস! অতএব প্রত্যেক ভোজ্য ব্যঞ্জনাদির আস্বাদ লাভে যেমন মাতাকে সম্বোধন করত বলিয়া থাক, মা! কি উত্তম রন্ধনই করিয়াছ! ধন্য তোমার হাত! তখন আর খাদ্যকে স্মরণ রাখিতে হইবে না, মাতাকে বলিলেই আপন রুচির মত খাদ্য অবলীলাক্রমে মাতৃ সন্নিধানেই! পাওয়া গিয়া থাকে; সেইরূপ আমরা জগতে ইন্দ্রিয়-সংযোগে যত রকমের ভোগ্য পদার্থ সম্ভোগ করিয়া থাকি, তাহাকে ভগবানের প্রদত্ত বলিয়া অবধারণ করিতে পারিলে, আর ভোগের জন্য বিব্রত হইতে হয় না; জননীর নিকট পুত্রের মত, ভগবানের নিকট ভক্ত অভিলষিত যাবতীয় ভোগ্য লাভে সংসারের ভোগ মিটাইতে পারে। কিন্তু বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণে ভোগ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে, সে আকাঙ্ক্ষার আর নিবৃত্তি হইবে না! কারণ ভোগ্য অনন্ত এবং লাভের পদ্ধতিও অনন্ত! সুতরাং নিরন্তর বিচিত্র ভোগের প্রত্যাশায় অগ্রসর হইলে, মস্তিষ্ক স্থির থাকিবে না। চিত্ত নিরন্তর চঞ্চলই হইবে। এক ভগবান্ হইতে সকল ভোগের প্রাপ্তি ঘটে জানিয়া, এক বিষয়ে অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপে মনকে রাখিবার অভ্যাস করিলে চিত্ত আর চঞ্চল হয় না; তখন যাহাতেই চিত্ত নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা করিবে, তাহাতেই সে স্থির থাকিবে॥ ৪১॥

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥ ৪২॥

অন্বয়ঃ।

হে পার্থ! বেদবাদরতাঃ (বেদোক্ত-কর্ম্মকাণ্ড-মাত্রস্য প্রামাণ্যবাদিনঃ) তথা স্বর্গফলাতিরিক্তং অন্যৎ নাস্তি ইতি বাদিনঃ বচনশীলাঃ, অবিপশ্চিতঃ পরমার্থ-তত্ত্ব-বিচার-বিহীনাঃ জনাঃ যাং ইমাং কাম্যকর্ম্ম-প্রধানাং পুষ্পিতাং শোভমানাং বাচং প্রবদন্তি॥ ৪২॥

শঙ্করাভাষ্যম্।

যেষাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্নাস্তি তেষাং যামিমামিতি। যামিমাং বক্ষ্যমাণাং পুষ্পিতাং পুষ্পিত ইব বৃক্ষঃ শোভমানাং শ্রূয়মাণ-রমণীয়াং বাচং বাক্যলক্ষণাং প্রবদন্তি কে অবিপশ্চিতঃ অল্পমেধসোঽবিবেকিন ইত্যর্থঃ। বেদবাদরতা ইতি, বেদবাদরতাঃ বহ্বর্থবাদ-ফলসাধন-প্রকাশকেষু বেদবাক্যেষু রতাঃ। হে পার্থ নান্যৎ স্বর্গপশ্বাদিফলসাধনেভ্যঃ কর্ম্মভ্যোঽস্তীত্যেবং বাদিনো বদনশীলাঃ॥ ৪২॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যদি সাংখ্যযোগরূপৈকৈব প্রমাণভূতা বুদ্ধিস্তর্হি সৈব সর্ব্বেষাং চিত্তে কিমিতি স্থিরা ন ভবতি তত্রাহ যেষামিতি। তেষামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্তি তয়া অপহৃতচেতসাং কামিনাং। কামবশান্নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির্ন প্রায়ঃস্থিরা ভবতীত্যাহ যামিতি। ইমামিত্যধ্যয়নবিধ্যুপাত্তত্বেন প্রসিদ্ধত্বং কর্ম্মকাণ্ডরূপায়া বাচো বিবক্ষ্যতে, বক্ষ্যমাণত্বং ক্রিয়াবিশেষবহুলামিত্যাদৌ দ্রষ্টব্যং। কিংশুকো হি পুষ্পশালী শোভ-

হে পার্থ! পরমার্থ-তত্ত্বের বিবেকহীন ব্যক্তিগণ ভোগের লালসায় বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি অভিনিবেশ পূর্ব্বক ঈশ্বর চিন্তায় উদাসীন হয়। অধিক কি! স্বর্গাদি ফল-ভোগের অতিরিক্ত আর যে কিছু আছে, তাহাই তাহারা স্বীকার করিতে পারে না। তাহারা স্বর্গাদি মনোহর ফলপ্রদ কর্ম্মকাণ্ডভাগকে মাত্র বেদ বলিয়া স্বীকার করে॥ ৪২॥

আভাস।

সাধারণ ভোগী জীব কেবল ভোগের অন্বেষণেই বিব্রত থাকে; সুতরাং যে সকল বেদাদি শাস্ত্রের যে যে কাণ্ডে উক্ত ভোগের কথা বিবৃত আছে, তাহাকেই

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিম্প্রতি॥ ৪৩॥

অন্বয়ঃ।

তে কামাত্মানঃ কামুকাঃ, স্বর্গপরাঃ স্বর্গপ্রধানাঃ, ভোগৈশ্বর্য্যগতিং (ভোগশ্চ ঐশ্বর্য্যং চ তয়োঃ গতিঃ প্রাপ্তিঃ তাং প্রতি সাধন-ভূতাং) ক্রিয়া-বিশেষ-বহুলাং কর্ম্মপ্রচুরাং, জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং জন্মকর্ম্মফলং প্রদদাতি যা তাদৃশীং বাচং প্রবদন্তি ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ॥ ৪৩॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মানোঽনুভূয়তে ন পুনঃ স্বল্পভোগ্যফলভাগী লক্ষ্যতে তথেয়মপি কর্ম্মকাণ্ডাত্মিকা শ্রূয়মাণ দশায়াং রমণীয়া বাগুপলভ্যতে সাধ্যসাধনসম্বন্ধপ্রতিভানাত্ন ত্বেষা নিরতিশয়-ফলভাগিনী ভবতি কর্ম্মানুষ্ঠানফলস্য নিত্যত্বাদিতি মত্বাহ পুষ্পিতামিতি। বাক্যত্বেন লক্ষ্যতে অর্থবত্ব-প্রতিভানাৎস্বতস্ত্র ন বাক্যমর্থাভাসত্বাদিত্যাহ বাক্য-লক্ষণামিতি। প্রবক্তৃণাং বেদবাক্য-তাৎপর্য্য-পরিজ্ঞানাভাবং সূচয়তি অবিপশ্চিত ইতি। বেদবাদা বেদবাক্যানি তানি চ বহুনামর্থবাদানাং ফলানাং সাধনানাঞ্চ বিশেষাণাং প্রকাশকানি তেষু রতিঃ আসক্তি স্তন্নিষ্ঠত্বং তদ্বত্বমপি তেষাং বিশেষণামিত্যাহ বেদবাদেতি। কর্ম্মকাণ্ডনিষ্ঠত্বং ফলং কথয়তি নান্যদিতি। ঈশ্বরো বা মোক্ষো বা নাস্তীত্যেবং বদন্তো নাস্তিকাঃ সম্যগ্জ্ঞানবন্তো ন ভবন্তীত্যর্থঃ॥ ৪২॥

স্বামিকৃত টীকা।

নমু কামিনোঽপি কষ্টান্ কামান্ বিহায় ব্যবসায়াত্মিকামেব বুদ্ধিং কিমিতি ন কুর্ব্বন্তি তত্রাহ যামিমামিতি। যামিমাং পুষ্পিতাং বিষলতাবদাপাততো রমণীয়াং প্রকৃষ্টাং পরমার্থফলপরামেব বদন্তি বাচং স্বর্গাদিফলশ্রুতিং তেষাং তয়া বাচাপহৃতচেতসাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি র্ন সমাধৌ বিধীয়ত ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কিমিতি তথা বদন্তি যতোঽবিপশ্চিতো মূঢ়াঃ। তত্র হেতু র্বেদবাদরতা ইতি। বেদে যে বাদা অর্থবাদাঃ, অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্য-যাজিনঃ সুকৃতং ভবতি; তথা, অপাম-সোমমমৃতা অভূমেত্যাদ্যাঃ; তেষেব রতাঃ প্রীতাঃ, অতএব অতঃ পরমন্যদীশ্বরতত্বং প্রাপ্যং নাস্তীতি বদনশীলাঃ॥ ৪২॥

আভাস।

তাহারা মূল বেদ জ্ঞানে প্রশংসা করে এবং সেই পদ্ধতির অনুসরণে কার্য্য করে। সুতরাং ধর্ম্ম কর্ম্মের ফল কেবল আপাততই মনোরম; স্বর্গাদি সুখময় ভোগ্যলাভ

শাঙ্করভাষ্যম্।

তে চ কামাত্মেতি। কামাত্মানঃ কামস্বভাবাঃ কামপরা ইত্যর্থঃ। স্বর্গেতি স্বর্গপরাঃ স্বর্গঃ পরঃ পুরুষার্থো যেষাং তে স্বর্গপরাঃ স্বর্গপ্রধানাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং কর্ম্মণঃ ফলং কর্ম্মফলং জন্মৈব কর্ম্মণঃ ফলং জন্মকর্ম্মফলং তৎ প্রদদাতীতি জন্মকর্ম্মফলপ্রদা তাং বাচং প্রবদন্তীত্যনুষজ্যতে, ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ক্রিয়াণাং বিশেষাঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রকৃতান্ প্রবক্তৄনবিবেকিনো ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিভাক্ত্বাসত্ত্বসিদ্ধ্যর্থং বিধ্যস্তরেণ বিশিনষ্টি তে চেতি। তেষাং সংসার-পরিবর্ত্তমান-পরিদর্শনার্থং প্রবৃত্তাং বাচমেব বিশিনষ্টি জন্মেতি। ননু পুংসাং কামস্বভাবত্বমযুক্তং চেতনস্যেচ্ছাবত্তস্তদাত্মত্বানুপপত্তেরিতি তত্রাহ কামপরা ইতি। তৎপরত্বং তত্তৎফলার্থিত্বেন তত্তদুপায়েষু কর্ম্মস্বেব প্রবৃত্ততয়া কর্ম্মসন্ন্যাস-পূর্ব্বকাৎ জ্ঞানাদ্বহির্ম্মুখত্বং। ননু কর্ম্মনিষ্ঠানামপি পরমপুরুষার্থাপেক্ষয়া মোক্ষোপায়ে জ্ঞানে ভবত্যাভিমুখ্যমিতি নেত্যাহ স্বর্গেতি। তৎপরত্বং তস্মিন্নেবাসক্ততয়া তদতিরিক্ত-পুরুষার্থ-রাহিত্য-নিশ্চয়বত্ত্বং। উচ্চাবচ-মধ্যম-দেহ-প্রভেদ-গ্রহণং জন্ম। বাচো যথোক্তফলপ্রদত্বমপ্রামাণিকমিত্যাশঙ্ক্যানুষ্ঠানদ্বারা তদুপপত্তিরিত্যাহ ক্রিয়েতি। ক্রিয়াণামনুষ্ঠানানাং যাগ-দানাদীনাং

স্বামিকৃতটীকা।

অতএব কামাত্মান ইতি। কামাত্মানঃ কামাকুলিতচিত্তা অতঃ স্বর্গএব পরঃ পুরুষার্থো যেষাং তে। জন্ম চ তত্র কর্ম্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি তথা তাং, ভোগৈশ্বর্য্যয়োর্গতিং প্রাপ্তিং প্রতি সাধনভূতা যে ক্রিয়াবিশেষাস্তে বহুলা যস্যাং তাং প্রবদন্তীত্যনুষঙ্গঃ ॥ ৪৩ ॥

কিন্তু তাদৃশ ব্যক্তি ভোগেই সম্পূর্ণ উন্মত্ত। স্বর্গকেই চরম ভোগ্য জ্ঞানে, সেই স্বর্গাদি লাভের উপায়-ভূত কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে চিত্তকে নিরন্তর নিমগ্ন রাখিয়া, ভোগ এবং ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য যত্ন করিয়া থাকে ; এবং অন্যকেও পুনঃ জন্ম ও পুনঃ কর্ম্ম এইরূপ সংসার স্রোতে ভাসমান থাকার পরামর্শই প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

আভাস।

ব্যতীত, ধর্ম্মানুষ্ঠানের আর কোন লক্ষ্য আছে বলিয়া তাহারা ধারণা করিতেও পারে না। তাহারা স্বর্গাদি ভোগকেই পরমার্থ জ্ঞানে তুষ্ট হইয়া থাকে

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ।

ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তানাং ভোগৈশ্চর্য্যেষু প্রসক্তচিত্তানাং অতঃ তয়া বাচা অপহৃত-চেতসাং (অপহৃতং আকৃষ্টং চেতো যেষাং তেষাং) জনানাং সমাধৌ চিত্তস্য পরমেশ্বর-চিন্তায়াং ব্যবসায়াত্মিকা নিশ্চয়াত্মিকা, বুদ্ধিঃ ন বিধীয়তে ন স্থিরা ভবতি॥ ৪৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ক্রিয়াবিশেষাঃ তে বহুলা যস্যাং বাচি তাং স্বর্গপশুপুত্রাদ্যর্থাঃ যয়া বাচা বাহুল্যেন প্রকাশ্যন্তে, ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ভোগশ্চ ঐশ্বর্য্যঞ্চ ভোগৈশ্বর্য্যে তয়োর্গতিঃ-প্রাপ্তিঃ ভোগৈশ্বর্য্যগতিঃ তাং প্রতি সাধনভূতা যে ক্রিয়াবিশেষাঃ তদ্বহুলাং তাং বাচং প্রবদন্তো মূঢ়াঃ সংসারে পরিবর্ত্তন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৪৩ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বিশেষা দেশকালাধিকারি প্রযুক্তাঃ সপ্তাহানেকাহলক্ষণাস্তে খল্বস্যাং বাচি প্রাচুর্য্যেণ প্রতিভান্তীত্যর্থঃ। কথং যথোক্তায়াং বাচি ক্রিয়াবিশেষাণাং বাহুল্যেনাবস্থান-মিত্যাশঙ্ক্য প্রকাশ্যন্তেনৈতদ্বিশদয়তি স্বর্গেতি। তথাপি তেষাং মোক্ষোপায়স্যোপ-পত্তে স্তন্নিষ্ঠানাং মোক্ষাভিমুখ্যং ভবিষ্যতি নেত্যাহ ভোগেতি। যথোক্তাং বাচ-মভিবদতাং পর্য্যবসানং দর্শয়তি তদ্বহুলামিতি॥ ৪৩॥

ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যকেই উৎকৃষ্ট ফল বিবেচনায় যাহাদের চিত্ত নিরন্তর ব্যস্ত থাকে, তাহাদের চিত্ত কখন নিশ্চিন্ত হইতে পারে না; সুতরাং পরমার্থ-স্বরূপ পরমেশ-চিন্তনেও তাহাদের চিত্ত কখন স্থির ভাবে নিয়োজিত হয় না॥ ৪৪ ॥

আভাস।

কিন্তু ভোগ যে পুনর্জন্মের কারণ, তাহাতেও তাহারা আপাতত বিচলিত হয় না। পরে যখন বুঝিবে যে, ভগবানে ভক্তি-মিশ্র কর্ম্ম ব্যতীত যে কোন কর্ম্মই করা হউক না, তাহাতে পুণ্য বা পাপের সম্বন্ধ যে থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং সেই সমস্ত পুণ্য বা পাপ ফলের ভোগার্থ পুনরায়

শাঙ্করভাষ্যম্।

তেষাঞ্চ ভোগেতি। ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং ভোগঃ কর্ত্তব্য ঐশ্বর্য্যঞ্চেতি ভোগৈশ্বর্য্যয়োরেব প্রবণবতাং তদাত্মভূতানাং তয়া ক্রিয়াবিশেষ-বহুলয়া বাচা অপহৃত-চেতসামাচ্ছাদিত-বিবেক-প্রজ্ঞানাং ব্যবসায়াত্মিকা সাংখ্যে যোগে বা যা বুদ্ধিঃ সমাধৌ সমাধীয়তেঽস্মিন্ পুরুষোপভোগায় সর্ব্বমিতি সমাধিরন্তঃকরণং বুদ্ধিঃ তস্মিন্ সমাধৌ ন বিধীয়তে ন স্থিতি র্ভবতীত্যর্থঃ। ৪৪ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নহু কর্ম্মকাণ্ডনিষ্ঠানাং কর্ম্মানুষ্ঠায়িনামপি বুদ্ধিশুদ্ধিদ্বারেণান্তঃকরণে সাধ্য সাধনভূতবুদ্ধিদ্বয়সমুদায়-সম্ভবাদতো মোক্ষো ভবিষ্যতি নেত্যাহ তেষাঞ্চেতি। তদাত্মভূতানাং তয়োরেব ভোগৈশ্বর্য্যয়োরাত্মকত্বব্যত্বেনারোপিতয়োরভিনিবিষ্টে চেতসি তাদাত্ম্যাধ্যাসবতাং বহির্ম্মুখাণামিত্যর্থঃ। তথাপি শাস্ত্রানুসারিণ্যা বিবেক প্রজ্ঞয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিস্তেষামুদেষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ তয়েতি। নহু সমাধিঃ সংপ্রজ্ঞাতা সংপ্রজ্ঞাতভেদেন দ্বিধোচ্যতে তত্র বুদ্ধিদ্বয়বিধিরপ্রসক্তঃ সন্ কথং নিষিধ্যতে তত্রাহ সমাধীয়ত ইতি ॥ ৪৪ ॥

স্বামিকৃতটীকা

ততশ্চ ভোগৈশ্বর্য্যেতি। ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ প্রসক্তানামভিনিবিষ্টানাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচাপহৃতমাকৃষ্টং চেতো যেষাং। সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্রং পরমেশ্বরাভিমুখত্বমিতি যাবৎ তস্মিন্ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি র্ন বিধিয়তে, কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ, সা নোৎপদ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৪৪ ॥

আভাস।

ভোগায়তন শরীর ধারণে পুনঃ জন্ম ধারণ করিতে হইবে। জন্ম ধারণ করিলেই, পুনঃ কর্ম্ম করিতে হইবে। অতএব বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণে ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করত কর্ম্ম করিলে, তাদৃশ বেদবাদিগণের জন্ম মরণ-রূপ সংসার-প্রবাহ হইতে কোন কালে নিস্তার লাভের উপায় নাই। তাদৃশ জনগণও ঈশ্বর বলিয়া একটী নিত্য সিদ্ধ পূর্ণ পরমানন্দ পদার্থে বিশ্বাস সহকারে চিত্ত রাখিতেও পারিবে না॥ ৪২।৪৩।৪৪ ॥

কেবল বিবেক এবং বৈরাগ্যের অভাবে জীবকে এই দুরন্ত সংসার-প্রবাহে নিরন্তর দুঃখ পাইতে হয়। কারণ যাহারা ভোগকেই পরমার্থ জ্ঞানে সেবা করিতে চাহে, তাহারা প্রণিধান পূর্ব্বক অবগত হইতে পারে নাই যে, ভোগ্য

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্য-সত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ।

হে অর্জ্জুন। বেদাঃ ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ (ত্রৈগুণ্যং সত্ত্বরজস্তমগুণাত্মকঃ অতঃ সুখদুঃখ-মোহবিশিষ্টঃ বিষয়ঃ ভোগ্যফলং যেষাং তাদৃশাঃ এব) অতঃ ত্বং নিস্ত্রৈগুণ্যঃ ত্রিগুণাত্মক-কর্ম্ম-বর্জ্জিতঃ ভব তথা নির্দ্বন্দ্বঃ (সুখদুঃখ-বিরুদ্ধভাব-রহিতঃ) নিত্যসত্ত্বস্থঃ (সদা সত্ত্বগুণাবলম্বী) নির্যোগক্ষেমঃ (অর্জ্জন-রক্ষণাদৌ প্রবৃত্তিহীনঃ) আত্মবান্ (অপ্রমত্তঃ আত্মস্থঃ) চ ভব॥ ৪৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যে এবং বিবেকবুদ্ধিরহিতাঃ তেষাং কামাত্মনাং যৎ ফলং তদাহ ত্রৈগুণ্যেতি। ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ ত্রৈগুণ্যং সংসারো বিষয়ঃ প্রকাশয়িতব্যো যেষাং তে বেদা স্ত্রৈগুণ্য-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অবিবেকিনামপি বেদাভ্যাসবতাং বিবেকবুদ্ধিরুদেষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ য এবমিতি। তর্হি বেদার্থতয়া কামাত্মতা প্রশস্তেত্যাশঙ্ক্যাহ নিস্ত্রৈগুণ্য ইতি। ভবেতি পদং নির্দ্বন্দ্বাদিবিশেষণেষ্বপি প্রত্যেকং সম্বধ্যতে। ত্রয়াণাং সত্ত্বাদীনাং গুণানাং পুণ্য-পাপ-ব্যামিশ্র-কর্ম্ম তৎফলসম্বন্ধলক্ষণঃ সমাহারস্ত্রৈগুণ্যমিত্যঙ্গীকৃত্য ব্যাচষ্টে সংসার

হে অর্জ্জুন! বেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডে স্বর্গাদি যে সকল ভোগের কথা উল্লেখ আছে, সে সমস্তই ত্রিগুণাত্মক। সুতরাং প্রত্যেকটী সুখ দুঃখ এবং মোহে জড়িত এবং অকিঞ্চিৎকর, পরিণামশীল ও ধ্বংস-বিশিষ্ট। তাদৃশ ত্রিগুণময় ভোগের জন্য তুমি লালসা করিও

আভাস।

বিষয় প্রয়োজন কালে পবিত্র ও সুখময় বলিয়া প্রতীত হইলেও, প্রয়োজনের অভাবে সেই ভোগই বিষম ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে। ক্ষুধা বা পিপাসার সময় অন্ন বা জল অমৃতবৎ প্রতীত হইলেও, ক্ষুধা বা পিপাসার অভাবে সেই অন্ন বা জল বিষবৎ প্রতীত হয়। ভোগ্য বিষয় সংগ্রহ করিতে যেমন বহু কাল ও পরিশ্রম প্রয়োজন হয়, ভোগে চরিতার্থ হইবা মাত্র সেগুলি নিষ্প্রয়োজনের ন্যায় পরিণত হইলেও, ভবিষ্যতে তাহাদের রক্ষণাদি ব্যাপারে প্রচুর পরিশ্রম ও ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। কারণ জগতে যাবদীয় পদার্থই সুখ, দুঃখ ও মোহময়। বেদোক্ত কাম্য কর্ম্মকাণ্ডে লভ্য যাবদীয় স্বর্গাদি ভোগও ঐরূপ ত্রিগুণময়।

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিষয়া ত্বন্তু নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন নিষ্কামো ভবেত্যর্থঃ নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখহেতু সপ্রতি-পক্ষৌ পদার্থৌ দ্বন্দ্ব-শব্দ-বাচ্যৌ ততো নির্গতো নির্দ্বন্দ্বো ভব। ত্বং নিত্যসত্ত্বস্থঃ সদা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ইতি। বেদশব্দেনাত্র কর্ম্মকাণ্ডমেব গৃহ্যতে, তদভ্যাসবতাং তদর্থানুষ্ঠানদ্বারা সংসার-ধ্রৌব্যান্ন বিবেকাবসরোঽস্তীত্যর্থঃ। তর্হি সংসার-পরিবর্জ্জনার্থং বিবেক-সিদ্ধয়ে কিং কর্ত্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ ত্বং ত্বিতি। কথং নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবেতি গুণত্রয়স্য রাহিত্যং বিধীয়তে নিত্যসত্ত্বস্থো ভবেতি বাক্যশেষবিরোধাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নিষ্কাম ইতি। সপ্রতিপক্ষত্বং পরস্পর-বিরোধিত্বং, পদার্থৌ শীতোষ্ণাদিলক্ষণৌ। নিষ্কামত্বে দ্বন্দ্বান্নির্গতত্বং শীতোষ্ণাদি-সহিষ্ণুত্বং হেতুমুক্ত্বা তত্রাপি হেত্বপেক্ষায়াং সদা

স্বামিকৃতটীকা।

ননু স্বর্গাদিকং পরমং ফলং যদি ন ভবতি তর্হি কিমিতি বেদৈ স্তৎসাধনতয়া কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে তত্রাহ ত্রৈগুণ্যবিষয়া ইতি। ত্রিগুণাত্মকাঃ সকামা যেঽধিকারিণ-স্তদ্বিষয়াঃ কর্ম্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদকা বেদাঃ, ত্বন্তু নিস্ত্রৈগুণ্যো নিষ্কামো ভব। তত্রোপায়মাহ নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখশীতোষ্ণাদিযুগ্মানি দ্বন্দ্বানি তত্ৰহিতো ভব তানি সহস্বেত্যর্থঃ। কথমিত্যত আহ নিত্যসত্ত্বস্থঃ সন্ ধৈর্য্যমবলম্ব্যেত্যর্থঃ, তথা নির্যোগক্ষেমঃ অপ্রাপ্তস্বীকারো যোগঃ প্রাপ্তপালনং ক্ষেমস্তদ্রহিতঃ, আত্মবান্ অপ্রমত্তঃ, ন হি দ্বন্দ্বাকুলস্য যোগক্ষেম-ব্যাপৃতস্য চ প্রমাদিন স্ত্রৈগুণ্যাতিক্রমঃ সম্ভবতীতি ॥ ৪৫ ॥

না! এক্ষণে আর ভোগের অর্জ্জন এবং রক্ষণের অনুরোধে বিব্রত না হইয়া, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের আশ্রয়ে অবস্থান পূর্ব্বক, সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব ভাবকে উপেক্ষা করত অপ্রমত্ত ভাবে আত্মস্বরূপে বিশ্রাম কর ॥ ৪৫ ॥

আভাস।

কারণ সৃষ্টির মূল উপাদান কারণস্বরূপ মহাশক্তি প্রকৃতিই ত্রিগুণময়ী। সুতরাং স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থই ত্রিগুণাত্মক; অতএব সুখ, দুঃখ ও মোহে জর্জ্জরিত ও অনিত্য। সুতরাং বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডে যে সকল ভোগ্য ব্যাপারের উল্লেখ আছে, কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাহা প্রাপ্ত হইলেও, মানব সুখী হইতে

শাঙ্করভাষ্যম্।

সত্ত্বস্থঃ সত্ত্বগুণাশ্রিতো ভব; তথা নির্যোগক্ষেমোঽনুপাত্তস্যোপার্জ্জনং যোগ উপাত্তস্য রক্ষণং ক্ষেমঃ যোগক্ষেমপ্রধানস্য শ্রেয়সি প্রবৃত্তি র্দুষ্করা ইত্যতো নির্যোগক্ষেমো ভব। আত্মবানপ্রমত্তশ্চ ভব। এষ তবোপদেশঃ স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতঃ ॥ ৪৫ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সত্ত্বগুণাশ্রিতত্বং হেতুমাহ নিত্যেতি। যোগক্ষেমব্যাবৃত্তচেতসো রজস্তমোভ্যাম-সংস্পৃষ্টে সত্ত্বমাত্রে সমাশ্রিতত্বমশক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ তথেতি। যোগক্ষেমযোর্জীবনহেতুত্বয়া পুরুষার্থসাধনত্বান্নির্যোগক্ষেমো ভবেতি কুতো বিধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ যোগেতি। যোগ-ক্ষেমপ্রধানত্বং সর্ব্বস্য স্বারসিকমিতি ততো নির্গমনমশক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ আত্মবানিতি। অপ্রমাদো মনসো বিষয়পারবশ্য শূন্যত্বং। অথ যথোক্তোপদেশস্য মুমুক্ষুবিষয়ত্বাদ-র্জ্জুনস্য মুমুক্ষুত্বমিহ বিবক্ষিতমিতি নেত্যাহ এষ ইতি ॥ ৪৫ ॥

আভাষ।

পারেন না; ঐহিকের ন্যায়, পারলৌকিক ভোগও দুঃখাদিতে জড়িত মলিন এবং ক্ষণধ্বংসী। অতএব অর্জ্জুন! তাদৃশ ভোগের প্রলোভনে এই দুর্ল্লভ মানব জীবনকে বৃথায় অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য নহে। সুখ এবং দুঃখাদিকে উপেক্ষা করিতে অভ্যস্ত হও! উৎপত্তি এবং লয় অর্থাৎ গঠন এবং ভঙ্গ ভাবের নিরন্তর উদয় হওয়ার নামই সংসার! সুতরাং সংসারে থাকিতে হইলে, এই জন্ম মৃত্যু এবং আগম নিগমকে অনবরত সহ্য করত তোমাকে দ্বন্দ্বাতীত হইতে হইবে। ইহার উপায় সত্ত্বগুণকে আশ্রয় করিয়া, কেবল দর্শকের বেশে নিজের ভোগ-কালকে অতিবাহিত করিতে হইবে। কোথায়ও সুখপ্রদ ব্যাপা-রের সমাগমে হৃষ্ট এবং দুঃখপ্রদ ব্যাপারের সংস্রবে গ্লানি-বিশিষ্ট হইলে, চলিবে না। নিরন্তর আত্মস্বরূপে অবস্থান পূর্ব্বক নিরীহ ভাবে বিশ্রাম করত উপার্জ্জনার্থ উদ্বিগ্ন বা ভোগ্য রক্ষার্থ বিব্রত হইও না! জানিও! ইহারই নাম সংসার! রাজ-পথে পথিকের যাতায়াতের ন্যায়, সেই পরমেশের উৎপত্তি ও ধ্বংস-বিশিষ্ট সংসার-পথে কোন পদার্থ বা ভাবের ক্ষণকালের জন্য স্থির ভাবে বিশ্রামের যোগ্যতা নাই! অতএব সকলই যখন ধ্বংসশীল, তুমি কাহারও জন্য চিন্তিত বা উৎকণ্ঠিত না হইয়া, আত্মচিন্তায় নিমগ্ন থাক! এবং উপস্থিত এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিনা আকাঙ্ক্ষায় সম্পাদনে যত্ন কর। তাহা হইলেই তুমি কৃতার্থ হইবে ॥ ৪৫ ॥

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ।

উদপানে (স্বল্পোদকে বাপী-কূপ-তড়াগাদৌ) যাবান্ (স্নান-পানাদিঃ বিচিত্রঃ) অর্থঃ সম্পদ্যতে, সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহাহ্রদাদৌ তাবান্ অর্থঃ একত্রৈব ভবতি এবং সর্ব্বেষু বেদেষু যাবান্ অর্থঃ সম্পদ্যতে তাবান্ সর্ব্বঃ এব অর্থঃ বিজানতঃ জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্নস্য ব্রাহ্মণস্য ভবতি ॥ ৪৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

সর্ব্বেষু বেদোক্তেষু কর্ম্মসু যান্যনন্তানি ফলানি তানি নাপেক্ষ্যন্তে চেৎ কিমর্থং তানীশ্বরায়েত্যনুষ্ঠীয়ন্ত ইত্যুচ্যতে শৃণু যাবানিতি। যথা লোকে কূপ-তড়াগাদ্যনেকস্মিন্ উদপানে পরিচ্ছিন্নোদকে যাবান্ যাবৎপরিমাণঃ স্নান-পানাদিরর্থঃ ফলং প্রয়োজনং স সর্ব্বোঽর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকেঽপি যোঽর্থঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ঈশ্বরার্পণধিয়া স্বধর্ম্মানুষ্ঠানেঽপি ফলকামনাভাবাদ্বৈফল্যং যোগমার্গস্যেতি মন্বানঃ শঙ্কতে সর্ব্বেষ্বিতি। কর্ম্মমার্গস্য ফলবত্ত্বং প্রতিজানীতে উচ্যত ইতি। কিং তৎ ফলমিত্যুক্তে তদ্বিষয়শ্লোকমবতারয়তি শৃণ্বিতি। যথোদপানে কূপাদৌ পরিচ্ছিন্নোদকে স্নানাচমনাদ্যর্থো যাবানুৎপদ্যতে স তাবানপরিচ্ছিন্নে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে সমুদ্রেঽন্তর্ভবতি পরিচ্ছিন্নোদকানামপরিচ্ছিন্নোদকাংশত্বাত্তথা সর্ব্বেষু বেদোক্তেষু কর্ম্মসু যাবানর্থো বিষয়বিশেষোপরক্তঃ সুখবিশেষো জায়তে স তাবান্ আত্মবিদঃ স্বরূপভূতে সুখেঽন্তর্ভবতি পরিচ্ছিন্নানন্দানামপরিচ্ছিন্নানন্দান্তর্ভাবাভ্যুপগমাৎ- এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তীতি শ্রুতেঃ। তথা চাপরিচ্ছিন্নাত্মানন্দ-

---

স্নান পান ও বস্ত্র ধৌতাদি গৃহকার্য্য নির্ব্বাহার্থ বাপী, কূপ ও তড়াগাদি অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু বিস্তীর্ণ মহাহ্রদের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতে পারিলে, এক জলাশয়েই সর্ব্ববিধ প্রয়োজনের পূরণ যেমন হইয়া থাকে, সেইরূপ

আভাস।

কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন! যদি একের দ্বারা সকল সাধ মিটিয়া যায়, তাহা হইলে অন্যের তোষামোদ করিবার ত প্রয়োজন হয় না! যদি কল্পতরুর সহায়ে

শাঙ্করভাষ্যম্।

তাবানেব সংপদ্যতে তত্রান্তর্ভবতীত্যর্থঃ, এবং তাবাংস্তাবৎপরিমাণ এব সংপদ্যতে সর্ব্বেষু বেদেষু বেদোক্তেষু কর্ম্মসু যোঽর্থো যৎ কর্ম্মফলং সোঽর্থো ব্রাহ্মণস্য সন্ন্যাসিনঃ পরমার্থতত্ত্বং বিজানতো যোঽর্থো যৎ বিজ্ঞানফলং সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ং তস্মিংস্তাবানেব সংপদ্যতে তত্রৈবান্তর্ভবতীত্যর্থঃ। যথা কৃতায় বিজি-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রাপ্তিপর্য্যবসায়িনো যোগমার্গস্য নাস্তি বৈফল্যমিত্যাহ যাবানিতি। উক্তমর্থমক্ষরযোজনয়া প্রকটয়তি যথেতি। উদকং পীয়তেঽস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্ত্যা কূপাদি-পরিচ্ছিন্নোদকবিষয়ত্বমুদপানশব্দস্য দর্শয়তি কূপেতি। কূপাদিগতস্যাভিধেয়স্য সমুদ্রেঽন্তর্ভাবাসম্ভবাৎ কথমিদমিত্থমিত্যাশঙ্ক্যার্থশব্দস্য প্রয়োজন-বিষয়ত্বং ব্যুৎপাদয়তি ফলমিতি। যৎফলত্বেন নীয়তে তৎফলমিত্যুচ্যতে তৎকথং তড়াগাদিকৃতং স্নানপানাদি তথেত্যাশঙ্ক্য তস্যান্নীয়সো নাশোপপত্তেরিত্যাহ প্রয়োজনমিতি। তড়াগাদিপ্রযুক্তপ্রয়োজনস্য সমুদ্র-নিমিত্ত-প্রয়োজনমাত্রত্বমযুক্তমন্যস্যান্যাত্মত্বানুপপত্তেরিত্যাশঙ্ক্যাহ তত্রেতি। ঘটাকাশাদেরিব মহাকাশে পরিচ্ছিন্নোদক-কার্য্যস্যাপরিচ্ছিন্নোদক-কার্য্যান্তর্ভাবঃ

স্বামিকৃতটীকা।

নন্বু বেদোক্তনানাফলত্যাগেন নিষ্কামতয়েশ্বরারাধনবিষয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ কুবুদ্ধিরেবেত্যাশঙ্ক্যাহ যাবানিতি। উদকং পীয়তে যস্মিংস্তদুদপানং বাপীকূপতড়াগাদি তস্মিন্ স্বল্পোদকে একত্র কৃৎস্নার্থস্যাসম্ভবাত্তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্ স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি তাবান্ সর্ব্বোঽপ্যর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহাহ্রদে একত্রৈব যথা ভবতি এবং যাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু তত্তৎকর্ম্মফলরূপোঽর্থস্তাবান্ সর্ব্বোঽপি বিজানতো ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্রানন্দানামন্তর্ভাবাৎ, এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তীতি শ্রুতেঃ। তস্মাদিয়মেব বুদ্ধিঃ সুবুদ্ধিরিত্যর্থঃ॥ ৪৬॥

জীবনের বিচিত্র সাধ মিটাইবার জন্য বেদোক্ত বিচিত্র কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য পড়িলেও তোমার জানা কর্ত্তব্য যে, অপ্রমত্ত ভাবে পরমাত্ম স্বরূপ ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, বেদোক্ত যাবদীয় কর্ম্ম কাণ্ডের ফল একত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, সন্দেহ নাই॥৪৬॥

আভাস।

সকল প্রকার ফলের আস্বাদ এবং রূপ রসাদির সংগ্রহ হয়, তবে অনন্ত

শাঙ্করভাষ্যম্।

তায়াথরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎকিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ স বেদেতি শ্রুতেঃ, সর্ব্বং কর্ম্মাখিলমিতি চ বক্ষ্যতি তস্মাৎ প্রাক্ জ্ঞাননিষ্ঠাধিকারপ্রাপ্তেঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতেন কূপতড়াগাদ্যর্থস্থানীয়মপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যম্ ॥ ৪৬ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সম্ভবতি তৎপ্রাপ্তাবিতরাপেক্ষাভাবাদিত্যর্থঃ। পূর্ব্বার্দ্ধং দৃষ্টান্তভূতমেবং ব্যাখ্যায় দার্ষ্টান্তিকমুত্তরার্দ্ধং ব্যাকরোতি এবমিত্যাদিনা। কর্ম্মস্থ যোঽর্থ ইত্যুক্তং ব্যনক্তি যৎ কর্ম্মফলমিতি। সোঽর্থো বিজানতো ব্রাহ্মণস্থ যোঽর্থস্তাবানেব সংপদ্যত ইতি সম্বন্ধঃ। তদেব স্পষ্টয়তি বিজ্ঞানেতি। তস্মিন্নন্তর্ভবতীতি শেষঃ। কথং কর্ম্মফলং জ্ঞানফলেঽন্তর্ভবতীত্যত্র প্রমাণমাহ সর্ব্বমিতি। যৎকিমপি প্রজাঃ সাধু কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি তৎ সর্ব্বং স পুরুষোঽভিসমেতি প্রাপ্নোতি। যঃ পুরুষ স্তদ্বেদ বিজানাতি যদ্বা সহৈক্যো বেদ তদ্বেদ্যমিতি শ্রুতেরর্থঃ। কর্ম্মফলস্থ সগুণজ্ঞানফলেঽন্তর্ভাবঃ। সংবর্গবিদ্যায়াং শ্রূয়তে কথমেতাবতা নির্গুণ-জ্ঞানফলে কর্ম্মফলান্তর্ভাবঃ সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বমিতি। তর্হি জ্ঞাননিষ্ঠৈব কর্ত্তব্যা তাবতৈব কর্ম্মফলস্থ লব্ধতয়া কর্ম্মানুষ্ঠানানপেক্ষণাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তস্মাদিতি। যোগ-মার্গস্থ নিস্ফলত্বাভাবস্তচ্ছব্দার্থঃ ॥ ৪৬ ॥

আভাস।

বৃক্ষ রোপণের প্রয়োজন কি! যদি ক্ষীরোদ হ্রদের কূলে বসতি করিতে পারা যায়, তাহা হইলে নদী, কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি বিচিত্র স্বল্প-তোয়া জলাশয়ের অন্বেষণ করিবার ত আবশ্যক করে না; সেইরূপ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন পূর্ণানন্দ পরমেশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিলে, আর যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে অগণ্য দেব-বৃন্দের উপাসনার প্রয়োজন হয় না। যিনি ব্রাহ্মণ অর্থাৎ "ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ" ব্রহ্মস্বরূপকে যিনি জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। বর্ণাশ্রমোচিত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে এবং নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেক দ্বারা চিত্ত হইতে বিষয়-বাসনাকে সমূলে নির্ম্মূলিত করত অধ্যাত্ম তত্ত্বে যিনি মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, বিচিত্র বিষয়ের বিবিধ আনন্দ এক ব্রহ্মানন্দেই তিনি একত্র উপভোগ করিয়া থাকেন! পুষ্পোদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক পুষ্পের মধু সংগ্রহ করত তাহাদের আস্বাদ গ্রহণ করা সুলভ নহে!

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্ম-ফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ।

(অধুনা) তে তব কর্ম্মণি এব অধিকারঃ, কদাচন কস্মিন্ অপি কালে ফলেষু অধিকারঃ মা ন ভবতু; ত্বং কর্ম্মফল-হেতুঃ কর্ম্মফলায় প্রবৃত্তিহেতু-বিশিষ্টঃ মাভূঃ; অথ চ তে তব অকর্ম্মণি কর্ম্মাকরণে সঙ্গঃ নিষ্ঠা প্রীতিঃ মা অস্তু ॥ ৪৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তব চ কর্ম্মণীতি। কর্ম্মণ্যেবাধিকারো ন জ্ঞাননিষ্ঠায়াং তেন তব তত্রচ কর্ম্ম কুর্ব্বতো মা ফলেঽধিকারোঽস্তু কর্ম্মফলতৃষ্ণা মা ভূৎ কদাচন কস্যাঞ্চিদপ্য-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তর্হি পরম্পরয়া পুরুষার্থ-সাধনং যোগমার্গং পরিত্যজ্য সাক্ষাদেব পুরুষার্থকারণ-মাত্মজ্ঞানং তদর্থমুপদেষ্টব্যং তস্মৈ হি স্পৃহয়তি মনো মদীয়মিত্যাশঙ্ক্যাহ তব চেতি। তর্হি তৎফলাভিলাষোঽপি স্যাদিতি নেত্যাহ মাফলেম্বিতি। পূর্ব্বোক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি মা কর্ম্মেতি। ফলাভিসন্ধ্যসম্ভবে কর্ম্মাকরণমেব শ্রদ্ধধ্যামীত্যাশঙ্ক্যাহ

অপ্রমত্ত ভাবে বিচরণের অধিকার লাভ করিতে হইলে, উক্ত নিত্য বা নৈমিত্তিকাদি কার্য্য কর্ম্মকেও নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠান করা তোমার প্রয়োজন। ফল লাভের কামনা করিয়া যেন কর্ম্ম করিওনা এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎ ফলভোগী হইতেও বাসনা করিও না॥ ৪৭ ॥

আভাস।

কিন্তু মালীর উপদেশ অনুসারে উদ্যানস্থ মধুচক্র হইতে মধুপান করা অতীব সুগম! মধুচক্র হইতে মধুপান করিলে, প্রাণ মাতোয়ারা হইয়া যায়, অথচ সকল রকম ফুলের গন্ধ ও মধুর আস্বাদও গ্রহণ করা হয়; সেইরূপ দেহস্থ আপনাকে চিনিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন-কর্ত্তা ভূত-ভাবন ভবেশের স্নেহপাত্র হইতে পারিলে, ভক্তকে ভগবান্ নিজে নিজ-স্বরূপ প্রদানে কৃতার্থ করিবেন; সন্দেহ নাই। তখন তাদৃশ ভক্তকে বেদোক্ত বিচিত্র কর্ম্ম-কাণ্ডের আশ্রয়ে সুখ-লাভার্থ বিব্রত হইতে হয় না॥ ৪৬ ॥

তবে তাদৃশ অধিকারী হইতে হইলে নিরাকাঙ্ক্ষভাবে বেদোক্ত কর্ম্মের

শাঙ্করভাষ্যম্।

বস্থায়ামিত্যর্থঃ। যদা কর্ম্মফলে তৃষ্ণা তে স্যাৎ তদা কর্ম্মফলপ্রাপ্তের্হেতুঃ স্যাঃ এবং মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ। যদাহি কর্ম্মফলতৃষ্ণাপ্রযুক্তঃ কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে তদা কর্ম্মফলস্যৈব জন্মনো হেতুর্ভবেৎ যদি কর্ম্মফলং নেষ্যতে কিংকর্ম্মণা দুঃখরূপেণেতি মা তে তব সঙ্গোঽস্ত অকর্ম্মণ্যকরণে প্রীতির্মাভূৎ ॥ ৪৭ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মা তইতি। জ্ঞানানধিকারিণোঽপি কর্ম্মত্যাগপ্রসক্তিং নিবারয়তি কর্ম্মণ্যেবেতি। কর্ম্মণ্যেবেত্যেবকারার্থমাহ ন জ্ঞানেতি। ন হি তত্রাব্রাহ্মণস্যাপরিপক্বকষায়স্য মুখ্যোঽধিকারঃ সিদ্ধতীত্যর্থঃ। ফলৈস্তর্হি সম্বন্ধো দুর্ব্বারঃ স্যাদিত্যাহ তত্রেতি। কর্ম্মণ্যেবাধিকারে সতীতি সপ্তম্যর্থঃ। ফলেম্বধিকারাভাবং স্ফোরয়তি কর্ম্মেতি। কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ প্রাগূর্দ্ধং তৎকালে চেত্যেতৎ! কদাচনেতি বিবক্ষিতমিত্যাহ কস্যাঞ্চিদিতি। ফলাভিসন্ধানে দোষমাহ যদেতি। এবং কর্ম্মফলতৃষ্ণাদ্বারেণেত্যর্থঃ। কর্ম্মফলহেতুত্বং বিবৃণোতি যদাহীতি। তর্হি বিফলং ক্লেশাত্মকং কর্ম্ম ন কর্ত্তব্যমিতি শঙ্কামনূভাব্য দূষয়তি যদাত্যাদিনা। অকর্ম্মণি তে সঙ্গো মাভূদিত্যুক্তমেব স্পষ্টয়তি অকরণ ইতি ॥ ৪৭ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

তর্হি সর্ব্বাণি কর্ম্মফলানি পরমেশ্বরারাধনাদেব ভবিষ্যন্তীত্যভিসন্ধায় প্রবর্ত্তেত কিং কর্ম্মণেত্যাশঙ্ক্য তদ্বারয়ন্নাহ কর্ম্মণ্যেবেতি। তে তব তত্ত্বজ্ঞানার্থিনঃ কর্ম্মণ্যেবাধিকার স্তৎফলেষু বন্ধহেতুষু অধিকারঃ কামো মাস্ত। ননু কর্ম্মণি কৃতে তৎফলং স্যাদেব ভোজনে কৃতে তৃপ্তিবদিত্যাশঙ্ক্যাহ মেতি। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ কর্ম্মফলং প্রবৃত্তিহেতু র্যস্য স তথাভূতো মাভূঃ, কাম্যমানস্যৈব স্বর্গাদে র্নিয়োজ্যবিশেষণত্বেন ফলত্বাদকামিতং ফলং ন স্যাদিতি ভাবঃ, অতএব ফলং বন্ধকং ভবিষ্যতীতি তস্মাৎ ভয়াদকর্ম্মণি কর্ম্মাকরণেঽপি তব সঙ্গো নিষ্ঠা মাস্ত ॥ ৪৭ ॥

আভাস।

অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ফলের আকাঙ্ক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ ফলের আকাঙ্ক্ষা অন্তরে জাগরূক থাকিলে, কর্ম্মটী সুনিষ্পন্ন হয় না। গান গাইয়া দশ জনের মনস্তুষ্টি করিবার প্রত্যাশায়, ভাল তাল সুর, লয় ও তানের প্রতি দৃষ্টি করিলে, গানশিক্ষা হয় না। গানের মূল কর্ম্ম সা-রে-গা-মাদি সপ্তসুরকে কণ্ঠে আদায় করা। এই সপ্তগ্রামকে অভ্যাসের দ্বারা কণ্ঠে আয়ত্ত করিতে পারিলে, সমস্ত রাগ রাগিণীর উপর আধিপত্য আপনি আইসে;

আভাস।

তখন আর গান শিখিবার জন্য কষ্ট করিতে হয় না; সেইরূপ কর্ম্ম সমস্তই সকাম হইলেও, নিজের যোগ্যতা আনয়নার্থ নিষ্কাম ভাবে সকাম কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিলে, একাগ্রতাদির সম্পাদনে আপনার চিত্তকে অধিকারী করিতে পারা যায়! বিষয়টী কেবল বুঝিয়া নিরস্ত থাকিলে, অধিকারী হওয়া যায় না; কর্ম্ম করিয়া করণ-গ্রামকে আয়ত্ত করিতে হইবে!

পৃথিবীর অভ্যন্তরে মৃত্তিকা এবং প্রস্তরাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া লৌহ আছে জানিলে, তরবারি প্রভৃতি অস্ত্রের ব্যবহার সিদ্ধ হইবে না। দুগ্ধ-বতী গাভীর অঙ্গে একটী বৃহৎ ক্ষত হইয়াছে দেখিয়া, চিকিৎসকের উপদেশে বুঝিলাম যে গব্যঘৃত উত্তমরূপ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে, ক্ষত আরাম হয়! তখন মনকে প্রবোধ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে যে, গব্য-ঘৃত গাভীর দুগ্ধে প্রস্তুত হয়, সুতরাং ঐ গাভীর দেহেই তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে; অতএব আমার আর পরিশ্রমের প্রয়োজন কি! এতাদৃশ চিন্তা সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ! গাভীর অন্তরস্থ ঘৃতে তাহার ক্ষত সারিবে না। ঐ গাভীকে দোহন করিয়া, সেই দুগ্ধে ঘৃত প্রস্তুত করত, সেই গাভীর ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করিলে যেমন গাভী সত্বর আরোগ্য লাভ করে, সেইরূপ জ্ঞান-সম্পন্ন মনুষ্য নিষ্কাম নিত্য নৈমিত্তিকাদি বিবিধ যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যখন স্বীয় অন্তরস্থ জ্ঞান-রত্নকে স্বচ্ছ ও পবিত্র করিতে পারেন, চৈতন্য-ঘন-বিগ্রহ পরম কারুণিক পরমেশের পবিত্র স্বরূপে তখন চিত্ত প্রত্যর্পণ করিবার উপযোগিতা লাভ করিতে পারিবেন। অতএব তুমি ফলের আশা করিয়া কর্ম্ম করিও না! এবং পশুপক্ষীর ন্যায়, অলস ভাবেও জীবনকে অতিবাহিত করিও না। মানব আশা করুক বা নাই করুক, কর্ম্ম করিলেই তাহার ফল অবশ্য কাহাকে স্পর্শ করিবে বটে, তবে সে ফল তাহাকে আর বন্ধন করিবে না। সংসারে যাহার নিকটই কিছু প্রার্থনা করা যায়, তাহাকেই শত্রুত্বে পরিণত করা হয়। অথচ প্রার্থনা না করিলে, যাহার যাহা আছে, উপযুক্ত পাত্র দেখিলে, তাহা না দিয়া সে থাকিতে পারে না। স্ত্রী স্বামীর নিকট, পুত্র পিতার সমীপে এবং পিতার পুত্র সমীপে যদি কিছু প্রার্থনা করেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অপদস্থ হইতে হয়। প্রার্থিত দ্রব্য প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে কিছু কটূক্তিও শুনিতে হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, চাহিবার অনেক দোষ; চাহিলে মনের গ্লানিকে আবাহন করা হয়। উপযুক্ত রূপ কর্ম্ম করিয়া অগ্রসর হইলে, দাতা স্বয়ং দিবার জন্য

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ।

হে ধনঞ্জয়! সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমঃ উদাসীনঃ ভূত্বা ফলে সঙ্গং কর্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা যোগস্থঃ পরমেশ্বরৈকপরঃ সন্ কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি কুরু। যতঃ সর্ব্বত্র সমত্বং উদাসীনত্বং এব যোগঃ ইতি উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যদি কর্ম্মফলপ্রযুক্তেন ন কর্ত্তব্যং কর্ম্ম কথং তর্হি কর্ত্তব্যমিত্যুচ্যতে যোগস্থেতি। যোগস্থঃ সন্ কুরু কর্ম্মাণি কেবলমীশ্বরার্থং তত্রাপীশ্বরো মে তুষ্যতু ইতি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ফল-তৃষ্ণাশূন্যেন ক্রিয়মাণে কর্ম্মণি সত্ত্বশুদ্ধিজা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

আসক্তিরকরণেন যুক্তা চেত্তর্হি ক্লেশাত্মকং কর্ম্ম কিমুদ্দিশ্য কর্ত্তব্যমিত্যাশঙ্কামনূদ্য শ্লোকান্তরমবতারয়তি যদীত্যাদিনা। বক্ষ্যমাণ-যোগমুদ্দিশ্য তন্নিষ্ঠো ভূত্বা কর্ম্মাণি ক্লেশাত্মকান্যপি বিহিতত্বাদনুষ্ঠেয়ানীত্যাহ যোগস্থঃ সন্নিতি। কর্ম্মানুষ্ঠানস্যোদ্দেশ্যং দর্শয়তি কেবলমিতি। ফলান্তরাপেক্ষামন্তরেণেশ্বরার্থং তৎপ্রসাদনার্থমনু-

---

দেখ ধনঞ্জয়! কার্য্যকালে তাহার ফল হউক্ কি, নাই হউক্, তৎপ্রতি মনোনিবেশ না করিয়া, একান্ত-চিত্তে কেবল পরমেশ্বরের উপর নির্ভর দিয়া কার্য্য করা কেবল তোমার কেন! সকলেরই কর্ত্তব্য। কারণ সকল কার্য্যে ঈশ্বর-পরায়ণ ভাবই যোগ ॥ ৪৮ ॥

আভাস

অনুগ্রহাতিশয়ে অবসর অন্বেষণ করেন। অতএব অর্জ্জুন! ফলের কামনা না করিয়া, নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম করিলে, অজ্ঞাত-সারে বিনা উৎকণ্ঠায় ফল-লাভ ত নিশ্চয়ই হইবে, অথচ চিত্তের উৎকর্ষ লাভ হওয়ায়, তজ্জন্য পুনর্জন্মের আর কারণ থাকিবে না। কিন্তু আশা রাখিয়া কর্ম্ম করিলে, নিশ্চিত ফল লাভ হইবে কি না, তাহাও সন্দেহ! প্রত্যুত তিরস্কার লাভের ন্যায়, জন্মান্তর ভোগ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া তুমি জন্মান্তরের কারণ আর ঘটাইও না! ॥ ৪৭ ॥

এই শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু রণ-প্রাঙ্গণে গাণ্ডীব ধনুর প্রয়োগে শত্রুকুলকে নির্ম্মূলিত করা ত কখন

শাঙ্করভাষ্যম্।

জ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণা সিদ্ধিঃ তদ্বিপর্য্যয়জা অসিদ্ধি স্তয়োঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোরপি সমস্তুল্যো ভূত্বা কুরু কর্ম্মাণি। কোঽসৌ যোগো যত্রস্থঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বিত্যুক্তমিদমেব তৎ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ৪৮॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ষ্ঠানমিত্যর্থঃ। তর্হি ঈশ্বর-সন্তোষোঽভিলাষ-গোচরীভূতো ভবিষ্যতি নেত্যাহ তত্রাপীতি। ঈশ্বর-প্রসাদনার্থে কর্ম্মানুষ্ঠানে স্থিতেঽপীত্যর্থঃ, সঙ্গং ত্যক্ত্বা কুর্ব্বিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। আকাঙ্ক্ষিতং পূরয়িত্বা সিদ্ধি-শব্দার্থমাহ ফলেতি। তদ্বিপর্য্যয়জা সত্ত্বাশুদ্ধিজন্যা জ্ঞানাপ্রাপ্তিলক্ষণেতি যাবৎ। কর্ম্মানন্তর্য্যুক্তো যোগবুদ্ধিস্তু শেষতয়া প্রকৃতমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং প্রকটয়তি কোঽসাবিত্যাদিনা॥ ৪৮॥

স্বামিকৃতটীকা।

কিং তর্হি যোগস্থ ইতি। যোগঃ পরমেশ্বরৈকপরতা, তত্র স্থিতঃ কর্ম্মাণি কুরু, তথা সঙ্গং কর্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরাশ্রয়েণৈব কুরু, তৎফলস্য জ্ঞানস্যাপি সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা কেবলমীশ্বরার্পণেনৈব কুরু, যত এবম্ভূতং সমত্বমেব যোগ উচ্যতে সদ্ভিশ্চিত্তসমাধানরূপত্বাৎ॥ ৪৮॥

আভাস।

যোগীর পরিচয় নহে। স্থির-চিত্তে একাকী আসনে উপবিষ্ট হইয়া, দেহ গ্রীবা এবং শিরোদেশকে সমভাবে স্থির করত ইষ্ট-চিন্তায় মনোনিবেশ করিবার নামই যোগ! সুতরাং যুদ্ধ করিবার উপলক্ষে সে যোগ-ব্যাপার কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? তদুত্তরে ভগবান্ বুঝাইয়াছেন যে, যোগ কখন দেহের সন্নিবেশ, আসন এবং হাব ভাব ও ভঙ্গির উপর নির্ভর করে না। এ সমস্ত ব্যাপার চিত্তকে একাগ্র করিবার অনুকূল পদ্ধতি মাত্র। চিত্তকে অভিমত বিষয়ে নিবিষ্ট রাখাই যোগ। অর্থাৎ সুখ দুঃখ, রাগ দ্বেষ এবং অনুকূল বা প্রতিকূল ভাবের চিন্তা হইতে মনকে নিরস্ত করত, শূন্য-চিত্তে অবস্থান করাই প্রকৃত যোগ। সুতরাং নিরভিমানে কর্ম্ম করাকেও প্রকৃত যোগ নামে অভিহিত করা যায়। নিজের ভাল মন্দ চিন্তা না করিয়া, প্রভুর নিয়োগে কর্ম্ম করিলে যেমন ভৃত্যের কোন দায়িত্বের সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে ভগবানেরই নিয়তিকে আপন লক্ষ্য জানে কর্ম্ম করিলে, আর আপনাকে পাপ বা পুণ্যের দায়-ভাগী করা হয় না। সুতরাং

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।

অন্বয়ঃ।

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগাৎ সকাশাৎ কর্ম্ম (সকামং) হি দূরেণ অবরং

শাঙ্করভাষ্যম্।

যৎ পুনঃ সমত্ববুদ্ধিযুক্তমীশ্বরারাধনার্থং কর্ম্মোক্তং এতস্মাৎ কর্ম্মণঃ দূরেণেতি। দূরেণাতি বিপ্রকর্ষেণ অত্যন্তমেব হ্যবরমধমং নিকৃষ্টং কর্ম্ম ফলার্থিনা ক্রিয়মাণং বুদ্ধিযোগাৎ সমত্ববুদ্ধিযুক্তাৎ কর্ম্মণো জন্মমরণাদিহেতুত্বাৎ হে ধনঞ্জয়, যত এবং ততঃ যোগবিষয়ায়াং বুদ্ধৌ তৎপরিপাকজায়াং বা সাংখ্যবুদ্ধৌ শরণমাশ্রয়-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কিমিতি যোগস্থেন তত্ত্বজ্ঞানমুদ্দিশ্য কর্ম্ম কর্ত্তব্যং ফলাভিলাষেঽপি তদনুষ্ঠানস্য সুলভত্বাদিত্যাশঙ্ক্য যথোক্তযোগযুক্তং কর্ম্ম স্তুবন্ননন্তরশ্লোকমুপাপয়তি যৎ পুনরিতি। অবরং কর্ম্ম বুদ্ধিসম্বন্ধবিরুদ্ধমিতি শেষঃ। বুদ্ধিযুক্তস্য বুদ্ধিযোগাধীনং প্রকর্ষং সূচয়তি বুদ্ধীতি। বুদ্ধিসম্বন্ধাসম্বন্ধাভ্যাং কর্ম্মণি প্রকর্ষ-নিকর্ষয়োর্ভাবে করণীয়ং নির্দ্দিশতি বুদ্ধাবিতি। যত্তু ফলেচ্ছয়াপি কর্ম্মানুষ্ঠানং সুকরমিতি তত্রাহ কৃপণেতি। নিকৃষ্টং কর্ম্মৈব বিশিনষ্টি ফলার্থিনেতি। কস্মাৎ প্রতিযোগিনঃ সকাশাদিদং নিকৃষ্টমিত্যাশঙ্ক্য প্রতীকমুপাদায় ব্যাচষ্টে বুদ্ধীত্যাদিনা। ফলাভিলাষেণ ক্রিয়মাণস্য কর্ম্মণো নিকৃষ্টত্বে হেতুমাহ জন্মেতি। সমত্ববুদ্ধিযুক্তাৎ কর্ম্মণঃ তদধীনস্য

হে ধনঞ্জয়! ভোগ-বাসনা পরিহারে এক-নিষ্ঠ চিত্তে ঈশ্বর-পরায়ণ ভাবে স্থিতির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কর্ম্ম আর কিছুই নাই। এতদপেক্ষা কাম্য কর্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট। কারণ কামীর হৃদয় সঙ্কীর্ণ কাম্যের

আভাস।

হে অর্জ্জুন! তুমি ভগবানের উপর আত্ম-সমর্পণ করত, তাঁহার নিয়োজিত কর্ম্মেই তুমি নিযুক্ত, এইরূপ চিন্তাতে মনকে সংযত রাখিয়া যুদ্ধাদি সকল কর্ম্মই করিতে পার! তাহাতে তোমার মনোগ্লানি উপস্থিত হইবে না॥ ৪৮॥

আমি পরমেশের রাজ্যে সেই প্রভুর কার্য্য সম্পাদনার্থ উপস্থিত হইয়াছি, ইহাতে আমার নিজের কোন ইষ্টাপত্তি নাই, ঈদৃশ ধারণায় কর্ম্ম করা বড়ই উন্নত-মনার পরিচয়! ইহাতে চিত্ত রাগদ্বেষাদি মালিন্য হইতে ক্রমশঃ নির্ম্মুক্ত হইয়া, আত্মা এবং অনাত্মাদির পার্থক্য-জ্ঞান লাভ করে এবং স্বয়ং পবিত্র হইয়া পরমেশ-চরণে স্থান প্রাপ্ত হয়। নিজের অভিমান অর্থাৎ আপন-পর ভাবকে

বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ।

অত্যন্তং অপকৃষ্টং ; তস্মাৎ ত্বং বুদ্ধৌ জ্ঞানে শরণং আশ্রয়ং, অন্বিচ্ছ প্রার্থয়স্ব ! ফল-হেতবঃ সকামাঃ নরাঃ কৃপণাঃ দীনাঃ এব ভবন্তি ॥ ৪৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

মভয়প্রাপ্তিকারণমন্বিচ্ছ প্রার্থয়স্ব ! পরমার্থজ্ঞানশরণো ভবেত্যর্থঃ, যতোঽবরং কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ কৃপণাঃ দীনাঃ ফলহেতবঃ ফলতৃষ্ণাপ্রযুক্তাঃ সন্তঃ যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণ ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪৯ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কর্ম্মণো জন্মাদিহেতুত্বেন নিকৃষ্টত্বে ফলিতমাহ যত ইতি। যোগবিষয়া বুদ্ধিঃ সমত্ববুদ্ধিঃ। বুদ্ধিশব্দস্যার্থান্তরমাহ তৎপরিপাকেতি। তচ্ছব্দেন সমত্ববুদ্ধি-সমন্বিতং কর্ম্ম গৃহ্যতে ; তস্য পরিপাক স্তৎফলভূতা বুদ্ধিশুদ্ধিঃ। শরণশব্দস্য পর্য্যায়ং গৃহীত্বা বিবক্ষিতমর্থমাহ অভয়েতি। সপ্তম্যাসবিবক্ষিত্বা দ্বিতীয়ং পক্ষং গৃহীত্বা বাক্যার্থমাহ পরমার্থেতি। তথাবিধ-জ্ঞানশরণত্বে হেতুমাহ যতইতি। ফলহেতুত্বং বিবৃণোতি ফলেতি। তেন পরমার্থজ্ঞান-শরণতৈব যুক্তেতি শেষঃ। পরমার্থজ্ঞান-বহির্ম্মুখানাং কৃপণত্বে শ্রুতিং প্রমাণয়তি যো বা ইতি। অস্থূলাদিবিশেষণমেতদিত্যুচ্যতে ॥ ৪৯ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

কাম্যস্তু কর্ম্মাতিনিকৃষ্টমিত্যাহ দূরেণেতি। বুদ্ধ্যা ব্যবসায়াত্মিকয়া কৃতঃ কর্ম্মযোগো বুদ্ধিযোগো বুদ্ধিসাধনভূতো বা তস্মাৎ সকাশাদন্যৎ সাধনভূতং কাম্যং কর্ম্ম দূরেণাবরমত্যন্তমপকৃষ্টং, হি যস্মাদেবং তস্মাৎ বুদ্ধৌ জ্ঞানে শরণমাশ্রয়ং কর্ম্মযোগমন্বিচ্ছ অনুতিষ্ঠ, যদ্বা বুদ্ধৌ শরণং ত্রাতারমীশ্বরমাশ্রয়েত্যর্থঃ, ফলহেতবস্তু সকামাঃ নরাঃ কৃপণাঃ দীনাঃ, যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গ্যস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণ ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪৯ ॥

চিন্তায় অতি সঙ্কীর্ণ হয় এবং ঈশ্বর-পরায়ণ একনিষ্ঠ যোগীর হৃদয় অতি প্রশস্ত হয়। তুমি একাগ্রতা সহকারে ও নির্ভর প্রাণে এক পরমেশে বুদ্ধি স্থির রাখিয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরন্তর ব্রতী থাক ! ॥ ৪৯ ॥

আভাস।

আশ্রয় করিয়া যে কোন কর্ম্মে অগ্রসর হইলে, অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হয়।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে

অন্বয়ঃ।

যঃ বুদ্ধিযুক্তঃ সমত্ববুদ্ধিযুক্তঃ, সঃ জনঃ ইহ লোকে উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে পুণ্য-

শাঙ্করভাষ্যম্।

সমত্ববুদ্ধিযুক্তঃ সন্ স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ যৎ ফলং প্রাপ্নোতি তচ্ছৃণু বুদ্ধীতি। বুদ্ধিযুক্তঃ সমত্বকর্ম্মবিষয়য়া বুদ্ধ্যা যুক্তো বুদ্ধিযুক্তঃ স জহাতি পরিত্যজতি ইহাস্মিন্

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পূর্ব্বোক্তসমত্ববুদ্ধিযুক্তস্য স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তস্য কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ সমত্বেতি। বুদ্ধিযুক্তঃ স্বধর্ম্মাখ্যং কর্ম্মানুতিষ্ঠন্নিতিশেষঃ। বুদ্ধিযোগস্য ফলবত্বে ফলিতমাহ তস্মাদিতি। পূর্ব্বার্দ্ধং ব্যাচষ্টে বুদ্ধীত্যাদিনা। ননু সমত্ববুদ্ধিমাত্রান্ন পুণ্যপাপনিবৃত্তির্যুক্তা পরমার্থদর্শনবত স্তন্নিবৃত্তিপ্রসিদ্ধেরিতি তত্রাহ সত্বেতি। উত্তরার্দ্ধং

স্বামিকৃত টীকা।

বুদ্ধিযোগযুক্তস্য শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ বুদ্ধিযুক্ত ইতি। সুকৃতং স্বর্গাদিপ্রাপকং দুষ্কৃতং নিরয়াদিপ্রাপকং তে উভে ইহৈব জন্মনি পরমেশ্বর-প্রসাদেন ত্যজতি তস্মাত্তদর্থায়

বহু ভোগের লালসায় চিত্তকে চঞ্চল না করিয়া, যে ব্যক্তি ভগবানে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক স্থিরচিত্তে কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে রত থাকেন, তিনি এই জীবনে যাবতীয় সুকৃতি এবং দুষ্কৃতির ফল পাপ এবং পুণ্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন।

আভাস।

কারণ তাহাতেই সুখ-দুঃখ-পূর্ণ অনন্ত রকমের ফল-ভোগের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে হইবে; এবং তদুপলক্ষে যথেষ্ট জন্ম জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে। পরমেশের রাজ্যে তাঁহারই কর্ম্ম করিতে আগমন করিয়াছি, এইরূপ বিবেচনায় বুদ্ধিকে স্থির করত, যাহারা কর্ম্ম-জীবনকে অতিবাহিত করে, তাঁহারাই প্রকৃত সুখী! কিন্তু নিজের জন্য কর্ম্ম করিতেছি বলিয়া যাঁহারা মনে ভাবেন, তাঁহারাই চিরদুঃখী এবং সংসার-কীট বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের চিত্ত অতীব সঙ্কুচিত! তাঁহারা কখন প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয়ে ভূমানন্দের সম্পর্ক করিতে পারেন না॥ ৪৯॥

সংসারে কেহ নিশ্চিন্ত-ভাবে কালাতিপাত করিতে পারে না; কারণ কর্ম্ম নিরন্তরই করিতে হয়। মনোমধ্যে অভিসন্ধি পূর্ব্বক দেহাদি ইন্দ্রিয়-বর্গের

তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ।

পাপে জহাতি পরিত্যজতি। তস্মাৎ ত্বং যোগায় যুজ্যস্ব প্রবৃত্তঃ ভব। কর্ম্মসু যোগঃ এব কৌশলং মোক্ষোপয়িকং ॥ ৫০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

লোকে উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে পুণ্য-পাপে সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ যতঃ তস্মাৎ সমত্ববুদ্ধিযোগায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব যোগো হি কর্ম্মসু কৌশলং স্বধর্ম্মাখ্যেষু কর্ম্মসু বর্ত্তমানস্য যা সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্ববুদ্ধিরীশ্বরার্পিতচেতস্তয়া তৎকৌশলং কুশল-ভাবস্তদ্ধি কৌশলং যদ্বন্ধনস্বভাবান্যপি কর্ম্মাণি সমত্ববুদ্ধ্যা স্বভাবাৎ নিবর্ত্তন্তে তস্মাৎ সমত্ব-বুদ্ধিযুক্তো ভব ত্বং ॥ ৫০ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ব্যাচষ্টে তস্মাদিতি। স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতো যথোক্তযোগার্থং কিমর্থং মনো যোজনীয়-মিত্যাশঙ্ক্যাহ যোগো হীতি। তর্হি যথোক্তযোগসামর্থ্যাদেব দর্শিতফলসিদ্ধেরনাস্থা স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রাপ্তেত্যাশঙ্ক্যাহ স্বধর্ম্মাখ্যেষ্বিতি। ঈশ্বরার্পিতচেতস্তয়া ধর্ম্মস্য বর্ত্তমানস্যানুষ্ঠাননিষ্ঠস্য যা যথোক্তা বুদ্ধিস্তত্ত্বেষু কৌশলমিতি যোজনা। কর্ম্মণাং বন্ধস্বভাবত্বাৎ তদনুষ্ঠানে বন্ধানুবন্ধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য কৌশলমেব বিষদয়তি তদ্ধীতি। সমত্ববুদ্ধেরেবং ফলত্বে স্থিতে ফলিতমুপসংহরতি তস্মাদিতি ॥ ৫০ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

কর্ম্মযোগায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব যতঃ কর্ম্মসু যৎ কৌশলং বন্ধকানামপি তেষামীশ্বরা-রাধনেন মোক্ষপরত্ব-সম্পাদক-চাতুর্য্যং স এব যোগঃ ॥ ৫০ ॥

সকাম নিষ্কাম সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মফলের বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অপূর্ব্ব কৌশলই এই একনিষ্ঠা বুদ্ধি! ইহার কল্যাণে মানব এই সংসার হইতে উদ্ধার লাভে মোক্ষ-ফলে অধিকারী হয়। তুমি এই একনিষ্ঠা বুদ্ধির অনুসরণে চেষ্টিত হও! ॥ ৫০ ॥

আভাস।

দ্বারা মানব কার্য্য করিয়া থাকে। অবশ্য মন এবং ইন্দ্রিয় একত্রই কর্ম্ম করে বটে, কিন্তু মনোগত বাসনার অনুরোধে ইন্দ্রিয়-বর্গের ক্রিয়া হইয়া থাকে। এস্থলে উভয়ত্রই এই অভ্যাসের প্রয়োজন। মনোমধ্যে বাসনা বা কামনা করিবার অভ্যাসকে বাড়াইয়া ফেলিলে, ইন্দ্রিয়-বর্গের কর্ম্মে শৈথিল্য

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।

অন্বয়ঃ।

বুদ্ধিযুক্তাঃ যোগবুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিণঃ জ্ঞানবন্তঃ জনাঃ কর্ম্মজং কাম-

শাঙ্করভাষ্যম্।

যস্মাৎ কর্ম্মজমিতি। কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বেতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ ইষ্টানিষ্টদেহ-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সমত্ববুদ্ধিযুক্তস্য সুকৃতদুষ্কৃত-তৎফলপরিত্যাগেঽপি কথং মোক্ষঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ

আভাস।

ঘটে; এবং ইন্দ্রিয়বর্গের কর্ম্মে অভ্যাস পরিবর্দ্ধিত করিতে পারিলে, মনোমধ্যে নিরন্তর কামনা করিবার অভ্যাস শিথিল হইয়া পড়ে। কৃষক যদি ভূমি কর্ষণের জন্য লাঙ্গলাদি যন্ত্র লইয়া ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া মনোমধ্যে ফসলাদির ভাবি উৎপন্নের বিষয় চিন্তা করিতে নিমগ্ন হয়, তাহার হল-কর্ষণ ব্যাপার কম হইয়া যায় এবং যথাকালে কর্ষণ না করায়, শস্যও কম হইয়া থাকে। কিন্তু কামনা অর্থাৎ কিরূপ শস্য জন্মিবে বা কিরূপ বিক্রয়ে কত লাভ হইবে এই সকল চিন্তায় নিমগ্ন না হইয়া, বরং হৃদয় হইতে আশাকে পরিত্যাগ করত ভগবান্ যাহা করেন তাহাই হইবে, বলিয়া যাহারা প্রাণ-পাতে ভূমির খনন ও কর্ষণাদি ব্যাপারে উদ্যুক্ত হয়, তাহাদের ভূমির কর্ষণাদি কার্য্য উত্তমরূপ হওয়ায়, শস্যাদি ফল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে। সেইরূপ যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা বা ধনের কামনায় প্রচুর শাস্ত্রগ্রন্থ অভ্যাস করে, তাহার বিদ্যাবত্তার বিশেষ পরিচয় হয় না। কিন্তু যে কোন কামনা হৃদয়ে না রাখিয়া গ্রন্থের মর্ম্ম-গ্রহণার্থ গ্রন্থ সংগ্রহে বিদ্যার অভ্যাস করেন, তিনি প্রকৃত পাণ্ডিত্য লাভে ধন এবং যশঃ উভয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব কর্তৃত্বে উপেক্ষা করত কেবল ভগবানের উপর নির্ভর দিয়া কায়মনোবাক্যে কর্ম্মের সুচারু নিষ্পন্নত্বের প্রতি লক্ষ্য করত কর্ম্ম করেন, তিনি নিজের উপযুক্ত যোগ্যতা লাভে ঐহিক ও পারমার্থিক উভয় ফলই লাভ করিতে পারেন। এমন কি! কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানও যদি এই সম-বুদ্ধিতে সম্পন্ন করা হয়, তাহাও নিষ্কাম ও ভগবদর্পিত কর্ম্মের ন্যায়, অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি ও জ্ঞান-প্রাপ্তির দ্বারা শুভাশুভ উভয় ফলের পরিহারে মুক্তিলাভে অধিকারী হয়। অতএব সম-বুদ্ধির আশ্রয় একান্ত প্রার্থনীয়! তাহাতে নর-হত্যারূপ ভীষণ যুদ্ধ-ব্যাপারেও অর্জ্জুনের কোনরূপ ভয়ের আশঙ্কা নাই; ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে ॥৫০॥

জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ।

কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা জন্মবন্ধ-বিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তঃ অনাময়ং সর্ব্বোপদ্রব-রহিতং বিষ্ণোঃ পদং মোক্ষং গচ্ছন্তি প্রপ্নুবন্তি ॥ ৫১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রাপ্তিঃ, কর্ম্মজং ফলং কর্ম্মভ্যো জাতং। বুদ্ধিযুক্তাঃ সমত্ববুদ্ধিযুক্তাঃ সন্তো হি যস্মাৎ ফলং ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূত্বা জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ জন্মৈব বন্ধো জন্মবন্ধস্তেন বিনির্ম্মুক্তাঃ জীবন্ত এব জন্মবন্ধাৎ বিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তঃ পদং পরমং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যস্মাদিতি। সমত্ববুদ্ধ্যা যস্মাৎ কর্ম্মানুষ্ঠীয়মানং দুরিতাদি ত্যাজয়তি তস্মাৎ পরম্পরয়াঽসৌ মুক্তিহেতুরিত্যর্থঃ। মনীষিণো হি জ্ঞানাতিশয়বন্তো বুদ্ধিযুক্তাঃ সন্তঃ স্বধর্ম্মাখ্যং কর্ম্মানুতিষ্ঠন্ত স্ততো জাতং ফলং দেহপ্রদং তে হিত্বা জন্মলক্ষণাৎ বন্ধাদ্বিনির্ম্মুক্তা বৈষ্ণবং পদং সর্ব্বসংসার-সংস্পর্শ-শূন্যং প্রাপ্নুবন্তীতি শ্লোকোক্তমর্থং শ্লোকযোজনয়া দর্শয়তি কর্ম্মজমিত্যাদিনা। ইষ্টো দেহো দেবাদিলক্ষণোঽনিষ্টো-দেহস্তির্য্যগাদিলক্ষণ স্তৎপ্রাপ্তিরেব কর্ম্মণো জাতং ফলং তদ্‌যথোক্তং বুদ্ধিযুক্তা

স্বামিকৃতটীকা।

কর্ম্মণাং মোক্ষসাধনত্বপ্রকারমাহ কর্ম্মজমিতি। কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বাণা মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূত্বা জন্মরূপেণ বন্ধেন বিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তোঽনাময়ং সর্ব্বোপদ্রবরহিতং বিষ্ণোঃ পদং মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্তি ॥ ৫১॥

যোগ-বুদ্ধি-বিশিষ্ট মনীষিগণ সর্ব্ববিধ কর্ম্মফল উপেক্ষা-বুদ্ধিতে পরিত্যাগ করায়, জন্মের মূল কারণ ফলাসক্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভে সর্ব্বোপদ্রব-রহিত বিষ্ণুর পরম পদে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥

আভাস।

কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, দ্বিবিধ ফলের সম্ভাবনা হয়। একটী আত্মনিষ্ঠ, অপরটী প্রাপ্তিনিষ্ঠ। সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত রাজা লোক সংগ্রহ করেন এবং তাহাদের হস্তে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র প্রদানে, যুদ্ধের কৌশল এবং অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চালনের প্রয়োগ-পদ্ধতি শিক্ষা দেন। উক্ত ব্যক্তির দ্বারা যুদ্ধ করান রাজার মনোগত কামনা বা অভিপ্রায় হইলেও, অশিক্ষিত সুতরাং কার্য্যে অপটু

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিষ্ণো র্ভোগাখ্যং গচ্ছন্ত্যনাময়ং সর্ব্বোপদ্রবরহিতমিত্যর্থঃ। অথ বা বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়েত্যারভ্য পরমার্থদর্শন-লক্ষণৈব সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়া কর্ম্মযোগজা সত্ত্বশুদ্ধির্দর্শিতা সাক্ষাৎ সুকৃত-দুষ্কৃত-প্রহাণাদিহেতুত্বশ্রবণাৎ ॥ ৫১ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

জ্ঞানিনো ভূত্বা তত্ফলাদেব পরিত্যজ্য বন্ধবিনির্ম্মুক্তিপূর্ব্বকং জীবন্মুক্তাঃ সন্তো বিদেহ-কৈবল্য-ভাজো ভবন্তীত্যর্থঃ। বুদ্ধিযোগাদিত্যাদৌ বুদ্ধিশব্দস্য সমত্ববুদ্ধিরর্থো ব্যাখ্যাতঃ। সম্প্রতি পরম্পরায়াং পরিশুদ্ধ্যা সুকৃত-দুষ্কৃত-প্রহাণহেতুত্বস্য সমত্ববুদ্ধাবসিদ্ধেঃ বুদ্ধিশব্দস্য যোগ্যমর্থান্তরং কথয়তি অথবেতি। অনবচ্ছিন্ন-বস্তু-গোচরত্বেনানবচ্ছিন্নত্বং তস্যাঃ সূচয়ন্ বুদ্ধ্যন্তরাদ্বিশেষং দর্শয়তি সর্ব্বত ইতি। অসাধারণং নিমিত্তং তস্যা-নির্দ্দিশতি কর্ম্মেতি। যথোক্ত-বুদ্ধিশব্দার্থত্বে হেতুমাহ সাক্ষাদিতি। জন্মবন্ধবিনির্ম্মোকাদিরাদিশব্দার্থঃ ॥ ৫১ ॥

আভাস।

ব্যক্তির দ্বারা যুদ্ধ করান কখনই সঙ্গত নহে; সুতরাং তাহার শিক্ষা করা প্রয়োজন বিবেচনা করত, সর্ব্বাগ্রে অস্ত্রপ্রয়োগের কৌশল তাহাকে অভ্যস্ত করান। এই অভ্যাসটী সৈনিক পুরুষের কেবল হস্তপদাদি দেহের উপর যে নির্ভর করে, তাহা নহে। প্রথমত দেহের উপর নির্ভর করার মত মনে হইলেও, ক্রমশঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের লক্ষ্য করান প্রয়োজন; তৎপরে মনের উদ্যম, তৎপরে প্রয়োজনের অনুবোধে অহঙ্কারের অর্থাৎ আমিত্বের উদ্যম, সর্ব্বশেষে বুদ্ধি বা বিচার-শক্তির উদ্যমে প্রাপ্ত ফলের ভাল মন্দ মীমাংসা হইয়া থাকে। তখন যুদ্ধ প্রস্তুত হইল।

সাধারণত সৈন্যগণকে গুলি মারিবার লক্ষ্য বা তাগ শিখাইতে হইলে একটী প্রশস্ত বোর্ডের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্ন দিয়া তাহার কোন একটী চিহ্নে গুলি মারিবার জন্য সৈনিক-নেতাগণ উপদেশ দেন। সৈনিক পুরুষ বন্দুকের প্রয়োগে সেই দাগে গুলি বর্ষণের চেষ্টা করিতে থাকে। যদিও সে চেষ্টাটী কেবল হস্তের উপর নির্ভর করিতেছে মনে হয়, তাহা নহে। বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন এবং ইন্দ্রিয়গণ একত্র সমভাবে কার্য্য না করিলে, ঠিক দাগে গুলিটী নিক্ষিপ্ত হয় না। যতক্ষণ এই চারিটীর ঐক্যভাব না হয়, ততক্ষণ গুলি বর্ষণ করিতে হয়। এই চারিটীর একত্র একাগ্রতার পরিচয়ই ক্রিয়ার নিষ্পত্তি। তন্মধ্যে উক্ত বুদ্ধি অহঙ্কার মন ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন একটীর বর্ধবধি জন্য কোন উদ্দেশ্য

যদা তে মোহ-কলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ।

তে তব বুদ্ধিঃ যদা মোহকলিলং মোহাত্মকং কালুষ্যং দুর্গং বা অতিতরিষ্যতি ব্যতিক্রমিষ্যতি তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং গন্তাসি শুদ্ধভাবং প্রাপ্স্যসি ॥ ৫২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যোগানুষ্ঠানজনিত সত্ত্বশুদ্ধিজা বুদ্ধিঃ কদা প্রাপ্যতে ইত্যুচ্যতে যদেতি। যদা যস্মিন্ কালে তে তব মোহকলিলং মোহাত্মকমবিবেকরূপং কালুষ্যং যেনাত্মানাত্ম-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যস্মিন্ কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে পরমার্থলক্ষণা বুদ্ধিরুদ্দেশ্যতয়া যুজ্যতে তস্মাৎ কর্ম্মণঃ সকাশাৎ ইতরৎ কর্ম্ম তথাবিধোদ্দেশ্যভূতবুদ্ধিসম্বন্ধবিধুরমতিশয়েন নিকৃষ্যতে ততশ্চ পরমার্থবুদ্ধিমুদ্দেশ্যত্বেনাশ্রিত্য কর্ম্মানুষ্ঠাতব্যং পরিচ্ছিন্নফলান্তরমুদ্দিশ্য তদনুষ্ঠানে কার্পণ্যপ্রসঙ্গাৎ, কিন্তু পরমার্থবুদ্ধিমুদ্দেশ্যামাশ্রিত্য কর্ম্মানুষ্ঠিতঃ করণ-শুদ্ধিদ্বারা পরমার্থ-দর্শনসিদ্ধৌ জীবন্নেব দেহে সুকৃতাদি হিত্বা মোক্ষমধিগচ্ছতি তথা চ পরমার্থদর্শনলক্ষণযোগার্থং মনো ধারয়িতব্যং যোগশব্দিতং পরমার্থদর্শন-

স্বামিকৃতটীকা।

কদাহং তৎপদং প্রাপ্স্যামীত্যপেক্ষায়ামাহ যদেতি দ্বাভ্যাং। মোহো দেহাদি-ষ্বাত্মবুদ্ধিস্তদেব কলিলং গহনং, কলিলং গহনং বিহ্বরিত্যভিধানকোষস্মৃতেঃ, ততশ্চায়মর্থঃ, এবং পরমেশ্বরারাধনে ক্রিয়মাণে যদা তৎপ্রসাদেন তব বুদ্ধির্দেহা-

হে অর্জ্জুন! তোমার এই ঘোর অবিবেক-রূপ মোহান্ধকারকে যখন তোমার বুদ্ধি অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবে, তখন যে সকল ভোগ-ফলের কথা শুনিয়াছ বা পরে শ্রবণ করিবে, সেই সকল বিষয়ের প্রতি তোমার বৈরাগ্যের উদয়ে শান্তি লাভ করিবে; আর সেই সকল ভোগ্যের জন্য উদ্বিগ্ন হইবে না ॥ ৫২ ॥

আভাস।

বা ফলের প্রতি ধাবমান ভাব থাকে, ততক্ষণ ক্রিয়া নিষ্ফল। যখনই পৃথক্ উদ্দেশ্য-বিহীন হইয়া, এক উদ্দেশ্যে সকলে নিয়োজিত হইল, অমনি

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিবেকবোধং কলুষীকৃত্য বিষয়ং প্রত্যন্তঃকরণং প্রবর্ত্ততে তত্ত্বে তব বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি ব্যতিক্রমিষ্যতি অতিশুদ্ধভাবমাপৎস্যত ইত্যর্থঃ, তদা তস্মিন্ কালে গন্তাসি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মুমুক্ষুস্তয়া কর্ম্মস্বনুনিষ্ঠতো নৈপুণ্যমিষ্যতে যদি চ পরমার্থদর্শনমুদ্দিশ্য তদযুতাঃ সন্তঃ সমারভেরন্ কর্ম্মাণি তদা তদনুষ্ঠানজনিত-বুদ্ধিশুদ্ধ্যা জ্ঞানিনো ভূত্বা কর্ম্মজং ফলং পরিত্যজ্য নির্মুক্তবন্ধনা মুক্তিভাজো ভবন্তীত্যেবমস্মিন্ পক্ষে শ্লোকত্রয়াক্ষরাণি ব্যাখ্যাতব্যানি। যথোক্তবুদ্ধিপ্রাপ্তকালং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি যোগেতি। শ্রুতং শ্রোতব্যং দৃষ্টং দ্রষ্টব্যমিত্যাদৌ ফলাভিলাষপ্রতিবন্ধান্নোক্তা বুদ্ধিরুদেষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ যদেতি। বিবেক-পরিপাকাবস্থা কালশব্দেনোচ্যতে। কালুষ্যন্ত দোষ-

স্বামিকৃতটীকা।

ত্তিমান-লক্ষণং মোহময়ং গহনং দুর্গং বিশেষেণাতিতরিষ্যতি, তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চার্থস্য নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং গন্তাসি প্রাপ্স্যসি তয়োরনুপাদেয়ত্বেন জিজ্ঞাসাং ন করিষ্যসীত্যর্থঃ॥ ৫২॥

আভাস।

সৈনিক-পুরুষ গুলি-বর্ষণের দ্বারা স্থির লক্ষ্যে আঘাত করিতে কৃতকার্য্য হইল।

এই একাগ্রতা সকল ইন্দ্রিয়ের এক সময়ে হয় না; একে একে সকলগুলিকে অভ্যাসের দ্বারা একাগ্রতা শিখাইতে হয়। সে শিক্ষাও দুই প্রকারে হয়; উর্দ্ধ হইতে নিম্ন পর্য্যায়ে এবং নিম্ন হইতে উচ্চ পর্য্যায়ে। অর্থাৎ বুদ্ধির অহঙ্কার মন এবং ইন্দ্রিয়ের পরপর চেষ্টা এবং ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার এবং বুদ্ধি উত্তরোত্তর নিম্ন হইতে উর্দ্ধ-পর্য্যায়ে আত্মনিষ্ঠ চেষ্টার গতিকে অভ্যাস করিতে হয়।

কোন লক্ষ্যকে অবলম্বন পূর্ব্বক যখন বুদ্ধি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার কর্ত্তৃত্বের অনুরোধে উত্তরোত্তর অহঙ্কার মন ও ইন্দ্রিয়গণও অগ্রসর হইয়া সে কার্য্য সমাধা করে। বুদ্ধিতে বস্ত্র কি পুস্তক লইবার ইচ্ছা হইলে, সে ইচ্ছা ক্রমশঃ অহঙ্কার, মন এবং ইন্দ্রিয়াদি হস্তে প্রসারিত হইয়া, হস্ত বস্তুটী গ্রহণ করিল। সেইরূপ যোগকার্য্যেও উত্তরোত্তর অভ্যাসের প্রয়োজন। ইহা আমরা অতি শিশুর ক্রম-উদ্দীপনায় এবং তত্তৎকার্য্যে দক্ষতার পরিচয়ে স্পষ্টত বুঝিতে পারি। উচ্চ হইতে নিম্নে, অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে ইন্দ্রিয় বা দেহে নামিবার কর্ম্মটী কেবল প্রাপ্তিনিষ্ঠ ভোগের উপলক্ষে মাত্র। ইন্দ্রিয়াদিকে ভোগকর্ম্মে পটু করিবার প্রধান নেতা বুদ্ধি। বুদ্ধি যাহাকে ভাল বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল, তাহা প্রকৃত ভাল কি না

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রাপ্স্যসি নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ, তদা শ্রোতব্যং শ্রুতঞ্চ তে নিষ্ফলং প্রতিপদ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫২ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পর্য্যবসায়িত্বং দর্শয়ন্ বিশিনষ্টি যেনেতি। তদনর্থরূপং কালুষ্যং তবেত্যন্বয়ার্থং পুনর্ব্বচনং। বুদ্ধিশুদ্ধিফলস্য বিবেকস্য প্রাপ্ত্যা বৈরাগ্যপ্রাপ্তিং দর্শয়তি তদেতি। অধ্যাত্ম-শাস্ত্রাতিরিক্তং শাস্ত্রং শ্রোতব্যাদিশব্দেন গৃহ্যতে। উক্তং বৈরাগ্যমেব স্ফোরয়তি শ্রোতব্যমিতি। যথোক্তবিবেকসিদ্ধৌ সর্ব্বস্মিন্ননাত্মবিষয়ে নৈষ্ফল্যং প্রতিভাতীত্যর্থঃ॥ ৫২ ॥

আভাস।

ব্যবহারে তাহা ধারণা করিবার মানসে ভোগকর্ত্তা ভোগায়তন দেহে বিদ্যমান ইন্দ্রিয়কে প্রেরণা করে। অতএব ভোগের জন্য যেমন ইন্দ্রিয় বহির্ভাগে গমন করে, সেইরূপ বুঝিবার জন্য বুদ্ধি অন্তর্মুখে যায়; উভয়ে উভয় ভোগ এবং জ্ঞানের প্রান্ত সীমায় অবস্থান করিতেছে। বুদ্ধির সাহায্য ব্যতীত যেমন ভোগের সিদ্ধান্ত হয় না, আবার ভোগের কর্ত্তা ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত বুদ্ধির কৃতার্থতা হয় না। সুতরাং পরস্পরে পরস্পরের মুখাপেক্ষা। যে বালক মুখে পুস্তক পড়ে, মনে অন্য চিন্তা করে, তাহার পাঠ সত্বর অভ্যাসে আসে না। কিন্তু পড়িবার সময় অন্য চিন্তা না করিয়া পড়িলে, পাঠ সত্বর কণ্ঠস্থ হয়; কারণ পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা ধারণার দ্বারা বুদ্ধি স্থির হয়। অতএব বুদ্ধির অনুগত যেমন ইন্দ্রিয়বর্গ, আবার ইন্দ্রিয়বর্গের অনুগতও বুদ্ধি। সুতরাং অন্যমনস্ক হইবার ন্যায়, কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগরিত রাখিয়া, নিত্য নৈমিত্তিকাদি যে কোন কর্ম্মে মানব প্রবৃত্ত হউক না, প্রকৃত ফল বুদ্ধির একাগ্রতা ও সুস্থভাব সাধিত না হইয়া, কর্ম্ম ফলেরই সংস্রব রহিয়া যায়। কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্ম করিলে, কর্ম্মটী সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয় এবং চিত্তও এরূপ ভাবে নিশ্চল ও নির্ম্মল হয় যে, তখন তাদৃশ চিত্ত যে কোন বিষয়ে ধারণা করিতে অগ্রসর হইবে, তাহাতেই সংযত হইবার যোগ্যতা সে লাভ করে। সুতরাং পূর্ব্বেই প্রকাশ করা হইয়াছে যে, মানব বুঝিয়া করে এবং করিয়া বুঝে। বুঝিয়া করাটী বহির্মুখী বৃত্তি; কিন্তু করিয়া বুঝাটী অন্তর্মুখী বৃত্তি। প্রবৃত্তিরূপ-জ্ঞানে ভোগ করিতে অগ্রসর হইলে, অন্তঃকরণ ভোগে কলুষিত হয়।

আভাস।

কিন্তু করিয়া বুঝিলে অন্তঃকরণের ভ্রম সংশোধিত হইয়া, বুদ্ধির নির্ম্মল ভাব ধারণ করা হয়। সুতরাং বুঝিয়া করার নাম সংসার এবং করিয়া বুঝাটী বিবেক-বাহী মুক্তির পথ। কিন্তু উভয় ব্যপারে বিবেককে সঙ্গে রাখা মানব মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

ঐহিকের ভোগে ত্রিগুণাত্মক দুঃখময় ভাবের মিলন অনুভব করিয়া, অনুমান ও শাস্ত্রবাক্যের আশ্রয়ে পারমার্থিক স্বর্গাদি ভোগেরও ঐরূপ দুঃখরূপতা বিবেচনা করত, বিবেকী মনীষিগণ সর্ব্ববিধ ভোগে বিরক্ত হইয়া, নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইয়া থাকেন। সকাম রাজসূয়াদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, স্বর্গাদি সুখময় ভোগ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাও ত চিরস্থায়ী নহে। কারণ পূর্ব্বে যাহা ছিল না, কর্ম্মের দ্বারা পাওয়া গিয়াছে, পুণ্যক্ষয়ে তাহারও ত অভাব বা বিচ্ছেদ ত নিশ্চয়ই হইবে। আদিতে যাহা ছিল না, মধ্য সময়ে কেবল দেখা দিয়াছে মাত্র, কিন্তু আবার কাল আসিতেছে, যখন পুনরায় তাহার অভাব হইবে। কিম্বা কর্ম্মীর পুণ্য ক্ষয়ে, তাদৃশ ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া কর্ম্মানুরূপ ভোগলোকে তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। শুন অর্জ্জুন! এই সৃষ্টির নাম সংসার! ইহার সকল ভাবই পরিবর্ত্তনের গতিতে নিরন্তর প্রসারিত হইয়া, সৃষ্টির আরম্ভ হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত প্রত্যেক ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে, যে পূর্ণ জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে নির্গত হইয়াছিল, তাহাতেই পর্য্যবসিত হইয়া শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিবে। সুতরাং ভোগী জীব, ভোগকাল এবং ভোগ্য বস্তু ইহাদের কিছুরই চিরস্থায়িত্ব নাই। নিরন্তর পরিণত হইবার ক্লেশ সকলকেই উপভোগ করিতে হয়। এই সংসারিক কর্ম্ম-মার্গে সুখ শান্তির সম্ভাবনা পর্য্যন্ত কুত্রাপি কোন কালে থাকিতে পারে না। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলেও আমরা বুঝিতে পারিব যে, শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের ফলও ঠিক প্রত্যাশানুরূপ হয় না! কারণ মন্ত্র উচ্চারণের দোষ, কর্ত্তা বা পুরোহিতের ভ্রম, উপযুক্ত দ্রব্যের অসংযোগ এবং নিষিদ্ধ হিংসাদি ব্যাপার, অর্থাৎ পশু ও বীজাদি বধ-মর্দ্দন-জনিত পাপ উক্ত অপূর্ব্ব অর্থাৎ পুণ্যের সহিত মিলিত থাকায়, প্রকৃত প্রমাণের অনুরূপ ভোগ্য ফলেরও সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। সুতরাং পুণ্যের সহিত পাপও ভোগ করিতে হয়। অতএব বেদোক্ত কাম্য কর্ম্মকাণ্ডের আশ্রয়ে মানব কখন সুখী হইতে পারে না অবধারণ করিয়া, বিবেকিগণ

শ্রুতি-বিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধি স্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না শ্রুতিভিঃ বিপ্রতিপন্না বিক্ষিপ্তা সতী তে তব বুদ্ধিঃ যদা নিশ্চলা বিক্ষেপ রহিতা সতী সমাধৌ আত্ম-স্বরূপে অচলা স্থিরা স্থাস্যতি তদা ত্বং যোগং যোগফলং তত্ত্বজ্ঞানং অবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

মোহকলিলাত্যয়-দ্বারেণ লব্ধাত্মবিবেকজ-প্রজ্ঞঃ কদা কর্ম্মযোগজং ফলং পরমার্থ-যোগমবাপ্স্যামীতি চেৎ তচ্ছৃণু শ্রুতিবিপ্রতিপন্নেতি। শ্রুতিবিপ্রতিপন্না অনেক-সাধ্য সাধন সম্বন্ধ প্রকাশন-শ্রুতিভিঃ শ্রবণৈ র্বিপ্রতিপন্না নানাপ্রতিপন্না অধ্যাত্ম-শাস্ত্রাতিরিক্ত-শাস্ত্রশ্রুত্যর্থঃ, শ্রুতিবিপ্রতিপন্না বিক্ষিপ্তা সতী তে তব বুদ্ধি র্যদা যস্মিন্

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বুদ্ধিশুদ্ধিবিবেকবৈরাগ্যাসিদ্ধবপি পূর্ব্বোক্তবুদ্ধিপ্রাপ্তিকালো দর্শিতো ন ভবতীতি শঙ্কতে মোহেতি। প্রাপ্তবিবেকাদি-যুক্ত-বুদ্ধেরাত্মনি নৈশ্চল্যাবস্থায়াং প্রকৃতবুদ্ধি-সিদ্ধিরিত্যাহ তৎশৃণ্বিতি। পৃষ্টং কাল-বিশেষাখ্যং প্রশ্ন উত্তরেণ গৃহ্যতে, বুদ্ধেঃ

স্বামিকৃত টীকা।

তচ্চ শৃণ্বিতি। শ্রুতিভি র্নানালৌকিকবৈদিকার্থশ্রবণৈ র্বিপ্রতিপন্না ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তা সতী তব বুদ্ধি র্যদা সমাধৌ স্থাস্যতি, সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিঃ পরমেশ্বরস্তস্মিন্ নিশ্চলা বিষয়ান্তরৈরনাকৃষ্টা অতএবাচলা অভ্যাস-পাটবেন তত্রৈব স্থিরা চ সতী তদা যোগং যোগফলং তত্ত্বজ্ঞানমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

বিচিত্র সুখ-দুঃখপ্রদ অনন্ত কর্ম্ম-ফলের কথা শ্রবণে বিরক্ত হইয়া তোমার চিত্ত যখন স্থির হইবে, আর ভোগের জন্য উৎসুক হইবে না, তখনই তুমি আত্মার স্বরূপ চিন্তনে যোগ্যতা লাভে সমাহিত হইবে। সেই কালেই তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভে যোগের ফল প্রত্যক্ষে অনুভব করিবে ॥ ৫৩ ॥

আভাস।

ভোগের লালসা সম্পূর্ণ পরিহার পূর্ব্বক সকাম ও নিষ্কাম উভ বিধ কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। চিত্তের শুদ্ধিত্ব সম্পাদনই কর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য। ফলের

শাঙ্করভাষ্যম্।

কালে স্থাস্যতি স্থিরীভূতা ভবিষ্যতি নিশ্চলা বিক্ষেপ-চলন-বর্জ্জিতা সতী সমাধৌ সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিরাত্মা তস্মিন্নাত্মনীত্যেতদচলা তত্রাপি বিকল্প-বর্জ্জিতেত্যেতদ্বুদ্ধিরন্তঃকরণং, তদা তস্মিন্ কালে যোগমবাপ্স্যসি বিবেকপ্রজ্ঞাং সমাধিং প্রাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্নত্বং বিষদয়তি অনেকেতি। নানাশ্রুতি-বিপ্রতিপন্নত্বমেব সংক্ষিপতি বিক্ষেপেতি। উক্তং হেতুদ্বয়মনুরুধ্য বৈরাগ্যপরিপাকাবস্থা কালশব্দার্থঃ, নৈশ্চল্যং বিক্ষেপ-রাহিত্যং, অচলত্বং বিকল্পশূন্যত্বং, বিক্ষেপো বিপর্য্যয়ো বিকল্পঃ সংশয় ইতি বিবেকঃ, বিবেকদ্বারা জাতা প্রজ্ঞা প্রাগুক্তা বুদ্ধিঃ সমাধি স্তত্রৈব নিষ্ঠা ॥ ৫৩ ॥

আভাস।

লক্ষ্য গৌণ। তবে সকাম কর্ম্মে ফলশ্রুতি থাকায়, চিত্তের একাগ্রতা যেরূপ প্রচুর পরিমাণে সত্বর হয়, নিষ্কাম কর্ম্মে তাদৃশ হয় না। তজ্জন্য মনীষিগণ প্রথমত কাম্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও, বিচার-বলে চিত্তকে নিষ্কাম ভাবে পরিণত করাইয়া মুক্তি-পথের পথিক করিতে পারেন।

ফলের সম্বন্ধ থাকিলেই তদ্‌ভোগার্থ পুনর্জ্জন্ম নিশ্চয়ই গ্রহণ করিতে হইবে। সেই জন্মে পুনরায় অভাবের পুরণার্থ বা প্রয়োজনের প্রতিকারার্থ পুনঃ কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই প্রকারে জন্ম জন্মান্তর পরিগ্রহ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। মানব হৃদয়ে ভোগের প্রাপ্তিতে সুখ এবং তাহার অভাবে বা অপ্রাপ্তিতে দুঃখ, এই মোহ যদবধি হৃদয়ে সঞ্চিত থাকিবে, তদবধি তাহার শান্তি কখনই আসিবে না। যখন বিচার-প্রভাবে বুদ্ধিতে অবধারিত হইবে যে, ফলের প্রাপ্তিতে সুখ নাই; বরং তাহার অর্জ্জন ও রক্ষণে অশেষ দুঃখ, তখনই ত্যাগের অভিমুখে চিত্ত ধাবিত হইবে এবং তখনই সংসার-শূন্য নিরাকার পূর্ণানন্দস্বরূপ পরমেশে চিত্ত সংলগ্ন হইয়া জীবের পরমানন্দ প্রাপ্তি ঘটিবে। এই মোহ-কলিল অর্থাৎ মোহ-দুর্গকে অতিক্রম করা সহজ নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন, বিজ্ঞান-সারথি র্যস্ত মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥ মোহ-দুর্গকে অতিক্রম করিতে হইলে, বিচার জ্ঞানকে সারথিরূপে এই দেহ-রথে উপবেশন করাইয়া, ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব-সমূহকে ভোগ্য বিষয়-পথে যে মানব চালিত করিতে পারেন, তাঁহার গন্তব্য বিষ্ণুর পরম স্থান অতি নিকট

অর্জ্জুন উবাচ—স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ।

অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে কেশব! সমাধিস্থস্য (সমাধৌ স্থিতস্য) স্থিতপ্রজ্ঞস্য (স্থিতা নিশ্চলা প্রজ্ঞা বুদ্ধিঃ যস্য তস্য) কা ভাষা, স কিং প্রভাষেত, কিং আসীত কিং ব্রজেত; কথং ভাষণং আসনং ব্রজনং চ কুর্য্যাং ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রশ্নবীজং প্রতিলভ্য অর্জ্জুন উবাচ লব্ধসমাধিপ্রজ্ঞস্য লক্ষণবুভুৎসয়া, স্থিত-প্রজ্ঞস্যেতি। স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্থিতা প্রতিষ্ঠিতা অহমস্মি পরং ব্রহ্মেতি প্রজ্ঞা যস্য স স্থিতপ্রজ্ঞ স্তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা কিম্ ভাষণং বচনং কথমসৌ পরৈ র্ভাষ্যতে

আভাস।

হইয়া পড়ে। অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধিতে নিষ্কাম ভাবে নিরন্তর কর্ম্ম করিলে, চিত্ত বিশুদ্ধ হয় এবং "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই শ্রুত্যুক্ত সর্ব্বানন্দপ্রদ সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা এক বিন্দুতে স্থির হইয়া সংসার-স্রোত হইতে মুক্তিলাভ করে। সেখানে বিজাতীয় সুখ দুঃখের কোন সম্পর্ক থাকে না। তখন তাহার মোহ-দুর্গ নিবারিত হইয়া, "ত্যাগাৎ শান্তিঃ" এই নির্ম্মল জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ হইতে থাকে। সুতরাং পূর্ব্বে বেদোক্ত কর্ম্ম-কাণ্ডে যে সকল ফল-শ্রুতির উল্লেখ শ্রবণে চিত্ত তাহার অভিমুখে অগ্রসর ছিল, পরে আর সেরূপ থাকে না; এবং পুনরায় তাদৃশ ফলশ্রুতি শ্রবণেও মন তৎপ্রতি ধাবিত হয় না। তখন ইহকাল বা পরকালের ভোগের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, মন সুস্থভাব ধারণ করিলে, চিত্ত আত্ম-চিন্তনে অধিকারী হয়। তখনই ধারণা হইবে যে, কাম্য ফলের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম করিলে, মানবের সংসার-স্রোতেরই শ্রীবৃদ্ধি হয়; এবং আত্ম-চিন্তনে অচল চিত্তকে পরমাত্ম চিন্তনে সন্নিবেশ করিতে পারিলেই, অপার শান্তি এবং সর্ব্ববিধ সংসার-রোগ হইতে মুক্তিলাভ হয়। অতএব অধ্যাত্ম শাস্ত্র শ্রবণ এবং তত্তদ্ ভাবের অনুষ্ঠান করাই মানব-জীবনের মূল উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হইলে, অন্তঃকরণে যোগ বা সমাধির অধিকার জন্মে; এবং মানব জীবন কৃতার্থ হয় ॥ ৫১ । ৫২ । ৫৩ ॥

এক্ষণে অর্জ্জুনের হৃদয়ে পুনঃ প্রশ্নের উদয় হইল যে, এ জাতীয় উপদেশ শ্রবণে হৃদয়ে শান্তি আইসে সত্য! কিন্তু কার্য্যে তাহা কেহ কখন পরিণত করিতে

শাঙ্করভাষ্যম্।

সমাবিস্থস্য সমাধৌ স্থিতস্য কেশব! স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞশ্চ স্বয়ং বা কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিং! আসনং ব্রজনং বা তস্য কিং কথমিত্যর্থঃ। স্থিত-প্রজ্ঞস্য লক্ষণমনেন শ্লোকেন পৃচ্ছতি॥ ৫৪॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সন্ন্যাসিনো জ্ঞাননিষ্ঠা তৎপ্রাপ্তিবচনং প্রশ্নবীজং পৃচ্ছতোঽর্জ্জুনস্যাভিপ্রায়মাহ লব্ধেতি। লব্ধা সমাধাবাত্মনি সমাধানেন বা প্রজ্ঞা পরমার্থ-দর্শনলক্ষণা যেন তস্যেতি যাবৎ। ননু তস্য ভাষা তত্তৎকার্য্যানুরোধিনী ভবিষ্যতি কিমিত্যসৌ বিজিজ্ঞাস্যতে তত্রাহ কথমিতি। জ্ঞাননিষ্ঠস্য লক্ষণ-বিবক্ষয়া প্রশ্নমবতারয়ন্ তন্নিষ্ঠাসাধনবুভুৎসয়া বিশিনষ্টি সমাধিস্থস্যেতি। তস্যৈবার্থক্রিয়াং পৃচ্ছতি স্থিতধীরিতি॥ ৫৪॥

স্বামিকৃতটীকা

পূর্ব্বশ্লোকোক্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য লক্ষণং জিজ্ঞাসুরর্জ্জুন উবাচ স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষেতি। স্বাভাবিকে সমাধৌ স্থিতস্য অতএব স্থিতা নিশ্চলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্য তস্য ভাষা কা, ভাষ্যতে অনয়েতি ভাষা লক্ষণমিতি যাবৎ, স কেন লক্ষণেন স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যত ইত্যর্থঃ, তথা স্থিতধীঃ কিং কথং ভাষণমাসনং ব্রজনঞ্চ কুর্য্যাদি-ত্যর্থঃ॥ ৫৪॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শ্রবণে অর্জ্জুন বলিলেন, হে কেশব! সমাহিত চিত্ত মানবের বুদ্ধি স্থির হইয়া যে অচল ভাবে থাকে, তাদৃশ স্থির-মতি মানব কিরূপে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন! তাঁহা-দের অভিবাদন উপবেশন এবং গমনাগমন কিরূপে সাধিত হয় এবং তাঁহাদের ব্যবহারাদিও কিরূপ হইয়া থাকে?॥ ৫৪॥

আভাস।

পাবে কি না! সাধুর বেশ ধরিয়া, সন্ন্যাসী ভাবের পরিচয় দেওয়া জগতে বিস্তর থাকিতে পারে! তাহাদের অনুকরণে ত জীবন শীতল হয় না। প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং আত্মানন্দ-পরায়ণ যোগীর পরিচয় কি প্রকারে পাওয়া যায়! তাঁহাদের আচার, ব্যবহার এবং লোক-সমাজের সমীপে আচরণ বা রীতি নীতির এমন কি একটু বিশেষ পার্থক্য আছে, যাহা দেখিয়া এবং বুঝিয়া আমরা অবধারণ করিতে পারি যে, এই উপদেশ কার্য্যে পরিণত করা সুসাধ্য এবং শান্তিপ্রদ! বুদ্ধিকে নিশ্চল ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, আত্ম-

শ্রীভগবানুবাচ—প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে পার্থ! মনোগতান্ সর্ব্বান্ কামান্ যদা প্রজহাতি ত্যজতি, তথা আত্মনা বিবেকবুদ্ধ্যা আত্মনি স্ব স্বরূপে তুষ্টঃ ভবতি তদা সঃ যোগী স্থিত-প্রজ্ঞঃ উচ্যতে কথ্যতে ॥ ৫৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণমনেন শ্লোকেন পৃচ্ছতি, যো হ্যাদিত এব সন্ন্যস্য কর্ম্মাণি, জ্ঞানযোগনিষ্ঠায়াং প্রবৃত্তো যশ্চ কর্ম্মযোগেন তয়োঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্যেতি, প্রজহাতী-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রশ্নাক্ষরাণি ব্যাখ্যায় বাক্যার্থমাহ স্থিতপ্রজ্ঞস্যেতি। প্রতিবচনমবতারয়িতুং পাতনিকাং করোতি যো হীতি। হিতাদেন কর্ম্মসন্ন্যাস-কারণীভূত-বিরাগতাসম্পত্তিঃ সূচ্যতে, আদিতো ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায়ামেব যদ্বৎ, জ্ঞানমেব যোগো ব্রহ্মাত্মভাবপ্রাপকত্বাত্তস্মিন্নিষ্ঠা পরিসমাপ্তিস্তস্যামিত্যর্থ, কর্ম্মৈব যোগস্তেন কর্ম্মাণ্যসন্ন্যস্য তস্মি-

স্বামিকৃতটীকা।

অত্র চ যানি সাধকস্য জ্ঞানসাধনানি তান্যেব স্বাভাবিকানি সিদ্ধস্য লক্ষণানি। অতঃ সিদ্ধস্য লক্ষণানি কথয়ন্নেবান্তরঙ্গানি জ্ঞানসাধনান্যাহ যাবদধ্যায়সমাপ্তি,

---

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে কুন্তীনন্দন! মনোগত কামনা সমূহকে বিসর্জ্জন দিয়া, স্বকীয় বিবেক-বলে আত্মস্বরূপে যখন মানবের বুদ্ধি অপরোক্ষ ভবে তুষ্টি লাভ করে, তখনই তাঁহাকে স্থিত-প্রজ্ঞ যোগী-নামে অভিহিত করা যায় ॥ ৫৫ ॥

আভাস

চিন্তা করিবার অবসরে বিচিত্র কুহক-মিশ্রিত সংসার-কর্ম্ম কি প্রকারে সাধিত হইতে পারে, ইহাই অর্জ্জুনের জানিবার বিষয় ॥ ৫৪ ॥

গোবিন্দ এতদুত্তরে অর্জ্জুনকে বলিলেন যে, সকল ব্যাপারই অভ্যাসের অধীন। এই অভ্যাসটী মানবের চির জীবনের ফল। সুখ বা শান্তির আশা অন্তরে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াই মানব জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে এবং আজীবন তাহারই অন্বেষণে এই সংসার মরুভূমে বিচরণ করিতেছে। বাহিরে যাহারও নিকট

শাঙ্করভাষ্যম্।

ত্যারভ্যাধ্যায়পরিসমাপ্তিপর্য্যন্তং স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণং সাধনঞ্চোপদিশ্যতে সর্ব্বত্রৈব হি অধ্যাত্মশাস্ত্রে কৃতার্থলক্ষণানি যানি তান্যেব সাধনান্যুপদিশ্যন্তে যত্নসাধ্যত্বাৎ যানি যত্নসাধ্যানি সাধনানিচ লক্ষণানি ভবন্তি তানি শ্রীভগবানুবাচ, প্রজহাতীতি। প্রজহাতি প্রকর্ষেণ জহাতি পরিত্যজতি যদা যস্মিন্ কালে সর্ব্বান্ সমস্তান্ কামান্ ইচ্ছাভেদান্ হে পার্থ মনোগতান্ মনসি প্রবিষ্টান্ হৃদি প্রবিষ্টান্ সর্ব্বকামপরি-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ষ্ঠায়ামেব প্রবৃত্ত ইতি শেষঃ। ননু তৎকথমেকেন বাক্যেন অর্থদ্বয়মুপদিশ্যতে দ্বৈধার্থে বাক্যভেদান্ন চ লক্ষণমেব সাধনং কৃতার্থলক্ষণস্য তৎস্বরূপত্বেন ফলত্বে সাধনত্বানুপপত্তেরিতি তত্রাহ সর্ব্বত্রৈবেতি। যদ্যপি প্রকৃতার্থস্য জ্ঞানিনো জ্ঞানলক্ষণং তদ্রূপেণ ফলত্বান্ন সাধনত্বমধিগচ্ছতি তথাপি জিজ্ঞাসোস্তদেব প্রযত্নসাধ্যতয়া সাধনং সম্পদ্যতে লক্ষণঞ্চাত্র জ্ঞানসামর্থ্য-লব্ধমনূদ্যতে ন বিধীয়তে বিদুষো বিধিনিষেধাগোচরত্বাত্তেন জিজ্ঞাসোঃ সাধনানুষ্ঠানায় লক্ষণানুবাদাদেকস্মিন্নেব সাধনানুষ্ঠানে তাৎপর্য্যমিত্যর্থঃ। উক্তেঽর্থে ভগবদ্বাক্যমুত্থাপয়তি যানীতি। লক্ষণানি চ জ্ঞানসামর্থ্যলভ্যান্যযত্নসাধ্যানীতি শেষঃ। স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষেতি প্রথমপ্রশ্ন-

স্বামিকৃতটীকা।

তত্র প্রথম-প্রশ্নস্যোত্তরমাহ প্রজহাতীতি দ্বাভ্যাং। মনসি স্থিতান কামান্ যদা প্রকর্ষেণ জহাতি। ত্যাগে হেতুমাহ আত্মনীতি। আত্মন্যেব স্বস্মিন্নেব পরমানন্দস্বরূপ আত্মনা স্বয়মেব তুষ্ট ইত্যাত্মারামঃ সন্ যদা ক্ষুদ্রবিষয়াভিলাষাংস্ত্যজতি তদা তেন লক্ষণেন মুনিঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে॥ ৫৫॥

আভাস।

সেই শান্তির নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করে না। চিরকাল কঠোর পরিশ্রমের সহিত ভোগেরই সঞ্চয় করিতে থাকে; এবং ভোগেই সেই আনন্দ, তৃপ্তি এবং শান্তি যে অবশ্যম্ভাবী এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের মীমাংসায় আপনাকে স্থিরবুদ্ধি বা প্রজ্ঞাবান্ বলিয়া মনে করে। কিন্তু উত্তরোত্তর ভোগের সঞ্চয়ে যখন শান্তি বা আনন্দ প্রাপ্তির কথা দূরে থাকুক, বরং অশান্তি ও উদ্বেগেরই শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে, তখনই তাহার অভিজ্ঞতা আইসে যে, পরিজন বা ভোগ্য অতুল ঐশ্বর্য্যকে পরিত্যাগে কয়েক দিন বা কয়েক ক্ষণও নিশ্চিন্তে থাকিতে পারিলে, কতকটা শান্তিলাভ হয়। ভোগের যাতনা অনুভূত না হইলে, ত্যাগের বাসনা আসে

শাঙ্করভাষ্যম্।

ত্যাগে তুষ্টিকারণাভাবাচ্ছরীর-ধারণ-নিমিত্তশেষে চ সতি উন্মত্তপ্রমত্তস্যেব প্রবৃত্তিঃ প্রাপ্তেত্যত উচ্যতে আত্মনি এব প্রত্যগাত্মস্বরূপ এবাত্মনা স্বেনৈব বাহ্য-লাভনিরপেক্ষ স্তুষ্টঃ পরমার্থ দর্শনামৃতরস-লাভেনান্যস্মাদলং প্রত্যয়বান্ স্থিতপ্রজ্ঞঃ স্থিতা প্রতিষ্ঠিতাত্মানাত্মবিবেকজা প্রজ্ঞা যস্য স স্থিতপ্রজ্ঞো বিদ্বাংস্তদোচ্যতে ত্যক্তপুত্র-বিত্তলোকৈষণঃ সন্ন্যাসী আত্মারামঃ আত্মক্রীড়ঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ॥ ৫৫॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শ্লোকত্রয়মাহ প্রজহাতীতি। কামত্যাগস্য প্রকর্ষো বাসনারাহিত্যং কামানামাত্মনিষ্ঠত্বং কৈশ্চিদিষ্যতে তদযুক্তং তেষাং মনোনিষ্ঠত্বশ্রুতেরিত্যাশয়বানাহ মনোগতানিতি। আত্মন্যেবাত্মনেত্যাত্মনো... নিরস্যোক্তমনুবদতি সর্ব্বকামেতি। তুষ্টি ...কারণাভাববিষয়ঃ সর্ব্বপ্রবৃত্তেরুপশান্তিরিতি নেত্যাহ শরীরেতি। উন্মাদবানুন্মত্তো বিবেক-বিরহিত-বুদ্ধি-ভ্রমভাগী প্রকর্ষেণ মদমনুভবন্ বিদ্যমানমপি বিবেকং নিরস্যন্ ভ্রান্তবদ্ব্যবহরন্ প্রমত্ত ইতি বিভাগঃ। উত্তরার্দ্ধমবতার্য্য ব্যাকরোতি উচ্যত ইতি। আত্মন্যেবেত্যেবকারস্যাত্মনেত্যত্রাপি সম্বন্ধং দ্যোতয়তি স্বেনৈবেতি। বাহ্যলাভ-নিরপেক্ষত্বেন তুষ্টিমেব স্পষ্টয়তি পরমার্থেতি। স্থিতপ্রজ্ঞপদং বিভজতে স্থিতেতি। প্রজ্ঞাপ্রতিবন্ধক সর্ব্বকামবিরামাবস্থা তদেতি নির্দ্দিশ্যতে। উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি ত্যক্তেতি। আত্মানং জিজ্ঞাসমানো বৈরাগ্যধারা সর্ব্বৈষণাত্যাগাত্মকং সন্ন্যাস-মাদায় শ্রবণাদ্যাবৃত্ত্যা তত্ত্বজ্ঞানং প্রাপ্য তস্মিন্নেবাসক্ত্যা বিষয়বৈমুখ্যাৎ তৎফল-ভূতাং পরিতুষ্টিং তত্রৈব প্রতিলভমানঃ স্থিতপ্রজ্ঞ-ব্যপদেশভাগিত্যর্থঃ॥ ৫৫॥

আভাস।

না। ভোগের সংগ্রহ করিলে, শান্তির পরিবর্ত্তে যে কেবল অশান্তিই সংগ্রহ করা হয়, তাহা পরিণামে বিচার-বুদ্ধিতে উপলব্ধ হইয়া থাকে। বিচার-জ্ঞান বুঝাইয়া দেয় যে, বিষয়ে আনন্দ নাই; মানবের আত্মাই আনন্দের পূর্ণ-মূর্ত্তি! সেই আত্মস্বরূপের অবধারণ করাই মানব-জীবনের কৃতার্থতার একমাত্র পরিচয়। ঐহিক বা পারলৌকিক যাবতীয় ভোগে উদাসীন হইয়া, চিত্ত যখন আত্মানন্দের স্বরূপ-সাক্ষাৎকারে যত্নশীল হয় এবং আত্মসুখে পরিতৃপ্ত হয়, তখনই সেই ব্যক্তি প্রকৃত স্থিরচিত্ত ও প্রজ্ঞাবান্ নামে কথিত হন। এই বিষয়েরই আলোচনা ভগবান্ দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত বর্ণন করিয়াছেন॥ ৫৫॥

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধী র্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ।

দুঃখেষু উপস্থিতেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ অব্যাকুলিতচিত্তঃ, সুখেষু বিগতস্পৃহঃ (বিগতা স্পৃহা যস্য বিতৃষ্ণঃ) বীতরাগভয়ক্রোধঃ (বীতাঃ বিগতাঃ রাগভয়ক্রোধাঃ যস্য সঃ) স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ মুনিঃ মননশীলঃ সন্যাসী উচ্যতে কথ্যতে ॥ ৫৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ দুঃখেষ্বিতি। দুঃখেষ্বাধ্যাত্মিকাদিষু প্রাপ্তেষু নোদ্বিগ্নং ন প্রক্ষুভিতং দুঃখপ্রাপ্তৌ মনো যস্য সোঽয়মনুদ্বিগ্নমনাঃ তথা সুখেষু প্রাপ্তেষু বিগতা স্পৃহা তৃষ্ণা যস্য নাগ্নিরিবেন্ধনাদ্যাধানে সুখান্যনুবর্দ্ধতে স বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ রাগশ্চ ভয়ঞ্চ ক্রোধশ্চ বীতরাগভয়ক্রোধাঃ বীতাঃ বিগতাঃ রাগভয়ক্রোধাঃ যস্মাৎ স বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞো মুনিঃ সন্ন্যাসী তদোচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

লক্ষণভেদানুবাদদ্বারা বিবিদিষোরেব কর্ত্তব্যান্তরমুপদিশতি কিঞ্চেতি। জ্বরশিরোরোগাদিকৃতানি দুঃখান্যাধ্যাত্মিকানি। আদিশব্দেনাধিভৌতিকানি ব্যাঘ্রসর্পাদিপ্রযুক্তানি আধিদৈবিকানি চাতিবাত-বর্ষাদিনিমিত্তানি গৃহ্যন্তে, তেষূপলব্ধেষ্বপি নোদ্বিগ্নং মনো যস্য স তথেতি সম্বন্ধঃ। নোদ্বিগ্নমিত্যেতদ্ব্যাচষ্টে ন প্রক্ষুভিতমিতি। দুঃখানামুক্তানাং প্রাপ্তৌ পরিহারাক্ষমস্য তদনুভব-পরিভাবিতং দুঃখমুদ্বেগস্তেন সহিতং মনো যস্য ন ভবতি স তথেত্যাহ দুঃখপ্রাপ্তাবিতি। মনো যস্য নোদ্বিগ্নমিতি

দুঃখে ব্যাকুল এবং সুখে আসক্ত না হইয়া যিনি বিষয়ের প্রতি অনুরাগ, ভয় এবং ক্রোধের হস্তে বিদলিত না হন, তিনিই প্রকৃত স্থিরচিত্ত মুনিনামে কথিত হইয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

আভাস।

মানব-দেহ পুষ্টি-লাভের জন্য ভোজন দ্রব্য আহার করে, বৃক্ষ লতাদিও ভোজনের জন্য ধরণীর অন্তঃস্তর হইতে রস সংগ্রহে পুষ্টি লাভ করে; কিন্তু দেহ বিশুদ্ধ নহে; সুতরাং সে ভোজ্য আহরণে পুষ্টিলাভ করিয়াও কিছু মল পরিত্যাগ করিয়া থাকে। বৃক্ষ লতাদি আহার করিয়া, আর মলত্যাগ করে না। তাহারা উত্তরোত্তর পুষ্টি লাভে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, নিজেদের কারণ-স্বরূপ বীজকেই ফলরূপে মস্তকে ধারণ করত জগতে তাহা বিতরণ করে। আপনারের

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ । সুখান্যপি দুঃখবৎ ত্রিবিধানীতি মত্বা তুখেত্যুক্তং, তেষু প্রাপ্তেষু সৎস্ব তেভ্যো বিগতা স্পৃহা তৃষ্ণা যস্য স বিগতস্পৃহ ইতি যোজনা । অজ্ঞস্য হি প্রাপ্তানি সুখান্যনুবিবর্দ্ধতে তৃষ্ণাবিস্তরস্ত নৈবমিত্যত্র বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তমাহ নাগ্নি-রিবেতি । যথা হি দাহ্যস্যেন্ধনাদেবভ্যাধানে বহ্নি র্বিবর্দ্ধতে তথাজ্ঞস্য সুখান্যপ-গতান্যনুবিবর্দ্ধমানাপি তৃষ্ণা বিজ্ঞো ন তান্যনুবিবর্দ্ধতে ন হি বহ্নিরদাহ্যমুপগতমপি দগ্ধুং বিবৃদ্ধিমধিগচ্ছতি তেন জিজ্ঞাসুনা সুখদুঃখয়োস্তৃষ্ণোদ্বেগৌ ন কর্ত্তব্যাবিত্যর্থঃ । রাগাদয়স্ত তেন কর্ত্তব্যা ন ভবন্তীত্যাহ বীতেতি । অনুভূতাভিনিবেশে বিষয়েষু রঞ্জনাত্মকস্তৃষ্ণাভেদো রাগঃ, পরেণাপকৃতস্য গাত্রনেত্রাদিবিকারকারণং ভয়ং, ক্রোধস্ত পরবশীকৃত্যাত্মানং স্বপরাপকার-প্রবৃত্তিহেতু বুদ্ধিবৃত্তিবিশেষঃ । নম্ন তে ইতি মুনিরাত্মবিদিত্যঙ্গীকৃত্যাহ সন্ন্যাসীতি । সুখদুঃখাদিবিষয়তৃষ্ণাদেরাগাদেশ্চ-অভাবাবস্থা তদেত্যুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

স্বামিকৃত টীকা।

কিঞ্চ দুঃখেষ্বিতি । দুঃখেষু প্রাপ্তেষ্বপি অনুদ্বিগ্নমক্ষুভিতং মনো যস্য সঃ সুখেষু বিগতা স্পৃহা যস্য সঃ । তত্র হেতু বীতা অপগতা রাগভয়ক্রোধাঃ যস্মাৎ, তত্র রাগঃ প্রীতিঃ, স মুনিঃ স্থিতধীরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

আভাস ।

জন্য কিছুই রাখে না । মানব যদি কেবল পুষ্টিলাভার্থ আহরণ করিত, তাহা হইলে আর মল নিঃসরণ করিবার জন্য প্রয়োজন হইত না । তাহাদের দেহ অবশ্য মলিন ; সুতরাং দেহ মল বিসর্জ্জন করে, তাহাতে ক্ষতি নাই । কিন্তু অন্তঃকরণ ত দেহের ন্যায় মলিন নহে ; তখন অন্তরিন্দ্রিয়ের মল নিঃসরণ হওয়া উচিত নহে ।

ইন্দ্রিয় মন অহঙ্কার বুদ্ধি এবং চিত্ত ভোগায়তন দেহের আশ্রয়ে জাগতিক ভোগ সংগ্রহে আপনাদের যদি পুষ্টিলাভই কেবল করিতে পারিত, তাহা হইলে সুখ দুঃখের তরঙ্গে ব্যাকুল হইয়া হাস্য ও রোদনরূপ মল বিসর্জ্জন করিত না । যাহাদের উদরাময় হয়, তাহারা ভোজনে পুষ্টিলাভ না করিয়া, অতিরিক্ত পুরীষ পরিত্যাগে ক্রমশ দুর্ব্বল হইয়া দেহ ধারণ যেমন নিষ্ফল করিয়া ফেলে, সেইরূপ যাহাদের অন্তরিন্দ্রিয়ে পীড়ার উৎপত্তি হয়, তাহারা ভোগের সম্বন্ধ লাভে চরিতার্থ না হইয়া, সুখদুঃখ জনিত হর্ষ ও বিষাদ-রূপ মলের নিঃসারণে

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহ স্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্‌।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৭॥

অন্বয়ঃ।

যঃ জনঃ সর্ব্বত্র পুত্রমিত্রাদিষু, অনভিস্নেহঃ আসক্তিবর্জ্জিতঃ সন্ তৎ তৎ শুভাশুভং প্রাপ্য ন অভিনন্দতি, ন বা দ্বেষ্টি, তস্য প্রজ্ঞা বুদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা স্থিরা ভবতি॥ ৫৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌।

কিঞ্চ যঃ সর্ব্বত্রেতি। যো মুনিঃ সর্ব্বত্র দেহজীবিতাদিষ্বপ্যনভিস্নেহঃ অভিস্নেহবর্জ্জিতঃ তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং তত্তচ্ছুভমশুভং বা লব্ধ্বা নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

লক্ষণভেদানুবাদারা বিবিদিষোরেব কর্ত্তব্যান্তরমুপদিশতি কিঞ্চেতি। বিবেকবতো বিদুষো বিবেকজন্যা প্রজ্ঞা কথং প্রতিষ্ঠাং প্রতিপদ্যতামিত্যাশঙ্কাহ যঃ

স্বামিকৃতটীকা।

কথং ভাষেতেত্যস্যোত্তরমাহ য ইতি। যঃ সর্ব্বত্র পুত্রমিত্রাদিষ্বপি অনভিস্নেহঃ স্নেহশূন্যঃ অতএব বাধিতানুবৃত্ত্যা তত্তচ্ছুভমনুকূলং প্রাপ্য নাভিনন্দতি ন প্রশংসতি অশুভং প্রতিকূলং প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি ন নিন্দতি কিন্তু কেবলমুদাসীনএব ভাষতে, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যর্থঃ॥ ৫৭॥

শুভ বা অশুভ ব্যাপারের উপস্থিতিতে যিনি সর্ববদা সর্ব্বতোভাবে নির্লিপ্তের ন্যায় অবস্থান করেন; সুখে আনন্দিত এবং দুঃখে বিরক্ত হন না, তাঁহারই বিচার-বুদ্ধি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জানিতে হইবে॥ ৫৭॥

আভাস।

মানব জীবন নিষ্ফল করিয়া ফেলে। ভোগায়তন দেহ ব্যতীত মলিন ভোগ্য সমূহ অন্তরিন্দ্রিয়কে স্পর্শ করে না, সুতরাং মলিনের সহিত মলিনের সংস্পর্শ হইতে পারে এবং পুরীষ বিসর্জ্জনও সম্ভবপর হয় হউক! অন্তরিন্দ্রিয় কিন্তু পবিত্র ও নির্ম্মল পদার্থ; ভোগ্যের-স্বরূপও সূক্ষ্ম এবং পবিত্র ভাব। এতদুভয়ের সম্পর্কে আর মল অর্থাৎ রাগদ্বেষাদির প্রবাহ হওয়া ত উচিত নহে। বিচারে ভোগের মিথ্যাত্ব এবং ভোগ-রচয়িতার আনন্দময় সত্যত্ব ও বিচারকারী আত্মস্বরূপের

শাঙ্করভাষ্যম্।

শুভং প্রাপ্য ন তুষ্যতি ন হৃষ্যত্যশুভঞ্চ প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি ইত্যর্থঃ, তস্যৈবং হর্ষবিষাদবর্জ্জিতস্য বিবেকজা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি ॥ ৫৭ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সর্ব্বত্রেতি। নন্বু দেহজীবনাদৌ স্পৃহা শুভাশুভপ্রাপ্তৌ হর্ষবিষাদৌ বিতরৌ বিবিদিষোশ্চাবকল্প্যেতে ইতি প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যাসিদ্ধিস্তত্রাহ যো মুনিরিতি। তত্তদিতি শোভনমশোভনং বা প্রসিদ্ধমুপাদিশ্যতে। তদেব বিভজতে শুভমিতি। বিশেষাভিষঙ্গাভাবঃ শুভাদিপ্রাপ্তৌ হর্ষাদ্যভাবশ্চ প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যে কারণমিত্যাহ নাভিনন্দতীতি ॥ ৫৭ ॥

আভাস।

আমার নিজের সাক্ষিত্ব, এই তিনটী অবধারিত করাই বিজ্ঞানমূর্ত্তি বুদ্ধির প্রধান কার্য্য। এখানে সেই বুদ্ধি যদি নিজের কর্তৃত্ব স্থাপনে, ভগবানের কর্তৃত্ব ও সর্ব্বব্যাপকতা উপেক্ষা করিয়া, অনিত্য ভোগের অনুরাগেই আনন্দিত হইবার চেষ্টা করে, তবে তাহাকে আর শুদ্ধ না বলিয়া মলিন স্বীকার করিতে হইবে। অতএব যোগের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার এবং ভোগ্য স্বরূপের বিচার না করিয়া অন্যের ন্যায়, ভোগেই লিপ্ত থাকিলে, তাহাতে সদা সুখ এবং দুঃখের অনুভূতি, তজ্জনিত হর্ষ এবং বিষাদ, তজ্জনিত স্পৃহা এবং ক্রন্দন এবং তাহার ফলে নিরন্তর উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, কলহ, প্রলাপ, উদ্যম ও নিরন্তর পরিশ্রম প্রভৃতি যাবদীয় মলের নিঃসরণে মানব-জীবন সম্পূর্ণ কলুষিত হইয়া পড়ে।

আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক ভেদে সুখ এবং দুঃখও ত্রিবিধ। দেহের জ্বরাদি পীড়া এবং সুস্থভাবই আধ্যাত্মিক। বাহ্যিক পদার্থ বা সিংহ চৌর বা পাষাণাদির সম্পর্ক-জনিত সুখ বা দুঃখকে আধিভৌতিক নামে অভিহিত করা হয়। গ্রহাবেশ-নিবন্ধনাদি দৈব ব্যাপারকে আধিদৈবিক নামে শাস্ত্র মীমাংসা করিয়াছেন। এই অনুকূল সম্বন্ধে সুখ এবং প্রতিকূল সম্বন্ধে দুঃখের সংযোগ বর্ত্তমান জীবনে মানুষের নিজ অধিকারে আর নাই! পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনে তিনি যে জাতীয় কর্ম্ম করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান জীবনে তাহার জন্য কোন যত্ন বা প্রয়াস না করিলেও, অজ্ঞাতসারে এবং বিনা আহ্বানে উক্ত ভোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন তাহাদের প্রেরণ-কর্ত্তা অপর একজন নিশ্চয় আছেন, যাঁহার নাম পরমেশ নারায়ণ। এইরূপ চিন্তায় যাঁহার

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ।

কূর্ম্মঃ ইব যথা, অঙ্গানি সংহরতে, তথা, অয়ং জ্ঞাননিষ্ঠায়াং প্রবৃত্তঃ যতিঃ যদা ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ ভোগ্য-বিষয়েভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণি সংহরতে তস্য যতেঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা জ্ঞেয়া ॥ ৫৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ যদা সংহরত ইতি। যদা সংহরতে সম্যক্ উপসংহরতে চায়ং জ্ঞাননিষ্ঠায়াং প্রবৃত্তো যতিঃ কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ যথা কূর্ম্মো ভয়াৎ স্বান্যঙ্গান্যুপসংহরতি সর্ব্বতঃ এবং জ্ঞাননিষ্ঠ ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্য সর্ব্ববিষয়েভ্যঃ উপসংহরতে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যুক্তার্থং বাক্যম্॥ ৫৮ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

জিজ্ঞাসোরেব কর্ত্তব্যান্তরং সূচয়তি কিঞ্চেতি। ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েভ্যো বৈমুখ্যস্য প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যে কারণত্বাদাদৌ জিজ্ঞাসুনা তদনুষ্ঠেয়মিত্যাহ যদেতি। মুমুক্ষুণা মোক্ষহেতুং প্রজ্ঞাং প্রার্থয়মানেন সর্ব্বেভ্যো বিষয়েভ্যঃ সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি বিমুখানি কর্ত্তব্যানীতি শ্লোকব্যাখ্যানেন কথয়তি যদেত্যাদিনা। উপসংহারঃ স্ববশত্বাপাদনং, তস্য চ সম্যক্ত্বমতিদৃঢ়ত্বং। অয়মিতি প্রকৃতস্থিতপ্রজ্ঞগ্রহণং ব্যাবর্ত্তয়তি জ্ঞান-

স্বামিকৃত টীকা।

কিঞ্চ যদেতি। যদা চায়ং যোগী ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ সকাশাদিন্দ্রিয়াণি সংহরতে প্রত্যাহরতি অনায়াসেন। সংহারে দৃষ্টান্তমাহ কূর্ম্ম ইতি। অঙ্গানি কর-চরণাদীনি কূর্ম্মো যথা স্বভাবেনৈবাকর্ষতি তদ্বৎ॥ ৫৮ ॥

কূর্ম্ম যেমন বাহ্যিক সম্পর্ক মাত্রেই নিজের মুখাদি প্রত্যঙ্গ সমুহ নিজের অন্তরে উপসংহার করিয়া লয়, সেইরূপ জ্ঞানাভিলাষী যোগী ভোগ্য যাবতীয় পদার্থ হইতে আপন ইন্দ্রিয় সমূহকে স্বীয় অন্তরে উপসংহার করিয়া লন, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রকৃত প্রতিষ্ঠিত স্বীকার করিতে হইবে॥ ৫৮॥

আভাস।

চিত্ত স্থির থাকে, তিনি আর সুখ-দুঃখে অভিভূত হন না। কোন পদার্থের জন্য কখন উৎকণ্ঠা অর্থাৎ অনুরাগ, নাশের ভয়, বা অনিষ্টকারীর প্রতি

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ।

নিরাহারস্য (ইন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়াণাং আহরণং আহারঃ তং অকুর্ব্বতঃ) দেহিনঃ (কষ্টে স্থিতস্য জীবস্য) বিষয়াঃ (বিষয়ভোগ-ব্যবহারাঃ) রসবর্জ্জং এব নিবর্ত্তন্তে; বিষয় ভোগ-জনিতঃ পূর্ব্বকালীনঃ অনুরাগস্তু ন নিবর্ত্ততে রসঃ ভোগানুভূতি-জনিতঃ প্রেম তু পরং পরমার্থতত্ত্বং দৃষ্ট্বা উপলভ্য নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তত্র বিষয়াননাহরতঃ আতুরস্যাপি ইন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তন্তে কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সংহ্রিয়ন্তে.

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নিষ্ঠায়ামিতি। ইন্দ্রিয়োপসংহারস্য প্রলয়রূপত্বং ব্যাবর্ত্ত্য সঙ্কোচাত্মকত্বং দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি কূর্ম্ম ইতি। দৃষ্টান্তং ব্যাকরোতি যথেতি। দার্ষ্টান্তিকে যোজয়ন্ জ্ঞাননিষ্ঠা-পদং তত্র প্রবর্ত্তয়তি এবমিতি। ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েভ্যো বৈমুখ্যকরণং প্রজ্ঞাস্থৈর্য্য-হেতুরিত্যুক্তমুপসংহরতি তস্যেতি ॥ ৫৮।

ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েভ্যো বৈমুখ্যেঽপি তদ্বিষয়-রাগানুবৃত্তৌ কথং প্রজ্ঞালাভঃ স্যাদিতি শঙ্কতে তত্রেতি। ব্যবহারভূমিঃ সপ্তম্যর্থঃ, বিষয়ান্ অনাহরত স্তদুপভোগ-

---

বহির্ব্যাপারে বিষয়কে বিসর্জ্জন করিলেই যে তাহা পরিত্যাগ করা হয়, তাহা নহে; কারণ তৎকালে ভোগের আনুরক্তি বা প্রেম ভাব অন্তরে থাকিয়া যায়। কিন্তু পরমেশের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইলে, বিষয়-প্রেম আপনা হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায় ॥ ৫৯ ॥

আভাস।

ক্রোধের উদয় তাঁহার হয় না। তাদৃশ ব্যক্তির কোনরূপ শুভাশুভের সমাগমে কখন চিত্ত চাঞ্চল্যের পরিচয় হয় না। কাহারও অভিনন্দনের জন্য তিনি অগ্রসর নহেন এবং কাহারও প্রতি কখন দ্বেষ-ভাবের পরিচয় তিনি দেন না। যাঁহারা আত্মানুভূতির ভিখারী, তাঁহারা আপন চিন্তাতেই সতত নিবিষ্ট থাকেন! সুতরাং কূর্ম্ম যেমন আত্মনাশের ভয়ে সর্ব্বদা নিজ হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়-গ্রামকে বিষয়ের বিমুখে উপসংহার করিয়া লয়, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি আপন ইন্দ্রিয়বর্গকে ভোগের নিকট হইতে সর্ব্বদা উপসংহার করিয়া লন ॥ ৫৬। ৫৭। ৫৮ ॥

বিষয় সম্ভোগে বিরত হইলেই যে মানব জ্ঞানীপদ বাচ্য হন, তাহা নহে;

শাঙ্করভাষ্যম্।

নতু তদ্বিষয়ো রাগঃ স কথং সংহ্রিয়ত ইত্যুচ্যতে বিষয়া ইতি, যদ্যপি বিষয়োপলক্ষিতানি বিষয়-শব্দ-বাচ্যানীন্দ্রিয়াণ্যথবা বিষয়া এব নিরাহারস্য অনাহ্রিয়মাণবিষয়স্য দেহিনঃ কষ্টে তপসি স্থিতস্য মূর্খস্যাপি নিবর্ত্তন্তে দেহিনো দেহবতঃ রসবর্জ্জং রসো রাগো বিষয়েষু যঃ তং বর্জ্জয়িত্বা রসশব্দো রাগে প্রসিদ্ধঃ স্বচ্ছন্দতঃ স্বরসেন

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বিমুখস্যেত্যর্থঃ। রাগশ্চেন্নোপসংহ্রিয়তে ন তর্হি প্রজ্ঞালাভঃ সম্ভবতি, রাগস্য তৎপরিপন্থিত্বাদিতি মত্বাহ স কথমিতি। রাগনিবৃত্ত্যুপায়মুপদিশন্নুত্তরমাহ উচ্যত ইতি। বিষয়োপভোগপরাঙ্মুখস্য কুতো বিষয়-পরাবৃত্তিস্তৎপরাবৃত্তিশ্চ অপ্রস্তুতেত্যাশঙ্ক্যাহ যদ্যপীতি। নিরাহারস্যেত্যস্য ব্যাখ্যানমনাহ্রিয়মাণবিষয়স্যেতি, যো হি বিষয়প্রবণো ন ভবতি তস্য তাত্ত্বিকে তপসি ক্লেশাত্মকে ব্যবস্থিতস্য বিদ্যমানান্যপীন্দ্রিয়াণি বিষয়েভ্যঃ সকাশাদ্যদ্যপি সংহ্রিয়ন্তে তথাপি রাগো নোপশাম্যতে স চ তত্ত্বজ্ঞানাদুচ্ছিদ্যত ইত্যর্থঃ। রসশব্দস্য মাধুর্য্যাদিবিষয়ত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি রসশব্দ ইতি। বৃদ্ধপ্রয়োগমন্তরেণ কথং প্রসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ স্বরসেনেতি।

স্বামিকৃতটীকা।

ননু নেন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষ্বপ্রবৃত্তিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং ভবিতুমর্হতি অজ্ঞানামপি রোগাদ্যুপবাসপরাণাঞ্চ বিষয়েষ্বপ্রবৃত্তেরবিশেষাত্তত্রাহ বিষয়া ইতি। ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়া আহ্রিয়ন্তে গৃহ্যন্তে ইত্যাহারাঃ নিরাহারস্য ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়গ্রহণমকুর্বতো দেহাভিমানিনোঽজ্ঞস্য বিষয়াঃ প্রায়শো বিনিবর্ত্তন্তে তদনুভবো নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কিন্তু রসো রাগোঽভিলাষস্তদ্বর্জ্জং অভিলাষস্তু ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ, রসোঽপি রাগোঽপি পরং পরমাত্মানং দৃষ্ট্বাস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্বতো নিবর্ত্ততে নশ্যতীত্যর্থঃ। যদ্বা নিরাহারস্য উপবাসপরস্য বিষয়াঃ প্রায়শো নিবর্ত্তন্তে ক্ষুধাসন্তপ্তস্য শব্দস্পর্শাদ্যপেক্ষাভাবাৎ কিন্তু রসবর্জ্জং রসাপেক্ষা তু ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ, শেষং সমানম্॥ ৫৯॥

আভাস।

অক্ষমতা, ভয় এবং লোক-নিন্দাদি নানা কারণে বিষয় সম্ভোগে মানব নিরস্ত হইয়া থাকে; কিন্তু সেই নিবৃত্তির কোন বিশেষ মূল্য নাই। কারণ প্রতিবন্ধক সরিয়া গেলে, তাহার নিবৃত্তিরও অপসারণে পুনঃ প্রবৃত্তি আসিতে পারে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রবৃত্তো রসিকো রসজ্ঞ ইত্যাদিদর্শনাৎ সোঽপি রসো রঞ্জনরূপঃ সূক্ষ্মোঽস্য যতেঃ পরং পরমার্থতত্ত্বং ব্রহ্ম দৃষ্ট্বোপলভ্যাঽহমেব তদিতি বর্ত্তমানস্য নিবর্ত্ততে নির্বীজং বিষয়বিজ্ঞানং সম্পদ্যতে ইত্যর্থঃ। নাসতি সম্যগ্দর্শনে রসস্য উচ্ছেদস্তস্মাৎ সম্যগ্দর্শনাত্মিকায়াঃ স্থৈর্য্যং কর্ত্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্বেচ্ছয়েতি যাবৎ, রসিকঃ স্বেচ্ছাবশবর্ত্তী রসস্তো বিবক্ষিতাপেক্ষিতত্বাদিত্যর্থঃ। কথং তর্হি তস্য নিবৃত্তিঃ স্যাদত সোঽপীতি। দৃষ্ট্বৈবোপলব্ধিপর্য্যায়াৎ স্পষ্টয়তি অহমেবেতি রাগাপগমে সিদ্ধমর্থমাহ নির্ব্বীজমিতি। নন্ু সম্যগ্জ্ঞানমন্তরেণ রাগো নাপগচ্ছতি চেত্তদপগমাৎ প্রাগেব তঃ সম্যগ্জ্ঞানোদয়াদেঃ ফলিতমিতরেতরাশ্রয়ত্বমিতি নেত্যাহ নাসতীতি। ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়-পারবশ্যে বিবেকবলাৎ পরিহৃতে স্থূলো রাগো ব্যাবর্ত্তে, ততশ্চ সম্যগ্জ্ঞানোৎপত্তৌ সূক্ষ্মস্যাপি রাগস্য সর্ব্বাত্মনা নিবৃত্তিরুপপত্তেঃ নেতরেতরাশ্রয়তেত্যর্থঃ। প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যস্য সম্যগ্দর্শনে স্থিতে ফলিতমাহ তস্মাদিতি ॥ ৫৯ ॥

আভাস।

কারণ তাদৃশ পরিমিতরূপ উপকরণের ত্যাগে ভোগ-সংস্কার পরিত্যক্ত হয় না। কোন ভদ্রলোক গ্রামের একজন প্রাচীন ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, দাদা ঠাকুর! পূর্ব্বে প্রতিবৎসর মাঝে মাঝে আপনি কালীপূজা করিতেন; এক্ষণে ত আর করেন না। ব্রাহ্মণ তদুত্তরে বলিলেন, কি করিয়া আর করিব। আমি এক্ষণে দন্তহীন! অর্থাৎ মাংস ভোজনে আর সামর্থ্য নাই। ইত্যাদি অনেক কারণে অনেক ভোগ্য পদার্থ হইতে মানব প্রতিনিবৃত্ত থাকিলেও, তাহাকে ত্যাগ বলা যায় না। কারণ তত্তৎ পদার্থের সম্ভোগ-জনিত বিশেষ বিশেষ আনন্দ-রসের বিচিত্র চিত্র হৃদয়-পটে চিরকাল চিত্রিত থাকে; অবসর পাইলেই উহা পুনঃ উদ্দীপিত হইয়া উঠে। তবে তদপেক্ষা গুরুতর আনন্দরসের চিত্র হৃদয়-পটে বসাইতে পারিলে, পূর্ব্ব ভোগ-সংস্কার মলিন হইয়া নষ্টপ্রায় হয়। এক্ষণে অনন্তকোটী বিষয় রসকে ম্লান করিতে পারে, এমন কোন অপূর্ব্ব বিষয় এই সৃষ্ট জগতে থাকিতে পারে না। তবে যিনি নিজ ভাণ্ডার হইতে বিচিত্র আনন্দ উপকরণে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছেন, এক তাঁহাকে আশ্রয় করা ব্যতীত, অন্য উপায় আর কিছুই নাই ॥ ৫৯ ॥

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।

অন্বয়ঃ।

হে কৌন্তেয়! যততঃ মোক্ষার্থং যতমানস্য বিপশ্চিতঃ মেধাবিনঃ পুরুষস্য

শাঙ্করভাষ্যম্।

সম্যগ্দর্শন-লক্ষণং প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যং চিকীর্ষতা আদাবিন্দ্রিয়াণি স্ববশে স্থাপয়িতব্যানি যস্মাত্তদনবস্থাপনে দোষমাহ যতত ইতি। যততঃ প্রযত্নং কুর্ব্বতোঽপি হি যস্মাৎ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শ্লোকান্তরমবতারয়তি সম্যগ্দর্শনেতি। মনসঃ স্ববশত্বাদেব প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যসম্ভবে কিমর্থমিন্দ্রিয়াণাং স্ববশত্বাপাদনমিত্যাশঙ্ক্যাহ যস্মাদিতি। নমু বিবেকবতো বিষয়-দোষদর্শিনো বিষয়েভ্যঃ স্বয়মেবেন্দ্রিয়াণি ব্যাবর্ত্তন্তে কিং তত্র প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যং চিকীর্ষতা কর্ত্তব্যমিতি তত্রাহ যততো হীতি। বিষয়েষু ভূয়ো দোষদর্শনমেব প্রযত্নঃ, হিশব্দস্য যস্মাদর্থস্য সমাপ্তৌ সম্বন্ধং বক্ষ্যতি। অপিশব্দস্য প্রযত্নং কুর্ব্বতোঽপীতি সম্বন্ধং গৃহীত্বা

স্বামিকৃতটীকা

ইন্দ্রিয়-সংযমং বিনা স্থিতপ্রজ্ঞতা ন সম্ভবতি। অতঃ সাধকাবস্থায়াং তত্র মহান্ প্রযত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ যততোঽপীতি দ্বাভ্যাং। যততো মোক্ষার্থং প্রযতমানস্য

মোক্ষলাভের জন্য যত্নশীল জ্ঞানবান্ পুরুষের চিত্তও লোগ

আভাস।

আবার মনের মানুষকে মনে একবার বসাইলেই যে তুমি নিস্তার পাইবে, তাহাও মনে করিও না। জননীর আজ্ঞা যেমন পুত্রগণ প্রতিপালন করে, আবার পুত্রের অনুরোধ জননীকেও স্বীকার করিতে হয়। অতএব মনের অনুমতি ইন্দ্রিয়বর্গ স্বীকার করে বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের কার্য্যও মনকে স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং বিচারের দ্বারা মনকে স্থির করিলেও, চলিবে না; ইন্দ্রিয়-গণকে নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য করাইয়া অভ্যস্ত করাইতে হইবে। মনু বলি-য়াছেন; মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো বিশেৎ। বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥ জননী, ভগ্নী এবং কন্যার সহিতও নির্জ্জনে একাসনে উপবেশন করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাম অতীব বলবান্! তাহারা পণ্ডিতের চিত্তকেও বিচলিত করিয়া দেয়। এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া ব্যাস শিষ্য কপিঞ্জলের হৃদয়েও সন্দেহ উপস্থিত হয়। এবং নিজ গুরু ব্যাসদেবকে

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ।

অপি মনঃ প্রমাথীনি ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং বলাৎ, এব হরন্তি বিষয়াভিমুখং হি যস্মাৎ কুর্ব্বন্তি অতঃ ॥ ৬০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতো মেধাবিনোঽপীতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি বিষয়াভিমুখং হি পুরুষং বিক্ষোভয়ন্ত্যাকুলীকুর্ব্বন্ত্যাকুলীকৃত্য চ হরন্তি প্রসভং প্রসহ্য প্রকাশমেব পশ্যতো বিবেকবিজ্ঞানযুক্তং মনো যতস্তস্মাৎ ॥ ৬০ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সম্বন্ধান্তরমাহ পুরুষস্যেতি। প্রমথনশীলত্বং প্রকটয়তি বিষয়েতি। বিক্ষোভস্যাকুলীকরণস্য ফলমাহ আকুলীকৃত্যেতি। প্রকাশমেবেত্যুক্তং বিবৃণয়তি পশ্যত ইতি। বিপশ্চিতো বিদুষোঽপি প্রকাশমেব প্রকাশ-শব্দিত-বিবেকাখ্য-বিজ্ঞানং যুক্তমেব মনো হরন্তীন্দ্রিয়াণীতি সম্বন্ধঃ। হি শব্দার্থমনূদ্য তস্মাদিন্দ্রিয়াণি স্ববশে স্থাপয়িতব্যানীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধমভিসন্ধায়াহ যতস্তস্মাদিতি ॥ ৬০ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

বিপশ্চিতো বিবেকিনোঽপি মন ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং বলাদ্ধরন্তি যতঃ প্রমাথীনি প্রমর্থনশীলানি ক্ষোভকানাত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

পরতন্ত্র ইন্দ্রিয়-নিচয়ের দ্বারা সর্ব্বদা অভিভূত হইয়া থাকে। কারণ ইন্দ্রিয়গণ বড়ই প্রবল ॥ ৬ ॥

আভাস।

এই সংশয় জ্ঞাপন করেন। কিছুদিন পরে কপিঞ্জল যখন নিজ আশ্রমে পরমাত্ম-চিন্তনে উপবিষ্ট আছেন, তাদৃশ অবস্থায় সূর্য্যাস্ত কালে তিনি দেখিলেন, একটী অলোক-সামান্য রূপবতী নবীনা যুবতী বস্ত্রাভরণ-ভূষিতা হইয়া একাকিনী প্রাণভয়ে ভীতের ন্যায়, সেই ভীষণ প্রান্তরে কে আছ! আমাকে রক্ষা কর!” বলিয়া তাঁহার অভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে। কপিঞ্জল তখন ব্যস্ত হইয়া আশ্রমের বাহিরে আগমন করত, ভয় নাই! আমি আপনাকে রক্ষা করিব! পুত্র-সন্নিধানে জননীর ন্যায়, আপনি আমার আশ্রমে আগমন করুন! বলিয়া মাতৃসম্বোধনে নবীনাকে মুনি আহ্বান করিলেন। আহ্বান-ধ্বনির অনুসরণে যুবতী তৎসমীপে আগমন করিলেন এবং বলিলেন, আমি পিপা-

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।

অন্বয়ঃ।

মৎপরঃ ভগবৎপরায়ণঃ ঈশ্বরৈকনিষ্ঠঃ সন্ তানি ইন্দ্রিয়াণি সংযম্য

শাঙ্করভাষ্যম্।

তানীতি। তানি সর্ব্বাণি সংযম্য সংযমনং বশীকরণং কৃত্বা যুক্তঃ সমাহিতঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ইন্দ্রিয়াণাং স্ববশত্ব-সম্পাদনানন্তরং কর্ত্তব্যমর্থমাহ তানীতি। এবমাসীনস্য কিং

অতএব ইন্দ্রিয়গণকে যে কোন উপায়ে সংযত করত ভগবানের

আভাস।

সার্ত্ত; সত্বর পানীয় জল এবং শ্রমাপনয়নার্থ শয্যা প্রদান করুন! কপিঞ্জল ব্যস্ততা সহকারে পতিত শুষ্ক পত্রাদির সংগ্রহে রমণীর শয়ন জন্য শয্যার সমাবেশ করিয়া, উত্তম পানীয় জল প্রদান করিলেন। রমণী শয্যায় স্বচ্ছন্দে উপবেশন করিয়া জলপান করিলেন এবং শয়ন করিয়া বলিলেন, মুনিবর! অনেক দূর হইতে পদব্রজে দৌড়িয়া আসায় আমার চরণদ্বয় অত্যন্ত পীড়িত ও বেদনাগ্রস্ত হইয়াছে! তুমি যদি পাদ-সম্বাহনাদির দ্বারা আমার শুশ্রূষা কর, আমি তোমার প্রতি বিশেষ তুষ্ট হইব। কপিঞ্জল সেই পীনোন্নত-পয়োধরা গুরু-নিতম্বিনী অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না কামিনীর রূপে ও হাব ভাব এবং মধুর আলাপনে মুগ্ধ হইয়া, তদীয় জানু সন্নিধানে উপবেশন করত পাদ সম্বাহনে নিযুক্ত হইলেন। গাত্র স্পর্শে কপিঞ্জলের রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল; রমণীর প্রতি দৃষ্টি করায় অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রের অন্তরাল দিয়া রমণীর প্রচ্ছন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি মুনিবরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং প্রেমব্যঞ্জিত বাক্যের অনুসরণে কপিঞ্জল ক্রমশ অগ্রসর হইয়া, প্রেমাকুলিত চিত্তে রমণীকে প্রেমালিঙ্গনার্থ তাহার কটিদেশ পর্য্যন্ত যখন অগ্রসর হইলেন, রমণী তখন অকস্মাৎ গাত্রোত্থান করিয়া, আপনাকে অবগুণ্ঠিতা করিলেন। কপিঞ্জল তখন রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সুন্দরি! এ কি! কামিনী হইয়া এই প্রেমভিখারীকে কেন অকস্মাৎ বঞ্চিত করিতেছ! মুখাবরণ উন্মোচন কর! এই বলিয়া মুখাবরণ যেমন উত্তোলন করিলেন, অমনি দেখিলেন, অতি শুভ্র লম্বমান শশ্রুর বিকাশে নিজগুরু বেদব্যাস তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহাকে অবলোকন করিয়া, কপিঞ্জল একান্ত অপ্রতিভ হইলেন। বেদব্যাস বলিলেন, বৎস! ইন্দ্রিয়ের সংযম না করিলে, মনের বা চিত্তের

বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ঃ।

ভোগলালসাং পরিত্যজ্য যুক্তঃ আত্মস্থঃ এব আসীত। হি যতঃ ইন্দ্রিয়াণি যস্য বশে অধীনে বর্ত্তন্তে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি ॥ ৬১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

সন্ন্যাসী মৎপরোঽহং বাসুদেবঃ সর্ব্বপ্রত্যগাত্মা পরো যস্য স মৎপরঃ নান্যোঽহং তস্মাদিত্যাসীতেত্যর্থঃ, এবমাসীনস্য যতে র্বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি বর্ত্তন্তে অভ্যাসবশাৎ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্যাদিতি তদাহ বশে হীতি। সমাহিতস্য বিক্ষেপ-বিকলস্য কথমাসনমিত্যপেক্ষায়ামাহ মৎপর ইতি। পরাপরভেদশঙ্কামপাকৃত্যাসনমেব স্ফোরয়তি নান্যোঽহমিতি। উত্তরার্দ্ধং ব্যাকরোতি এবমিতি। হিশব্দার্থং স্ফুটয়তি অভ্যাসেতি। পরস্মাদাত্মনো নাহমন্যোঽস্মীতি প্রাগুক্তানুসন্ধানস্যাদরেণ নৈরন্তর্য্য-দীর্ঘকালানুষ্ঠান-সামর্থ্যাদিত্যর্থঃ, অথবা বিষয়েষু দোষদর্শনাভ্যাস-সামর্থ্যাদিন্দ্রিয়াণি সংযতানীত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

যস্মাদেবং তস্মাৎ তানীতি। যুক্তো যোগী তানীন্দ্রিয়াণি সংযম্য মৎপরঃ সন্নাসীত ; যস্য বশে বশবর্ত্তীনীন্দ্রিয়াণি এতেন চ কথমাসীতেতি প্রশ্নস্য বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ সন্নাসীতেত্যুত্তরং ভবতি ॥ ৬১ ॥

শরণাগত হইয়া থাকা উচিত। দেখ! যাহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইয়াছে, তাহার বুদ্ধিও স্থির হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

আভাস।

নিগ্রহ করা একান্ত অসম্ভব। ইন্দ্রিয়গ্রাম বিশেষ বলবান্ ; তাহাদের অনুরোধে চিত্ত অভিভূত হইলে, হিতাহিত বিচারের সামর্থ্য আর থাকে না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! ইন্দ্রিয়গণের সংযম করিবার সময়ে ভগবানের একান্ত শরণাগত থাকিতে হয়। ইন্দ্রিয়-সংযম ও ভগবানে ভক্তি এই দুইটী কার্য্যই একত্র করিতে হয়। যাহার ইন্দ্রিয় বশীভূত-হয়,তাহার প্রজ্ঞা অর্থাৎ মন বুদ্ধি অহঙ্কার এবং চিত্তেরও স্ব স্ব বৃত্তি স্থিরভাবে চালিত হয় ; তাহারা কখন ভ্রমে অন্ধ হয় না ॥ ৬০ । ৬১ ॥

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২॥

অন্বয়ঃ।

বিষয়ান্ (ভোগ্যান্) ধ্যায়তঃ আলোচনেন চিন্তয়তঃ পুংসঃ পুরুষস্য তেষু তত্তৎ বিষয়েষু সঙ্গঃ আসক্তিঃ প্রীতিঃ উপজায়তে। সঙ্গাৎ কামঃ তৃষ্ণা ভোগ-লালসা জায়তে; কামাৎ অসম্পূর্ণাৎ, ক্রোধঃ অভিজায়তে ॥ ৬২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অথেদানীং পরাভবিষ্যতঃ সর্ব্বানর্থমূলমিদমুচ্যতে ধ্যায়ত ইতি। ধ্যায়তশ্চিন্তয়তো বিষয়ান্ শব্দাদিবিষয়বিশেষান্ আলোচয়তঃ পুংসঃ পুরুষস্য সঙ্গ আসক্তিঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সমনন্তর-শ্লোক-দ্বয়-তাৎপর্য্যমাহ অথেতি। পুরুষার্থোপায়োপদেশানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। তন্নিষ্ঠত্বরাহিত্যাবস্থাং দর্শয়তি ইদানীমিতি। পরাভবিষ্যতো মহান্তমনর্থং গমিষ্যতো বিবেকবিজ্ঞানবিহীনস্যেতি যাবৎ, সর্ব্বানর্থমূলং বিষয়াভিধ্যানং তস্য তথাত্বমনু-

স্বামিকৃতটীকা।

বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমাভাবে দোষমুক্ত্বা মনঃসংযমাভাবে দোষমাহ ধ্যায়ত ইতি দ্বাভ্যাং। গুণবুদ্ধ্যা-বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসস্তেষু সঙ্গ আসক্তি র্ভবতি। আসক্ত্যা চ তেষ্বধিকঃ কামো ভবতি, কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধো ভবতি ॥ ৬২ ॥

সর্ব্বদা বিষয়-চিন্তায় বিব্রত থাকিলে, উক্ত বিষয় ব্যাপারেই আসক্তি জন্মে। বিষয়ের সংসর্গ বিষয়ের প্রতিই কামনাকে আহ্বান করে; এবং কামনার প্রতিবন্ধকে ক্রোধের উপস্থিতি ঘটে; ॥ ৬২ ॥

আভাস।

যেটী যাহা, তাহাকে তাহা বলিয়া ধারণা করিবার যোগ্যতা থাকিলে, মানবকে এত দুর্গতি ভোগ করিতে হইত না। প্রকৃত সত্যকে অবধারণ, করিবার যোগ্যতা না থাকিলে, মিথ্যাকেই সত্য বলিয়া প্রতীতি করিতে হয়। জাগতিক যাবদীয় পদার্থের নিরন্তর পরিণাম বা ভাবান্তরের প্রতি দৃষ্টি না করিলে, প্রকৃত সত্যের প্রতি দৃষ্টি পড়ে না। প্রকৃত সত্য যে কি? তাহার অনুসন্ধান করিলে, আমরা স্পষ্টত প্রতীতি করিতে পারি যে, এই পরিবর্ত্তনের সাক্ষীরূপে যিনি চির বিদ্যমান থাকিয়া, সমস্ত প্রতীতি

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রীতিঃ তেষু বিষয়েষু প্রজায়তে উৎপদ্যতে সঙ্গাৎ প্রীতেঃ সংজায়তে সমুৎপদ্যতে কামঃ তৃষ্ণা তস্মাৎ কামাৎ কুতশ্চিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভবসিদ্ধমিতি বক্তুমিদমিত্যুক্তং, বিষয়েষু বিশেষত্বমারোপিত-রমণীয়ত্বং প্রীতিরাসক্তিরিতি সাধারণাসক্তিমাত্রং গৃহ্যতে তৃষ্ণেত্যুদ্রিক্তা শক্তিরুক্তা প্রতিবন্ধেন প্রণাশেন বা প্রতিহতিঃ ॥ ৬২ ॥

আভাস।

করিতেছেন, তিনিই প্রকৃত সত্য! বাকী সকলই মিথ্যা! দেহও বাল্য, যৌবন এবং জরাগ্রস্ত হইয়া, নিরন্তর পরিবর্ত্তনের পথে প্রচালিত হইতেছে; সুতরাং দেহও মিথ্যা। কেবল যে তাহার পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করিতেছে, সেই একাকী আমিই সত্য। অতএব এই জাগতিক অনন্ত পদার্থের নিরন্তর পরিবর্ত্তন যিনি করিতেছেন এবং বুঝিতেছেন, তিনিই একাকী সত্য। কিন্তু নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল জাগতিক পদার্থকে চিরস্থায়ী ও সুখকর জ্ঞানে তাহাদের অর্জ্জন ও রক্ষণের অভিমুখে ধাবিত হইলে, আমরা দুইটী পরম সত্যকে হারাইতেছি। একটী যিনি এই পরিবর্ত্তনশীল জগৎকে প্রস্তুত করিতেছেন এবং অপরটী যিনি তাহা অবধারণ করিতেছেন। যিনি জগৎ চালাইতেছেন, তিনি ঈশ্বর; এবং যিনি তাহা উপলব্ধি করিতেছেন, তিনিই জীবাত্মা; অর্থাৎ যিনি আমি বোধে এই দেহে বিরাজ করিতেছেন। এই দুইটীকে অপরোক্ষ ভাবে প্রতীতি করিতে পারিলে, আর দুর্গতিগ্রস্ত হইতে হয় না।

আপাতত অভাব ও দুঃখের হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ নিষ্কৃতি পাই দেখিয়া, বিষয়কেই চির উপকারী বোধে তাহারই প্রতি আমরা ধাবিত হইতেছি। ফলে কিন্তু শান্তির পরিবর্ত্তে উৎকণ্ঠারই সৃষ্টি করিতেছি। দেহের প্রয়োজন উপলক্ষে আমরা ভোগের প্রতি ধাবিত হই সত্য! কিন্তু সে প্রয়োজন ত অধিক ক্ষণ থাকে না। কারণ প্রয়োজনের পূরণ হইবা মাত্র, পূর্ব্ব প্রয়োজনের চিন্তা হৃদয়ে লুক্কায়িত রাখিয়া, মানব বিষয়ের অর্জ্জনে ও রক্ষণে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া কি ভীষণ অনর্থেরই সৃষ্টি করিতেছে! আমরা যে কোন বিষয় বা ভোগ্য পদার্থের প্রতি উপকারী বোধে কিছুকাল মনঃসংযোগে চিন্তা করি, কালে তাহার প্রতিই আসক্তি জন্মে। অধিক কি! যে পথ দিয়া আমরা দুই চারিবার যাতায়াত করি, তাহাতেই একটী অপূর্ব্ব আমার ভাবের স্থাপনা হইয়া যায়। কারণ অনেক দিনের পর সেই

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।

অন্বয়ঃ।

ক্রোধাৎ সম্মোহঃ অবিবেকঃ, সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ, স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহোঽবিবেকঃ কার্য্যাকার্য্যবিষয়বিভ্রমঃ ভবতীতি সংবধ্যতে। ক্রুদ্ধো হি সংমূঢ়ঃ সন্ গুরুমপ্যাক্রোশতি। সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাহিতসংস্কারজনিতায়াঃ স্মৃতেঃ স্যাদ্বিভ্রমো ভ্রংশঃ স্মৃত্যুৎপত্তিনিমিত্তপ্রাপ্তৌ অনুৎপত্তিস্ততঃ স্মৃতিভ্রংশাত্তু বুদ্ধের্নাশঃ কার্য্যাকার্য্যবিষয়বিবেকাযোগ্যতা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ক্রোধস্য সংমোহ-হেতুত্বমনুভবেন দ্রঢ়য়তি ক্রুদ্ধো হীতি। আক্রোশত্যধিক্ষিপতি তদযোগ্যত্বমপেরর্থঃ। সংমোহকার্য্যং কথয়তি সংমোহাদিতি। স্মৃতের্নিমিত্তনিবেদনদ্বারা স্বরূপং নিরূপয়তি শাস্ত্রেতি। ক্ষণিকত্বাদেব তস্যাঃ স্বতো নাশ সম্ভবান্ন সংমোহাধীনত্বং তস্যেত্যাশঙ্ক্যাহ স্মৃতীতি। স্মৃতিভ্রংশেঽপি কথং বুদ্ধিনাশঃ স্বরূপতঃ সিধ্যতি

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ ক্রোধাদিতি। ক্রোধাৎ সম্মোহঃ কার্য্যাকার্য্যবিবেকাভাবঃ, ততঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টার্থস্মৃতের্ব্বিভ্রমো বিচলনং ভ্রংশঃ, ততো বুদ্ধেশ্চেতনায়াঃ নাশঃ বৃক্ষাদিষ্বিবাভিভবঃ, ততঃ প্রণশ্যতি মৃততুল্যো ভবতি ॥ ৬৩ ॥

ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয়, অর্থাৎ হিতাহিত জ্ঞান থাকে না; আবার মোহের পরিণাম আত্মবিস্মৃতি। স্মৃতির অভাবে বুদ্ধির

আভাস।

পূর্ব্বপথে পুনরায় উপস্থিত হইলে, মনোমধ্যে তৎপ্রতি একটী আত্মীয়তা ও আনন্দের উদয় হয়। সেইরূপ যে কোন বিষয়ের সহিত চিত্তের সম্বন্ধ করা যায়, তাহাতেই একটী আসক্তি বা প্রীতির উদয় হইয়া থাকে; সুতরাং তাহার সহিত একটী আত্মীয়তার সংস্থাপনে আমার হউক! এইরূপ ইচ্ছার উদ্রেক হইতে থাকে। কিন্তু এই ইচ্ছা বা কামনার পূরণ সম্বন্ধে করিতে চেষ্টা করিলে, তৎপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকের প্রতি বিষম বিদ্বেষ বা ক্রোধের কারণ ঘটে। বাটীর নিকটবর্ত্তী জমাখণ্ড আমার হইলে ভাল হয়, সুতরাং যাহার জমী বা যে প্রতিবন্ধককারী তাহার প্রতি ক্রোধে অনিষ্ট করিবার প্রবৃত্তি

স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ঃ ।

বুদ্ধিনাশাৎ হিতাহিত বিচারাভাবাৎ, প্রণশ্যতি পুরুষার্থায় অযোগ্যঃ ভবতি ॥ ৬৩ ॥

শঙ্করভাষ্যম্ ।

অন্তঃকরণস্য বুদ্ধের্নাশ উচ্যতে । বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি তাবদেব হি পুরুষো যাবদন্তঃকরণং তদীয়ং কার্য্যাকার্য্যবিষয়বিবেকযোগ্যং, তদযোগ্যত্বে নষ্ট এব পুরুষো ভবত্যতঃ তস্যান্তঃকরণস্য বুদ্ধের্নাশাৎ প্রণশ্যতি পুরুষার্থাযোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

তত্রাহ কার্য্যেতি । নম্ব পুরুষস্য নিত্যসিদ্ধস্য বুদ্ধিনাশেঽপি প্রণাশো ন প্রকল্প্যতে তত্রাহ তাবদেবেতি । কার্য্যাকার্য্যবিবেচনযোগ্যান্তঃকরণাভাবে সতোঽপি পুরুষস্য করণাভাবাদপগত-তত্ত্ববিবেকবিবক্ষয়া নষ্টত্বব্যপদেশঃ । তদেতদাহ পুরুষার্থেতি ॥ ৬৩ ॥

বিচার-শক্তি থাকে না, এবং বুদ্ধির নাশেই মানবের সর্ব্বতোভাবে ধ্বংসের উপস্থিতি ঘটে ইহা স্বীকার্য্য । ৬৩ ॥

আভাস ।

জন্মে । তখন সে প্রবৃত্তির স্রোত যে কোন্ দিকে প্রসারিত হয়, তাহার ত কোন ঠিকানা থাকে না । সুতরাং তৎকালে একটী কিংকর্ত্তব্যতায় বিমূঢ় ভাব হৃদয়কে আক্রমণ করে । সুতরাং তৎকালে আপন পর সম্বন্ধ বা স্বীয় যোগ্যতার স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায় । স্মৃতির অভাবে বিচার-বাহিনী বুদ্ধি আর থাকে না! বুদ্ধির ধ্বংস ঘটিলে, মানব ঐহিক এবং পারমার্থিক উভয় পথে বঞ্চিত হইয়া থাকেন । কারণ সৃষ্ট জগতে বুদ্ধিই এক মাত্র সম্বল । বুদ্ধির প্রসাদে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য এই চতুর্ব্বর্গের প্রসারণে মানব কৃতার্থ হয় এবং বুদ্ধির মালিন্যে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্য অর্থাৎ সকল প্রকারের অনাটন বা অভাবে নিপতিত হইলে মানব দুঃখের চরম সীমায় উপনীত হয়, সন্দেহ নাই । ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥

শরীর ধারণ করিতে হইলে, শরীরের পুষ্টি-রক্ষার্থ তাহার ভোগ্য বিষয়কে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে ; সে ভোগও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে করিতে হইবে । কিন্তু ভোগের আসক্তিই যাবতীয় অনর্থের মূল । অতএব ভোগ না করিয়া,

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।

অন্বয়ঃ।

রাগদ্বেষ-বিমুক্তৈঃ অতঃ আত্মবশ্যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ দেহধারণোপযোগিনঃ বিষয়ান্

শাঙ্করভাষ্যম্।

সর্ব্বানর্থস্য মূলমুক্তং বিষয়াভিধ্যানমথেদানীং মোক্ষকারণমিদমুচ্যতে রাগদ্বেষেতি। রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ রাগশ্চ দ্বেষশ্চ রাগদ্বেষৌ তৎপুরঃসরা হীন্দ্রিয়াণাং প্রবৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তত্র যো মুমুক্ষু র্ভবতি স তাভ্যাং বিমুক্তৈঃ শ্রোত্রাদিভিরিন্দ্রিয়ৈ র্বিষয়ান্

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বিষয়াণাং স্মরণমপি চেদনর্থকারণং সুতরাং তর্হি ভোগস্তেন জীবনার্থং ভুঞ্জানো বিষয়ানন‌র্থং কথং ন প্রতিপদ্যেত ইত্যাশঙ্ক্য বৃত্তানুবাদপূর্ব্বকমুত্তরশ্লোকতাৎপর্য্যমাহ সর্ব্বানর্থস্যেতি। অনর্থমূল-কথনানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। পরিহর্ত্তব্যে নির্ণীতে সতি তৎপরিহারোপায়-জিজ্ঞাসাং দর্শয়তি ইদানীমিতি। রাগদ্বেষপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তি-

স্বামিকৃত টীকা।

নন্বিন্দ্রিয়াণাং বিষয়প্রবণস্বভাবানাং নিরোদ্ধুমশক্যত্বাদয়ং দোষো দুষ্পরিহর ইতি স্থিতপ্রজ্ঞত্বং কথং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ রাগদ্বেষ ইতি দ্বাভ্যাং। রাগদ্বেষ-রহিতৈর্ব্বিগতদর্পৈরিন্দ্রিয়ৈ র্ব্বিষয়াংশ্চরন্ উপভুঞ্জানোঽপি প্রসাদং শান্তিং প্রাপ্নোতি।

জিতেন্দ্রিয় পুরুষ রাগদ্বেষ-শূন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রারব্ধের

আভাস।

যখন জীবন যাপন করা অসম্ভব, তখন শান্তিলাভের উপায় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রতিবোধিত করিয়াছেন যে, দেহযাত্রা মাত্র নির্ব্বাহ করিবার উপলক্ষে প্রয়োজনীয় ভোগ মানব অনায়াসে ভোগ করিতে পারে। নীতিকর্ত্তারা বলেন, "স্বচ্ছন্দ-বনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে। অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ"॥ অর্থাৎ অনায়াসে লভ্য ক্ষেত্রজাত শাকাদি ভোজ্য পদার্থে যখন উদরপূর্ত্তি হয়, তবে নিরর্থক জীব-হিংসাদি করিয়া এই দগ্ধ উদরের জন্য পাপ সংগ্রহ করা বিজ্ঞ ব্যক্তির কদাপি কর্ত্তব্য নহে। কারণ তাদৃশ বস্তুর সংগ্রহার্থ লোককে নানা প্রকারে বিব্রত হইতে হয় এবং তদ্দ্বারা পরিণামে বিবিধ রোগাদিরও সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। যদি স্রোতস্বতী বা নির্ঝরিণীর দেবদত্ত অনায়াস-লভ্য বারিতে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে মৎস্যাদি সংগ্রহার্থ পবিত্র বৃহৎ দীর্ঘিকাদি জলাশয়ের ব্যবস্থার জন্য বিপন্ন হইবার প্রয়োজন কি? এ সমস্ত ব্যাপার দেহের তুষ্টিবৃত্তির জন্য নহে; ইহা মন এবং অহঙ্কারের

আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়ঃ।

চরন্ উপভুঞ্জন্) বিধেয়াত্মা জিতচিত্তঃ জনঃ প্রসাদং প্রসন্নতাং অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৬৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম।

অবর্জ্জনীয়াংশ্চরন্নুপলভমানঃ আত্মবশ্যৈরাত্মনো বশ্যানি বশীভূতানি তৈরাত্মবশ্যৈ-র্বিধেয়াত্মা ইচ্ছাতো বিধেয় আত্মা অন্তঃকরণং যস্য সোঽয়ং প্রসাদমধিগচ্ছতি, প্রসাদঃ প্রসন্নতা স্বাস্থ্যম্ ॥ ৬৪ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

রিত্যত্রানুভব-দর্শনার্থো হিশব্দঃ, শাস্ত্রীয়প্রবৃত্তিব্যাসেধার্থং স্বাভাবিকীত্যুক্তং তত্রেত্যধিকৃতানধিকৃত্য প্রয়োগাবর্জ্জনীয়ানশন-পানাদীন্ দেহস্থিতিহেতূনিতি যাবৎ। ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষু প্রবৃত্তিশ্চেৎ নিয়মানুপপত্ত্যা বর্জ্জনীয়েষ্বপি সা স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ আত্মেতি। অন্তঃকরণাধীনত্বেঽপীন্দ্রিয়াণাং তদনিয়মাত্তেষামপি নিয়মানুপপত্তি-রিত্যাশঙ্ক্যাহ বিধেয়াত্মেতি ॥ ৬৪ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

রাগদ্বেষরাহিত্যমেবাহ আত্মেতি। আত্মনো মনসো বশ্যৈরিন্দ্রিয়ৈ র্বিধেয়ো বশবর্ত্তী আত্মা মনো যস্যেতি, অনেনৈব কথং ব্রজেতেত্যস্য চতুর্থপ্রশ্নস্য স্বাধীনৈরিন্দ্রিয়ৈ-র্বিষয়ান্ গচ্ছতীত্যুত্তরমুক্তং ভবতি ॥ ৬৪ ॥

অনুকূলে এবং অনুসারে যথেষ্ট বিষয়কে ভোগ করিলেও, চিত্তে শান্তি ও প্রসন্নভাব অনুভব করিতে পারেন ॥ ৬৪ ॥

আভাস।

ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আয়োজন। সুতরাং নিশ্চয়ই বিপন্ন হইতে হইবে। কারণ একের ক্ষুধায় অন্যের ক্ষুধার অনুপাতে খাদ্য বস্তু সংগ্রহে পূরণে চেষ্টা করিলে, প্রকৃত ক্ষুধাতুরের কষ্ট হইবে। উত্তম ঘৃত দর্শনে প্রচুর পরিমাণে উদরে প্রদান করিলে, সে তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। সুতরাং চিত্তের বা বুদ্ধির ক্ষুধার দ্বারা দেহের ক্ষুধা নিবারণে চেষ্টিত হইলে এবং দেহের উপলক্ষে চিত্তের ক্ষুধা, নিবারণে চেষ্টিত হইলে, প্রকৃত অপকার ব্যতীত উপকারের কোন প্রত্যাশা নাই। অনুরাগ বা বিদ্বেষ ভাব অন্তরিন্দ্রিয় বুদ্ধিরই কার্য্য!

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়ঃ।

প্রসাদে প্রসন্নতায়াং সত্যাং অস্য যতেঃ সর্ব্বদুঃখানাং আধ্যাত্মিকানাং হানিঃ নিবৃত্তিঃ উপজায়তে। প্রসন্নচেতসঃ শান্তচিত্তস্য জনস্য বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে আশু শীঘ্রং আত্মস্বরূপে নিশ্চলা ভবতি ॥ ৬৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যুচ্যতে প্রসাদ ইতি। প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং আধ্যাত্মিকাদীনাং হানি র্বিনাশোঽস্য যতেরুপজায়তে; কিঞ্চ প্রসন্নচেতসঃ স্বচ্ছান্তঃকরণস্য হি যস্মাদাশু শীঘ্রং বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে আকাশমিব পরি সমন্তাৎ অবতিষ্ঠতে আত্ম-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তথাপি নানাবিধ-দুঃখাভিভূতত্বান্ন স্বাস্থ্যমাস্থাতুং শক্যমিত্যাশয়েন পৃচ্ছতি প্রসাদ ইতি। শ্লোকার্দ্ধেনোত্তরমাহ উচ্যত ইতি। সর্ব্বদুঃখহান্যা বুদ্ধিস্বাস্থ্যেঽপি প্রকৃতং প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যং কথং সিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রসন্নেতি। বুদ্ধিপ্রসাদস্যৈব ফলান্তর-

স্বামিকৃতটীকা।

প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যত্রাহ প্রসাদ ইতি। প্রসাদে সতি সর্ব্বদুঃখনাশ স্ততশ্চ প্রসন্নচেতসো বুদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

চিত্তের প্রসন্ন ভাবই সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-নাশের অপূর্ব্ব উপায়। এবং চিত্ত প্রসন্ন হইলে, বুদ্ধি আপনা হইতে আপনাতে স্থির ভাব ধারণ করে ॥ ৬৫ ॥

আভাস।

সে অনুরাগ বা বিদ্বেষকে বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত করা কর্ত্তব্য নহে। সৎ অসৎ, আত্মা অনাত্মা, ইহকাল বা পরকাল এবং কাহার কি প্রয়োজন তদ্বিষয়ক চিন্তা বুদ্ধিকে করিতে দিয়া যদি ইন্দ্রিয়-বর্গকে ভৃত্যের ন্যায় বিষয় সংগ্রহে প্রবৃত্ত করান হয়, তাহা হইলে আর দুর্গতিগ্রস্ত হইতে হয় না। অতএব বুদ্ধির অধীনে থাকিয়া এবং নিজেদের স্বার্থ রাগ এবং দ্বেষে অভিভূত না হইয়া, ইন্দ্রিয়গণ যদি কেবল দেহের প্রয়োজনীয় বিষয়-সংগ্রহেই আপন আপন কার্য্য সমাধা করে, তাহা হইলে চিত্তকে আর বিক্ষিপ্ত হইতে হয়

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়ঃ।

অযুক্তস্য অস্থির-চিত্তস্য বুদ্ধিঃ বিচারজ্ঞানং নাস্তি; তথা ভাবনা ধারণা চ নাস্তি। অভাবয়তঃ আত্মধ্যান-রহিতস্য শান্তিঃ ন ভবতি, অশান্তস্য শান্তি-রহিতস্য, সুখং কুতঃ ন কুত্রচিৎ অপি বর্ত্ততে ইতি ॥ ৬৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্বরূপেণৈব নিশ্চলীভবতীত্যর্থঃ, এবং প্রসন্নচেতসোঽবস্থিতবুদ্ধেঃ কৃতকৃত্যতা যতস্তস্মাদ্রাগদ্বেষবিযুক্তৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শাস্ত্রাবিরুদ্ধেষ্ববর্জ্জনীয়েষু যুক্তঃ সমাচরেদিতি বাক্যার্থঃ ॥ ৬৫ ॥

সেয়ং প্রসন্নতা স্তূয়তে নাস্তীতি। নাস্তি ন বিদ্যতে ন ভবতীত্যর্থঃ বুদ্ধিরাত্ম-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মাহ কিঞ্চেতি। তস্মাৎ বুদ্ধিপ্রসাদার্থং প্রযতিতব্যমিতি শেষঃ। শ্লোকদ্বয়স্যাক্ষরোত্থ-মর্থমুক্ত্বা তাৎপর্য্যার্থমুপসংহরতি এবমিতি। যুক্তঃ সমাহিতো বিষয়পারবশ্যশূন্যঃ সন্নিতি যাবৎ ॥ ৬৫ ॥

কিং পুনঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যৈব যথোক্তবুদ্ধিঃ সিধ্যতি নেত্যাহ সেয়মিতি। অসমাহিত-

---

চিন্তা-শূন্য না হইলে, বুদ্ধি স্থির হয় না এবং অভিমত বিষয়ের

আভাস।

ন্না, সে প্রশান্ত ভাব ধারণে আপন কার্য্য আত্মোপলব্ধিতে পূর্ণ অধিকার লাভ করে। যোগসূত্রকার বলিয়াছেন “যোগশ্চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধঃ।” “তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং”। ভৃত্যের কার্য্যে প্রভুকে বিরত হইতে না হইলে, প্রভু যেমন নিশ্চিন্তে অবস্থান করিতে পারেন, সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে চিত্ত বা বুদ্ধিকে বিরত হইতে না হইলে, সে বৃত্তি-শূন্য অর্থাৎ বাহ্য ব্যাপার-শূন্য ভাবে অবস্থান করিতে পারে। এই অবস্থার নামই যোগ। স্থির-জলে যেমন সূর্য্য বা চন্দ্রের প্রতিবিম্ব সুস্পষ্ট প্রতীত হয়, সেইরূপ রাগ দ্বেষাদির ব্যাপার-শূন্য চিত্তে মানব আত্মস্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন। ইহাই মানব জীবনে কর্ম্মযোগের দ্বারা জ্ঞান-যোগের চরম ফল। এই অবস্থায় চিত্তের কোন মালিন্য থাকে না এবং চিত্ত আনন্দপূর্ণ শান্তিময় ভাব ধারণ করে ॥ ৬৪ ॥ ৬৫ ॥

ইন্দ্রিয়ের দোষে অস্থির-চিত্ত মানব আত্মস্বরূপ ভাবিতে বা আত্মসাক্ষাৎকারে

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্বরূপবিষয়া অযুক্তস্যাসমাহিতান্তঃকরণস্য চ অযুক্তস্যেতি ন চাস্য অযুক্তস্য ভাবনা আত্মজ্ঞানাভিনিবেশঃ তথা চ নাস্য ভাবয়তঃ আত্মজ্ঞানাভিনিবেশমকুর্ব্বতঃ শান্তিরুপশমো ন বিদ্যতে। অশান্তস্য কুতঃ। সুখং ইন্দ্রিয়াণাং হি বিষয়সেবাতৃষ্ণাতো নিবৃত্তি র্যা তৎসুখং, ন বিষয়বিষয়া তৃষ্ণা, দুঃখমেব হি সা, ন তৃষ্ণায়াং সত্যাং সুখস্য গন্ধমাত্রমপি উৎপদ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৬৬॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তস্যাপি বুদ্ধিমাত্রমুৎপদ্যমানং প্রতিভাতীত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি আত্মস্বরূপেতি। ন হি বিক্ষিপ্তচিত্তস্যাত্মস্বরূপবিষয়া বুদ্ধিরুদেতুমর্হতীত্যত্র হেতুমাহ ন চেতি। আত্মজ্ঞানে শব্দাদাপাততো জাতে স্মৃতিসন্তানানুকরণং সাক্ষাৎকারার্থমভিনিবেশো ভাবনেতি-চোচ্যতে। ন চাসৌ বিক্ষিপ্তবুদ্ধেঃ সিধ্যতীতি হেত্বর্থং বিবক্ষিত্বাহ আত্মজ্ঞানেতি। ভাবনা-দ্বারা সাক্ষাৎকারাভাবেহপি কা ক্ষতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ তথেতি। অসমাহিতস্য ভাবনাভাবাদিতি যাবৎ। আত্মন্যাপাততোহজ্ঞাতে শ্রবণাদ্যাবৃত্তিরূপাং স্মৃতিমনাতন্বানস্যাপরোক্ষধ্যাভাবেনানর্থনিবৃত্তিঃ সিধ্যতীত্যাহ উপশম ইতি। অনিবৃত্তা-নর্থস্য পরমানন্দ...দিভক্তস্য সংসার-বারিধৌ নিমগ্নস্য সুখাবির্ভাবো ন সম্ভবতী-ত্যাহ অশান্তস্যেতি। তস্যাপি বিষয়সেবিনো বৈষয়িকং সুখং সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ ইন্দ্রিয়াণাং হীতি। তৃষ্ণাক্ষয়স্য শাস্ত্রপ্রসিদ্ধমানুভবিকসুখত্বমিতি বক্তুং হি শব্দঃ। বিষয়সেবা-তৃষ্ণয়াপি বিষয়োপভোগদ্বারা সুখমুপলব্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ দুঃখমেবেতি। তত্রাপি হি শব্দোহনুভবাবদ্যোতী। তদেব স্পষ্টয়তি নেত্যাদিনা॥ ৬৬॥

স্বামিকৃতটীকা।

ইন্দ্রিয়-নিগ্রহস্য স্থিতপ্রজ্ঞতাসাধনত্বং ব্যতিরেকমুখেনোপপাদয়তি নাস্তীতি। অযুক্তস্যাবশীকৃতেন্দ্রিয়স্য নাস্তি বুদ্ধিঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যামাত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞৈব নোৎপদ্যতে কুতস্তস্যাঃ প্রতিষ্ঠা-বার্ত্তা ইত্যত্রাহ নচেতি। ন চাযুক্তস্য ভাবনা ধ্যানং, ভাবনয়াহি বুদ্ধেরাত্মনি প্রতিষ্ঠা ভবতি সা চাযুক্তস্য যতো নাস্তি। ন চাভাবয়ত আত্মধ্যানমকুর্ব্বতঃ শান্তিরাত্মনি চিত্তোপরমঃ, অশান্তস্য কুতঃ সুখং মোক্ষানন্দঃ ইত্যর্থঃ॥ ৬৬॥

সাধনাও হয় না; ভাবনার অভাবে মীমাংসা-পূর্ণ শান্তির সাক্ষাৎ-কার ঘটে না এবং অশান্ত হৃদয়ে সুখের লেশ মাত্রও থাকে না॥ ৬৬॥

আভাস।

অধিকারী হয় না; এবং বিচার করিতে অক্ষম-চিত্ত ব্যক্তিও শান্তি পায় না;

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়ঃ।

অম্ভসি (সমুদ্রাদি-জলপথে বিচিত্র-গতিঃ) বায়ুঃ যথা নাবং নৌকাং ইতস্ততঃ চালয়তি তথা যৎ মনঃ বিষয়েষু চরতাং প্রবর্ত্তমানানাং ইন্দ্রিয়াণাং অনুবিধীয়তে পশ্চাদ্ধাবতি তৎ মনঃ অস্য যতেঃ প্রজ্ঞাং আত্মানাত্মবিবেকজাং বুদ্ধিং হি নিশ্চিতমেব হরতি স্বরূপাৎ বিচালয়তি ॥ ৬৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অযুক্তস্য কস্মাদ্বুদ্ধির্নাস্তীত্যুচ্যতে ইন্দ্রিয়াণামিতি। ইন্দ্রিয়াণাং হি যস্মাৎ চরতাং স্ববিষয়েষু প্রবর্ত্তমানানাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে অনুপ্রবর্ত্ততে তদিন্দ্রিয়বিষয়-বিকল্পনেন প্রবৃত্তং মনোঽস্য যতে হরতি প্রজ্ঞামাত্মানাত্মবিবেকজাং নাশয়তি।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

আকাঙ্ক্ষাদ্বারা শ্লোকান্তরমুত্থাপয়তি অযুক্তস্যেতি। বিক্ষিপ্তচেতসো ভাবনা-ভাবে সাক্ষাৎকারলক্ষণা বুদ্ধির্ন ভবতীতি হেত্বন্তরেণ সাধয়তি ইন্দ্রিয়াণামিতি। যৎপদোপাত্তং মনস্তৎপদেনাপি গৃহ্যতে। ইন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং বিষয়াঃ শব্দাদয়-

স্বামিকৃতটীকা।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্যেত্যত্র হেতুমাহ ইন্দ্রিয়াণামিতি। ইন্দ্রিয়াণামবশীকৃতানাং স্বৈরং বিষয়েষু চরতাং মধ্যে যদেবৈকমিন্দ্রিয়ং মনোঽনুবিধীয়তে অবশীকৃতং সদিন্দ্রি-য়েণ সহ গচ্ছতি তদেবৈকমিন্দ্রিয়মস্য মনসঃ পুরুষস্য বা প্রজ্ঞাং হরতি বিষয়বিক্ষিপ্তাং

ইন্দ্রিয়গণ বিষয়-বনে নিরন্তর বিচরণ করিলে, যোগীর মনও ইন্দ্রিয়েরই অনুসরণ করে; সুতরাং সমুদ্রাদিতে নৌকা যেমন বায়ু-বেগে ইতস্ততঃ প্রচালিত হয়, সেইরূপ বিষয়াসক্ত মনের বেগে যোগীর চিত্তও চঞ্চল হইয়া স্বার্থ চিন্তনে বিমুখ হইয়া পড়ে ॥ ৬৭ ॥

আভাস।

শান্তির অভাব হইলে, সুখের সন্দর্শন অসম্ভব। প্রকৃত প্রস্তাবে জানা যায় যে, আত্মস্বরূপের অপরোক্ষ ভাবে প্রতীতিই পরমানন্দ। বিষয়-বিড়ম্বিত চিত্তে বুদ্ধির স্থৈর্য্যলাভ হয় না। প্রবল ঝটিকার প্রবাহে তরঙ্গায়িত সমুদ্রগর্ভে অর্ণব-পোত যেমন স্থির থাকিতে পারে না, বিষয়-বাসনায় নিরন্তর বিচলিত চিত্তে

তস্মাদ্‌যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।

অন্বয়ঃ।

তস্মাৎ হে মহাবাহো! ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণি যস্য যত্নেঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি উদকে জিগমিষতাং মার্গাদুদ্ধৃত্যো উন্মার্গে যথা বায়ু র্নাবং প্রবর্ত্তয়ত্যেবং আত্মবিষয়াং প্রজ্ঞাং হৃত্বা মনোবিষয়াং কল্পনাং করোতি ॥৬৭॥

যততো হীত্যুপন্যস্তস্য অর্থস্য অনেকধা উপপত্তিমুক্তা তস্যার্থমুপপাদ্য উপসংহরতি তস্মাদিতি। ইন্দ্রিয়াণাং প্রবৃত্তৌ দোষ উপপাদিতো যস্মাৎ তস্মাৎ যস্য যত্নেঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্তেষাং বিকল্পনং মিথৌ বিভজ্য গ্রহণং তেনেতি যাবৎ। দৃষ্টান্তং ব্যাকরোতি উদক ইতি। যস্মাত্তস্মাদযুক্তস্য নোৎপদ্যতে বুদ্ধিরিতি যোজনা ॥ ৬৭ ॥

যততো হীত্যাদিশ্লোকাভ্যামুক্তস্যৈবার্থস্য প্রকৃতশ্লোকাভ্যামপি কথ্যমানত্বাদস্তি পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি যততো হীত্যাদিনা ধ্যায়তো বিষয়ানিত্যাদীনাং উপপত্তিবচনমুদ্দেশ্যং। তচ্ছেষাপেক্ষিতার্থোক্তিদ্বারা শ্লোকমবতারয়তি ইন্দ্রিয়াণাং

স্বামিকৃতটীকা।

করোতি কিমু বক্তব্যং বহূনি প্রজ্ঞাং হরন্তীতি, যথা প্রমত্তস্য কর্ণধারস্য নাবং বায়ুঃ সমুদ্রে সর্ব্বতঃ পরিভ্রাময়তি তদ্বদিতি ॥ ৬৭ ॥

ইন্দ্রিয়-সংযমস্য স্থিতপ্রজ্ঞত্বে সাধনত্বং লক্ষণত্বঞ্চোক্তমুপসংহরতি তস্মাদিতি।

অতএব যে ব্যক্তি স্ব স্ব ভোগ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিরস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, হে মহাবাহো! সেই জিতেন্দ্রিয়

আভাস।

আত্মস্বরূপেরও সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইতে পারে না। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়-গ্রাম মনের অনুসারে গমন করে; কিন্তু বিচার-বিহীন মানবের হৃদয় ইন্দ্রিয়েরই অনুকরণ করে। তাহারা যাহা কিছু দেখে বা শুনে তাহাতে কেবল চঞ্চল হইয়া পড়ে ॥ ৮৩ ॥ ৬৭ ॥

সংসারে যে ব্যক্তি আপন ইন্দ্রিয়কে জয় করিতে পারে, সেই নিজের স্বরূপকে অপরোক্ষ ভাবে প্রতীতি করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে অধিকারী হয়। অন্ধের ন্যায় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়কে ভোগ করিলে, কেহ কখন উন্নতি লাভ করিতে

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী ।

যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥৬৯॥

অন্বয়ঃ ।

সর্ব্বশঃ সর্ব্বভাবেন নিগৃহীতানি বশীকৃতানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা অচলা ভবতি ॥ ৬৮ ॥

সর্ব্বভূতানাং প্রজ্ঞাচক্ষুর্বিহীনানাং বিষয়াত্মনাং ভোগীনাং যা নিশা রাত্রিবৎ অনালোচনীয়া অবিষয়ীভূতা চ তস্যাং নিশায়াং সংযমী জিতেন্দ্রিয়ঃ জনঃ জাগর্ত্তি স্বাত্মাবধারণে প্রবর্ত্ততে। যস্যাং বিষয়চিন্তায়াং ভূতানি অনভিজ্ঞাঃ জনাঃ জাগ্রতি আবশ্যকত্বেন প্রযতন্তে, পশ্যতঃ প্রজ্ঞাবতঃ মুনেঃ মননশীলস্য যতেঃ সা চিন্তা নিশা ইব হেয়া ॥ ৬৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

হে মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈর্মানসাদিভেদৈরিন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্য স্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

যোঽয়ং লৌকিকো বৈদিক চ ব্যবহারঃ সমুৎপন্নবিবেকজ্ঞানস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

মিতি । অসমাহিতেন মনসা যস্মাদমুবিধীয়মানানীন্দ্রিয়াণি প্রসহ্য প্রজ্ঞামপহরন্তি তস্মাদিতি যোজনা ॥ ৬৮ ॥

আত্মবিদঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগেঽধিকারস্তদ্বিপরীতস্যাজ্ঞস্য কর্ম্মণী-

স্বামিকৃতটীকা ।

সাধনত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ, লক্ষণত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা জ্ঞাতব্যেত্যর্থঃ। মহাবাহো ইতি সম্বোধয়ন্ বৈরি-নিগ্রহে সমর্থস্য তবাত্রাপি সামর্থ্যং ভবেদিতি সূচয়তি ॥ ৬৮ ॥

পুরুষেরই বুদ্ধি লব্ধ প্রতিষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৬৮ ॥

সাধারণ ভোগী মানবের পক্ষে যেটী রাত্রির ন্যায় চিন্তার

আভাস।

পারে না। কিন্তু ভোগ করিয়া কি পরিমাণে উপকার ঘটিল, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিয়া যিনি বিষয়কে ভোগ করেন, তাঁহার বুদ্ধি সত্বর ধৈর্য্য ধারণে স্থির হয়। অতএব ইন্দ্রিয়গণকে আপনার অধিকারে রাখাই সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয় ॥ ৬৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অবিদ্যাকার্য্যত্বাদবিদ্যানিবৃত্তৌ নিবর্ত্ততেঽবিদ্যায়াশ্চ বিদ্যাবিরোধাৎনিবৃত্তিরিত্যেতমর্থং স্ফুটী কুর্ব্বন্নাহ যা নিশেতি। যা নিশা রাত্রিঃ সর্ব্বপদার্থানামবিবেককরী তমঃস্বভাবত্বাৎ নিশা সর্ব্বেষাং ভূতানাং সর্ব্বভূতানাং, কিং তৎ পরমার্থতত্ত্বং স্থিতপ্রজ্ঞস্য বিষয়ঃ।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ত্যেতস্মিন্নর্থে সমনন্তরশ্লোকমবতারয়তি যোঽয়মিতি। অবিদ্যানিবৃত্তৌ সর্ব্বকর্ম্ম-নিবৃত্তিশ্চেত্তন্নিবৃত্তিরেব কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ অবিদ্যায়াশ্চেতি। স্ফুটীকুর্ব্বন্ বাহ্যাভ্য-ন্তরকরণানাং পরাক্প্রত্যক্ প্রবৃত্তিবত্তথাবিধে দর্শনে চ মিথো বিরুধ্যতে পরাগ্দর্শনস্যানাত্মাবরণাবিদ্যাকার্য্যত্বাদাত্মদর্শনস্য চ তন্নিবর্ত্তকত্বাত্তত্রাত্ম-দর্শনার্থমিন্দ্রিয়াণি অর্থেভ্যো নিগৃহ্ণীয়াদিত্যাহেতি যোজনা। সর্ব্বপ্রাণিনাং নিশা পদার্থাবিবেককরীত্যত্র হেতুমাহ তমঃস্বভাবত্বাদিতি। সর্ব্বপ্রাণি-সাধারণীং প্রসিদ্ধাং নিশাং দর্শয়িত্বা তামেব প্রকৃতানুগুণত্বেন প্রশ্নপূর্ব্বকং বিষদয়তি কিং তদিত্যাদিনা।

স্বামিকৃতটীকা

ননু ন কশ্চিদপি প্রসুপ্ত ইব দর্শনাদিব্যাপারশূন্যঃ সর্ব্বাত্মনা নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো লোকে দৃশ্যতে। অতোঽসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ যা নিশেতি। সর্ব্বেষাং ভূতানাং যা নিশা নিশেব নিশা আত্মনিষ্ঠা অজ্ঞানধ্বান্তাবৃতমতীনাং তস্যাং দর্শনাদি-ব্যাপারাভাবাৎ তস্যামাত্মনিষ্ঠায়াং সংযমী নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো জাগর্ত্তি প্রবুধ্যতে যস্যান্তু বিষয়নিষ্ঠায়াং ভূতানি জাগ্রতি প্রবুধ্যন্তে সা আত্মতত্ত্বং পশ্যতো মুনের্নিশা তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারস্তস্য নাস্তীত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি যথা দিবান্ধানা-মুলূকাদীনাং রাত্রাবেব দর্শনং ন তু দিবসে এবং ব্রহ্মতত্ত্বোন্মীলিতাক্ষস্যাপি ব্রহ্মণ্যেব দৃষ্টি র্নতু বিষয়েষু। অতো নাসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিতি॥ ৬৯॥

অবিষয়, ত্যাগী সংযমী যতির পক্ষে সেইটীই আলোকময় দিবার ন্যায় চিন্তা বা অনুসন্ধানের বিষয়। সাধারণ জীব, অন্তঃকরণে উত্তেজিত হইয়া যে বিষয়ের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, সর্ব্বজ্ঞান-সম্পন্ন মনন-শীল মুনির পক্ষে তাহা অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিবৎ উপেক্ষার বিষয় হয়, সন্দেহ নাই॥ ৬৯॥

আভাস।

আত্মসাক্ষাৎকারে কৃতার্থ ব্যক্তি এবং ভোগলোলুপ সংসারী ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। উভয়েই বুঝে এবং উভয়েই অনুভব করিয়া

শাঙ্করভাষ্যম্।

যথা নক্তঞ্চরাণাং অহরেব সৎ অন্যেষাং নিশা ভবতি তদ্বন্নক্তঞ্চরস্থানীয়ানাং অজ্ঞানিনাং সর্ব্বভূতানাং নিশেব নিশা পরমার্থতত্ত্বাগোচরত্বাদতদ্বুদ্ধীনাং। তস্যাং পরমার্থতত্ত্ব-লক্ষণায়াং অজ্ঞাননিদ্রায়াং প্রবুদ্ধো জাগর্ত্তি সংযমী সংযমবান জিতেন্দ্রিয়ো যোগী-ত্যর্থঃ, যস্যাং গ্রাহ্যগ্রাহকভেদলক্ষণায়ামবিদ্যানিদ্রায়াং প্রসুপ্তান্যেব ভূতানি জাগ্রতী-ত্যুচ্যতে যস্যাং নিশায়াং প্রসুপ্তা ইব স্বপ্নদৃশঃ সা নিশা অবিদ্যারূপত্বাৎ পরমার্থতত্ত্বং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্থিতপ্রজ্ঞবিষয়স্য পরমার্থতত্ত্বস্য প্রকাশৈকস্বভাবস্য কথমজ্ঞানং প্রতি নিশাত্ব-মিত্যাশঙ্ক্যাহ যথেতি। তত্র হেতুমাহ অগোচরত্বাদিতি। অতদ্বুদ্ধীনাং পরমার্থ-তত্ত্বাতিরিক্তে দ্বৈতপ্রপঞ্চে প্রবৃত্তবুদ্ধীনামপ্রতিপন্নত্বাৎ পরমার্থতত্ত্বং নিশেবাবি-ভুষামিত্যর্থঃ। তস্যামিত্যাদি ব্যাচষ্টে তস্যামিতি। নিশাবদজ্ঞায়ামবস্থায়ামিতি যাবৎ, যোগীতি জ্ঞানী কথ্যতে।

দ্বিতীয়ার্দ্ধং বিভজতে যস্যামিতি। প্রসুপ্তানাং জাগরণং বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রসুপ্তা ইবেতি। পরমার্থতত্ত্বমনুভবতো নিবৃত্তাবিদ্যস্য সন্ন্যাসিনো দ্বৈতাবস্থা নিশেত্যত্র হেতুমাহ অবিদ্যারূপত্বাদিতি। পরমার্থাবস্থা নিশেত্যবিদুষাং বিদুষাস্তু দ্বৈতাবস্থা তথেতি স্থিতে ফলিতমাহ অত ইতি। অবিদ্যাবস্থায়ামেব ক্রিয়া-কারক-ফলভেদপ্রতিভানাদিত্যর্থঃ। বিদ্যোদয়েঽপি তৎপ্রতিভানাবিশেষাৎ পূর্ব্বমিব কর্ম্মাণি বিধীয়েরন্নিত্যাশঙ্ক্যাহ বিদ্যায়ামিতি। অবিদ্যানিবৃত্তৌ বাধি-তানুবৃত্ত্যা বিভাগভানেঽপি নাস্তি কর্ম্মবিধিঃ বিভাগাভিনিবেশাভাবাদিত্যর্থঃ।

আভাস

ভোগ করে; কিন্তু উভয়ের বিষয় সম্পূর্ণ বিপরীত এবং স্বরূপও বিপরীত। সংসারী মানব অবিদ্যায় অভিভূত, আত্মজ্ঞানী বিদ্যাবলে বলীয়ান্। অবিদ্যার গতি জীবকে বাহ্যবৃত্তির প্রবাহে বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটাইয়া সুখ দুঃখের অনুভূতি করায়, বিদ্যার প্রভাবে জীব অন্তর্বৃত্তির উন্মেষণে উত্তরোত্তর অন্তরে প্রবেশ করিয়া, অন্তর্যামীর নিকটবর্ত্তী হয়; এবং নিরন্তর পরমানন্দের অনুভব করে। সুতরাং উভয়ের পার্থক্য যে কত অধিক, তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপে দিবা ও নিশার পরিচয় দিয়াছেন। অর্থাৎ দিবাভাগে যে কোন জীব সুস্পষ্ট দর্শন করে, রাত্রিতে সে দেখিতে পায় না; যথা মনুষ্য পক্ষী প্রভৃতি। আবার রাত্রিকালে পেচকাদি স্পষ্ট দর্শনে বিচরণ করে, দিবাভাগে তাহারা অন্ধের ন্যায় অন্ধকারে লুক্কায়িত থাকে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রাগুতো মুনেঃ অতঃ কর্ম্মাণ্যবিদ্যাবস্থায়ামেব চোদ্যন্তে ন বিদ্যাবস্থায়াং। বিদ্যায়াং হি সত্যামুদিতে সবিতরি শার্ব্বরমিব তমঃ প্রণাশমুপগচ্ছত্যবিদ্যা প্রাগ্বিদ্যোৎপত্তেরবিদ্যা প্রমাণবুদ্ধ্যা গৃহ্যমাণা ক্রিয়াকারক-ফলভেদরূপা সতী সর্ব্বকর্ম্মহেতুত্বং প্রতিপদ্যতে। নাপ্রমাণবুদ্ধ্যা গৃহ্যমাণায়াঃ কর্ম্মহেতুত্বোপপত্তিঃ প্রমাণভূতেন বেদেন মম চোদিতং কর্ত্তব্যং কর্ম্মেতি হি কর্ম্মণি কর্ত্তা প্রবর্ত্ততে নাবিদ্যামাত্রমিদং সর্ব্বং নিশেবেতি।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অবিদ্যাবস্থায়ামেব কর্ম্মাণীত্যুক্তং ব্যক্তীকরোতি প্রাগিতি। বিদ্যোদয়াৎ পূর্ব্বং বাধকাভাবাদবাধিতা অবিদ্যা ক্রিয়াদিভেদমাপাদ্য প্রমাণরূপয়া বুদ্ধ্যা গ্রাহ্যতাং প্রাপ্য কর্ম্মহেতুর্ভবতি ক্রিয়াদিভেদাভিমানস্য তদ্ধেতুত্বাদিত্যর্থঃ। ন বিদ্যাবস্থায়ামিত্যুক্তং প্রপঞ্চয়তি নাপ্রমাণেতি। উৎপন্নায়াঞ্চ বিদ্যায়াং অবিদ্যায়াঃ নিবৃত্তত্বাৎ ক্রিয়াদিভেদভানমপ্রমাণমিতি বুদ্ধিরুৎপদ্যতে তয়া গৃহ্যমাণা যথোক্তবিভাগভাগিন্যপ্যবিদ্যা ন কর্ম্মহেতুত্বং প্রতিপদ্যতে বাধিতত্বেনাভাসত্বয়া তদ্ধেতুত্বাযোগাদিত্যর্থঃ। বিদ্যাবিদ্যাবিভাগেনোক্তমেব বিশেষং বিবৃণোতি প্রমাণভূতেনেতি। যথোক্তেন বেদেন কামনাজীবনাদিগতো মম কর্ম্ম বিহিতং তেন ময়া তৎ কর্ত্তব্যমিতি মন্বানঃ সন্ কর্ম্মণ্যজ্ঞোঽধিক্রিয়তে তং প্রতি সাধনবিশেষবাদিনো বেদস্য প্রবর্ত্তকত্বাদিত্যর্থঃ। সর্ব্বমেবেদমবিদ্যামাত্রং দ্বৈতং নিশেবেতি মন্বানস্তু ন প্রবর্ত্ততে কর্ম্মণীতি ব্যাবর্ত্ত্যমাহ নাবিদ্যেতি।

আভাস।

অতএব দিবা ও রাত্রি পরস্পরে যেমন বিরুদ্ধ, তদ্রূপ বিরুদ্ধবাদী জীবও আছে, যাহারা উক্ত পরস্পর বিরুদ্ধ কালকেও আপনাদের পরস্পর অনুকূল ও প্রতিকূল বোধে কার্য্য করিয়া থাকে। যাহারা যে প্রকৃতির জীব তাহারা আপন প্রকৃতির অনুসারে বিষয়-কার্য্য করিয়া থাকে। সুতরাং কেহ কাহারও নিন্দা বা সুখ্যাতির পাত্র নহে। প্রকৃতির আবরণে সকলেই সংসার-ব্যাপার পরিদর্শনে অগ্রসর হইতেছে। অজ্ঞান-মূলক প্রকৃতির বশবর্ত্তী মানব নিত্য নৈমিত্তিকাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানে ঐহিক এবং পারলৌকিক ভোগ-সংগ্রহার্থ অগ্রসর হইয়া থাকে; কিন্তু ভোগের গুণ এবং দোষ দর্শনে অর্থাৎ সুখ এবং দুঃখকে নিরন্তর ভোগ করিয়া, যখন শান্তির অভাবে একান্ত বিরক্ত হয়, তখনই তিনি ভোগ্যের স্বরূপ সাক্ষাৎকারে প্রবৃত্ত হন। এবং সুখ দুঃখের অনুভবকারী আপনাকে

শাঙ্করভাষ্যম্।

যস্য তু পুনর্নিশেষ অবিদ্যামাত্রমিদং সর্ব্বং ভেদজাতমিতি জ্ঞানং তস্যাত্মজ্ঞস্য সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস এবাধিকারো ন প্রবৃত্তৌ। তথা চ দর্শয়িষ্যতি "তত্র দ্বয়ন্তদাত্মানঃ" ইত্যাদিনা জ্ঞাননিষ্ঠায়ামেব তস্যাধিকারঃ। তত্রাপি প্রবর্ত্তকপ্রমাণাভাবে প্রবৃত্তেরনুপপত্তিরিতি চেৎ, ন স্বাত্মবিষয়ত্বাৎ আত্মবিজ্ঞানস্য। ন হ্যাত্মনঃ স্বাত্মনি প্রবর্ত্তকপ্রমাণাপেক্ষতা আত্মত্বাদেব তদন্তত্বাচ্চ সর্ব্বপ্রমাণানাং প্রমাণত্বস্য। ন হ্যাত্ম-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বিদুষো ন কর্ম্মণ্যধিকারশ্চেত্তস্যাধিকারস্তর্হি কুত্রেত্যাশঙ্ক্যাহ যস্যেতি। তস্য আত্মজ্ঞস্য ফলভূতসন্ন্যাসাধিকারে বাক্যশেষং প্রমাণয়তি তথা চেতি। প্রবর্ত্তকং প্রমাণং বিধিঃ, তদভাবে কর্ম্মস্বিব বিদুষো জ্ঞাননিষ্ঠায়ামপি প্রবৃত্তেরনুপপত্তেরাশ্রয়ণীয়ো জ্ঞানবতোঽপি বিধিরিতি শঙ্কতে তত্রাপীতি। কিমাত্মজ্ঞানং বিধিমপেক্ষতে কিম্বা আত্মা নাদ্যঃ, তস্য স্বরূপবিষয়স্য যথা প্রমাণ প্রমেয়মুৎপত্তের্ব্বিধ্যানপেক্ষত্বাদিত্যাহ ন স্বাত্মেতি। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ ন হীতি। প্রবর্ত্তকপ্রমাণশব্দিতস্য বিধেঃ সাধ্যবিষয়ত্বাদাত্মনশ্চাসাধ্যত্বাদিতি হেতুমাহ আত্মত্বাদেবেতি। আত্মতজ্জ্ঞানয়োর্ব্বিধ্যনপেক্ষত্বেঽপি জ্ঞানিনো মানমেয়ব্যবহারং প্রতি নিয়মার্থং বিধ্যপেক্ষা স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তদন্তত্বাচ্চেতি। সর্ব্বেষাং প্রমাণানাং প্রামাণ্যস্যাত্মজ্ঞানোদয়াবসানত্বাত্তস্মিন্নুৎপন্নে ব্যবহারস্য নিরবকাশত্বান্ন তৎ প্রতি নিয়মায় জ্ঞানিনো বিধিরিত্যর্থঃ। উক্তমেব ব্যক্তীকরোতি ন হীতি। ধর্ম্মাধিগমবদাত্মাধিগমেঽপি

আভাস।

ভোগের আসক্তি হইতে পৃথক্ করিতে চেষ্টা করে। ভোক্তার স্বরূপ আপনাকে পৃথক্ করিতে পাবাই আত্ম-সাক্ষাৎকার বা জ্ঞান। অর্থাৎ স্বপ্নদর্শন যে জ্ঞানে হয়, জাগ্রৎ দর্শনও সেই জ্ঞানেই হয়। উভয়ত্র আমি ভাব স্বচ্ছ বিদ্যমান থাকে। পার্থক্য কেবল নিদ্রা ও জাগ্রৎ। সেইরূপ যে ব্যক্তি অজ্ঞানে অভিভূত হইয়া, বিষয়-ভোগে বিব্রত, সেই ব্যক্তিই জ্ঞানে জাগরিত হইয়া, আত্ম-সাক্ষাৎকারে অগ্রসর হয়। তবে উভয়ের পার্থক্য এই যে অজ্ঞানান্ধ মানব ভোগ পাইবার জন্য নিরন্তর কাম্য কর্ম্ম করে, বিবেকী মানব ভোগাসক্তিকে বিসর্জ্জন করিবার নিমিত্ত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি প্রভৃতি যোগাঙ্গের অনুসরণে নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ভোগের অন্তিম পরিণাম বিষয়ে অত্যন্ত বিরক্তি; নিষ্কাম জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানের অন্তিম পরিণাম আত্মস্বরূপে একান্ত অনুরক্তি। কারণ নিস্তরঙ্গ ও উদ্বেগ-শূন্য আত্মস্বরূপই নিশ্চিন্ত

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।

অন্বয়ঃ।

আপঃ নদীজলানি যদ্বৎ আপূর্য্যমাণং অপি অচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রং প্রবি-

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্বরূপাধিগমে সতি পুনঃ প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ সম্ভবতি। প্রমাতৃত্বং হ্যাত্মনো নিবর্ত্তয়ত্যন্ত্যং প্রমাণং। নিবর্ত্তয়দেব চাপ্রমাণীভবতি স্বপ্নকালপ্রমাণমিব প্রবোধে। লোকে চ বস্ত্বধিগমে প্রবৃত্তিহেতুত্বাদর্শনাৎ প্রমাণস্য। তস্মাৎ নাত্মবিদঃ কর্ম্মণ্যধিকার ইতি সিদ্ধম॥ ৬৯॥

বিদুষ স্ত্যক্তৈষণস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য যতেরেব মোক্ষপ্রাপ্তি র্নতু অসন্ন্যাসিনঃ কামকা-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কিমিতি যথোক্তো ব্যবহারো ন ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ প্রমাতৃত্বং হীতি। তন্নিবৃত্তৌ কথমদ্বৈতজ্ঞানস্য প্রামাণ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ নিবর্ত্তয়দেবেতি। প্রমাতৃত্বং নিবর্ত্তয়দদ্বৈতজ্ঞানং স্বয়ং নিবৃত্তে র্ন প্রমাণমিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ স্বপ্নেতি। আত্মজ্ঞানস্য বিধ্যনপেক্ষত্বে হেত্বন্তরমাহ লোকে চেতি। ব্যবহারভূমৌ হি প্রমাণস্য বস্তুনিশ্চয়-ফল-পর্য্যন্তত্বে সতি প্রবর্ত্তকবিধিসাপেক্ষত্বানুপলম্ভাদদ্বৈতজ্ঞানমপি প্রমাণত্বান্ন বিধিমপেক্ষতে রজ্জ্বাদিজ্ঞানবদিত্যর্থঃ। আত্মজ্ঞানবত স্তস্মিন্নবিধিমন্তরেণ জ্ঞানমাহাত্ম্যেনৈব সিদ্ধত্বাত্তস্য কর্ম্মসন্ন্যাসেঽধিকারো ন কর্ম্মণীত্যুপসংহরতি তস্মাদিতি॥ ৬৯॥

নন্বসন্ন্যাসিনাপি বিদ্যাবতা বিদ্যাফলস্য মোক্ষস্য লব্ধুং শক্যত্বাৎ কিমিতি বিদুষঃ সন্ন্যাসো নিয়ম্যতে তত্রাহ বিদুষ ইতি। আপাত-জ্ঞানবতো বিবেকবৈরাগ্যাদি-

অনন্ত নদ নদীর জল সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ করিলেও, রত্নাকর যেমন উচ্ছলিত হইয়া বেলা-ভূমিকে কখন অতিক্রম করে না,

আভাস।

ও আনন্দময় ভাব। অতএব ভোগীর লক্ষ্য বিষয়-প্রাপ্তি; সে আত্ম-সাক্ষাৎকারকে অরুচিকর রাত্রির ন্যায় যেমন উপেক্ষা করে, সেইরূপ সত্যাসত্যের বিচারকারী বৈরাগী বিষয়-চিন্তাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশা-জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া, আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য যত্ন করিয়া থাকেন॥ ৬৯॥

অহো! কুম্ভকার নিজ জ্ঞান-ভাণ্ডার মস্তিষ্কে যে অনন্ত সরায়াদি সাজ সজ্জার কল্পনা করে, এক মৃত্তিকার আশ্রয়ে স্থূলমূর্ত্তিতে বাহিরে তাহারই পরিচয় প্রদান করে। পরম জ্ঞানবান্ ভগবানের কল্পনাও সেইরূপ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি মায়ার

তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

অন্বয়ঃ।

যস্মিন্ তদ্বৎ সর্ব্বে কামাঃ যং প্রবিশন্তি সঃ জনঃ শান্তিং আপ্নোতি; কামকামী ন আপ্নোতি ॥ ৭০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

মিনঃ ইত্যেতমর্থং দৃষ্টান্তেন প্রতিপাদয়িষ্যন্নাহ আপূর্য্যেতি। আপূর্য্যমাণং অদ্ভিরচল-প্রতিষ্ঠং অচলতয়া প্রতিষ্ঠা অবস্থিতি র্যস্য তমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রং আপঃ সর্ব্বতো গতাঃ প্রবিশন্তি স্বাত্মস্থমবিক্রিয়মেব সন্তং যদ্বৎ তদ্বৎ কামা বিষয়সন্নিধাবপি সর্ব্বত ইচ্ছা-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বিশিষ্টৈষণাভ্যঃ সর্ব্বাভ্যোঽভ্যুত্থিতস্য শ্রবণাদি দ্বারা সমুৎপন্নসাক্ষাৎকারবতো মুখ্যস্য সন্ন্যাসিনো মোক্ষো নান্যস্য বিষয়তৃষ্ণাপরিভূতস্য ইত্যেতদ্দৃষ্টান্তেন প্রতিপা-দয়িতুমিচ্ছন্ রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু ইতি শ্লোকোক্তমেবার্থং পুনরাহেতি যোজনা। অদ্ভিঃ সমুদ্রস্য সমন্তাৎ পূর্য্যমাণত্বে বৃদ্ধিহ্রাসবতী তদীয়া স্থিতিরাপতেদিত্যাশঙ্ক্যাহ অচ-লেতি। ন হি সমুদ্রস্যোদকাত্মকং প্রতিনিয়তং রূপং কদাচিদ্বিবর্দ্ধতে হ্রসতে বা তেন তদীয়া স্থিতিরেকরূপৈবেত্যর্থঃ। তত্তন্নাদেয়াশ্চেদাপঃ সমুদ্রান্তর্গচ্ছন্তি তর্হি

স্বামিকৃতটীকা।

নমু বিষয়েষু দৃষ্ট্যভাবে কথমসৌ তান্ ভুঙ্ক্তে ইত্যপেক্ষায়ামাহ আপূর্য্যমাণ-মিতি। নানা-নদনদীভিরাপূর্য্যমাণমপ্যচলপ্রতিষ্ঠমনতিক্রান্তমর্য্যাদমেব সমুদ্রং পুনরপ্যন্যা আপো যথা প্রবিশন্তি তথা কামা বিষয়াঃ যং মুনিমন্তর্দৃষ্টিং ভোগৈর-বিক্রিয়মাণমেব প্রারব্ধকর্ম্মভিরাক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ প্রবিশন্তি স শান্তিং কৈবল্যং প্রাপ্নোতি ন তু কামকামী ভোগকামনাশীলঃ ॥ ৭০ ॥

সেইরূপ যে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন মেধাবী মুনির অন্তরে প্রারব্ধের অনুরোধে অসংখ্য ভোগ্য বিষয় প্রবেশ করিলেও, তিনি কখন কামু-কের ন্যায় চঞ্চল হন না, বরং বিষয় বিচারে শান্তিই লাভ করিয়া থাকেন ॥৭০॥

আভাস।

আশ্রয়ে প্রকটিত হইয়া, স্থূল বিশ্বরূপে বাহিরে বিরাজ করিয়া থাকে। জ্ঞানেই বীজ; শক্তিতে তাহার প্রকটিত ভাবের পরিচয় মাত্র। জ্ঞানকে আশ্রয় করিলে, সকল ভাব

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।

অন্বয়ঃ।

যঃ পুমান্ সর্ব্বান্ কামান্ (প্রাপ্তান্) বিহায় উপেক্ষ্য নিস্পৃহঃ (অপ্রাপ্তেষু)

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিশেষা যং মুনিং সমুদ্রমিবাপোঽবিকুর্ব্বন্তঃ প্রবিশন্তি সর্ব্বে আত্মন্যেব প্রলীয়ন্তে ন স্বাত্মবশং কুর্ব্বন্তি স শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি নেতরঃ কামকামী কাম্যন্ত ইতি কামাঃ বিষয়াস্তান্ কাময়িতুং শীলং যস্য স কামকামী নৈব প্রাপ্নোতীত্যর্থ॥ ৭০॥

যস্মাদেবং তস্মাৎ বিহায়েতি। বিহায় পরিত্যজ্য কামান্ যঃ সন্ন্যাসী সর্ব্বানশেষতঃ কার্ৎস্ন্যেন চরতি জীবনমাত্রচেষ্টাশেষঃ পর্য্যটতীত্যর্থঃ। নিস্পৃহঃ শরীর-জীবন

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তস্য বিক্রিয়াবত্ত্বাদপ্রতিষ্ঠা স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ স্বাত্মস্থমিতি। ইচ্ছাবিশেষাঃ বিষয়াণামসন্নিধৌ বিশুদ্ধি নির্ব্বিকারে প্রবিশন্তোঽপি সন্নিধানে তস্মিন্ প্রবিশন্তো বিকারমাপাদয়েয়ুরিত্যাশঙ্ক্যাহ বিষয়েতি। প্রবেশং বিশদয়তি সর্ব্বত ইতি। যোঽকাম ইত্যাদি শ্রুতে র্ব্বিষয়-বিমুখস্য নিষ্কামস্য মোক্ষো ন কাম-কামুকস্যেত্যাহ স শান্তিমিতি॥ ৭০॥

যদি গৃহস্থেনাপি মনসা সমস্তাভিমানং হিত্বা কূটস্থং ব্রহ্মাত্মানং পরিভাবয়তা ব্রহ্মনির্ব্বাণমাপ্যতে প্রাপ্তং তর্হি মৌঢ্যাদিবিড়ম্বনমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ যস্মাদিতি। শব্দাদি-বিষয়-প্রবণস্য তত্তদিচ্ছাভেদভাগিনো ন মুক্তিরিতি ব্যতিরেকস্য সিদ্ধত্বাৎ পূর্ব্বোক্তমন্বয়ং নিগময়িতুমনন্তরং বাক্যমিত্যর্থঃ। অশেষ-বিষয়ত্যাগে জীবনমপি

বিষয়ের কামনাকে বিসর্জ্জন করিয়া নিস্পৃহ ভাবে যিনি বিষয় ভোগে বিচরণ করেন, কোন বিষয়ের উপর মমতা বা অধিকারী

আভাস।

বা ভোগের প্রতীতি হইয়া থাকে। জলনিধি সমুদ্র অনন্ত নদ-নদীর জল প্রাপ্তেও যেমন উদ্বেলিত হয় না, সেইরূপে বিচিত্র বিশ্বের আধার-মূর্ত্তি জ্ঞানীও কাম্যভোগলাভে ব্যাকুল হন না। যাহারা অন্ধের ন্যায় বিষয়েরই আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা কখন শান্তিলাভ করে না। নিরাকাঙ্ক্ষ জ্ঞানীই প্রকৃত শান্তিলাভ করিয়া থাকেন॥ ৭০॥

বিষয়ীকে তিনটী ভাব কষ্টই অভিভূত করে। প্রথম পাইবার আশা, দ্বিতীয় প্রাপ্ত বিষয়ের উপর আমার জ্ঞানে মমতা; তৃতীয় আমার আছে, অপরের নাই বলিয়া যে অহঙ্কার, এই তিনটী বৃত্তিতে সর্ব্বদাই ভোগী কষ্ট পাইয়া থাকেন।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

অন্বয়ঃ।

প্রাপ্তেষু চ নির্মমঃ মমতারহিতঃ; তথা নিরহঙ্কারঃ এব চরতি প্রারব্ধং ভুঙ্‌ক্তে সঃ শান্তিং অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৭১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

মাত্রেঽপি নির্গতা স্পৃহা যস্য স নিস্পৃহঃ সন্ নির্মম ইতি মমত্ব-বর্জ্জিতঃ শরীর-জীবনমাত্রাক্ষিপ্ত-পরিগ্রহেঽপি মমেদমিত্যভিনিবেশ-বর্জ্জিতঃ নিরহঙ্কারো বিদ্যাবত্ত্ব-নিমিত্তাত্ম-সম্ভাবনা-রহিত ইত্যর্থঃ, স এবম্ভূতঃ স্থিতপ্রজ্ঞো ব্রহ্মবিচ্ছান্তিং সর্ব্বসংসার-দুঃখোপরমত্ব-লক্ষণাং নির্ব্বাণাখ্যামধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ব্রহ্মভূতো ভবতীত্যর্থঃ ॥৭১॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ জীবনেতি। সম্ভবদ্রাগদ্বেষাদিকে দেশে নিবাস-ব্যাবৃত্ত্যর্থং চরতী-ত্যেতদ্ব্যাচষ্টে পর্য্যটতীতি। বিহায় কামানিত্যনেন পুনরুক্তিং পরিহরতি শরীরেতি। নিস্পৃহত্বমুক্ত্বা নির্ম্মমত্বাং পুন র্ব্বদন্ কথং পুনরুক্তিমার্থিকীং ন পশ্যসীত্যাশঙ্ক্যাহ শরীর-জীবনেতি। সত্যহঙ্কারে মমকারসম্ভাবশ্যকত্বান্নিরহঙ্কারত্বং ব্যাকরোতি বিদ্যা-বত্ত্বাদীতি। স শান্তিমাপ্নোতি ইত্যুক্তমুপসংহরতি স এবম্ভূত ইতি। সন্ন্যা-সিনো মোক্ষমপেক্ষ্যমাণস্য সর্ব্বকাম-পরিত্যাগাদীনি শ্লোকোক্তানি বিশেষণানি যত্নসাধ্যানি তৎসম্পত্তিফলন্তু কৈবল্যমিত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

স্বামিকৃতটীকা

যস্মাদেবং তস্মাৎ বিহায়েতি। প্রাপ্তান্ কামান্ বিহায় ত্যক্ত্বা উপেক্ষ্য অপ্রাপ্তেষু চ নিস্পৃহঃ যতো নিরহঙ্কারঃ অতএব তদ্ভোগ-সাধনেষু নির্ম্মমঃ সন্নন্তর্দৃষ্টি-র্ভূত্বা যশ্চরতি প্রারব্ধ-বশেন ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে যত্র কুত্রাপি গচ্ছতি বা স শান্তিং প্রাপ্নোতি ॥ ৭১ ॥

জ্ঞানে অভিমান করেন না, তিনিই প্রকৃত শান্তি লাভ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই ॥ ৭১ ॥

আভাস।

বিষয়-ভোগ পরিহারেই সন্ন্যাসী সাজা যায় না। মনোমধ্য হইতে উক্ত তিনটী বৃত্তিকে পরিহার করিতে পারিলে, গৃহে বাস করিয়াও সর্ব্ব-সম্পদ-পূর্ণ রাজ্যভোগ করত জনক-রাজার ন্যায়, গৃহযোগী হওয়া যায়। এবং শান্তির চরম-সীমায় গৃহীও আরোহণ করিতে পারেন ॥ ৭১ ॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।

অন্বয়ঃ

হে পার্থ! এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ; এনাং স্থিতিং প্রাপ্য বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ পুমান্ ন বিমুহ্যতি সংসারমোহং ন প্রাপ্নোতি। অন্তকালে মৃত্যুসময়ে অপি

শাঙ্করভাষ্যম্।

সৈষা জ্ঞাননিষ্ঠা স্তূয়তে এষা ব্রাহ্মীতি। এষা যথোক্তা ব্রাহ্মী ব্রহ্মণি ভবেয়ং স্থিতিঃ সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যস্য ব্রহ্মরূপেণৈবাবস্থানমিত্যেতৎ। হে পার্থ নৈনাং স্থিতিং প্রাপ্য লব্ধ্বা বিমুহ্যতি ন মোহং প্রাপ্নোতি। স্থিত্বাস্যাং স্থিতৌ ব্রাহ্ম্যাং যথোক্তায়ামন্ত-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তত্র তত্র সংক্ষেপবিস্তরাভ্যাং প্রদর্শিতাং জ্ঞাননিষ্ঠাং অধিকারিপ্রবৃত্ত্যর্থত্বেন স্তোতুমুত্তরশ্লোকমবতারয়তি সৈষেতি। গৃহস্থঃ সন্ন্যাসীত্যুভাবপি চেন্মুক্তিভাগিনৌ কিং তর্হি কষ্টেন সর্ব্বথৈব সন্ন্যাসেনেত্যাশঙ্ক্য সন্ন্যাসি-ব্যতিরিক্তানামন্তরায়-সম্ভ-বাদপেক্ষিতঃ সন্ন্যাসো মুমুক্ষোরিত্যাহ এষেতি। স্থিতিমেব ব্যাচষ্টে সর্ব্বমিতি। ন বিমুহ্যতীতি পুনর্নঞোহনুকর্ষণমধ্যর্থং সন্ন্যাসিনো বিমোহাভাবেঽপি গৃহস্থো ধনহান্যাদিনিমিত্তং প্রায়েণ বিমুহ্যতি বিক্ষিপ্তঃ সন্ পরমার্থবিবেকরহিতো ভব-

স্বামিকৃতটীকা।

উক্তাং জ্ঞাননিষ্ঠাং স্তুবন্নুপসংহরতি এষেতি। ব্রাহ্মী স্থিতি র্ব্রহ্মজ্ঞানে নিষ্ঠা এষা এবম্বিধা এনাং পরমেশ্বরারাধনেন বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ পুমান্ প্রাপ্য ন মুহ্যতি পুনঃ সংসারমোহং ন প্রাপ্নোতি। যতোঽন্তকালে মৃত্যুসময়েঽপি অস্যাং ক্ষণমাত্রং

হে অর্জ্জুন! যাবতীয় কামনার বিসর্জ্জনে নিরীহ ভাবে আত্ম-স্বরূপে অবস্থানই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার বা ভগবৎপ্রাপ্তি। এই অবস্থার প্রাপ্তি হইলে আর অবসন্ন হইতে হয় না। অধিক কি! মরণের

আভাস।

আত্মসাক্ষাৎকারই যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পূর্ব্বাবস্থা, তাহাই এই শ্লোকে ভগবানের বলিবার তাৎপর্য্য। আত্মস্বরূপে অবস্থান করিবার অপেক্ষা আর কোন উচ্চ বা গভীর পদবী নাই, যাহার জন্য মানবকে আর তপস্যাদি ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে। যিনি স্বীয় দেহের অন্তরে সাক্ষীস্বরূপ চেতয়িতা জ্ঞান-মূর্ত্তি আপনাকে উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেক দেহের অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণ পরমানন্দ-স্বরূপ পরমাত্মাকেও বিনা [illegible]

স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
সাংখ্যযোগো-নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ।

অন্তাং অবস্থায়াং স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মণি লয়ং ঋচ্ছতি গচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রি কৃতান্বয়ে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কালেঽপি অন্তে বয়স্যপি ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মনির্বৃতিং মোক্ষমৃচ্ছতি কিমু বক্তব্যং ব্রহ্মচর্য্যাদেব সন্ন্যস্য যাবজ্জীবং যো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে স ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতীতি ॥৭২॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তাৎপর্য্যং। যথোক্তা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বিকা ব্রহ্মনিষ্ঠা, তস্যাং স্থিত্বা তামিমামায়ুষশ্চতুর্থেঽপি ভাগে কৃত্বেত্যর্থঃ। অপিশব্দসূচিতং কৈমুতিক-ন্যায়মাহ কিমু বক্তব্যমিতি। তদেবং তত্বং পদার্থৌ তদৈক্যং বাক্যার্থস্তজ্জ্ঞানাদেকাকিনো মুক্তিস্তদুপায়শ্চেত্যেতেষামেকৈকত্র শ্লোকে প্রাধান্যেন প্রদর্শিতমিতি নিষ্ঠাদ্বয়মুপায়োপেয়ভূতমধ্যায়েন সিদ্ধম্ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দগিরিকৃতটীকায়াং দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃতটীকা।

স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মণি লয়মৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি কিং পুনর্ব্বক্তব্যং বাল্যমারভ্য স্থিত্বা প্রাপ্নোতীতি ॥

শোকপঙ্কনিমগ্নং যঃ সাংখ্যযোগোপদেশতঃ।
উজ্জহারার্জ্জুনং ভক্তং স কৃষ্ণঃ শরণং মম ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

অব্যবহিত পূর্ব্বেও যদি চিত্তের এতাদৃশ অবস্থা লাভ হয়, তাহা হইলে পরমব্রহ্মে নির্ব্বাণ অর্থাৎ নিরুদ্বেগে চির অবস্থিতি ঘটে ॥ ৭২ ॥

আভাস।

করিতে পারেন। আত্ম-সাক্ষাৎকারই পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারের প্রশস্ত পন্থা। অন্তিম জীবনে মরণের প্রাক্‌কালেও যদি আত্মস্বরূপের প্রতীতি হয়, তাহা হইলে মুক্তি লাভে কোন সন্দেহ নাই; ইহাই ভগবানের অভিপ্রায় উক্ত হইয়াছে। ॥ ৭২ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

অর্জ্জুন উবাচ—জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন ।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ ।

অর্জ্জুনঃ উবাচ । হে জনার্দ্দন ! কর্ম্মণঃ সকাশাৎ বুদ্ধিঃ জ্ঞানং জ্যায়সী শ্রেষ্ঠা তে ত্বয়া মতা অভিপ্রেতা চেৎ যদি তদা হে কেশব ! ঘোরে হিংসা-লক্ষণে ক্রূরে কর্ম্মণি তৎ কিং কথং, মাং নিযোজয়সি ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিষয়ভূতে দ্বে বুদ্ধী ভগবতা নির্দ্দিষ্টে সাংখ্যবুদ্ধির্যোগ-

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

পূর্ব্বোত্তরাধ্যায়য়োঃ সম্বন্ধং পূর্ব্বস্মিন্নধ্যায়ে বৃত্তমর্থং সংক্ষিপ্যানুবদতি শাস্ত্রস্যেতি । গীতাশাস্ত্রপ্রারম্ভাপেক্ষিতং হেতুফলভূতং বুদ্ধিদ্বয়ং ভগবতোপদিষ্টমিত্যর্থঃ ।

স্বামিকৃতটীকা ।

এবং তাবদশোচ্যানন্বশোচস্ত্বমিত্যাদিনা প্রথমং মোক্ষসাধনত্বেন দেহাত্মবিবেক-বুদ্ধিরুক্তা তদনন্তরমেষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু ইত্যাদিনা কর্ম্ম

অর্জ্জুন বলিলেন, হে জনার্দ্দন ! আপনার মতে কর্ম্মের অপেক্ষা জ্ঞানের যদি শ্রেয়স্করত্ব, সুতরাং শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়, তবে আমাকে কেন আবার এই জন্মজন্মান্তরের কারণীভূত ঘোর হিংসাত্মক যুদ্ধ কার্য্যে আপনি নিয়োজিত করিতেছেন ॥ ১ ॥

আভাস ।

সংসারে মানব শোক এবং মোহে নিরন্তরই জর্জ্জরিত । আজীবন শান্তি পাইবার আশায় প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া প্রতিপদে বিষম অনর্থের গভীর গহ্বরে যে নিরন্তর পতিত হইয়া থাকে, তাহাই প্রথম অধ্যায়ে অর্জ্জুনের শোক মোহের পরিচয়ে সুস্পষ্ট প্রতিপাদন করা হইয়াছে । কিন্তু কেবল সংসারি

শাঙ্করভাষ্যম্।

বুদ্ধিশ্চ। তত্র প্রজহাতি যদা কামানিত্যারভ্য অধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ সাংখ্যবুদ্ধ্যাশ্রিতানাং সন্ন্যাস-কর্ত্তব্যতামুক্ত্বা তেষাং তন্নিষ্ঠতয়ৈব চ কৃতার্থতা উক্তা এষা ব্রাহ্মী স্থিতিরিতি অর্জ্জুনায় চ কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে, মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণীতি কর্ম্মৈব কর্ত্তব্যমুক্তবান্। যোগবুদ্ধিমাশ্রিত্য, ন তত এব শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিমুক্তবান্, তদেতদালক্ষ্য পর্য্যাকুলী-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রষ্টুরর্জ্জুনস্যাভিপ্রায়ং নির্দ্দেষ্টুং বৃত্তমর্থান্তরং কথয়তি তত্রেতি। অধ্যায়য়োর্বুদ্ধিদ্বয়নির্দ্ধারণং বা সপ্তম্যর্থঃ, পারমার্থিকে তত্ত্বে তজ্জ্ঞানং তন্নিষ্ঠানামশেষকামত্যাগিনাং কামমূলানাং কর্ম্মণামপি প্রতিপত্তি কর্ম্মবত্ত্যাগং কর্ত্তব্যত্বেন ভগবানুক্তবানিত্যর্থঃ। তথাপি মোক্ষসাধনে বিকল্পসমুচ্চয়য়োরন্যতরস্য বিবক্ষিতত্ববুদ্ধ্যা সমনন্তর-প্রশ্নপ্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ উক্তেতি। অর্জ্জুনস্য মনসি ব্যাকুলত্বং প্রশ্নবীজং দর্শয়িতুমুক্তমর্থান্তরমনুভাষতে অর্জ্জুনায় চেতি। সাংখ্যবুদ্ধিমাশ্রিত্য কর্ম্মত্যাগমুক্ত্বা পুনস্তস্যৈব কর্ত্তব্যত্বং কথং মিথো বিরুদ্ধং ব্রবীতীত্যাশঙ্ক্যাহ যোগেতি। যথা সাংখ্যবুদ্ধিমাশ্রিতানাং সন্ন্যাসদ্বারা তন্নিষ্ঠানাং কৃতার্থতোক্তা তথা যোগ-বুদ্ধিমাশ্রিত্য কর্ম্ম

স্বামিকৃত টীকা।

চোক্তং ন চ তয়োর্গুণপ্রধানভাবঃ স্পষ্টং দর্শিতঃ, তত্র বুদ্ধিযুক্তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য নিষ্ক্রিয়ত্ব-নিয়তেন্দ্রিয়ত্ব-নিরহঙ্কারত্বাদ্যভিধানাদেষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থেতি সপ্রশংসমুপসংহারাচ্চ বুদ্ধিকর্ম্মণো র্মধ্যে বুদ্ধেঃ শ্রেষ্ঠত্বং ভগবতোঽভিপ্রেতং মত্বানোঽর্জ্জুন উবাচ জ্যায়সী চেদিতি। কর্ম্মণঃ সকাশান্মোক্ষং স্বরূপত্বেন বুদ্ধির্জ্জ্যায়সী অধিকতরা শ্রেষ্ঠা চেত্তব সম্মতা তর্হি কিমর্থং তস্মাৎ যুধ্যস্বেতি তস্মাদুত্তিষ্ঠেতি চ বারং বারং বদন্ ঘোরে হিংসাত্মকে কর্ম্মণি মাং প্রবর্ত্তয়সি॥ ১॥

আভাস

ভোগ করিবার জন্যই যদি মানব-জীবনের সৃষ্টি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বিশ্ব-বিধাতার সৃষ্টি-বিধানের নিরর্থকত্বেরই পরিচয় হইয়া পড়ে। কিন্তু মঙ্গলময়ের সমগ্র রাজ্যে সকল কার্য্যই মঙ্গলময়! এক্ষণে মানব যদি মঙ্গলময়ের রাজ্যে আগমন করত শান্তি বা পরম মঙ্গল লাভের বৈপরীত্যে কেবল অশান্তি ও দুঃখপ্রাপ্তির পন্থারই সৃষ্টি করে, তাহা হইলে সেই মঙ্গলময় বিশ্ব-বিধাতার উপর দোষারোপ করা সম্পূর্ণ অবিধেয়। ইহারই প্রতীকারার্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরম-ভক্ত অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া সংসারীর হিতার্থ যে সকল উপদেশ-বাণী প্রয়োগ

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভ্রান্ত-বুদ্ধিরর্জ্জুন উবাচ, কথং ভক্তায় শ্রেয়োঽর্থিনে যৎ সাক্ষাৎ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিসাধনং সাংখ্যবুদ্ধিনিষ্ঠাং শ্রাবয়িত্বা মাং কর্ম্মণি দৃষ্টানেকানর্থযুক্তে পারম্পর্য্যেণাপ্যনৈকান্তিকশ্রেয়ঃপ্রাপ্তিফলে নিযুঞ্জ্যাদিতি যুক্তঃ পর্য্যাকুলীভাবোঽর্জ্জুনস্য তদনুরূপশ্চ প্রশ্নো জ্যায়সী চেদিত্যাদি প্রশ্নাপাকরণবা ক্যঞ্চ ভগবতো যুক্তং যথোক্তং বিভাগবিষয়ে শাস্ত্রে। কেচিত্ত্বর্জ্জুনস্য প্রশ্নার্থমন্যথা কল্পয়িত্বা তৎপ্রতিকূলং ভগবতঃ প্রতিবচনং বর্ণয়ন্তি, যথা চাত্মনা স স্বন্ধগ্রন্থে গীতার্থো নিরূপিতঃ তৎপ্রতিকূলঞ্চ ইহ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কুর্ব্বতোঽপি কৃতার্থত্বমুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন তত এবেতি। দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদিতি দর্শনাদিতি শেষঃ। বুদ্ধিব্যাকুলত্বং প্রশ্নবীজং প্রতিলভ্য প্রশ্নং করোতীত্যাহ তদেতদিতি। সাক্ষাদেব শ্রেয়ঃসাধনং জ্ঞানমস্তেভ্যো দর্শিতং তদিত্যুচ্যতে, তদ্বিপরীতং কর্ম্ম ত্বস্যানুষ্ঠেয়ত্বেনোক্তমেতদিতি নির্দ্দিশ্যতে ভগবদুক্তেঽর্থে সন্দিহ্যমানস্য নির্ণয়াকাঙ্ক্ষয়া প্রশ্নপ্রবৃত্তেরস্তি পূর্ব্বোত্তরাধ্যায়য়োরুত্থাপ্যোত্থাপক-লক্ষণা সঙ্গতিরিত্যর্থঃ। অর্জ্জুনস্য প্রশ্ন-নিমিত্তং পর্য্যাকুলত্বং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রপঞ্চয়তি কথমিত্যাদিনা। যদি সাক্ষাদেব শ্রেয়ঃসাধনং সাংখ্যশব্দিতং পরমার্থতত্ত্ববিষয়বুদ্ধৌ নিষ্ঠারূপং তদস্মৈ শ্রেয়োঽর্থিনে ভক্তায় শ্রাবয়িত্বা মাং পুনরভক্তমশ্রেয়োঽর্থিনমিব কর্ম্মণি

আভাস।

করিয়াছেন, তাহাই শ্রীগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে গীতার সার উপদেশ সমস্তই প্রায় বলা হইয়াছে; কিন্তু চক্ষুতে ছানির উপলক্ষে অন্ধপ্রায় অথচ দেখিতে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির সমীপে অপূর্ব্বভাবে চিত্রিত আলেখ্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে যতই চিত্রের বর্ণন করা হউক না, ছানি-বিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন কিছুতেই তাহা অবধারণ করিতে পারে না; বরং সন্দিগ্ধ-চিত্তে বারংবার উপদিষ্ট বিষয়ের অবধারণার্থে অজ্ঞানী ব্যক্তি প্রশ্ন করিতে থাকে। সুতরাং গীতার অবশিষ্ট অধ্যায়গুলি ঐরূপ বিবেকান্ধ অর্জ্জুনের প্রশ্নের অনুরোধে উত্তরোত্তর প্রসারিত হইয়া, অষ্টাদশ অধ্যায়ে গীতা পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবানের বক্তব্য এই যে, অনন্ত প্রকারের জীবের মধ্যে মানব-জীবনের সৃষ্টির দ্বারাই ভগবানের সৃষ্টি-মর্য্যাদা পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। কারণ তিনি যে কিরূপ কোন্ পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, এক মানব বুদ্ধিই তাহার পূর্ণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভগবৎসমীপে পরিচয় প্রদানের পূর্ণ অধিকারী। অতএব সৃষ্ট পদার্থের স্বরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে প্রতীত করিয়া, মানব পরমেশ্বরের সমীপে

শাঙ্করভাষ্যম্।

পুনঃ প্রশ্নপ্রতিবচনয়োরর্থং নিরূপয়ন্তি, কথং তত্র সম্বন্ধগ্রন্থে তাবৎ সর্ব্বেষামাশ্রমিণাং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ো গীতাশাস্ত্রে নিরূপিতোঽর্থ ইত্যুক্তঃ পুনর্ব্বিশেষিতঞ্চ যাবজ্জীবং শ্রুতিচোদিতানি কর্ম্মাণি পরিত্যজ্য কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষঃ প্রাপ্যতে ইত্যেতদেকান্তেনৈব প্রতিষিদ্ধং ইতি ইহ তু আশ্রমবিকল্পং দর্শয়তা যাবজ্জীবং শ্রুতিচোদিতানামেব কর্ম্মণাং পরিত্যাগ উক্তঃ তৎ কথমীদৃশং বিরুদ্ধমর্থমর্জ্জুনায় ব্রূয়াদ্ভগবান্! শ্রোতা বা কথং বিরুদ্ধমর্থমবধারয়েৎ তত্রৈতৎ স্যাৎ গৃহস্থানামেব শ্রৌতকর্ম্মপরিত্যাগেন কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যতে ন তু আশ্রমান্তরাণামিত্যেতদপি পূর্ব্বোত্তরবিরুদ্ধমেব, কথং সর্ব্বাশ্রমিণাং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ো

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পূর্ব্বোক্তবিপরীতে কথং ভগবান্নিয়োক্তুমর্হতি ইত্যর্জ্জুনস্য পর্য্যাকুলীভাবো যুক্ত ইতি সম্বন্ধঃ। জ্ঞাননিষ্ঠাতো বৈপরীত্যং স্ফোরয়িতুং কর্ম্ম বিশিনষ্টি দৃষ্টেতি। যুদ্ধে হি ক্ষত্রকর্ম্মণি দৃষ্টোঽনেকোঽনর্থো গুরুভ্রাতৃহিংসাদিস্তেন সম্বন্ধেন বুদ্ধিশুদ্ধিদ্বারাপি বর্ত্তমানে জন্মন্যেব ফলমিত্যনিয়তে মম ভক্তস্য শ্রেয়োঽর্থিনো নিয়োগো ভগবতা যুক্তো ন ভবতীতি শেষঃ। যথোক্তং নিমিত্তং প্রশ্নস্য যুক্তং তদনুগুণত্বাত্তস্যেতি দ্যোতকমাহ তদনুরূপমিতি। জ্ঞাননিষ্ঠানাং কৃতার্থতা কর্ম্মনিষ্ঠানান্তু ন তথে-

আভাস।

পরিচয় প্রদান করিলে, জগৎ, জীব ও পরমেশের কৃতার্থতার পরিচয় হয় এবং সৃষ্টিরও সার্থকতা সাধিত হয়। কিন্তু জগৎ সংসার অর্থাৎ ভোগ্য পদার্থ, জগৎ রচয়িতা এবং ভোক্তা মানবের নিজ স্বরূপ এই তিনের পরিচয় গ্রহণ না করিয়া, অন্ধের ন্যায় ক্ষুৎপিপাসাদির পূরণোপলক্ষে বিষয়-ভোগে অভিভূত থাকিলে, জগৎ জীব এবং পরমাত্মার অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না। সুতরাং অভিভূত হইয়া, মূল উদ্দেশ্যকে বিনষ্ট করিলে, নিজের মূল উদ্দেশ্য শান্তিলাভও কখনই হইবে না। অতএব তিনের উদ্দেশ্য পূর্ণ মাত্রায় সাধিত হইয়া, নিজের ইষ্টসিদ্ধি অর্থাৎ পরম শান্তিপূর্ণ মুক্তি যে উপায়ে নিশ্চিত লাভ হয়, তাহারই পদ্ধতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

কলিকাতা সহরে নিজ অট্টালিকায় উপবেশন পূর্ব্বক আচার্য্যমুখে হিমালয় পর্ব্বতোপরি পশুপতিনাথ দেবতার বৃত্তান্ত এবং তত্রত্য প্রাকৃতিক শোভার অনুপম বর্ণন সমূহ শ্রবণে মনোমধ্যে ঐশিক ভাবের উদ্রেক হইলেও, প্রত্যক্ষ

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

গীতাশাস্ত্রে নিশ্চিতোঽর্থ ইতি প্রতিজ্ঞায় ইহ কথং তদ্বিরুদ্ধং কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষং ব্রূয়াৎ আশ্রমান্তরাণাং, অথ মতং শ্রৌতকর্ম্মাপেক্ষয়া এতদ্বচনং কেবলাদেব জ্ঞানাৎ শ্রৌতকর্ম্মরহিতাৎ গৃহস্থানাং মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যত ইতি তত্র গৃহস্থানাং বিদ্যমানমপি স্মার্ত্তং কর্ম্ম অবিদ্যমানবৎপেক্ষ্য জ্ঞানাদেব কেবলাদিত্যুচ্যতে ইত্যেতদপি বিরুদ্ধং কথং গৃহস্থস্যৈব স্মার্ত্তকর্ম্মণা সমুচ্চিতাৎ জ্ঞানান্মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যতে ন ত্বাশ্রমান্তরাণামিতি কথং বিবেকিভিঃ শক্যমবধারয়িতুং, কিঞ্চ যদি মোক্ষসাধনত্বেন

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

ত্যক্তে বিভাগভাগিশাস্ত্রমিত্যত্র লোকেঽস্মিন্নিত্যাদি বাক্যস্যাপি স্তোতকত্বং দর্শয়তি প্রশ্নেতি । সাক্ষাদেব শ্রেয়ঃসাধনমক্তেভ্যো ভগবতোক্তং ন তু মহ্যমিতি মত্বা ব্যাকুলীভূতঃ সন্ পৃচ্ছতীতি স্বাভিপ্রায়েণ সম্বন্ধমুক্ত্বা বৃত্তিকারাভিপ্রায়ং দূষয়তি কেচিত্ত্বিতি । জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়মবধারয়িতুং প্রশ্নাঙ্গীকারে সমুচ্চয়াবধারণেনৈব প্রতিবচনমুচিতং ন তথা ভগবতা প্রতিবচনমুক্তং তথা চ প্রশ্নস্য সমুচ্চয়-বিষয়ত্বাবগমাৎ প্রত্যুক্তেশ্চ অসমুচ্চয়বিষয়ত্বাৎ তয়োর্মিথো বিরোধো বৃত্তিকারমতে স্যাদিত্যর্থঃ । কিঞ্চ কেবলং প্রশ্নপ্রতিবচনয়োরেব পরমতে পরস্পর-বিরোধো ন ভবত্যপি তু পরেষাং স্বগ্রন্থেঽপি পূর্ব্বাপরবিরোধোঽস্তীত্যাহ যথা চেতি । আত্মনা বৃত্তিকারৈরিতি যাবৎ, সম্বন্ধগ্রন্থো গীতাশাস্ত্রারম্ভোপোদ্ঘাতঃ, ইহেতি তৃতীয়াধ্যায়ারম্ভং পরামৃশতি । তদেব বিবৃণ্বন্নাকাঙ্ক্ষামাহ কথমিতি । পূর্ব্বাপরবিরোধং স্ফোরয়িতুং সম্বন্ধগ্রন্থোক্তমর্থমনুবদতি তত্রেতি । পরকীয়া বৃত্তিঃ সপ্তম্যা সমুন্নিধ্যতে, সম্বন্ধগ্রন্থে তাবদয়মর্থ উক্ত ইতি সম্বন্ধঃ । তমেবার্থং বিশদয়তি সর্ব্বেষামিতি । সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকজ্ঞানাদেব কেবলাৎ কৈবল্যমিত্যস্মিন্নর্থে শাস্ত্রস্য পর্য্যবসানাৎ ন সমুচ্চয়ো বিবক্ষিত স্তত্র ইত্যাশঙ্ক্যাহ পুনরিতি । উক্তো গীতার্থো বৃত্তিকারৈরেব কর্ম্মত্যাগা-

আভাস ।

তাহা অন্তরে উপলব্ধি করা যায় না । তীর্থযাত্রা উপলক্ষ করিয়া পদব্রজে বা যানযোগে উক্ত অভিপ্রেত স্থানে গমন করিতে হইবে ; তখন আর তোমা যাত্রার প্রতি মনোযোগ রাখিলে, চলিবে না ; এবং যাইবার সময় বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত দৃষ্টি-সংযোগে অগ্রসর হইতেও হইবে ; যেন দ্রুতগমন জন্য পদস্খলন না হয় এবং নিশ্চিন্ত চিত্তে বিশ্রাম উপলক্ষে যেন কোথায়ও আড্ডা গেড়েও না হয় ; তাহা হইলে নানা প্রকারে বিব্রত হইয়া, পুনরায় তোমা

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্মার্ত্তানি কর্ম্মাণ্যূর্দ্ধরেতসাং সমুচ্চীয়ন্তে তথা গৃহস্থস্যাপি ইত্যতাং। স্মার্ত্তৈরেব সমুচ্চয়ো ন শ্রৌতৈঃ, অথ শ্রৌতৈঃ স্মার্ত্তৈশ্চ গৃহস্থস্যৈব সমুচ্চয়ো মোক্ষায়োর্দ্ধরেতসাং তু স্মার্ত্তকর্ম্মমাত্রসমুচ্চিতাৎ জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি, তত্রৈবং সতি গৃহস্থস্যায়াসবাহুল্যাৎ শ্রৌতং স্মার্ত্তঞ্চ বহুদুঃখরূপং কর্ম্ম শিরস্যারোপিতং স্যাৎ, অথ গৃহস্থস্যৈবায়াসবাহুল্যাৎ তৎকারণান্মোক্ষঃ স্যান্নাশ্রমান্তরাণাং শ্রৌতনিত্যানিত্যকর্ম্মরহিতত্বাদিতি তদপ্যসৎ। সর্ব্বোপনিষৎস্বিতিহাসপুরাণযোগশাস্ত্রেষু চ জ্ঞানাঙ্গত্বেন মুমুক্ষোঃ সর্ব্বকর্ম্ম-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যোগেন বিশেষিতত্বান্নাবিবক্ষিতো ভবিতুমুৎসহতে তথা চ শ্রৌতানি কর্ম্মাণি ত্যক্ত্বা জ্ঞানাদেব কেবলান্মুক্তি র্ভবতীত্যেতন্মতং নিয়মেনৈব যাবজ্জীবশ্রুতিভির্ব্বিপ্রতিষিদ্ধত্বান্নাভ্যুপগন্তমুচিতমিত্যর্থঃ। তথাপি কথং মিথো বিরোধধীরিত্যাশঙ্ক্যাহ ইহেতি। প্রথমতো হি সম্বন্ধগ্রন্থে সমুচ্চয়ো গীতার্থঃ প্রতিপাদ্যত্বেন বৃত্তিকৃতা প্রতিজ্ঞাতঃ শ্রৌতকর্ম্মপরিত্যাগশ্চ শ্রুতিবিরোধাদেব ন সম্ভবতীত্যুক্তং তৃতীয়াধ্যায়ারম্ভে পুনঃ সন্ন্যাসিনাং জ্ঞাননিষ্ঠা কর্ম্মিণাং কর্ম্মনিষ্ঠেত্যাশ্রমবিভাগমভিদধতা পূর্ব্বপ্রতিসিদ্ধকর্ম্ম-ত্যাগাভ্যুপগমান্মিথো বিরোধো দর্শিতঃ স্যাদিত্যর্থঃ। নন্থ যথা ভগবতা প্রতিপাদিতং তথৈব বৃত্তিকৃতা ব্যাখ্যাতমিতি ন তস্যাপরাধোঽস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ তৎকথমিতি। ন হি ইহ ভগবান্ বিরুদ্ধমর্থমভিধত্তে সর্ব্বজ্ঞস্য পরমাপ্তস্য বিরুদ্ধার্থবাদিত্বাযোগাৎ কিন্তু তদভিপ্রায়াপরিজ্ঞানাদেব ব্যাখ্যাতু র্ব্বিরুদ্ধার্থবাদিতেত্যর্থঃ। ভগবতো বিরুদ্ধার্থবাদিত্বাভাবেঽপি শ্রোতু র্ব্বিরুদ্ধার্থপ্রতিপত্তিং প্রতীত্য ব্যাচক্ষাণো বৃত্তিকারো নাপরাধ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ শ্রোতা বেতি। অর্জ্জুনো হি শ্রোতা সোঽপি বুদ্ধিপূর্ব্বকারী ভগবদুক্তমেবাবধারয়ন্ ন বিরুদ্ধমর্থমবধারয়িতুমর্হতি তথা চ পরস্যৈব বিরুদ্ধার্থবাদিতেত্যর্থঃ। বিরোধং পরিহরন্ আশঙ্কতে তত্রেতি। সম্বন্ধ-গ্রন্থে হি

আভাস।

যাত্রায় প্রত্যাগমন করিতে হইবে। সেইরূপ এই সৃষ্টির ব্যাপারে যখন চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয় এবং ভোগায়তন দেহরূপ পথের আশ্রয়ে বিচিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে অবতরণ করা হইয়াছে, তখন প্রত্যাবর্তন কালে ধীরে ধীরে সেই সেই পথ দিয়াই অগ্রসর হইতে হইতে সর্ব্বোচ্চ পশুপতিনাথ স্বরূপ ব্রহ্মপদবীতে মানবকে আরোহণ করিতেও হইবে। আচার্য্যমুখে শ্রবণ করিয়া আত্মস্বরূপ এবং পরমাত্মস্বরূপের ভাব প্রথমত হৃদয়ে অবধারণ করা কর্ত্তব্য; পরে সেই

শাঙ্করভাষ্যম্।

সন্ন্যাস-বিধানাদাশ্রমবিকল্প-সমুচ্চয়-বিধানাচ্চ শ্রুতিস্মৃত্যোঃ সিদ্ধস্তর্হি সর্ব্বাশ্রমিণাং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ো ন মুমুক্ষোঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসবিধানাৎ পুত্রৈষণায়া বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি, তস্মাৎ সন্ন্যাসমেষাং তপসামতিরিক্তমাহুঃ। ন্যাস এবাত্যরেচয়দিতি ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুরিতি চ ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদিত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ, সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া। প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্য-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বৃত্তিকারৈস্তদভিপ্রেতং গৃহস্থানামেব সতাং পরিপক্কজ্ঞানমন্তরেণ যাবজ্জীবশ্রুতিচোদিতাগ্নিহোত্রাদিত্যাগেন কেবলাদেবাপাতিকাদাত্মজ্ঞানান্মোক্ষমবেক্ষ্যমাণানাং যাবজ্জীবাদি শাস্ত্রৈরসৌ নিষিধ্যতে ন তু স্বরূপেণৈব কর্ম্মত্যাগো জ্ঞানান্মোক্ষো বা নিষেদ্ধুমিষ্যতে। তৃতীয়ে পুনরধ্যায়ে কর্ম্মত্যাগিনাং গৃহস্থেভ্যো ব্যতিরিক্তানামেব কেবলাদাত্মজ্ঞানান্মোক্ষো বিবক্ষতে অতো ভিন্নবিষয়ত্বান্নিষেধাভ্যনুজ্ঞানয়ো র্ন বিরোধাশঙ্কেত্যর্থঃ। বিরোধান্তরেণ বিরোধং দর্শয়নুত্তরমাহ এতদপীতি। বিরোধমেব আকাঙ্ক্ষাদ্বারা সাধয়তি কথমিত্যাদিনা। শ্রৌতং কর্ম্ম গৃহস্থানামবশ্যমনুষ্ঠেয়মিত্যনেনাভিপ্রায়েণ তেষাং কেবলাদাত্মজ্ঞানান্মোক্ষো নিষিধ্যতে ন তু গৃহস্থানাং জ্ঞানমাত্রায়ত্তং মোক্ষং প্রতিবিদ্ধাস্তেষাং কেবলজ্ঞানাধীনো মোক্ষো বিবক্ষ্যতে; আশ্রমান্তরাণামপি স্মার্ত্তেন কর্ম্মণা সমুচ্চয়াভ্যুপগমাদিতি চোদয়তি অথেতি। এতৎপদপরামৃষ্টং বচনমেবাভিনয়তি কেবলাদিতি। নমু গৃহস্থানাং শ্রৌতকর্ম্মরাহিত্যেঽপি সতি স্মার্ত্তে কর্ম্মণি কুতো জ্ঞানস্য কেবলত্বং লভ্যতে যেন নিষেধোক্তিরর্থবতী তত্রাহ তত্রেতি। প্রকৃত-বচনমেব সপ্তম্যর্থঃ, প্রধানং হি শ্রৌতং কর্ম্ম তদ্রাহিত্যে সতি স্মার্ত্তস্য কর্ম্মণঃ সতোঽপ্যসত্তাবমভিপ্রেত্য জ্ঞানস্য কেবলত্বং

আভাস।

ভাবকে অপরোক্ষ ভাবে অন্তরে উপলব্ধি এবং তৎস্বরূপে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে, কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রবৃত্তি-মূলক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যেমন ভোগমার্গে অবতরণ করা হইয়াছে, এক্ষণে ভোগে দুঃখ অনুভব করিয়া, নিবৃত্তি-মূলক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ত্যাগমার্গের আশ্রয়ে অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মপদবীতে আরোহণ করিতে হইবে।

প্রবৃত্তিতে যেমন কর্ম্ম, নিবৃত্তিতেও সেইরূপ কর্ম্ম আছে। কিন্তু অর্জ্জুন নিবৃত্তিতে যে কর্ম্ম করিতে হইবে, তাহা ধারণা করিতে না পারায়, এই

শাঙ্করভাষ্যম্।

মাশ্রিত্য ইতি বৃহস্পতিঃ, পরমাত্মনি যো রক্তো যো রতঃ পরমাত্মনি সর্ব্বৈষণা-বিনির্ম্মুক্তঃ স ভৈক্ষ্যং ভোক্তুমর্হতি। কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে। তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিন ইতি শুকানুশাসনং। ইহাপি চ সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্যেত্যাদি, মোক্ষস্য চাকার্য্যত্বান্মুমুক্ষোঃ কর্ম্মানর্থক্যং। নিত্যানি প্রত্যবায়-পরিহার্থানীতি চেৎ নাসন্ন্যাসিবিষয়ত্বাৎ প্রত্যবায়প্রাপ্তের্ন হ্যগ্নিকার্য্যাদ্যকরণাৎ সন্ন্যাসিনঃ প্রত্যবায়ঃ কল্পয়িতুং শক্যো যথা ব্রহ্মচারিণাং অসন্ন্যাসিনামপি ন

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

উক্তমিতি যুক্তা নিষেধোক্তিরিত্যর্থঃ। গৃহস্থানামেব শ্রৌতকর্ম্মসমুচ্চয়ো নান্যেষাং। অন্যেষাস্তু স্মার্ত্তেনেতি পক্ষপাতে হেত্বভাবং মন্বানঃ সন্ পরিহরতি এতদপীতি। তমেব হেত্বভাবং প্রশ্নদ্বারা বিবৃণোতি কথমিত্যাদিনা। গৃহস্থানাং শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্ম-সমুচ্চিতং জ্ঞানং মুক্তিহেতুরিত্যভ্যুপগমাৎ কেবলস্মার্ত্তকর্ম্মসমুচ্চিতাত্ততো ন মুক্তি-রিতি নিষেধো যুজ্যতে। ঊর্দ্ধরেতসাস্তু স্মার্ত্তকর্ম্মমাত্র-সমুচ্চিতাৎ জ্ঞানান্মুক্তিরিতি বিভাগে নাস্তি হেতুরিত্যর্থঃ। পক্ষপাতে কারণং নাস্তি ইত্যুক্তা পক্ষপাত-পরিত্যাগে কারণমস্তীত্যাহ কিঞ্চেতি। গৃহস্থানামপি ব্রহ্মজ্ঞানং স্মার্ত্তৈরেব কর্ম্মভিঃ সমুচ্চিতং মোক্ষসাধনং ব্রহ্মজ্ঞানত্বাদূর্দ্ধরেতঃসু ব্যবস্থিতব্রহ্মজ্ঞানবদিতি পক্ষপাত-ত্যাগে হেতুং স্ফুটয়তি যদীত্যাদিনা। যদি গৃহস্থানাং ব্রহ্মজ্ঞানং স্মার্ত্তৈরেব কর্ম্মভিঃ সমুচ্চিতং তদীয়ং জ্ঞানং মোক্ষস্য হেতুরিতি বিবক্ষিতং তদা তান্ প্রতি যাবজ্জীবশ্রুতির্বি-রুধ্যেত, যদি স্মার্ত্তৈরপি কর্ম্মভিঃ সমুচ্চিতং তদীয়ং জ্ঞানং মোক্ষসাধনং বিবক্ষিতং তদা সিদ্ধসাধ্যতেতি প্রাগুক্তমভিপ্রেত্য চোদয়তি অথেতি। আশ্রমান্তরাণাং তর্হি কেবলাদেব জ্ঞানান্মুক্তিরিতি প্রাগুক্তবিরোধতাদবস্থ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ ঊর্দ্ধরেতসাং ত্বিতি। যথোক্তে বিভাগে গার্হস্থ্যং ক্লেশাত্মকং কর্ম্ম বাহুল্যাৎ অনুপাদেয়মাপ-

আভাস।

ত্তাতীয় প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন। বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা হইলে যেমন বিচিত্র যান ও বাহনাদির আশ্রয়ে গমন করিতে হয়, নিজ বাস-মন্দির বা জন্ম-স্থান দর্শনের ইচ্ছা হইলেও পুনরায় সেইরূপ যান ও বাহনাদির আশ্রয়ে প্রত্যাগমন করিতে হয়। অতএব উভয়ত্র যাইতে এবং আসিতে যেমন গমন ব্যাপারের কোন ত্রুটি নাই! সেইরূপ ভোগের সংগ্রহে এবং তাহার ত্যাগে কর্ম্মানুষ্ঠানের কোন বাধা নাই! তবে ভোগ ব্যাপারে অর্থাৎ বিষয়কে পরীক্ষা করিবার

শাঙ্করভাষ্যম্।

তাবন্নিত্যানাং কর্ম্মণামভাবাদেব ভাবরূপস্য প্রত্যবায়স্যোৎপত্তিঃ কল্পয়িতুং শক্যা। কথমসতঃ সজ্জায়েত ইতি অসতঃ সজ্জন্মাসংভবশ্রুতেঃ। যদি বিহিতাকরণাদসম্ভবা-খ্যমপি প্রত্যবায়ং ব্রূয়াৎ বেদ স্তদানর্থকরো বেদোঽপ্রমাণমিত্যুক্তং স্যাৎ। বিহিত-করণাকরণয়োঃ দুঃখমাত্র-ফলত্বাৎ তথা চ কারকং শাস্ত্রং ন জ্ঞাপকমিত্যনুপপন্নার্থং কল্পিতং স্যান্ন চৈতদিষ্টং তস্মান্ন সন্ন্যাসিনাং কর্ম্মাণি অতো জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপ-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

দোষেতি দূষয়তি তত্রেতি। সাধনভূয়স্ত্বে ফলভূয়স্ত্বমিতি ন্যায়মাশ্রিত্য শঙ্কতে অথেতি। কেবলাঙ্গন্যোপেতং শ্রৌতং স্মার্ত্তঞ্চ বহু কর্ম্ম তস্যানুষ্ঠানাৎ গৃহস্থস্য মোক্ষঃ স্যাদেবেত্যর্থঃ। এবকার নিরস্যং দর্শয়তি নাশ্রমান্তরাণামিতি। তেষাং নাস্তি মুক্তিরিত্যত্র যাবজ্জীবাদি-শ্রুতিবিহিতাবশ্যানুষ্ঠেয়কর্ম্মরাহিত্যং হেতুং সূচয়তি শ্রৌতেতি। শাস্ত্রবিরোধে ন্যায়স্য নিরবকাশত্বমভিপ্রেত্য দূষয়তি তদপীতি। ঐকা-শ্রম্যস্মৃত্যা গার্হস্থ্যস্যৈব প্রাধান্যাদনধিকৃতান্ধাদিবিষয়ং কর্ম্মসন্ন্যাসবিধানমিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানাঙ্গত্বেনেতি। ন খল্বনধিকৃতানামন্ধাদীনাং সন্ন্যাসঃ শ্রবণাদ্যাবৃত্তিদ্বারা জ্ঞানাঙ্গং ভবিতুমলং তেষাং শ্রবণাদ্যভ্যাস-সামর্থ্যাদতঃ শ্রুত্যাদীনাং বিরোধে নাস্তি গার্হস্থ্যস্য প্রাধান্যমিত্যর্থঃ। তস্য প্রাধান্যাভাবে হেত্বন্তরমাহ আশ্রমেতি। ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহাদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বেতি শ্রুতৌ তস্যাশ্রম-বিকল্পমেকে ব্রুবতে ইতি যমিচ্ছেত্তমাবসেদি-ত্যাদিস্মৃতৌ চাশ্রমাণাং সমুচ্চয়েন বিকল্পেন চাশ্রমান্তরমিচ্ছন্তং প্রতিবিধানান্ন গার্হস্থ্যস্য প্রধানত্বমিত্যর্থঃ। যদি সর্ব্বেষামাশ্রমাণাং শ্রুতিস্মৃতিমূলত্বং তর্হি তত্তদাশ্রম-বিহিত-কর্ম্মণাং জ্ঞানেন সমুচ্চয়ঃ সিধ্যতীতি শঙ্কতে সিদ্ধস্তর্হীতি। যদ্যপি জ্ঞানোৎ-পত্তাবাশ্রমকর্ম্মণাং সাধনত্বং তথাপি জ্ঞানমুৎপন্নং নৈব ফলে সহকারিত্বেন তান্যপেক্ষতে, অন্যথা সন্ন্যাসবিধ্যনুপপত্তেরিতি দূষয়তি ন মুমুক্ষোরিতি। সন্ন্যাস-বিধান-

আভাস।

উপলক্ষে প্রবৃত্তি-মূলক কর্ম্ম এবং ত্যাগ-ব্যাপারে নিবৃত্তি-মূলক কর্ম্ম করা অবশ্য প্রয়োজন।

শ্রুতিতে বিহিত বাজপেয় ও অশ্ব-মেধাদি যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি-মূলক কর্ম্মের নিষ্পাদনে স্বর্গাদি যে অনুপম ভোগের কথা উক্ত আছে, পরিণামে তাহাদেরও ক্ষয় এবং দুঃখমিশ্রিত ভাবের প্রতি দৃষ্টি করিলে, আমরা বুঝিতে পারিব যে, সে সমস্ত ফলও শান্তিপ্রদ নহে। তথাপি তাহার অনুষ্ঠান

শাঙ্করভাষ্যম্।

পত্তিঃ, জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিরিত্যর্জ্জুনস্য প্রশ্নানুপপত্তেশ্চ, যদি হি ভগবতা দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে জ্ঞানং কর্ম্ম চ সমুচ্চয়েন ত্বয়া একেনানুষ্ঠেয়মিত্যুক্তং স্যাৎ ততোঽর্জ্জুনস্য প্রশ্নোঽনুপপন্নো জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিরিত্যর্জ্জুনায় চেৎ বুদ্ধিকর্ম্মণী ত্বয়ানুষ্ঠেয়ে ইত্যুক্তে যা চ কর্ম্মণো জ্যায়সী বুদ্ধিঃ সাপ্যুক্তৈবেতি তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশবেতি উপালম্ভো বা প্রশ্নো বা ন কথঞ্চনোপপদ্যতে। ন চার্জ্জুন-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মেবানুক্রামতি ব্যাখ্যায়েত্যাদিনা। এষণাভ্যো বৈমুখ্যেনোত্থানং তৎপরিত্যাগঃ। আশ্রম-সম্পত্ত্যনন্তরং তত্র বিহিত-কর্ম্মকলাপানুষ্ঠানমপি কর্ত্তব্যমিত্যাহ অথেতি। প্রাগুক্তানাং সত্যাদানামল্পফলত্বান্ন্যাসস্য চ জ্ঞানদ্বারা মোক্ষফলত্বাদিত্যাহ তস্মা-দিতি। অতিরিক্তমতিশয়ন্তং মহাফলমিতি যাবৎ। প্রকৃত কর্ম্মভ্যঃ সকাশান্ন্যাস এবাতিশয়বানাসীদিত্যুক্তেঽর্থে বাক্যান্তরং পঠতি ন্যাস এবেতি। লোকত্রয়হেতুং সাধনত্রয়ং পরিত্যজ্য সংসারাদ্বিরক্তাঃ সন্ন্যাসপূর্ব্বকাদাত্মজ্ঞানাদেব প্রাপ্তবন্তো মোক্ষমিত্যাহ ন কর্ম্মণেতি। সতি বৈরাগ্যে নাস্তি কর্ম্মাপেক্ষা সত্যাং সামগ্র্যাং কার্য্যাপেক্ষানুপপত্তেরিত্যাহ ব্রহ্মচর্য্যাদেবেতি। ইত্যাদ্যাঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস-বিধায়িনঃ শ্রুতয়ো ভবন্তীতি শেষঃ, আত্মানমেব লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তীত্যাদিবাক্যসংগ্রহার্থ-মাদিপদং। তত্রৈব স্মৃতিমুদাহরতি ত্যজেতি। ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ সত্যানৃতয়োশ্চ সংসারারম্ভকত্বান্মুমুক্ষুণা তত্ত্যাগে প্রযতিতব্যমিত্যর্থঃ। ত্যক্তৃত্বাভিমানস্যাপি তত্ত্বতঃ স্বরূপ-সম্বন্ধাভাবাৎ ত্যাজ্যত্বমবিশিষ্টমিত্যাহ যেনেতি। অনুভবানুসারেণ প্রমাতৃতা প্রমুখস্য সংসারস্য দুঃখফলত্বমালক্ষ্য মোক্ষহেতুসম্যক্‌জ্ঞানসিদ্ধয়ে ব্রহ্মচর্য্যা-দেব পারিব্রাজ্যমনুষ্ঠেয়মিত্যুৎপত্তিবিধিমুপন্যস্যতি সংসারমিতি। তত্ত্বজ্ঞানমুদ্দিশ্য ব্রহ্মচর্য্যাদেব কর্ম্ম-সন্ন্যাসে সামগ্রীমভিদধানো বিনিয়োগ-বিধিং সূচয়তি পরমিতি। জ্ঞান-কর্ম্মণোরসমুচ্চয়ার্থং ফলবিভাগং কথয়তি কর্ম্মণেতি। উক্তং ফলবিভাগ-

আভাস।

প্রথম জীবনে করা প্রয়োজন। কারণ কর্ম্ম করিয়া তাহার ফল উপভোগ করিলে, যখন প্রতীত হইবে যে, তাহা দুঃখপ্রদ, তখন তাহার প্রতি আসক্তির বিসর্জ্জনে শান্তি বা মুক্তি লাভের অভিমুখে চিত্ত ধাবিত হয়। ভোগকে প্রয়োজন বোধে উপভোগ না করিলে, তাহার দোষ বা গুণ হৃদয়ে সুস্পষ্ট প্রতিবোধিত করিতে পারা যায় না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ভোগ্য লাভের প্রবৃত্তিকে প্রসারিত করা প্রয়োজন। কারণ ভোগে বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে, ত্যাগের পদ্ধতিকে অনু-

শাঙ্করভাষ্যম্।

নৈব জ্যায়সী বুদ্ধি র্নানুষ্ঠেয়েতি ভগবতোক্তং পূর্ব্বমিতি কল্পয়িতুং যুক্তং যেন জ্যায়সী চেদিতি বিবেকতঃ প্রশ্নঃ স্যাৎ। যদি পুনরেকস্য পুরুষস্য জ্ঞান-কর্ম্মণো র্ব্বিরোধাৎ যুগপদনুষ্ঠানং ন সম্ভবতীতি ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বং ভগবতা পূর্ব্বমুক্তং স্যাৎ ততোঽয়ং প্রশ্ন উপপন্নো জ্যায়সী চেদিত্যাদিরবিবেকতঃ প্রশ্নকল্পনায়ামপি ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বেন ভগবতঃ প্রতিবচনং নোপপদ্যতে। ন চাজ্ঞান-নিমিত্তং ভগবৎপ্রতিবচনং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মনুষ্য জ্ঞাননিষ্ঠানাং কর্ম্মসন্ন্যাসস্য কর্ত্তব্যত্বমাহ তস্মাদিতি। বাক্যশেষেঽপি সর্ব্ব-কর্ম্মসন্ন্যাসো বিবক্ষিতোঽস্তীত্যাহ ইহাপীতি। জ্ঞানার্থিনো মুমুক্ষোঃ সন্ন্যাসবিধ্য-নুপপত্তিবাধিতং সমুচ্চয়-বিধিবচনমিত্যুক্তমিদানীং মোক্ষস্বভাবালোচনয়াপি সমুচ্চয়-বচনমনুচিতমিত্যাহ মোক্ষস্য চেতি। অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম নিন্দিতঞ্চ সমা-চরন্। প্রসজ্জংশ্চেন্দ্রিয়ার্থেষু নরঃ পতনমৃচ্ছতীতি স্মৃতেঃ মুমুক্ষূণামপি প্রত্যবায়-নিবৃত্তয়ে কর্ত্তব্যং নিত্যকর্ম্মেতি শঙ্কতে নিত্যানীতি। যো যস্মিন্ কর্ম্মণ্যধিকৃত স্তস্য তদকরণাৎ প্রত্যবায়ো ভবতি ন তু কর্ম্মানধিকারিণঃ সন্ন্যাসিন স্তদকরণাৎ প্রত্য-বায়ঃ সম্ভবতীতি দূষয়তি নাসন্ন্যাসীতি। তদেব স্পষ্টয়তি ন হীতি। সমিদ্ধো-মাধ্যায়নাদ্যকরণাৎ প্রত্যবায়ঃ সন্ন্যাসিনো নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র ব্যতিরেকোদা-হরণমাহ যথেতি। অকরণাৎ প্রত্যবায়োৎপত্তিমভ্যুপেত্যোক্তং সম্প্রতি প্রতিষিদ্ধ-করণাদেব প্রত্যবায়ো নত্বকরণাদভাবাৎ ভাবোৎপত্তি র্লোকবেদ-বিরুদ্ধত্বাদিত্যাহ ন তাবদিতি। ননু নিত্যকর্ম্মবিধায়ী বেদ স্তদকরণাৎ প্রত্যবায়ো ভবতীতি ব্রবীতি তৎকথমকরণাৎ প্রত্যবায়ো ন ভবতীতি শ্রুতিমাশ্রিত্যোচ্যতে শ্রুত্যন্তরবিরোধাদিতি তত্রাহ যদাপীতি। বিহিতস্যাকরণে সত্যনর্থপ্রাপ্তে র্ন নিত্যকর্ম্মবিধায়ী বেদোঽনর্থ-করত্বেনাপ্রমাণমিত্যাশঙ্ক্যাহ বিহিতস্যেতি। ন হি বিহিতস্য করণে পিতৃলোক-প্রাপ্তিলক্ষণং ফলং ভবত্যেবাতে, ধূমাদিনা নয়ন-পীড়াদি দুঃখং তু প্রত্যক্ষমেবা-করণে চ প্রত্যবায়োৎপত্তিরুভয়থাপি পুরুষস্যানর্থকরো বেদোঽপ্রমাণমেব

আভাস।

সরণ করা সুগম হইয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে জ্ঞানযোগ এবং যোগ-শাস্ত্র অনুসারে কর্ম্মযোগের উপদেশ দিয়াছেন; এবং জ্ঞানযোগের প্রশংসা করত "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ! এই শ্লোকে জ্ঞানযোগকেই মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং কর্ম্মযোগকে ভোগ এবং জন্মা-ন্তরের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অথচ, "ন কর্ম্মণাং অনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং

শাঙ্করভাষ্যম্।

কল্পনীয়ং। অস্মাচ্চ ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বেন জ্ঞান-কর্ম্মনিষ্ঠয়োর্ভগবতঃ প্রতিবচন-দর্শনাৎ জ্ঞান-কর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ। তস্মাৎ কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষ ইত্যেষোঽর্থো নিশ্চিতো গীতাসু সর্ব্বোপনিষৎসু চ জ্ঞানকর্ম্মণোরেকং বদ নিশ্চিত্যেতি চৈক-বিষয়ৈব প্রার্থনানুপপন্নোভয়োঃ সমুচ্চয় সম্ভবে কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বমিতি চ জ্ঞান-নিষ্ঠা-সম্ভবমর্জ্জুনস্যাবধারণেন দর্শয়িষ্যতি জ্যায়সী চেদিতি। জ্যায়সী শ্রেয়সী চেৎ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্যাদিত্যর্থঃ। নত্বভাবস্যাপি ভাবোৎপাদনসামর্থ্যং বেদঃ সম্পাদয়িষ্যতি তথা চ বিহিতাকরণপ্রত্যবায়-পরিহারো বিহিতকরণে ফলিষ্যতীতি নেত্যাহ তথা চেতি। লোক-প্রসিদ্ধ-পদার্থ শক্ত্যাশ্রয়ণেন শাস্ত্রপ্রবৃত্ত্যঙ্গীকারাৎ অপূর্ব্বশক্ত্যাধানাযোগাৎ জ্ঞাপকমেব শাস্ত্রমিত্যর্থঃ। কারকত্বে চ তস্যাপ্রামাণ্যমপ্রত্যূহং স্যাদিত্যাহ কারক-মিতি। ভবতু শাস্ত্রস্যাপ্রামাণ্যমিত্যাশঙ্ক্যাপৌরুষেয়তয়া অশেষ-দোষানাস্কন্দিততয়া-স্বৈবমিত্যাহ ন চেতি। অনির্ব্বাচ্যানুপলম্ভস্য সম্বেদনমভাবজ্ঞানে কারণং সমাহিত-সাধনজ্ঞানং তু চরণন্যাসাদিপ্রবৃত্তিকারণমিত্যঙ্গীকৃত্যোপসংহরতি তস্মাদিতি। অকরণাৎ প্রত্যবায়োৎপত্ত্যসম্ভব তুচ্ছদার্থঃ। সন্ন্যাসিনাং জ্ঞাননিষ্ঠানাং কর্ম্মসন্ন্যা-সিত্বাদেব কর্ম্মাসম্ভবে ফলিতমাহ অত ইতি। সমুচ্চয়ানুপপত্তৌ হেত্বন্তরমাহ জ্যায়সীতি। প্রশ্নানুপপত্তিমেব প্রপঞ্চয়তি যদি হীতি। সমুচ্চয়োপদেশে প্রত্যেকদেশানুপপত্তেশ্চ ন তত্তপদেশোপপত্তিরিত্যাহ অর্জ্জুনায়েতি। কর্ম্মণ্যে-বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচনেতি অর্জ্জুনং প্রত্যুপদেশাৎ তং প্রতি জ্যায়সী বুদ্ধির্নোক্তেতি যুক্তং তৎ কিমিত্যাত্ম্যপালম্ভবচনমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন চেতি। যেন কল্পনেন জ্যায়সী চেদিত্যারভ্য তৎ কিং কর্ম্মণীত্যুপালম্ভাত্মা প্রশ্নঃ স্যাত্তথা ন যুক্তং কল্পয়িতুং এবা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিরিতি বচনবিরোধাদিতি যোজনা। কস্মিন্ পক্ষে তর্হি প্রশ্নস্যোপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ যদীতি। ভগবদুক্তেঽর্থে শব্দবিবেকা-ভাবাৎ প্রশ্নঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য পূর্ব্বোক্তমেবাধিকং বিবক্ষয়া স্মারয়তি অবিবেকত ইতি। ভগবতোঽপি প্রতিবচনমজ্ঞান-নিমিত্তং প্রশ্নাননুরূপত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাধিকং দর্শয়তি ন চেতি। ভগবতঃ সর্ব্বজ্ঞত্বপ্রসিদ্ধি-বিরোধাদজ্ঞানাধীনপ্রতিবচনাযোগা

আভাস।

পুরুষোঽশ্নুতে" বলিয়া কর্ম্মের অবশ্য কর্ত্তব্যতার পরিচয় প্রদান করায়, অর্জ্জুনের হৃদয়ে সংশয় উৎপন্ন হয় এবং তদনুসারে তিনি জ্ঞানানুষ্ঠান এবং কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে যেটী শ্রেষ্ঠ হয়, তাহারই উপদেশ তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যদি কর্ম্মণঃ সকাশাত্তে তব মতা অভিপ্রেতা বুদ্ধি র্জ্ঞানং, হে জনার্দ্দন যদি বুদ্ধিকর্ম্মণী সমুচ্চিতে ইষ্টে তদৈক শ্রেয়ঃ সাধনমিতি কর্ম্মণো জ্যায়সী বুদ্ধিরিতি কর্ম্মণোঽতিরিক্তং করণং বুদ্ধেরনুপপন্নং অর্জ্জুনেন কৃতং স্যাৎ হি তদেব তস্মাৎ ফলতোঽতিরিক্তং স্যাৎ তথা চ কর্ম্মণ শ্রেয়স্করা ভগবতোক্তা বুদ্ধিঃ অশ্রেয়স্করঞ্চ কর্ম্ম কুর্ব্বিতি মাং প্রতিপাদয়তি তৎ কিন্নু কারণমিতি ভগবত উপালম্ভমিব কুর্ব্বন্ তৎ কিং কস্মাৎ কর্ম্মণি ঘোরে ক্রূরে হিংসালক্ষণে মাং নিয়োজয়সি কেশবেতি চ যদাহ তচ্চ নোপপদ্যতে ॥ ১ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নিত্যর্থঃ। ইতশ্চ সমুচ্চয়ঃ শাস্ত্রার্থো ন ভবতীত্যাহ অথাচ্চেতি। কস্তর্হি শাস্ত্রার্থো বিবক্ষিত স্তত্রাহ কেবলাদিতি। জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তৌ কারণান্তরমাহ জ্ঞানেতি। বাক্যশেষ-বশাদপি সমুচ্চয়স্য অশাস্ত্রার্থতেত্যাহ কুরু কর্ম্মৈবেতি। প্রাথমিকেন সম্বন্ধগ্রন্থেন সমস্তশাস্ত্রার্থ-সংগ্রাহকেণ তদ্বিবরণাত্মনোঽস্য সন্দর্ভস্য নাস্তি পৌনরুক্ত্যমিতি মত্বা প্রতিপদং ব্যাখ্যাতুং প্রশ্নৈকদেশং সমুত্থাপয়তি জ্যায়সী চেদিতি। বেদাশ্চেৎ প্রমাণমিতিবচ্চোদিতস্য নিশ্চয়ার্থত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি যদীতি। বুদ্ধিশব্দস্য অন্তঃকরণ-বিষয়ত্বং ব্যবচ্ছিনত্তি জ্ঞানমিতি। পূর্ব্বার্দ্ধস্যাক্ষরযোজনাং কৃত্বা সমুচ্চয়াভাবে তাৎপর্য্যমাহ যদীতি। ইষ্টে ভগবতেতি শেষঃ, একং জ্ঞানং কর্ম্মসমুচ্চিতমিতি যাবৎ, জ্ঞানকর্ম্মণোরভীষ্টে সমুচ্চয়ে সমুচ্চিতস্য শ্রেয়ঃসাধনত্বৈকত্বাৎ কর্ম্মণঃ সকাশাৎ জ্ঞানস্য পৃথক্করণমযুক্তমিত্যর্থঃ। একমপি সাধনং ফলতোঽতিরিক্তং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি। ন চ কেবলাৎ কর্ম্মণো জ্ঞানস্য কেবলস্য ফলতোঽতিরিক্তত্বং বিবক্ষিত্বা পৃথক্করণং সমুচ্চয়পক্ষে প্রত্যেকং শ্রেয়ঃসাধনত্বানভ্যুপগমাদিতি ভাবঃ। পূর্ব্বার্দ্ধস্যেবোত্তরার্দ্ধস্যাপি সমুচ্চয়পক্ষে তুল্যানুপপত্তিরিত্যাহ তথেতি। দূরেণ হ্যবরং কর্ম্মেত্যত্র কর্ম্মণঃ সকাশাৎ বুদ্ধিঃ শ্রেয়স্করা ভগবতোক্তা কর্ম্ম চ বুদ্ধেঃ সকাশাদশ্রেয়স্করমুক্তং তথাপি তদেব কর্ম্ম কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষ্বিতি স্নিগ্ধং শিষ্যং ভক্তঞ্চ মাং প্রতি কুর্ব্বিতি ভগবান্ প্রতিপাদয়তি তত্র কারণানুপলম্ভাদযুক্তমিতি ক্রূরে কর্ম্মণি ভগবতো মন্নিয়োজনমাত্র যদর্জ্জুনো ব্রবীতি তচ্চ সমুচ্চয়-পক্ষেঽনুপপন্নং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

আভাস।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের উপর নানা টীকাকার গৃহী ও সন্ন্যাসী ভেদে শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত কর্ম্মের ব্যবস্থা পর্য্যালোচনার দ্বারা মীমাংসার জটিলতার

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।

অন্বয়ঃ।

ব্যামিশ্রেণ সন্দেহোৎপাদকেন, বাক্যেন মে মম বুদ্ধিং ত্বং মোহয়সি ইব, অতঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

অথ স্মার্ত্তেনৈব কর্ম্মণা সমুচ্চয়ঃ সর্ব্বেষাং ভগবতোক্তং অর্জ্জুনেন চাবধারিতশ্চেৎ তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সীত্যাদি কথং যুক্তং বচনং, কিঞ্চ ব্যামিশ্রেণেতি। ব্যামিশ্রেণেব যদ্যপি বিবিক্তাভিধায়ী ভগবান্ তথাপি মম মন্দবুদ্ধে র্ব্যামিশ্রমিব ভগবদ্বাক্যং প্রতিভাতি, তেন মম বুদ্ধিং মোহয়সীবেতি মম মন্দবুদ্ধে র্ব্যামোহাপনয়ায় হি প্রবৃত্ত স্তু কথং মোহয়সি অতো ব্রবীমি বুদ্ধিং মোহয়সীবেতি। মমেতি ত্বং তু ভিন্ন-কর্ত্তৃকয়ো র্জ্ঞানকর্ম্মণোরেকপুরুষানুষ্ঠানাসম্ভবং যদি-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যত্তু বৃত্তিকারৈরুক্তং শ্রৌতেন স্মার্ত্তেন চ কর্ম্মণা সমুচ্চয়ো গৃহস্থানাং শ্রেয়ঃ সাধনমিতরেষাং স্মার্ত্তেনৈবেতি ভগবতোক্তমর্জ্জুনেন চ নির্দ্ধারিতমিতি তদেত দনুবদতি অথেতি। তত্রাপি তৎ কিমিত্যাদ্যপালম্ভ-বচনমনুপপন্নং কর্ম্মমাত্রসমুচ্চয়বাদিনো ভগবতো নিযোজনাভাবাদিতি দূষয়তি তৎ কিমিতি। ইতশ্চ প্রশ্নঃ সমুচ্চয়ানুসারী ন ভবতীত্যাহ কিঞ্চেতি। ভগবতো বিবিক্তার্থবাদিত্বাদযুক্তং ব্যামিশ্রেণেত্যাদিবচনমিত্যাশঙ্ক্যাহ যদ্যপীতি। যদি ভগবদ্বচনং সংকীর্ণমিব তে ভাতি তর্হি তেন মদীয়বুদ্ধিব্যামোহনমেব তস্য বিবক্ষিতমিতি কিমিতি মোহয়সীবেত্যুচ্যতে তত্রাহ মমেতি। জ্ঞান-কর্ম্মণী মিথো বিরোধাৎ যুগপদেক-পুরুষানুষ্ঠেয়তয়া ভিন্নকর্ত্তৃকে কথ্যেতে তথা চ তয়োরন্যতরস্মিন্নেব ত্বং নিযুক্তো ন তু তে বুদ্ধিব্যামোহনমভিমতমিতি ভগবতো মতমনুবদতি ত্বমিতি। তদেকমিত্যাদিশ্লোকার্দ্ধে

স্বামিকৃতটীকা।

ননু ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যত ইত্যাদিনা কর্ম্মণোঽপি শ্রেয়স্ত্বমুক্তমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ ব্যামিশ্রেণেতি। ক্বচিৎ কর্ম্ম-প্রশংসা ক্বচিৎ জ্ঞান প্রশংসা

অতএব একবার জ্ঞানযোগের প্রশংসা, পরক্ষণে কর্ম্ম-যোগের প্রশংসা করায়, কোনটী যে আমার অনুষ্ঠেয় তদ্বিষয়ে আমার বিষম

আভাস।

সৃষ্টি করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য গীতোক্ত "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে, নচ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি। এই ভগব-

তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

দ্বয়োঃ মধ্যে যৎ একং তৎ নিশ্চিত্য বদ যেন অহং শ্রেয়ঃ মঙ্গলং আপ্নুয়াং লভেয় ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম।

মন্যসে তত্রৈবং সতি তত্তয়োরেকং বুদ্ধিং কর্ম্ম বা ইদমেবার্জ্জুনস্য যোগ্যং বুদ্ধিশক্ত্যবস্থানুরূপমিতি নিশ্চিত্য বদ ব্রূহি যেন জ্ঞানেন কর্ম্মণা বা অন্যতরেণ শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়ামিতি যদুক্তং তদপি নোপপদ্যতে। যদি হি কর্ম্মনিষ্ঠায়াং গুণভূতমপি জ্ঞানং ভগবতোক্তং স্যাত্তৎ কথং তয়োরেকং বদেতি একবিষয়ৈবার্জ্জুনস্য শুশ্রূষা স্যাদ্ধি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নোত্তরমাহ তত্রেতি। উক্তং ভাগবত মতং সপ্তম্যা পরামৃশ্যতে একমিত্যুক্তপ্রকারোক্তিঃ। একমিত্যুক্তমেব স্ফুটয়তি বুদ্ধিমিতি। নিশ্চয়প্রকারং প্রকটয়তি ইদমিতি। যোগ্যত্বং স্পষ্টয়তি বুদ্ধীতি। অস্য হি ক্ষত্রিয়স্য সতোঽন্তঃকরণস্য দেহশক্তেঃ সমর-সমারম্ভাবস্থায়াশ্চেদমেব জ্ঞানং কর্ম্ম বানুষ্ঠানমিতি নির্দ্ধার্য্য ব্রূহি ইত্যর্থঃ। নিশ্চিত্যান্যতরোক্তৌ তেন শ্রোতুঃ শ্রেয়োবাপ্তিফলমাহ যেনেতি। তদেকমিত্যাদিবাক্যস্যাক্ষরোত্থমর্থমুক্ত্বা সমুচ্চয়স্য শাস্ত্রার্থত্বাভাবে তাৎপর্য্যমাহ যদি হীতি। গুণভূতমপি ইত্যাদিনা প্রধানভূতমপি চেতি বিবক্ষিতং নতূভয়প্রাপ্ত্যসম্ভবমাত্মনো

স্বামিকৃতটীকা।

ইত্যেবং ব্যামিশ্রং সন্দেহোৎপাদকমিব বাক্যং তেন মে মতিম্ভয়ত্র দোলায়িতাং কুর্ব্বন্ মোহয়সীব, পরমকারুণিকস্য তব মোহকত্বং নাস্ত্যেব তথাপি ভ্রান্ত্যা মমৈবং ভাতি ইতীবশব্দেনোক্তং। অত উভয়োর্মধ্যে যদ্ভদ্রং তদেকং নিশ্চিত্য বদেতি। যদ্বা অহং ইদমেব শ্রেয়ঃসাধনমিতি নিশ্চিত্য যেনানুষ্ঠিতেন শ্রেয়ো মোক্ষমহমাপ্নুয়াং প্রাপ্স্যামি তদেবৈকং নিশ্চিত্য বদেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছে। হে কেশব! এই উভয় প্রকারের মধ্যে এমন একটীর নির্দ্ধারণ করুন! যাহাতে আমি প্রকৃত শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারি! ॥ ২ ॥

আভাস।

বাক্যকে আশ্রয় করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, ব্রহ্মচারী, গৃহী বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু ভেদে যে আশ্রম চতুষ্টয় ও তাহার ক্রম শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতেই যে সকল

শ্রীভগবানুবাচ—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।

অন্বয়ঃ

শ্রীভগবান্ উবাচ।

হে অনঘ নিষ্পাপ! পুরা পূর্ব্বাধ্যায়ে (মোক্ষপ্রাপ্তয়ে) দ্বিবিধা নিষ্ঠা অনুষ্ঠানং

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভগবতোক্তমন্যতরদেব জ্ঞানকর্ম্মণো র্বক্ষ্যামি নৈব দ্বয়মিতি যেনো ভয়প্রাপ্ত্যসম্ভবমাত্মনো মন্যমান একমেব প্রার্থয়েৎ ॥ ২ ॥

প্রশ্নানুরূপমেব প্রতিবচনং শ্রীভগবানুবাচ, লোকেঽস্মিন্নিতি। লোকে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মন্যমানস্যার্জ্জুনস্যান্যতরবিষয়া শুশ্রূষা ভবিষ্যতি নেত্যাহ ন হীতি। যথোক্তভগবদ্বচনাভাবে স্বপ্রাপ্ত্যসম্ভববুদ্ধ্যা নান্যতর প্রার্থনা সম্ভবতীত্যাহ যেনেতি। ন হি তথাবিধং ভগবদ্বচনং ভবতেষ্টং ভগবতঃ সমুচ্চয়বাদিত্বাঙ্গীকারাদতস্তদভাবাত্তক্ত বুদ্ধ্যা ন যুক্তান্যতরপ্রার্থনেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

সমুচ্চয়বিরোধিত্বয়া প্রশ্নং ব্যাখ্যায় তদ্বিরোধিত্বেনৈব প্রতিবচনমবতারয়তি

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে অনঘ! পূর্ব্বে আমি মোক্ষলাভের

আভাস।

লোক মোক্ষের উপযুক্ত অধিকারী হয়, তাহা নহে; চরিত্র গঠনের প্রতি দৃষ্টি রাখাই সকল আশ্রমের মূল মন্ত্র। কারণ চরিত্রহীন ভিক্ষুর অপেক্ষা চরিত্রবান্ গৃহী সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ এবং মুক্তিলাভের উত্তম অধিকারী। অতএব কাম্য বা নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার কোন বিশেষ তাৎপর্য্য নাই, যদি নিজ চরিত্র-গঠনের প্রতি দৃষ্টি রাখা না যায়। ভোগ বা কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা আত্মস্বরূপ বিজ্ঞান-মূর্ত্তি জীবাত্মার উপলব্ধি করাই প্রকৃষ্ট চরিত্র-গঠন! সুতরাং বুঝিবার উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করাই নিষ্কাম কর্ম্ম এবং ভোগের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করাই সকাম কর্ম্ম। এই গভীর অভিপ্রায়ের অন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিয়াই অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন; ইহা পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং অন্যান্য টীকাকারের মত উত্তোলনে এস্থলে শাস্ত্রতাৎপর্য্যকে আর জটিল ও পরিবর্দ্ধিত করা হইল না ॥ ১। ২ ॥

অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই তৃতীয় অধ্যায় হইতে প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অর্জ্জুন কেবল উপলক্ষ মাত্র; এতজ্জাতীয় প্রশ্ন

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

ময়া প্রোক্তা; তত্র সাংখ্যানাং (শুদ্ধান্তঃকরণানাং জ্ঞান-পরিপাকায়) জ্ঞানযোগেন একা নিষ্ঠা, তথা যোগিনাং (অন্তঃকরণ-শুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানভূমিকায়াং আরুরুক্ষূণাং) কর্ম্মযোগেন অপরা নিষ্ঠা ময়া উক্তা ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অস্মিন্ শাস্ত্রার্থানুষ্ঠানাধিকৃতানাং ত্রৈবর্ণিকানাং দ্বিবিধা দ্বিপ্রকারা নিষ্ঠা স্থিতির-নুষ্ঠেয়তাৎপর্য্যং পুরা পূর্ব্বং সর্গাদৌ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তাসামভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তি-সাধনং বেদার্থ-সম্প্রদায়ং আবিষ্কুর্ব্বতা প্রোক্তা ময়া সর্ব্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ। হে অনঘ অপাপ তত্র কা সা দ্বিবিধা নিষ্ঠেত্যাহ জ্ঞানেতি। তত্র জ্ঞানযোগেন জ্ঞানমেব যোগস্তেন সাংখ্যানামাত্মবিষয়বিবেকজ্ঞানবতাং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাদেব কৃতসন্ন্যাসানাং বেদান্তবিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থানাং পরমহংস-পরিব্রাজকানাং ব্রহ্মণ্যেবাবস্থিতানাং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রশ্নেতি। যেয়ং ব্যবহারভূমিরুপলভ্যতে তত্র ত্রৈবর্ণিকাঃ জ্ঞানং কর্ম্ম বা শাস্ত্রীয়-মনুষ্ঠাতুমধিক্রিয়ন্তে তেষাং দ্বিধা স্থিতি র্ময়া প্রোক্তেতি পূর্ব্বার্দ্ধং যোজয়তি লোকে-ঽস্মিন্নিতি। স্থিতিমেব ব্যাকরোতি অনুষ্ঠেয়েতি। পূর্ব্বং প্রবচনপ্রসঙ্গং প্রদর্শয়ন্ প্রবক্তারং বিশিনষ্টি সর্গাদাবিতি। প্রবচনস্যাযথার্থত্বশঙ্কাং বারয়তি সর্ব্বজ্ঞেনেতি। অর্জ্জুনস্য ভগবদুপদেশ-শ্রবণে যোগ্যত্বং সূচয়তি অনঘেতি। নির্দ্ধারণার্থে তত্রেতি সপ্তমী, জ্ঞানং পরমার্থ-বস্তুবিষয়ং তদেব যোগ-শব্দিতং যুজ্যতে অনেন ব্রহ্মণেতি

উপায় স্বরূপে দ্বিবিধ আচরণের কথা মাত্র বলিয়াছি; প্রথমত যাঁহাদের হৃদয় ভোগ-সুখে বিরত হইয়া, সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করিয়াছে, তাদৃশ বিজ্ঞ তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের জন্য জ্ঞানপন্থা সাংখ্যযোগ এবং চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়া জ্ঞান-মার্গে আরোহণ করিবার অধিকার লাভার্থ অপরটী কর্ম্মযোগ-নামক দ্বিতীয় নিষ্ঠা অর্থাৎ কর্ম্মাচরণের কথা বলিয়াছি ॥ ৩ ॥

আভাস।

প্রায় মানব মাত্রেরই হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে; সুতরাং সর্ব্বসাধারণ লোক ইহা শ্রবণে কৃতার্থ হইবার প্রত্যাশা করেন। ভগবানের উত্তরও কৃতার্থতা

শাঙ্করভাষ্যম্।

নিষ্ঠা প্রোক্তা। কর্ম্মযোগেন কর্ম্মৈব যোগঃ কর্ম্মযোগ স্তেন কর্ম্মযোগেন যোগিনাং কর্ম্মিণাং নিষ্ঠা প্রোক্তেত্যর্থঃ, যদি চৈকেন পুরুষেণৈকস্মৈ পুরুষার্থায় জ্ঞানং কর্ম্ম চ সমুচ্চিত্যানুষ্ঠেয়ং ভগবতেষ্টমুক্তং বক্ষ্যমাণং বা গীতাসু বেদেষু চোক্তং কথমিহা-র্জ্জুনায়োপসন্নায় প্রিয়ায় বিশিষ্টভিন্নপুরুষ-কর্ত্তৃকে এব জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠে ব্রূয়াৎ, যদি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ব্যুৎপত্তে স্তেন নিষ্ঠেত্যনুবর্ত্ততে। উক্তজ্ঞানোপায়মুপদিদিক্ষুঃ সাংখ্যশব্দার্থমাহ আত্মেতি। তেষামেব কর্ম্মনিষ্ঠত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি ব্রহ্মচর্য্যেতি। তেষাং জপাদি-পারবশ্যেন শ্রবণাদিপরাঙ্মুখত্বং পরাকরোতি বেদান্তেতি। উক্তবিশেষণবতাং মুখ্যসন্ন্যাসিত্বেন ফলাবস্থত্বং দর্শয়তি পরমহংসেতি। কর্ম্ম বর্ণাশ্রমবিহিতং ধর্ম্মাখ্যং তদেব যুজ্যতে তেনাভ্যুদয়েনেতি যোগস্তেন নিষ্ঠা কর্ম্মিণাং প্রোক্তেত্যনুষঙ্গং দর্শয়ন্নাহ কর্ম্মৈবেত্যাদিনা। এবং প্রতিবচনবাক্যস্থান্যেবাক্ষরাণি ব্যাখ্যায় তস্যৈব তাৎপর্য্যার্থং কথয়তি যদি চেতি। ইষ্টস্যাপি দুর্ব্বোধত্বমাশঙ্ক্যাহ উক্তমিতি। জ্ঞানস্যাপি মূলবিকলতয়া বিভ্রমত্বমাশঙ্ক্যাহ বেদেষ্বিতি। তস্যাশিষ্যত্ববুদ্ধ্যাস্থগা-

স্বামিকৃত টীকা।

অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ, লোকেঽস্মিন্নিতি। অয়মর্থঃ যদি ময়া পরস্পর-নিরপেক্ষং মোক্ষসাধনত্বেন কর্ম্মজ্ঞানযোগরূপং নিষ্ঠাদ্বয়মুক্তং স্যাত্তর্হি দ্বয়োর্ম্মধ্যে যদ্ভদ্রং স্যাত্তদেকং বদেতি তদীয়ঃ প্রশ্নঃ সঙ্গচ্ছতে, ন তু ময়া তথোক্তং ; কিন্তু দ্বাভ্যা-মেকৈব ব্রহ্মনিষ্ঠোক্তা। গুণপ্রধানভূতয়োস্তয়োঃ স্বাতন্ত্র্যানুপপত্তেঃ। একস্যা এব তু প্রকারভেদমাত্রমধিকারিভেদেনোক্তমিতি। অস্মিন্ শুদ্ধাশুদ্ধান্তঃকরণতয়া দ্বিবিধে লোকেঽধিকারিজনে দ্বে বিধে প্রকারৌ যস্যাঃ সা দ্বিবিধা নিষ্ঠা মোক্ষপরতা পুরা

আভাস।

লাভের অনুকূলেই প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, মানব-জীবনকে কৃতার্থ করিবার উপলক্ষে দুইটী আচার অনুষ্ঠানের প্রবৃত্তি সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি-মূর্ত্তিতে আমার দ্বারাই কথিত হইয়াছে। একটী জ্ঞানযোগ ; অপরটী কর্ম্মযোগ। প্রত্যক্ষে পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি-রহস্যের অন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক তত্ত্বগ্রামের পরিসংখ্যান দ্বারা পদার্থের সত্যাসত্যের নিরূপণ করত জ্ঞানের উন্মেষণ করার পদ্ধতির নাম জ্ঞানযোগ ; এবং এই জ্ঞানের উন্মেষণ উপলক্ষে যোগ্যতার আনয়নার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানের নাম কর্ম্মযোগ।

শাঙ্করভাষ্যম্।

পুনরর্জ্জুনো জ্ঞানং কর্ম্ম চ দ্বয়ং শ্রুত্বা স্বয়মেবানুষ্ঠাস্যতি অন্যেষাং তু ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়তাং বক্ষ্যামীতি মতং ভগবতঃ কল্প্যেত তদা রাগদ্বেষবানপ্রমাণভূতো ভগবান্ কল্পিতঃ স্যাত্তচ্চায়ুক্তং, তস্মাৎ কয়াপি যুক্ত্যা ন সমুচ্চয়ো জ্ঞানকর্ম্মণোঃ ॥ ৩ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কথনমিত্যাশঙ্ক্যাহ উপসন্নায়েতি। তথাপি তস্মিন্নৌদাসীন্যাদন্যথোক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রিয়ায়েতি। ব্রবীতি চ ভিন্নপুরুষকর্ত্তৃকং নিষ্ঠাদ্বয়ং তেন সমুচ্চয়ো ভগবদভীষ্টঃ শাস্ত্রার্থো ন ভবতীতি শেষঃ। নন্বর্জ্জুনস্য প্রেক্ষাপূর্ব্ব-কারিত্বাজ্‌জ্ঞানকর্ম্মশ্রবণানন্তরমুভয়নির্দ্দেশানুপপত্ত্যা সমুচ্চয়ানুষ্ঠানং সম্পৎস্যতে তদ্ব্যতিরিক্তানান্তু জ্ঞানকর্ম্মণো ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বং শ্রুত্বা প্রত্যেকং তদনুষ্ঠানং ভবিষ্যতীতি ভগবতো মতং কল্প্যতে তস্যার্জ্জুনেঽনুরাগাতিরেকাদিতরেষু চ তদভাবাদিতি তত্রাহ যদি পুনরিতি। অপ্রমাণভূতত্বমনাপ্তত্বং। ন চ ভগবতো রাগাদিমত্ত্বেনানাপ্তত্বং যুক্তং, সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তমিত্যাদিবিরোধাদিত্যাহ তচ্চেতি। নিষ্ঠাদ্বয়স্য ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বনির্দ্দেশফলমুপসংহরতি তস্মাদিতি ॥ ৩ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

পূর্ব্বাধ্যায়ে ময়া সর্ব্বজ্ঞেন প্রোক্তা স্পষ্টমেবোক্তা। প্রকারদ্বয়মেব নির্দ্দিশতি সাংখ্যানাং শুদ্ধান্তঃকরণানাং জ্ঞানভূমিকারূঢ়ানাং জ্ঞানপরিপাকার্থং জ্ঞানযোগেন ধ্যানাদিনা নিষ্ঠা ব্রহ্মপরতোক্তা; তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপর ইত্যাদিনা। সাংখ্যভূমিকামনারূঢ়ানান্তু অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা তদারোহার্থং তদুপায়ভূত কর্ম্মযোগাধিকারিণাং যোগিনাং কর্ম্মযোগেন নিষ্ঠোক্তা, ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ইত্যাদিনা। অতএব তব চিত্তশুদ্ধ্যশুদ্ধিরূপাবস্থাভেদেন দ্বিবিধাপি নিষ্ঠোক্তা এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধি র্যোগে ত্বিমাং শৃণ্বিতি ॥ ৩ ॥

আভাস।

অনেক দিনের পর পৈত্রিক ভদ্রাসনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আম, নারিকেল প্রভৃতি ফলবান্ বৃক্ষসমূহ ও তাহাদের মনোহর ফল সমূহ সন্দর্শনে মনে বিশেষ তৃপ্তিলাভ হইল বটে, কিন্তু সুরস ফল যদবধি হস্তগত না হয়, তদবধি প্রাণে ত শান্তি আইসে না। সুতরাং তখন ফল নিজে ভোগ করিবার অভিপ্রায়ে কেবল ফলের প্রতি দৃষ্টি করিলে হইবে না; বরং মনে মনে ফলের প্রাপ্তি কেবল

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।

অন্বয়ঃ

কর্ম্মণাং অনারম্ভাৎ অননুষ্ঠানাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞানং, পুরুষঃ ন অশ্নুতে ন

শাঙ্করভাষ্যম্।

যদর্জ্জুনেনোক্তং কর্ম্মণো জ্যায়স্বং বুদ্ধেঃ তচ্চ স্থিতমনিরাকরণাত্তস্মাচ্চ জ্ঞান-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কিমিতি ভগবতা বুদ্ধের্জ্যায়স্বং, জ্যায়সী চেদিত্যশ্লোকমুপেক্ষিতমিতি তত্রাহ

নেতি। কিঞ্চ জ্ঞাননিষ্ঠায়াং সন্ন্যাসিনামেবাধিকরো ভগবতোঽভিপ্রেতো-

শেষোক্ত কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান না করিলে, প্রকৃত জ্ঞান-স্বরূপ মোক্ষলাভের অধিকারী হওয়া যায় না; এবং সর্ব্বপ্রকার অভিজ্ঞতা

আভাস।

লক্ষ্য রাখিয়া, তাহাকে সংগ্রহার্থ উপায় অন্বেষণ করা প্রয়োজন। সুতরাং বৃক্ষে আরোহণ করা বা আঁকুশী প্রভৃতির সংগ্রহ কার্য্যে যেমন ব্যাপৃত থাকিতেই হয়, তখন ফলের প্রতি আদৌ দৃষ্টি থাকে না; পরে অতি কষ্টে বৃক্ষে আরোহণ করিতে পারিলে, ফল নিকট হয়; এবং হস্ত প্রসারণেই ফললাভ হইয়া থাকে। সেইরূপ জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগ উভয়ে পৃথক্ নামে অভিহিত হইলেও, কোনটীই স্বতন্ত্র-ভাবে মূল উদ্দেশ্যকে সাধিত করিতে পারে না। উভয়ে পরস্পরের অপেক্ষা করিয়া থাকে। এই জন্য আমরা বারংবার পূর্ব্বাভাসে প্রকাশ করিয়াছি যে, বুঝিয়া কর! এবং করিয়া বুঝ! না বুঝিলে করিবার প্রবৃত্তি আসে না; এবং না করিলে, পদার্থ বা ভাবের মর্য্যাদা অবধাবিত হয় না। সিঙ্গাপুরী আনারস অতি মধুর ও চমৎকার। এই কথা লোকমুখে শুনিয়া উক্ত আনারস সংগ্রহ করা এবং তাহার ত্বগাদির নিরাময়ে প্রস্তুত করত জিহ্বাতে প্রদান পূর্ব্বক চর্ব্বণ করিলে, যেমন তাহার রসের প্রতীতি হয়, সেইরূপ বেদমুখে পরমানন্দ-স্বরূপ মোক্ষের কথা শুনিয়া, নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, মোক্ষপদবীতে আরোহণ করা যায়। অতএব জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগ উভয়ই মানবের প্রয়োজন, ইহারই পরিচয় ক্রমশঃ প্রদত্ত হইতেছে॥ ৩॥

বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মরণকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার অভাবের পূরণ এবং প্রয়োজনের প্রতীকারের দ্বারা সুখ স্বচ্ছন্দের প্রাপ্তি ও অন্তিম

ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।

প্রাপ্নোতি, তথা ন চ সংন্যসনাৎ (জ্ঞান-পূর্ব্বকাৎ) এব সিদ্ধিং মোক্ষং সমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

নিষ্ঠায়াঃ সন্ন্যাসিনামেবানুষ্ঠেয়ত্বং ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্ববচনাচ্চ ভগবত এবমেবানুমতমিতি গম্যতে মাঞ্চ বন্ধকারণে কর্ম্মণ্যেব নিয়োজয়সীতি বিষণ্ণমনসং অর্জ্জুনং কর্ম্মণামনারম্ভে ইত্যেবং মন্বানমালক্ষ্যাহ ভগবান্ ন কর্ম্মণামনারম্ভাদিতি। অথ বা জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠয়োঃ পরস্পরবিরোধাদেকেন পুরুষেণ যুগপদনুষ্ঠাতুমশক্যত্বে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ইত্যথা তদীয়বিভাগ-বচনবিরোধাদিতি। বিভাগ-বচন-সামর্থ্যসিদ্ধমর্থমাহ তস্মাশ্চেতি। তর্হি বিভাগ-বচনানুরোধাদর্জ্জুনস্যাপি সন্ন্যাস-পূর্ব্বিকায়াং জ্ঞাননিষ্ঠায়ামেবাধিকারো ভবিষ্যতি নেত্যাহ মাঞ্চেতি। বুদ্ধের্জ্যায়স্ত্বমুপেত্যাপীতি চকারার্থঃ, অর্জ্জুনমালক্ষ্য ভগবানাহেতি সম্বন্ধঃ। অন্তরেণাপি কর্ম্মাণি শ্রবণাদিভি র্জ্ঞানাবাপ্তি র্ন ভবিষ্যতীতি পরবুদ্ধিমনুরুধ্য বিশিনষ্টি কর্ম্মেতি। বিভাগ-বচন-বশাদসমুচ্চয়শ্চেৎ উভয়োরপি জ্ঞানকর্ম্মণোঃ স্বাতন্ত্র্যেণ পুরুষার্থহেতুত্বমন্যথা কর্ম্মবৎ জ্ঞানমপি ন

স্বামিকৃতটীকা।

অতঃ সম্যক্ চিত্তশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানোৎপত্তিপর্য্যন্তং বর্ণাশ্রমোচিতানি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি অন্যথা চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানানুৎপত্তেরিত্যাহ ন কর্ম্মণামিতি। কর্ম্মণাং অনারম্ভাৎ অননুষ্ঠানান্নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞানং নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতি। ননু চৈতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তীতি শ্রুত্যা সন্ন্যাসস্য মোক্ষাঙ্গত্বশ্রুতেঃ সন্ন্যাসাদেব মোক্ষো ভবিষ্যতি কিং কর্ম্মভিরিত্যাশঙ্ক্যোক্তং ন চেতি। ন চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃতাৎ সন্ন্যসনাদেব জ্ঞানশূন্যাৎ সিদ্ধিং মোক্ষং সমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৪ ॥

লাভে বিষয়-বাসনাকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন করিতে না পারিলে, পূর্ণ জ্ঞান-লাভ-রূপ পরমা সিদ্ধিরও প্রাপ্তি ঘটে না ॥ ৪ ॥

আভাস।

জীবনে বিনা পরিশ্রমে শান্তিলাভই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু প্রথম জীবনে বিবেচনা পূর্ব্বক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই যেমন শেষ জীবনে শান্তি বা সুখ লাভের কারণ, সেইরূপ যাগ যজ্ঞাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের

শাঙ্করভাষ্যম্।

সতীতরেতরানপেক্ষয়োরেব পুরুষার্থহেতুত্বে প্রাপ্তে কর্ম্মনিষ্ঠায়াঃ জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তি-হেতুত্বেন পুরুষার্থহেতুত্বং ন স্বাতন্ত্র্যেণ, জ্ঞাননিষ্ঠা তু কর্ম্মনিষ্ঠোপায়লব্ধাত্মিকা সতী স্বাতন্ত্র্যেণ পুরুষার্থহেতুরন্যানপেক্ষেত্যেতমর্থং দর্শয়িষ্যন্নাহ ভগবান্ ন কর্ম্মণেতি। ন কর্ম্মণামনারম্ভাদপ্রারম্ভাৎ কর্ম্মণাং ক্রিয়াণাং যজ্ঞাদীনামিহ জন্মনি জন্মান্তরে বাহনুষ্ঠিতানামুপাত্তদুরিতক্ষয়হেতুত্বেন সত্বশুদ্ধিকারণানাং তৎকারণত্বেন চ জ্ঞানো-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্বাতন্ত্র্যেণ পুরুষার্থং সাধয়েদিত্যাশঙ্ক্য সম্বন্ধান্তরমাহ অথবেতি। তর্হি জ্ঞান-নিষ্ঠাপি কর্ম্মনিষ্ঠাবৎ নিষ্ঠাত্বাবিশেষাৎ স্বাতন্ত্র্যেণ পুরুষার্থহেতুরিতি সমুচ্চয়সিদ্ধি-রিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞাননিষ্ঠা ত্বিতি। ন হি রজ্জুতত্ত্বজ্ঞানমুৎপন্নং ফলসিদ্ধৌ সহকারি সাপেক্ষ্যমালক্ষ্যতে তথেদমপি চোৎপন্নং মোক্ষায় নান্যদপেক্ষ্যতে তদাহ অন্যেতি। যত্ত্ব চৈতৎ কর্ম্মেতি শ্রুতাবিব কর্ম্ম-শব্দস্য ক্রিয়মাণবস্তুবিষয়ত্বমাশঙ্ক্য ব্যাচষ্টে ক্রিয়াণামিতি। তাশ্চ নিত্যনৈমিত্তিকত্বেন বিভজতে যজ্ঞাদীনামিতি। অস্মি-ন্নেব জন্মন্যনুষ্ঠিতানাং কর্ম্মণাং বুদ্ধিশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানকারণত্বে ব্রহ্মচারিণাং কুতো জ্ঞানোৎপত্তি র্জন্মান্তরকৃতানাং কর্ম্মণাং বা তথাত্বে গৃহস্থাদীনামৈহিকানি কর্ম্মা-

আভাস।

নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠানের দ্বারা মানব পরিণামে জ্ঞান লাভে শান্তি ও অন্তে মোক্ষ লাভে চিরসুখী হইতে পারে। কিন্তু বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাসাদি জন্য পরিশ্রমে উদাসীন হইয়া, ভোগবিলাসে বৃথা জীবন অতিবাহিত করিলে যেমন পৈত্রিক ধনাদিতেও অপব্যয়াদি নিবন্ধন সুখে বঞ্চিত ও বিবিধ কষ্টে পতিত হইতে হয়, সেইরূপ আশ্রমোচিত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া, কল্পিত জ্ঞান-যোগের উপর নির্ভর দিয়া কাল অতিবাহিত করিলে, তদ্রূপ ক্লেশভাগী হইতে হয়। সামান্য গীত বাদিত্র বা সন্তরণাদির ব্যাপার অন্যের সুসাধিত দেখিয়া বা শুনিয়া সন্তুষ্ট থাকিলে, কার্য্যকালে সন্তুষ্ট হওয়া যায় না; অন্যকে সন্তরণ দিয়া নদী পার হইতে দেখিয়া, জীর্ণ-তরীতে নিশ্চিন্ত চিত্তে আরোহণ করা কর্ত্তব্য নহে। সন্তরণাদি ব্যাপারকে নিজে আয়ত্ত করা প্রয়োজন; সেইরূপে জ্ঞান-যোগের মহিমা শ্রবণে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞানে নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করা কর্ত্তব্য নহে; কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন। ভগবান্ যতদিন দেহকে সুস্থভাবে কর্ম্ম করিবার সামর্থ্য দিয়াছেন, তত দিন নিরভিমানে ফলাকাঙ্ক্ষায় বর্জ্জিত হইয়া, নিজের যোগ্যতা লাভের জন্য প্রাণপণে সাধু ও চরিত্রবান্ লোকের

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

পত্তিদ্বারেণ জ্ঞাননিষ্ঠাহেতুনাং, জ্ঞানমুৎপন্তুতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ। যথাদর্শতলপ্রখ্যে পশুত্যাত্মানমাত্মনীত্যাদি স্মরণাদনারম্ভাদনমুষ্ঠানাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং নিষ্কর্ম্মভাবং কর্ম্মশূন্যতাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপেণৈবাবস্থানমিতি যাবৎ পুরুষো নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং নাশ্নুত ইতি বচনাত্তদ্বিপর্য্যয়াৎ তেষামারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যমশ্নুত ইতি গম্যতে। কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং নাশ্নুত ইত্যুচ্যতে কর্ম্মারম্ভস্যৈব নৈষ্কর্ম্ম্যোপায়ত্বাৎ নহ্য-

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

ন জ্ঞানহেতবঃ স্যুরিত্যাশঙ্ক্যানিয়মং দর্শয়তি ইহেতি। নেমানি সত্ত্বশুদ্ধিকারণানুপাত্তদুরিতপ্রতিবন্ধাদিত্যাশঙ্ক্যাহ উপাত্তেতি। তর্হি তাবতৈব কৃতার্থানাং কুতো জ্ঞাননিষ্ঠাহেতুত্বং তত্রাহ তৎকারণত্বেনেতি। কর্ম্মাণাং চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানহেতুত্বে মানমাহ জ্ঞানমিতি। অনারম্ভশব্দস্যোপক্রম-বিপরীত-বিষয়ত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি অননুষ্ঠানাদিতি। নিষ্কর্ম্মণঃ সন্ন্যাসিনঃ কর্ম্মজ্ঞানং নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি ব্যাচষ্টে নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি। কর্ম্মাভাবাবস্থাং ব্যবচ্ছিনত্তি জ্ঞানযোগেনেতি। তস্যাঃ সাধনপক্ষপাতিত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি নিষ্ক্রিয়েতি। কর্ম্মানুষ্ঠানোপায়লভ্যা জ্ঞাননিষ্ঠা স্বতন্ত্রা পুমর্থহেতুরিতি প্রকৃতার্থসমর্থ-ব্যতিরেক বচনস্যান্বয়ে পর্য্যবসানং মত্বা ব্যাচষ্টে কর্ম্মণামিতি। তদ্বিপর্য্যয়মেব ব্যাচষ্টে তেষামিতি। উক্তেঽর্থে হেতুং পৃচ্ছতি কস্মাদিতি। জিজ্ঞাসিতং হেতুমাহ উচ্যত ইতি। উপায়ত্বেঽপি তদভাবে কুতো ন নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ

আভাস।

অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা অবশ্য বিধেয়। বৃথায় সময় অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য নহে।

নৃত্য গীত বাদিত্রাদি যে কোন বিদ্যায় অধিকারী হইতে হইলে, তত্তৎ রীতি অনুসারে তাহার অভ্যাস করা প্রয়োজন। অভ্যাস না করিলে, কোন বিদ্যার অধিকারী হওয়া যায় না। সকল বিদ্যার মধ্যে জ্ঞানযোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ! কিন্তু কেবল শুনিয়া রাখিলে, প্রয়োজন কালে তাহার সাক্ষাৎকার ঘটে না। সন্তরণাদিতে অভ্যস্ত থাকিলে, নৌকাডুবির সময় আর ভাবিতে হয় না, সন্তরণের কৌশল আপনি হস্তপদাদিতে উপস্থিত হয়, সেইরূপ নিত্য নৈমিত্তিকাদি বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে চিত্ত অভ্যস্ত থাকিলে, সংসারের অনিত্যতা ও পরমাত্ম-স্বরূপের সত্যতা এই চির-প্রসিদ্ধ জ্ঞান চিত্ত-মন্দিরে আপনি জাগিয়া উঠে। সুতরাং শেষ জীবনে, এমন কি! প্রাণান্তকালেও আর মিথ্যা আত্মীয় স্বজন

শাঙ্করভাষ্যম্।

পায়মন্তরেণোপেয়োৎপত্তিরস্তি কর্ম্মযোগোপায়ত্বঞ্চ নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণস্য জ্ঞানযোগস্য শ্রুতাবিহ চ প্রতিপাদনাৎ। শ্রুতৌ তাবৎ প্রকৃতস্যাত্মলোকস্য বেদ্যস্য বেদনোপায়ত্বেন তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিশন্তি যজ্ঞেনেত্যাদিনা। কর্ম্মযোগস্য জ্ঞানযোগোপায়ত্বং প্রতিপাদিতমিহাপি চ সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ। যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণামিত্যাদি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ন হীতি। জ্ঞানযোগং প্রতি কর্ম্মযোগস্য উপায়ত্বে শ্রুতিস্মৃতী প্রমাণয়তি কর্ম্মযোগেতি। শ্রৌতমুপায়োপেয়ত্বপ্রতিপাদনং প্রকটয়তি শ্রুতাবিতি। যত্তু গীতাশাস্ত্রে কর্ম্মযোগস্য জ্ঞানযোগং প্রত্যুপায়ত্বোপপাদনং তদিদানীমুদাহরতি ইহাপি চেতি। ন কর্ম্মণামিত্যাদিনা পূর্ব্বার্দ্ধং ব্যাখ্যাতুমাশঙ্কয়তি নহীতি। আদিশব্দেন শান্তোদান্ত-উপরতস্তিতিক্ষুঃ; সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বা ইত্যাদি গৃহ্যতে। তত্রৈব

আভাস।

বা ধন রত্নাদি কেন! নিজ দেহ পর্য্যন্ত পরিত্যাগের ক্লেশ হৃদয়কে আর ব্যথিত করিতে পারে না।

পরিশ্রম না করিলে, যেমন বিশ্রামের সুখ অনুভূত হয় না, সেইরূপ অনুসন্ধান ও বিচার-বুদ্ধিতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে, বিচক্ষণা বুদ্ধির উদয় হয় না। ভোগ না করিলে, প্রকৃত ত্যাগের ধারণা আসে না। যাহারা কর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদাসীন হইয়া বৃথায় কালাতিপাত করে, তাহারা জ্ঞানপূর্ণ দুর্ল্লভ মনুষ্য-জীবনকে বর্ব্বরতায় পরিণত করে। কর্ম্মই জ্ঞান-প্রসারের অপূর্ব্ব পন্থা। এই শ্লোকে ভগবান্ "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" বলিয়া সকাম বা নিষ্কাম ভেদে কোন বিশেষত্বের পরিচয় দেন নাই। ইহাতে প্রতীত হয় যে, সকাম এবং নিষ্কাম এই উভয় কর্ম্মই যে করা কর্ত্তব্য, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়। বরং সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রথমত করাই কর্ত্তব্য। কারণ কাম্য ফলের প্রতি লক্ষ্য থাকিলে, কর্ম্ম নিষ্পাদনের প্রতি আগ্রহ জন্মে। উত্তরোত্তর কর্ম্ম করিবার অনুরোধে উক্ত আগ্রহ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া, তপস্যায় পরিণত হয়। কারণ চিত্তের একাগ্রতাই প্রকৃত তপস্যা। তবে চিত্তের একাগ্রতা বর্ণাশ্রমোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি সাধিত না হইয়া, যদি যথেচ্ছ বিলাসিতার প্রতি ধাবিত হয়, তাহা হইলে দুষ্কর্ম্মের পরিণামে ক্রমশঃ অসদাচারী সাজিতে হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রতিপাদয়িষ্যতি, নন্থ চাভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্বা নৈকর্ম্ম্যমাচরেদিত্যাদৌ কর্ত্তব্য-কর্ম্মসন্ন্যাসাদপি নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রাপ্তিং দর্শয়তি লোকে চ কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি প্রসিদ্ধতরমতশ্চ নৈষ্কর্ম্ম্যার্থিনঃ কিং কর্ম্মারম্ভেণেতি প্রাপ্তমতঃ আহ ন চ সন্ন্যসনা-দেবেতি নাপি সন্ন্যসনাদেব কেবলাৎ কর্ম্মপরিত্যাগমাত্রাদেব জ্ঞানরহিতাৎ সিদ্ধিং নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং সমধিগচ্ছতি ন প্রাপ্নোতি ॥ ৪।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

লোকপ্রসিদ্ধিমনুকূলয়তি লোকে চেতি। প্রসিদ্ধতরং যতো যতো নিবর্ত্ততে ততস্ততো বিমুচ্যতে, নিবর্ত্তনাদ্ধি সর্ব্বতো ন বেত্তি দুঃখমণ্বপীত্যাদি-দর্শনাদিতি শেষঃ। লৌকিকবৈদিকপ্রসিদ্ধিভ্যাং সিদ্ধমর্থমাহ অতশ্চেতি। তত্রোত্তরত্বেনোত্তরার্দ্ধমবতার্য্য ব্যাকরোতি অত আহেত্যাদিনা। এবকারার্থমাহ কেবলাদিতি। তদেব স্পষ্টয়তি কর্ম্মেতি। উক্তমেব নঞমনুকৃষ্য ক্রিয়াপদেন সঙ্গতিং দর্শয়তি ন প্রাপ্নোতীতি ॥৪॥

আভাস।

অতএব সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে বুদ্ধিকে সর্ব্বদা ব্যাপৃত রাখিলে, সত্য মিথ্যা বিচার-জনিত নির্ম্মল জ্ঞান স্বয়ং জাগরিত হইয়া উঠে ও চিত্ত শান্ত হয়।

অতি ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গের আকারে বিদ্যমান বহ্নি যদি অনুকূল ভোগ্য তৃণ কাষ্ঠাদির সহিত সম্বন্ধ করিতে পায়, তাহা হইলে সে ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইয়া অতি বৃহৎ এবং সর্ব্বতোব্যাপ্ত প্রলয়ানলে পরিণত হইতে পারে; সেইরূপ আমাদের অন্তর্নিহিত জ্ঞান-জ্যোতিও ভোগ্য বস্তুর সম্বন্ধ লাভে ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইয়া, সমগ্র গ্রাহ্য জগৎকে গ্রাস করিতে পারে। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগশাস্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, "জ্ঞানস্য অনন্ত্যাৎ জ্ঞেয়মল্পং"। জ্ঞেয়ের অর্থাৎ বিষয়ের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ যদবধি না হয়, ততক্ষণ জ্ঞান ক্ষুদ্র থাকে; কিন্তু সম্বন্ধ করিলেই জ্ঞান বিষয়কে গ্রাস করিয়া, অর্থাৎ তাহাকে বুঝিয়া, বড় হইয়া যায়। প্রথমত দ্রষ্টব্য বা ভোগ্য স্বর্গ মর্ত্ত্যাদিকে অসীম বলিয়া মানবের নিকট প্রতীত হইলেও, অনুসন্ধান-বুদ্ধিতে ইহাদের সহিত সম্বন্ধ করিলে, জ্ঞানের নিকট ইহারা সমস্ত তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর ও ক্ষুদ্র বোধে প্রতীত হইবে; এবং জ্ঞান ইহাদের সমস্তকে আচ্ছাদন করত স্বয়ং অনন্ত-বেশে পরিচিত হইবে। হিমালয় পর্ব্বত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-বর্গের সমীপে অসীম বেশে পরিলক্ষিত হইলেও, সামান্য বেলের ন্যায় মানব মস্তিষ্কের অন্তরালবর্ত্তি জ্ঞান বা বুদ্ধি যখন বিচক্ষণতার সহিত অনুসন্ধান-মূর্ত্তিতে পর্ব্বতের সহিত সম্বন্ধ করে, তখন

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।

অন্বয়ঃ।

কশ্চিৎ (জ্ঞানী মূর্খো বা) জনঃ জাতু কদাচিৎ ক্ষণং অপি অকর্ম্মকৃৎ ন হি

শাঙ্করভাষ্যম্।

কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ কর্ম্মসন্ন্যাসমাত্রাদেব কেবলাৎ জ্ঞানরহিতাৎ সিদ্ধিং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

উক্তেঽর্থে বুভুৎসিতং হেতুং বক্তুমুত্তরশ্লোকমুত্থাপয়তি কস্মাদিতি। কস্মান্ন

দেখ অর্জ্জুন! কেহ কখন নিশ্চিন্ত চিত্তে ক্ষণকালের জন্যও

আভাস।

অত বড় হিমালয় ক্ষুদ্র হইয়া, মস্তিষ্কে প্রবেশ করে; কিম্বা মস্তিকস্থ জ্ঞানভাগ পর্ব্বতকে অন্তরে বাহিরে আবরণ করত স্বয়ং এত বড় হইয়া পড়ে যে, সমগ্র হিমালয়কে বুঝিয়া, তাহা মানচিত্রে পরিণত করিয়া লয়। অতএব জ্ঞানকে বড় করিতে হইলে, তাহার বিষয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ করান প্রয়োজন। সেই সম্বন্ধ করাইবার পদ্ধতিই কর্ম্মযোগ। অগ্নি ক্ষুদ্রাকারে থাকে সত্য! কিন্তু তৃণ কাষ্ঠাদি ভোজনে যেমন সে পরিবর্দ্ধিত হয়, মানবের এই জ্ঞান-রত্নও বিষয়-সম্বন্ধ-রূপ কর্ম্মযোগের আশ্রয়ে অনন্ত ও অসীমে পরিণত হয়।

ভগবান্ কর্ম্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ নামে দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথা উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার উভয় পন্থাতেই বুদ্ধির ক্রিয়া বুঝা-ব্যাপারও সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে এবং ইহার অনুপাতে আমরা বারংবার প্রকাশ করিয়াছি যে, মানব প্রত্যেক কর্ম্ম বুঝিয়া করে; এবং করিয়া বুঝে। ইহাদের মধ্যে বুঝিয়া করাই কর্ম্মযোগ এবং করিয়া বুঝাই জ্ঞানযোগ। তবে অনুসন্ধান পূর্ব্বক করাই বুঝিয়া করা এবং অনুসন্ধানের স্ফুরণে বিষয়ের সর্ব্ববিধ মর্য্যাদার প্রতীতই জ্ঞানের সাফল্য লাভ। ভোগ্য বিষয় অবলম্বনে বুদ্ধির অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তির অনুশীলনই কর্ম্মযোগ এবং অনুসন্ধানের সমাপ্তিতে বুদ্ধিতে সর্ব্বজ্ঞ-ভাবের অভিব্যক্তিই জ্ঞানযোগ। বুঝিবার জন্যই কর্ম্ম! বুঝিলে আর কর্ম্ম বা ভোগবাসনা থাকে না; অপার শান্তিলাভে মানবের জীবনে পরমা সিদ্ধির প্রতীতি ঘটে॥ ৪॥

সংসারে জ্ঞানহীন সন্ন্যাসীর জীবন বড়ই কলুষিত ও বিপন্ন। কারণ তাদৃশ সন্ন্যাসী অবধারণ করিতে পারেন না যে, তিনি বৈধ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াই যে কর্ম্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, তাহা নহে; বরং অপকর্ম্মে আরও জড়িত হইয়াছেন। কারণ বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেও, যে দেহে

কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈ গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।

তিষ্ঠতি ; যতঃ সর্ব্বঃ জনঃ অবশঃ এব হি প্রকৃতিজৈঃ স্বভাবজৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ গুণৈঃ কর্ম্ম কার্য্যতে ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

নৈষ্কর্ম্যলক্ষণাং পুরুষো নাধিগচ্ছতীতি হেত্বাকাঙ্ক্ষায়ামাহ ন হীতি। ন হি যস্মাৎ ক্ষণমপি কিঞ্চিৎ কালং জাতু কদাচিদপি কশ্চিত্তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ সন্ কস্মাৎ কার্য্যতে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কর্ম্মসন্ন্যাসাদেব সিদ্ধিমধিগচ্ছতীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। কদাচিৎ ক্ষণমাত্রমপি ন কশ্চিদকর্ম্মকৃত্তিষ্ঠতীত্যত্র হেতুত্বেনোত্তরার্দ্ধং ব্যাচষ্টে কস্মাদিতি। সর্ব্বশব্দাৎ জ্ঞানবানপি গুণৈরবশঃ সন্ কর্ম্ম কার্য্যতে ততশ্চ জ্ঞানবতঃ সন্ন্যাস-বচনমনবকাশং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অজ্ঞ ইতীতি। তমেব বাক্যশেষং বাক্যশেষাবষ্টম্ভেন স্পষ্টয়তি

স্বামিকৃতটীকা

কর্ম্মণাঞ্চ সন্ন্যাস স্তেষ্বনাসক্তিমাত্রং ন তু স্বরূপেণাশক্যত্বাদিত্যাহ ন হি কশ্চিদিতি। জাতু কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং ক্ষণমাত্রমপি কশ্চিদপি জ্ঞানী অজ্ঞানী বা অকর্ম্মকৃৎ কর্ম্মাণ্যকুর্ব্বাণো ন তিষ্ঠতি। অত্র হেতুঃ প্রকৃতিজৈঃ স্বভাব-প্রভবৈ রাগদ্বেষাদিভি গুণৈঃ সর্ব্বোঽপি জনঃ কর্ম্ম কার্য্যতে কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে অবশোঽস্বতন্ত্রঃ সন্ ॥ ৫ ॥

অবস্থান করিতে পারে না। স্বভাবিক সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বশীভূততা নিবন্ধন প্রত্যেক মানবকে দেহের দ্বারা না হইলেও, মনে মনে চিন্তা দ্বারা অবশ ভাবে বিচিত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয় ॥ ৫ ॥

আভাস।

ভোগার্থ তিনি অবস্থান করিতেছেন, তাহার কর্ম্ম ত নিরন্তর চলিতেছে! ক্ষুৎ-পিপাসাদি দেহ-কর্ম্মের ত কোনরূপ বিরাম কোন কালেই ত হয় না! সুতরাং তাহার প্রতিকারার্থ তিনি মনে মনে বা বাহ্যিক ব্যবহারে ক্ষণ কালের জন্যও নিশ্চেষ্ট বা নিশ্চিন্ত হইতে ত পারেন না। প্রত্যেক জীব বা মানব ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের আশ্রয়ে তদনুরূপ দেহ ধারণে এই কর্ম্মক্ষেত্র ধরাধামে উপনীত হইয়াছেন। নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও, স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে কর্ম্ম

শাঙ্করভাষ্যম্।

হি যস্মাদবশএব কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রাণী প্রকৃতিজৈ র্জাতৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভি র্গুণৈঃ। অজ্ঞ ইতি বাক্যশেষো যতো বক্ষ্যতি গুণৈ র্যো ন বিচাল্যত ইতি সাংখ্যানাং পৃথক্-করণাদজ্ঞানামেব হি কর্ম্মযোগো ন জ্ঞানিনাং, জ্ঞানিনাং হি গুণৈরচাল্যমানানাং স্বতশ্চলনাভাবাৎ কর্ম্মযোগো নোপপদ্যতে তথা চ ব্যাখ্যাতং বেদা বিনাশিন-মিত্যত্র ॥ ৫ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ন্যত ইতি। আত্মজ্ঞানবতো গুণৈরবিচাল্যতয়া গুণাতীতত্ববচনাদজ্ঞস্যৈব সত্ত্বাদি-গুণৈরিচ্ছাভেদেন কার্য্যকরণ সংঘাতং প্রবর্ত্তয়িতুমশক্তস্যাজিতকার্য্য-করণ-সংঘাতস্য ক্রিয়াসু প্রবর্ত্তমানত্বমিত্যর্থঃ। জ্ঞানযোগেনেত্যাদিনা উক্তন্যায়াচ্চ বাক্যশেষোপ-পত্তিরিত্যাহ সাংখ্যানামিতি। জ্ঞানিনো গুণপ্রযুক্ত-চলনাভাবেঽপি স্বাভাবিক চলনবলাৎ কর্ম্মযোগো ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানিনাং হিতি। প্রত্যগাত্মনি স্বারসিক-চলনাসম্ভবে প্রাগুক্তং ন্যায়ং স্মারয়তি তথা চেতি ॥ ৫ ॥

আভাস

করিতেই হইবে। এক পিতামাতার ঔরসে পাঁচটী সন্তানের জন্ম হইলেও, প্রত্যেকের স্বভাব, চরিত্র এবং রুচি সম্পূর্ণ পরস্পর বিভিন্ন বলিয়াই পরিলক্ষিত হয়। স্বভাবের অনুরূপ কর্ম্ম সকলকেই করিতে হইবে! কিন্তু তাদৃশ কর্ম্মে জ্ঞানের উন্মেষণ সহজে হয় না! অনেক কাল এবং অনেক ভোগের প্রয়োজন! সেই পরমেশ বিভুর নিকট হইতে ক্ষুদ্র বৃহৎ এবং প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত ভাবে কীট পতঙ্গ হইতে মানুষ দেব তির্য্যগাদি যে যত জীব এই সংসার পরিভ্রমণে আগমন করিয়াছে, মহাপ্রলয়ে সকলেই আপন ভোগায়তন দেহের পরিহারে সেই সনাতন পরম পদে বিশ্ব-বিধাতা ব্রহ্মার সহিত একত্র বিলীন হইবে; সন্দেহ নাই! কিন্তু সে নিস্তার লাভ যে কত দিনের পর হইবে, কে তাহার নিরূপণ করিবে! মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে সমগ্র বিশ্ব বিরাজমান রহিয়াছে এবং সেই বিশ্বের মধ্যে স্বয়ং আমিও বিরাজ করত সংসারের দুঃখ ভোগ করিব না, অথচ পরম অমৃতময় আনন্দ কি প্রকারে অনুভব করিতে মানব পারিবে, তাহারই উপায় কল্পে আমাদের পরম মহিতৈষী বেদ-বাণী আমাদিগকে কর্ম্মযোগের উপদেশ দিয়াছেন। স্রোতঃশীল নদী-গর্ভে ভাসমান নৌকায় আরূঢ় যাত্রী যেমন হাল ও দাঁড়ের সঞ্চালনে আপন অভিমত স্থানে গমনাগমন করিতে পারে, সেইরূপ মানব! তুমিও এই অনন্ত

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য নিগৃহ্য, মনসা ইন্দ্রিয়ার্থান্ ভোগান্ স্মরন্ ধ্যায়ন্ যঃ আস্তে তিষ্ঠতি, সঃ তাদৃশঃ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ কপটাচারী উচ্যতে ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যস্তনাত্মজ্ঞশ্চোদিতং কর্ম্ম নারভত ইতি তদসদেবেত্যাহ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি হস্তাদীনি সংযম্য সংহৃত্য য আস্তে তিষ্ঠতি মনসা স্মরন্নিন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ বিমূঢ়াত্মা বিমূঢ়ান্তঃকরণো মিথ্যাচারো মৃষাচারঃ পাপাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

আত্মজ্ঞবদনাত্মজ্ঞস্যাপি তর্হি কর্ম্মাকুর্ব্বতো ন প্রত্যবায়ঃ শরীরেন্দ্রিয় সংঘাতং নিয়ন্তুমসমর্থস্য মূর্খস্যাপি সন্ন্যাস সম্ভবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যস্ত্বিতি। তস্য চোদিতাকরণং তচ্ছদ্মেন পরানুষ্ঠিতে তদসদিতি। মিথ্যাচারত্বাদিতি ভাবঃ। মিথ্যাচারতামেব বর্ণয়তি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি॥ ৬ ॥

বাহ্যিক ইন্দ্রিয় ও দেহাদির দ্বারা কোন কার্য্য না করিলে যে তিনি নিষ্কর্ম্মী বলিয়া পরিচিত হইবেন, তাহা নহে; বরং লোক-চক্ষে নিস্তব্ধের ন্যায় অবস্থান করিয়া যদি তিনি মনে মনে ভোগের চিন্তা করেন, তাহা হইলে তাঁহার কর্ম্ম করা হইল এবং তিনি নিশ্চয় কপটী ও মিথ্যাচারী নামে অভিহিত হন; সন্দেহ নাই॥ ৬ ॥

আভাস।

স্রোতঃশীল সংসার-নদীর গর্ভে এই দেহ-তরীতে আরোহণ করত, বেদোক্ত কর্ম্ম-কাণ্ডের সহায়ে সেই মোক্ষধামে গমন করিতে পারিবে। হাল ও দাঁড়ের সঞ্চালনে নৌকাকে সঞ্চালিত না রাখিলে, নদীর স্রোতে নৌকা যথেচ্ছ গমনে যেমন তীরস্থ তরু ও গুল্ম-লতাদির অন্তরে আটকাইয়া পড়িয়া থাকে, অভিপ্রেত স্থানে উপস্থিত হইতে পারে না; সেইরূপ কর্ম্মযোগের অভাবে মানব-জীবন অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের প্রেম-কণ্টকে আবদ্ধ হইয়া, জন্ম জন্মান্তর ভোগ করিয়া থাকে॥ ৫ ॥

হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্ম না করিলে যে কর্ম্ম করা হয় না,

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।

অন্বয়ঃ।

তু কিন্তু হে অর্জ্জুন। যঃ ইন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য বশীকৃত্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

যস্ত্বিতি। যস্তু পুনঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতোঽজ্ঞো বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অনাত্মজ্ঞস্য চোদিতমকুর্ব্বতো জাগ্রতো বিষয়ান্তর-দর্শনধ্রৌব্যাৎ মিথ্যাচারত্বেন

স্বামিকৃতটীকা।

অতোঽজ্ঞং কর্ম্মত্যাগিনং নিন্দতি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। বাক্‌পাণ্যাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য নিগৃহ্য যো মনসা ভগবদ্ধ্যান-চ্ছলেন ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ স্মরন্নাস্তেঽবিশুদ্ধতয়া মনসা আত্মনি স্থৈর্য্যাভাবাৎ স মিথ্যাচারঃ কপটাচারো দাম্ভিক উচ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৬॥

এতদ্বিপরীতঃ কর্ম্মকর্ত্তা তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ যস্ত্বিন্দ্রিয়াণীতি। যস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি

বরং বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে ভোগাভিনিবেশ হইতে

আভাস।

তাহা নহে; মনে মনে ভোগ্য বিষয়ের আলোচনা করাকেই প্রকৃত কর্ম্মনামে অভিহিত করা হয়। কারণ প্রথমত অন্তঃকরণ হইতে কর্ম্মের সংকল্প উদয় হয়; পরে তাহা ক্রমশ মনে, ইন্দ্রিয়ে এবং দেহে ও হস্ত পদাদিতে প্রসারিত হইয়া, বাহিরে বিষয়ের সহিত সম্পর্ক করে; তখনই বাহিরের লোক উক্ত ব্যক্তির কার্য্য বলিয়া স্থির করে; অর্থাৎ চিত্ত বা অন্তঃকরণের ব্যাপার বাহিরে প্রকাশ পায়। প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্মের মূল উৎপত্তি-স্থান অন্তঃকরণ; অর্থাৎ মন। অতএব মনেতেই কর্ম্মভাব জন্মে; ইন্দ্রিয়াদি দেহে লোক-ব্যবহারে তাহা প্রকাশ পায়। লৌকিক ব্যবহারে ইন্দ্রিয়াদিতে প্রকাশ না করিয়া, যাহারা মনের মধ্যে কর্ম্মের আলোচনা করে, তাহাদেরও কর্ম্ম করা হইল; তবে বাহিরে ধরা পড়িল না। উক্ত আছে, "মনঃকৃতং কৃতং কর্ম্ম ন শরীর-কৃতং কৃতং। যেনৈবালিঙ্গতে কান্তা তেনৈবালিঙ্গতে সুতা॥" অর্থাৎ মনে মনে কর্ম্ম করাই প্রকৃত কর্ম্মের মধ্যে গণ্য। দেহের দ্বারা নিষ্পাদিত কর্ম্ম, কর্ম্মনামে নির্নীত নহে। কারণ এক দেহের দ্বারা, উভয় যুবতী কন্যা এবং যুবতী ভার্য্যাকে আলিঙ্গন করা হইলেও মানসিক ব্যাপারের বিভিন্নত্ব নিবন্ধন উভয়ত্র এক দেহের দ্বারা

কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।

কর্ম্মযোগং আরভতে অনুতিষ্ঠতি অসক্তঃ ফলাকাঙ্ক্ষারহিতঃ সঃ বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অর্জ্জুন; কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈর্ব্বাক্‌পাণ্যাদিভিঃ, কিমারভতে ইত্যাহ কর্ম্মযোগমশক্তঃ সন্ ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিতঃ স বিশিষ্যতে ইতরস্মান্মিথ্যাচারাৎ ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রত্যবায়িত্বমুক্ত্বা বিহিতমনুতিষ্ঠতস্তস্যৈব ফলাভিলাষ-বিকলস্য সদাচারত্বেন বৈশিষ্ট্য-মাচষ্টে যস্ত্বিন্দ্রিয়াণীতি। বিহিতমনুতিষ্ঠতো মূর্খাৎ কর্ম ত্যজতো বৈশিষ্ট্যমক্ষরযোজনয়া স্পষ্টয়তি যস্ত পুনরিতি ॥ ৭ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

মনসা নিয়ম্য ঈশ্বরপরাণি কৃত্বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মরূপং যোগমুপায়মারভতে অনুতিষ্ঠতি অসক্তঃ ফলাভিলাষ-রহিতঃ সঃ বিশিষ্টো ভবতি চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানবান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

নিরস্ত করত কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা যিনি বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সতত নিযুক্ত থাকেন, তাদৃশ অনাসক্ত ব্যক্তি সর্ব্বত্র আদৃত হন! এবং হে অর্জ্জুন! চিত্তের শুদ্ধিত্ব নিবন্ধন তিনি জ্ঞানী-পদ বাচ্য হন ॥ ৭ ॥

আভাস।

বিভিন্ন কার্য্য সম্পন্ন হইল। অতএব মনের কর্ম্মই কর্ম্ম; দেহ কেবল ভৃত্যবৎ তাহার নিষ্পাদক মাত্র ॥ ৬ ॥

অতএব মনকে সংযত করিতে পারাই অনাসক্তের পরিচয়। অযাচিত ভাবে ইন্দ্রিয়গণের সহিত বিষয়ের সম্পর্ক হইলে যে সুখ বা দুঃখের সম্বন্ধ ঘটে, সে সম্বন্ধ বা অনুভূতি অন্তঃকরণেই উপস্থিত হয়। সুতরাং মনে মনে তাহার যে ভাল মন্দ বিচার, তাহারই নাম সংসারাসক্তি। প্রতি পদে যদি ঐ সুখ বা দুঃখের আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে কোনরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মের সমাপন করা হয় না। বাল্য জীবনে বিদ্যাভ্যাস কালে যদি অভ্যাসের পরিশ্রম ও তজ্জনিত সুখ দুঃখের প্রতি মনঃসংযোগ করা হয়, তাহা হইলে বিদ্যার উন্নতি লাভের প্রত্যাশা থাকে না। সে বালক পিতামাতার আদরে কুড়ে

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।

অন্বয়ঃ।

ত্বং নিয়তং (আশ্রমোচিতং নিত্যং) কর্ম্ম কুরু! হি যতঃ অকর্ম্মণঃ কর্ম্মা-

শাঙ্করভাষ্যম্।

যত এবমতো নিয়তং নিত্যং শাস্ত্রোপদিষ্টং যো যস্মিন্ কর্ম্মণ্যধিকৃতঃ ফলায় চাশ্রুতং তন্নিয়তং কর্ম্ম তৎ কুরু ত্বং হে অর্জ্জুন! যতঃ কর্ম্ম জ্যায়োঽধিকতরং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কর্ম্মানুষ্ঠায়িনো বৈশিষ্ট্যমুপদিষ্টমনূদ্য তদনুষ্ঠানমধিকৃতেন কর্ত্তব্যমিতি নিগময়তি যত ইতি। উক্তমেব হেতুং ভগবদনুমতিকথনেন স্ফুটয়তি কর্ম্মেতি। ইতশ্চ ত্বয়া কর্ত্তব্যং কর্ম্মেত্যাহ শরীরেতি। তন্নিয়তং তস্যাধিকৃতস্যেতি সম্বন্ধঃ। স্বর্গাদিফলে দর্শপূর্ণমাসাদাবধিকৃতস্য তস্য তদপি নিত্যং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি

স্বামিকৃতটীকা।

নিয়তমিতি। যস্মাদেবং তস্মান্নিয়তং নিত্যং কর্ম্ম সন্ধ্যোপাসনাদি কুরু হি যস্মাদকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মণোঽকরণাৎ সকাশাৎ কর্ম্মকরণং জ্যায়োঽধিকতরং। অন্যথা অকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মশূন্যস্য তব শরীর-নির্ব্বাহোঽপি ন ভবেৎ॥ ৮॥

কর্ম্মহীন জড়ের ন্যায় অবস্থান না করিয়া, তুমি নিরন্তর কর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত হও! কারণ দৈহিক বা মানসিক কর্ম্ম না করিয়া,

আভাস।

রাঙ্গামূলা নামে পরিগণিত হইয়া, অশেষ দুঃখ পরিণামে ভোগ করে। অতএব কর্ম্মজনিত দুঃখাদির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, যে ব্যক্তি সংযত ভাবে মনকে গঠিত করিবার জন্য নিরন্তর কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি ইহ লোকে ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া, পরলোকে জয়ী হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই॥ ৭॥

মানুষের জ্ঞান পশুপক্ষীর ন্যায় ভোগে সীমাবদ্ধ নহে। ভোগের দ্বারা পশুপক্ষীর জ্ঞান চরিতার্থ হয়; অর্থাৎ তুষ্টি লাভ করে। মনুষ্যের জ্ঞান ভোগ লাভে তুষ্ট না হইয়া, ক্রমান্বয়ে উৎকর্ষ লাভার্থ উত্তরোত্তর ভোগের অনুসরণ করিয়া থাকে। কোন ভোগে তাহারা তৃপ্ত নহে। দ্বিতলায় আরোহণের সিঁড়ির প্রথম ধাপে আরোহণ করিলেই যেমন দ্বিতীয় ধাপে চরণ ক্ষেপণের প্রবৃত্তি আইসে, সেইরূপ্ মনুষ্যের বিজ্ঞান কোন ভোগে কখনই পরিতৃপ্ত না হইয়া, তারপর কি! তারপর কি! এইরূপ ফল-ভোগের প্রতি আলো-

শরীর-যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ ॥

করণাৎ কর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানং, শ্রেয়ঃ হিতকরং। অকর্ম্মণঃ কর্ম্মবর্জ্জিতস্য তে তব শরীর-যাত্রা জীবিকা অপি ন প্রসিধ্যেৎ ন ভবেৎ ॥ ৮ ॥

শাঙ্কর

ফলতো হি যস্মাদকর্ম্মণোঽকরণাদনারম্ভাৎ, কথং শরীরযাত্রা শরীরস্থিতিরপি চ তে তব ন প্রসিধ্যেৎ প্রসিদ্ধিং ন গচ্ছেদকর্ম্মণোঽকরণাৎ অতো দৃষ্টঃ কর্ম্মাকর্ম্মণোরর্থবিশেষো লোকে ॥ ৮ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

ফলায়েতি। নিত্যং কর্ম্মেতি নিয়মেন কর্ত্তব্যমিত্যত্র হেতুমাহ ন ইতি। হি শব্দোপাত্তমুক্তমেব হেতুমনুবদতি যস্মাদিতি। করণস্যাকরণাজ্জ্যায়স্ত্বং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি কথমিত্যাদিনা। সত্যেব কর্ম্মণি দেহাদিচেষ্টাদ্বারা শরীরং স্থাতুং পারয়তি তদভাবে জীবনমেব দুর্লভং ভবেদিতি ফলিতমাহ অত ইতি ॥ ৮ ॥

তুমি কখনই নিরস্ত থাকিতে পারিবে না! এমন কি! কর্ম্ম না করিলে, তোমার দেহ-যাত্রাও নির্ব্বাহ হইতে পারে না। দেহ কর্ম্মময়! সুতরাং কর্ম্ম না করিলে, নিস্তার নাই ॥ ৮ ॥

আভাস।

চনা করত, জ্ঞানোন্মেষণের ধারা-বাহিক পর্য্যায়ে আরোহণের চেষ্টা করিতে থাকে। অতএব ভোগ-প্রবৃত্তির উপলক্ষে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিবার দ্বারা উত্তরোত্তর জ্ঞান-সোপানে আরোহণ করাই মানবের প্রধান ধর্ম্ম। মানব-জীবনে ভোগে পরিতুষ্ট থাকাই, পশুর ধর্ম্ম। অতএব মনুষ্য-জীবন লাভে পশু-প্রকৃতির অনুসরণ করা, বিজ্ঞ ব্যক্তির কখনই কর্ত্তব্য নহে। নিস্তব্ধ ভাবে ভোগে তৃপ্ত হইয়া নিশ্চেষ্টের ন্যায় কালাতিপাত না করিয়া, জ্ঞান-লাভার্থ নিরন্তর কর্ম্মযোগে মনোনিবেশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। জগৎ কর্ম্মময়! সংসারে কেহ কখন কর্ম্ম না করিয়া, বসিয়া থাকে না; মন বসিয়া থাকিলে, দেহ বসিবে না। সে ক্ষুৎপিপাসার অনুরোধেও ইতস্ততঃ নিশ্চয়ই ধাবিত হইবে। এবং দেহ বসিয়া থাকিলে, মন বসিবে না! সে অভিনব ভোগের আলোচনায় সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে। অতএব উভয়ের কার্য্যকে বজায় রাখিয়া, নিজের অর্থাৎ জ্ঞানের উন্নতি-সাধন করাই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ॥ ৮ ॥

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।

অন্বয়ঃ।

যজ্ঞার্থাৎ (যজ্ঞো বিষ্ণুঃ তস্য অর্থং তদারাধনং তস্মাৎ) কর্ম্মণঃ অন্যত্র অয়ং লোকঃ কর্ম্মবন্ধনঃ সংসার-হেতুঃ ; অতঃ তদর্থং তদারাধনার্থং মুক্ত-সঙ্গঃ আসক্তি-বর্জ্জিতঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

যচ্চ মন্যসে বন্ধার্থত্বাৎ কর্ম্ম ন কর্ত্তব্যমিতি তদপ্যসৎ, কথং যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতে র্যজ্ঞ ঈশ্বরস্তদর্থং যৎ ক্রিয়তে তদ্‌যজ্ঞার্থং কর্ম্ম তস্মাৎ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুরিতি স্মৃতে র্বন্ধার্থং কর্ম্ম তৎ ন শ্রেয়োঽর্থিনা কর্ত্তব্য মিত্যাশঙ্কামনূদ্য দূষয়তি যচ্চেত্যাদিনা। কর্ম্মাধিকৃতস্য তদকরণমযুক্তমিতি প্রতিজ্ঞাতং প্রশ্নপূর্ব্বকং বিবৃণোতি কথমিত্যাদিনা। ফলাভি-সন্ধিমন্তরেণ যজ্ঞার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বাণস্য বন্ধাভাবাৎ তাদর্থ্যেন কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ তদর্থমিতি। যজ্ঞার্থং কর্ম্ম

স্বামিকৃতটীকা

সাংখ্যাস্তু সর্ব্বমপি কর্ম্ম বন্ধকত্বান্ন কার্য্যমিত্যাহু স্তন্নিরাকুর্ব্বন্নাহ যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ, তদারাধনার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র তদেকং বিনা

তবে বিশ্ববিধাতার কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাঁহারা বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরন্তর প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহাদিগকে আর কর্ম্ম-

আভাস

জ্ঞানের চরম উন্নতিই আত্ম-দর্শন বা ভগবৎসাক্ষাৎকার। অগ্নি যেমন দাহ্য পদার্থের সংস্রবে স্বয়ং প্রশস্ত হইয়া পড়ে, সেইরূপ জ্ঞেয় ভোগ্যের সংস্রবে জ্ঞানও ক্রমশ এতই পরিবর্দ্ধিত হয় যে, যিনি এই ভোগ্য ও ভোগ-জগৎকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুরও স্বরূপ-সাক্ষাৎকারে অধিকারী হয়। অতএব অকিঞ্চিৎকর ভোগানুভূতির অপেক্ষা ভোগদাতা ভগবানের স্বরূপ-সাক্ষাৎকার যে কর্ম্মের দ্বারা হওয়া সম্ভব, তাহারই অনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কেবল ভোগের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, বন্ধনের কারণ হয় ; সন্দেহ নাই। অতএব জ্ঞানের উন্নতি-কল্পে কর্ম্ম করাই মহাযজ্ঞ। এই উন্নতি-লাভের নিয়ম বা পদ্ধতিকে সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা বিশ্ব-সৃজনের সঙ্গেই তাহা সৃজন করিয়া, প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

বীজটী মৃত্তিকাতে রোপণ করিলে, অঙ্কুরিত হইয়া, সে যে ফল প্রসব করিবে, সে নিয়ম বা শক্তি কৃষকের হস্তে নাই! যিনি বিশ্ব-সংসার সৃজন করিয়াছেন,

তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।

সন্ এব হে কৌন্তেয়! কর্ম্ম সমাচর অনুতিষ্ঠ! ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কর্ম্মণোঽন্যত্রানেন কর্ম্মণা লোকোঽয়মধিকৃতঃ কর্ম্মকৃৎ কর্ম্মবন্ধনঃ, কর্ম্ম বন্ধনং যস্য সোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনো লোকো নতু যজ্ঞার্থাদতস্তদর্থং যজ্ঞার্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ কর্ম্মফল-সঙ্গবর্জ্জিতঃ সন্ সমাচর নির্ব্বর্ত্তয় ॥ ৯ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ইত্যযুক্তং, ন হি কর্ম্মার্থমেব কর্ম্মেত্যাশঙ্ক্য ব্যাচষ্টে যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি। কথং তর্হি কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুরিতি স্মৃতি স্তত্রাহ তস্মাদিতি। ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা কৃতস্য কর্ম্মণো বন্ধার্থত্বাভাবে ফলিতমাহ অত ইতি ॥ ৯ ॥

স্বামিকৃত টীকা।

লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্মভি র্বধ্যতে ন ত্বীশ্বরারাধনার্থেন কর্ম্মণা, অতস্তদর্থং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং মুক্তসঙ্গো নিষ্কামঃ সন্ কর্ম্ম সম্যগাচর ॥ ৯ ॥

পাশে বদ্ধ হইতে হয় না। অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি ভোগাসক্তিকে বিসর্জ্জন করত, নির্ম্মম ও নিরহঙ্কারীর বেশে ভগবানের কর্ম্মে সর্ব্বদা রত থাক ॥ ৯ ॥

আভাস।

তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহারই নিয়ম এবং তাঁহারই শক্তির পরিচয়ে এই পরিবর্ত্তন বা ফলের প্রসারাদি হইতেছে। স্ত্রী পুরুষের সহযোগে যে আনন্দ বা সন্তানোৎপত্তি, তাহা সেই স্ত্রী-পুরুষের হস্তে বা অধিকারে ত নাই! বিশ্ব-নিয়ন্তার ইচ্ছা বা শক্তিতে তাহা ন্যস্ত আছে। অতএব জগতে ফল-প্রাপ্তি সেই পরমেশেরই স্বরূপ-শক্তির বা যজ্ঞের পরিচয়। বারংবার পাঠ করিলে, পঠিত বিষয় বা শ্লোকাদি চির-জীবনের মত যে স্মৃতিতে আরূঢ় থাকে, তাহা পাঠকের শক্তিতে নহে; তাহা ঈশ্বরের নিয়ম-শক্তিতে। কারণ ফল-স্বরূপে স্বয়ং বিশ্ববিধাতাই কর্ম্মের সমীপে দেখা দেন। চোরের দণ্ড এবং বিচার-পতির পুরস্কার ব্যক্তিনিষ্ঠ নহে; রাজাজ্ঞার পরিচয়! চোর দণ্ডকে রাজাজ্ঞারূপে গ্রহণ করে; এবং বিচারপতি, পুরস্কারকেও রাজার কৃত সম্মান-রূপে গ্রহণ করে। সুতরাং পুরস্কার ও তিরস্কার যেমন রাজাজ্ঞা ও রাজার স্বরূপকেই প্রতীত করায়, সেইরূপ প্রত্যেক কর্ম্মফলের প্রতি নিজের ভোগ-

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।

অন্বয়ঃ।

প্রজাপতিঃ সৃষ্টিকর্ত্তা, সহযজ্ঞাঃ যজ্ঞসহিতাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা উৎপাদ্য পুরা সর্গাদৌ

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইতশ্চাধিকৃতেন কর্ম্ম কর্ত্তব্যং সহেতি। সহযজ্ঞা যজ্ঞসহিতাঃ প্রজা স্ত্রয়ো বর্ণা স্তা সৃষ্ট্বোৎপাদ্য পুরা পূর্ব্বং সর্গাদাবুবাচোক্তবান্ প্রজাপতিঃ প্রজানাং স্রষ্টা অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং প্রসবো বৃদ্ধিরুৎপত্তি স্তাং কুরুধ্বমেষ বো যজ্ঞঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নিত্যস্য কর্ম্মণো নৈমিত্তিক-সহিতস্য অধিকৃতেন কর্ত্তব্যত্বে হেত্বন্তর-পরত্বেনানন্তর-

স্বামিকৃতটীকা।

প্রজাপতি-বচনাদপি কর্ম্মকর্ত্তৈব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ সহযজ্ঞা ইতি চতুর্ভিঃ। যজ্ঞেন সহ বর্ত্তন্ত ইতি সহযজ্ঞা যজ্ঞাধিকৃতা ব্রাহ্মণাদ্যাঃ প্রজাঃ পুরা সর্গাদৌ সৃষ্ট্বেদমুবাচ ব্রহ্মা, অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং প্রসবো বৃদ্ধিঃ উত্তরোত্তরামভিবৃদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ তত্র হেতুঃ এষ যজ্ঞো বো যুষ্মাকমিষ্টকামধুক্ ইষ্টান্ কামান্ দোগ্ধীতি তথা

সৃষ্টির প্রারম্ভে যজ্ঞস্বরূপ কর্ম্মের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই চাতুর্ব্বর্ণ্য মনুষ্য লোককে ভগবান্ প্রজাপতি সৃজন করত তাহাদিগকে

আভাস।

বিলাসিতা লক্ষ্য না করিয়া, ভগবানের প্রচালিত কর্ম্মচক্র এবং কর্ম্মফলকে ভগবৎ-স্বরূপেরই পরিচয় বলিয়া যাঁহাদের হৃদয়ে নিরন্তর উদিত থাকে, তাঁহারাই এই সংসার-চক্রকে সুদর্শন নামে প্রত্যক্ষে অবলোকন করিতে পারেন॥ ৯॥

জগৎসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই বিপুল সংসার-চক্র চলিবার পদ্ধতিও সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং সৃজন করিয়াছেন। রাজা যেমন কোন এক স্থানে রাজ-প্রাসাদে অবস্থান করিলেও, রাজাজ্ঞা অর্থাৎ নিয়ম প্রণালী বা আইনের মূর্ত্তিতে সমগ্র রাজ্যে তিনি বিরাজ করিয়া থাকেন, সেইরূপ যজ্ঞ-মূর্ত্তিতে বিশ্ব-ভাবন ভগবান্ প্রত্যেক স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক পদার্থে নিজে বিরাজ করিতেছেন। রাজাজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ কোন প্রজা নিজের ইচ্ছাধীন কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যদি কণা কালের জন্যও মনোনিবেশ করেন, তখনই তিনি দণ্ডার্হ হইয়া পড়েন; সেইরূপ ভগবানের সংসার চক্র চালাইবার পদ্ধতি স্বরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে উদাসীন হইয়া স্বেচ্ছাচারিত্বের পরিচয় দিলে, কেন তিনি পাপভাগী ও নারকী হইবেন না? অতএব রাজাজ্ঞার প্রতি-পালনে সকল

অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।

অন্বয়ঃ।

ইদং উবাচ যথা, অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং যূয়ং প্রসবং বৃদ্ধিং কুরুধ্বং! এষঃ যজ্ঞঃ বঃ যুষ্মাকং ইষ্টকামধুক্ অভীষ্টপ্রদঃ অস্ত ভবতু ॥ ১০ ॥

অনেন যজ্ঞেন যূয়ং দেবান্ ইন্দ্রাদীন্ ভাবয়তঃ হবির্ভাগৈঃ সংবর্দ্ধয়তঃ তে

শাঙ্করভাষ্যম্।

যুষ্মাকমস্ত ভবতু ইষ্টকামধুক্ ইষ্টান্ অভিপ্রেতান্ কামান্ ফলবিশেষান্ দোগ্ধীতীষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

কথং দেবানিতি। দেবানিন্দ্রাদীন্ ভাবয়ত বর্দ্ধয়তানেন যজ্ঞেন তে দেবা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শ্লোকমবতারয়তি ইতশ্চেতি। কথং পুনরনেন যজ্ঞেন বৃদ্ধিরস্মাভিঃ শক্যা কর্ত্তুমিত্যাশঙ্ক্যাহ এষ ইতি ॥ ১০ ॥

কথং পুনরভীষ্টফলবিশেষহেতুত্বং যজ্ঞস্য বিজ্ঞায়তে ন হি দেবতাপ্রসাদাদৃতে

স্বামিকৃতটীকা।

অভীষ্টভোগপ্রদোঽস্ত্বিত্যর্থঃ। অত্র চ যজ্ঞগ্রহণমাবশ্যক-কর্ম্মোপলক্ষণার্থং, কাম্যকর্ম্ম-প্রশংসা তু প্রকরণেঽসঙ্গতাপি সামান্যতোঽকর্ম্মণঃ কর্ম্ম শ্রেষ্ঠমিত্যেতদর্থ-মিত্যদোষঃ ॥ ১০ ॥

কথমিষ্টকামদোগ্ধা যজ্ঞো ভবেদিত্যত্রাহ দেবানিতি। অনেন যজ্ঞেন যূয়ং

উপদেশ দিয়াছেন যে, এই যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা তোমরা সন্তানোৎ-পাদনাদি কর্ম্মে নিযুক্ত হও! এই সৃষ্টির প্রবাহ-রূপ বিভুর কার্য্যে তোমরা অভিলষিত ফল লাভে পরিতুষ্ট হইবে ॥ ১০ ॥

তোমাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের সাহায্যে ইন্দ্রাদি দেবলোক পুষ্ট ও তুষ্ট হইয়া বৃষ্টি ও উৎপাদিকা শক্তি প্রভৃতির প্রদানে তোমাদিগকে

আভাস।

লোক যদি সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়া, রাজার প্রিয়পাত্র হইতে পারেন, তখন সংসার-চক্রের রীত্যনুসরণে বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তুমিও কেন সুখী ও ভগবানের প্রিয়পাত্র হইতে পারিবে না! প্রজাসৃজন করিয়া প্রজাপতি

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ

দেবাঃ বঃ যুষ্মান্ ভাবয়ন্ত বৃষ্ট্যাদিনা পরিবর্দ্ধয়ন্ত! এবং পরস্পরং অন্যোন্যং ভাবয়তঃ পরিবর্দ্ধয়তঃ পরং শ্রেয়ঃ কল্যাণং অবাপ্স্যথ প্রাপ্স্যথ ॥ ১১

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভাবয়ন্ত আপ্যায়ন্ত বৃষ্ট্যাদিনা বো যুষ্মানেবং পরস্পরমন্যোন্যং ভাবয়তঃ শ্রেয়ঃ পরমপি মোক্ষ-লক্ষণং জ্ঞান-প্রাপ্তিং ক্রমেণাবাপ্স্যথ স্বর্গং বা পরং শ্রেয়ো বা অবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্বর্গাদিরভ্যুদয়ো লভ্যতে নাপি সম্যগ্দর্শনমন্তরেণ নিঃশ্রেয়সং সেদ্ধুং পারয়তীতি শঙ্কতে কথমিতি। তত্র শ্লোকেনোত্তরমাহ দেবানিতি। মুমুক্ষুত্ব-বুভুক্ষুত্ব-বিভাগেন শ্রেয়সি বিকল্পঃ ॥ ১১ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

দেবান্ ভাবয়ত হবির্ভাগৈঃ সংবর্দ্ধয়ত! তে চ দেবা বো যুষ্মান্ সংবর্দ্ধয়ন্ত বৃষ্ট্যাদিনা অন্নোৎপত্তিদ্বারেণ, এবমন্যোন্যং সংবর্দ্ধয়ন্তো দেবাশ্চ যূয়ঞ্চ পরস্পরং শ্রেয়োঽভীষ্টমর্থং প্রাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

সম্বর্দ্ধিত করিবেন! এই প্রকারে পরস্পরের সাহায্য পরস্পরে পরিতৃপ্ত ও পুষ্ট হইয়া অভিলষিত মঙ্গল লাভে পরস্পরে চরিতার্থ হইবে ॥ ১১ ॥

আভাস।

ব্রহ্মা যজ্ঞ-বিধায়ক বেদের প্রচারে সমগ্র প্রজাবর্গকে প্রতিবোধিত করিয়াছেন যে, এই কর্ম্মকাণ্ড নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে তাহারা অভিলষিত ফললাভে সুখী হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥

এই লৌকিক রাজার আজ্ঞা যদি এত মাননীয় ও উপকারী বলিয়া প্রথিত হয়, তবে বল দেখি! হে অর্জ্জুন! সেই পরমেশের সংসার-চক্র চালাইবার আইন পদ্ধতি কিরূপ সংযত-চিত্তে অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। সেই যজ্ঞ-বিষয়ক নিয়ম কেবল প্রাণী-জগতে প্রচারিত, তাহা নহে! শ্রুতিতে উক্ত আছে, "ভয়াদস্যাগ্নি স্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যু-

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেনএব সঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।

যজ্ঞভাবিতাঃ (যজ্ঞৈঃ ভাবিতাঃ আপ্যায়িতাঃ) দেবাঃ হি যতঃ বঃ যুষ্মভ্যং ইষ্টান্ ভোগান্ দাস্যন্তে বিতরিষ্যন্তি ; অতঃ তৈঃ দত্তান্ ভোগান্ এভ্যঃ দেবেভ্যঃ অদত্ত্বা অপ্রদায় যঃ ভুঙ্‌ক্তে সঃ স্তেনঃ তস্করঃ এব ॥ ১২ ॥

আভাস।

র্ধাবতি পঞ্চমঃ॥” সেই বিশ্বম্ভরের ভয়ে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডস্থ স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থ বিব্রত হইয়া, স্ব স্ব কর্ম্মের অনুশীলন করিয়া থাকেন। সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র, পবন অধিক কি! সাক্ষাৎ যমও অবিশ্রামে তাঁহার আজ্ঞা ও নিয়মকে প্রতিপালনে কখন পরাঙ্মুখ হন না। দেখ অর্জ্জুন! এই যজ্ঞরূপ আদান-প্রদানের সম্বন্ধ যে কেবল মনুষ্য-জগতেই ব্যাপ্ত আছে, তাহা নহে; দেব তির্য্যক্ মনুষ্য এবং স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল প্রভৃতি জড় জগতেও তীক্ষ্ণভাবে তাহা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই নিয়মকে উল্লঙ্ঘন করিলে, কাহারও নিস্তার নাই!

সকলেই পরস্পরে সেই আদান-প্রদান-রূপ যজ্ঞ-সম্বন্ধে নিবদ্ধ রহিয়াছে। এই সংসার-চক্রের অন্তর্নিহিত নিয়ম সকল অতি প্রচ্ছন্ন-ভাবে সকলের অন্তরে প্রবাহিত থাকিয়া, সেই বিশ্বপতির কার্য্যেরই পরিচয় দিতেছে। বৃক্ষের অন্তরে পুষ্টিকারক প্রবাহরূপে, ভূগর্ভে অন্তঃসলিল স্রোতস্বতী-রূপে এবং স্থাবর জঙ্গমে প্রাণন-শক্তিরূপে এক তাঁহারই প্রণয়ন-কার্য্য সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়া, সেই বিশ্বপতির সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বের পরিচয় দিতেছে। আদান প্রদান সম্বন্ধ কেবল মানব সমাজেই যে পরিচিত, তাহা নহে; দেব-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে, নির্ম্মল জ্যোতির বেশে সেই আহুতি আহূত দেব-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদিগকে বল ও বীর্য্য প্রদানে পরিতৃপ্ত করে; এবং তাঁহারা পরিতৃপ্ত এবং বল-বর্দ্ধিত হইয়া, মনুষ্যলোকের তৃপ্তি-সাধনার্থ তদুপযোগী ঐশ্বর্য্য ও সামর্থ্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন। উপযুক্ত আহার করিলে, তৃপ্তিলাভ; অত্যাহারে রোগের উৎপত্তি; কৃষিতে ধান্য প্রভৃতির উৎপত্তি, বৃক্ষে ফলের উৎপত্তি এবং অন্যান্য নৈসর্গিক যাবদীয় কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে, আমরা ভগবানের নিয়ম সমূহকেই ফলরূপে প্রত্যক্ষে প্রতীত করিতে পারিব ॥ ১১ ॥

সংসারে সকল লোকই ধন জন পশু ও হিরণ্যাদিদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া, অতুল সুখ পাইবারই প্রত্যাশা করে; এবং তজ্জন্য ব্যক্তিমাত্রই যথেষ্ট আকাঙ্ক্ষার সহিত

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ ইষ্টান্ ভোগানিতি। ইষ্টান্ অভিপ্রেতান্ ভোগান্ হি বো যুষ্মভ্যং দেবাঃ দাস্যন্তে বিতরিষ্যন্তি স্ত্রীপশুপুত্রাদীন্ যজ্ঞভাবিতাঃ যজ্ঞৈ র্বর্দ্ধিতা তোষিতা ইত্যর্থঃ, তৈ র্দেবৈ র্দত্তান্ ভোগান্ অপ্রদায় অদত্বা আনৃণ্যমকৃত্বেত্যর্থঃ এভ্যো দেবেভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্বদেহেন্দ্রিয়াণ্যেব তর্পয়তি স্তেনএব তস্করএব স দেবাদিস্বাপহারী ॥ ১২ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ইতশ্চাধিকৃতেন কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ কিঞ্চেতি। কথমস্মাভি র্ভাবিতাঃ সন্তো দেবা ভাবয়িষ্যন্তি অস্মানিতি তদাহ ইষ্টানিতি। যজ্ঞানুষ্ঠানেন পূর্ব্বোক্ত-রীত্যা স্বর্গাপবর্গয়ো র্ভাবেঽপি কথং স্ত্রীপশুপুত্রাদি-সিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য পূর্ব্বার্দ্ধং ব্যাকরোতি ইষ্টান্ অভিপ্রেতানিতি। পশ্বাদিভিশ্চ যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা ভোগো নিবর্ত্তনীয়োঽন্যথা প্রত্যবায়-প্রসঙ্গাদিত্যুত্তরার্দ্ধং ব্যাচষ্টে তৈরিতি। আনৃণ্যমকৃত্বেত্যয়মর্থঃ, দেবানামৃষীণাং পিতৃণাঞ্চ যজ্ঞেন ব্রহ্মচর্য্যেণ প্রজয়া চ সন্তোষমনাপাদ্য স্বকীয়ং কার্য্যকারণসংঘাতমেব পোষ্টুং ভুঞ্জান স্তস্করো ভবতীতি ॥ ১২ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

এতদেব স্পষ্টীকুর্ব্বন্ কর্ম্মাকরণে দোষমাহ ইষ্টানিতি। যজ্ঞৈর্ভাবিতা দেবা বৃষ্ট্যাদিদ্বারেণ বো যুষ্মভ্যং ভোগান্ দাস্যন্তি হি অতো দেবৈ র্দত্তানন্নাদীন্ এভ্যো দেবেভ্যঃ পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্বা যো ভুঙ্ক্তে স তু চৌরএব জ্ঞেয়ঃ ॥ ১২ ॥

তোমাদের যজ্ঞানুষ্ঠানে তুষ্ট হইয়া দেবতাগণ অভিলষিত ভোগ তোমাদিগকে প্রদান করিবেন, এক্ষণে তাঁহাদের প্রদত্ত অভিলষিত ভোগ্য পদার্থ পাইয়া, যজ্ঞোপলক্ষে সেই ভোগ্যজাত তাঁহাদের নামে উৎসর্গ করা যদি না হয়, তাহা হইলে দত্তাপহারীর অপরাধে অপরাধী ও ঋণী হইয়া থাকিতে হয় ॥ ১২ ॥

আভাস।

পরিশ্রমও করে। কিন্তু সকলে তুল্যরূপ ফল পায় না। সমগ্র জীবন অতিবাহিত হইল, আশার লেশ মাত্র অনেকেরই পূর্ণ হয় না! আবার কেহ বা বিনা পরিশ্রমে রাজ্যেশ্বরের ন্যায়, অতুল ঐশ্বর্য্য লাভে চির-জীবন সুখে অতিবাহিত করে। দেখ অর্জ্জুন! নিজের সুখ সম্ভোগের জন্য কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই! বিশ্ব-নিয়ন্তার রাজ্যে উপস্থিত হইয়া বিশ্ব-নিয়মনের কার্য্যে যে যত মনোযোগী হইবে, সেই তত শ্রেষ্ঠ-পদবী লাভে সর্ব্বসুখে সুখী হইবে, সন্দেহ নাই। সামান্যত

আভাস।

এই লৌকিক জগতের প্রতি দৃষ্টি করিলে আমরা বুঝিতে পারি, যে ব্যক্তি স্বার্থপর, সে সকলের নিন্দনীয় ও দুঃখী হইয়া থাকে; এবং যে ব্যক্তি পরোপকারী সেই পূজ্য এবং সুখী হইয়া থাকে। কৃষি, বাণিজ্য, কারুকর্ম্ম, দেশ-রক্ষা এবং উপদেশ প্রদানরূপ পরোপকার কার্য্যে বিভাগ-মত সমস্ত জন-সমাজ রত থাকায়, একটী সাম্রাজ্য গঠিত হয়। সকলেই পরের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিলে, একটী বিরাট্ রাজ্য এবং মানব সমাজ-প্রতিপালিত হয়; এবং সাধারণ ব্যক্তিবিশেষও এই উপলক্ষে বিশেষ সুখী এবং সম্মানী হয়; সেইরূপ তুমি আমি সকলেই সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার কার্য্যে আত্ম-সমর্পণ করিলে, সুখী হইতে পারিব এবং পারিবে। যে ব্যক্তি কেবল আত্মসুখের জন্য কৃষি প্রভৃতি উন্নতি-সাধক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে চেষ্টামাত্র করে, পরের উপকারে মনোযোগী হয় না, সে পর-বঞ্চক হয়; এবং পরিণামে চোর ডাকাইত প্রভৃতি দস্যুর করে নিপীড়িত হয়, সন্দেহ নাই! কৃষক শস্যোৎপাদন করত জগৎকে অন্নপ্রদানের দ্বারা যে ধন প্রাপ্ত হয়, আবার সেই ধন রাজাকে, বণিককে, কারুকর্ম্মকারীকে, উপদেষ্টা গুরুকে এবং অন্যান্য সকলকে প্রদান করিয়া, সকলকে সুখ স্বচ্ছন্দ প্রদান করে; এবং অন্যান্য সকলেও নিজ সাধ্যমত পরস্পরের উপকার-সাধন করিলে, মানব-সমাজ উন্নতির পথে আরোহণ করিয়া থাকে। কেহ যদি তন্মধ্যে আত্মম্ভরী হইয়া, নিজ সুখের প্রতিই কেবল লক্ষ্য করে, তাহাতে নিজে সুখী হইতে পারে না এবং সমাজকেও কলুষিত করে। সেইরূপ যে ব্যক্তি এই বিশ্ব-নিয়ন্তার বিশ্ব-নিয়ন্তির কর্ম্মের প্রতি মনোযোগী না হইয়া, যজ্ঞাদি কর্ম্মে উদাসীন হয়, সে কখন সুখী হইতে পারে না। অতএব পরস্পরে নিজের গুণ এবং কর্ম্মের দ্বারা পরস্পরের উপকার-সাধনে অন্যকে কৃতার্থ করাই যেমন নিজের কৃতার্থতার পরিচয়, সেইরূপ নৈসর্গিক-জগতে বেদোক্ত পদ্ধতি অনুসারে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে দেব, মনুষ্য ও তির্য্যগ্ জগতের উপকার-সাধনের দ্বারা লভ্য ফলে সন্তুষ্ট হওয়াই, বর্ণাশ্রমোচিত বর্ণ-চতুষ্টয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সন্দেহ নাই।

আত্মানং জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ। সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি॥ নীতিকর্ত্তা বলিয়াছেন—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি নিজের যাহা কিছু আছে, তাহা, এমন কি! জীবন পর্য্যন্ত পরের প্রয়োজনে প্রদান করিয়া থাকেন! কারণ তাঁহারা জানেন যে, জগতে আমার বলিবার কিছুই থাকে না; সকলই বিনাশের পথে নিরন্তর অগ্রসর হইতেছে! অতএব দেবতাগণ

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।

অন্বয়ঃ।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ সর্ব্বপাপৈঃ জনাঃ মুচ্যন্তে; যে তু আত্ম-

শাঙ্করভাষ্যম্।

যে পুনঃ দেব-যজ্ঞাদীন্নির্ব্বর্ত্ত্য তচ্ছিষ্টমশনমমৃতাখ্যমশিতুং শীলং যেষাং তে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

দেবাদিভ্যঃ সম্বিভাগমকৃত্বা ভুঞ্জানানাং প্রত্যবায়িত্বমুক্ত্বা তদন্যেষাং সর্ব্বদোষ-রাহিত্যং দর্শয়তি যে পুনরিতি। যজ্ঞশিষ্টাশিনো যে পুনস্তে তাদৃশাঃ সন্তঃ সর্ব্বকিল্বিষৈ র্মুচ্যন্ত ইতি যোজনা। তৈ র্দত্তানিত্যাদিনোক্তং নিগময়তি ভুঞ্জত ইতি। দেবযজ্ঞাদীন্ ইতি আদিশব্দেন পিতৃযজ্ঞো মনুষ্য-যজ্ঞো ভূত-যজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞশ্চেতি চত্বারো যজ্ঞাঃ গৃহ্যন্তে। চুল্লীশব্দেন পিঠর-ধারণাদ্যর্থক্রিয়াং কুর্ব্বতো বিন্যাসবি-

স্বামিকৃতটীকা।

ইতশ্চ যজ্ঞ এব শ্রেষ্ঠো নেতর ইত্যাহ যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি। বৈশ্বদেবাদি-যজ্ঞা-বশিষ্টং যে অশ্নন্তি তে পঞ্চশূনাদিকৃতৈঃ সর্ব্বৈঃ কিল্বিষৈ র্মুচ্যন্তে, পঞ্চশূনাশ্চ স্মৃতা-

---

যজ্ঞাবশিষ্ট দ্রব্য সামগ্রীর দ্বারা জীবন যাপন করিলে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। কিন্তু যাহারা কেবল নিজের

আভাস।

অনুগ্রহ করিয়া পুরস্কার স্বরূপে আমাকে যাহা এক্ষণে দিয়াছেন, আমি যদি তাহা থাকিতে থাকিতে পরের উপকারে নিয়োগ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার পাওয়া সার্থক! কারণ না দিলে, সে সম্পদাদি আপনিই চলিয়া যাইবে। তখন আমি কৃতঘ্নতার পরিচয়ে চৌর্য্যাপরাধে কেন কলঙ্কিত হইব না! মাতৃ-গর্ভে জন্ম ধারণ করা যেমন আমার আয়ত্বে ছিল না, কে যেন কত গুণপনার পরিচয়ে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন! ভূমিষ্ঠ হইবার পরও দেহের-পরিবর্দ্ধন, ক্ষুৎপিপাসাদির সমাবেশ এবং তাহার পূরণার্থ বাহিরে দুগ্ধ বা অন্নাদির ব্যবস্থা, আমার অজ্ঞাত-সারে এবং সামর্থ্যের পর পারে স্বয়ংই তাহা সৃজন করিয়া, আমার সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থাপনে অন্তিম জীবন পর্য্যন্ত আমাকে প্রতিপালন করিতেছেন! এস্থলে তাঁহার গঠিত দেহ, তাঁহার প্রদত্ত ক্ষুধা এবং তাঁহারই প্রদত্ত অন্নাদি লাভে আমি যে এতকাল সুখ বা শান্তি উপভোগ করিলাম এবং সংসার বুঝিলাম, তাহার বিনিময়ে সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার সমীপে এযাবৎ কি প্রদানে কৃতজ্ঞতার পরিচয়

ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।

কারণাৎ আত্মতৃপ্তয়ে পচন্তি অন্নপাকং কুর্ব্বন্তি তে পাপাঃ পাপিষ্ঠাঃ অঘং পাপং এব ভুঞ্জতে ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ সর্ব্বৈঃ পাপৈ শ্চুল্ল্যাদি-পঞ্চশূনা-কৃতৈঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শেষবস্তুত্বয়ো প্রাবাণো বিবক্ষন্তে। আদিশব্দেন কণ্ডনী পেষণী মার্জ্জন্যুদককুম্ভশ্চে-তোতে হিংসাহেতবো গৃহীতা স্তান্যেতানি পঞ্চপ্রাণিনাং শূনা স্থানানি হিংসাকারণানি তৎপ্রযুক্তৈঃ সর্ব্বৈরপি বুদ্ধিপূর্ব্বকৈ র্হরিতৈ র্মুচ্যন্ত ইতি সম্বন্ধঃ। প্রমাদো বিচার-ব্যতিরেকেণাবুদ্ধিপূর্ব্বকমুপনতং পাদপাতাদিকার্য্যং তেন প্রাণিনাং হিংসা

স্বামিকৃতটীকা।

বুক্তাঃ; কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জ্জনী। পঞ্চ শূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন গচ্ছতি। যে ত্বাত্মনো ভোজনার্থমেব পচন্তি ন তু বৈশ্বদেবাদ্যর্থং তে পাপা দুরাচারা অঘমেব ভুঞ্জতে ॥ ১৩ ॥

তৃপ্তি-সাধনের জন্যই অন্নাদি ভোজনে জীবন ধারণ করে, তাদৃশ পাপিষ্ঠগণ ভগবানের প্রদত্ত ধান্যাদি বীজ ধ্বংস জনিত মহাপাপে নিত্য নিরন্তর লিপ্ত হয়, সন্দেহ নাই! ॥ ১৩ ॥

আভাস।

দিলাম! অহো! পরিণামে কেবল পরিতাপকে ক্রোড়ে লইয়া, তাঁহার নিকট অগ্রসর হইব মাত্র!

অতএব ঋণী হইবার পূর্ব্বে ঋণী করা ভাল। পাইবার পূর্ব্বে দেওয়াই মঙ্গল। সর্ব্ব সাধারণকে দিব! পাইবার প্রত্যাশা পর্য্যন্ত কাহারও নিকট করিব না! আমার প্রয়োজন সাধারণ লোক দিতে পারে না! কারণ সাধারণ লোক লইতেই জানে; প্রদানে শিক্ষিত নহে। যে অসাধারণ! সেই দিতে জানে। কারণ সে সেই মূল অসাধারণের জগৎ-রচনার পদ্ধতি বা তাঁহার নিয়মাবলির প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া, জগতে তাঁহারই অনুরূপ কার্য্য সাধনে নিরন্তর নিমগ্ন থাকে। ভৃত্য যেমন নিজের খোরাক পোষাকের ভরসা স্বীয় প্রভুর উপর ন্যস্ত রাখিয়া

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রমাদকৃত-হিংসাদিজনিতৈ শ্চান্যৈ র্বৈ ত্বাত্মম্ভরয়ো ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপং স্বয়মপি পাপাঃ যে পচন্তি পাকং নির্ব্বর্ত্তয়ন্তি। আত্মকারণাৎ আত্মহেতোঃ॥ ১৩॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সম্ভাব্যতে, আদিশব্দেন অশুচি-সংস্পর্শাদি গৃহীতং,তদুথৈশ্চ পাপৈ র্মহাযজ্ঞ-কারিণো মুচ্যন্তে। উক্তং হি কণ্ডনং পেষণং চুল্লী উদকুম্ভশ্চ মার্জ্জনং। পঞ্চ শূনা গৃহস্থস্য পঞ্চাজ্ঞাৎ প্রণশ্যতীতি। পঞ্চশূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যবস্করঃ কণ্ডনী চৈব কুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্নিতি চ, অস্যায়মর্থঃ, যা যথোক্তাঃ পঞ্চ সংখ্যকা গৃহস্থস্য শূনা স্তা যো বাহয়ন্নাপাদয়ন্ বর্ত্ততে তেন প্রাণিনো বুদ্ধিপূর্ব্বকঞ্চ বধ্যন্তে তৎপ্রযুক্তং সর্ব্বমপি পাপং মহাযজ্ঞানুষ্ঠানাৎ প্রণশ্যতীতি মহাযজ্ঞানুষ্ঠানস্তুত্যর্থং। তদনুষ্ঠানবিমুখান্ নিন্দতি যে ত্বিতি। আত্মম্ভরিত্বমেব স্ফোরয়তি যে পচন্তীতি। স্বদেহেন্দ্রিয়পোষণার্থমেব পাকং কুর্ব্বতাং দেব-যজ্ঞাদি-পরাঙ্মুখানাং পাপভূয়স্ত্বং দর্শয়তি ভুঞ্জত ইতি। পাঠক্রমস্ত্বর্থক্রমাদপবাধনীয়ঃ॥ ১৩॥

আভাস।

প্রভুর কার্য্যে সর্ব্বদা উদ্‌যোগী থাকে, প্রকৃত কর্ম্মী ব্যক্তিও দেবতাগণের প্রদত্ত ঐশ্বর্য্যাদি প্রাপ্ত হইয়া, নিঃস্বার্থে যজ্ঞের অনুষ্ঠানে দেবোদ্দেশে তাহা প্রদানে কৃতার্থ হন। তাঁহারা ঋণী হইয়া আত্মম্ভরীর বেশে কালাতিপাত করিতে বাসনা করেন না! "যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।" এই উক্তির অর্থই এই যে, ভগবানের অনুগ্রহে তোমার যে কোন প্রাপ্তি ঘটিল, নিজের ভোগবিলাসে সে সমস্ত ব্যয় করিও না! তাঁহার রাজ্যে যে কেহ অভাবের মধ্যে আছে, তোমার প্রাপ্ত ঐশ্বর্য্য তাহাদের মধ্যে সকলকে বণ্টন করিয়া, অবশিষ্ট ভাগের দ্বারা নিজের প্রয়োজন মাত্রের পূরণে যে সুখ অনুভব করিবে, সে সুখ কখন নিজে সমস্ত ভোগ করিতে গেলে, পাইবে না। অন্ন প্রস্তুত করিতে গেলে, ধান্যাদি বীজের ধ্বংস, জলে কীট ধ্বংস, পেষণীতে জীব-ধ্বংস, অগ্নি প্রজ্বালনে বা ফলাদির সংগ্রহে কত প্রকারের হিংসা ব্যাপারে মানবকে পতিত হইতে হয়! কিন্তু সেই অন্ন ভগবানের উদ্দেশ্যে একবার নিবেদন করিয়া এবং অভুক্ত অতিথিকে ভোজন করাইয়া অবশিষ্টের দ্বারা যদি মানব জীবন যাপন করে, তাহা হইলে বীজও জীব প্রভৃতির ধ্বংস-জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। আমি একাকী ভোজনে তৃপ্ত হইলাম এবং অন্যে ভোজনাভাবে আমার প্রতি কটাক্ষ করিয়া যদি দুঃখিত হয়, তাহা হইলে বঞ্চনা পাপে লিপ্ত হইতে হইল! এবং যিনি আমাকে প্রচুর দিয়াছি-

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।

অন্নাৎ শুক্রাদিক্রমেণ পরিণতাৎ ভুক্তান্নাৎ, ভূতানি ভবন্তি উৎপদ্যন্তে; পর্জ্জন্যাৎ বৃষ্টেঃ সকশাৎ অন্নস্য সম্ভবঃ; যজ্ঞাৎ পর্জ্জন্যঃ ভবতি; এবং যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ কর্ম্মণঃ সমুদ্ভবঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ এব ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইতশ্চাধিকৃতেন কর্ম্ম কর্ত্তব্যং জগচ্চক্র-প্রবৃত্তিহেতু র্হি কর্ম্ম, কথমিত্যুচ্যতে অন্নাদ্ভবন্তীতি। অন্নাদ্ভুক্তাল্লোহিত-রেতঃপরিণতাৎ প্রত্যক্ষং ভবন্তি জায়ন্তে ভূতানি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

দেবযজ্ঞাদিকং কর্ম্মাধিকৃতেন কর্ত্তব্যমিত্যত্র হেত্বন্তরমিতঃ শব্দোপাত্তমেব দর্শয়তি জগদিতি। নন্ ভুক্তমন্নং রেতো লোহিতাপরিণতিক্রমেণ প্রজারূপেণ জায়তে, তচ্চান্নং বৃষ্টিসম্ভবং প্রত্যক্ষদৃষ্টং তৎ কথং কর্ম্মণো জগচ্চক্রপ্রবর্ত্তকত্বমিতি শঙ্কতে কথমিতি। পারম্পর্য্যেণ কর্ম্মণস্তদ্ধেতুত্বং সাধয়তি উচ্যত ইতি। উক্তেঽর্থে স্মৃত্য-

দেখ অর্জ্জুন! এই অদ্ভুত রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিলে তুমি স্পষ্টত বুঝিতে পারিবে যে, ভুক্ত অন্ন ব্যঞ্জনাদির দ্বারা যেমন মানবের দেহ পুষ্টিলাভে পরিবর্দ্ধিত হয়, আবার অন্নের সূক্ষ্মাংশ দ্বারা দেহধর্ম্মে যে বীর্য্য জন্মে, তদ্দ্বারা সন্তান সন্ততির জন্ম হয়। এই অন্ন আবার আকাশ-পথ হইতে সমাগত পর্জ্জন্য (বৃষ্টির) দ্বারা পরিবর্দ্ধিত ও উৎপন্ন হইয়া থাকে। যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্যের সৃষ্টি হয়; এবং সদুদ্দেশে বা দেবোদ্দেশে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তবে প্রকৃত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয় ॥ ১৪ ॥

আভাস।

লেন, তিনিও আমাকে তাঁহার প্রদত্ত সামগ্রীর অপচয়ের অপরাধে দোষী করিবেন; সন্দেহ নাই! সুতরাং পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করাই শ্রেয়ঃ! ॥১২॥১৩॥

সংসার-চক্র প্রবর্ত্তিত হইবার উপায়ই যজ্ঞ; অর্থাৎ নিঃস্বার্থ কর্ম্ম। শ্রুতি বলিয়াছেন; "আয়ুর্বৈ ঘৃতং"। সেই দুর্লভ ঘৃত নিজে সমস্ত ভোজন না করিয়া, দেবোদ্দেশে হোমাগ্নিতে তাহার আহুতি করিলে, উর্ব্বরাশক্তি-মূর্ত্তিতে আকাশ হইতে

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।

অন্বয়ঃ।

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং (ব্রহ্ম বেদঃ তস্মাৎ উদ্ভবঃ যস্য তৎ) বিদ্ধি জানীহি; ব্রহ্ম বেদঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

পর্জ্জন্যাদ্বৃষ্টেরন্নস্য সম্ভবঃ অন্নসম্ভবঃ। যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যঃ; অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা ইতি। যজ্ঞোঽপূর্ব্বং স চ যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ, ঋত্বিগ্‌যজমানয়োশ্চ ব্যাপারঃ কর্ম্ম ততঃ সমুদ্ভবো যস্য যজ্ঞস্যাপূর্ব্বস্য স যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥ ১৪॥

তচ্চ এবম্বিধং কর্ম্ম কুতো জাতমিত্যাহ কর্ম্মেতি। তচ্চ কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্মরং সংবাদয়তি অগ্নাবিতি। তত্র হি দেবতাভিধ্যান-পূর্ব্বকং তদুদ্দেশেন প্রহিতাহুতিরপূর্ব্বতাং গতা রশ্মি-দ্বারেণাদিত্যমারুহ্য বৃষ্ট্যাত্মনা পৃথিবীং প্রাপ্য ব্রীহিযবাদ্যন্নভাবমাপাদ্য সংস্কৃতো ভূত্বা শুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতা প্রজাভাবং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভব ইত্যযুক্তং স্বস্যৈব স্বোদ্ভবে কারণত্বাযোগাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ঋত্বিগিতি। দ্রব্যদেবতয়োঃ সংগ্রাহকশ্চকারঃ॥ ১৪॥

যদপূর্ব্বহেতুত্বেন কর্ম্মোক্তং তৎ কিং চৈত্যবন্দনাদি কিম্বাগ্নিহোত্রাদি ইতি

স্বামিকৃতটীকা।

জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুত্বাদপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ অন্নাদিতি ত্রিভিঃ। অন্নাচ্ছুক্রশোণিত-রূপেণ পরিণতাদ্ভূতান্যুৎপদ্যন্তে অন্নস্য চ সম্ভবঃ পর্জ্জন্যাদ্বৃষ্টেঃ, স চ পর্জ্জন্যো যজ্ঞাদ্ভবতি, স চ যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ কর্ম্মণা যজমানাদিব্যাপারেণ সম্যক্ সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ, অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে, আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা ইতি শ্রুতেঃ॥ ১৪॥

সেই কর্ম্মও যথেচ্ছ আচরণে সিদ্ধ হয় না। নিত্যসিদ্ধ বিধিই বেদ। সুতরাং সেই বেদের বিধানে আচরিত কার্য্যই প্রকৃত

আভাস।

জলদের সহায়ে সুবৃষ্টি হয়; বৃষ্টির কল্যাণে শস্য জন্মে। শস্য ভোজনে ভূত সমূহ জীবন ধারণ করে এবং সন্তান সন্ততির উৎপাদন করে। এই কর্ম্মের পদ্ধতি বেদগর্ভে নিহিত রহিয়াছে। সেই বেদও ভগবান্ পূর্ণ ব্রহ্মের হৃদয়-পদ্মহ

তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।

চ অক্ষর-সমুদ্ভবং (অক্ষরাৎ ক্ষরণাদি-শূন্যাৎ পরমব্রহ্মণঃ সকাশাৎ উৎপন্নং বিদ্ধিঃ; তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম যজ্ঞে নিত্যং প্রতিষ্ঠিতং বিদ্ধি ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ব্রহ্ম বেদ স উদ্ভবো যস্য তৎ কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি বিজানীহি; ব্রহ্ম পুনর্ব্বেদাখ্যমক্ষরসমুদ্ভবং। অক্ষরং ব্রহ্ম পরমাত্মা সমুদ্ভবো যস্য তদক্ষরসমুদ্ভবং ব্রহ্ম বেদ-ইত্যর্থঃ, যস্মাৎ সাক্ষাৎ পরমাত্মাখ্যাদক্ষরাত্তৎপুরুষ-নিশ্বাসাৎ সমুদ্ভবং ব্রহ্ম তস্মাৎ সর্ব্বার্থপ্রকাশকত্বাৎ সর্ব্বগতমপি সৎ নিত্যং সদা যজ্ঞবিধি-প্রধানত্বাৎ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং ॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সন্দিহানং প্রত্যাহ কর্ম্মেতি। কিমিতি কর্ম্মণো ব্রহ্মোদ্ভবত্বমুচ্যতে সর্ব্বস্য তদুদ্ভবত্বাবিশেষাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্ম বেদ ইতি। ব্রহ্ম তর্হি বেদাখ্যমনাদিনিধনমিতি তত্রাহ ব্রহ্ম পুনরিতি। অক্ষরাদ্ধনো বেদস্য পুনরক্ষরেভ্যঃ সকাশাদেব সমুদ্ভবো ন সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ অক্ষরমিতি। ব্রহ্মেত্যক্ষরমেবোক্তং, তৎ কথং তস্মাৎ-বোদ্ভবতীত্যাশঙ্ক্য ব্রহ্মশব্দার্থমুক্তমেব স্মারয়তি ব্রহ্ম বেদ ইতি। নন্বু ব্রহ্মশব্দিতস্য বেদস্যাপি পৌরুষেয়ত্বাৎ প্রামাণ্যসন্দেহাৎ কথং তদুক্তমগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম নির্দ্ধারয়িতুং শক্যতে তত্রাহ যস্মাদিতি। কথং তর্হি তস্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতত্বং, সর্ব্বগতত্বে বিশেষাযোগাদিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বগতমপীতি ॥ ১৫ ॥

স্বামিকৃতটীকা

তথা কর্ম্মেতি। তচ্চ যজমানাদিব্যাপাররূপং কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্ম বেদস্তস্মাৎ প্রবৃত্তং জানীহি, তচ্চ বেদাখ্যং ব্রহ্ম অক্ষরাৎ পরব্রহ্মণঃ সমদ্ভূতং

কর্ম্ম। কারণ বেদ মানবের ইচ্ছার পরিচয় নহে; পূর্ণ পরম-ব্রহ্মের ইচ্ছার অভিনয়ই বেদরূপে অভিব্যক্ত! অতএব পূর্ণব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী হইয়া সকল যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

আভাস।

সংসার-চক্র প্রসরণের অপূর্ব্ব পদ্ধতি, যাহা স্বভাবের গতি নামে সর্ব্বত্র অভিহিত হইয়া থাকে। সেই স্বভাবের গতিকেই বিচক্ষণ ঋষিগণ হৃদয়ে ধারণা করিয়া শিষ্য-পরম্পরায় জগতে অর্থাৎ মানব-সমাজে বিস্তার করিয়াছেন। স্বভাবের

এবং প্রবর্ত্তিতঃ চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।

অন্বয়ঃ।

ঈশ্বরেণ এবং বেদযজ্ঞ-পূর্ব্বকং প্রবর্ত্তিতং (জগৎ) চক্রং যঃ ন অনুবর্ত্তয়তি ন

শাঙ্করভাষ্যম্।

এবমিতি। এবমীশ্বরেণ বেদযজ্ঞপূর্ব্বকং জগচ্চক্রং প্রবর্ত্তিতং নানুবর্ত্তয়তীহ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অধিকৃতেনাধ্যয়নাদিদ্বারা জগচ্চক্রমনুবর্ত্তনীয়মন্যথেশ্বরাজ্ঞাতিলঙ্ঘিন স্তস্য প্রত্যবায়ঃ স্যাদিত্যাহ এবমিতি। ন কর্ম্মণামনারম্ভাদিত্যাদিনো ক্তমুপসংহরতি তস্মাদিতি।

স্বামিকৃতটীকা।

জানাহি, অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদ ইতি শ্রুতেঃ, যত এবমক্ষরাদেব যজ্ঞপ্রবৃত্তেরত্যন্তমভিপ্রেতো যজ্ঞস্তস্মাৎ সর্ব্বগতমপ্যক্ষরং ব্রহ্ম নিত্যং সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং যজ্ঞেনোপায়ভূতেন প্রাপ্যত ইতি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতমুচ্যত ইতি উত্তমস্থা সদা লক্ষ্মীরিতিবৎ। যদ্বা যস্মাজ্জগচ্চক্রস্য মূলং কর্ম্ম তস্মাৎ সর্ব্বগতং মন্ত্রার্থবাদৈঃ সর্ব্বেষু ভূতার্থাখ্যানাদিষু গতং স্থিতমপি বেদাখ্যং ব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে তাৎপর্য্যেণ প্রতিষ্ঠিতং, অতো যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ॥ ১৫ ॥

যস্মাদেবং পরমেশ্বরণৈব ভূতানাং পুরুষার্থসিদ্ধয়ে কর্ম্মাদিচক্রং প্রবর্ত্তিতং

সাক্ষাৎ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক বেদোক্ত যজ্ঞানুসারে যে জগৎ চক্রের প্রবর্ত্তনা হইয়াছে, সেই কর্ম্মচক্রের অনুসারে যে ব্যক্তি আপন কর্ম্ম

আভাস।

গতির উপর অধিষ্ঠাতৃ মূর্ত্তিতে সত্যস্বরূপ চিদানন্দ পরমাত্মা যখন সর্ব্বসাক্ষী নিয়ন্তার বেশে চির অবস্থিত, তখন মানব যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহারও নিয়ন্তা এবং ফল-দাতারূপে পূর্ণ ব্রহ্ম নিত্য সেই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত জানিতে হইবে। সুতরাং কর্ম্ম বা যজ্ঞ কখন নিষ্ফল হয় না। সকল কর্ম্মানুষ্ঠান ও তাহার ফল সেই পরমেশই দেন ও জানেন। ১৪। ১৫ ॥

অসীম ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া, তাহার প্রতিপালন, অবস্থিতি এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং পরিণাম ফল প্রতিপন্ন করিবার লক্ষ্যে পরমেশ যেমন বিচিত্র কার্য্য-নিয়ম তদন্তরেই সন্নিবেশ করিয়া রাখিয়াছেন, ব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রত্যেক স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থের উপরও তাদৃশ কর্ম্মনিয়মের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন; সকলেই

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।

অনুতিষ্ঠতি হে পার্থ! ইহ জগতি ইন্দ্রিয়ারামঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়েষু আরমণং ক্রীড়া যস্য সঃ) অঘায়ুঃ পাপজীবনঃ মোঘং বৃথা, এব সঃ জীবতি ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

লোকে যঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতঃ সন্নঘায়ুরঘং পাপমায়ুর্জীবনং যস্য সোঽঘায়ুঃ পাপজীবন ইতি যাবৎ ইন্দ্রিয়ারাম ইন্দ্রিয়ৈরারমণমাক্রীড়া বিষয়েষু যস্য স ইন্দ্রিয়ারামো মোঘং বৃথা হে পার্থ স জীবতি তস্মাদজ্ঞেনাধিকৃতেন কর্ত্তব্যমেব কর্ম্মেতি প্রকরণার্থঃ, প্রাগাত্মজ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতাপ্রাপ্তেস্তাদর্থ্যেন কর্ম্মযোগানুষ্ঠানমধিকৃতেনানাত্মজ্ঞেন কর্ত্তব্যমিত্যেতৎ ন কর্ম্মণামনারম্ভাদিত্যত আরভ্য শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণ-ইত্যেবমন্তেন প্রতিপাদ্য যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্রেত্যাদিনা মোঘং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

জগচ্চক্রস্য প্রাগুক্তপ্রকারেণানুবর্ত্তনে বৃথাজীবনমঘসাধনং যস্মাত্তস্মাজ্জীবতা নিয়তং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। যদ্যধিকৃতেন কর্ত্তব্যমেব কর্ম্ম তর্হি কিমিত্যজ্ঞেনেতি বিশিষ্যতে জ্ঞান-নিষ্ঠেনাপি তৎ কর্ত্তব্যমেবাধিকৃতত্বাবিশেষাদিত্যাশঙ্ক্য পূর্ব্বোক্তমনুবদতি প্রাগিতি। ন হি জ্ঞানকর্ম্মণো র্ব্বিরোধাৎ জ্ঞাননিষ্ঠেন কর্ম্ম কর্ত্তুং শক্যতে তথা চানাত্মজ্ঞেনৈব চিত্তশুদ্ধ্যাদিপরম্পরয়া জ্ঞানার্থং কর্ম্মানুষ্ঠেয়মিতি প্রতিপাদিতমিত্যর্থঃ। তর্হি যজ্ঞার্থাদিত্যাদি কিমর্থং ন হি তত্র জ্ঞাননিষ্ঠা প্রতিপাদ্যতে

স্বামিকৃতটীকা।

তস্মাত্তদকুর্ব্বতো বৃথৈব জীবিতমিত্যাহ এবমিতি। পরমেশ্বরবাক্যভূতাদ্বেদাখ্যব্রহ্মণঃ পুরুষাণাং কর্ম্মণি প্রবৃত্তি স্ততঃ কর্ম্মনিষ্পত্তিস্ততঃ পর্জ্জন্যস্ততোঽন্নং ততো ভূতানি ভূতানাং পুনস্তথৈব কর্ম্মপ্রবৃত্তিরিত্যেবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং যো নানুবর্ত্তয়তি নানুতিষ্ঠতি অঘং পাপরূপমায়ুর্যস্য সঃ, যত ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়েষ্বেবারমতি ন ত্বীশ্বরারাধনার্থে কর্ম্মণি অতো মোঘং ব্যর্থং স জীবতি ॥ ১৬ ॥

জীবনকে সম্পাদন না করে, তাদৃশ ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ভোগী মানবের জীবন। পাপপূর্ণ! জগতে তাহার জীবন ধারণ করা সম্পূর্ণ নিরর্থক ॥ ১৬ ॥

আভাস।

সেই বিধাতার কার্য্য-নিয়মের অনুসরণে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া এস্থান হইতে অন্তর্হিত হয় এবং সর্ব্বেশ্বরের সমীপে স্বকীয় কর্ম্মের পরিচয় প্রদানে

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।

অন্বয়ঃ।

এবং যজ্ঞাদি কর্ম্ম নিষ্পাদ্য অনিত্যবিষয়সুখে আসক্তিং বিহায় যঃ মানবঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

পার্থ স জীবতীত্যেবমস্তেনাপি গ্রন্থেন প্রাসঙ্গিকমধিকৃতস্যানাত্মবিদঃ কর্ম্মানুষ্ঠানে বহুকারণমুক্তং তদকরণে চ দোষ-সংকীর্ত্তনং কৃতং॥ ১৬॥

এবং স্থিতে কিমেবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং সর্ব্বেণানুবর্ত্তনীয়মাহোস্বিৎ পূর্ব্বোক্ত-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কর্ম্মনিষ্ঠা তু পূর্ব্বমেবোক্তত্বান্নাত্র বক্তব্যেত্যাশঙ্ক্য বৃত্তমর্থান্তরমনুবদতি প্রতিপাদ্যেতি। প্রাসঙ্গিকমজ্ঞস্য কর্ম্ম কর্ত্তব্যতোক্তিপ্রসঙ্গাগতমিতি যাবৎ, বহুকারণমীশ্বরপ্রসাদো দেবতাপ্রীতিশ্চেত্যাদিদোষ-সংকীর্ত্তনং তৈ র্দত্তা ন প্রদায়েত্যাদি॥ ১৬॥

বৃত্তমর্থমেবং বিভজ্যানুষ্ঠানস্তরশ্লোকমাশঙ্ক্যোত্তরত্বেনাবতারয়তি এবমিতি।

অতএব দেহাদি ইন্দ্রিয়বর্গের তৃপ্তি প্রীতি এবং সন্তোষ

আভাস।

কৃতার্থ হয়। পরস্পরের আদান-প্রদান সম্বন্ধই প্রকৃত কর্ম্ম, যাহা বেদে যজ্ঞ নামে অভিহিত। এই যজ্ঞ ব্যাপার অতি বৃহৎ আকাশ পাতাল হইতে অতি ক্ষুদ্র আমরুল শাক পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদার্থ এবং অতি উৎকৃষ্ট দেবযোনি হইতে নিকৃষ্ট গুটিপোকা কীট পর্য্যন্ত স্ব স্ব শক্তি এবং দেহ পর্য্যন্ত বিতরণে সেই পরমেশের সংসার-চক্রের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। একটী আম্রাদির বৃক্ষ শিকড় দ্বারা পৃথিবীর নিকট হইতে রস ভিক্ষা করিয়া, স্বয়ং পত্র পুষ্প ও ফলে সুশোভিত হইয়া পরম দেব পরমাত্মার সংসার-চক্র নির্ব্বাহ হইবার পদ্ধতির উপলক্ষে যাবতীয় ফল ও পত্রাদি, এমন কি! নিজ দেহ পর্য্যন্ত প্রদানে জগৎপতির অপূর্ব্ব যজ্ঞের নির্ব্বাহ করিতেছে। নিজের স্বার্থ উপলক্ষে একটী ফলও লুকাইয়া রাখে না। অতএব মানব যদি সংসারের হিতানুষ্ঠান ব্যতীত স্বার্থের জন্য যে কোন কার্য্য করিবে, তাহার জীবন কখন কর্ত্তব্য-পূর্ণ বলা যাইতে পারে না। সুতরাং তাহার সংসারে আগমন কেবল পাপের সঞ্চয়ার্থ এবং কৃতঘ্নতার পরিচয়ার্থ মাত্র। সমস্ত জীবনে ক্ষুধা পিপাসাদি নিবারণোপলক্ষে সেই জগজ্জীবনের নিকট হইতে যত ভোগ্য সে পাইয়াছে, তাহার বিনিময়ে তাহার

আত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট স্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

তু আত্মরতিঃ আত্মনি পরমাত্মস্বরূপে রতিঃ প্রীতিঃ, আত্মতৃপ্তঃ স্বানুভবেন নির্বৃতঃ, তথা আত্মনি এব চ সন্তুষ্টঃ অপেক্ষাবর্জ্জিতঃ স্যাৎ তস্য কার্য্যং করণীয়ং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কর্ম্মযোগানুষ্ঠানোপায়প্রাপ্যামাত্মবিদো জ্ঞানযোগেনৈব নিষ্ঠামাত্মবিদ্ভিঃ সাংখ্যৈরনুষ্ঠেয়ামপ্রাপ্তেনৈবেত্যেবমর্থমর্জ্জুনস্য প্রশ্নমাশঙ্ক্য স্বয়মেব বা শাস্ত্রার্থস্য বিবেকপ্রতিপত্ত্যর্থমেব চৈতমাত্মানং বিদিত্বা নিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানাঃ সন্তো ব্রাহ্মণা মিথ্যা-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অর্জ্জুনস্য প্রশ্নমিত্যেবমর্থমাশঙ্ক্যাহ ভগবানিতি সম্বন্ধঃ। নন্বেষা শঙ্কা নাবকাশমাসাদয়ত্যানাত্মজ্ঞেন কর্ত্তব্যং কর্ম্মেতি বচশো বিশেষিতত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ স্বয়মেবেতি। কিমর্থং শ্রুত্যর্থং স্বয়মেব ভগবানত্র প্রতিপাদয়তি ইত্যাশঙ্ক্যাহ শাস্ত্রার্থস্যেতি। গীতাশাস্ত্রস্য সসন্ন্যাসং জ্ঞানমেব মুক্তিসাধনমর্থো নার্থান্তরমিতি বিবেকার্থমিহ শ্রুত্যর্থং সংক্ষিপতি কীর্ত্তয়তীত্যর্থঃ। তমেব শ্রুত্যর্থং সংক্ষিপতি এবমিতি। সিদ্ধশ্চেদাত্মবেদনমনর্থকং তর্হি ব্যুত্থানাদীত্যাশঙ্ক্যাপাতিক-বিজ্ঞান-

---

সাধনের জন্য উদ্গ্রীব না হইয়া, সকলের মূলীভূত জ্ঞানভাব আত্মস্বরূপে প্রকৃত রতি অর্থাৎ প্রীতি, আত্মস্বরূপেই আনন্দানুভূতি অর্থাৎ তৃপ্তি এবং আত্মস্বরূপেই ভোগাদির অপেক্ষা না করিয়া প্রকৃত সন্তোষ অনুভব করেন, তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের আর কর্ত্তব্য বলিয়া কোন কর্ম্মের নির্দ্দেশ থাকে না। ১৭ ॥

আভাস

জীবনে কিছুই প্রত্যর্পণ করা হইল না। সেই আত্মম্ভরী বিষয়াসক্ত ব্যক্তিই প্রকৃত নারকী নামে অভিহিত, সন্দেহ নাই! জগতে তাহার জীবন-ধারণ নিরর্থক। ॥ ১৬ ॥

এই কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানে কৃতার্থ হইয়া যে ব্যক্তি নিজ যোগ্যতা এবং জগৎ নিয়ন্তার যোগ্যতার পরিচয় লাভ করিতে পারে, সেই প্রকৃত কৃতী জ্ঞানী এবং ফলী বলিয়া সংসারে পরিচিত। লতা পাদপাদির ন্যায়, সকল মানবই

শাঙ্করভাষ্যম্।

জ্ঞানবন্তিরবশ্যং কর্ত্তব্যেভ্যঃ পুত্রৈষণাদিভ্যো ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং শরীরস্থিতিমাত্র-প্রযুক্তং চরন্তি ন তেষামাত্মজ্ঞাননিষ্ঠাব্যতিরেকেণান্যৎকার্য্যমস্তি ইত্যেবং শ্রুত্যর্থমিহ গীতাশাস্ত্রে প্রতিপাদয়িষিতমাবিষ্কুর্ব্বন্নাহ ভগবান্ যস্ত্বিতি। যস্তু সাংখ্য আত্ম-জ্ঞাননিষ্ঠ আত্মরতিঃ আত্মনি এব রতি র্ন বিষয়েষু যস্য স আত্মরতিরেব স্যাদ্ভবেৎ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ফলমাহ নিবৃত্তেতি। ব্রাহ্মণগ্রহণং তেষামেব ব্যুত্থানে মুখ্যমধিকারিত্বমিতি জ্ঞাপনার্থং। ক্লেশাত্মকত্বাদেষণানাং তাভ্যো ব্যুত্থানং সর্ব্বেষাং স্বাভাবিকত্বাদবিধিং-সম্ভবিত্যাশঙ্ক্যাহ মিথ্যেতি। ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তীতি বচনং ব্যুত্থানবিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ শরীরেতি। তর্হি তদ্বদেব তেষামগ্নিহোত্রাদ্যপি কর্ত্তব্যমাপদ্যেতেত্যাশঙ্ক্য ব্যুত্থায়িনামাশ্রমধর্ম্মদগ্নিহোত্রাদেরনুষ্ঠাপকভাবান্নৈবমিত্যাহ ন তেষামিতি। যথোক্তং শ্রুত্যর্থমস্মিন্ গীতাশাস্ত্রে পৌর্ব্বাপর্য্যেণ পর্য্যালোচ্যমানে প্রতিপাদয়িতুমিষ্টং প্রকটীকুর্ব্বন্ কর্ত্তব্যমেব কর্ম্ম জীবন্তেতি নিয়মে জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানামিতি চোদ্য-পরিহারমুপদর্শয়তি ইত্যেবমিতি। আত্মনিষ্ঠস্য বিষয়সঙ্গরাহিত্যং দৃষ্টং তদনাত্মজ্ঞেন

স্বামিকৃতটীকা।

তদেবং ন কর্ম্মণামনারম্ভাদিত্যাদিনা অজ্ঞস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং কর্ম্মযোগমুক্ত্বা জ্ঞানিনঃ কর্ম্মানুপযোগমাহ যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাং। আত্মন্যেব রতিঃ প্রীতির্যস্য সঃ, ততশ্চাত্মন্যেব তৃপ্তঃ স্বানন্দানুভবেন নির্বৃতঃ, অতএবাত্মন্যেব সন্তুষ্টো ভোগাপেক্ষা-রহিতো যস্তস্য কর্ত্তব্যং কর্ম্ম নাস্তীতি ॥ ১৭ ॥

আভাস।

পরোক্ষভাবে এই কার্য্যই করিতেছে; কিন্তু লাভের মধ্যে আমি ও আমার বলিয়া বিজ্ঞানের সমীপে নিন্দিত হইতেছে। গৃহস্থ মাত্রেই স্ত্রী পুত্র ও দাস দাসী প্রভৃতির ভরণ পোষণে আনন্দ-লাভ করিয়া থাকে। এই আনন্দের অন্তর্গুহায় প্রবেশ করিলে বুঝিতে পারিব যে, সে আনন্দ পরিবারদের সন্তোষ হইতে উৎপন্ন হয় নাই। কারণ সকলকে পরিতৃপ্ত করিতে বরং নিজেকে বিশেষ কষ্ট ও দুঃখই ভোগ করিতে হয়; তাহাতে আনন্দের বিন্দুমাত্র উপলব্ধ হয় না; বরং বিরক্তিরই সমাবেশ ঘটে। তথাপি মনে মনে আনন্দ হয়, সে আনন্দ কেন? জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে বলিব যে, দিয়া আনন্দ হয় নাই, তবে দিবার যোগ্যতা যে আমার আছে, তাহা বুঝিয়াই আনন্দ। আপন যোগ্যতার প্রমাণ

শাঙ্করভাষ্যম্।

আত্মতৃপ্তশ্চ আত্মনৈব তৃপ্তো নান্নরসাদিনা স মানবো মনুষ্যঃ সন্ন্যাসী আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ সন্তোষো হি বাহ্যার্থলাভেন সর্ব্বস্য ভবতি তমনপেক্ষ্যাত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ সর্ব্বতো বিগততৃষ্ণ ইত্যেতৎ য ঈদৃশ আত্মবিৎ তস্য কার্য্যং করণীয়ং ন বিদ্যতে নাস্তীত্যর্থঃ॥ ১৭॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

জিজ্ঞাসুনা কর্ত্তব্যমিতি মত্বাহ যস্ত সাংখ্য ইতি। কিঞ্চ আত্মজ্ঞস্য জ্ঞানেনাত্মনৈব পরিতৃপ্তত্বান্নান্নপানাদিনা সাধ্যা তৃপ্তিরিষ্টা তেন বিদ্যার্থিনা সন্ন্যাসিনাপি নান্নরসাদাবাসক্তি র্যুক্তা কর্ত্তুমিত্যাহ আত্মতৃপ্ত ইতি। কিঞ্চ আত্মবিদঃ সর্ব্বতো বৈতৃষ্ণ্যং দৃষ্টং তদনাত্মবিদা বিদ্যার্থিনা কর্ত্তব্যমিত্যাহ আত্মন্যেবেতি। রতিতৃপ্তিসন্তোষাণাং মোদপ্রমোদানন্দবদবান্তরভেদঃ, অথবা রতির্বিষয়াসক্তিঃ তৃপ্তির্বিষয়বিশেষ-সম্পর্কজং সুখং সন্তোষোঽভীষ্টবিষয়মাত্রলাভাধীনং সুখসামান্যমিতি ভেদঃ। নন্বাত্মরতেরাত্মতৃপ্তস্যাত্মন্যেব সন্তুষ্টস্যাপি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যং মুক্তয়ে ভবিষ্যতীতি নেত্যাহ য ঈদৃশ ইতি॥ ১৭॥

আভাস।

কি? পরিবারস্থ সর্ব্বসাধারণে সন্তুষ্ট! সাধারণের তুষ্টি হইলে, ব্রহ্মণ্যদেব তুষ্ট হইয়াছেন। অতএব নিজে না খাইয়া, না পরিয়া, প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া সর্ব্বসাধারণের তুষ্টিসাধন করিতে পারিলে, ঈশ্বর তুষ্ট হইয়াছেন বুঝিলাম! এবং আমি পরিতুষ্ট করিতে পারিলাম বলিয়া, নিজ-স্বরূপের যোগ্যতার পরিচয় পাইয়াই মানব আনন্দিত। তখন সে নিরবে আত্মানন্দ অনুভব করে। কিন্তু পরিবার-বর্গ পাইয়া খাইয়া তুষ্ট, গৃহস্বামী নিরবে তুষ্ট, তাহার খাইবার পরিবার কিছুই নাই! তথাপি তুষ্ট। অতএব কর্ম্মযোগের ফল প্রত্যক্ষে অনুভব বা দর্শন করিয়া, সর্ব্বফলদাতা ভগবানকেই ফলরূপে দেখিতে পাওয়া যায় এবং কর্ম্মযোগের কর্ত্তা-রূপে প্রকৃত চৈতন্যস্বরূপ নিজেরই উপলব্ধি হয়। এই চৈতন্যস্বরূপ সর্ব্বকর্ম্মকর্ত্তা আত্মার উপলব্ধি হইলে, আনন্দের আর সীমা থাকে না। রতি, তৃপ্তি এবং সন্তোষ ভেদে আনন্দের ত্রিবিধ সমবেশই আত্মাতে উপলব্ধ হয়। ভোগ্য পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষার নাম রতি। তাহার সম্পর্ক-জনিত অর্থাৎ তাহা পাইলে তৃপ্তি; এবং দীর্ঘকাল-ব্যাপী সম্বন্ধ সত্ত্বেও বিষয়ান্তরের জন্য উদ্বেগ উদিত না হইয়া, সুখের ন্যায় প্রাপ্ত বিষয়েই যে নিবৃত্তি, তাহাকে সন্তোষ বলে। কার্য্যের যোগতা

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।

অন্বয়ঃ।

তস্য পরমাত্মরতেঃ জনস্য কৃতেন কর্ম্মণা অর্থঃ প্রয়োজনং ন অস্তি

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ নৈবেতি। নৈব তস্য পরমাত্মরতেঃ কৃতেন কর্ম্মণার্থঃ প্রয়োজনমস্তি। অস্ত তর্হ্যকৃতেন অকরণেন প্রত্যবায়াখ্যোঽনর্থো নাকৃতেনেহ লোকে কশ্চন কশ্চিদপি প্রত্যবায়প্রাপ্তিরূপঃ আত্মহানিলক্ষণো বা নৈবাস্তি। ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ প্রয়োজন-নিমিত্তক্রিয়াসাধ্যো ব্যপাশ্রয়ঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ইতশ্চাত্মবিদো ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমিত্যাহ কিঞ্চেতি। অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সয়োরন্যতরৎ প্রয়োজনং কৃতেন সুকৃতেনাত্মবিদো ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ নৈবেতি। প্রত্যবায়-নিবৃত্তয়ে স্বরূপ-প্রচ্যুতিপ্রত্যাখ্যানায় বা কর্ম্ম স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নেত্যাদিনা। ব্রহ্মাদিষু স্থাবরান্তেষু ভূতেষু কঞ্চিদ্ভূতবিশেষমাশ্রিত্য কশ্চিদর্থো বিদুষঃ সাধ্যো ভবিষ্যতি তদর্থং তেন কর্ত্তব্যং কর্ম্মেত্যাশঙ্ক্যাহ ন চেতি। তত্রাস্যং পদমাদত্তে নৈবেতি। তং ব্যাচষ্টে তস্যেতি। আত্মবিদঃ স্বর্গাদ্যভ্যুদয়ানর্থিত্বং

স্বামিকৃতটীকা।

তত্র হেতুমাহ নৈবেতি। কৃতেন কর্ম্মণা তস্যার্থঃ পুণ্যং নৈবাস্তি ন চাকৃতেন কশ্চন কোঽপি প্রত্যবায়োঽস্তি নিরহঙ্কারত্বেন বিধিনিষেধাতীতত্বাৎ। তথাপি তদ্ধ্যেষাং ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুরিতি শ্রুতের্মোক্ষে দেবকৃত-বিঘ্নসম্ভবাত্তৎ-পরিহারার্থং কর্ম্মভির্দেবাঃ সেব্যা ইত্যাশঙ্ক্যোক্তং সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু কশ্চিদপ্যর্থব্যপাশ্রয়ঃ। আশ্রয়এব ব্যপাশ্রয়ঃ অর্থে মোক্ষে আশ্রয়ণীয়োঽস্য নাস্তী-

---

কারণ দেহের অন্তরে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সাক্ষিস্বরূপ আত্ম-তত্ত্বের অবধারণ হইলে, তাহারই অনুপাতে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষী চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্ম-তত্ত্বেরও স্বরূপ সাক্ষাৎকার মানবের

আভাস।

দর্পনে নিজভাবের উপলব্ধিই আত্মসাক্ষাৎকার। তাহার উদয় হইলে, আর কর্ম্মযোগের প্রয়োজন থাকে না! কারণ সর্ব্বপ্রকার রতি, তুষ্টি এবং সন্তোষ-দায়ক আনন্দ এক আত্মাতেই উপলব্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

তখন তাহার আর কাঁহারও সহিত সম্পর্ক রাখিবার প্রয়োজনও থাকে না; এবং করা না করা দুই এক হইয়া যায়। কারণ যাহার জন্য করা, সেই আত্ম-

ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ

তথা অকৃতেন ইহ লোকে কশ্চন প্রত্যবায়ঃ অপি নাস্তি; তথা অস্য মানবস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ প্রয়োজনাপেক্ষাপি ন বিদ্যতে ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ব্যপাশ্রয়ণং আলম্বনং, কঞ্চিদ্ভূতবিশেষমাশ্রিত্য ন সাধ্যঃ কশ্চিদর্থোঽস্তি যেন তদর্থা ক্রিয়াঽনুষ্ঠেয়া স্যাৎ ন ত্বং এতস্মিন্ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে সম্যগ্দর্শনে বর্ত্তসে ॥ ১৮ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নিঃশ্রেয়সস্য চ প্রাপ্তত্বান্ন কৃতং কর্ম্মার্থবদিত্যর্থঃ। আত্মবিদা চেৎ কর্ম্ম ন ক্রিয়তে তর্হি তেনাকৃতেন তস্যানর্থো ভবিষ্যতীতি তৎপ্রত্যাখ্যানার্থং তস্য কর্ত্তব্যং কর্ম্মেতি শঙ্কতে তর্হীতি। দ্বিতীয়-পাদেনোত্তরমাহ নেত্যাদিনা। অতো ন তন্নিবৃত্ত্যর্থং কৃতমর্থবদিতিশেষঃ। দ্বিতীয়ং ভাগং বিভজতে ন চাস্যেতি। ব্যপাশ্রয়ণমালম্বনং নেতি সম্বন্ধঃ। পদার্থমুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ কিঞ্চিদিতি। ভূতবিশেষস্যাশ্রিতস্যাপি ক্রিয়াদ্বারা প্রয়োজনপ্রসবহেতুত্বমিতি মত্বাহ যেনেতি। তর্হি ময়াপি যথোক্তং তত্ত্বমাশ্রিত্য ত্যাজ্যমেব কর্ম্মেত্যর্জ্জুনস্য মতমাশঙ্ক্যাহ ন ত্বমিতি ॥ ১৮ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

ত্যর্থঃ, বিঘ্নাভাবস্য শ্রুত্যৈবোক্তত্বাৎ, তথা চ শ্রুতিঃ। তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হ্যেষাং সম্ভবতীতি, হ নেত্যব্যয়মপ্যর্থে, দেবা অপি তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য অভূত্যৈ ব্রহ্মভাবপ্রতিবন্ধায় নেশতে ন শক্নুবন্তীতি শ্রুতেরর্থঃ। দেবকৃতাস্তু বিঘ্নাঃ সম্যগ্জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাগেব যদেতদ্ব্রহ্ম মনুষ্যা বিদুস্তদেবৈষাং দেবানাং ন প্রিয়মিতিশ্রুত্যা ব্রহ্মজ্ঞানস্যৈবাপ্রিয়ত্বোক্ত্যা তত্রৈব বিঘ্নকর্তৃত্বস্য সূচিতত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

হইয়া থাকে। সুতরাং তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানীর আর কোন কর্ম্ম করিবার অপেক্ষা থাকে না এবং না করিলেও কোন প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা ঘটে না। অধিক কি! ব্রহ্মাদি কোন সৃষ্ট ভূতবর্গের সহিতও তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানীর কোনরূপ প্রয়োজনেরও সম্বন্ধ বা অপেক্ষা থাকে না ॥ ১৮ ॥

আভাস।

সাক্ষাৎকার ও পরমেশ সাক্ষাৎকার তাহার হইয়া গিয়াছে। সুতরাং নিত্যকর্ম্মের

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ ॥

তস্মাৎ অসক্তঃ নিষ্কামঃ সন্ কার্য্যং বিহিতং কর্ম্ম সততং সমাচর অনুতিষ্ঠ! অসক্তঃ সন্ কর্ম্ম আচরন্ পুরুষঃ পরং মোক্ষং আপ্নোতি ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যত এবং তস্মাদিতি। তস্মাদসক্তঃ সংসর্গবর্জ্জিতঃ সততং সর্ব্বদা কার্য্যং কর্ত্তব্যং নিত্যং কর্ম্ম সমাচর নির্ব্বর্ত্তয়! অসক্তো হি যস্মাৎ সমাচরন্নীশ্বরার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ পরমাপ্নোতি পুরুষঃ; মোক্ষমাপ্নোতি পুরুষঃ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সম্যগ্‌জ্ঞাননিষ্ঠাভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানমাবশ্যকমিত্যাহ যত ইতি। তস্মাৎ জ্ঞাননিষ্ঠারাহিত্যাদিতি যাবৎ। মোক্ষমেবাপেক্ষমাণস্য কথং কর্ম্মণি ফলান্তরবতি নিয়োগঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অসক্তো হীতি ॥ ১৯ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

যস্মাদেবম্ভূতস্য জ্ঞানিন এব কর্ম্মানুপযোগো নান্যস্য তস্মাত্ত্বং কর্ম্ম কুর্ব্বিত্যাহ তস্মাদিতি। অসক্তঃ ফলসঙ্গরহিতঃ সন্ কার্য্যমবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম সম্যগাচর; হি যস্মাদসক্তঃ কর্ম্মাচরন্ পুরুষঃ পরং মোক্ষং চিত্তশুদ্ধিদ্বারা প্রাপ্নোতি ॥ ১৯ ॥

অতএব ভগবানের বেদ বা যজ্ঞরূপ কর্ম্মচক্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তুমি ভোগ-বিলাসকে উপেক্ষা করত অনাসক্তভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্মের নিরন্তর অনুষ্ঠান কর! অনাসক্তভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা মানব আত্মসাক্ষাৎকার-রূপ পরমাত্ম-স্বরূপের অবধারণে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥

আভাস।

অকরণে অজ্ঞানীর প্রত্যবায় হইলেও, জ্ঞানীর আর প্রত্যবায় হয় না এবং তজ্জন্য তাঁহাকে আর পাপভাগী হইতেও হয় না। জ্ঞানীর নিকট ব্রহ্মাদি লোকপাল বলিয়া কোন শ্রেষ্ঠ বা নীচ স্থাবর পদার্থের সংশ্রবে কোন প্রত্যাশা থাকে না; জীবন ধারণের সকল কার্য্যই জ্ঞানীর আত্মসাক্ষাৎকারে সমাপ্ত হইয়া যায় ॥ ১৮ ॥

অতএব হে অর্জ্জুন! এ সংসার যখন আমার বা তোমার নহে, তখন আমার

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোক-সংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ।

জনকাদয়ঃ বিদ্বাংসঃ অপি কর্ম্মণা এব সংসিদ্ধিং আত্মসাক্ষাৎকাররূপং জ্ঞানং আস্থিতাঃ প্রাপ্তাঃ, ত্বং অপি লোক-সংগ্রহং সংপশ্যন্ (লোকান্ স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তয়িতুং) কর্ম্ম কর্ত্তুং অর্হসি ॥ ২০ ॥

সদাচার ব্যতীত কেহ কখন সিদ্ধিলাভ করেন নাই! এমন কি! পূর্ব্বে জনকাদি রাজর্ষিগণও মমতা পরিহারে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা মোক্ষস্বরূপ পরমার্থ-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন: অন্ততঃ লোক শিক্ষার জন্যও কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠানে যত্নশীল হওয়া তোমার কর্ত্তব্য ॥ ২০ ॥

আভাস।

বা তোমার ভাবিয়া কার্য্য করা ত কখনই যুক্তিসংগত হয় না। আসার পর ভাবায় বৃথায় পরের ঝনুঝট্ স্কন্ধে আরূঢ় করান হয়। স্থাবর জঙ্গমাত্মক কোন জীবদেহ বা জড়দেহ কার্য্য না করিয়া কখনই নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করিতে পারিতেছে না। হিমালয়ের ন্যায় অতি কঠিন এবং অতি বৃহৎ পর্ব্বতও তাহার অভ্যন্তরে সঞ্চারিত শক্তির প্রভাবে স্থূলমূর্ত্তিতে পরিবর্দ্ধিত বা কৃশত্ব লাভে পরিণমিত হইতেছে। একটী অতি ক্ষুদ্র পাতা বা বৃক্ষও নিরন্তর পরিণতির প্রসারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মানবের দেহও বাল্যভাব হইতে পরিণত হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধত্বে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই সমস্ত আভ্যন্তরিক ক্রিয়া সেই ইচ্ছাময় সৃষ্টিকর্ত্তারই ইচ্ছার পরিচয় মাত্র। তাঁহার ইচ্ছাই কার্য্য কারণ ও ক্রিয়া মূর্ত্তিতে এই জগতে বিরাজ করিতেছে। সুতরাং কোন ব্যাপারে আমার বলিয়া আত্মাভিমানের স্মরণ মাত্রও না করিয়া, এক ভগবানের ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তির পরিচয় জ্ঞানে এই সমগ্র জগতের প্রতি দৃষ্টি করত, তুমিও সর্ব্বদা ক্ষত্রিয়ের উচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাক! নিরন্তর ভগবানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অর্থাৎ তাঁহার জগতে, তাঁহার কর্ম্মে নিযুক্ত আছি ভাবিয়া, কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিলে, প্রত্যেক ব্যাপারে তাঁহাকে তোমার চিত্তে দেখিতে পাইবে! এবং ভগবৎ সন্দর্শনের ফলে পরম শান্তি অন্তে প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥

পূর্ব্বকালের রাজর্ষি জনক ও অশ্বপতি প্রভৃতি বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ নিজের

শাঙ্করভাষ্যম্।

যস্মাচ্চ কর্ম্মণৈবেতি। কর্ম্মণৈব হি যস্মাৎ পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়াঃ বিদ্বাংসঃ সংসিদ্ধিং মোক্ষং গন্তুমাস্থিতাঃ প্রবৃত্তা জনকাদয়ো জনকাশ্বপতিপ্রভৃতয়ো যদি তে প্রাপ্তসম্যগ্‌দর্শনাস্ততো লোকসংগ্রহার্থং প্রারব্ধকর্ম্মত্বাৎ কর্ম্মণা সহৈবাসন্ন্যস্যৈব কর্ম্ম সংসিদ্ধিমাস্থিতা ইত্যর্থঃ। অথাপ্রাপ্তসম্যগ্‌দর্শনা জনকাদয়স্তদা কর্ম্মণা সত্ত্বশুদ্ধিসাধনভূতেন ক্রমেণ সংসিদ্ধিমাস্থিতা ইতি ব্যাখ্যেয়ঃ শ্লোকোঽয়ং মন্যসে পূর্ব্বৈরপি জনকাদিভিরপ্যজানদ্ভিরেব কর্ত্তব্যং কৃতং কর্ম্ম তাবতা নাবশ্যমন্যেন কর্ত্তব্যং সম্যগ্-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যদ্যপি জিতেন্দ্রিয়োঽপি বিবেকী শ্রবণাদিভিরজস্রং ব্রহ্মণি নিষ্ঠাতুং শক্নোতি তথাপি ক্ষত্রিয়েণ ত্বয়া বিহিতং কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিত্যাহ যস্মাচ্চেতি। তস্মাত্ত্বমপি কর্ম্ম কর্ত্তুমর্হসীতি সম্বন্ধঃ। ইতোঽপি ত্বয়া বিহিতং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ লোকেতি। পূর্ব্বার্দ্ধং বিভজতে কর্ম্মণৈবেতি। কথং জনকাদীনাং কর্ম্মণা সংসিদ্ধিপ্রাপ্তিরুচ্যতে কর্ম্মত্যাগাৎ হি সম্যগ্‌দর্শনবতাং প্রসিদ্ধা সংসিদ্ধিরিতি তৎ কিং জনকাদয়োঽপি প্রাপ্তসম্যগ্‌দর্শনাঃ স্যুঃ উত অপ্রাপ্তসম্যগ্দর্শনা ভবেয়ুরিতি বিকল্প্য প্রথমং প্রত্যাহ যদীতি। লোকসংগ্রহার্থং কর্ম্মণা সহৈব সংসিদ্ধিমাস্থিতা ইতি সম্বন্ধঃ। কর্ম্মণা সহৈবেত্যেতৎ ব্যাকরোতি অসন্ন্যস্যৈব কর্ম্মেতি। তত্র হেতুমাহ প্রারব্ধেতি। জনকাদীনাং সত্যপি জ্ঞানিত্বে প্রারব্ধ কর্ম্মবশাৎ কর্ম্মাপরিত্যজ্যৈব লোকসংগ্রহার্থং প্রবর্ত্তমানানাং নিমাহাম্ম্যাদুপপন্না সংসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়মনূদ্য পূর্ব্বার্দ্ধে-

স্বামিকৃতটীকা।

অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি কর্ম্মণৈবেতি। কর্ম্মণৈব শুদ্ধসত্ত্বাঃ সন্তঃ সংসিদ্ধিং সম্যগ্‌জ্ঞানং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ, যদ্যপি ত্বং সম্যগ্‌জ্ঞানিনমেবাত্মানং মন্যসে তথাপি কর্ম্মাচরণং ভদ্রমেবেত্যাহ লোকসংগ্রহমিত্যাদি। লোকস্য সংগ্রহঃ স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনং ময়া কর্ম্মণি কৃতে জনঃ সর্ব্বোঽপি করিষ্যতি অন্যথা জ্ঞানিদৃষ্টান্তেনাজ্ঞো নিজধর্ম্মং নিত্যং কর্ম্ম ত্যজন্ পতেদিত্যেবং লোকরক্ষণমপি তাবৎ প্রয়োজনং পশ্যন্ কর্ম্ম কর্ত্তুমেবার্হসি ন ত্যক্তুমিত্যর্থঃ॥ ২০॥

আভাস।

জ্ঞানমার্য্যাদায় সন্তুষ্ট হইলেও, কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত কেহ পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা আত্মা ও অনাত্মার বিচারে পারদর্শী হইয়াও, কর্ম্মযোগে কখন নিরস্ত হন নাই। কারণ তাঁহারা জানিতেন যে, বুদ্ধি জ্ঞানের আলোচনায় পরিপক্ক হইলেও দেহের অনুরোধে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সর্ব্বদা করা কর্ত্তব্য। কারণ মরণ-কাল

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রেষ্ঠঃ বিজ্ঞঃ জনঃ যৎ বিহিতং করোতি যৎ চ প্রতিষিদ্ধং নিষিদ্ধং কর্ম্ম ন আচরতি, ইতরঃ অজ্ঞঃ সাধারণঃ জনঃ তৎ তৎ অনুবর্ত্ততে অনুচরতি। অতঃ সঃ বিজ্ঞঃ যৎকর্ম্ম প্রমাণং কুরুতে মন্যতে লোকঃ তং অনুবর্ত্ততে অনুসরতি ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

দর্শনবতা কৃতার্থেনেতি তথাপি প্রারব্ধকর্ম্মায়ত্তস্তং লোকসংগ্রহমেবাপি লোকস্যো-ন্মার্গপ্রবৃত্তিনিবারণং লোকসংগ্রহ স্তমেবাপি প্রয়োজনং সম্পশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

লোকসংগ্রহঃ কিমর্থ উচ্যতে যদ্‌যদিতি। যদ্ যৎ কর্ম্ম আচরতি শ্রেষ্ঠঃ প্রধান-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নোত্তরমাহ অথেত্যাদিনা। দ্বিতীয়ার্দ্ধব্যাবর্ত্ত্যামাশঙ্কামুত্থাপয়তি অথেতি। অজ্ঞেনা-কৃতার্থেন কৃতং কর্ম্মেত্যেতাবতা জ্ঞানবতা কৃতকৃত্যেন ন তৎ কর্ত্তব্যমিত্যুক্তমঙ্গী-করোতি তথাপীতি। তর্হি ময়াপি জ্ঞানবতা কৃতার্থেন কর্ম্ম ন কর্ত্তব্যমিত্যা-শঙ্ক্যার্জ্জুনস্য কর্ত্তব্যমেব কর্ম্মেত্যুত্তরার্দ্ধব্যাখ্যানেন কথয়তি প্রারব্ধেতি ॥ ২০ ॥

জ্ঞানবতা কৃতার্থেন লোকসংগ্রহার্থমপি ন প্রবর্ত্তিতব্যমিত্যাশঙ্কামুত্থাপ্য পরি-হরতি লোকেত্যাদিনা। শ্রুতাধ্যয়ন-সম্পন্নত্বেনাভিমতো যদ্‌বিহিতং প্রতিষিদ্ধং বা

কারণ তোমার জানা উচিত যে, বিজ্ঞ সম্মানী এবং শ্রেষ্ঠ মহোদয় ব্যক্তিগণ জগতে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন,

আভাস।

পর্য্যন্ত বুদ্ধিকে বিশ্বাস করিতে নাই ; দেহের সুস্থ ও অসুস্থতা নিবন্ধন বুদ্ধিও গ্লানিবিশিষ্ট হইতে পারে। বুদ্ধির বিবেক ভাব রক্ষিত থাকে এবং দেহের অনুরোধে বিক্রিত না হয়, তজ্জন্য নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল থাকা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় কথা, তুমি প্রকৃত জ্ঞানী হইয়া কর্ম্মকে অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ করিলে, ধর্ম্মধ্বজী প্রবঞ্চকগণ ধার্ম্মিক ও জ্ঞানীর ভান করিবার জন্য সন্ন্যাসী সাজিয়া জগৎকে বঞ্চনা করিবে এবং বঞ্চকের পথও প্রসারিত করিবে। সুতরাং জ্ঞানী হইলেও, লোক শিক্ষার্থ তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয় ॥ ২০ ॥

সাধারণ লোক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও ভক্তিমান্ ব্যক্তিগণেরই কার্য্যের অনুসরণ

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।

অন্বয়ঃ।

হে পার্থ! মে মম কর্ত্তব্যং করণীয়ং নাস্তি, যতঃ ত্রিষু অপি লোকেষু

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্তত্তদেব কর্ম্মাচরতি ইতরো জনস্তদনুগতঃ। কিঞ্চ শ্রেষ্ঠো যৎ প্রমাণং কুরুতে লৌকিকং বৈদিকং বা লোকস্তদনুবর্ত্ততে তদেব প্রমাণীকরোতীত্যর্থঃ॥ ২১॥

যদ্যত্র লোকসংগ্রহকর্ত্তব্যতায়াং বিপ্রতিপত্তিস্তর্হি মাং কিং ন পশ্যসি নেতি।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কর্ম্মানুতিষ্ঠতি তত্তদেব প্রাকৃতো জনো২নুবর্ত্ততে তেন বিদ্বাবতাপি লোকমর্য্যাদা-স্থাপনার্থং বিহিতং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। শ্রেষ্ঠানুসারিত্বমিতরেষামাচারে দর্শয়িত্বা প্রতিপত্তাবপি দর্শয়তি কিঞ্চেতি॥ ২১॥

কৃতার্থস্যাপি লোকসংগ্রহার্থং বিহিতং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যুক্তা তত্রৈব ভাগবতমত-মুদাহরণত্বেনোপন্যস্যতি যদিত্যাদিনা। অপ্রাপ্তস্য প্রাপ্তয়ে তবাপি কর্ত্তৃত্বসত্ত্বাৎ

স্বামিকৃতটীকা।

কর্ম্মকরণে লোকসংগ্রহো যথা স্যাত্তদাহ যদ্যদিতি। ইতরঃ প্রাকৃতো২পি জনস্তত্তদেবাচরতি স শ্রেষ্ঠো জনঃ কর্ম্মশাস্ত্রং তন্নিবৃত্তিশাস্ত্রং বা যৎ প্রমাণং মন্যতে তদেব লোকো২প্যনুসরতি॥ ২১॥

সাধারণ লোক তদনুরূপ আচরণ করিয়া থাকে। বিজ্ঞগণ যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, সাধারণ ব্যক্তিগণ তাহাকেই প্রমাণ জ্ঞানে কার্য্য করিয়া থাকে॥ ২১॥

এই দেখ! এই তিন ভুবনে আমার ত কিছুরই অভাব নাই

আভাস।

করিয়া থাকে। বড়লোকে যেরূপ আচরণ করে, সাধারণ ব্যক্তিগণ তদ্রূপ আচরণে লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যত্ন করিয়া থাকেন॥ ২১॥

এই দেখ! আমি ভোগের জন্য আবির্ভূত হই নাই। সত্য পথ প্রদর্শনে মানব জীবনকে সংসার-পঙ্ক হইতে উদ্ধার করাই আমার প্রয়োজন! আমার নশ্বর কোন ভোগ-লালসা বা পাইবার প্রত্যাশা বা উন্নতি লাভের প্রয়োজন পি আমি ত কখন বৃথায় কালাতিপাত করি না! আমি সাধারণ

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্তএব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।

মম অনবাপ্তং অপ্রাপ্তং, তথা অবাপ্তব্যং প্রাপ্তব্যং অপি কিঞ্চন নাস্তি; তথাপি কর্ম্মণি চ অহং বর্ত্তে এব ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন মে মম পার্থ নাস্তি ন বিদ্যতে কর্ত্তব্যং ত্রিষপি লোকেষু কিঞ্চন কিঞ্চিদপি কস্মান্ন অনবাপ্তমপ্রাপ্তমবাপ্তব্যং প্রাপণীয়ং তথাপি বর্ত্তএব চ কর্ম্মণ্যহম্ ॥ ২২ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে কর্ত্তব্যমিতি কথমুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ নানবাপ্তমিতি। প্রতীকমুপাদায় ব্যাখ্যানদ্বারা বিদ্যাবতোঽপি কর্ম্মপ্রবৃত্তিং সম্ভাবয়তি নেত্যাদিনা। অন্বয়ার্থং পুনর্নঞো হমুবাদঃ। ভগবতো মে নাস্তি কর্ত্তব্যমিত্যেতদাকাঙ্ক্ষাদ্বারা স্ফোরয়তি কস্মাদিত্যাদিনা। প্রয়োজনাভাবে ত্বয়াপি নামুষ্ঠেয়ং কর্ম্মেত্যাশঙ্ক্য লোকসংগ্রহার্থং মমাপি কর্ম্মানুষ্ঠানমিতি মত্বাহ তথাপীতি ॥ ২২ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

অত্র চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ ন মে ইতি ত্রিভিঃ। হে পার্থ মে কর্ত্তব্যং নাস্তি যতস্ত্রিষপি লোকেষনবাপ্তমপ্রাপ্তং অবাপ্তব্যং প্রাপ্যং নাস্তি তথাপি কর্ম্মণি বর্ত্তএব কর্ম্ম করোম্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

এবং আমার কিছু নাই, এমন নহে; এবং পাইবারও কিছু নাই! সমস্তই আছে তথাপি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কখনত ত্রুটি করিতেছি না ॥ ২২ ॥

আভাস।

মানবের ন্যায়, সামাজিক এবং পারলৌকিক যাগ, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, তর্পণ ও দান ধ্যানাদি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকি! কারণ বড় লোকের অনুকরণ করাই সাধারণ লোকের স্বভাব। বড়লোক হইবার সাধ সকলের হৃদয়েই আছে; কিন্তু কি করিয়া বড় হওয়া যায়, তাহারই অন্বেষণে তাহারা বড় লোকের বর্ত্তমান কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি করে। সুতরাং শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবিদ্ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করেন, তাঁহারই অনুকরণ তাহারা করিয়া থাকে। কিন্তু কিরূপ কার্য্য করিয়া উক্ত বড়লোক শ্রেষ্ঠ পদবীর অধিকারী হইয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান সাধারণ

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ২৩॥

অন্বয়ঃ।

হে পার্থ! অহং যদি জাতু কদাচিৎ অতন্দ্রিতঃ অনলসঃ এব হি কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং, মম শ্রেষ্ঠস্য মার্গং মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বভাবেন অনুবর্ত্তন্তে অনুবর্ত্তিষ্যন্তি॥ ২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যদি হি পুনরহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কদাচিৎ কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতোঽনলসঃ সন্ মম শ্রেষ্ঠস্য সতো বর্ত্মমার্গমনুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ হে পার্থ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ॥ ২৩॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

লোকসংগ্রহোঽপি ন তে কর্ত্তব্যো বিফলত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যদি হীতি॥ ২৩॥

স্বামিকৃতটীকা

অকরণে লোকস্য নাশং দর্শয়তি যদি হ্যহমিতি। জাতু কদাচিদতন্দ্রিতোঽনলসঃ সন্ যদি কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং কর্ম্ম নানুতিষ্ঠেয়ং তর্হি মমৈব বর্ত্ম মার্গং মনুষ্যা অনুবর্ত্তন্তেঽনুবর্ত্তেরন্নিত্যর্থঃ॥ ২৩॥

কারণ আমি যদি অবহিত চিত্তে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত না থাকি, হে পার্থ! আমার অনুকরণে সাধারণ লোকও কর্ত্তব্য কর্ম্মে উপেক্ষা করত নিরবে কর্ম্ম না করিয়া নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করিবে॥ ২৩॥

আভাস।

লোক করে না; বর্ত্তমান ব্যবহারেরই অনুকরণ করে। সুতরাং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম না করেন, সাধারণ লোক আর কর্ম্ম করিবে না। তখন কর্ম্ম না করায় যে অধঃপতনের অপরাধ তাহাদের ঘটিল, তাহার কারণ কিন্তু জ্ঞানিগণের কর্ম্ম না করা; অতএব সাধারণ লোকের অবনতির কারণ বড় লোকের কর্ম্মে উদাসীনতা। কর্ম্ম না করিলে, বড় লোকই সাধারণ লোকের পতনের কারণ॥ ২২॥ ২৩॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা:ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্‌।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ।

চেৎ যদি অহং কর্ম্ম ন কুর্য্যাং তদা ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ নশ্যেয়ুঃ তথা অহং সঙ্করস্য আচার-জ্ঞানশূন্যস্য বর্ণসঙ্করস্য মানবস্য কর্ত্তা স্যাং তেন চ উপহন্যাং মলিনীকুর্য্যাং ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌।

তথা চ কো দোষ ইত্যাহ উৎসীদেয়ুর্ব্বিনশ্যেয়ুরিমে সর্ব্বে লোকাঃ লোকস্থিতি-নিমিত্তস্য কর্ম্মণোঽভাবাৎ ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং কিঞ্চ সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাং তেন

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শ্রেষ্ঠস্য তব মার্গানুবর্ত্তিত্বং মনুষ্যাণামুচিতমেবেত্যাশঙ্ক্য দূষয়তি তথাচেত্যাদিনা। ঈশ্বরস্য কর্ম্মণ্যপ্রবৃত্তৌ তদনুবর্ত্তিনামপি কর্ম্মানুপপত্তেরিতি হেতুমাহ লোকস্থিতীতি। ইতশ্চেশ্বরেণ কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ কিঞ্চেতি। যদি কর্ম্ম ন কুর্য্যামিতি শেষঃ। সঙ্কর-করণস্য কার্য্যং কথয়তি তেনেতি। প্রজোপহতিরপি প্রাপ্যতে চেৎ কিং তয়া তব স্যাদিতি তত্রাহ প্রজানামিতি। ত্বামনাচরন্তমনুবর্ত্ততাং সর্ব্বেষাং

স্বামিকৃতটীকা।

ততঃ কিমত আহ উৎসীদেয়ুরিতি। উৎসীদেয়ুঃ ধর্ম্মলোপেন নশ্যেয়ুঃ ততশ্চ যো বর্ণসঙ্করো ভবেত্তস্যাপ্যহমেব কর্ত্তা স্যাং ভবেয়ং, এবমহমেব প্রজা উপহন্যাং মলিনীকুর্য্যামিতি ॥ ২৪ ॥

অতএব আমি যদি কর্ম্ম না করি, আমার বংশগত যাবতীয় সন্তান সন্ততিগণকে কর্ম্মহীন করত উৎসন্নের পথে অগ্রসর করাইব এবং বংশ-পরম্পরায় আচার-ভ্রষ্ট সঙ্করের উৎপাদনে সমগ্র প্রজা-বর্গকে বিনষ্ট করিব, সন্দেহ নাই ॥ ২৮ ॥

আভাস।

বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে সমাজ, জাতি এবং সমগ্র দেশ উৎসন্ন হইয়া পশু-প্রকৃতিতে পরিণত হয়। মানব-সমাজ যে দৈহিক ভোগ এবং তদনুকূলে প্রয়োজনের পূরণ করিলেই কৃতার্থ হয়, তাহা নহে, জ্ঞানের উন্নতি সাধন করাই মনুষ্য জীবনের প্রধান লক্ষ্য। ভোজনাদির দ্বারা দেহকে রক্ষা করা, কেবল জ্ঞান-সাধনের জন্য। দৈহিক ভোগ সাধনে চরিতার্থ হওয়া, মনুষ্য

শাঙ্করভাষ্যম্।

কারণেনোপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ প্রজানামনুগ্রহায় প্রবৃত্তস্তদুপহতিং উপহননং কুর্য্যামিত্যর্থঃ। মমেশ্বরস্যানস্বরূপমাপদ্যেত যদি পুনরহমিব ত্বং কৃতার্থবুদ্ধিরাত্মবিদন্যো বা তস্যাপ্যাত্মনঃ কর্ত্তব্যাভাবেঽপি পরানুগ্রহ এব কর্ত্তব্য ইতি ॥ ২৪ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কো দোষঃ স্যাদিত্যপেক্ষায়ামীশ্বরস্য কৃতার্থত্বয়া কর্ম্মানুষ্ঠানাভাবে তদনুবর্ত্তিনামপি তদভাবাদেব স্থিতিহেত্বভাবাৎ পৃথিব্যাদিভূতানাং বিনাশ-প্রসঙ্গাদ্বর্ণাশ্রমধর্ম্মব্যবস্থানুপপত্তেশ্চাধিকৃতানাং প্রাণভৃতাং পাপোপহতত্বপ্রসঙ্গাৎ পরানুগ্রহার্থং প্রবৃত্তিরীশ্বরস্যেত্যুক্তং; সম্প্রতি লোকসংগ্রহায় কর্ম্ম কুর্ব্বাণস্য কর্ত্তৃত্বাভিমানেন জ্ঞানাভিভবে প্রাপ্তে প্রত্যাহ যদি পুনরিতি। কৃতার্থবুদ্ধিত্বে হেতুমাহ আত্মবিদিতি। যথাবদাত্মানমবগচ্ছন্ কর্ত্তৃত্বাদ্যভিমানাভাবাৎ কৃতার্থো ভবত্যেবেত্যর্থঃ। অর্জ্জুনাদন্যত্রাপি জ্ঞানবতি কৃতার্থবুদ্ধিত্বং কর্ত্তব্যত্বাদ্যভিমানহীনে তুল্যমিত্যাহ অন্যো বেতি। তস্য তর্হি কর্ম্মানুষ্ঠানমফলত্বাদনবকাশমিত্যাশঙ্ক্যাহ তস্যাপীতি। কর্ত্তব্য ইত্যাত্মবিদাপি পরানুগ্রহায়,কর্ত্তব্যমেব কর্ম্মেত্যাহেতি শেষঃ ॥ ২৪ ॥

আভাস।

জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইলে, আর কর্ম্মের পার্থক্য থাকে না; সুতরাং জাতিবিভাগেরও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ভোগ্য সংগ্রহে দেহকে সুস্থ করিয়া, জ্ঞান সংগ্রহে চরিতার্থ হইতে গেলে, বিচিত্র কর্ম্মের প্রতি চিত্তকে সংযত করিতে হয়। সুতরাং বিবিধ কর্ম্মের অনুরোধে জাতি বা শ্রেণীবিভাগ মনুষ্য সমাজে আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। কারণ যে ব্যক্তি কৃষিকর্ম্মে মনোনিবেশ করে, তাহার আর ব্যোমযান প্রস্তুত করিবার সাবকাশ ঘটে না। এবং যে অর্ণবযানের উৎকর্ষ-সাধনে যত্নশীল হয়, তাহার আর রাজ-সরকারে ওকালতি করিবার সাবকাশ বা চিন্তা করা সম্ভবপর হয় না। যে ব্যক্তিকে অট্টালিকাদি রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণার্থ মনোযোগী হইতে হয়, তাহাকে যুদ্ধবিগ্রহের সাজসজ্জা বা অস্ত্র শস্ত্রাদি প্রস্তুতের যোগ্যতা সংগ্রহ করা বা বস্ত্রাদি ধৌত প্রভৃতি রজকের কার্য্য করা অসম্ভব; এবং যিনি জগত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এবং ঈশ্বরতত্ত্বের অনুসন্ধানে দিনযামিনী অতিবাহিত করিতেছেন, তিনি পণ্য সংগ্রহ বা সূত্র প্রস্তুত দ্বারা বস্ত্র বয়ন ব্যাপার বা কুম্ভকারের কার্য্য করিয়া সমাজের সাহায্য কি প্রকারে করিবেন? অতএব কর্ম্মের বিভাগ স্বীকার করিলেই জাতি আশ্রম ও ধর্ম্মের বিভাগ আপনা হইতে আসিয়া পড়িবে। যদি বর্ণ, আশ্রম ও কর্ম্মের বিভাগ পরিত্যাগে

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাঽসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ ॥

হে ভারত! অবিদ্বাংসঃ অজ্ঞাঃ জনাঃ যথা কর্ম্মণি সক্তাঃ ভোগোন্মত্তাঃ সন্তঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি, বিদ্বান্ অপি তথা লোক-সংগ্রহং লোকশিক্ষাং চিকীর্ষুঃ কর্ত্তুং ইচ্ছুঃ অসক্তঃ এব কর্ম্ম কুর্য্যাৎ ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

সক্তা ইতি। সক্তাঃ কর্ম্মণি অস্য কর্ম্মণঃ ফলং মম ভবিষ্যতীতি কেচিদবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত কুর্য্যাদ্বিদ্বানাত্মবিত্তথা অসক্তঃ সন্ তদ্বৎ কিমর্থং করোতি তচ্ছৃণু চিকীর্ষুর্যথা কর্ত্তুমিচ্ছুঃ লোকসংগ্রহং ॥ ২৫ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকরূপং শ্লোকং ব্যাকরোতি সক্তা ইত্যাদিনা। অসক্তঃ সন্ কর্ত্তৃত্বাভিমানং ফলাভিসন্ধিং বা অকুর্ব্বন্নিতি যাবৎ ॥ ২৫ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

তস্মাদাত্মবিদাপি লোকসংগ্রহার্থং তৎকৃপয়া কর্ম্ম কার্য্যমেবেত্যুপসংহরতি সক্তা ইতি। কর্ম্মণি সক্তাঃ অভিনিবিষ্টাঃ সন্তো যথাজ্ঞাঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি অসক্তঃ সন্ বিদ্বানপি তথৈব কুর্য্যাল্লোকসংগ্রহং কর্ত্তুমিচ্ছুঃ ॥ ২৫ ॥

অতএব ভোগবিলাসী ব্যক্তিগণ যেরূপ যত্ন সহকারে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, বিদ্বান্ জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণের পক্ষে নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও, কেবল লোক-শিক্ষার্থ মাত্র অনাসক্ত ভাবে সেই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা একান্ত বিধেয় ॥২৫॥

আভাস।

সকলে একাকার কার্য্যে উদ্‌যোগী হন, তাহা হইলে, মনুষ্যসমাজ পশুসমাজে পরিণত হইবে, সন্দেহ নাই; এবং উত্তরোত্তর সামাজিক উন্নতি লাভে জ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধন অসম্ভব হইয়া যায় ॥ ২৪ ॥

অতএব আমার পর এই ভেদজ্ঞানকে পরিহার পূর্ব্বক, জগন্নিয়ন্তা ঈশ্বরের সংসারচক্র নির্ব্বাহের কর্ম্মে মানব মাত্রেরই ব্যাপৃত থাকা উচিত, এইরূপ চিন্তা মনোমধ্যে নিত্য জাগরূক রাখিয়া, বর্ণ এবং আশ্রমোচিত কর্ম্মে আগ্রহাতিশয়ে নিমগ্ন থাকা বিচক্ষণ জ্ঞানী ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে অজ্ঞানী সাধারণ

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্ ।

অন্বয়ঃ।

অজ্ঞানাং তত্ত্বজ্ঞানশূন্যানাং অতএব কর্ম্মসঙ্গিনাং (ভোগ্যলাভায় কর্ম্মকৃতবতাং জনানাং) বুদ্ধিভেদং (বুদ্ধেঃ জ্ঞানস্য ভেদং অন্যথাত্বং) ন জনয়েৎ; অপি তু যুক্তঃ

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

এবং লোকসংগ্রহং চিকীর্ষো র্মমাত্মবিদঃ কর্ত্তব্যমস্ত্যন্যস্য বা লোকসংগ্রহমুক্তা ততস্তস্যাত্মবিদ ইদমুপদিশ্যতে নেতি। বুদ্ধে র্ভেদো বুদ্ধিভেদঃ ময়া ইদং কর্ত্তব্যং ভোক্তব্যঞ্চাস্য কর্ম্মণঃ ফলমিতি নিশ্চয়রূপায়া বুদ্ধের্ভেদনং চালনং বুদ্ধিভেদস্তন্ন

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বৃত্তমনূদ্যোত্তরশ্লোকমবতারয়তি এবমিতি। কর্ত্তব্যং কর্ম্মেতি শেষঃ। পূর্ব্বার্দ্ধমেবং ব্যাখ্যায় উত্তরার্দ্ধং প্রশ্নপূর্ব্বকং অবতার্য্য ব্যাচষ্টে কিন্তু কুর্য্যাদিতি।

স্বামিকৃতটীকা ।

ননু কৃপয়া তত্ত্বজ্ঞানমেবোপদেষ্টুং যুক্তং নেত্যাহ ন বুদ্ধিভেদমিতি। অজ্ঞানা-মতএব কর্ম্মসঙ্গিনাং কর্ম্মাসক্তানামকর্ত্রাত্মোপদেশেন বুদ্ধের্ভেদমন্যথাত্বং ন জনয়েৎ কর্ম্মণঃ সকাশাদ্বুদ্ধিবিচালনং ন কুর্য্যাৎ অপি তু যোজয়েৎ সেবয়েৎ অজ্ঞান্

যাহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে ভোগ-লালসা অন্তর্হিত হয় নাই, তাদৃশ অজ্ঞানী মূঢ় ব্যক্তিগণকে নির্লিপ্ত আত্মস্বরূপের উপদেশ

আভাস।

মানবও জ্ঞানী ব্যক্তির অনুকরণে নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম করিবে। এবং অজ্ঞানীর সংসার-চক্রও প্রকৃত সুদর্শন চক্রে পরিণত হইবে। তবে কার্য্যকালে জ্ঞানী মনে মনে অনাসক্ত হইলেও, লোকদৃষ্টিতে কর্ম্ম নির্ব্বাহের সময় যত্ন ও আসক্তির পরিচয় দেওয়া তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন; নতুবা সাধারণ লোকের মধ্যে বিবিধ বিভ্রাটের সম্ভাবনা॥ ২৫ ॥

কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যাহারা বিচক্ষণতা লাভ করে নাই, অর্থাৎ সংসার অনিত্য এবং দুঃখপ্রদ বলিয়া অন্তরে বিশেষরূপে অবধারণ করিতে পারে নাই, তাদৃশ ভোগান্ধ ব্যক্তিগণকে বিচক্ষণ ব্যক্তি যেন নিজের ধারণার অনুসারে কাম্য কর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা না করেন; তাহাতে অনর্থেরই সৃষ্টি করা হইবে। মানব স্বয়ং ভোগ করিয়া অন্তরে যে দৃঢ় সংস্কার লাভ করে, উপদেশে তাহা পায় না। অতএব আগ্রহাতিশয়ে বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া,

যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ

সমাহিতঃ সন্ বিদ্বান্ জনঃ স্বয়ং সর্ব্বকর্ম্মাণি সমাচরন্ অনুতিষ্ঠন্, কর্ম্মাসক্তপুরুষান্ যোজয়েৎ কর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়েৎ ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

জনয়েন্নোৎপাদয়েদজ্ঞানামবিবেকিনাং কর্ম্মসঙ্গিনাং কর্ম্মণ্যাসক্তানাং আসঙ্গবতাং। কিন্তু কুর্য্যাৎ যোজয়েৎ কারয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ স্বয়ং তদেবাবিদুষাং কর্ম্ম যুক্তোঽভিযুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েত্তেষু প্রীতিং কুর্ব্বন্নিতি শেষঃ। কথং কারয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ তদেবেতি ॥ ২৬ ॥

স্বামিকৃতটীকা ।

কর্ম্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ, কথং, যুক্তোঽবহিতো ভূত্বা স্বয়মাচরন্ সন্। বুদ্ধিবিচালনে কৃতে সতি কর্ম্মসু শ্রদ্ধানিবৃত্তে র্জ্ঞানস্য চানুৎপত্তে স্তেষামুভয়ভ্রংশঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

প্রদানে কর্ত্তব্যের প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করা কখনই কর্ত্তব্য নহে; বরং জ্ঞানী হইয়াও, স্বয়ং সংযত ভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করানই কর্ত্তব্য ॥ ২৬ ॥

আভাস ।

তাহার ফলানুভব কালে ফলে উদাসীনতার পরিচয় প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তির সাংসারিক ভোগী ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া বিধেয়। ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদানে মূঢ় ব্যক্তিকে কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে প্রতি-নিবৃত্ত করা উচিত নহে। তাহার শ্রদ্ধার অভাবে কর্ম্ম না করায়, বিচক্ষণতায় বঞ্চিত হইল এবং চিত্তের অশুদ্ধিত্ব নিবন্ধন জ্ঞানলাভেও অপারক হইল। শাস্ত্র বলিয়াছেন; অজ্ঞস্যার্দ্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ। মহা নিরয়-জালেষু স তেন বিনিযোজিতঃ॥ কর্ম্ম নিজে করিয়া যদবধি অভ্যাসে তাহা আনয়ন করা না যায়, তদবধি তদ্বিষয়ক অভিজ্ঞতা জন্মে না। এমন কি! সন্তরণের উপদেশ পর মুখে শুনিয়া বা স্বচক্ষে দেখিয়া নদী পার হইবার প্রত্যাশা করা বৃথা! বরং তাহাতে ডুবিয়া মরিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ঘটে। সেইরূপ কর্ম্ম না করিয়া

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।

অন্বয়ঃ।

প্রকৃতেঃ গুণৈঃ ইন্দ্রিয়াদিভিঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারেণ, কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি

কর্ম্ম করিব না মনে করিলেও নিবৃত্ত থাকা যায় না; কারণ

আভাস।

ব্রহ্মজ্ঞানের উপর নির্ভর দেওয়াও সম্পূর্ণ অবিধেয়। কর্ম্মের অনুষ্ঠানে চিত্ত শুদ্ধ হয় বলায়, চিত্তের চাঞ্চল্য নিবারণ হয়, ইহাই বলিবার তাৎপর্য্য। চিত্ত স্থির হইলে, হিতাহিত বিবেচনায় মানব সক্ষম হয়। চিত্তকে স্থির করিবার প্রধান উপায়ই অভিপ্রেত বিষয়ের সম্বন্ধ। প্রয়োজনীয় বিষয়কে চিত্ত বহুক্ষণ চিন্তা করিতে সক্ষম হয়, এই নিমিত্ত শাস্ত্র আপাত-মনোরম ফলের উল্লেখে কাম্য কর্ম্মের উপদেশ প্রথম অধিকারীকে দেন। ইহাতে অভাবের মোচন হয় এবং চিত্তের একাগ্রতা জন্মে ও চঞ্চলতার নিবারণ হয়। চিত্ত স্থির হইলে, বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করে। বিশুদ্ধ চিত্তে যে বিষয়ের চিন্তা করা যায়, সেই বিষয়ের গুণ ও শক্তি চিত্ত প্রাপ্ত হয়। একটী প্রশস্ত চুম্বকের উপর স্বল্প পরিমাণের লৌহখণ্ড থাকিলে, চুম্বক-শক্তির দ্বারা লৌহ অভিভূত হইয়া, চুম্বক-শক্তি ধারণ করে; এবং ঐ লৌহখণ্ডও চুম্বক হইয়া, অপর লৌহকে আকর্ষণ করে। বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা চিত্তকে যে কোন দেবতাদি বৃহৎভাবে পূজা, ধ্যান ও হোমাদির উপলক্ষে একাগ্রতা দ্বারা স্থির রাখিতে পারিলে, সেই সেই দেবতার গুণ ও ঐশ্বর্য্যে চিত্ত বলীয়ান্ হইয়া সুখী হয়। যদি স্থির চিত্তে কোন ভাবনার বিষয় না দেওয়া হয়, তাহাকে কেবল নিরালম্বনে স্থির থাকিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে স্থিরজলে প্রতীয়মান চন্দ্রসূর্য্যাদির প্রতিবিম্বের ন্যায়, স্থিরচিত্তে আত্ম-স্বরূপের উপলব্ধিতে জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। উভয় পক্ষে চিত্তকে স্থির করার বিশেষ প্রয়োজন। সেই স্থির করিবার উপায়ই কর্ম্মযোগ। অতএব কর্ম্ম না করিয়া কেবল কল্পনা বলে ঐশ্বর্য্য বা জ্ঞানকে চিন্তা করিলে, উভয় পথকে কণ্টকিত করা হয়; ভোগলাভে সুখী হওয়া যায় না এবং জ্ঞানলাভে মুক্তি বা শান্তি লাভও হয় না। অতএব সাধারণ লোককে কর্ম্মযোগে নিযুক্ত করাইবার জন্য নিজেদের প্রয়োজন না থাকিলেও, কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা একান্ত প্রয়োজন॥ ২৬॥

প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে কর্ম্ম না করিয়া কেহ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।

এব ভবন্তি; অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা-দেহেন্দ্রিয়াদৌ অহং প্রত্যয়বিশিষ্টঃ জনঃ অহং কর্ম্মণাং কর্ত্তা ইতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অবিদ্বান্ অজ্ঞঃ কথং কর্ম্মসু সজ্জত ইত্যাহ প্রকৃতেরিতি। প্রকৃতেঃ প্রকৃতিঃ প্রধানং সত্ত্বরজস্তমসাং গুণানাং সাম্যাবস্থা তস্যাঃ প্রকৃতে গুর্ণৈ র্বিকারৈঃ কার্য্যকরণরূপৈঃ ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি লৌকিকানি শাস্ত্রীয়াণি চ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কার্য্যকরণসংঘাতাত্মপ্রত্যয়োঽহঙ্কারস্তেন বিবিধং নানাবিধং মূঢ়ঃ আত্মান্তঃকরণং যস্য সোঽয়ং কার্য্যকরণধর্ম্মা কার্য্যকরণাভিমান্যবিদ্যয়া কর্ম্মাণ্যাত্মনি মন্যমানস্তত্তৎ কর্ম্মণামহং কর্ত্তেতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনামিত্যুক্তং তেনোত্তরশ্লোকস্য সঙ্গতিমাহ অবিদ্বানিতি। কর্তৃত্বমাত্মনোঽবাস্তবমিত্যভ্যুপগমাদ্বিদ্বান্ কথং কুর্ব্বন্নেব তস্যাভাবং পশ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ প্রকৃতেরিতি। কর্ম্মস্ববিদুষঃ সক্তিপ্রকারং প্রকটয়ন্ ব্যাকরোতি প্রকৃতেরিত্যাদিনা। প্রধানশব্দেন মায়াশক্তিরুচ্যতে, অবিদ্বয়েত্যুভয়ত্তঃ সম্বধ্যতে ॥ ২৭ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

নন্বু বিদুষাপি চেৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্যং তর্হি বিদ্বদবিদুষোঃ কো বিশেষ ইত্যাশঙ্ক্যোভয়ো র্বিশেষং দর্শয়তি প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাং। প্রকৃতেগুর্ণৈঃ প্রকৃতিকার্য্যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বপ্রকারেণ ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি তান্যহমেব কর্ত্তা করোমীতি মন্যতে। অত্র হেতুঃ অহমিতি। অহঙ্কারেণেন্দ্রিয়াদিষাত্মাধ্যাসেন বিমূঢ়বুদ্ধিঃ সন্ ॥ ২৭ ॥

স্বভাব-সিদ্ধ গুণের অনুসারে প্রাণী মাত্রকেই কর্ম্ম করিতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই স্বভাব-সিদ্ধ শক্তির দ্বারা সম্পাদিত কর্ম্মকে অহঙ্কারী মানবগণ আমি পারি বা করি বলিয়া বৃথা আত্মাভিমানের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

আভাস।

বালিকা অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা থাকে না বটে, কিন্তু যৌবন কালে যুবতী এবং যুবকের ইন্দ্রিয়গ্রাম স্বভাবের নিয়ম বা গুণ অনুসারে আপনি উত্তেজিত হইয়া

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ।

হে মহাবাহো। গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ (গুণবিভাগস্য কর্ম্মবিভাগস্য চ) তত্ত্ববিদ্ স্বরূপজ্ঞঃ তু গুণাঃ ইন্দ্রিয়াণি, গুণেষু বিষয়েষেব বর্ত্তন্তে (ন তু আত্মা) ইতি মত্বা ন সজ্জতে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি ॥ ২৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যৎ পুন র্মন্যতে বিদ্বান্ তত্ত্ববিদিতি। তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো কস্য তত্ত্ববিৎ গুণকর্ম্মবিভাগয়ো র্গুণবিভাগস্য কর্ম্মবিভাগস্য চ তত্ত্ববিদিত্যর্থঃ। গুণাঃ করণাত্মকাঃ, গুণেষু বিষয়াত্মকেষু বর্ত্তন্তে নাত্মেতি মত্বা ন সজ্জতে সক্তিং ন করোতি ॥ ২৮ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অজ্ঞস্য কর্ম্মসু সক্তিমুক্ত্বা বিদুষস্তদভাবমভিদধাতি কিং পুনরিতি। তত্ত্বং যাথাত্ম্যং বেত্তীতি ব্যুৎপত্ত্যা তত্ত্ববিদিতি; তু-শব্দেনাজ্ঞাদ্বিশিষ্টো নির্দ্দিষ্টঃ। প্রশ্নপূর্ব্বকং দ্বিতীয়পাদমবতার্য্য ব্যাচষ্টে কস্যেত্যাদিনা। গুণানামেব গুণেষু বর্ত্তমানত্বমযুক্তং নির্গুণত্বাত্তেষামিত্যাশঙ্ক্য বিভজতে গুণা ইতি। কার্য্যকরণানামেব বিষয়েষু প্রবৃত্তিরাত্মনস্তু কূটস্থত্বান্নৈবমিতি জ্ঞাত্বা তত্ত্ববিৎ কর্ম্মসু দৃঢ়তরং কর্ত্তব্যাভিমানং ন করোতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

বিদ্বাংস্তু তথা ন মন্যত ইত্যাহ তত্ত্ববিদিতি। নাহং গুণাত্মক ইতি গুণেভ্যঃ আত্মনো বিভাগঃ। ন মে কর্ম্মাণীতি কর্ম্মভ্যোঽপ্যাত্মনো বিভাগঃ। তয়োর্গুণকর্ম্মবিভাগয়ো র্যস্তত্ত্বং বেত্তি স তু ন সজ্জতে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি। অত্র হেতুঃ গুণা ইতি। গুণা ইন্দ্রিয়াণি গুণেষু বিষয়েষু বর্ত্তন্তে নাহমিতি মত্বা ॥ ২৮ ॥

কিন্তু মহাবাহো! যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁহারা গুণস্বরূপ ইন্দ্রিয়-নিচয় এবং তাহাদের বিষয়-স্বরূপ ভোগ্য শব্দাদি পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধ বিশেষরূপে অবগত আছেন; সুতরাং ইন্দ্রিয়গণই যে বাহ্যিক তত্তৎ বিষয়ের সহিত সম্পর্ক করে, আত্মার সহিত সম্বন্ধ ঘটে না; ইহা ধারণা করত, আমি করি প্রভৃতি বলিয়া বৃথায় আত্মাভিমান করেন না ॥ ২৮ ॥

আভাস।

উঠে; তখন পাছে যথেচ্ছাচারে রত হইয়া ব্যভিচার দোষে কলঙ্কিত এবং দেহাদি

প্রকৃতেগু´ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ

প্রকৃতেঃ গুণসম্মূঢ়াঃ (গুণৈঃ সত্বাদিভিঃ সম্মূঢ়াঃ অভিভূতাঃ জনাঃ) গুণ-কর্ম্মসু গুণানাং ইন্দ্রিয়াণাং কর্ম্মসু সজ্জন্তে আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং কুর্ব্বন্তি। অকৃৎস্নবিদঃ অবিচক্ষণান্ অতঃ মন্দান্ মূর্খান্ তান্ কৃৎস্নবিৎ সর্ব্বজ্ঞঃ বিচক্ষণঃ জনঃ ন বিচালয়েৎ ন অন্যথা-চালনং কুর্য্যাৎ ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যে পুনঃ প্রকৃতেরিতি। প্রকৃতে গু´ণৈঃ সম্যক্ মূঢ়াঃ সংমোহিতাঃ সন্তঃ সজ্জন্তে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বিদ্বানবিদ্বানিত্যুভাবপি প্রকৃত্য বিদ্বানবিদুষো বুদ্ধিভেদং ন কুর্য্যাদিত্যুপসংহরতি

আভাস

নষ্ট করিয়া ফেলে, এই নিমিত্ত ৫ম বা ৮ম বর্ষীয়া বালিকাকে শিব পূজা, সেঁজুতি ব্রত প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে স্বামীর প্রতি সতীত্বের প্রশংসার এবং বালক-দিগকে উপনীত বা দীক্ষিত করিয়া, গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠানে অসৎপথ হইতে প্রতিনিবৃত্তের কর্ম্মে নিয়োজিত করা প্রয়োজন, যাহাতে যুবাকালে যুবক এবং যুবতী যেন যৌবনের ঘোরে অভিমান করত আমি পারি বা জানি ভাবকে বলবান্ করিয়া সৎপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া না পড়ে। দেহের যৌবনাদি অবস্থান্তর ভাব স্বভাবের অধীন ; তাহাতে নিজে কর্ত্তা সাজিয়া অহঙ্কৃত হওয়া, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। বিশ্ব-নিয়ন্তার নিয়মে যৌবনাদি যদি না আসিত, স্ত্রী পুরুষের সহবাসের প্রবৃত্তি আসিত না। কিন্তু সহবাস যে কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্য, ব্যভিচারের জন্য নহে, তাহা কেবল কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানে প্রতীত হইয়া থাকে। যাহারা কর্ম্মযোগে নিবিষ্ট না হয়, তাহারা স্বভাবের গতিকে নিজ কর্তৃত্ব মনে করিয়া অধঃপতিত হয়, সন্দেহ নাই। জ্ঞানীগণ নিজ বল বীর্য্যকে স্বভা-বের ধর্ম্ম বা নিয়ম জ্ঞানে সাবধান হইয়া, বিশ্ব-নিয়ন্তার সুদর্শন চক্রের সংসাধনে নিরীহভাবে অগ্রসর হন ; অর্থাৎ কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করেন ॥ ২৭। ২৮ ॥

স্থূল ভোগীকে স্বভাবের উত্তেজনাকে উপদেশদ্বারা ভোগ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে। যদবধি সে আপনি না বুঝে, ততক্ষণ তাহাকে বুঝান বা নিবৃত্ত করা দুঃসাধ্য। বিশ্বরচয়িতা ভগবান্ কাহাকেও

শাঙ্করভাষ্যম্।

গুণানাং কর্ম্মসু গুণকর্ম্মসু বয়ং কর্ম্ম কুর্ম্মঃ ফলায়েতি, তান্ কর্ম্মসঙ্গিনোঽকৃৎস্নবিদঃ কর্ম্মফলমাত্রদর্শিনো মন্দান্ মন্দপ্রজ্ঞান্ কৃৎস্নবিদাত্মবিৎ স্বয়ং ন বিচালয়েৎ বুদ্ধিভেদকরণমেব চালনং তন্ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যে পুনরিতি। প্রকৃতেরুক্তায়া গুণৈর্দেহাদিভি র্বিকারৈঃ সংমূঢ়াস্তানেবাত্মত্বেন মন্যমানা যে তে গুণানাং তেষামেব দেহাদীনাং কর্ম্মসু ব্যাপারেষু সজ্জন্তে সক্তিং দৃঢ়তরামাত্মীয়বুদ্ধিং কুর্ব্বন্তীত্যাহ প্রকৃতেরিত্যাদিনা। তেষামনাত্মবিদাং স্বয়মাত্মবিদ্ বুদ্ধিভেদং নাপাদয়েদিত্যাহ তানিত্যাদিনা ॥ ২৯ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

ন বুদ্ধিভেদমিত্যুপসংহরতি প্রকৃতেরিতি। যে প্রকৃতে গুর্ণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ সংমূঢ়াঃ সন্তো গুণেষু ইন্দ্রিয়েষু তৎকর্ম্মসু চ সজ্জন্তে তানকৃৎস্নবিদো মন্দমতীন্ কৃৎস্নবিৎ সর্ব্বজ্ঞো ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

মূঢ় চিত্ত ব্যক্তিগণই ইন্দ্রিয়াদির কর্ম্মকে আত্ম-কর্ম্ম বলিয়া অহঙ্কারের পরিচয় দিয়া থাকে; সুতরাং তাদৃশ অল্পজ্ঞ ভোগ-লম্পট ব্যক্তিকে জ্ঞানের উপদেশ প্রদানে ভোগ হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে; ভোগের দ্বারা ভোগ্যের অনিত্যতার অবধারণ হইলে, যখন তাহারা স্বয়ং নিবৃত্ত হইবে তখন তাহাদিগকে জ্ঞান-পথের উপদেশ দেওয়া বিধেয় ॥ ২৯ ॥

আভাস।

বাক্যের দ্বারা উপদেশ দেন নাই। কার্য্য করিয়া তাহার ফলভোগের অন্তে ভুগিয়া জীব আপনি বুঝিয়া থাকে। পরের বুঝায় নিজের জ্ঞান হয় না। পরের কোন কাজে নিজের কাজ হয় না; সুতরাং শুনিয়া বা দেখিয়া নিজের ঠিক শিক্ষা হয় না। নিজে কর্ম্ম করিয়া ফলভোগ করিলে, মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝা যায়। পরের শিরঃপীড়া বা দন্তশূল-জনিত যাতনা প্রত্যক্ষে দেখিলে বা শুনিলে-যাতনার যে কিরূপ অনুভূতি তাহা বুঝা যায় না; ষোড়শ বর্ষীয়ার পতি-সমাগম যে কিরূপ আনন্দজনক, অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা যেমন তাহা অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ ফলভোগে বীতরাগ অধিকারী ব্যক্তি না হইলে, আত্মসাক্ষাৎ-কারের পরমানন্দ রস অনুভূত হয় না; তাহারা বিষয়-ভোগে উন্মত্ত ও অন্ধের ন্যায় সদুপদেশে কর্ণপাতও করে না ॥ ২৯ ॥

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী র্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ।

ময়ি সর্ব্বাত্মনি ঈশ্বরে অধ্যাত্মচেতসা বিবেক-বুদ্ধ্যা (ঈশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমি ইতি বুদ্ধ্যা) সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য আরোপ্য, নিরাশীঃ নিষ্কামঃ নির্ম্মমঃ মমতা-শূন্যঃ, অতঃ বিগতজ্বরঃ সন্তাপ-রহিতঃ সন্ যুধ্যস্ব কর্ত্তব্যং কুরু ॥ ৩০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথং পুনঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতেনাজ্ঞেন মুমুক্ষুণা কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যুচ্যতে ময়ীতি। ময়ি বাসুদেবে পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বাত্মনি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্য নিক্ষিপ্যাধ্যাত্মচেতসা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যদ্যপি কর্ম্মণ্যজ্ঞোঽধিক্রিয়তে তথাপি মোক্ষকামেন তেন কর্ম্ম ত্যক্তব্যং; মোক্ষস্য কর্ম্মাসাধ্যত্বাত্তু তেন কর্ম্ম কর্ত্তুং শক্যং। কর্ম্মণঃ স্বাপেক্ষিতবিরোধি-ত্বাদিতি শঙ্কতে কথমিতি। শ্লোকেনোত্তরমাহ উচ্যত ইতি। যথোক্তে পরস্মিন্না-

স্বামিকৃতটীকা

তদেবং তত্ত্ববিদাপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যং ত্বন্তু নাদ্যাপি তত্ত্ববিদ্ অতঃ কর্ম্মৈব কুর্ব্বিত্যাহ ময়ীতি। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য সমর্প্যাধ্যাত্মচেতসাঽন্তর্যাম্যধীনোঽহং কর্ম্ম করোমীতি দৃষ্ট্যা নিরাশীর্নিষ্কামোঽতএব মৎফলসাধনং মদর্থমিদং কর্ম্ম ইত্যেবং মমতাশূন্যশ্চ ভূত্বা বিগতজ্বর স্ত্যক্তশোকশ্চ ভূত্বা যুধ্যস্ব ॥ ৩০ ॥

সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরেই নির্ম্মিত এই জগৎ ব্যাপার! তাঁহার কার্য্য-সিদ্ধির জন্য তুমি ভৃত্যবৎ কর্ত্তব্যের সেবায় নিরত থাকিলে, নিজের কোন দায়িত্ববোধ থাকিবে না। তোমার নিজ বলিয়া যেমন কোন কর্ম্ম থাকিবে না, আবার আপনার বলিয়া কাহারও উপর প্রেমও থাকিবে না। দুষ্টলোকের নিগ্রহও ভগবৎ কার্য্য জ্ঞানে তুমি অক্ষুণ্ণ চিত্তে কর্ত্তব্যের পালন কর! ॥ ৩০ ॥

আভাস।

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ আত্ম-বিচারবান্ মানবের পক্ষে নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম যে অবশ্য কর্ত্তব্য নতুবা পুনঃপতনের সম্ভাবনা, তাহারও পরিচয় পরবর্ত্তী শ্লোক চতুষ্টয়ে প্রদান করিয়াছেন। কারণ কেবল লোকশিক্ষার জন্যই যে জ্ঞানীর

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।

অন্বয়ঃ।

যে মে মম ইদং মতং নিত্যং অনুতিষ্ঠন্তি শ্রদ্ধাবন্তঃ অনসূয়ন্তঃ (অসূয়াং

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিবেকবুদ্ধ্যা অহং কর্ত্তেশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমীত্যনয়া বুদ্ধ্যা কিঞ্চ নিরাশীঃ ত্যক্তাশীঃ নির্ম্মমো মম-ভাবশ্চ নির্গতো যস্য তব স ত্বং নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরো বিগত-সন্তাপো বিগতশোকঃ সন্নিত্যর্থঃ॥ ৩০॥

যদেতন্মম মতং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি সপ্রমাণমুক্তং তত্তথা যে ম ইতি। যে মদীয়-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অনি সর্ব্বকর্ম্মণাং সমর্পণে কারণমাহ অধ্যাত্মেতি। বিবেকবুদ্ধিমেব ব্যাকরোতি অহমিতি। দর্শিত রীত্যা কর্ম্মসু প্রবৃত্তস্য কর্ত্তব্যান্তরমাহ কিঞ্চেতি। ত্যক্তাশীঃ ফলপ্রার্থনাহীনঃ সন্নিত্যর্থঃ, নির্মমো ভূত্বা পুত্রভ্রাত্রাদিষ্বিতি শেষঃ। ননু যুদ্ধে নিয়োগো নোপপদ্যতে পুত্রভ্রাত্রাদিহিংসাত্মন স্তস্য সন্তাপহেতোঃ নিয়োগ-বিষয়ত্বা-যোগাদিতি তত্রাহ বিগতেতি॥ ৩০॥

প্রকৃতং ভগবতো মতমুক্তপ্রকারমনুষ্ঠত্যেবানুতিষ্ঠতাং ক্রমমুক্তিফলং কথয়তি

ভগবানের ইচ্ছাই প্রতিনিয়ত স্থাবর জঙ্গমাদি পদার্থের উপর

আভাস।

কর্ম্ম কর্ত্তব্য, তাহা নহে; নিজেরও প্রয়োজন আছে। একজন ব্যক্তি স্বার্থে অন্ধ হইয়া, কোন বেশ্যা-মন্দিরে নরহত্যা করায়, হত্যাপরাধে ধৃত হইয়া যখন রাজার বিচারালয়ে আনীত হয়, তখন বিচারপতি সাক্ষ্য গ্রহণে অপরাধীর প্রকৃত অপরাধ প্রমাণীকৃত হইলে, তখন তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু দেখা যায় যে, নরহত্যা উভয়েই করিলেন; কিন্তু স্বার্থে অন্ধ ব্যক্তি নরহত্যা জন্য অপরাধী হইলেন, বিচারপতি রাজনিয়ম প্রতিপালনের জন্য নর-হত্যা করিয়াও অপরাধী হইলেন না। সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে ভগবানের নিয়ম প্রতিপালনের উপলক্ষে নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও, বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে যেমন জগতের হিতসাধন করা হয়, তাহার সঙ্গে নিজেরও পরম মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই॥ ৩০॥

বিচারপতি পরের জীবন-সংহার-ব্যাপার তাঁহার নিজের পক্ষে অন্যায় ও দূষিত বলিয়া অনুমিত হইলেও, রাজার নিয়ম প্রতিপালন উপলক্ষে তাহা

শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ।

দোষারোপং অকুর্ব্বন্তঃ) তে মানবাঃ অপি কর্ম্মভিঃ কর্ম্মপাশৈঃ মুচ্যন্তে ॥ ৩১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

মিদং মতমনুতিষ্ঠন্তি অনুবর্ত্তন্তে মানবা মনুষ্যাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ শ্রদ্দধানাঃ অনসূয়ন্তোঽ-সূয়াঞ্চ ময়ি পরমগুরৌ বাসুদেবেঽকুর্ব্বন্তো মুচ্যন্তে তেঽপ্যেবম্ভূতাঃ কর্ম্মভি র্ধর্ম্মা-ধর্ম্মাখ্যৈঃ ॥ ৩১ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যদেতদিতি। শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টে অদৃষ্টার্থে বিশ্বাসবত্ত্বং শ্রদ্দধানত্বং। গুণেষু দোষাবিষ্করণমসূয়া, অপি যথোক্তায়া মুক্তে রমুখ্যত্বদ্যোতনার্থঃ ॥ ৩১ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে গুণমাহ যে মে ইতি। মদ্বাক্যে শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো দুঃখাত্মকে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়তীতি দোষদৃষ্টিমকুর্ব্বন্তশ্চ যে মদীয়মিদং মতমনুতিষ্ঠন্তি তেঽপি শনৈঃ কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ সম্যগ্‌জ্ঞানিবৎ কর্ম্মভি র্মুচ্যন্তে ॥ ৩১ ॥

ক্রীড়া করিতেছে! আমার এই মতের অনুসরণে যে ব্যক্তি অনুরাগ বা বিদ্বেষ ভাবকে বিসর্জ্জন করত, ভগবানের কর্ম্মজ্ঞানে আপনারা ভৃত্যভাবে নিরন্তর কর্ম্ম করে, তাহারা আর কর্ম্ম-পাশে বদ্ধ হয় না ॥ ৩১ ॥

আভাস।

কর্ত্তব্য বলিয়া যেমন স্থির করেন, সেইরূপ রাজরাজেশ্বর শ্রীহরির সংসার-নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করত অর্জ্জুন যদি সেই ঈশ্বর-নিযুক্ত দূত বা ভৃত্যজ্ঞানে আপনাকে নির্দ্দিষ্ট করত, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ঐকান্তিকী ভক্তির পরিচয়ে যদি অবশ্য-কর্ত্তব্য এই যুদ্ধ ব্যাপারে নিযুক্ত হন, তাহাতে অর্জ্জুনের যে দোষস্পর্শ করিবে না; বরং বিচারপতির নিঃস্বার্থ বিচারের ফলে পদোন্নতি এবং পুরস্কার প্রাপ্তির ন্যায়, অর্জ্জুন কর্ম্মবন্ধন হইতে নিষ্কৃতিলাভে সুখী হইবেন, তাহাই ভগবান্ স্পষ্টত প্রতিপাদন করিয়াছেন। নিঃস্বার্থে জগজ্জীবনের সংসার-নিয়ম প্রতিপালন করাই সংসারাসক্তি পরিত্যাগের উৎকৃষ্ট উপায় ॥ ৩১ ॥

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞান-বিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ।

অভ্যসূয়ন্তঃ দোষদৃষ্টিং কুর্ব্বন্তঃ যে জনাঃ তু এতৎ মে মম মতং ন অনু তিষ্ঠন্তি, ন অনুসরন্তি, অচেতসঃ বিবেকহীনান্ সর্ব্বজ্ঞান-বিমূঢ়ান্ তান্ সর্ব্বান্ পুরুষার্থহীনান্ বিদ্ধি জানীহি ॥ ৩২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যে ত্বিতি। যে তু তদ্বিপরীতা এতৎ মম মতং অভ্যসূয়ন্তো নিন্দন্তো নানু তিষ্ঠন্তি নানুবর্ত্তন্তে মে মতং সর্ব্বেষু জ্ঞানেষু বিবিধং মূঢ়াস্তে সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিনষ্টান্ নাশং গতানচেতসোঽবিবেকিনঃ ॥ ৩২ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভগবন্মতানুবর্ত্তিনাং প্রত্যবায়িত্বং প্রত্যাহরতি যে ত্বিতি। তদ্বিপরীতত্বং ভগবন্মতানুবর্ত্তিভ্যো বৈপরীত্যং, তদেব দর্শয়তি এতদিত্যাদিনা। অভ্যসূয়ন্ত স্তত্র অসন্তমপি দোষমুদ্ভাবয়ন্ত ইত্যর্থঃ সর্ব্বজ্ঞানানি সগুণনির্গুণবিষয়াণি, প্রমাণপ্রমেয়প্রয়োজনবিভাগতো বিবিধত্বং ॥ ৩২ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

বিপক্ষে দোষমাহ যে ত্বেতদিতি। যে তু নানুতিষ্ঠন্তি তানচেতসো বিবেকশূন্যান্ অতএব সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি ব্রহ্মবিষয়ে চ যজ্জ্ঞানং তত্র বিমূঢ়ান্ নষ্টান্ বিদ্ধি ॥ ৩২ ॥

যাহারা প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট এই ঐশী নিয়মকে দোষ দৃষ্টিতে উপেক্ষা করত, আমার অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করে না, তাহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ! এবং ঐহিক সুখ স্বচ্ছন্দাদিতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা পারমার্থিক মোক্ষ লাভেও পরাঙ্মুখ হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহারা বিবেকজ্ঞানহীন হইয়া, বিনষ্ট হয় ॥ ৩২ ॥

আভাস।

রাজপ্রতিনিধি বিচারপতি যদি স্বার্থে অন্ধ হইয়া রাজনিয়মকে কোনরূপে উপেক্ষা করেন এবং নিজ প্রয়োজন মতে নিজ মতের স্থাপনে অগ্রসর হন, তখন তিনি বিচারাসন হইতে চ্যুত হইয়া, স্বয়ং বিচারাধীন ও দণ্ডিত হন; সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি ভগবান্ ও ভগবানের সৃষ্টিমর্য্যাদা এবং তাঁহার নিয়মের প্রতি দৃষ্টি পরিত্যাগে কার্য্যত স্বার্থের পরিচয় দিলে, মূর্খের ন্যায় দণ্ডিত ও সংসারে বদ্ধ হইবেন, সন্দেহ নাই ॥ ৩২ ॥

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ।

স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য সদৃশং অনুরূপং জ্ঞানবান্ অপি চেষ্টতে কার্য্যং করোতি; ভূতানি প্রাণিনঃ সর্ব্বে প্রকৃতিং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং কর্ম্মসংস্কারং এব স্বভাবং যান্তি অনুগচ্ছন্তি, নিগ্রহঃ নিষেধাদিকঃ, কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ ত্বদীয়ং মতং নানুতিষ্ঠন্তঃ পরধর্ম্মাননুতিষ্ঠন্তি স্বধর্ম্মঞ্চ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভগবন্মতানুবর্ত্তনমন্তরেণ পরধর্ম্মানুষ্ঠানে স্বধর্ম্মাননুষ্ঠানে চ কারণং পৃচ্ছতি কস্মাদিতি। ভগবৎপ্রতিকূলত্বমেব তত্র কারণমিত্যাশঙ্ক্যাহ ত্বৎপ্রতিকূলা ইতি। রাজানুশাসনাতিক্রমে দোষদর্শনাৎ ভগবদনুশাসনাতিক্রমেঽপি দোষসম্ভবাৎ তৎ-

স্বামিকৃতটীকা।

নন্বু তর্হি মহাফলত্বাদিন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য নিষ্কামাঃ সন্তঃ সর্ব্বেঽপি স্বধর্ম্মমেব কিং নানুতিষ্ঠন্তি তত্রাহ সদৃশমিতি। প্রকৃতিঃ প্রাচীন-কর্ম্মসংস্কারাধীন-স্বভাবঃ স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য সদৃশমনুরূপমেব গুণদোষজ্ঞানবানপি চেষ্টতে কিং পুনর্বক্তব্যমজ্ঞশ্চেষ্টত ইতি, যস্মাদ্ভূতানি সর্ব্বেঽপি প্রাণিনঃ প্রকৃতিং যান্তি অনুবর্ত্তন্তে এবঞ্চ সতীন্দ্রিয়নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি প্রকৃতের্বলীয়স্ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ইহার প্রধান কারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সঞ্চিত সংস্কার; যাহা ধারাবাহিক্রমে স্বভাব বা প্রকৃতি-রূপে চিত্তে নিরন্তর নিহিত থাকে। জ্ঞানবান্ বিবেকী ব্যক্তিও উক্ত স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, পরজীবনে জাতি, আয়ু ও ভোগে লিপ্ত হইতে বাধ্য হয়, তাদৃশ স্বভাবের প্রতিকার করা জীবের অসাধ্য ॥ ৩৩ ॥

আভাস।

জ্ঞানলাভ করিলেই যে চিরকাল জ্ঞানী থাকা যায়, তাহা নহে। নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল জগৎকে পরীক্ষা করিবার উপলক্ষে নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল এই ভোগায়তন দেহকে আশ্রয় করিয়া জীব এই সংসারপথে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই স্থূল দেহ রথখানি যে কেবল একটী, তাহা নহে; এই স্থূল দেহের অন্তরে

শাঙ্করভাষ্যম্।

নানুবর্ত্তন্তে স্বৎপ্রতিকূলাঃ কথং ন বিভ্যতি স্বচ্ছাসনাতিক্রমদোষাৎ তত্রাহ সদৃশমিতি। সদৃশমনুরূপং চেষ্টতে চেষ্টাং করোতি কস্যাঃ স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ প্রকৃতির্নাম পূর্ব্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্মাদিসংস্কারো বর্ত্তমানজন্মাদাবভিব্যক্তঃ সা প্রকৃতিস্তস্যাঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রতিকূলত্বং ভয়কারণমিত্যর্থঃ। উত্তরত্বেন শ্লোকমবতারয়তি সদৃশমিতি। সর্ব্বস্য প্রাণিবর্গস্য প্রকৃতি-বশবর্ত্তিত্বে কৈমুতিক-ন্যায়ং সূচয়তি জ্ঞানবানপীতি। সর্ব্বাণ্যপি-ভূতান্যনিচ্ছন্ত্যপি প্রকৃতি-সদৃশীং চেষ্টাং গচ্ছন্তীতি নিগময়তি প্রকৃতিমিতি। ভূতানাং প্রকৃতেরধীনত্বেঽপি প্রকৃতি র্ভগবতা নিগ্রাহ্যেত্যাশঙ্ক্যাহ নিগ্রহ ইতি। কা পুনরিয়ং প্রকৃতি র্যদনুসারিণী ভূতানাং চেষ্টেতি পৃচ্ছতি প্রকৃতি র্নামেতি। ভগবদভিপ্রেতাং প্রকৃতিং প্রকটয়তি পূর্ব্বেতি। আদিশব্দেন জ্ঞানেচ্ছাদি সংগৃহ্যতে। যথোক্তঃ

আভাস।

তদপেক্ষা একটী সূক্ষ্ম দেহ; এবং তাহারও অভ্যন্তরে আর একটী কারণ দেহ নামে অতি সূক্ষ্ম দেহ আছে। তাহারই অভ্যন্তরে জীবাত্মা আমি-সাজিয়া উপবিষ্ট আছেন। এই ত্রিবিধ দেহই নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল। আমি-স্বরূপ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও সত্যস্বরূপ হইলেও এই পরিবর্ত্তনশীল উত্তরোত্তর অবস্থিত ত্রিবিধ দেহে আরোহণ করিয়া, নিরন্তর অচলভাবে কেমন করিয়া স্থির থাকিতে পারিবেন! দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের চাঞ্চল্যে জীবাত্মাকেও চঞ্চল হইতে হয়। সর্ব্বদা প্রবাহ-বিশিষ্ট চঞ্চল জলে যেমন আকাশ-পথে সুপ্রতিষ্ঠিত সূর্য্য বা চন্দ্রের প্রতিবিম্ব চঞ্চল বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ সর্ব্বদা পরিণাম-গ্রস্ত ত্রিবিধ দেহের অভ্যন্তরে আমি-ভাবকেও চঞ্চল হইতে হয়। একবার আমি-ভাবকে প্রকৃত নিরাময় ও সাক্ষীস্বরূপে অবধারণ করিতে পারিলেও, জ্ঞানের উপাধিস্বরূপ দেহত্রয়ের স্বভাবের অনুরোধে জ্ঞানকে বিভ্রান্ত ভাবাপন্ন হইতে হয়।

প্রকৃতি বা স্বভাব যে কি? তাহার উত্তর দিতে হইলে, আমরা গভীর গবেষণার মধ্যে নিপতিত হইব! তথাপি তাহার মীমাংসা পূর্ব্বেই করা প্রয়োজন। সাক্ষীস্বরূপ আমি ভাবকে চিনিতে হইলে, ভোগের প্রয়োজন। চক্ষুর দর্শন-শক্তি বা কর্ণের শ্রবণ শক্তির পরিচয় লইতে গেলে, যেমন পদার্থ দেখা চাই এবং শব্দ শুনা প্রয়োজন; দর্শন এবং শ্রবণ ব্যাপার সুস্পষ্ট করিতে পারিলে যেমন দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, সেইরূপ ভোগের দ্বারা

শাঙ্করভাষ্যম্‌।

সদৃশমেব সর্ব্বো জন্তুর্জ্ঞানবানপি চেষ্টতে কিং পুনর্মূর্খ স্তস্মাৎ প্রকৃতিং যান্তি অনুগচ্ছন্তি ভূতানি, নিগ্রহঃ নিষেধরূপঃ কিং করিষ্যতি মম চান্যস্য বা॥ ৩৩॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সংস্কারঃ স্বসত্ত্বয়া প্রবর্ত্তকশ্চেৎ প্রলয়েঽপি প্রবৃত্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি বর্ত্তমানেতি। সর্ব্বো জন্তুরিত্যুক্তং বিবেকিপ্রবৃত্তেরতথাত্বাদিতি শঙ্কাবিশেষাদিতি ন্যায়মনুস্মরন্নাহ জ্ঞানবানিতি। জ্ঞানবতামজ্ঞানবতাঞ্চ প্রকৃত্যধীনত্বাবিশেষে ফলিতমাহ তস্মাদিতি। প্রকৃতিং যান্তি প্রকৃতিসদৃশীং চেষ্টাং গচ্ছন্ত্যনিচ্ছন্ত্যপি সর্ব্বাণি ভূতানি ইত্যর্থঃ। প্রকৃতের্ভবগতা তত্তুল্যেন বা কেনচিৎ নিগ্রহমাশঙ্ক্যাবতারিতচতুর্থপাদস্যার্থাপেক্ষিতং পূরয়তি মম চেতি॥ ৩৩॥

আভাস।

সুখ বা দুঃখের অনুভব করিলে তাহার সাক্ষীস্বরূপ আমি-ভাবেরও প্রতীতি ঘটে। যদি ভোগ না করি, এবং সুখ দুঃখের অনুভব না হয়, তাহা হইলে সর্ব্ব-সাক্ষী আমি ভাবেরও প্রতীতি হয় না। অতএব প্রথম কর্ম্মযোগ, তৎপরে ভোগ, এবং তৎপরে আত্মসাক্ষাৎকার ; এই পদ্ধতি চির-প্রসিদ্ধ।

এক্ষণে প্রশ্ন উত্থিত হইবে যে, কর্ম্ম করি কেন? জড়ের মত পতিত থাকিলেই ত হয়! তদুত্তরে বক্তব্য যে, কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারিবে না। সংসার-চক্রের নিয়মানুসারে সৃষ্ট সকল স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থকে কর্ম্ম করিতেই হইবে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক! চক্রপাণীর চক্রগতি প্রত্যেক পদার্থের অন্তরে নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। প্রত্যেক পদার্থ উন্নতি বা অবনতির অভিমুখে নিরন্তর ধাবিত হইতেছে; জীব-দেহ ক্ষুধা বা পিপাসাদির পরিচয়ে অন্তরে ক্ষয়ের পরিচয় দিতেছে এবং অন্ন ও পেয় লাভে পূরণের চেষ্টা করিতেছে। ক্ষয়ে দুঃখানুভূতি এবং প্রাপ্তিতে সুখানুভূতির জন্য যে আমি-ভাব বিব্রত হয়, সেই সংসারী। প্রকৃতির এই জাতীয় পরিণাম হইতে কাহারই নিস্তার নাই! বিশেষত এই সুখ দুঃখের অনুভূতি যে ভোগের উপলক্ষে, সে ভোগ্য বিষয়ও সংস্কার-মূর্ত্তিতে চিত্তে প্রতিষ্ঠিত থাকে। সুতরাং পুনঃ ভোগ বা ত্যাগের জন্য অন্তরে চেষ্টা আপনা হইতেই আসে। সুতরাং জ্ঞানী বা অজ্ঞানী ভেদে কোন ব্যক্তিরই সংসার চক্র হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই। অজ্ঞানীকে ক্ষুধায় যেমন কাতর করে, জ্ঞানীকে যে করিবে না, তাহা নহে। তবে অজ্ঞানী

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ।

ইন্দ্রিয়স্য অর্থে স্ব স্ব বিষয়ে শব্দাদৌ ইন্দ্রিয়স্য শ্রোত্রাদেঃ রাগদ্বেষৌ (অনুকূলে রাগঃ প্রতিকূলে দ্বেষঃ) ব্যবস্থিতৌ অবশ্যম্ভাবিনৌ। তয়োঃ রাগদ্বেষয়োঃ বশং ন আগচ্ছেৎ, যতঃ তৌ হি অস্য পুরুষস্য পরিপন্থিনৌ বিঘ্নকর্ত্তারৌ ॥ ৩৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যদি সর্ব্বো জন্তুরাত্মনঃ প্রকৃতি-সদৃশমেব চেষ্টতে ন চ প্রকৃতিশূন্যঃ কশ্চিদস্তি ততঃ পুরুষকারস্য বিষয়ানুপপত্তেঃ শাস্ত্রানর্থক্যপ্রাপ্তাবিদমুচ্যতে ইন্দ্রিয়স্যেতি।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সর্ব্বস্য ভূতবর্গস্য প্রকৃতিবশবর্ত্তিত্বে লৌকিক-বৈদিক-পুরুষকার-বিষয়াভাবাৎ-বিধি-নিষেধানর্থক্যমিতি শঙ্কতে যদীতি। নমু যস্য ন প্রকৃতিরস্তি তস্য পুরুষকার-সম্ভবাদর্থবত্ত্বং তদ্বিষয়ে বিধিনিষেধয়োর্ভবিষ্যতি নেত্যাহ নচেতি। শঙ্কিতদোষং

শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-বর্গ স্ব স্ব বিষয়ে মিলিত হইবার উপলক্ষে অনুরাগ ও বিরক্তির অন্তর্গত হইয়া পড়ে। কিন্তু ইন্দ্রিয়াদির অধ্যক্ষ অহংজ্ঞান-বিশিষ্ট জীবাত্মার ইন্দ্রিয়-নিষ্ঠ রাগ-দ্বেষের বশীভূত হওয়া ত উচিত নহে! কারণ এই অনুরাগ এবং দ্বেষই উন্নতি-পথের প্রকৃত প্রতিবন্ধক দাতা ॥ ৩৪ ॥

আভাস।

দুঃখিত হইয়া তাহার প্রতিকারার্থ চেষ্টা করিবে, জ্ঞানী ভগবানের কার্য্য বলিয়া তৎপ্রতিকারার্থ নিজে বিব্রত না হইয়া, যাঁহার নিয়মে ক্ষুধাদি আসিয়াছে, তৎপ্রতিকারার্থ তাঁহারই উপর নির্ভর দিয়া সহ্য করিবে। কারণ চক্রপাণির চক্র-ভ্রমণ কখন জীবের চেষ্টায় নিরস্ত হয় না। দুঃখাদি সহ্য করিবার উপলক্ষে বিব্রত না হইলে, স্থির চিত্তে অনুভূতির স্বরূপের অনুসরণ করিলে, নিজ আমি-ভাব আত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকার অতি সহজে হইয়া যায়।

যাহারা সুখ দুঃখাদিতে বিব্রত হইয়া অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষের পরিচয়ে মনে মনে চিন্তিত হয়, তাহারা আত্ম-সাক্ষাৎকারে

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে সর্বেন্দ্রিয়াণামর্থে শব্দাদিবিষয়ে ইষ্টে শব্দাদৌ রাগোঽনিষ্টে দ্বেষ ইত্যেবং প্রতীন্দ্রিয়ার্থে রাগদ্বেষাববশ্যম্ভাবিনৌ তত্রায়ং পুরুষকারস্য শাস্ত্রার্থস্য চ বিষয় উচ্যতে। শাস্ত্রার্থে প্রবৃত্তঃ পূর্ব্বমেব রাগদ্বেষয়োর্ব্বশং নাগচ্ছেৎ; যাহি পুরুষস্য প্রকৃতিঃ সা রাগদ্বেষপুরঃসরৈব স্বকার্য্যে পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি যদা তদা

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

শ্লোকেন পরিহরতি ইদমিত্যাদিনা। বীপ্সায়াঃ সর্ব্বকরণাগোচরত্বং দর্শয়তি সর্বেতি। প্রত্যর্থং রাগদ্বেষয়োরব্যবস্থায়াং প্রাপ্তৌ প্রত্যাদিশতি ইষ্ট ইতি। প্রতিবিষয়ং বিভাগেন তয়োঃরন্তরস্যাবশ্যকত্বেঽপি পুরুষকারবিষয়াভাবপ্রযুক্ত্যা প্রাগুক্তং দূষণং কথং সমাধেয়মিত্যাশঙ্ক্যাহ তত্রেতি। তয়োরিত্যাদ্যবতারিতং ভাগং বিভজতে শাস্ত্রার্থস্যেতি। প্রকৃতিবশত্বাদ্ জন্তোর্নৈব নিয়োজ্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ যাহীতি। রাগদ্বেষদ্বারা প্রকৃতিবশবর্ত্তিত্বে স্বধর্ম্মত্যাগাদি দুর্ব্বারমিত্যুক্তমিদানীং

স্বামিকৃতটীকা ।

নন্বেবং প্রকৃত্যধীনৈব চেৎ পুরুষস্য প্রবৃত্তিস্তর্হি বিধিনিষেধশাস্ত্রস্য বৈয়র্থ্যং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ ইন্দ্রিয়স্যেতি। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যেতি বীপ্সয়া সর্বেবামিন্দ্রিয়াণাং প্রত্যেকমিত্যুক্তং, অর্থে স্বস্ববিষয়ে অনুকূলে রাগঃ প্রতিকূলে দ্বেষ ইত্যেবং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ অবশ্যম্ভাবিনৌ, ততশ্চ তদনুরূপা প্রবৃত্তিরিতি ভূতানাং প্রকৃতিঃ, তথাপি তয়োর্বশবর্ত্তী ন ভবেদিতি শাস্ত্রেণ নিয়ম্যতে, হি যস্মাদস্য মুমুক্ষোস্তৌ পরিপন্থিনৌ প্রতিপক্ষৌ, অয়ং ভাবঃ, বিষয়স্মরণাদিনা রাগদ্বেষাবুৎপাদ্যানর্থেহিতং পুরুষমনর্থেঽতিগম্ভীরে স্রোতসীব প্রকৃতি র্বলাৎ প্রবর্ত্তয়তি। শাস্ত্রং তু ততঃ প্রাগেব বিষয়েষু রাগদ্বেষপ্রতিবন্ধকে পরমেশ্বর-ভজনাদৌ তং প্রবর্ত্তয়তি ততশ্চ গম্ভীরস্রোতঃপাতাৎ পূর্ব্বমেব নাবমাশ্রিত ইব নানর্থং প্রাপ্নোতি, তদেবং স্বাভাবিকীং পশ্বাদি-সদৃশীং প্রবৃত্তিং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিতব্যমিত্যুক্তং ॥ ৩৪ ॥

আভাস

বিমুখ হইয়া পড়ে। দেহের অভাব এবং পূরণের ন্যায়, ইন্দ্রিয়-পঞ্চকেরও অভাব এবং পূরণ আছে। চক্ষুর অন্তরে যে ক্ষুধার অনুরোধে ক্ষয় আসিতেছে, তাহা বাহ্য অপূর্ব্ব রূপাদি দর্শনে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। লতা পাদপাদি কিছুদিন পুষ্টিকর জলের অভাবে যেমন মরিয়া যায়, কিছুদিন অন্ন খাইতে না পাইলে দেহ যেমন ক্ষুধার ক্ষয়ে মরিয়া যায়, আমাদের চক্ষু কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা এবং ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ও স্ব স্ব ক্ষুধার সামগ্রী না

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্বধর্ম্মপরিত্যাগঃ পরধর্ম্মানুষ্ঠানঞ্চ ভবতি ; যদা পুনঃ রাগদ্বেষৌ তৎপ্রতিপক্ষেণ নিয়ময়তি তদা শাস্ত্রার্থদৃষ্টিরেব পুরুষো ভবতি ন প্রকৃতিবশ স্তস্মাত্তয়ো রাগদ্বেষয়োর্ব্বশং ন গচ্ছেৎ যত স্তৌ হ্যস্য পুরুষস্য পরিপন্থিনৌ শ্রেয়োমার্গস্য বিঘ্নকর্ত্তারৌ তস্করাবিবেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বিবেকবিজ্ঞানেন রাগাদিনিবারণে শাস্ত্রীয়-দৃষ্ট্যা প্রকৃতিপারবশ্যং পরিহর্ত্তুং শক্যমিত্যাহ যদেতি। মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধনৌ হি রাগদ্বেষৌ তৎপ্রতিপক্ষত্বং বিবেকবিজ্ঞানস্য মিথ্যাজ্ঞানবিরোধিত্বাদবধেয়ং। রাগদ্বেষয়োর্ম্মূলনিবৃত্ত্যা নিবৃত্তৌ প্রতিবন্ধধ্বংসে কার্য্যসিদ্ধিমভিসন্ধায়োক্তং তদেতি। এবকারস্যান্যযোগব্যবচ্ছেদকত্বং দর্শয়তি নেতি। পূর্ব্বোক্তং নিয়োগমুপসংহরতি তস্মাদিতি। তত্র হেতুমাহ যত ইতি। হিশব্দোপাত্তো হেতু র্যত ইতি প্রকটিতঃ স চ পূর্ব্বেণ তচ্ছব্দেন সম্বন্ধনীয়ঃ। পুরুষপরিপন্থিত্বমেব তয়োঃ সোদাহরণং স্ফোরয়তি শ্রেয়োমার্গস্যেতি ॥ ৩৪

আভাস।

পাইলে, ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া প্রত্যেকে মরিয়া যাইবে। কোন মানুষকে বহুকাল আলোকশূন্য সম্পূর্ণ অন্ধকার-ময় গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, তাহার চক্ষু-শক্তি মরিয়া যায় ; আর দর্শন করিতে পারে না। ঐরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই পুষ্টির অভাবে তাহার বিনাশ সাধিত হইতে পারে। অতএব উদর যেমন নিজ অন্নের প্রতি অনুরাগ এবং দ্বেষের পরিচয় দেয়, আমাদের ইন্দ্রিয়গণও স্ব স্ব ক্ষুধার জ্বালায় উৎপীড়িত হইয়া, স্ব স্ব উপযুক্ত ভোগের জন্য লালসার পরিচয় দেয় এবং উপযুক্ত ভোগ্য লাভে পুষ্ট হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকে!

অতএব অনুরাগ বা বিদ্বেষ যে কেবল মনেরই ব্যাপার তাহা নহে ; প্রাকৃতিক সকল পদার্থেই আদান ও প্রদান উপলক্ষে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ রহিয়াছে। আমাদের স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ দেহও স্ব স্ব ক্ষুধার পীড়নে উৎপীড়িত হইয়া স্ব স্ব অভিপ্রেত বিষয়ের প্রাপ্তি-কামনায় নিরন্তর উৎকট রাগ এবং দ্বেষের পরিচয় দিতেছে। অতএব মানব যতই জ্ঞানী হউক, যে আধারকে উপাধিরূপে স্বীকার করত সংসার ভ্রমণে নির্গত হইয়াছ, তাহাদের অভিপ্রায় পূরণে যদি তুমি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাক, তাহা হইলে দুর্লভ মানব জন্মের মূল সাধ আত্মসাক্ষাৎকার, আর করা হইবে না। অতএব ইন্দ্রিয়াদির বিষয়

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ।

স্বনুষ্ঠিতাৎ সুকরাৎ পরধর্ম্মাৎ বিগুণঃ আয়াস-সাধ্যঃ স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ; স্বধর্ম্মে নিধনং মরণং অপি শ্রেয়ঃ; যতঃ পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তত্র রাগদ্বেষপ্রযুক্তো মন্যতে শাস্ত্রার্থমপ্যন্যথা, পরধর্ম্মোঽপি ধর্ম্মত্বাদনুষ্ঠেয় এবেতি তদসৎ শ্রেয়ানিতি। শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ স্বধর্ম্মঃ, স্বকীয়ধর্ম্মো বিগুণোঽপি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

রাগদ্বেষয়োঃ শ্রেয়োমার্গপ্রতিপক্ষত্বং প্রকটয়িতুং পরমতোপন্যাসদ্বারা সমনন্তর-শ্লোক মবতারয়তি তত্রেত্যাদিনা। ব্যবহারভূমিঃ সপ্তম্যর্থঃ। শাস্ত্রার্থস্যান্যথা প্রতিপত্তিমেব প্রত্যায়য়তি পরধর্ম্মোঽপীতি। স্বধর্ম্মবদিত্যপেরর্থঃ। অনুমানং

স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম কর্ম্মাদির আচরণ আপাত-দৃষ্টিতে কষ্ট-সাধ্য ও অরুচিকর বোধ হইলেও, শ্রেয়স্কর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; এবং পরধর্ম্ম সুসম্পাদ্য এবং অভিমত হইলেও, ত্যাজ্য জানিবে। স্বকীয় ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যদি মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়স্কর, তথাপি পরধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ তাহাতে পরিণামে বিষম নরকাদি অনর্থে নিপতিত হইতে হয়॥ ৩৫ ॥

আভাস।

সম্বন্ধে অনুরাগ বা দ্বেষের উপলক্ষে চৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মার তাদৃশ বিব্রত হওয়া উচিত নহে। সকলেরই স্ব স্ব কর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য; পরের কর্ম্ম নিজের স্কন্ধে উত্তোলন করিতে গেলেই, দুঃখ পাইতে হয়॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

অর্জ্জুন স্বকীয় ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম যুদ্ধ-ব্যাপারকে নৃশংস-কর্ম্ম জ্ঞানে ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম ভিক্ষাবৃত্তিকে শ্রেয়স্কর ধারণায় যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কার্য্যকে নিন্দা করত বুঝাইলেন যে, নিজ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে যদি মৃত্যুও হয়, তাহাও বরং মঙ্গল; তথাপি পরধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কথঞ্চিৎ সুখী হওয়া উচিত নহে। শাস্ত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিগতগুণোঽপি অনুষ্ঠীয়মানঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ সাদ্গুণ্যেন সম্পাদিতাদপি স্বধর্ম্মে স্থিতস্য নিধনং মরণমপি শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মে স্থিতস্য জীবিতাৎ; কস্মাৎ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ নরকাদিলক্ষণং ভয়মাবহতি যতঃ॥ ৩৫ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

দূষয়মুত্তরত্বেন শ্লোকমুখাপয়তি তদসদিতি। ক্ষত্রধর্ম্মাৎযুদ্ধাদ্দুরনুষ্ঠানাৎ পরিব্রাড়্‌-ধর্ম্মস্য ভিক্ষাশনাদিলক্ষণস্য স্বানুষ্ঠেয়তয়া ময়াপি কর্ত্তব্যত্বং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্য ব্যাচষ্টে শ্রেয়ানিতি। উক্তেঽর্থে প্রশ্নপূর্ব্বকং হেতুমাহ কস্মাদিত্যাদিনা। স্বধর্ম্মমবধূয়-পরধর্ম্মমনুতিষ্ঠতঃ স্বধর্ম্মাতিক্রমকৃতদোষস্য দুষ্পরিহরত্বাৎ তত্ত্যাগঃ সাধীয়া-নিত্যর্থঃ॥ ৩৫ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

তর্হি স্বধর্ম্মস্য যুদ্ধাদে দুঃখরূপস্য যথাবৎ কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ পরধর্ম্মস্য চাহিংসাদেঃ সুকরত্বাদ্ধর্ম্মত্বাবিশেষাচ্চ তত্র প্রবর্ত্তিতুমিচ্ছন্তং প্রত্যাহ শ্রেয়ানিতি। কিঞ্চিদঙ্গ-হীনোঽপি স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ সকলাঙ্গসম্পূর্ত্ত্যা কৃতাদপি পরধর্ম্মাৎ সকাশাৎ। তত্র হেতুঃ স্বধর্ম্মে যুদ্ধাদৌ প্রবর্ত্তমানস্য নিধনং মরণমপি শ্রেষ্ঠং স্বর্গাদিপ্রাপকত্বাৎ পরধর্ম্মস্তু পরস্য ভয়াবহো নিষিদ্ধত্বেন নরকপ্রাপক-ত্বাৎ॥ ৩৫ ॥

আভাস।

এবং শূদ্র ভেদে যে আচারের অর্থাৎ কর্ম্মের বিভাগ করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণ লোক প্রায় তুষ্ট নহে। কারণ সাধারণ লোক নিজ কর্ম্মকে অপেক্ষাকৃত কষ্ট-সাধ্য এবং অপর জাতির কর্ম্মকে সহজ সাধ্য মনে করিয়া তৎপ্রতি ধাবিত হন এবং প্রায় স্পষ্টত বলেন যে, শাস্ত্রকারগণ তাৎকালিক উপযোগিতার উপর নির্ভর দিয়াই এতাদৃশ বিসদৃশ শাস্ত্রের প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নিজেদের পূর্ব্বপরম্পরা যোগ্যতার বিষয় চিন্তা না করিয়া, তাঁহারা সুকর পরধর্ম্মের অনুষ্ঠানে আপাতত দৃষ্টিতে ধনৈশ্বর্য্যে সুসম্পন্ন হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে উন্নতি লাভ করিলেন কি অধোগতি লাভ করিলেন, তাহা বিবেচনা করিবারও অবসর পান না। ব্রাহ্মণ নিজের তপোনুষ্ঠানকে অতীব দুরারাধ্য বিবেচনায়, ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম যুদ্ধ-বিগ্রহ, বা ব্যবসায়াদির দ্বারা বৈশ্য বৃত্তিতে ধনোপার্জ্জন অথবা শূদ্রবৃত্তি চাকরির দ্বারা আপাতত সুখের মুখ

অর্জ্জুন উবাচ—অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬॥

অন্বয়ঃ

অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে বার্ষ্ণেয় বৃষ্টিবংশাবতংস! অথ প্রশ্নে। অয়ং পুরুষঃ স্বয়ং অনিচ্ছন্ অপি বলাৎ কেন হেতুভূতেন প্রযুক্তঃ নিয়োজিতঃ ইব পাপং কর্ম্ম চরতি॥ ৩৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যদ্যপ্যনর্থমূলং ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসো রাগদ্বেষৌ তস্য পরিপন্থিনাবিতি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রাগেবানর্থমূলস্যোক্তত্বাৎ পুনস্তজ্জিজ্ঞাসয়া প্রশ্নানুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ যদ্যপীতি। বিক্ষিপ্তং বিবিধেষু প্রদেশেষু ক্ষিপ্তং দর্শিতমিতি যাবৎ, অনবধারিতমনেকত্রোক্ত-

এতৎ শ্রবণে অর্জ্জুন অতি বিস্মিতের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে বৃষ্ণিবংশাবতংস শ্রীকৃষ্ণ! প্রকৃত প্রস্তাবে

আভাস।

দেখিলেন বটে, কিন্তু বংশপরম্পরায় পরমার্থ জ্ঞানে যে বঞ্চিত হইলেন এবং মরণ কালে সামান্য কৃষকাদির ন্যায়, অজ্ঞান-নিদ্রায় প্রস্থান করিতে হইল, তাহা ধারণা করিবারও যোগ্যতা তাঁহার হইল না। ঐরূপ অপর বর্ণ-ত্রয়ও যদি ব্রাহ্মণের সামাজিক সম্মানে প্রলোভিত হইয়া, গৈরিক বস্ত্র পরিধানে স্ববর্ণোচিত কর্ম্মকে উপেক্ষা করত ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মের অনুকরণে অগ্রসর হন, তাহা হইলে প্রকৃত তপস্যার অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইয়া ব্রাহ্মণোচিত উন্নতি লাভেও অসমর্থ হইবেন; অথচ নিজের বর্ণোচিত কর্ম্মের দ্বারা উন্নতি সাধনেও বংশানুক্রমে বঞ্চিত হইবেন। ভারতবাসী পূর্ব্বে স্ব স্ব বর্ণোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে উন্নত হইয়া জগতে গুরুর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মহাভারতের কাল হইতে পরধর্ম্মের অনুশীলনে উত্তরোত্তর অধোগতি লাভ করিতে করিতে যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা সকলের প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। পরের অনুকরণ করিতে করিতে ভারতবাসী আমার বলিবার কিছু রাখেন নাই! এমন কি, আমার বলা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছেন॥ ৩৫॥

শ্রীকৃষ্ণের তিরস্কার বাক্য যুক্তিসঙ্গত এবং ন্যায্যবোধে অপ্রতিভ হইয়া কুন্ঠিত-

শাঙ্করভাষ্যম্।

চোক্তং বিক্ষিপ্তমনবধারিতং চ যদ্বক্তং তং সংক্ষিপ্তং নিশ্চিতচ্ছেদমেবেতি জ্ঞাতুমিচ্ছন্নর্জ্জুন উবাচ। জ্ঞাতে হি তস্মিন্ তদুচ্ছেদায় যত্নং কুর্য্যামিতি অথেতি। অথ কেন হেতুভূতেন প্রযুক্তঃ সন্ রাজ্ঞেব ভৃত্যোঽয়ং পাপং কর্ম্ম চরত্যাচরতি পুরুষঃ স্বয়মনিচ্ছন্নপি হে বার্ষ্ণেয় বৃষ্ণিকুলপ্রসূত বলাদিব নিয়োজিতো রাজ্ঞেবেত্যুক্তো দৃষ্টান্তঃ॥ ৩৬॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্বাদনেকধা বা বিবেক-কামাদিভি র্বিকল্পিতত্বাদিত্যর্থঃ। নরকনরকমূলং পরিহর্ত্তব্যং তৎ কিমিতি জ্ঞাতুমিষ্যতে তত্রাহ জ্ঞাতে হীতি। কুর্য্যামিতি তজ্জ্ঞানমর্থবদিতি শেষঃ। বাক্যারম্ভার্থত্বমথশব্দস্য গৃহীত্বা প্রশ্নবাক্যং ব্যাকরোতি অথেত্যাদিনা। অনিচ্ছতোঽপি বলাদেব দুশ্চরিতে প্রেরিতত্বে দৃষ্টান্তমাচষ্টে রাজ্ঞেবেতি। বিনিযোজ্যস্বেচ্ছাসাপেক্ষত্বাভাবে তদসিদ্ধিমাশঙ্ক্য প্রাগুক্তং স্মারয়তি রাজ্ঞেবেত্যুক্ত ইতি॥ ৩৬॥

স্বামিকৃতটীকা।

তয়ো র্ন বশমাগচ্ছেদিত্যুক্তং তদেতদশক্যং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ অথেতি। বৃষ্ণের্বংশেঽবতীর্ণো বার্ষ্ণেয় হে বার্ষ্ণেয় অনর্থরূপং পাপং কর্ত্তুমনিচ্ছন্নপি কেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতোঽয়ং পুরুষঃ পাপং চরতি, কামক্রোধৌ বিবেকবলেন নিরুদ্ধতোঽপি পুরুষস্য পুনঃ পাপে প্রবৃত্তিদর্শনাৎ, অন্যোঽপি তয়োর্মূলভূতঃ কশ্চিৎ প্রবর্ত্তকোভবেদিতি সম্ভাবনয়া প্রশ্নঃ॥ ৩৬॥

অন্যায় বোধে যে কার্য্যে মানুষ প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করে না, অথচ কে যেন বল পূর্ব্বক তাহাকে সেই কার্য্য করাইয়া দেয়, এই দেহের মধ্যে তাদৃশ শত্রু কে? তাহা আপনি নির্ণয় পূর্ব্বক বলুন! ॥ ৩৬ ॥

আভাস।

হায় অর্জ্জুন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, হে বৃষ্ণিবংশাবতংস! মানুষ মাত্রেই উন্নতির কামনায় চিরকাল কর্ম্ম করিয়া থাকে; কিন্তু কে সেই পরম শত্রু আছে। যাহার প্রভাবে মানুষ বিপর্য্যস্ত হইয়া, ঠিক বিপরীত পথে পদার্পণ করত বিপন্ন হইতেছে! ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—কামএষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ। রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ (রজোগুণঃ সমুদ্ভবঃ যস্য সঃ) অতএব মহাশনঃ (মহৎ অশনং যস্য দুষ্পূরঃ) মহাপাপ্মা অতিক্রূরঃ এষঃ কামঃ (তস্য রূপান্তরঃ এষঃ ক্রোধঃ ইহ জ্ঞানমার্গে পরিপন্থী; এনং কামং এব বৈরিণং শত্রুং বিদ্ধি-জানীহি ॥ ৩৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

শৃণু ত্বং তং বৈরিণং সর্ব্বানর্থকরং যং ত্বং পৃচ্ছসি ভগবানুবাচ; "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। বৈরাগ্যস্যাথ মোক্ষস্য ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা"। ঐশ্বর্য্যাদি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সম্প্রতিপত্তিবচনং প্রাপ্তোতি শৃণ্বিতি। তস্য বৈপরীত্যং স্ফোরয়তি সর্ব্বেতি। অপ্রস্তুতং কিমিতি প্রস্তূয়তে তত্রাহ যং ত্বমিতি। ভগবচ্ছব্দার্থং নির্দ্ধারয়িতুং পৌরাণিকং বচনমুদাহরতি ঐশ্বর্য্যস্যেতি। সমগ্রস্যেত্যেতৎ প্রত্যেকং বিশেষণৈঃ

স্বামিকৃতটীকা।

অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ কাম এষ ক্রোধ এষ ইত্যাদি। যত্ত্বয়া পৃষ্টো হেতুরেষ কামএব; নমু ক্রোধোঽপি পূর্ব্বং ত্বয়োক্ত ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থ ইত্যত্র, সত্যং নাসৌ ততঃ পৃথক্ কিন্তু ক্রোধোঽপ্যেষ কামএব হি কেনচিৎ প্রতিহত ক্রোধাত্মনা পরিণমতে পূর্ব্বং পৃথক্তেনোক্তোঽপি ক্রোধঃ কামজ এবেত্যভিপ্রায়েণৈকীকৃত্যো-চ্যতে, রজোগুণাৎ সমুদ্ভবতীতি তথা; অনেন সত্ত্ববৃদ্ধ্যা রজসি ক্ষয়ং নীতে সতি

এতদুত্তরে ভগবান্ বলিলেন; দেখ অর্জ্জুন! এই মানবদেহে একটী কাম নামে বৃত্তি আছে, যাহার রূপান্তর ক্রোধ। সেই এ সংসারে প্রকৃত শত্রু বলিয়া তুমি এই উভয়কেই অবধারণ কর! কারণ এই কামের পূরণ কেহ কখন করিতে পারে না এবং ইহা যে কোন্ ভয়ানক কার্য্য সাধন করিতে পারে না, তাহাও বলা যায় না! ॥ ৩৭ ॥

আভাস।

অর্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরে শ্রীকৃষ্ণ এক কামকে সর্ব্বপ্রকার পতনের একমাত্র মূলীভূত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। কাম শব্দের অর্থ প্রার্থনা করা; অর্থাৎ

শাঙ্করভাষ্যম্।

বটুকং যস্মিন্ বাসুদেবে নিত্যমপ্রতিবদ্ধত্বেন সামস্ত্যেন চ বর্ত্ততে, "উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিং। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি"। উৎপত্ত্যাদিবিষয়ঞ্চ বিজ্ঞানং যস্য স বাসুদেবো বাচ্যো ভগবানিতি। কাম ইতি। কাম এষ সর্ব্বলোকং বশং কুর্ব্বন্ শত্রু র্যন্নিমিত্তা সর্ব্বানর্থপ্রাপ্তিঃ প্রাণিনাং স এব কামঃ প্রতিহতঃ কেনচিৎ ক্রোধত্বেন পরিণমতেঽতঃ ক্রোধোঽপ্যেষএব রজোগুণ-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সম্বধ্যতে, অথশব্দস্তথাশব্দপর্য্যায়ঃ সমুচ্চয়ার্থঃ। মোক্ষশব্দেন তদুপায়ো জ্ঞানং বিবক্ষ্যতে। উদাহৃতবচস তাৎপর্য্যমাহ ঐশ্বর্য্যাদীতি। স বাচ্যো ভগবানিতি সম্বন্ধঃ। তত্রৈব পৌরাণিকং বাক্যান্তরং পঠতি "উৎপত্তিমিতি। ভূতানামিতি প্রত্যেকমুৎপত্ত্যাদিভিঃ সম্বধ্যতে। করণার্থৌ চোৎপত্তিপ্রলয়শব্দৌ ক্রিয়ামাত্রস্য পুরুষান্তরগোচরত্ব-সম্ভবাৎ, আগতি গতিশ্চেত্যাগামিন্যৌ সম্পদ্বিপদৌ সূচ্যেতে। বাক্যান্তরস্যাপি তাৎপর্য্যমাহ উৎপত্ত্যাদীতি। বেত্তীত্যুক্তঃ সাক্ষাৎকারো বিজ্ঞানমিত্যুচ্যতে, সমগ্রৈশ্বর্য্যাদিসম্পত্তিসমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ। উক্তলক্ষণো ভগবান্ কিমুক্তবানিতি তদাহ কাম

স্বামিকৃতটীকা।

কামো ন জায়ত ইতি সূচিতং, এনং কামমিহ মোক্ষমার্গে বৈরিণং বিদ্ধি, অয়ঞ্চ রক্ষ্যমাণক্রমেণ হন্তব্যএব যতো নাসৌ দানেন সন্ধাতুং শক্য ইত্যাহ মহাশনো মহদশনং যস্য দুষ্পূর ইত্যর্থঃ, ন চ সাম্না সন্ধাতুং শক্যো যতো মহাপাপ্মা অত্যুগ্রঃ ॥ ৩৭ ॥

আভাস।

চাওয়া। কামের বিরুদ্ধ মূর্ত্তি উপেক্ষা। যে চাহে সে সকলের নিকট ঘৃণিত হয়; কিন্তু যে উপেক্ষা করে, সে সকলের পূজ্য হয়। যে চাহে, তাহার নিকট হইতে যাচ্‌ঞার পদার্থ দূরে সরিয়া যায়; আর যে চাহে না, উপেক্ষা করে; তাহার ভোগের বিষয় হইবার আশায়, ভোগ্য সকল ঐদ্বারে দণ্ডায়মান থাকে। নিমন্ত্রণ ক্ষেত্রে যে চাহিয়া লয়, পরিবেশনকারী তাহাকে প্রদানে বিরক্ত হয়; আর যে নিশ্চিন্তে বসিয়া ভোজন করে, ভোজয়িতা স্বয়ং তাহার নিকট দণ্ডায়মান থাকেন। রজোগুণ হইতে কামের জন্ম। রজোগুণ চঞ্চল; তদুৎপন্ন কামও অতি চঞ্চল। জলের চাঞ্চল্য নিবন্ধন তাহাতে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র বা সূর্য্যকে যেমন চঞ্চল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, সেইরূপ রজোগুণাত্মক কামের অনুরোধে চিত্ত কিছুতেই ধৈর্য্য বা তুষ্টি

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাঽদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ।

বহ্নিঃ যথা ধূমেন আব্রিয়তে আচ্ছাদ্যতে, আদর্শঃ দর্পণং যথা মলেন আব্রিয়তে, উল্বেন গর্ভবেষ্টন-চর্ম্মণা জরায়ুনা আবৃতঃ আচ্ছাদিতঃ গর্ভঃ তথা তেন কামেন ইদং জ্ঞানং অপি আবৃতং ॥ ৩৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

সমুদ্ভবো রজশ্চ তদ্গুণশ্চ রজোগুণঃ সমুদ্ভবো যস্য স কামো রজোগুণসমুদ্ভবো রজোগুণস্য বা সমুদ্ভবঃ কামোহ্যুদ্ভূতো রজঃ প্রবর্ত্তয়ন্ পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি তৃষ্ণয়া হ্যহংকারিতঃ ইতি দুঃখিনাং রজঃকার্য্যে সেবাদৌ প্রবৃত্তানাং প্রলাপঃ শ্রূয়তে। মহাশনো মহদশনমস্যেতি মহাশনোঽতএব মহাপাপ্মা কামেন প্রেরিতো জন্তুঃ পাপং করোতি অতো বিদ্ধ্যেনং কামমিহ সংসারে বৈরিণং ॥ ৩৭ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ইতি। কামস্য সর্ব্বলোকশত্রুত্বং বিশদয়তি যন্নিমিত্তেতি। তথাপি কথং তস্যৈব ক্রোধত্বং তদাহ স এষ ইতি। কামক্রোধয়োরেব হেয়ত্বদ্যোতনার্থং কারণং কথয়তি রজোগুণ ইতি। কারণদ্বারা কামাদেরেব হেয়ত্বমুক্ত্বা কার্য্যদ্বারাপি তস্য হেয়ত্বং সূচয়তি রজোগুণস্যেতি। কামস্য পুরুষপ্রবর্ত্তকত্বমেব ন রজোগুণজনকত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ কামো হীতি। তত্রৈবানুভবানুসারিণীং লোকপ্রসিদ্ধিং প্রমাণয়তি তৃষ্ণয়া হীতি। তস্য যোগ্যাযোগ্যবিভাগমন্তরেণ বহুবিষয়ত্বং দর্শয়তি মহাশন ইতি। বহুবিষয়ত্বপ্রযুক্তং কর্ম্ম নির্দ্দিশতি অত ইতি। সর্ব্ববিষয়ত্বেঽপি কুতোঽস্য পাপত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ কামেনেতি। কামস্যোক্তবিশেষণবত্ত্বে ফলিতমাহ অত ইতি ॥ ॥ ৩৭ ॥

আভাস।

লাভ করে না। কাম চিত্তে হিতাহিতের বিবেচনা রাখে না এবং এমন কোন অন্যায় কার্য্য নাই, যাহা কাম মানবকে করাইতে পারে না। যে আত্মস্বরূপকে চিনে না, তাহার কামই সর্ব্বস্ব ধন! সে সর্ব্বস্ব হারাইয়া এক কামকে হৃদয়ের নিধি জ্ঞানে চিরজীবন তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে; কিন্তু যে আপনাকে এবং পরমাত্মাকে চিনে, সে উপেক্ষাকে আপন চিত্তের বেষ্টন-প্রাচীর করিয়া, নিশ্চিন্তে চিন্তামণি লাভে আনন্দ মকরন্দে নিমগ্ন থাকে। ৩৭ ॥

কাম আত্মার স্বরূপ ও হিতাহিত বিচার-মূর্ত্তি জ্ঞানকে ধূমের আবরণে আবৃত

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।

অন্বয়ঃ।

হে কৌন্তেয়! জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা তথা দুষ্পূরেণ পূরয়িতুং অশক্যেন তথা

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথং বৈরীতি দৃষ্টান্তৈঃ প্রত্যায়য়তি ধূমেনেতি। ধূমেন সহজেনাব্রিয়তে বহ্নিঃ প্রকাশাত্মকোহপ্রকাশাত্মকেন যথা বাদর্শো মলেন চ যথোল্বেন গর্ভবেষ্টনেন জরায়ুনা আবৃত আচ্ছাদিতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতং॥ ৩৮॥

কিং পুনস্তদিদং শব্দবাচ্যং যৎ কামেনাবৃতমিত্যুচ্যতে আবৃতমিতি। আবৃত-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

উত্তরশ্লোকমবতারয়তি কথমিতি। অনেকদৃষ্টান্তোপাদানং প্রতিপত্তি-সৌকর্য্যার্থং। সহজস্য ধূমস্য প্রকাশাত্মকবহ্নিং প্রতি আবরণত্বসিদ্ধ্যর্থং বিশিনষ্টি অপ্রকাশাত্মকেনেতি॥ ৩৮॥

সামান্যতো নির্দ্দিষ্টং বিশেষতো নির্দ্দেষ্টুং আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমনন্তরশ্লোকমবতার-

স্বামিকৃতটীকা।

কামস্য বৈরিত্বং দর্শয়তি ধূমেনেতি। ধূমেন সহজেন যথা বহ্নিরাব্রিয়তে আচ্ছাদ্যতে যথা চাদর্শো মলেন আগন্তুকেন যথা চোল্বেন গর্ভবেষ্টনচর্ম্মণা গর্ভ সর্ব্বতো নিরুদ্ধ আবৃতস্তথা প্রকারত্রয়েণাপি তেন কামেনাবৃতমিদং॥ ৩৮॥

অগ্নি যেমন জ্বলন-প্রারম্ভে ধূমের দ্বারা আবৃত দেখা যায়, প্রতিবিম্ব-গ্রাহি দর্পণও ধূলাবৃত হইয়া অস্বচ্ছবৎ প্রতীত হয়, এবং গর্ব্ভ বেষ্টন চর্ম্ম অর্থাৎ জরায়ুর অভ্যন্তরে গর্ব্ভ যেমন প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ এই প্রবল বৃত্তি কামের দ্বারা মানবের জ্ঞান সম্পূর্ণ আবৃত হইয়া পড়ে॥ ৩৮॥

আভাস।

অগ্নির ন্যায়, অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। বিচারের যতই শক্তি থাকুক! কামোপহত চিত্ত ব্যক্তি কাম্য বস্তু সম্মুখে দেখিলে, মান সম্ভ্রমের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, অবলীলাক্রমে অশ্বের ন্যায় তৎপ্রতি অগ্রসর হয়। স্বচ্ছ দর্পণের উপর কর্দ্দম ব্যাপৃত থাকিলে, যেমন দর্পণের কোন লক্ষণ থাকে না; মাতৃগর্ভের অন্তরে জরায়ুর বেষ্টনে শিশু যেমন লুক্কায়িত থাকে, কামীর বিচার-জ্ঞানও ঐরূপ হৃদয়ে লুক্কায়িতের ন্যায়, নিস্তব্ধে থাকে। ৩৮॥

কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ।

অনলেন অলংভাবশূন্যেন, এতেন কামরূপেণ (কামঃ ইচ্ছা এব রূপং যস্য তেন) জ্ঞানং আবৃতং আচ্ছাদিতং ॥ ৩৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যেতেন জ্ঞানং জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা জ্ঞানী হি জানাত্যনেন অহমনর্থে প্রযুক্তঃ পূর্ব্বমেবাতো দুঃখী চ ভবতি নিত্যমেব অতোঽসৌ জ্ঞানিনো নিত্যবৈরী ন তু মূর্খস্য স হি কামং তৃষ্ণাকালে মিত্রমিব পশ্যংস্তৎকার্য্যে দুঃখে প্রাপ্তে জানাতি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যতি কিং পুনরিতি। কামস্য জ্ঞানং প্রত্যাবরণসিদ্ধ্যর্থং জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণে-ত্যাদি বিশেষণং। প্রতীকমাদায় ব্যাচষ্টে আবৃতমিত্যাদিনা। জ্ঞানিনাং প্রতি বৈরিত্বেঽপি নিত্যবৈরিত্বং কামস্য কথমিত্যাহ জ্ঞানী হীতি। অনর্থপ্রাপ্তিমন্তরেণ কামস্য প্রসঙ্গাবস্থা পূর্ব্বমেবেত্যুচ্যতে, অতঃ শব্দেন কামপ্রসক্তিরেব পরামৃষ্যতে,

স্বামিকৃতটীকা।

ইদং শব্দনির্দ্দিষ্টং দর্শয়ন্ বৈরিত্বং স্ফুটয়তি আবৃত মিতি। ইদং বিবেকজ্ঞানং এতেনাবৃতং, অজ্ঞস্য খলু ভোগসময়ে কামঃ সুখহেতুরেব পরিণামে তু বৈরিত্বং প্রতিপদ্যতে জ্ঞানিনঃ পুনস্তৎকামমপ্যনর্থানুসন্ধানাদ্ দুঃখহেতুরেবেতি নিত্যবৈরিণে-ত্যুক্তং। কিঞ্চ বিষয়ৈঃ পূর্য্যমাণোঽপি যো দুষ্পূরঃ অপূর্য্যমাণস্তু শোকসন্তাপ-হেতুত্বাদনলতুল্যঃ অনেন সর্ব্বান্ প্রতি বৈরিত্বমুক্তং ॥ ৩৯ ॥

এই নিত্য-বৈরী কামের দ্বারা জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরও হিতাহিত জ্ঞান অন্তর্হিতের ন্যায় প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। অহো! কামের মূর্ত্তি বা বেশ অনির্ব্বচনীয়! কখন কোন্ বেশে যে ইহা আগমন করে এবং কত বিষয়ের সংগ্রহে যে ইহার পূরণ বা তৃপ্তি লাভ হয়, তাহা কেহ কখন নিরূপণ করিতে পারে না ॥ ৩৯ ॥

আভাস।

মূর্খের কথা দূরে থাকুক! পণ্ডিতাভিমানী শাস্ত্রদর্শী জ্ঞানীরও কামের হস্তে নিস্তার নাই। কামের প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করিলে, আর তাহার নিবারণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। দেহের দৌর্ব্বল্যের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদি সকল বৃত্তিরই দুরা-

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।

অন্বয়ঃ।

ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ অস্য কামস্য অধিষ্ঠানং আশ্রয়ঃ উচ্যতে। এষঃ কামঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

তৃষ্ণয়াঽহং দুঃখিত্বমাপাদিত ইতি ন পূর্ব্বমেবাতো জ্ঞানিনএব নিত্যবৈরী কিংরূপেণ কামরূপেণ কাম ইচ্ছেব রূপমস্যেতি কামরূপস্তেন দুষ্পূরেণ দুঃখেন পূরণমস্যেতি দুষ্পূরোঽতস্তেনানলেন নাস্যালং পর্য্যাপ্তি র্বিদ্যত ইত্যনলস্তেন॥ ৩৯॥

কিমধিষ্ঠানঃ পুনঃ কামো জ্ঞানস্যাবরণত্বেন বৈরী সর্ব্বস্যেত্যপেক্ষায়ামাহ জ্ঞাতে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নিত্যমেবেত্যুৎপত্ত্যবস্থা কার্য্যাবস্থা চ কামস্য কথ্যতে। নমু সর্ব্বস্যাপি কামাপ্তত্ব ন প্রশস্তেতি কামো নিত্যবৈরী ভবতি ততঃ কুতো জ্ঞানিবিশেষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ নত্বিতি। অজ্ঞস্য নাসৌ নিত্যবৈরীত্যেতদুপপাদয়তি স হীতি। কার্য্যপ্রাপ্তিপ্রাগবস্থা পূর্ব্বমিত্যুক্তা, অজ্ঞং প্রতি বৈরিত্বে সত্যপি কামস্য নিত্যবৈরিত্বাভাবে ফলিতমাহ অত ইতি। স্বরূপতো নিত্যবৈরিত্বাবিশেষেঽপি জ্ঞানাজ্ঞানাভ্যামবান্তরভেদসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। আকাঙ্ক্ষাদ্বারা প্রকৃতং বৈরিণমেব স্ফোরয়তি কিংরূপেণেত্যাদিনা॥ ৩৯॥

কামস্য নিরাশ্রয়স্য কার্য্যকরত্বাভাবং মত্বা প্রশ্নপূর্ব্বকমাশ্রয়ং দর্শয়তি কিমধি-

---

ইন্দ্রিয়গণ মন এবং বুদ্ধির আশ্রয়ে কাম উৎপন্ন হইয়া থাকে;

আভাস।

ভাব আসে; কিন্তু কামের আর জরাভাব হয় না। বর্ত্তমান জীবনের অবসাদ থাকিলে বা ঐহিকের সুখ সম্পত্তির সম্বন্ধ হইতে চ্যুত হইলেও, পরলোকে স্বর্গাদি প্রাপ্তির জন্য কাম জাগিয়া উঠে। সুতরাং হে অর্জ্জুন সর্ব্বপ্রধান শত্রু কামকে নিবারণ করা বড়ই কঠিন! অবশ্য আত্মসাক্ষাৎকার ও পরমাত্ম-সাক্ষাৎ-কার হইলে, আর কাম থাকে না; কিন্তু তাহা কথায় বলিলে চলিবে না! কাম ধ্বংসের উপায়, কাজে করিতে হইবে। অন্তরে আত্মার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, বাহিরে অনবরত ইন্দ্রিয়ের সংযম করা প্রয়োজন॥ ৩৯॥

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই তিনই কামের আশ্রয়। ক্ষুধা ও পিপাসাদির উপলক্ষে

এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ।

এতৈঃ ইন্দ্রিয়াদিভিঃ জ্ঞানং আবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি ॥ ৪০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

হি শত্রোরধিষ্ঠানে সুখেন নিবর্হণং কর্ত্তুং শক্যমিতি ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিশ্চাস্য কামস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে এতৈরিন্দ্রিয়াদিভিরাশ্রয়ৈর্বিমোহয়তি বিবিধং মোহয়ত্যেষ কামো জ্ঞানমাবৃত্যাচ্ছাদ্য দেহিনং শরীরিণং ॥ ৪০ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ষ্ঠানইতি। কামস্য নিত্যবৈরিত্বেন পরিজিহীর্ষিতস্য কিমিত্যধিষ্ঠানং জ্ঞাপ্যতে তত্রাহ জ্ঞাতে হীতি। ইন্দ্রিয়াদীনাং কামাধিষ্ঠানত্বং প্রকটয়তি এতৈরিতি। নম্বে-তাভিরিতি বক্তব্যে কথমেতৈরিত্যুচ্যতে তত্রাহ ইন্দ্রিয়াদিভিরিতি ॥ ৪০ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

ইদানীং তস্যাধিষ্ঠানং কথয়ন্ জয়োপায়মাহ ইন্দ্রিয়াণীতি দ্বাভ্যাং। বিষয়-দর্শনশ্রবণাদিভিঃ সংকল্পেনাধ্যবসায়েন চ কামস্যাবির্ভাবাদিন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ বুদ্ধিশ্চাস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে এতৈরিন্দ্রিয়াদিভি দর্শনাদিব্যাপারবদ্ভিরাশ্রয়ভূতৈ র্বিবে-ক-জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি ॥ ৪০ ॥

এবং জ্ঞানকে আবৃত করিয়া, কাম স্বীয় অধিষ্ঠান ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির দ্বারা দেহাভিমানী জীবাত্মাকে বিমোহিত করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

আভাস।

দেহের যাহা কিছু প্রাপ্তির অভাব বা অভিযোগ এই তিনের দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং কাম এই তিনের আশ্রয়ে দণ্ডায়মান থাকিয়া, জীবের অভিভাবকে অভিভূত করিয়া থাকে। কমিনী ও কঞ্চনের কমনীয়তা এবং অন্যান্য আপাতত প্রয়োজন ভাব সমূহের অবলম্বনে কাম ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে; ইন্দ্রিয়ের নেতা মন পরক্ষণেই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়; তদনন্তর বুদ্ধি তৎপ্রাপ্তির উপায় এবং ভোগের আনন্দ চিন্তায় অভিভূত হইয়া, কেবল নিজে হিতাহিত চিন্তায় বিমূঢ় হয় তাহা নহে, চিদানন্দ মূর্ত্তি আমিভাবকেও বুদ্ধি অভিভূত করে ॥ ৪০ ॥

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ চিত্ত স্থির করত আত্মসাক্ষাৎকারের প্রধান এবং

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞান-নাশনম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ

হে ভরতর্ষভ ভরতবংশতিলক! তস্মাৎ ত্বং আদৌ ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য বশীকৃত্বা হি নিশ্চিতং, জ্ঞান বিজ্ঞান নাশনং এনং পাপ্মানং পাপরূপং প্রজহি ঘাতয়! ॥ ৪১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যত এবং তস্মাদিতি। তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ পূর্ব্বং নিয়ম্য বশীকৃত্য ভরতর্ষভ পাপ্মানং পাপাচারং কামং প্রজহি পরিত্যজ হি যস্মাৎ এনং প্রকৃতং বৈরিণং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং জ্ঞানং শাস্ত্রত আচার্য্যতশ্চ আত্মাদীনামবরোধঃ বিজ্ঞানং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তেষাং কামাশ্রয়ত্বে সিদ্ধে সাশ্রয়স্য তস্য পরিহর্ত্তব্যত্বমাহ যত ইতি। তস্মাদিন্দ্রিয়াদীনামাশ্রয়ত্বাদিতি যাবৎ, পূর্ব্বং কামনিরোধাৎ প্রাগবস্থায়ামিত্যর্থঃ। তেষু নিয়মিতেষু মনোবুদ্ধ্যো র্নিয়মঃ সিধ্যতি তৎপ্রবৃত্তেরিতরপ্রবৃত্তি-ব্যতিরেকেণাফলত্বা-

স্বামিকৃতটীকা

যস্মাদেবং তস্মাদিতি। তস্মাদাদৌ বিমোহাৎ পূর্ব্বমেবেন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঞ্চ নিয়ম্য পাপ্মানং পাপরূপমেনং কামং হি স্ফুটং প্রজহি ঘাতয়, যদ্বা প্রজহি পরিত্যজ, জ্ঞানমাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং তয়োর্নাশনং, যদ্বা জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজং বিজ্ঞানং নিদিধ্যাসনজং, তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীতেতি শ্রুতেঃ ॥ ৪১ ॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কামের ন্যায় মহাপাপী শত্রু আর কেহ নাই! ইহা পদার্থের প্রকৃত মূর্ত্তি চিনিতে দেয় না এবং অন্তঃকরণের ধারণা বা প্রবেশের যোগ্যতাও রাখে না। সুতরাং কামের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে ইহার আশ্রয়-স্থান ইন্দ্রিয়গণকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা কর! ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে পারিলে, কামকে অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিতে পারিবে ॥ ৪১ ॥

আভাস।

প্রথম উপায় বলিয়া ইন্দ্রিয়-সংযমকেই লক্ষ্য করিয়াছেন; কারণ ইন্দ্রিয়গণই চিত্ত-প্রবাহের দ্বার স্বরূপ। দেহের যাবদীয় অভাব ও অভিযোগের পদার্থ ইন্দ্রিয়-

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ।

দেহাদিভ্যঃ স্থূলেভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণি পরাণি শ্রেষ্ঠানি জ্ঞানিনঃ আহুঃ। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরং শ্রেষ্ঠং, মনসঃ সকাশাৎ বুদ্ধিঃ পরা শ্রেষ্ঠা, বুদ্ধেঃ পরতঃ উৎকৃষ্টঃ যঃ সঃ এব বিজ্ঞান-স্বরূপঃ আত্মা ॥ ৪২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিশেষতস্তদনুভবস্তয়োর্জ্ঞানবিজ্ঞানয়োঃ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিহেত্বোর্নাশনং নাশস্তন্নাশং প্রজহি আত্মনঃ পরিত্যজেত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্রিয়াণি আদৌ নিয়ম্য কামং শত্রুং জহি ইত্যুক্তং তত্র কিমাশ্রয়ং কামং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

দিতিভাবঃ, পাপমূলতয়া কামস্য তচ্ছব্দবাচ্যত্বমুন্নেয়ং। কামস্য পরিত্যাজ্যত্বে বৈরিত্বং হেতুঃ, তমেব হেতুং সাধয়তি জ্ঞানেতি। জ্ঞানবিজ্ঞানশব্দয়োরর্থভেদমাবেদয়তি জ্ঞানমিত্যাদিনা ॥ ৪১ ॥

পূর্ব্বোক্তমনূদ্য কামত্যাগস্য দুষ্করত্বং মন্বানোঽপ্যস্যোত্যত্রোক্তমেব স্পষ্টীকর্ত্তুং প্রশ্নপূর্ব্বকং শ্লোকান্তরমবতারয়তি ইন্দ্রিয়াণীত্যাদিনা। পঞ্চেতি জ্ঞানেন্দ্রিয়বৎ

প্রকৃত প্রস্তাবে যে স্থূল দেহকে তুমি আমি বলিয়া অনুমান করিতেছ, তদপেক্ষা ইন্দ্রিয়-সমূহ অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব। আবার ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন আরও সূক্ষ্ম পদার্থ। মনের অপেক্ষা বুদ্ধি অতি

আভাস।

গণই অন্বেষণ করিয়া আনয়ন করে। সুতরাং কামের সূচনা ইন্দ্রিয়গণেই প্রথম আরম্ভ হয়। পরে মনে ও বুদ্ধিতে আরোহণ করিয়া থাকে। আবার বুদ্ধিতে সংস্কার-মূর্ত্তিতে বিষয়ের রস থাকিলেও, আনুষঙ্গিক বিষয়ের সংসর্গ ব্যতীত বুদ্ধির সংস্কার সুষুপ্তের ন্যায় লীন থাকে; উত্তেজনা আনয়ন করে না। সুতরাং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে পদার্থের সংসর্গ না হইলে, সংস্কারের বিষয়ও চিত্ত হইতে বিলুপ্ত হইতে পারে। অতএব ইন্দ্রিয়ের সংযমই মন এবং বুদ্ধি-নিরোধের প্রধান উপায় ॥ ৪১ ॥

এই শ্লোকে উত্তরোত্তর স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের পরিচয় প্রদানে

শাঙ্করভাষ্যম্।

অস্মাদিত্যুচ্যতে ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ, দেহং স্থূলং বাহ্যং পরিচ্ছিন্নং চাপেক্ষ্য সৌক্ষ্ম্যান্তরত্বব্যাপিত্বাদ্যপেক্ষ্য পরাণি প্রকৃষ্টান্যাহুঃ পণ্ডিতাঃ, তথেন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ সঙ্কল্পাত্মকং তথা মনসস্তু পরা বুদ্ধি র্নিশ্চয়াত্মিকা তথা যঃ সর্ব্বদৃশ্যেভ্যো বুদ্ধ্যন্তেভ্যোঽভ্যন্তরোঽয়ং দেহিনং ইন্দ্রিয়াদিভিরাশ্রয়ৈর্যুক্তঃ কামো জ্ঞানাবরণদ্বারেণ মোহয়তীত্যুক্তং বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ স বুদ্ধেদ্রষ্টা পরমাত্মা॥ ৪২॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যপি বাগাদীনি গৃহ্যন্তে। কিমপেক্ষ্যা তেষাং পরত্বং তত্রাহ দেহমিতি। তথাপি কেন প্রকারেণ পরত্বং তদাহ সৌক্ষ্ম্যেতি। আদিশব্দেন কারণত্বাদি গৃহ্যতে। ইন্দ্রিয়াপেক্ষয়া সূক্ষ্মত্বাদিনা মনসঃ স্বরূপোক্তিপূর্ব্বকং পরত্বং কথয়তি তথেতি। মনসি দর্শিতং ন্যায়ং বুদ্ধবাতিদিশতি তথা মনসস্থিতি। বুদ্ধে র্ব ইত্যাদি ব্যাচষ্টে তথেত্যাদিনা। আত্মনো যথোক্তবিশেষণস্যাপ্রকৃতত্বমাশঙ্ক্যাহ যৎ দেহিনমিতি॥ ৪২॥

স্বামিকৃতটীকা।

যত্র চিত্তপ্রণিধানেনেন্দ্রিয়াণি নিয়ন্তুং শক্যন্তে তদাত্মস্বরূপং দেহাদিভ্যো বিবিচ্য দর্শয়তি ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি দেহাদিভ্যো গ্রাহ্যেভ্যঃ পরাণি শ্রেষ্ঠান্যাহুঃ সূক্ষ্মত্বাৎ প্রকাশকত্বাচ্চ। অতএব তদ্ব্যতিরিক্তত্বমপ্যর্থাদুক্তং ভবতি, ইন্দ্রিয়েভ্যশ্চ সংকল্পাত্মকং মনঃ পরং তৎপ্রবর্ত্তকত্বাৎ, মনসস্তু নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ পরা নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাৎ সংকল্পস্য, যস্তু বুদ্ধেঃ পরতস্তৎসাক্ষিত্বেনাবস্থিতঃ সর্ব্বান্তরঃ স আত্মা তং বিমোহয়তি দেহিনমিতি। দেহিশব্দোক্ত আত্মা স ইতি পরামৃষ্যতে॥ ৪২॥

সূক্ষ্মতত্ত্ব এবং বুদ্ধিরও সাক্ষিস্বরূপ যে পরম তত্ত্ব চৈতন্য মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন, তাহাই তোমার প্রকৃত আমিভাব পুরুষ। ॥ ৪২॥

আভাস।

শাস্ত্রবক্তা আত্মসাক্ষাৎকারের সরল পন্থা শ্রোতার সমীপে প্রকাশ করিয়াছেন। পাঞ্চভৌতিক স্থূল ভোগায়তন দেহের অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ স্বরূপত অতি সূক্ষ্ম। আবার ইন্দ্রিয়গণের অপেক্ষা সংকল্প বিকল্পাত্মক মন অনেক সূক্ষ্ম। পুনশ্চ মনের অপেক্ষা হিতাহিত বিচারকারী বুদ্ধি আরও সূক্ষ্ম। এবং পূর্ব্বে আমি বুঝিতে পারি নাই; চিত্ত চঞ্চল ছিল; এক্ষণে বুঝিয়াছি বলিয়া, বুদ্ধিরও সাক্ষী স্বরূপে যিনি দিবারাত্রি দেদীপ্যমান থাকেন, সেই বস্তুই আমি! ॥ ৪২॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা ।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-
বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সম্বাদে কর্ম্মযোগো নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ ।

হে মহাবাহো ! এবং ইত্থম্প্রকারেণ বুদ্ধেঃ পরং আত্মানং বুদ্ধ্বা, আত্মনা বিবেক-বুদ্ধ্যা আত্মানং অন্তঃকরণাদিকং সংস্তভ্য নিশ্চলীকৃত্য, দুরাসদং অভিভবিতুং অশক্যং কামরূপং শত্রুং ত্বং জহি ঘাতয় ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃতান্বয়ে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

ততঃ কিং এবমিতি । এবং বুদ্ধেঃ পরমাত্মানং বুদ্ধ্বা জ্ঞাত্বা সংস্তভ্য সম্যক্ স্তম্ভনং কৃত্বা স্বেনৈবাত্মনা সংস্কৃতেন মনসা [illegible] সমাধায়েত্যর্থঃ, জহ্যেনং শত্রুং

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

ইন্দ্রিয়াদি-সমাধান-পূর্ব্বকমাত্মজ্ঞানাৎ কামজয়ো ভবতীত্যুপসংহরতি এবমিত্যাদিনা সংস্কৃতং মনো মনঃসমাধানে হেতুরিতি সূচয়তি সংস্তভ্যেতি । প্রকৃতং

অতএব বুদ্ধির অতীত চৈতন্যস্বরূপ নিজ পরমাত্ম ভাবকে অবধারণ করত, বিবেকের সাহায্যে ইন্দ্রিয়াদিতে ভ্রমে আরোপিত আত্মভাবের উপসংহার করিয়া, হে মহাবাহো ! এই দুর্জ্জেয় বিচিত্র-মূর্ত্তি কামকে পরাজয় কর ! ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃত তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

আভাস ।

এই চৈতন্য-স্বরূপ সাক্ষী আমিটীকে অন্যের সহিত অমিলিত ভাবে অবধারণ করিতে পারিলে, আর অন্যের অনুরোধে অনুরুদ্ধ হইতে হয় না । স্ত্রী পুত্রাদির অনুরোধে একাকী পুরুষেক মনে মনে স্বামী ও পিত্রাদি কত সাজেই সজ্জিত হইতে হয় ! সেইরূপ সাক্ষীচেতা নির্গুণ পুরুষকে ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধির

শাঙ্করভাষ্যম্।

মহাবাহো কামরূপং দুরাসদং দুঃখেনাসদঃ আসাদনং প্রাপ্তি র্যস্য তং দুরাসদং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ানেকবিশেষমিতি ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

শত্রুমেব বিশিনষ্টি কামরূপমিতি। তস্য দুরাসদত্বে হেতুমাহ দুর্ব্বিজ্ঞেয়েতি। অনেকো বিশেষ স্তাদৃশো মহাশনত্বাদি স্তদনেনোপায়ভূতা কর্ম্মনিষ্ঠা প্রাধান্যেনোক্তা উপেয়া তু জ্ঞাননিষ্ঠা গুণত্বেনেতি বিবেক্তব্যং ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দগিরিকৃতটীকায়াং তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃত টীকা।

উপসংহরতি এবমিতি। বুদ্ধেরেব বিষয়েন্দ্রিয়াদিজন্যাঃ কামাদি-বিক্রিয়াঃ, আত্মা তু নির্ব্বিকার স্তৎসাক্ষীত্যেবং বুদ্ধেঃ পরমাত্মানং বুদ্ধা আত্মনা এবংভূতয়া নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা আত্মানং মনঃ সংস্তভ্য নিশ্চলং কৃত্বা কামরূপিণং শত্রুং জহি মারয়! দুরাসদং দুঃখেনাসাদনীয়ং দুর্ব্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ।

স্বধর্ম্মেণ যমারাধ্য ভক্ত্যা মুক্তিমিতা বুধাঃ।
তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

আভাস।

অনুরোধে যে বিবিধ ভাবে বিকৃতের ন্যায় হইতে হয়, তাহারই নাম সংসার! যাহার মূল ধন কামনা। আত্মার দর্শন হইলে, আর কাম থাকে না; বিষয়ে উপেক্ষা আপনি উপস্থিত হয় ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃত তৃতীয় অধ্যায়ের আভাস সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ,—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।

বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ। ইমং অব্যয়ং অব্যয়ফলত্বাৎ অক্ষয়ং যোগং জ্ঞানযোগং অহং বিবস্বতে সূর্য্যায় প্রোক্তবান্; বিবস্বান্ সূর্য্যঃ স্বপুত্রায় মনবে বৈবস্বতায় প্রাহ; মনুঃ স্বপুত্রায় ইক্ষ্বাকবে আদিরাজায় অব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

শ্রীভগবানুবাচ। যোঽয়ং যোগোঽধ্যায়দ্বয়েনোক্তো জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণঃ সসন্ন্যাসঃ সকর্ম্মযোগোপায়ঃ যস্মিন্ বেদার্থঃ পরিসমাপ্তঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পূর্ব্বাভ্যামধ্যায়াভ্যাং নিষ্ঠাদ্বয়াত্মনো যোগস্য গীতত্বাৎ বেদার্থস্য চ সমাপ্তত্বাৎ বক্তব্যাশেষাভাবাৎ তস্য যোগস্য কৃত্রিমত্বশঙ্কানিবৃত্তয়ে বংশ-কথন-পূর্ব্বিকাং স্তুতিং ভগবানুক্তবানিত্যাহ শ্রীভগবানিতি। তদেতদ্ভগবদ্বচনং বৃত্তানুবাদদ্বারেণ প্রস্তৌতি

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করত বলিলেন, হে শত্রু-নিধন-কারি! এই পরমার্থ-পূর্ণ সাংখ্য-যোগের কথা যে আজ আমি তোমাকে প্রথম বলিতেছি, তাহা নহে; এই জ্ঞান-যোগের ফল অক্ষয়, অনন্ত এবং সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ! আমি প্রথম বিবস্বান্‌কে এই জ্ঞান-যোগের উপদেশ প্রদান করি! বিবস্বান্ ইহা তৎপুত্র মনুকে বলেন; মনু আবার তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকুকে এই জ্ঞান ভাণ্ডার প্রদান করেন। ১ ॥

আভাস

সমর-প্রাঙ্গণে রথোপবিষ্ট গাণ্ডীব-ধন্বা অর্জ্জুন যখন আত্মীয় স্বজনের ভাবি মরণ ব্যাপার চিন্তা করিয়া শোক-মোহে অভিভূত হন এবং যুদ্ধ-ব্যাপারে

শাঙ্করভাষ্যম্।

গীতাসু চ সর্ব্বাস্বয়মেব যোগো বিবক্ষিতো ভগবতা, অতঃ পরিসমাপ্তং বেদার্থং মন্বান স্তং বংশ-কথনেন স্তৌতি ভগবান্। ইমং অধ্যায়দ্বয়েনোক্তং যোগং বিবস্বতে আদিত্যায় সর্গাদৌ প্রোক্তবান্ অহং জগৎপরিপালয়িতৃণাং ক্ষত্রিয়াণাং বলাধানায় তেন যোগবলেন যুক্তাস্তে সমর্থা ভবন্তি ব্রহ্ম পরিরক্ষিতুং ব্রহ্মক্ষত্রে পরিপালিতে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যোঽয়মিতি। উক্তমেব যোগং বিভজ্যানুবদতি জ্ঞানেতি। সন্ন্যাসেনেতিকর্ত্তব্যতয়া সহিতস্য জ্ঞানাত্মনো যোগস্য কর্ম্মাখ্যো যোগো হেতুরতশ্চোপায়োপেয়ভূতং নিষ্ঠাদ্বয়ং প্রতিষ্ঠাপিতমিত্যর্থঃ। উক্তে যোগদ্বয়ে প্রমাণমুপন্যস্যতি যস্মিন্নিতি। অথবা জ্ঞানযোগস্য কর্ম্মযোগোপায়ত্বমেব স্ফুটয়তি যস্মিন্নিতি। প্রবৃত্ত্যা লক্ষ্যতে জ্ঞায়তে কর্ম্মযোগো নিবৃত্ত্যা চ লক্ষ্যতে জ্ঞানযোগ ইতি বিভাগঃ। যদ্যপি পূর্ব্বস্মিন্নধ্যায়দ্বয়ে যথোক্ত-নিষ্ঠাদ্বয়ং ব্যাখ্যাতং তথাপি বক্ষ্যমাণাধ্যায়েষু বক্তব্যান্তরমস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ গীতাসু চেতি। কথং তর্হি সমনন্তরাধ্যায়স্য প্রবৃত্তিরত আহ অত ইতি। বংশকথনং সম্প্রদায়োপন্যাসঃ সম্প্রদায়োপদেশশ্চ অকৃত্রিমত্ব-শঙ্কানিবৃত্ত্যা যোগস্তুতৌ পর্য্যবস্যতি। গুরুশিষ্যপরম্পরোপন্যাসমেবানুক্রামতি ইমমিতি। ইমমিত্যস্য সন্নিহিতং বিষয়ং দর্শয়তি অধ্যায়েতি। যোগং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং কর্ম্মযোগোপায়লভ্যমিত্যর্থঃ। স্বয়মকৃতার্থানাং প্রয়োজন-বশাণাং পরার্থপ্রবৃত্ত্যসম্ভবাদ্ভগবতস্তথাবিধপ্রবৃত্তি-দর্শনাৎ কৃতার্থতা কল্পনীয়েত্যাহ বিবস্বত ইতি।

স্বামিকৃতটীকা।

আবির্ভাবতিরোভাবাবাবিষ্কর্ত্তুং স্বয়ং হরিঃ। তত্ত্বম্পদবিবেকার্থং কর্ম্মযোগং প্রশংসতি।

এবং তাবদধ্যায়দ্বয়েন কর্ম্মযোগোপায়ক-জ্ঞানযোগো মোক্ষসাধনত্বেনোক্তস্তমেব ব্রহ্মার্পণাদি গুণবিধানেন তত্ত্বংপদার্থবিবেকাদিনা চ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রথমং তাবৎ পরম্পরা প্রাপ্তত্বেন স্তুবন্ শ্রীভগবানুবাচ। ইমমিতি ত্রিভিঃ। অব্যয়ফলত্বাদব্যয়ং ইমং যোগং পুরাঽহং বিবস্বতে আদিত্যায় কথিতবান্, স চ স্বপুত্রায় মনবে শ্রাদ্ধদেবায় প্রাহ, স চ মনুঃ স্বপুত্রায়েক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ১॥

আভাস।

অগ্রসর না হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের নিকট কর্ত্তব্যের উপদেশার্থ জিজ্ঞাসা করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বারা তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করেন। ব্রহ্মবিদ্যার সার মর্ম্ম আত্মসাক্ষাৎকার ও পরমাত্মসাক্ষাৎকার। অর্থাৎ আপন দেহের অন্তরে সর্ব্বসাক্ষী আত্ম-চৈতন্যকে এবং সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের

শাঙ্করভাষ্যম্।

জগৎপরিপালয়িতুমলং। অব্যয়মব্যয়ফলত্বাদ্যস্য সম্যগ্দর্শননিষ্ঠালক্ষণস্য মোক্ষাখ্যং ফলং ব্যেতি স চ বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবে স্বপুত্রায়াদিরাজায় অব্রবীৎ॥ ১॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অব্যয়বেদমূলত্বাদব্যয়ত্বং যোগস্য গময়িতব্যং। কিমিতি ভগবতা কৃতার্থেনাপি যোগপ্রবচনং কৃতমিতি তদাহ জগদিতি। কথং যথোক্তেন যোগেন ক্ষত্রিয়াণাং বলাধানং তদাহ তেনেতি যুক্তাঃ ক্ষত্রিয়া ইতি শেষঃ, ব্রহ্মশব্দেন ব্রাহ্মণত্বজাতিরুচ্যতে। যদ্যপি যোগপ্রবচনেন ক্ষত্রং রক্ষিতং তেন চ ব্রাহ্মণত্বং তথাপি কথং রক্ষণীয়ং জগদশেষং রক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মেতি। তাভ্যাং হি কর্ম্মফলভূতং জগদনুষ্ঠানদ্বারা রক্ষিতুং শক্যমিত্যর্থঃ। যোগস্যাব্যয়ত্বে হেত্বন্তরমাহ অব্যয়ফলত্বাদিতি। ননু কর্ম্মফলবত্তদ্যোগফলস্যাপি সাধ্যত্বেন ক্ষয়িত্বমনুমীয়তে নেত্যাহ ন হীতি। অপুনরাবৃত্তি-শ্রুতিপ্রতিহতমনুমানং ন প্রমাণীভবতীতি ভাবঃ। ভগবতা বিবস্বতে প্রোক্তো যোগস্তত্রৈব পর্য্যবস্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ স চেতি। স্বপুত্রায়েত্যুভয়ত্র সম্বধ্যতে, আদিরাজায়েতীক্ষ্বাকোঃ সূর্য্যবংশপ্রবর্ত্তকত্বেন বৈশিষ্ট্যমুচ্যতে॥ ১॥

আভাস।

অন্তরে সর্ব্বসাক্ষী ব্রহ্ম চৈতন্যকে অবধারণ করা। এই অবধারণ ব্যাপার উপলক্ষে নিঃস্বার্থে নিত্য নৈমিত্তিকাদি বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা একান্ত প্রয়োজন। এই আত্ম-পরমাত্ম-সাক্ষাৎকাররূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে সম্পূর্ণ আচার-বিরুদ্ধ এবং অরুচিকর বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। কারণ মানুষ জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত চিরকালই স্বভাবের অধীন থাকিয়া, অভাবের পূরণার্থই যেন প্রাণপনে পরিশ্রম করিয়া থাকে। যাহার নিকট হইতে এ জীবনে অভাবের পূরণ হয়, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ এবং আরাধ্য জ্ঞানে সম্ভ্রম করিয়া থাকে; এবং বেদ-বিধানে কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে নানাপ্রকার অভাবের পূরণ এবং অভিলষিত প্রাপ্তির পদ্ধতিতে যে যে দেবতার আরাধনার ব্যবস্থা আছে, সেই সেই দেবতার আরাধনা ব্যাপারকেই প্রকৃত ধর্ম্ম নামে গৃহস্থের হৃদয়ে অঙ্কিত আছে। ভগবান্ কিন্তু তাদৃশ অভাব পূরণের ব্যাপারকে প্রকৃত পরম ধর্ম্ম না বলিয়া, ব্যষ্টি-চৈতন্য জীবাত্মা এবং সমষ্টি-চৈতন্য পরমাত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকারকেই পরম ধর্ম্ম এবং সর্ব্বদুঃখ বিনাশের উপায় স্বরূপে যে নির্দ্ধারণ করিলেন, তাহাতে পাছে অর্জ্জুনের হৃদয়ে সন্দেহ উপস্থিত

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ ॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং ইমং যোগং রাজর্ষয়ঃ রাজানঃ ঋষয়ঃ চ নিমি-জনকাদয়শ্চ বিদুঃ জানন্তি স্ম। হে পরন্তপ শত্রুতাপন! ইহ জগতি, সঃ যোগঃ মহতা কালেন নষ্টঃ বিচ্ছিন্নপ্রায়ঃ এব ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

এবমিতি। এবং ক্ষত্রিয়-পরম্পরা-প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চ রাজর্ষয়ো বিদুরিমং যোগং স যোগঃ কালেনেহ মহতা দীর্ঘেণ নষ্টো বিচ্ছিন্ন-সংপ্রদায়ঃ সম্বৃত্তো হে পরন্তপ আত্মনো বিপক্ষভূতাঃ পরে উচ্যন্তে তান্ শৌর্য্য-তেজো-গভস্তিভি র্ভানুরিব তাপয়তীতি পরন্তপঃ শত্রুতাপন ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যথোক্তে যোগে পরম্পরাগতে বিশিষ্টজনসম্মতিমুদাহরতি এবমিতি। তস্য কথং সম্প্রতি বক্তব্যত্বং তদাহ স কালেনেতি। পূর্ব্বার্দ্ধং ব্যাকরোতি এবমিত্যাদিনা। ঐশ্বর্য্য-সম্পত্তি-মত্বং রাজত্বং যেষাং তেষামেব সূক্ষ্মার্থনিরীক্ষণক্ষমত্বমৃষিত্বম্। ইহেতি ভগবতোঽর্জ্জুনেন সহ সংব্যবহার-কালো গৃহ্যতে। পরন্তপেতি সম্বোধনং বিভজতে আত্মন ইতি ॥ ২ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

এবমিতি। এবং রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি অন্যেঽপি রাজর্ষয়ো নিমিপ্রমুখাঃ স্বপিত্রাদিভিরিক্ষ্বাকুপ্রমুখৈঃ প্রোক্তমিমং যোগং বিদু র্জানন্তি স্ম। অদ্যতনানামজ্ঞানে কারণমাহ হে পরন্তপ শত্রুতাপন! স যোগঃ কালবশাদিহ লোকে নষ্টো বিচ্ছিন্নঃ ॥ ২ ॥

এবং পিতৃ পরম্পরায় ক্রমশঃ আগমন করত এই অপূর্ব্ব জ্ঞান-যোগ নিমি প্রভৃতি রাজর্ষিগণও অবগত হইয়াছিলেন এবং তাহার অনুষ্ঠানে সকলেই কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু বিপুল কালের অন্তরালে উক্ত জ্ঞান মার্গ ক্রমশঃ ভ্রষ্টাচারে পরিণত হইয়াছে ॥ ২ ॥

আভাস।

হয়, এই আশঙ্কায় জ্ঞান-যোগের চিরন্তনত্ব এবং পূর্ব্বাপর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ আদরাতিশয়ে ইহারই অনুষ্ঠানে যে কৃতার্থ হইয়াছেন, তাহারই পরিচয় এই চতুর্থ অধ্যায়ে প্রদান করিয়াছেন।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

যতঃ ত্বং মে মম ভক্তঃ সখা চ ইতি হেতোঃ এতৎ উত্তমং (উৎ উদ্গতং তমঃ যস্মাৎ তাদৃশং) রহস্যং সুগোপ্যং অপি সঃ এব অয়ং পুরাতনঃ যোগঃ তে তুভ্যং অদ্য ময়া প্রোক্তঃ কথিতঃ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

দুর্ব্বলান্ অজিতেন্দ্রিয়ান্ প্রাপ্য নষ্টং যোগমিমমুপলভ্য লোকঞ্চাপুরুষ-সম্বন্ধিনং স এবায়মিতি। স এবায়ং ময়া তে তুভ্যমদ্যেদানীং যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ভক্তোঽসি মে সখা চাসীতি রহস্যং হি যস্মাদেতদুত্তমং যোগং জ্ঞানমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কিমিতি বর্ত্তমানে কালে প্রকৃতো যোগঃ সম্প্রদায়-রহিতোঽভূৎ ইত্যাশঙ্ক্য অধিকার্য্যভাবাদিত্যাহ দুর্ব্বলানিতি। তদেব দৌর্ব্বল্যং প্রকৃতোপযোগিত্বেন ব্যাকরোতি অজিতেন্দ্রিয়ানিতি। যদ্যপি কামক্রোধাদিপ্রধানান্ পুরুষান্ প্রতিলভ্য কামক্রোধাদিভিরভিভূয়মানো যোগো নষ্টো বিচ্ছিন্ন-সম্প্রদায়ঃ সংজাত স্তথাপি যোগাদৃতে পুরুষার্থো লোকস্য লভ্যতে চেৎ কিমনেন যোগোপদেশেনেত্যাশঙ্ক্য যথোক্তযোগাভাবে পরমপুরুষার্থাপ্রাপ্তের্মৈবম্ ইত্যাহ লোকঞ্চেতি। পূর্ব্বো যোগো বিচ্ছিন্ন-সম্প্রদায়োঽধুনা তু অন্যো যোগো মদর্থমুচ্যতে ভগবতেত্যাশঙ্ক্যাহ

স্বামিকৃতটীকা।

স এবায়মিতি। স এবায়ং যোগো যোগবিচ্ছিন্নে সম্প্রদায়ে সতি পুনশ্চ ময়া তে তুভ্যমুক্তো যত ত্বং মম ভক্তোঽসি সখা চ অন্যস্মৈ ময়া নোচ্যতে হি যস্মাদেতদুত্তমং রহস্যং ॥ ৩ ॥

এক্ষণে, তুমি আমার একজন পরম ভক্ত এবং সখা! সুতরাং সেই মৎকথিত জ্ঞানযোগের বিষয় পুনরায় জাগরিত করিবার জন্য এই অনুপম অতি রহস্য বিষয়ও তোমার নিকট অদ্য আমি কীর্ত্তন করিতেছি ॥ ৩ ॥

আভাস।

প্রথমাদি তিনটী শ্লোকে প্রকাশ করিলেন যে, এই জ্ঞান-যোগের উপদেশ কেবল অর্জ্জুনকেই যে তিনি এই প্রথম প্রদান করিলেন, তাহা নহে; ইহার অনেক

অর্জ্জুন উবাচ—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।

অন্বয়ঃ।

অর্জ্জুনঃ উবাচ। ভবতঃ জন্ম অপরং আধুনিকং, বিবস্বতঃ জন্ম পরং পূর্ব্ব-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স এবেতি। কস্মাদন্যস্মৈ যস্মৈ কস্মৈচিৎ পুরাতনো যোগো নোক্তো ভগবতে-ত্যাশঙ্ক্যাহ ভক্তোঽসীতি। উক্তমধিকারিণং প্রতি যোগস্য বক্তব্যত্বে হেত্বন্তরং রহস্যং হীতি। অনাদি-বেদমূলত্বাৎ যোগস্য পুরাতনত্বম্। ভক্তিঃ শরণবুদ্ধ্যা প্রীতি স্তয়া যুক্তো নিজরূপমবেক্ষ্য ভক্তো বিবক্ষিতঃ। সমানবয়াঃ স্নিগ্ধঃ সহায়ঃ সখেত্যুচ্যতে। এতদিতি কথং যোগো বিশিষ্যতে তত্রাহ জ্ঞানমিতি ॥ ৩ ॥

ভগবতি লোকস্যানীশ্বরত্বশঙ্কাং নিবর্ত্তয়িতুং চোদ্যমুদ্ভাবয়তি ভগবতেতি। পরি-

---

এতৎ শ্রবণে অর্জ্জুন বলিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনার জন্ম ত এই সম্প্রতি হইয়াছে; বিবস্বান্ যে কতপূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া

আভাস।

পূর্ব্বে অর্জ্জুনের আদি-পুরুষ সূর্য্যকে তিনি প্রথম উপদেশ দেন। বিবস্বান্ সূর্য্য এই যোগ-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে স্বয়ং কৃতার্থ হইয়া, নিজ প্রিয় পুত্র মনুকে তিনি প্রদান করেন। মনুও এই জ্ঞান-যোগে কৃতার্থ হইয়া, তৎপুত্র ইক্ষ্বাকুকে প্রদান করেন। ইঁহারা সকলেই এই যোগধর্ম্মে কৃতার্থ হইয়াছিলেন; এবং তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে এই জ্ঞানযোগের ধারা জগতে প্রকটিত ছিল। ইহা সাম্প্রদায়িক ভাবে বা অভিনব মূর্ত্তিতে কেবল অর্জ্জুনকেই উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা নহে। কিন্তু অদূরদর্শী মানবগণ বিষয়-সম্ভোগের আপাতত রমণীয়তাতে অভিভূত হইয়া, বিচার-ব্যাপারকে উপেক্ষা করাতেই এই সুদুর্লভ রত্নোপম উপদেশটী ক্রমশঃ জগৎ হইতে অন্তর্হিত হওয়ায়, প্রিয় শিষ্য এবং পরম ভক্ত অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া, এই পুরাতন ও পবিত্র জ্ঞানযোগের উপদেশ পুনরায় অর্জ্জুনকে প্রদান করিয়াছিলেন। যাহাদের হৃদয় হইতে ভোগ-লালসা অন্তর্হিত হয় নাই, তাহারা এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানযোগে প্রবেশ করিতে পারে না। অর্জ্জুন কেবল এই সংসারের দুর্ব্বিষহ ক্লেশ দর্শনে বিরক্ত হওয়ায়, জ্ঞানযোগের অধিকারী হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম; সত্যের প্রারম্ভে সূর্য্যের জন্ম। সেই

কথমেতদ্‌বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।

কালিকং, ত্বং আদৌ এতৎ প্রোক্তবান্ ইতি কথং অহং বিজনীয়াং অবধারয়িতুং শক্নুয়াং ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভগবতা বিপ্রতিষিদ্ধমুক্তমিতি মা ভূৎ কস্যচিৎ বুদ্ধিরিতি পরিহারার্থং চোদ্যমিব কুর্ব্বন্ অর্জ্জুন উবাচ, অপরমিতি। অপরমর্ব্বাক্ বসুদেবগৃহে ভবতো জন্ম পরং পূর্ব্বং সর্গাদৌ জন্মোৎপত্তির্বিবস্বত আদিত্যস্য তৎ কথমেতদ্বিজানীয়ামবিরুদ্ধার্থ-তয়া যস্ত্বমেবাদৌ প্রোক্তবানিমং যোগং সএব ত্বমিদানীং মহ্যং প্রোক্তবান-সীতি ॥ ৪ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

হারার্থং ভগবতো মনুষ্যবদবস্থিতস্য অনীশ্বরত্বমুপেত্য তদ্‌বচনে শঙ্কিত-বিপ্রতিষেধ-স্যেতি শেষঃ। ভগবতো নিজরূপমুপেত্য নেদং চোদ্যং কিন্তু লীলাবিগ্রহং গৃহী-ত্বেতি বক্তুং চোদ্যমিবেত্যুক্তম্। এতচ্ছব্দার্থমেব স্ফুটয়তি যস্ত্বমিতি ॥ ৪ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

ভগবতো বিবস্বন্তং প্রতি যোগোপদেশাসম্ভবং পশ্যন্নর্জ্জুন উবাচ অপরমিতি। অপরং অর্ব্বাচীনং তব জন্ম পরং প্রাক্‌কালীনং বিবস্বতো জন্ম তস্মাত্তবাধুনা-তনত্বাচ্চিরন্তনায় বিবস্বতে ত্বমাদৌ যোগং প্রোক্তবানিত্যেতৎ কথমহং জানীয়াং জ্ঞাতুং শক্নুয়াম্ ॥ ৪ ॥

ছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই! আপনি যে ইহা সর্ব্বাগ্রে বিবস্বা-নকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আমি কি প্রকারে অবধারণ করিব! ॥ ৪ ॥

আভাস।

সূর্য্যকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানযোগের উপদেশ দিয়াছিলেন বলায় যেন, তাঁহার নিতান্ত ধৃষ্টতারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং অর্জ্জুনের প্রশ্ন লৌকিক দৃষ্টিতে অযথা নহে ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।

তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে পরন্তপ অর্জ্জুন! মে মম, তব চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি অতিক্রান্তানি, তানি সর্ব্বাণি অহং বেদ জানামি, ত্বং তু ন বেত্থ ন জানাসি ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যা বাসুদেবেঽনীশ্বরাসর্ব্বজ্ঞাশঙ্কা মূর্খাণাং তাং পরিহরন্ শ্রীভগবানুচ

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

ভগবত্যজ্ঞানাং মনুষ্যত্বশঙ্কাং বারয়িতুং প্রতিবচনমবতারয়তি যা বাসুদেব ইতি। অন্যথাপ্রশ্নে কথমাশঙ্কান্তরং পরিহর্ত্তুং ভগবদ্বচনমিত্যাশঙ্ক্য প্রশ্নপ্রতিবচনয়োরেকার্থত্বমাহ যদর্থো হীতি। যস্য শঙ্কিতস্য বিরোধস্য পরিহারার্থঃ তস্য প্রশ্নস্তমেব পরিহারং বক্তুং ভগবদ্বচনমিত্যর্থঃ। অতীতানেকজন্মবত্ত্বং মমৈব নাসাধারণং কিন্তু সর্ব্বপ্রাণিসাধারণমিত্যাহ তব চেতি। তানি প্রমাণাভাবান্ন

স্বামিকৃত টীকা।

রূপান্তরেণোপদিষ্টবানিত্যভিপ্রায়েণোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ বহূনীতি। তান্যহং বেদ বেদ্মি অলুপ্তবিদ্যাশক্তিত্বাৎ, ত্বন্তু ন বেত্থ বেৎসি অবিদ্যাবৃতত্বাৎ ॥ ৫ ॥

তদুত্তরে ভগবান্ বলিলেন, দেখ অর্জ্জুন! আমি যে কেবল এই প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহা নহে; এতৎ পূর্ব্বে আমার অনেক বার জন্ম হইয়া গিয়াছে! তোমারও অনেক বার জন্ম হইয়াছে; তবে সকল জন্মের কথা বা ভাব তোমার মনে নাই! আমার তাহা জানা আছে; ও মনে আছে ॥ ৫ ॥

আভাস।

পারমার্থিক দৃষ্টিতে ভগবান্ তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। জগতে নূতন ভাব বা পদার্থের কখন জন্ম হয় না; জাগ্রৎ এবং সুষুপ্ত ভাবের ন্যায়, পর্য্যায়-ক্রমে আবির্ভাব এবং তিরোভাবের পরিচয় হয়। জাগতিক যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থেরই একবার আবির্ভাব এবং একবার তিরোভাব হইয়া থাকে; নিঃশেষে নিবৃত্তি বা অসৎ পদার্থের আবির্ভাব কখন সম্ভব হয় না। আবির্ভাবের

শাঙ্করভাষ্যম্।

যদর্থো হি অর্জ্জুনস্য প্রশ্নঃ বহুনীতি। বহূনি মে মম ব্যতীতানি অতিক্রান্তানি জন্মানি তব চ হে অর্জ্জুন, তান্যহং বেদ জানে সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ ন জানীষে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রতিভান্তীত্যাশঙ্ক্যাহ তানীতি। ঈশ্বরস্যানাবৃতজ্ঞানত্বাদিত্যর্থঃ। কিমিতি তর্হি তানি মম ন প্রতীয়ন্তে ত্বদাবৃতজ্ঞানত্বাদিত্যাহ ন ত্বমিতি। পরান্ পরিকল্প্য তৎপরিভবার্থং প্রবৃত্তত্বাৎ তব জ্ঞানাবরণং বিজ্ঞেয়মিত্যাহ পরন্তপেতি। অর্জ্জুনস্য

আভাস।

অবস্থা এবং ভোগ-কাল যেমন কিছুক্ষণ ব্যাপী হয়, তিরোভাবের অবস্থা এবং কালও সেইরূপ কিছুক্ষণ ব্যাপী হইয়া থাকে; সন্দেহ নাই। একটী বস্ত্র বা অট্টালিকা প্রস্তুতের জন্য যেমন কালের প্রয়োজন, তাহার ভগ্ন করিতেও সেইরূপ কালের অপেক্ষা আছে। জন্ম বলিলে, যেমন ভূমিষ্ঠ হওয়া হইতে দেহত্যাগ কালাবধি জন্মের বা জীবনের সীমা বুঝিতে হয়, সেইরূপ মৃত্যু বলিলে, দেহত্যাগ করা কালেই যে তাহার সমাপ্তি হয়, তাহা নহে। জাগ্রৎ এবং নিদ্রা বা সুষুপ্তি যেমন কিছু কালব্যাপী, জন্ম এবং মরণও সেইরূপ কাল-ব্যাপী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং আবির্ভাব যেমন কালব্যাপী, তিরোভাব অবস্থাও সেইরূপ কালব্যাপী। অতএব সৎ পদার্থের বা ভাবের বহির্মুখী বৃত্তির নাম আবির্ভাব; এবং অন্তর্মুখী বৃত্তির নাম তাহার তিরোভাব।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন, আমার অনেক বার জন্ম হইয়াছে এবং তোমাকেও অনেক বার জন্ম ধারণ করিতে হইয়াছে। তবে আবির্ভাব এবং তিরোভাবের বৃত্তান্ত সমূহ আমার সম্পূর্ণ জানা আছে, তোমার তাহা জানা নাই। কারণ ভগবান্ সত্ত্বগুণময়; দিব্য জ্ঞানের অভাব তাঁহার কখন ঘটে না। মানব ভোগে অন্ধ; সুতরাং তমঃপ্রধান। দিব্য জ্ঞানের সুসংযোগ তাহাদের সহজে ঘটে না। ভগবান্ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময়! তখন মনুষ্য মূর্ত্তিতে জগতে আবির্ভাব-কালে তাঁহার চিত্তাদি ইন্দ্রিয়বর্গ বা দেহ সমস্তই সত্ত্বগুণময়; তাহাতে রাগ বা দ্বেষের কোন সম্ভাবনা থাকে না। কারণ রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত রাখিয়া, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের নিরন্তর অবস্থান ভাবই ভগবানের চিত্ত। বালক বালিকাগণকে দিবাভাগে ক্রীড়া করিতে অনুমতি দিয়াও যেমন তাহাদের প্রতি জননীর পূর্ণ দৃষ্টি থাকে, রাত্রিকালে আপন সমীপে সন্তানগণের

শাঙ্করভাষ্যম্।

ধর্মাধর্মাদি-প্রতিবদ্ধজ্ঞানশক্তিত্বাৎ অহং পুন নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য-স্বভাবত্বাৎ অনাবরণজ্ঞানশক্তিঃ ইতি বেদাহং হে পরন্তপ ॥ ৫ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভগবতো সহাতীতানেকজন্মবত্বে তুল্যেঽপি জ্ঞানবৈষম্যে হেতুমাহ ধর্মেতি। আদিশব্দেন রাগলোভাদয়ো গৃহ্যন্তে। ঈশ্বরস্যাতীতানাগত-বর্ত্তমান-সর্ব্বার্থবিষয়-জ্ঞানবত্বে হেতুমাহ অহমিতি ॥ ৫ ॥

আভাস।

নিদ্রিত অবস্থার প্রতিও লক্ষ্য থাকে; জননীর কখন অভিভূত ভাব নাই। সেইরূপ জগৎ-সংসারকে ব্যক্ত ভাবে পরিণত করিয়াও তৎপ্রতি ব্রহ্মণ্যদেবের যেমন অবলোকন ভাব থাকে, প্রলয়ে অব্যক্ত মূর্ত্তিতে ব্রহ্মাণ্ডকে আপনাতে পরিণত রাখিবার সময়েও ভগবানের তৎপ্রতি পূর্ণ অবোলোকন ভাবের কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। সুতরাং নিজের আবির্ভাব যেমন প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, তিরোভাবের ব্যাপারও সেইরূপ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। সেখানে রজঃ বা তমোগুণের উদয়ে কখন বিরক্তি বা অভিভবাদির সম্ভাবনা থাকে না। উভয় অবস্থায় জাগ্রতের ন্যায়, তাঁহার জ্ঞানভাব পূর্ণ প্রকাশ-মূর্ত্তিতে বিকাশ থাকে। ইহাই তাঁহার স্বীয় প্রকৃতিকে অধিকারে রাখা।

জীব কিন্তু প্রকৃতির অধীন; সুতরাং ত্রিগুণাত্মক! তাহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বময় কখনই থাকে না; অল্প পরিমাণে রজঃ এবং তমোগুণের সংস্রবে মিলিত সত্ত্বগুণে জীবের অর্থাৎ মানবের চিত্ত প্রস্তুত! সুতরাং প্রকাশ-শক্তিকে সঙ্গে লইয়া; মানবাদির চিত্ত ভোগাভিমুখেই ধাবিত হয়। ভোগ করা সমাপ্ত হইলে, বিশ্রামের অনুরোধে প্রকাশের বৈপরীত্যে অজ্ঞানেই অভিভূতের ন্যায় অবস্থান করে। ত্রিগুণাত্মক চিত্তে যেমন উত্তেজনা হয়, পরক্ষণে তাহার অবসাদও ঘটে। ভগবানের চিত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময়; সুতরাং উত্তেজনা বা অবসাদ সেখানে নাই। প্রকাশমান ভাব নিরন্তর ভগবচ্চিত্তে বিরাজমান রহিয়াছে। এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, জন্মান্তরের বৃত্তান্ত তাঁহার সমস্ত জানা আছে; অর্জ্জুনের তাহা জানা থাকা সম্ভব নহে। এই উক্তি এবং আচরণের দ্বারা অর্জ্জুনকে তাঁহার জানান হইল যে, জ্ঞানেরই অদ্ভুত ও অপূর্ব্ব মহিমা! হে অর্জ্জুন! তুমি যদি আমাকে তোমার ন্যায় সামান্য একজন মনুষ্য বলিয়াই অবধারণ করিয়া থাক; এবং দেহের আশ্রয়ে সাধারণ মানবকে তোমার বা আমার সহিত কোন ভেদ নাই

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ :

অজঃ ন জায়তে ইতি অজঃ জন্মরহিতঃ, অব্যয়াত্মা অক্ষীণ-জ্ঞান-শক্তি-স্বভাবঃ অপি, ভূতানাং ঈশ্বরঃ ঈশনশীলঃ অপি সন্ আত্মমায়য়া বিশুদ্ধ-সত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বাং-স্বকীয়াং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায় বশীকৃত্য অহং সম্ভবামি, দেহবান্ ইব ভবামি ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথং তর্হি তব নিত্যেশ্বরস্য ধর্ম্মাধর্ম্মাভাবেঽপি জন্মেত্যুচ্যতে অজোঽপীতি ?

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ঈশ্বরস্য কারণাভাবাৎ জন্মৈবাযুক্তম্ অতীতানেকজন্মবত্ত্বন্তু দূরোৎসারিতমিতি শঙ্কতে কথমিতি। বস্তুতো জন্মাভাবেঽপি মায়াবশাজ্জন্ম সম্ভবতীত্যুত্তরমাহ উচ্যত

কারণ আমি জন্মের অধীন নহি; আমি অজ! আমার স্বরূপের কোন ব্যাঘাত কখন হয় না! আমি নির্ব্বিকারী ও নিরঞ্জন! অধিক কি! এই সমগ্র-জগতের এবং জীব-সমূহের ঈশ্বর হইয়াও আমি স্বকীয় যোগ-মায়ার প্রভাবে ইচ্ছাধীন বিগ্রহে আবির্ভূত হইয়া থাকি! ॥ ৬ ॥

আভাস।

বলিয়াই মনে করিয়া থাকে, তথাপি জ্ঞানের উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ জনিত তোমাতে এবং আমাতে যে কত ভেদ, তাহা স্পষ্টত উপলব্ধি কর! জ্ঞান-যজ্ঞের প্রভাবে ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান ব্যাপার আমি সমস্ত অবগত আছি; এবং প্রকাশমান যাবদীয় ভূতের উপর আমার অধিকারও আছে! কিন্তু জ্ঞান-যজ্ঞের অভাবে অর্থাৎ ভোগের অনুসরণে তুমি সেই সকল ভাবেই বঞ্চিত হইয়াছ। ভোগানুভূতি যাহার কল্যাণে তোমার অন্তরে নিরন্তর ঘটিতেছে, সেই আত্মস্বরূপের অনুভূতি তোমার না থাকায়, কতবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ! এক্ষণে কিন্তু তাহার একবারেরও স্মরণ তোমার নাই! পরের উপর অধিকার থাকা দূরে থাকুক, নিজের দেহ বা চিত্তাদি ইন্দ্রিয়বর্গের উপরও তোমার কোন অধিকার নাই ॥ ৫ ॥

কিন্তু সাক্ষাৎ জ্ঞানের কল্যাণে আমার কখন ভ্রম বা অবসাদ আসে না;

শাঙ্করভাষ্যম্।

অজোঽপি জন্মরহিতোঽপি সংস্তথাব্যয়াত্মা অক্ষীণজ্ঞানশক্তিস্বভাবোঽপি সন্ তথা ভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানাং ঈশ্বরঃ ঈশনশীলোঽপি সন্ প্রকৃতিং মম বৈষ্ণবীং মায়াং ত্রিগুণাত্মিকাং যস্যা বশে সর্ব্বং জগৎ বর্ত্ততে, যয়া মোহিতঃ সন্ স্বমাত্মানং বাসুদেবং ন জানাতি তাং প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় বশীকৃত্য সম্ভবামি দেহবানিব ভবামি জাত ইবাত্মমায়য়া ন পরমার্থতো লোকবৎ॥ ৬॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ইতি। পারমার্থিক-জন্মাযোগে কারণং পূর্ব্বার্দ্ধেনানূদ্য প্রাতিভাবিক-জন্মসম্ভবে কারণমাহ প্রকৃতিমিতি। প্রকৃতিশব্দস্য স্বরূপ-বিষয়ত্বং প্রত্যাদেষ্টুম্ আত্মমায়য়েত্যুক্তম্ বস্তুতো জন্মাভাবে কারণানুবাদ-ভাগং বিবৃণোতি অজোঽপীত্যাদিনা। প্রাতিভাষিক জন্মসম্ভবে কারণ-কথনমুত্তরার্দ্ধং বিভজতে প্রকৃতিমিত্যাদিনা। প্রকৃতিশব্দস্য স্বরূপ-শব্দপর্য্যায়ত্বং বারয়তি মায়ামিতি। তস্যাঃ স্বাতন্ত্র্যং নিরাকৃত্য ভগবদধীনত্বমাহ মমেতি। তস্যাশ্চ অধিকরণদ্বারেণানবচ্ছিন্নত্বং সূচয়তি বৈষ্ণবীমিতি। মায়াশব্দস্যাপি প্রজ্ঞানামসু পাঠাৎ বিজ্ঞানশক্তিবিষয়ত্বমাশঙ্ক্যাহ ত্রিগুণাত্মিকামিতি। তস্যাং কার্য্যলিঙ্গকমনুমানং

স্বামিকৃতটীকা।

নমু অনাদে স্তব কুতো জন্ম! অবিনাশিনশ্চ কথং পুনঃ পুনর্জন্ম যেন বহুনি মে ব্যতীতানীত্যুচ্যতে, ঈশ্বরস্য তব পুণ্যপাপবিহীনস্য কথং বা জীববজ্জন্মেত্যত আহ অজোঽপীতি। সত্যমেবং তথাপি অজোঽপি জন্মশূন্যোঽপি সন্নহং তথাব্যয়াত্মাপি অনশ্বর-স্বভাবোঽপি সন্ তথা ঈশ্বরোঽপি কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিতোঽপি সন্ স্বমায়য়া সম্ভবামি সম্যগপ্রচ্যুতজ্ঞানবলবীর্য্যাদিশক্ত্যৈব ভবামি, নমু তথাপি ষোড়শকলাত্মক-লিঙ্গদেহশূন্যস্য তব কুতো জন্ম ইত্যত উক্তং স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ॥ ৬॥

আভাস।

দৈনন্দিন জীবনে জাগ্রত ও স্বপ্নের অন্তরালবর্ত্তী হইলেও, মানবকে যেমন জীবিত নামে গণ্য করিতে হয়, সেইরূপ আমি অনন্ত বার আবির্ভূত ও তিরোহিত হইলেও এক জ্ঞানের প্রভাবে চিরজীবীর ন্যায় পরিচয় দিতেছি! দেখ! সকল ভাবের অন্তর্ধান হইতে পারে, জ্ঞানের কখন অন্তর্ধান বা আবির্ভাব হয় না। জ্ঞান চির সাক্ষী হইয়া সকলের অন্তর্ধান ও তিরোভাবের পরিচয় গ্রহণ করিয়া থাকে!

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ ॥

হে ভারত! যদা যদাহি ধর্ম্মস্য অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-সাধনস্য, গ্লানিঃ অবসাদঃ, ভবতি তথা, অধর্ম্মস্য পাষণ্ডধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানং উদ্ভবঃ ভবতি তদা অহং আত্মানং সৃজামি আবির্ভাবয়ামি ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তচ্চ জন্ম কদা কিমর্থং বেত্যুচ্যতে যদেতি। যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সূচয়তি যস্যা ইতি। জগতো মায়াবশবর্ত্তিত্বমেব স্ফুটয়তি যয়েতি। যথা লোকে কশ্চিজ্জাতো দেহবানালক্ষ্যতে এবমহমপি মায়ামাশ্রিত্য তয়া স্ববশয়া সম্ভবামি জন্মব্যবহারমনুভবামি তেন মায়াময়মীশ্বরস্য জন্মেত্যাহ তাং প্রকৃতিমিত্যাদিনা। সম্ভবামি ইত্যুক্তমেব বিভজতে দেহবানিতি। অস্মদাদেরিব তবাপি পারমার্থিক-ত্বাভিমানো জন্মাদিবিষয়ে স্যাদিত্যাশঙ্ক্য প্রাগুক্তস্বরূপ-পরিজ্ঞানবত্ত্বাদীশ্বরস্য নৈবমিত্যাহ ন পরমার্থত ইতি। আবৃতজ্ঞানবতো লোকস্য জন্মাদিবিষয়ে পরমার্থ-ত্বাভিমানঃ সম্ভবতীত্যাহ লোকবদিতি ॥ ৬ ॥

যদীশ্বরস্য মায়ানিবন্ধনং জন্মেত্যুক্তং তস্য প্রশ্নপূর্ব্বকং কালং কথয়তি তচ্চে-

---

কারণ যখন ধর্ম্মের অবনতি হইয়া অধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তখনই আমি আমাকে সৃজন করিয়া থাকি! ॥ ৭ ॥

আভাস।

অধিক কি! যে শক্তির পরিণামে এই বিশ্ব সংসার ও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতসমূহ আকার ও ব্যবহারে পরিচিত হইতেছে, সেই সর্ব্বশক্তিময়ী অনির্ব্বাচ্যা প্রকৃতির উপরও জ্ঞানের অধিকার চির বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি পূর্ণজ্ঞানবান্, সুতরাং পূর্ণাশক্তি প্রকৃতি আমার অধীন! আমি ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তের উপর সম্যক্ অধিকার রাখিয়াও, পুনঃ স্বকীয় ইচ্ছানুসারে এই মানবদেহ অবলম্বনে সাধারণ মানবের ন্যায়, জন্মগ্রহণ করিয়াছি! এ সমস্ত এক জ্ঞানেরই কল্যাণে জানিবে! ॥ ৬ ॥

জ্ঞানের নিকট সকলের পরাজয়! জ্ঞানীর সমীপে সকলে স্বস্ব বিদ্যার পরিচয় দিবার জন্য অগ্রসর হইয়া থাকে! এবং আত্মহারা হইয়া জ্ঞানীরই

শাঙ্করভাষ্যম্।

হানি বর্ণাশ্রমাদিলক্ষণস্য প্রাণিনামভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-সাধনস্য অভাবো ভবতি ভারত অভ্যুত্থানং সমুদ্ভবোঽধর্ম্মস্য তদা তদাত্মানং সৃজাম্যহং মায়য়া ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

হান্যাদিনা। চাতুর্ব্বর্ণ্যে চাতুরাশ্রম্যে চ যথাবদনুষ্ঠীয়মানে নাস্তি ধর্ম্মহানিরিতি মন্বানো বিশিনষ্টি বর্ণেতি। বর্ণৈরাশ্রমৈ স্তদাচারৈশ্চ লক্ষ্যতে জ্ঞায়তে ধর্ম্মঃ তস্যেতি যাবৎ। ধর্ম্মহানৌ সমস্তপুরুষার্থভঙ্গো ভবতীত্যভিপ্রেত্যাহ প্রাণিনামিতি। ন চ যথোক্তনর্ব্ব ধর্ম্মস্য হানিঃ সোঢ়ুং শক্তো ভবানিত্যাহ ভারতেতি। ন কেবলং প্রাণিনাং ধর্ম্মহানিরেব ভগবতো মায়াবিগ্রহস্য পরিগ্রহে হেতুরপি তু তেষামধর্ম্ম-প্রবৃত্তিরপীত্যাহ অভ্যুত্থানমিতি। যদা যদেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৭ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

কদা সম্ভবসীত্যপেক্ষায়ামাহ যদা যদেতি। গ্লানি র্হানিঃ, অভ্যুত্থান-মাধিক্যং ॥ ৭ ॥

আভাস

অধীনতা স্বীকার করে। জ্ঞান ব্যতীত কোন কার্য্যেরই সমাপত্তি ঘটে না। ভগবান্ পূর্ণ জ্ঞানবান্! সুতরাং অনন্ত বিশ্ব তাঁহারই অধীন! তিনি বাহিরে কালমূর্ত্তিতে এবং অন্তরে অন্তর্যামী মূর্ত্তিতে প্রত্যেক পদার্থের সৃষ্টি, পালন এবং পরিবর্ত্তন রূপ কার্য্য করিতেছেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ! সুতরাং ভূত, ভবিষ্যত এবং বর্ত্তমান ব্যাপার সেই পূর্ণজ্ঞান ভগবানের আশ্রয়ে মহাশক্তি প্রকৃতির দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। প্রকৃতি তাঁহার প্রিয়শক্তি! স্বামী-সোহাগিনী পত্নীর কার্য্যকলাপ পরিদর্শনে স্বামী যেমন তুষ্ট হন, পত্নীও নিজের কার্য্য-পটুতা স্বামীকে প্রদর্শন করিয়া তুষ্টা হন।

যাহার আরম্ভ আছে, তাহারই বিরাম আছে। প্রকৃতির সৃষ্টি-ক্রিয়ার যখন আরম্ভ আছে, তখনই তাহার বিরামও অবশ্য স্বীকার্য্য। সৃষ্টির ব্যাপার যদবধি সম্পূর্ণ না হয়, তদবধি সত্ত্বগুণের বিকাশে ধর্ম্মেরই উন্নতিসাধন হইয়া থাকে। সৃষ্টিব্যাপার সমাপ্ত বা পূর্ণবিকশিত হইলে, বিরামের প্রয়োজন যখন হয়, তখনই তমোগুণের উদয়ে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান জানিতে হইবে। জ্ঞানই পরিবর্ত্তনের মূল নেতা। সেই জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ পরম-মঙ্গলময় সদাশিবে। সৃষ্টির ভাল মন্দ বিচার এবং পরিবর্ত্তন বা প্রবর্ত্তন পূর্ণজ্ঞান ভগবানের উপরই নির্ভর করে। এতকাল তিনি উদাসীন দ্রষ্টাভাবে ছিলেন, সম্প্রতি পরিবর্ত্তনের উপলক্ষে সম্ব-

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।

সাধূনাং স্বধর্ম্মনিরতানাং পরিত্রাণায় রক্ষণায়, দুষ্কৃতাং স্বেচ্ছাচারবতাং বিনাশায়, ধর্ম্মস্য সংস্থাপনার্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার্থং, যুগে যুগে প্রতিযুগে তত্তদবসরে অহং সম্ভবামি ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিমর্থং পরিত্রাণায়েতি। পরিত্রাণায় পরিরক্ষণায় সাধূনাং সন্মার্গস্থানাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং পাপকারিণাং কিঞ্চ ধর্ম্মস্য সংস্থাপনার্থায় সম্যক্ স্থাপনং তদর্থং সম্ভবামি যুগে যুগে প্রতিযুগং ॥ ৮ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যথোক্তে কালে কৃতকৃত্যস্য ভগবতো মায়াকৃতে জন্মনি প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রয়োজনমাহ কিমর্থমিত্যাদিনা। যথা সাধূনাং রক্ষণমসাধূনাং নিগ্রহশ্চ ভগবদবতারফলং তথা ফলান্তরমপি তস্যাস্তীত্যাহ কিঞ্চেতি। ধর্ম্মে হি স্থাপিতে জগদেব স্থাপিতং ভবত্যন্যথা ভিন্নমর্য্যাদং জগদসঙ্গতমাপদ্যেতেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ধর্ম্মপ্রাণ সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধু ধর্ম্মধ্বংসিগণের বিনাশ সাধন করত পুনরায় সনাতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার্থ প্রতি-যুগে আমি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি ॥ ৮ ॥

আভাস।

বিগ্রহে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া, সংসারের অধোগতির পরিবর্ত্তন করাইয়াছেন। এই শ্লোকের দ্বারা স্পষ্টত প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, দ্বাপর যুগের অন্তে কলির প্রারম্ভে জগৎসংসার ঈশ্বর-চিন্তা-শূন্য হইয়া ভোগ এবং বিলাসিতার চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছিল; সুতরাং সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের ফল শ্রুতিতে প্রকাশ যে, সাধুগণের পরিত্রাণ এবং অসাধুগণের নিগ্রহই তাহার পরিচয়; কিন্তু আভ্যন্তরিক পরিচয় ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং অধর্ম্মের নিবারণ। এস্থলে অনেকের সন্দেহ আসিতে পারে যে, ভগবানের উক্তির অনুসারে ফলের কোন পরিচয় হয় নাই। বরং ভয়ানক ভারত-যুদ্ধের দ্বারা ঘোর অশান্তি, বীরক্ষয় এবং পরিণামে কুল

জন্ম কর্ম্মচ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

৺,স্বমঃ।

যঃ মে মম এবং দিব্যং অলৌকিকং জন্ম কর্ম্মচ তত্ত্বতঃ স্বরূপতঃ বেত্তি জানাতি,

শাঙ্করভাষ্যম্।

জন্মেতি। তৎ জন্ম মায়ারূপং কর্ম্ম চ সাধূনাং পরিত্রাণাদি মে মম দিব্যম-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মায়াময়মীশ্বরস্য জন্ম ন বাস্তবং তস্যৈব চ জগৎপরিপালনং কর্ম্ম নাস্যস্যেতি জানতঃ শ্রেয়োঽবাপ্তিং দর্শয়ন্ বিপক্ষে প্রত্যবায়ং সূচয়তি তজ্জন্মেত্যাদিনা। যথোক্তং মায়াময়ং কল্পিতমিতি যাবৎ, বেদনস্য যথাবত্বং বেদ্যস্য জন্মাদেরুক্তরূপান-

স্বামিকৃতটীকা।

কিমর্থমিত্যপেক্ষায়ামাহ পরিত্রাণায়েতি। সাধূনাং স্বধর্ম্মবর্ত্তিনাং রক্ষণায়, দুষ্টং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি দুষ্কৃতস্তেষাং বধায় চ, এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সাধুরক্ষণেন দুষ্টবধেন চ ধর্ম্মং স্থিরীকর্ত্তুং, যুগে যুগে তত্তদবসরে সম্ভবামীত্যর্থঃ। ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহং কুর্ব্বতোঽপি নৈর্ঘৃণ্যং শঙ্কনীয়ং যথাহুঃ, লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে। তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তু র্গুণদোষয়োরিতি॥ ৮॥

আমার এই অলৌকিক এবং অস্বাভাবিক জন্ম এবং কর্ম্মের বিষয় যাহারা প্রকৃত-প্রস্তাবে অবধারণ করিতে পারে, তাহারাও

আভাস।

ভারতবর্ষের অদৃষ্ট-সূর্য্য যেন চিরদিনের মত অস্তাচলে গমনেরই সূত্রপাত্র পরিদৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আমাদের অবধারণ করা কর্ত্তব্য যে, ভগবানের উক্তি কখন বিফল হইবার নহে। তিনি বলিয়াছেন, ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত তিনি প্রতি যুগে চিরকালই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এই আবির্ভাবটী কেবল কলেবর ধারণ নহে; তাঁহার উপদেশের আবির্ভাবই তাঁহার প্রকৃত আবির্ভাব। ভারতে উক্ত আছে, "সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতং। সত্যাৎ সত্যোহি গোবিন্দ স্তেন নাম্নাহি সত্যতঃ॥ ধর্ম্মের আচার্য্য মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়নের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিবার প্রথম শ্লোকে "সত্যং পরং ধীমহি" বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। মিথ্যার নায়িকা কুহকিনী মায়া! সত্যের নায়ক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ! যোগ যাগ হোম তপস্যা এবং জপ যজ্ঞাদি বৈদিক উপদেশ এবং তাহার ব্যবহার চিরকালই চলিতেছে! কিন্তু মায়ার প্রভাবে

ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।

হে অর্জ্জুন! সঃ জনঃ দেহং ত্যক্ত্বা পুনঃজন্ম ন এতি ন প্রাপ্নোতি, মাং ব্রহ্মস্বরূপং এতি গচ্ছতি, মুক্তিং প্রাপ্নোতি ইতি ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রাকৃতমৈশ্বরমেবং যথোক্তং যো বেত্তি তত্ত্বত স্তত্ত্বেন যথাবৎ, ত্যক্ত্বা দেহমিমং পুনর্জ্জন্ম পুনরুৎপত্তিং নৈতি ন প্রাপ্নোতি মামেত্যাগচ্ছতি স মুচ্যতে অর্জ্জুন। ॥ ৯ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তিবর্ত্তিত্বং যদি পুন র্ভগবতো বাস্তবং জন্ম সাধুজনপরিপালনাদি চান্যস্যৈব কর্ম্ম ক্ষত্রিয়স্যেতি বিবক্ষ্যতে তদা তত্ত্বাপরিজ্ঞানপ্রযুক্তো জন্মাদিঃ সংসারো দুর্ব্বারঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

এবম্বিধানামীশ্বরজন্মকর্ম্মণাং জ্ঞানে ফলমাহ জন্মেতি। স্বেচ্ছয়া কৃতং মম জন্ম কর্ম্ম চ ধর্ম্মপালনরূপং দিব্যমলৌকিকং তত্ত্বতঃ পরানুগ্রহার্থমেবেতি যো বেত্তি স দেহাভিমানং ত্যক্ত্বা পুনর্জন্ম সংসারং নৈতি ন প্রাপ্নোতি কিন্তু মামেব প্রাপ্নোতি ॥ ৯ ॥

এই বর্ত্তমান দেহকে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্জ্জন্মের কারণ হইতে নিষ্কৃতি লাভে আমার স্বরূপভাবে আগমন করত মুক্ত হয়; সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥

আভাস।

সে সকল গুলিই অনর্থের অভিমুখে পরিণত হইয়া দারুণ দুঃখেরই সমাবেশ ঘটাইতেছে। পরমার্থের চিন্তায় বিস্মৃত হইয়া, মানব-সমাজ স্বকীয় ভোগে, সুতরাং পরের অনিষ্ট-সাধনের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত সকল ব্যাপারকে নিয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তপস্যাদির ফল, অতুল বল বিক্রম, রূপ বিদ্যাবত্তা এবং ধন জনাদি সম্পদ এক সত্যদর্শনের অভাবে, ঘোর কালিমাপূর্ণ নরকের দ্বারে মানবকে উপনীত করায়। কিন্তু সত্যের সংস্রবে প্রকৃত ধর্ম্ম এবং শান্তির নিকেতনে মানব উপস্থিত হইতে পারে। ভগবানের দৈহিক আবির্ভাব তত উপকারের নহে, আভ্যন্তরিক আবির্ভাবই সমগ্র জগতের ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ-বাণী শ্রীগীতাই সমগ্র জগতের অন্তর্জগৎকে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।

অন্বয়ঃ।

বীতরাগভয়ক্রোধাঃ (বীতাঃ বিগতাঃ রাগভয়ক্রোধাঃ যেভ্যঃ তে) জ্ঞান-তপসা

শাঙ্করভাষ্যম্।

নৈষ মোক্ষমার্গ ইদানীং প্রবৃত্তঃ কিং তর্হি পূর্ব্বমপি বীতরাগেতি। বীতরাগভয়ক্রোধা রাগশ্চ ভয়শ্চ ক্রোধশ্চ রাগভয়ক্রোধাঃ বীতা বিগতা যেভ্য স্তে বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া ব্রহ্মবিদ ঈশ্বরাভেদদর্শিনো মামেব চ পরমেশ্বরমুপাশ্রিতাঃ কেবল-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সম্প্রতি প্রস্তুত-মোক্ষমার্গস্য নূতনত্বেনাব্যবস্থিতত্বমাশঙ্ক্য পরিহরতি নৈষ ইতি। মন্ময়ত্বস্য মদ্ভাবগমনেনাপৌনরুক্ত্যং দর্শয়তি ব্রহ্মবিদ ইতি। আত্মনো ভিন্নত্বেন ভিন্নাভিন্নত্বেন বা ব্রহ্মণো বেদনং ব্যাবর্ত্তয়তি ঈশ্বরেতি। অভেদ-দর্শনেন সমুচ্চিতয়া

আত্ম-সাক্ষাৎকার-রূপ তপস্যার ফলে যাহাদের চিত্ত হইতে বিষয়ানুরাগ, অনিষ্টের ভয় এবং ক্রোধ দূরীভূত হইয়াছে; এবং

আভাস।

যুক্তিগ্রন্থ পরস্বাপহরণ এবং অযথা ভোগের পরিচয়ে কেহ কখন সুখী হইতে পারে না! বরং অকালে রোগ-শোকাদিতে জর্জ্জরিত হইয়া, অসীম দুঃখ এবং অকালমৃত্যুর কবলেই নিপতিত হয়, সন্দেহ নাই। সত্যের সহায়ে প্রতিপদে সুখের সংস্রবে অতুল আনন্দ ও চির-শান্তি অনুভূত হইয়া থাকে। এতদিন মায়ার কুহকে বিলাসিতা এবং পরদ্রোহের স্রোত ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে প্রসারিত হইতেছিল। ভগবানের আবির্ভাব-রূপ গীতার স্রোত ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে প্রসারিত হওয়াই ভগবানের আবির্ভাব। এই স্রোতটীকে যাহারা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারেন এবং তদনুসারে কার্য্য করেন, তাঁহাদের আর জন্ম মরণরূপ সংসার-প্রবাহে ভাসমান হইতে হয় না। সত্য এবং পরোপকারকে অন্তরে আলিঙ্গন করাই, ভগবৎ সাক্ষাৎকারের অপূর্ব্ব সোপান ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায়, সত্য-মিথ্যার সংগ্রাম চিরকালই সংসারে চলিয়া আসিতেছে! মিথ্যার জয় না হইলে, সৃষ্টি বা তাহার বিবিধ রচনার পরিচয় হয় না; এবং সত্যের জয় না হইলে, অপার শান্তি রসের প্রবাহ ঘটে না। নদীর জোয়ার ও ভাটার অনুরোধে জলের প্রবাহ যেমন চির বিদ্যমান থাকে, সত্য ও মিথ্যার কলহে সংসার স্রোতও তদ্রূপ চির-বিদ্যমানই রহিয়াছে। তবে এই

বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।

জ্ঞানং এব তপঃ তেন পূতাঃ শুদ্ধাঃ মন্ময়াঃ মদেকচিত্তাঃ, অতঃ মাং উপাশ্রিতাঃ সন্তঃ বহবঃ জনাঃ মদ্ভাবং মোক্ষং আগতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

জ্ঞাননিষ্ঠা ইত্যর্থঃ; বহবোঽনেকে জ্ঞানতপসা জ্ঞানমেব চ পরমাত্মবিষয়ং তপস্তেন জ্ঞানতপসা পূতাঃ পরাং শুদ্ধিং গতাঃ সন্তো মদ্ভাবমীশ্বরভাবং মোক্ষমাগতাঃ সমনুপ্রাপ্তাঃ। ইতরতপোনিরপেক্ষা জ্ঞাননিষ্ঠা ইত্যস্য লিঙ্গং জ্ঞানতপসেতি বিশেষণং ॥ ১০ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কর্ম্মানুষ্ঠানং প্রত্যাচষ্টে মামেবেতি। তদুপাশ্রয়ত্বমেব বিশদয়তি কেবলেতি। মামুপাশ্রিতা ইতি কেবলজ্ঞাননিষ্ঠত্বমুক্তং; জ্ঞানতপসা পূতা ইতি কিমর্থং পুনরুচ্যতে তত্রাহ ইতরেতি ॥ ১০ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

কথং জন্মকর্ম্মজ্ঞানে ত্বৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদিত্যত আহ বীতরাগেতি। অহং শুদ্ধসত্ত্বাবতারৈ র্ধর্ম্মপালনং করোমীতি মদীয়ং পরমকারুণিকত্বং জ্ঞাত্বা বীতা বিগতা রাগভয়ক্রোধা যেভ্যস্তে চিত্তবিক্ষেপাভাবান্মন্ময়া মদেকচিত্তা ভূত্বা মামেবোপাশ্রিতাঃ সন্তো মৎপ্রসাদলব্ধং যদাত্মজ্ঞানঞ্চ তপশ্চ তৎপরিপাকহেতুঃ স্বধর্ম্মঃ। দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবঃ। তেন জ্ঞান-তপসা পূতাঃ শুদ্ধা নিরস্তাজ্ঞানতৎকার্য্যমলা মদ্ভাবং মৎসাযুজ্যং প্রাপ্তা বহবঃ; ন ত্বধুনৈব প্রবৃত্তোঽয়ং মদ্ভক্তিমার্গ ইত্যর্থঃ। তদেবং তাত্ত্বং বেদ সর্ব্বাণীত্যাদিনা বিদ্যাবিদ্যোপাধিভ্যাং তত্ত্বংপদার্থাবীশ্বরজীবৌ প্রদর্শ্য ঈশ্বরস্য চাবিদ্যাভাবেন নিত্যশুদ্ধত্বাজ্জীবস্য চেশ্বরপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেনাজ্ঞাননিবৃত্তেঃ শুদ্ধস্য স্বত শ্চিদংশেন তদৈক্যমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যং ॥ ১০ ॥

তাদৃশ একাগ্রতার বলে এক পরমাত্ম-স্বরূপকে পরমেশ-জ্ঞানে পরা ভক্তির পরিচয় প্রদান করে, তাদৃশ ঈশ্বর-পরায়ণ অনন্ত সাধক এই জ্ঞানের প্রসাদে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১০ ॥

আভাস।

পরিবর্ত্তনের পরিচয় অকস্মাৎ পরিদৃষ্ট হয় না। বাষ্পনির্গমনের পথ মুক্ত থাকিলে, বাষ্পীয় রথ দ্রুতবেগে দৌড়িতে থাকে বটে, কিন্তু বাষ্প নির্গমনের পথ রুদ্ধ

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

অন্বয়ঃ।

("সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি ন্যায়েন সকামতয়া অকামতয়া বা) যে জনাঃ যথা যেন প্রকারেণ মাং ভজন্তি তান্ জনান্ তথৈব তদপেক্ষিত-ফলদানেন অহং ভজামি

শাঙ্করভাষ্যম্।

তব তর্হি রাগদ্বেষৌ স্তঃ যেন কেভ্যশ্চিদেবাত্মভাবং প্রযচ্ছসি ন সর্ব্বেভ্য ইত্যু-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যো মোক্ষং প্রযচ্ছতি চেৎ প্রাগুক্ত-বিশেষণ-বৈয়র্থ্যং! যদি তু কেভ্যশ্চিদেব মোক্ষং প্রযচ্ছেত্তর্হি তস্ত রাগাদিমত্ত্বাদনীশ্বরত্বাপত্তিরিতি

হে পার্থ! জ্ঞান বা ভোগের অনুষ্ঠান মূর্ত্তিতে আমারই নিয়ম এই

আভাস।

করিবামাত্র ট্রেণের দৌড় থামে না; কিছু দূর অগ্রসর হইয়া পরে ক্রমশঃ নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ ভগবানের আবির্ভাব বা গীতার উপদেশ জগতে আসিবা মাত্রই সেই সত্যের প্রতিষ্ঠার পরিচয় তৎক্ষণাৎ হইতে পারে না। হৃদয়ে জাগি-লেও, সমস্ত দেহে জাগা প্রয়োজন। সেই জাগা যে ক্রমশঃ কি পদ্ধতিতে হয়, তাহারই ক্রম এই শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে সত্য এবং অবশিষ্ট যাবদীয় পদার্থকে মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইলে, আর বিষয়ের প্রতি আসক্তি, বা নাশের ভয় এবং ভোগপ্রতি-বন্ধকের প্রতি দ্বেষ বা ক্রোধের উদয় হয় না। তখন অন্তঃকরণ এক সত্যস্বরূপ নিজের সাক্ষি-চৈতন্য এবং জগতের আধার ও সাক্ষীরূপে বিদ্যমান পরম চৈতন্যে আকৃষ্ট হইলে, ইন্দ্রিয়াদি দেহবর্গও বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া, ক্রমশঃ সাক্ষী চৈতন্য অর্থাৎ পরমাত্ম-স্বরূপের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও অহঙ্কার প্রভৃতি উপাধির বিষয়াভিমুখে অনুলোম গতির বিরাম হইয়া আত্ম-চৈতন্যের অভিমুখে বুদ্ধির প্রতিলোম গতির উপস্থিতিতে চিত্তে শান্তির উদয় হয়! এবং জীবাত্মা তখন-মুক্তির পথে আরোহণ করে। ইহার নামই ঈশ্বর সাক্ষাৎকার ॥ ১০ ॥

জ্ঞানী এবং ভোগী অর্থাৎ কর্ম্মীভেদে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাইতে যে, কেহ কখন বঞ্চিত হয়; তাহা নহে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ তুল্যরূপে উভয়ে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তবে স্ব স্ব প্রার্থনার বৈপরীত্যে প্রাপ্তির বৈপরীত্য ঘটে। যে যেমন বুঝে,

মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।

অনুগৃহ্নামি। হে পার্থ! মনুষ্যাঃ সর্ব্বে সর্ব্বশঃ সর্ব্বতোভাবেন, মম চক্রপাণেঃ বর্ত্ম সংসারচক্র-নিয়মান্ এব অনুবর্ত্তন্তে অনুগচ্ছন্তি ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

চ্যতে যে যথেতি। যে যথা যেন প্রকারেণ যেন প্রয়োজনেন যৎফলার্থিতয়া মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব তৎফলদানেন ভজাম্যহমনুগৃহ্নাম্যহং ইত্যর্থঃ তেষাং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শঙ্কতে তব তর্হীতি। যে মুমুক্ষব স্তেভ্যো মোক্ষমীশ্বরো জ্ঞানসম্পাদনদ্বারা প্রযচ্ছতি ফলান্তরার্থিভ্যস্ত তত্তদুপায়ানুষ্ঠাপনেন তত্তদেব দদাতীতি নাস্য রাগদ্বেষাবিতি পরিহরতি উচ্যত ইতি। মুমুক্ষূণামীশ্বরানুসারিত্বেঽপি ফলান্তরার্থিনাং কুত স্তদনুসারিত্বমিত্যাশঙ্ক্য ফলমত উপপত্তেরিতি ন্যায়েন তৎফলস্যেশ্বরায়ত্তত্বাত্তদনুবর্ত্তিত্বমাবশ্যক-

স্বামিকৃতটীকা।

নমু তর্হি কিং ত্বয্যপি বৈষম্যমস্তি যস্মাদেবং ত্বদেকশরণানামেবাত্মভাবং দদাসি নান্যেষাং সকামানামিত্যত আহ যে ইতি। যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা যে মাং ভজন্তি তানহং তথৈব তদপেক্ষিত-ফলদানেন ভজামি অনুগৃহ্নামি, ন তু সকামা মাং বিহায়েন্দ্রাদীনেব যে ভজন্তে তানহমুপেক্ষ ইতি মন্তব্যং। যতঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদিসেবকা অপি মমৈব বর্ত্ম ভজনমার্গমনুবর্ত্তন্তে ইন্দ্রাদিরূপেণাপি মমৈব সেব্যত্বাৎ ॥ ১১ ॥

সংসারে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে! তন্মধ্যে যে ব্যক্তি যে ভাবে আমার উপাসনা করে, অমি সেই প্রকারেই তাহার মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকি। কাম্য যে কোন লক্ষ্যকে আশ্রয় করিয়া উপাসনা করিলেও, গৌণ মুখ্য ভেদে আমারই উপাসনা তাহার করা হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

আভাস।

সে তেমনই চাহে; ভগবান্ তাহাকে সেইরূপই প্রদান করিয়া থাকেন। ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী এবং সকল কর্ম্মের ফলদাতা মূর্ত্তিতে প্রত্যেক ব্যাপারে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। পরদার, চৌর্য্যবৃত্তি এবং পর দ্রোহাদি নিকৃষ্ট বৃত্তির পরিচয় প্রদানার্থ মানব যদি অগ্রসর হয়, ভগবান্ তখন তাহার তত্তৎ কার্য্য

শাঙ্করভাষ্যম্।

মোক্ষং প্রত্যক্ষং প্রত্যনর্থিত্বাৎ ন হ্যেকস্য মুমুক্ষুত্বং ফলার্থিত্বঞ্চ যুগপৎ সম্ভবতি অতো যে যৎফলার্থিনঃ তান্ তৎফলপ্রদানেন যে জ্ঞানিনঃ সন্ন্যাসিনো মুমুক্ষবশ্চ তান্ মোক্ষপ্রদানেন তথা আর্ত্তানার্ত্তিহরণেনেত্যেবং যথা যেন প্রকারেণ মাং প্রপদ্যন্তে যে তাংস্তথৈব ভজাম্যহমিত্যর্থঃ, ন পুনঃ রাগদ্বেষনিমিত্তং মোহনিমিত্তং বা কিঞ্চিদ্ভজামি সর্ব্বাথাপি সর্ব্বাবস্থস্য মমেশ্বরস্য বর্ত্ম মার্গমনুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ, যৎ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মিত্যাহ মমেতি। ভগবদ্বচনভাগিনাং সর্ব্বেষামেব কৈবল্যমেকরূপং কিমিতি নানুগৃহ্যতে তত্রাহ তেষামিতি। অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সার্থিত্বং প্রার্থনাবৈচিত্র্যাদেকস্যৈব কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য পর্য্যায়েণ তদনুপপত্তিং সাধয়তি ন হীতি। মুমুক্ষূণাং ফলার্থিনাঞ্চ বিভাগে স্থিতে সত্যনুগ্রহবিভাগং ফলিতমাহ অত ইতি। ফলপ্রদানেনানুগৃহ্ণামীতি সম্বন্ধঃ। নিত্যনৈমিত্তিক-কর্ম্মানুষ্ঠায়িনামেব ফলার্থিত্বাভাবে সতি মুমুক্ষুত্বে কথং তেষনুগ্রহঃ স্যাদিতি তত্রাহ যে যথোক্তেতি। জ্ঞানপ্রদানেন ভজামীত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। সন্তি কেচিত্ত্যক্তসর্ব্বকর্ম্মাণো জ্ঞানিনো মোক্ষমেবাপেক্ষমাণা স্তেষনুগ্রহপ্রকারং প্রকটয়তি যে জ্ঞানিন ইতি। কেচিদার্ত্তাঃ সন্তো জ্ঞানাদিসাধনান্তররহিতা ভগবন্তমেবার্ত্তিং অপহর্ত্তুমনুবর্ত্তন্তে তেষু ভগবতোঽনুগ্রহবিশেষং দর্শয়তি তথেতি। পূর্ব্বার্দ্ধ-ব্যাখ্যানমুপসংহরতি ইত্যেবমিতি। ভগবতোঽনুগ্রহে নিমিত্তান্তরং নিবারয়তি ন পুনরিতি। ফলার্থিত্বে মুমুক্ষুত্বে চ জন্তূনাং ভগবদনুসরণমাবশ্যক-

আভাস।

সমাধার শক্তিকে কখন উপসংহার বা অপহরণ করেন না; উক্ত দস্যু নিজের শক্তিকে ভগবচ্ছক্তি জ্ঞানে প্রতীতি করিতে সম্প্রতি না পারিলেও, রোগাক্রান্ত হইলে বা দুর্ব্বল ও বৃদ্ধ জীবনে নিজ শক্তির অক্ষমতা দর্শনে যখন স্পষ্টত অনুভব করিবে যে, পূর্ব্বে কি বিষম ভ্রমই আমি করিয়াছি! যৌবনের শক্তিকে যদি ভগবানের প্রদত্ত দুর্লভ আশীর্ব্বাদ বলিয়া পূর্ব্বে বুঝিতাম, তাহা হইলে এতাদৃশ নিকৃষ্ট কর্ম্ম না করিয়া, সেই শক্তি ও ধনের দ্বারা জগতের কত উপকার সাধন করিতে পারিতাম! কিন্তু সময় ও সামর্থ্য পাইয়া নিরর্থক তাহার অপব্যয় করায়, দুঃখী ও নিন্দিত হইলাম! আমার ন্যায় অপরে যৌবনোচিত বিবিধ শক্তি লাভে, জগতে কত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে কত সুখ ও সুখ্যাতি লাভ করিতেছে! অতএব কর্ম্ম করিলেই তাহার ফল ভগবান্ নিশ্চয়ই দিবেন! সেখানে চোর বা সাধু বলিয়া কোন বিচার নাই! চোরের ফল

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধি র্ভবতি কর্ম্মজা ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।

কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কর্ম্মফলং কাঙ্ক্ষন্তঃ জনাঃ ইহলোকে দেবতাঃ ইন্দ্রাদীন্ যজন্তে। ইহ মানুষে লোকে কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ হি যতঃ ক্ষিপ্রং ভবতি। জপ-যজ্ঞাদিফলং শীঘ্রং ভবতি নতু জ্ঞান-ফলং ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ফলার্থিতয়া যস্মিন্ কর্ম্মণ্যধিকৃতাঃ যে প্রবর্ত্তন্তে তে মনুষ্যা অত্র উচ্যন্তে হে পার্থ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ ॥ ১১ ॥

যদি তবেশ্বরস্য রাগাদিদোষাভাবঃ তদা সর্ব্বপ্রাণিষু অনুজিঘৃক্ষায়াং তুল্যায়াং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কমিত্যুত্তরার্দ্ধং বিভজতে সর্ব্বথাপীতি। সর্ব্বাবস্থস্থং তেন তেনাত্মনা পরস্যৈবেশ্বর-স্যাবস্থানং, মার্গো জ্ঞান-কর্ম্ম-লক্ষণঃ মনুষ্যগ্রহণাদিতরেষামীশ্বরমার্গানুবর্ত্তিপর্য্যুদাসঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যৎফলেতি। সর্ব্বপ্রকারৈ র্মম মার্গমনুবর্ত্তন্তে ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ১১ ॥

অনুগ্রাহ্যাণাং জ্ঞানকর্ম্মানুরোধেন ভগবতো ভেদবদনুগ্রহবিধানাত্তস্য রাগদ্বেষৌ

দেখ! ভোগ-মার্গে কর্ম্মের ফল যত সত্বর সাধিত হয়, জ্ঞানের পদ্ধতি তত সহজ ও সত্বর ফলদায়ক হয় না। সুতরাং ভোগী মানব সত্বর কর্ম্মফল পাইবার অভিপ্রায়ে সাধারণ দেব-বৃন্দের আরাধনা

আভাস।

চোর পাইবে এবং সাধুর ফল সাধু পাইবে। তিনি ফল প্রদানে কাহাকেও কাতর নহেন; এবং কুন্ঠিতও হন না। উত্তম বা অধম ফল পাইবার কারণ কর্ম্মকর্ত্তার গুণের উপর নির্ভর করে। সে কর্ত্তার গুণ কি? জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তরে পাওয়া যায়, কর্ত্তার জ্ঞান ও অজ্ঞান। অজ্ঞান বা অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাতে সংসারের পথ প্রসারিত হয়; এবং জ্ঞানের আশ্রয়ে কর্ম্ম করিলে, মোক্ষের পথ প্রসারিত হয়। মোক্ষে সুখ! সংসারে দুঃখ! উভয়ের ফলদাতা ভগবান্ হইলেও, কর্ম্মী যে যেমন ভাবে তাঁহাকে চাহে, তিনি সেই ভাবেই তাহার সমীপে দেখা দেন ॥ ১১ ॥

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, বাসুদেবই যদি সর্ব্বময় হন এবং সেই

শাঙ্করভাষ্যম্।

সর্ব্বফল-প্রদান-সমর্থে চ ত্বয়ি সতি বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি জ্ঞানেনৈব মুমুক্ষবঃ সন্তঃ কস্মাত্ত্বামেব সর্ব্বে ন প্রতিপদ্যন্তে ইতি শৃণু তত্র কারণং কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। অভি-লষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং ফলনিষ্পত্তিং প্রার্থয়ন্তো যজন্তে ইহাস্মিন্ লোকে দেবতা ইন্দ্রাগ্ন্যাদ্যাঃ অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানামিতি শ্রুতেঃ, তেষাং হি ভিন্নদেবতাযাজিনাং ফলাকাঙ্ক্ষিণাং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যদি ন ভবতস্তর্হি তস্য রাগাদ্যভাবাদেব সর্ব্বেষু প্রাণিষ্বনুগ্রহেচ্ছা তুল্যা প্রাপ্তা ন চ তস্যাং সত্যামেব ফলস্যানীয়সঃ সম্পাদনে সামর্থ্যং ন তু ভগবতো মহতো মোক্ষাখ্যস্য ফলস্য প্রদানেঽশক্তিরিতি যুক্তমপ্রতিহত-জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াশক্তিমত স্তব সর্ব্বফলপ্রদান-সামর্থ্যাত্তথা চ যথোক্তানুজিঘৃক্ষায়াং সত্যাং ত্বয়ি চ যথোক্তসামর্থ্যবতি সতি সর্ব্বে ফল্গুফলাদভ্যুদয়াৎ বিমুখা মোক্ষমেবাপেক্ষমাণা জ্ঞানেন ত্বামেব কিমিতি ন প্রতি-পদ্যেরন্নিতি চোদয়তি যদীতি। মোক্ষাপেক্ষাভাবাত্তদুপায়ভূত-জ্ঞানাদপি বৈমুখ্যাৎ ভগবৎপ্রাপ্ত্যভাবে হেতুমভিদধানঃ সমাধত্তে শৃণ্বিতি। কর্ম্মফলসিদ্ধিমিচ্ছন্তা কিমিতি মানুষে লোকে দেবতাপূজনমিষ্যতে তত্রাহ ক্ষিপ্রং হীতি। কর্ম্মফলসম্পত্ত্যর্থিনাং যষ্টৃ যষ্টব্যবিভাগদর্শিনাং তদ্দর্শনে কারণমাত্মাজ্ঞানমিত্যত্র বৃহদারণ্যক-শ্রুতিমুদাহরতি অথেতি। অবিদ্যাপ্রকরণোপক্রমার্থমথেত্যুক্তং। উপাসনং ভেদদর্শনমিত্যনুস্য

স্বামিকৃতটীকা।

তর্হি মোক্ষার্থমেব কিমিতি সর্ব্বে ত্বাং ন ভজন্তীত্যত আহ কাংক্ষন্ত ইতি। কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কর্ম্মফলং কাংক্ষন্তঃ প্রায়েণেহ মনুষ্যলোকে ইন্দ্রাদিদেবতা এব যজন্তে ন তু সাক্ষান্মামেব, হি যস্মাৎ কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ কর্ম্মজং ফলং শীঘ্রং ভবতি ন তু জ্ঞানফলং কৈবল্যং, দুষ্প্রাপ্যত্বাৎ জ্ঞানস্য॥ ১২ ॥

করিয়া থাকেন এবং মর্ত্ত্যধামে জপ তপস্যাদি কর্ম্মের ফল অতি সত্বরই প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ১২॥

আভাস।

সর্ব্বময়ত্ব ভাবের জ্ঞানে সকলে শান্তিলাভ করিতে পারে, তবে কেন সকলে একমত হইয়া, এক পরমাত্ম-চিন্তনে মুক্তিলাভের চেষ্টা করে না! বা ভগবানও তাহার ব্যবস্থাই বা কেন করেন না? তদুত্তরে এই শ্লোকের সন্নিবেশ হইয়াছে। মায়াময় দেহেন্দ্রিয়াদির আশ্রয়ে স্ফূর্ত্তি-ব্যাপারে উপনীত হইয়া, জীবকে দুঃখ ও

শাঙ্করভাষ্যম্।

ক্ষিপ্রং শীঘ্রং হি যস্মান্মানুষে লোকে মনুষ্যলোকে হি শাস্ত্রাধিকারঃ ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে ইতি বিশেষণাদন্যেষপি কর্ম্মফলসিদ্ধিং দর্শয়তি ভগবান্মানুষে লোকে বর্ণাশ্রমাদিকর্ম্মাণীতি বিশেষঃ। তেষাঞ্চ বর্ণাশ্রমাদ্যধিকারিণাং কর্ম্মণাং ফলসিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং ভবতি কর্ম্মজা কর্ম্মণো জাতা॥ ১২॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কারণমাগ্নাজ্ঞানং ন তত্রেতি দর্শয়তি নেতি। যথাস্মদাদীনাং হলবহনাদিনা পশুরুপকরোত্যেবমজ্ঞো দেবাদীনাং যাগাদিভিরুপকরোতীত্যাহ যথেতি। কিমিতি তে ফলাকাঙ্ক্ষিণো ভিন্নদেবতাযাজিনো জ্ঞানমার্গং নাপেক্ষন্তে তত্রোত্তরার্দ্ধমুত্তরত্বেন যোজয়তি তেষামিত্যাদিনা। তস্মাদ্‌যথোক্তানামধিকারিণাং কর্ম্মপ্রযুক্তং ফলং লোকবিশেষে ঝটিতি সিধ্যতি তস্মাত্তেষাং মোক্ষমার্গাদস্তি বৈমুখ্যমিত্যর্থঃ। মানুষলোকবিশেষণং কিমর্থমিত্যাশঙ্ক্যাহ মনুষ্যলোকে হীতি। লোকান্তরেষু তর্হি কর্ম্মফলসিদ্ধির্নাস্তীত্যাশঙ্ক্য ক্ষিপ্র-বিশেষণস্য তাৎপর্য্যমাহ ক্ষিপ্রমিতি। কচিৎ কর্ম্মফলসিদ্ধিরবিলম্বেন ভবত্যন্যত্র তু বিলম্বেনেতি বিভাগে কো হেতুরিত্যাশঙ্ক্য সামগ্রীভাবাভাবাভ্যামিত্যাহ মানুষ ইতি। মনুষ্যলোকে কর্ম্মফলসিদ্ধেঃ শৈঘ্র্যাৎ তদভিমুখানাং জ্ঞানমার্গবৈমুখ্যং প্রায়িকমিত্যুপসংহরতি তেষামিতি॥ ১২॥

আভাস।

শোকের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইতে হয়; অভাব যেন তাহাদিগকে আকণ্ঠ আক্রমণ করিয়াছে! এক্ষণে কোন্ উপায়ে সেই দুঃখের হস্ত হইতে সত্বর নিষ্কৃতি লাভে শান্তি পাইতে পারে, অহরহঃ তাহারই উপায় অন্বেষণে তাহারা সতত বিব্রত। সুখ বা শান্তিলাভের উৎকৃষ্ট উপায় জ্ঞানযোগ হইলেও, তাহা সময়-সাপেক্ষ ও বহু সাধনসাপেক্ষ! কিন্তু অভাবের মোচনে আপাততঃ সহজে শান্তিলাভের উপায় সকাম কর্ম্মের দ্বারা অনেক আছে। সাধারণ লোক সেই সকল উপায়ের আশ্রয়ে আপাততঃ ইন্দ্রাদি দেবতাগণের পূজা হোম ইত্যাদি ব্যাপারে অগ্রসর হন এবং সত্বর ফললাভে কতক পরিমাণে কিছুকালের জন্যও নিষ্কৃতি পান! সম্পূর্ণ জ্ঞান-সাধনে সকলে অগ্রসর হইতে পারে না; কারণ সৃষ্টিব্যাপারের সার অবগত হইতে না পারিলে, সম্যক্ জ্ঞানে কাহারই প্রবৃত্তি আসে না॥ ১২॥

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

অন্বয়ঃ।

গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং ন্যূনাতিরিক্তভাবেন তদনুরূপতয়া কর্ম্মণাং ব্রহ্মবিদ্যা-প্রজাপালন-বাণিজ্য-সেবাদি-ভেদেন বিভাগশঃ ভাগানুরূপং ময়া

শাঙ্করভাষ্যম্।

মানুষ এব লোকে বর্ণাশ্রমাদিকর্ম্মাধিকারো নান্যেষু লোকেম্বিতি নিয়মঃ কিং নিমিত্ত ইতি অথবা বর্ণাশ্রমাদিপ্রবিভাগোপেতাঃ মনুষ্যা মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে সর্ব্বশইত্যুক্তং, কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ নিয়মেন তবৈব বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে নান্যস্যেত্যুচ্যতে চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি। চাতুর্ব্বর্ণ্যং চত্বার এব বর্ণা শ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়েশ্বরেণ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মনুষ্যলোকে চাতুর্ব্বর্ণ্যং চতুরাশ্রম্যমিত্যনেন দ্বারেণ কর্ম্মাধিকারনিয়মে কারণং-পৃচ্ছতি মানুষ এবেতি। আদিশব্দেনাবস্থাবিশেষা বিবক্ষ্যন্তে। প্রকারান্তরেণ বৃত্তানুবাদপূর্ব্বকং চোদ্যমুত্থাপয়তি অথবেত্যাদিনা। প্রশ্নদ্বয়ং পরিহরতি উচ্যত ইতি। তর্হি তব কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব-সত্ত্ববাদস্মদাদিতুল্যত্বেনানীশ্বরত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ তস্যেতি। ঈশ্বরস্য বিষমসৃষ্টিং বিদধানস্য সৃষ্টিবৈষম্যনির্ব্বাহকং কথয়তি গুণেতি।

স্বামিকৃতটীকা।

ননু কেচিৎ সকামতয়া প্রবর্ত্তন্তে কেচিন্নিষ্কামতয়েতি কর্ম্মবৈচিত্র্যং, তৎকর্ত্তৃণাঞ্চ ব্রাহ্মণাদীনামুত্তম-মধ্যমাদিবৈচিত্র্যং কুর্ব্বত স্তব কথং বৈষম্যং নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি। চত্বারো বর্ণা এবেতি চাতুর্ব্বর্ণ্যং স্বার্থেষ্যঞ্ প্রত্যয়ঃ, অয়মর্থঃ সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণা স্তেষাং শমদমাদীনি কর্ম্মাণি, সত্ত্বরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়া স্তেষাং শৌর্য্যযুদ্ধাদীনি

ধরাধামে মানব পরস্পরে কখন এক প্রকৃতির নহে; সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণের ন্যূনাধিক তারতম্যে এবং অনুরাগ, বিদ্বেষ ও ক্রোধপূর্ণ কর্ম্মের বিচিত্রতা অনুসারে মানব-জীবনকে আমি চারি বর্ণের অনুপাতে সৃজন করিয়াছি; সে সৃষ্টিতে আমার নিজের আভাস।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে মানুষ মাত্রকেই যখন এক প্রকার বা এক জাতীয় বলিয়া অবধারণ করা হয়, তখন তাহারা সকলে এক প্রকার কর্ম্ম কেন করিতে পারিবে না! ভোগে আসক্ত না হইয়া, সকলেই জ্ঞানের অনুশীলনে কৃতার্থ হইতে কেন পারিতেছে না! তদুত্তরে ভগবান্ বলিলেন যে, যাহাদিগকে

তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ ॥

মানুষে লোকে চাতুর্ব্বর্ণ্যং সৃষ্টং। তস্য বিভাগস্য কর্ত্তারং অপি মাং অব্যয়ং আসক্তিরহিতং অতঃ অকর্ত্তারং বিদ্ধি জানীহি ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

সৃষ্টমুৎপাদিতং ; ব্রহ্মণোঽস্য মুখমাসীদিত্যাদিশ্রুতেঃ। গুণকর্ম্মবিভাগশঃ গুণবিভাগশঃ কর্ম্মবিভাগশশ্চ। গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি তত্র সাত্ত্বিকস্য সত্ত্বপ্রধানস্য ব্রাহ্মণস্য শমো-দমস্তপ ইত্যাদীনি কর্ম্মাণি সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃ-প্রধানস্য ক্ষত্রিয়স্য শৌর্য্যতেজঃ-

আনন্দগিরিকৃত-টীকা ।

গুণবিভাগেন কর্ম্মবিভাগস্তেন। চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য সৃষ্টিমেবোপদিষ্টাং স্পষ্টয়তি তত্রেত্যা-দিনা। প্রশ্নদ্বয়প্রতিবিধানং প্রকৃতমুপসংহরতি তচ্চেদমিতি। মনুষ্যলোকে পরং বর্ণাশ্রমাদিপূর্ব্বকে কর্ম্মণ্যধিকারঃ, তত্রৈব বর্ণাদেরীশ্বরেণ সৃষ্টত্বাৎ ন লোকান্তরেষু, তত্র বর্ণাদ্যভাবাদীশ্বরমেব চাতুর্ব্বর্ণ্যাশ্রমাদিবিভাগভাগিনোঽধিকারিণোঽনুবর্ত্তন্তে তেনৈব বর্ণাদে স্তদ্ব্যাপারস্য চ সৃষ্টত্বাত্তদনুবর্ত্তনস্য যুক্তত্বাদিত্যর্থঃ। তস্যেত্যাদি

স্বামিকৃত টীকা ।

কর্ম্মাণি, রজস্তমঃপ্রধানা বৈশ্যা স্তেষাঞ্চ কৃষিবাণিজ্যাদীনি কর্ম্মাণি, তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রা স্তেষাঞ্চ ত্রৈবর্ণিকশুশ্রূষাদীনি কর্ম্মাণীত্যেবং গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চ বিভাগ-শ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়ৈব সৃষ্টমিতি সত্যং তথাপ্যেবং তস্য কর্ত্তারমপি ফলতোঽকর্ত্তারমেব মাং বিদ্ধি, তত্র হেতুরব্যয়ং আসক্তিরাহিত্যেন শ্রমরহিতং ॥ ১৩ ॥

কিন্তু কোন স্বার্থ নাই। মানব-জীবনে উত্তরোত্তর জ্ঞান-লাভের উৎকর্ষ-সাধনার্থই এই পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছে। আমি তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও, সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও অকর্ত্তৃ মূর্ত্তিতে অবস্থান করিয়া থাকি ॥ ১৩ ॥

আভাস ।

তুমি এক বলিয়া মনে করিতেছ, উহারা সকলে আকারে এক হইলেও, প্রকারে এক নহে। কারণ যে উপকরণে মনুষ্য-মূর্ত্তির সৃজন হইয়াছে, সেই মূল উপকরণ প্রকৃতিতে উত্তরোত্তর চারিটী স্তর আছে। প্রকৃতি গুণময়ী। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এবং স্বরূপ ভেদে প্রকৃতিও চারি স্তরে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন গুণ ও কর্ম্মের অনুসারে মনুষ্যের

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রভৃতীনি কর্ম্মাণি তম উপসর্জ্জন-রজঃপ্রধানস্য বৈশ্যস্য কৃষ্যাদীনি কর্ম্মাণি রজউপসর্জ্জন-তমপ্রধানস্য শূদ্রস্য শুশ্রূষৈব কর্ম্মেত্যেবং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টমিত্যর্থঃ। তচ্চেদং চাতুর্ব্বর্ণ্যং নান্যেষু লোকেষু। অতো মানুষে লোকে ইতি বিশেষণং, হন্ত তর্হি চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য সর্গাদেঃ কর্ম্মণঃ কর্ত্তৃত্বাৎ তৎ ফলেষু যুজ্যসে অতো ন ত্বং নিত্যমুক্তো নিত্যেশ্বর ইত্যুচ্যতে, যদ্যপি মায়াসংব্যবহারেণ তস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তারমপি সন্তং তথাপি মাং পরমার্থতো বিদ্ধ্যকর্ত্তারমত এবাব্যয়মসংসারিণঞ্চ মাং বিদ্ধি ॥ ১৩ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

দ্বিতীয়ভাগাপোহ্যং চোদ্যমনুপ্রবক্তি হন্তেতি। যদি চাতুর্ব্বর্ণ্যাদিকর্ত্তৃত্বাদীশ্বরস্য প্রাগুক্তো নিয়মোঽভিমত স্তর্হি তদ্বিষয়সৃষ্ট্যাদেস্তন্নিষ্ঠব্যাপারস্য চ ধর্ম্মাদে র্নিবর্ত্তকত্বাৎ তৎফলস্য কর্ত্তৃগামিত্বাৎ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োস্ত্বয়ি প্রসঙ্গাৎ নিত্যমুক্তত্বাদি তে ন স্যাদিত্যর্থঃ। মায়য়া কর্ত্তৃত্বং পরমার্থতশ্চাকর্ত্তৃত্বমিত্যভ্যুপগমান্নিত্যমুক্তত্বাদি সিধ্যতীত্যুত্তরমাহ উচ্যতে ইতি। মায়াপ্রবৃত্তেন সংব্যবহারেণ চাতুর্ব্বর্ণ্যাদেস্তৎ-কর্ম্মণশ্চ যদ্যপি কর্ত্তাহং তথাপি তথাবিধং মাং পরমার্থতোঽকর্ত্তারং বিদ্ধীতি যোজনা। অকর্ত্তৃত্বাদেবাভোক্তৃত্ব-সিদ্ধিরিত্যাহ অতএবেতি ॥ ১৩ ॥

আভাস

মধ্যে চারিপ্রকার বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। এখানে গুণ-শব্দে প্রবৃত্তি এবং কর্ম্ম-শব্দে চেষ্টা নামে অভিহিত করা যায়। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগসূত্রে বলিয়াছেন; বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র এবং অলিঙ্গ ভেদে গুণপরিণামের চারিটী পর্ব্ব অর্থাৎ স্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। এই স্তর অনুসারেও শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ নামে সমগ্র মনুষ্যজাতিকেও বিভক্ত করা যায়। সেই বিভাগের পরিচয় তাহাদের প্রবৃত্তি বা প্রকৃতি এবং তদনুরূপ কর্ম্ম। শূদ্রবর্ণ স্বাধীন ভাবে নিজের পরিচয় দিতে প্রস্তুত নহে; অপরের উপাসনা এবং শুশ্রূষা দ্বারা তাহারা সুখী হইতে বাসনা করে। কারণ তাহারা তমঃ প্রধান রজো গুণ-বিশিষ্ট। তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈশ্যবর্ণ। তাহারা সুখের উপকরণ বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহে নিজের এবং পরের উপকার করিয়া সুখের প্রার্থনা করে; যথা কৃষি প্রভৃতি। ইহারা রজঃ-প্রধান তমঃ-প্রকৃতি। তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়বর্ণ; ইহারা সত্বপ্রধান রজঃ প্রকৃতি। ইহারা দানাদি দ্বারা অপরের

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভি র্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।

কর্ম্মাণি মাং ন লিম্পন্তি আসক্তং ন কুর্ব্বন্তি, কর্ম্মফলে মে মম স্পৃহা নাস্তি ইতি ইত্থং মাং যঃ অভিজানাতি সঃ কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যেষান্তু কর্ম্মণাং কর্ত্তারং মাং মন্যসে পরমার্থত স্তেষামকর্ত্তৈবাহং যতঃ নেতি।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ঈশ্বরস্য কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বয়ো র্বস্তুতোঽভাবে কর্ম্মতৎফল-সম্বন্ধবৈধুর্য্যং ফলতীত্যাহ যেষাং স্থিতি। কর্ম্মতৎফল-সংস্পর্শশূন্যমীশ্বরং মাং পশ্যতো দর্শনানুরূপং ফলং দর্শয়তি

আমি জ্ঞান-স্বরূপ! কর্ম্মে আমি কখন লিপ্ত হই না এবং কর্ম্মফলে-চৈতন্য-স্বরূপ আমার কোন স্পৃহাও নাই। আমার এই নিস্পৃহ চৈতন্য-স্বরূপ জ্ঞান-ভাবকে যাহারা সুস্পষ্ট অবধারণ করিতে পারেন, তাঁহারা কখন কর্ম্ম-জালে জড়ীভূত হন না ॥ ১৪ ॥

আভাস।

দুঃখ বা অভাবের মোচন করত নিজের প্রতিপত্তি এবং প্রভুত্ব স্থাপনে সুখানুভব করিয়া থাকে। চতুর্থ ব্রাহ্মণ বর্ণ; ইহারা সাধারণত সত্ত্বগুণ প্রধান সুতরাং স্বাধীন-প্রকৃতি। ইহারা শম দম উপরতি তিতীক্ষা সমাধান এবং শ্রদ্ধা এই ছয়টী কর্ম্মের অনুশীলনে স্বীয় দেহাদির অধীনতা হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করত, মূল-ধন আত্মস্বরূপ এবং পরমাত্ম-স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভে সুখী হইবার বাসনা করে। এ জাতীয় গুণ-বিভাগে সৃষ্টি অন্য কোন যোনিতে নাই। অতএব মনুষ্য কলেবর এক জাতীয় ভাবে পরিলক্ষিত হইলেও, গুণ পরিণামে চারিপ্রকার; সুতরাং তাহাদের কর্ম্মও চারিপ্রকার। ইহাদের কর্ম্ম অনুসারে আমি ফলদাতা হইলেও, যথেচ্ছাচারী হইতে পারি না! আমিও তাহাদের কর্ম্মেরই অনুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকি ॥ ১৩ ॥

দেখ অর্জ্জুন! পূর্ব্বোক্ত বর্ণচতুষ্টয়-বিশিষ্ট মানব-সমাজ অন্তরে একটী আমি ভাবকে আশ্রয় করত, দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক কর্ম্ম করিয়া থাকে। সেই আমিভাবটী কেবল চৈতন্য নহে; ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির প্রধান উত্তম

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন মাং তানি কর্ম্মাণি লিম্পন্তি দেহাদ্যারম্ভকত্বেনাহঙ্কারাভাবাৎ ন চ তেষাং কর্ম্মণাং ফলেষু মে স্পৃহা তৃষ্ণা। যেষাস্তু সংসারিণাং অহং কর্ত্তেত্যভিমানঃ কর্ম্মসু স্পৃহা তৎফলেষু চ তান্ কর্ম্মাণি লিম্পন্তীতি যুক্তং; তদভাবাৎ ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তীত্যেবং;

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ন মামিতি। তানি কর্ম্মাণীতি যেষাং কর্ম্মণামহং কর্ত্তা তবাভিমত স্তানীতি যাবৎ। দেহেন্দ্রিয়াদ্যারম্ভকত্বেন তেষাং কর্ম্মণামীশ্বরে সংস্পর্শাভাবে তস্য তৎকারণাবস্থায়া-মহঙ্কারাভাবং হেতুং করোতি অহঙ্কারাভাবাদিতি। কর্ম্মফলতৃষ্ণাভাবাচ্চেশ্বরং কর্ম্মাণি ন লিম্পন্তীত্যাহ ন চেতি। উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি যেষাং ত্বিতি। তদ-

স্বামিকৃতটীকা।

তদেব দর্শয়ন্নাহ ন মামিতি। কর্ম্মাণি বিশ্বসৃষ্ট্যাদীন্যপি মাং ন লিম্পন্তি আসক্তং ন কুর্ব্বন্তি নিরহঙ্কারত্বাৎ আপ্তকামত্বেন মম কর্ম্মফলে স্পৃহাভাবাচ্চ, মাং ন লিম্পন্তীতি কিং বক্তব্যং যতঃ কর্ম্ম-লেপরাহিত্যেন মাং যোঽভিজানাতি সোঽপি কর্ম্মভি র্ন বধ্যতে মম নির্লেপত্বকারণং নিরহঙ্কারত্ব-নিস্পৃহত্বাদিকং জানত স্তস্যাপ্য-হঙ্কারাদি-শৈথিল্যাৎ॥ ১৪॥

আভাস।

ভাবের বেষ্টনে বা আধারে চৈতন্য-স্বরূপের প্রতিবিম্বনে উক্ত-আমিত্বের জন্ম হয়। সুতরাং সত্ত্ব রজঃ এবং তমো গুণের তারতম্যে উক্ত আমিত্বেরও বিচিত্র তারতম্য আছে; এবং মানুষের মধ্যে গুণের ন্যূনাতিরিক্ততার অনুরোধে যে যে বর্ণবিভাগ, সেইরূপ গুণতারতম্যে আমিত্বেরও অনন্ত মূর্ত্তি কল্পনা করিতে পার। এই আমিত্বে অন্তরস্থ তারতম্য সত্ত্বেও তাহার আবরণ বিভাগে অর্থাৎ আমির গাত্রে বহিস্থিত (আমার) বস্তুর ছায়া পতিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ আমার বা তোমার দেহ দুই পাঁচটী অঙ্গরক্ষা (জামা) পরিলে, আর দেহ দেখা যায় না; দেহ মোটা বলিয়া পরিচিত হয়; সেইরূপ যতগুলি আমার বস্তুর সহিত আমি-ভাবের সম্বন্ধ ঘটে, তাহার প্রত্যেকটীর ছায়া জামার-বেশে আমিকে ঢাকিয়া ফেলে। পুত্রের প্রতি মমতার পরিচয়ে মুখ ফিরাইলেই একটী পিতৃভাবের কষ আমির গাত্রে জমিয়া যায়। এই প্রকারে আমি ভাবের প্রতিপত্তি যদবধি গুণ বৈষম্যে প্রতীত থাকিবে, ততকাল আমার পদার্থের কষ উক্ত আমিতে ক্রমান্বয়ে লাগিয়া "আমি" পুষ্ট কলেবর হয়। এই পুষ্টভাব

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্॥ ১৫॥

অন্বয়ঃ।

নাহং কর্ত্তা ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা ইতি এবং জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈঃ মুমুক্ষুভিঃ জনকাদিভিঃ অপি বর্ণাশ্রমোক্তং কর্ম্ম কৃতং; তস্মাৎ পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বজৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং কর্ম্ম ত্বং অপি কুরু! আত্মশুদ্ধ্যর্থং লোকসংগ্রহার্থং বা॥ ১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যোঽন্যোঽপি মামাত্মত্বেনাভিজানাতি নাহং কর্ত্তা ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহেতি স কর্ম্মভি র্ন বধ্যতে। তস্যাপি ন দেহাদ্যারম্ভকাণি কর্ম্মাণি ভবন্তীত্যর্থঃ॥ ১৪॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভাবাৎ কর্ম্মস্বহং কর্ত্তেত্যভিমানস্য তৎফলেষু স্পৃহায়াশ্চাভাবাদিত্যর্থঃ। ঈশ্বরস্য কর্ম্মনির্লেপেঽপি ক্ষেত্রজ্ঞস্য কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরার্দ্ধং ব্যাচষ্টে ইত্যেবমিতি। অভিজ্ঞান-প্রকারমভিনয়তি নাহমিতি। জ্ঞানফলং কথয়তি স কর্ম্মভিরিতি। কর্ম্ম-সম্বন্ধং বিদুষি বিশদয়তি তস্যাপীতি॥ ১৪॥

দেখ অর্জ্জুন! আমি তোমাকেই যে কেবল এই জ্ঞান-মার্গের উপদেশ প্রদান করিতেছি, তাহা নহে; পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহর্ষিগণ বা রাজর্ষিগণ যাঁহারাই মুক্তির প্রার্থনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই

আভাস।

পাইবার নামই কর্ম্মসংস্কার। পুত্রের সম্বন্ধে পিতা সাজিলে, পত্নীর সম্পর্কে পতি সাজিলে, পুনঃ তাহার সম্ভোগের জন্য লালসার উদ্রেক হয়; সুতরাং জন্মান্তর অপরিহার্য্য! যাহার আমি ভাবটী কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে গঠিত, তাহার কোনরূপ অভাব বা অভিযোগ নাই! সুতরাং সৃষ্ট জগতে কেহ তাঁহার নিকট আত্মীয় পর সাজিতে পারে না; সুতরাং আমির গাত্রে বিজাতীয় কষ লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না। ভগবানের আমিভাব বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময়; সুতরাং সেখানে কর্ম্মফলের গন্ধমাত্রও নাই; এবং যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ন্যায় শমদমাদির আশ্রয়ে নিজ আমি-ভাবকে ভগবানের স্বরূপ চিন্তায় তন্ময় করত বিশুদ্ধ সত্ত্ব-গুণময় করিতে পারেন, তিনিও কর্ম্ম-বন্ধনে কখন আবদ্ধ হন না। অতএব কর্ত্তব্য কর্ম্মের নিরন্তর অনুষ্ঠানে চিত্তকে নির্ম্মল সত্ত্বগুণময় করা প্রয়োজন॥ ১৪॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, শুন অর্জ্জুন! অবস্থার অনুরোধে কর্ম্ম করিলেই যে

শাঙ্করভাষ্যম্।

নাহং কর্ত্তা ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহেতি এবমিতি। এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি অতিক্রান্তৈ র্মুমুক্ষুভিঃ কুরু তেন কর্ম্মৈব ত্বং ন তূষ্ণীমাসনং নাপি সন্ন্যাসঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তব কর্ম্ম তৎফলসম্বন্ধাভাবে তথা জ্ঞানবতশ্চ তদসম্বন্ধে মমাপি কিং কর্ম্মণা ইত্যাশঙ্ক্য কর্ম্মণি কর্তৃত্বাভিমানং তৎফলে স্পৃহাঞ্চাকৃত্বা মুমুক্ষুবৎ ত্বয়া কর্ম্ম কর্ত্তব্য-মেবত্যোহ নাহমিত্যাদিনা। এবমিতি নাহং কর্ত্তেত্যেবমাদি পরামৃশ্যতে, তেন পূর্ব্বৈ র্মুমুক্ষুভিরনুষ্ঠিতত্বেন হেতুনেত্যর্থঃ। কর্ম্মৈবেত্যেবকারার্থমাহ নেত্যাদিনা ত্বংশব্দস্য ক্রিয়াপদেন সম্বন্ধঃ। তস্মাদিত্যুক্তমেব স্ফুটয়তি পূর্ব্বৈরিতি। যদুক্তং

স্বামিকৃতটীকা।

যে যথা মামিত্যাদি চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ প্রাসঙ্গিকমীশ্বরস্য বৈষম্যং পরিহৃত্য পূর্ব্বোক্তমেব কর্ম্মযোগং প্রপঞ্চয়িতুমনুস্মারয়তি এবমিতি। অহঙ্কারাদিরাহিত্যেন কৃতং কর্ম্ম বন্ধকং ন ভবতীত্যেবং জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈ র্জনকাদিভিরপি মুমুক্ষুভিঃ সত্ত্ব-শুদ্ধ্যর্থং পূর্ব্বতরং যুগান্তরেষপি কৃতং তস্মাত্ত্বমপি প্রথমং কর্ম্মৈব কুরু ॥ ১৫ ॥

উক্ত পরম জ্ঞান লাভের জন্য চিত্ত-শুদ্ধির উপলক্ষে নিত্য নৈমিত্তি-কাদি বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মের নিরন্তর অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। অতএব তুমিও পুরুষানুক্রমে আচরিত উক্ত কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানে উদ্‌যোগী হও। ॥ ১৫ ॥

আভাস।

কর্ত্তব্যের প্রতিপালন করা হয়, তাহাও নহে; কারণ অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাদৃশ কর্ত্তব্যেরও পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। আজ যাহাকে ন্যায়ানুগত অবশ্য-কর্ত্তব্য জ্ঞানে প্রতীত হয়, অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাদৃশ কর্ম্মকে সম্পূর্ণ অন্যায় এবং তদ্যোচিত নহে বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। অতএব অবস্থানুসারে কর্ম্মের ব্যবস্থা প্রায় দুর্ব্বল-চেতা ব্যক্তিগণের পক্ষেই শোভা পায়; স্থিরবুদ্ধি দূরদর্শী ব্যক্তিগণের পক্ষে ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিত্য নিয়মিত ভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকাই উচিত। মনুষ্য মাত্রেরই জীবন-ধারণের একটী প্রধান বা মূল লক্ষ্য আছে। স্নান ভোজন ও বিষ্ঠা মূত্রাদি ত্যাগ প্রভৃতি ব্যাপারের লক্ষ্য যেমন দেহ-ধারণ; অর্থাৎ দেহ ধারণ করিতে হইলে, যেমন স্নান ভোজনাদি কার্য্য

শাঙ্করভাষ্যম্।

কর্ত্তব্য ত্বস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈরপি অনুষ্ঠিতত্বাৎ যদ্যনাত্মজ্ঞস্ত্বং তদাত্মশুদ্ধ্যর্থং, তত্ত্ববিচ্চেল্লোক-সংগ্রহার্থং পূর্ব্বৈ র্জনকাদিভিঃ পূর্ব্বতরং কৃতং ন অধুনাতনং কৃতং নির্ব্বর্ত্তিতং ॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কিং মম কর্ম্মণেতি তত্র ত্বমজ্ঞো বা তত্ত্ববিদ্বা যগুজ্ঞস্তদা, চিত্তশুদ্ধ্যর্থং কুরু কর্ম্মেত্যাহ যদীতি। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ তত্ত্ববিদিতি। কুরু কর্ম্মেতি সম্বন্ধঃ। পূর্ব্বৈর্ম্মুক্তৈরা-চরিতমিত্যেতাবতা কিমিতি বিবেকবতা ময়া তৎ কর্ত্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ জনকাদি-ভিরিতি। তে তদৈব সংপাদ্য কর্ম্ম কৃতবন্তো ন তদিদানীমপ্রামাণিকত্বাদনুষ্ঠেয়-মিত্যাশঙ্ক্যাহ পূর্ব্বতরমিতি ॥ ১৫ ॥

আভাস।

অবশ্য করিতে হইবে, সেইরূপ আহার বিহারাদির দ্বারা দেহকে সুস্থ রাখিয়া মানব যে শতাবধি বৎসর জীবিত থাকিতে চেষ্টা করিতেছে, এই জীবন ধার-ণের দ্বারা তাহার যে কি লক্ষ্য সাধিত হইবে, তাহা তাঁহার প্রথম জীবন-কাল হইতেই নিরূপণ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। দেহ-রক্ষার বিপক্ষে রোগ শোকাদি অনেক প্রতিবন্ধক আসিতে পারে এবং তাহার প্রতিকারের জন্য চিকিৎসকের সম্পর্ক বা চিকিৎসা শাস্ত্রের অধ্যয়নাদি, মনোজ্ঞ স্ত্রী, পান ভোজন, নিরত্যয় স্থান ও প্রাসাদতুল্য অট্টালিকাদিতে বাস প্রভৃতি কর্ম্মের দ্বারা দেহ-রক্ষায় সুশৃঙ্খলা সাধিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেও জীবন-ধারণের লক্ষ্য ত নিরূপিত বা সাধিত হইল না। বারানসীতে সত্বর যাইবার লক্ষ্যে একখানি মোটর গাড়ি খরিদ করা হইল; এবং তাহাকে গমনোপযোগী করিবার উপলক্ষে তেল, চর্ব্বি, টায়ার, হুড প্রভৃতি সরঞ্জামের ব্যবস্থাও করা হইল; কিন্তু সন্ধ্যার প্রাক্কালে দেখা গেল যে, গাড়িখানি চলিবার উপযুক্ত নহে; তাহার কল মেরামতের প্রয়োজন। তখন যাহার গাড়ি মেরামত করা কার্য্য, তাহার নিকট পাঠাও! এবং তোমার লক্ষ্য কাশীধামে সত্বর যাওয়ার জন্য গাড়ি ক্রয় করিয়া বিব্রত হইবার পরিবর্ত্তে। যাহারা গাড়ী ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা করে, তাহাদের ট্রেণের সাহায্যে কাশী যাই-বার ব্যবস্থা কর! অতএব জীবন ধারণের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য থাকিলে, জীবন ধারণের উপলক্ষে তাহার কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার তত প্রয়োজন হইবে না; তবে যে জাতীয় কার্য্য করিলে, মূল জীবন ধারণের উদ্দেশ্য সফল হয়, তাহার প্রতি তোমার দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন! পান ভোজনাদিকে প্রধান জ্ঞানে

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬॥

অন্বয়ঃ ॥

কিং কর্ম্ম কিঞ্চ অকর্ম্ম ইতি বিচারে অত্র কবয়ঃ বিবেকিনঃ অপি মোহিতাঃ তৎ তস্মাৎ তে তুভ্যং তৎকর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ সংসা রাৎ মোক্ষ্যসে মুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তত্র কর্ম্ম চেৎ কর্ত্তব্যং ত্বদ্বচনাদেব করোম্যহং কিং বিশেষিতেন পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতমিত্যুচ্যতে, যস্মান্মহদ্বৈষম্যং কর্ম্মাকর্ম্মণি কথং কিং কর্ম্মেতি। কিং কর্ম্ম কিঞ্চ-অকর্ম্মেতি কবয়ো মেধাবিনোঽপি অত্রাস্মিন্ কর্ম্মাদিবিষয়ে মোহিতাঃ মোহং গতাঃ; অতস্তে তুভ্যমহং কর্ম্মাকর্ম্ম চ প্রবক্ষ্যামি যৎ জ্ঞাত্বা বিদিত্বা কর্ম্মাদি, মোক্ষ্যসে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কর্ম্মবিশেষণমাক্ষিপতি তত্রেতি। মনুষ্যলোকঃ সপ্তম্যর্থঃ। কর্ম্মণি মহতো বৈষম্যস্ত বিদ্যমানত্বাত্তস্য পূর্ব্বৈরনুষ্ঠিতত্বেন পূর্ব্বতরত্বেন চ বিশেষিতত্বে তস্মিন্ প্রবৃত্তি স্তব সুকরেতি যুক্তং বিশেষণমিতি পরিহরতি উচ্যত ইতি। কর্ম্মণি দেহাদি-

---

এই সংসারে কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং কোন্‌টী বা অকর্ম্ম অর্থাৎ অকর্ত্তব্য, তাহার বিচারে অতি গুণবান্ পণ্ডিত এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিও সমর্থ হন নাই। তাঁহারাও এতৎ বিচারে সময়ে সময়ে অভিভূত হইয়াছেন। অতএব তন্মধ্যে আমি তোমাকে এমন এক কর্ম্মের উপদেশ দিব, যাহার অবধারণে তুমি এই ঘোর অজ্ঞানের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। কারণ কর্ম্ম করিলেই যে করা হয়, তাহা নহে; এবং না করিলেই যে নিষ্কর্ম্মী হওয়া যায়, তাহাও নহে ॥১৬॥

আভাস।

যেন বিড়ম্বিত হওয়া উচিত নহে। মিথ্যা আনুষঙ্গিক কর্ম্মে অর্থাৎ বিলাসিতাদি ভোগ-ব্যাপারে লিপ্ত না হইয়া, পূর্ব্বপুরুষগণ নৈষ্ঠিক ভাবে যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সদ্গতিলাভ করিয়াছেন, সেই মহাজনগণের অনুসরণে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ ॥ ১৫ ॥

সংসারে কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্মের নিরূপণ করা নিতান্ত দুরূহ। সাধারণ ব্যক্তির

শাঙ্করভাষ্যম্।

অশুভাৎ সংসারাৎ, ন চৈকং ত্বয়া মন্তব্যং কর্ম্ম নাম দেহাদিচেষ্টা লোকপ্রসিদ্ধম্ অকর্ম্ম নাম তদক্রিয়া তূষ্ণীমাসনং কিং তত্র বোদ্ধব্যমিতি॥ ১৬॥

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

চেষ্টারূপে লোকপ্রসিদ্ধে নাস্তি বৈষম্যমিতি শঙ্কতে কথমিতি। বিজ্ঞানবতামপি কর্ম্মাদিবিষয়ে ব্যামোহোপপত্তেঃ সুতরামেব তব তদ্বিষয়ে ব্যামোহ-সম্ভবাত্তদপোহার্থমাপ্তবাক্যাপেক্ষণাদস্তি কর্ম্মণি বৈষম্যমিত্যুত্তরমাহ কিং কর্ম্মেতি। তত্তে কর্ম্মেত্যত্রাহংকারানুবন্ধেন অপি পদং ছেত্তব্যং। কর্ম্মাদি-প্রবচনস্য প্রয়োজনমাহ যজ্জ্ঞাত্বেতি। তৎকর্ম্মাকর্ম্ম চেতি সম্বন্ধঃ। অতো মেধাবিনোঽপি যথোক্তে বিষয়ে ব্যামোহস্য সত্ত্বাদিত্যর্থঃ। কর্ম্মণোঽকর্ম্মণশ্চ প্রসিদ্ধত্বাত্তদ্বিষয়ে ন কিঞ্চিদ্বোদ্ধব্যমিতি চোদ্যমনূদ্য নিরস্যতি ন চেতি॥ ১৬॥

স্বামিকৃত টীকা।

তচ্চ তত্ত্ববিদ্ভিঃ সহ বিচার্য্য কর্ত্তব্যং ন লোকপরম্পরামাত্রেণেত্যাহ কিং কর্ম্মেতি। কিং কর্ম্ম কীদৃশং কর্ম্ম-করণং, কিমকর্ম্ম কীদৃশং কর্ম্মাকরণং ইত্যস্মিন্নর্থে বিবেকিনোঽপি মোহিতাঃ; অতো যজ্জ্ঞাত্বা যদনুষ্ঠায় অশুভাৎ সংসারান্মোক্ষ্যসে মুক্তো ভবিষ্যসি তৎ কর্ম্মাকর্ম্ম চ তুভ্যমহং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু॥ ১৬॥

আভাস।

কথা দূরে থাকুক! বিচক্ষণ দূরদর্শী পণ্ডিতগণও সময়-ক্রমে অভিভূত হইয়া পড়েন। হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়গণের সঞ্চালন ব্যাপারেই যে কেবল কর্ম্ম হয়, তাহা নহে; সঞ্চালন ব্যাপারের নিবারণে তূষ্ণীভাব অবলম্বনে সহ্য করাও নিতান্ত সামান্য কর্ম্ম নহে। কারণ এতদবস্থায় মানবের আত্মানুভূতিরও প্রশস্ত অবসর এবং উপায় নির্দ্ধারিত হইতে পারে॥ ১৬॥

শ্রুতি বলিয়াছেন; "কর্ম্মময়োঽয়ং লোকঃ" এই পরিদৃশ্যমান অনন্ত জগৎ এবং তাহার প্রত্যেক পদার্থ কর্ম্মময়! কেহ নিশ্চিন্তে ও নিরবে কালাতিপাত করিতে পারে না। লতা পাদপাদির পত্র পুষ্প ফল ও শাখা প্রশাখার প্রতি একটু স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বৃক্ষের কোন অংশ এক নিমেষের জন্যও নিস্তব্ধে অবস্থিত নহে। কর্ম্মের গতি প্রত্যেকের অন্তরে নিরন্তর প্রবাহিত রহিয়াছে। একটী লোককে যদি কেহ হস্ত ধারণে আকর্ষণের চেষ্টা করে, তৎক্ষণাৎ উক্ত ব্যক্তির অন্তর হইতে প্রত্যাকর্ষণের চেষ্টা আপনা হইতে দেখা দেয়; এবং আকর্ষণ ও প্রত্যাকর্ষণের মধ্যে অপর একটী শক্তির উদয়

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।

অন্বয়ঃ।

কর্ম্মণঃ (শাস্ত্রবিহিতস্য) হি যতঃ বোদ্ধব্যং অস্তি, তথা বিকর্ম্মণঃ প্রতিষিদ্ধস্য

শাঙ্করভাষ্যম্।

কস্মাৎ উচ্যতে কর্ম্মণঃ শাস্ত্রবিহিতস্য হি যস্মাৎ অপ্যস্তি বোদ্ধব্যং, বোদ্ধব্যঞ্চ অস্ত্যেব বিকর্ম্মণঃ প্রতিষিদ্ধস্য, তথা অকর্ম্মণশ্চ তূষ্ণীম্ভাবস্য বোদ্ধব্যমস্তীতি ত্রিষ-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তত্র হেত্বাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমনন্তরং শ্লোকমবতারয়তি কস্মাদিতি। ত্রিষ্বপি কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মসু বোদ্ধব্যমস্তীতি যস্মাদধ্যাহারস্তস্মান্মদীয়ং প্রবচনমর্থবদিতি যোজনা।

স্বামিকৃতটীকা।

নন্বু লোকপ্রসিদ্ধমেব কর্ম্ম দেহাদিব্যাপারাত্মকং অকর্ম্ম চ তদব্যাপারাত্মকং; অতঃ কথমুচ্যতে কবয়োঽপ্যত্র মোহং প্রাপ্তা ইতি তত্রাহ কর্ম্মণ ইতি। কর্ম্মণো বিহিতব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি ন তু লোকপ্রসিদ্ধমাত্রমেব, অকর্ম্মণোঽ-

---

শাস্ত্র যাহাকে কর্ত্তব্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাকে যেমন বিচার বা প্রয়োজনের অনুপাতে না বুঝিলে কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করা যায় না, আবার নিষিদ্ধ কর্ম্মও না বুঝিয়া সম্পূর্ণ বিকর্ম্ম বলিয়া

আভাস।

হয়, যে শমীকরণ মূর্ত্তিতে উভয় আকর্ষণ এবং প্রত্যাকর্ষণকে অস্তমিত করিয়া স্বয়ং নিরবে অবস্থিতির পরিচয় দেয়। এই অবস্থিতির পরিচয়ই পদার্থের ব্যক্ত ভাব বা স্বরূপে অবস্থিতি। পাদপাদির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে বাহিরের পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ও ব্যোম আপন আপন অংশ আকর্ষণ দ্বারা আত্মসাৎ করিয়া লইতেছে এবং বৃক্ষ মূল শিকড়াদির সাহায্যে তাহা পূরণের চেষ্টা করিতেছে। এই আকর্ষণ এবং পূরণ-শক্তির শমীকরণ-মূর্ত্তিতে অকর্ম্মশক্তি বীজের অন্তর্নিহিত ভাব বৃক্ষকে ব্যক্ত ভাবে বাহিরে বিকাশ করিতেছে। অতএব আকর্ষণ, প্রত্যাকর্ষণ এবং শমীকরণ রূপ ত্রিবিধ ব্যাপারের ধারণা করিতে পারিলে, কর্ম্ম বিকর্ম্ম ও অকর্ম্মের ভাব আমরা কিয়ৎপরিমাণে অবধারণ করিতে পারিব। কারণ অকর্ম্মের মূর্ত্তিতেই সংসারের প্রতিকৃতি প্রতীত

অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

কর্ম্মণঃ অপি বোদ্ধব্যং অস্তি, অকর্ম্মণঃ নিশ্চেষ্টাবস্থস্য বা তুষ্ণীভাবস্য অপি বোদ্ধব্যং অস্তি ; যতঃ কর্ম্মণঃ গতিঃ গহনা দুজ্ঞের্য়া ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্যধ্যাহারঃ কর্ত্তব্যো, যস্মাৎ গহনা বিষমা দুজ্ঞের্য়া কর্ম্মণ ইত্যুপলক্ষণার্থং কর্ম্মাদীনাং কর্ম্মাকর্ম্ম-বিকর্ম্মণাং গতি র্যাথাত্ম্যং তত্ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বোদ্ধব্য-সদ্ভাবে হেতুমাহ যস্মাদিতি। ত্রিতয়ং প্রকৃত্যান্যতমস্য গহনত্ব-বচনমযুক্তমিত্যাশঙ্ক্য অন্যতম-গহনত্বোপলক্ষণার্থত্বমুপেত্য বিবক্ষিতমর্থমাহ কর্ম্মাদীনামিতি ॥ ১৭ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

বিহিত-ব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, বিকর্ম্মণোনিষিদ্ধ-ব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, যতঃ কর্ম্মণো গতি র্গহনা, কর্ম্ম ইত্যুপলক্ষণার্থং কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মণাং তত্ত্বং দুর্ব্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

সিদ্ধান্ত করাও যায় না। আবার নিষ্কর্ম্মীর বেশে ইন্দ্রিয়াদির নিরোধে অবস্থান করিলেই যে অকর্ম্ম করা হয়, তাহাও নহে। কারণ কর্ম্মের গতি অতি গভীর! তাহার তত্ত্ব বুঝা অতীব দুরূহ! ॥ ১৭ ॥

আভাস।

হইতেছে। কর্ম্মের নিবৃত্তি হইলে, সংসারের স্বরূপ বিনিবৃত্ত হইয়া যায়। কর্ম্মের গতি অতীব গূঢ়! ॥ ১৭ ॥

এই শ্লোকে কর্ম্ম অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মের উল্লেখে যেন সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের সমাবেশ ভগবান্ প্রদর্শন করাইয়াছেন। কর্ম্মকে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মকে কর্ম্ম বলিয়া ধারণা করিতে পারিলে, মুক্তির পথ প্রশস্ত হইবে, ইহাই ভগবানের উপদেশ। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে ইহাকে ভ্রম ব্যতীত অন্য কিছু বলা যায় না। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে পূজ্যপাদ আচার্য্য নৌকায় আরূঢ় ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। প্রশস্ত নদীর গর্ভে এক পার্শে স্থিরভাবে অবস্থিত নৌকায় শয়ান আরোহী অনেক দূরে গমনশীল অপর এক নৌকা দেখিয়া, নিজ নৌকার গতিকে অর্থাৎ নিজের নৌকা যাইতেছে যেমন মনে করে ; এবং নিজের গতিশীলতা ধারণা না

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।

কর্ম্মণি কার্য্যব্যাপারে অকর্ম্ম (অধিষ্ঠাতৃত্বেন বিদ্যমানং অকর্ত্তারং সাক্ষিচৈতন্যং) যঃ পশ্যেৎ, তথা অকর্ম্মণি (চৈতন্যমূর্ত্ত্যা বিদ্যমানে জ্ঞানে তস্য শক্ত্যাঃ প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণং জগৎকার্য্যং) নাম ক্রিয়াত্মকং কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ, সঃ জনঃ মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্ সঃ যুক্তঃ সমাহিতঃ, তথা কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ বেদবোধিত সর্ব্বকর্ম্মফলভাক্ ভবতি ইতি ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিং পুনস্তৎ কর্ম্মাদে র্বোদ্ধব্যং বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাতমুচ্যতে কর্ম্মণীতি। কর্ম্মণি কর্ম্মে র মাত্রক্রিয়ত ইতি ব্যাপারমাত্রং তস্মিন্ কর্ম্মণি অকর্ম্ম কর্ম্মাভাবং যঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

উত্তরশ্লোকমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুত্থাপয়তি কিং পুনরিতি। প্রথমপাদস্যাক্ষরোত্থমর্থং কথয়তি কর্ম্মণীত্যাদিনা। দ্বিতীয়পাদস্যাপি শব্দপ্রকাশিতমর্থং নির্দ্দিশতি অকর্ম্মণি চেতি। কর্ম্মাভাবে যঃ কর্ম্ম পশ্যতীতি সম্বন্ধঃ। প্রবৃত্তেরেব কর্ম্মত্বাভি-

এই সংসারে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়স্বরূপ প্রত্যেক কার্য্যে কর্ম্মের অতিরিক্ত অকর্ম্মস্বরূপ অর্থাৎ কর্ম্মের সাক্ষিভাবে নিয়ত বিদ্যমান চৈতন্যমূর্ত্তি জ্ঞানকে যে লক্ষ্য করিতে পারে এবং অকর্ম্মস্বরূপ কর্ম্মব্যাপী সর্ব্বসাক্ষী ও সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্ম-জ্ঞান স্বরূপ হইতেই তদীয়া শক্তি প্রকৃতিতে যিনি কর্ম্মের প্রবাহ অবলোকন করেন, তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান্ ও সংযতচেতা ব্যক্তি! বেদোক্ত কর্ম্মের নিষ্পাদনে নির্ম্মল-চিত্ত ব্যক্তি নিরন্তর কর্ম্মবিশিষ্ট জগৎব্যাপার কর্ম্ম প্রকৃতির মূর্ত্তিতে এবং তাহার অধিষ্ঠাতা চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান-ভাবে অকর্ম্ম-স্বরূপ পর্য্যবেক্ষণ করেন, সকল কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান তাঁহার করা হইল! স্বীকার করিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

আভাস

করিয়া, অপর নৌকা বা তীরস্থ তরুরাজির পশ্চাৎভাগে গমনের প্রতীতি হওয়া যেমন তাঁহার ভ্রম মাত্র; বালকেরা প্রশস্ত ময়দানে উত্তর বা দক্ষিণদিকে

শাঙ্করভাষ্যম্।

পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্মাভাবে কর্ত্তৃতন্ত্রত্বাৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যো র্ব্বস্তপ্রাপ্যৈব হি সর্ব্বএব

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বৃত্তে স্তদভাবত্বাত্তত্র কথং কর্ম্মদর্শনমিত্যাশঙ্ক্য দ্বয়োরপি কারকাধীনত্বেনাবিশেষমভিপ্রেত্যাহ কর্ত্তৃতন্ত্রত্বাদিতি। প্রবৃত্তাবিব নিবৃত্তাবপি কর্ম্মদর্শনমবিরুদ্ধমিতি শেষঃ। নন্থ নিবৃত্তে-র্বস্ত্বধীনত্বাৎ কারক-নিবন্ধনাভাবান্ন তত্র কর্ম্মদর্শনং যুজ্যতে তত্রাহ

স্বামিকৃতটীকা।

তদেব কর্ম্মাদীনাং ছুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শয়ন্নাহ কর্ম্মণীতি। পরমেশ্বরারাধনলক্ষণে কর্ম্মণি কর্ম্মবিষয়ে অকর্ম্ম কর্ম্মেদং ন ভবতীতি যঃ পশ্যেত্তস্য জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাৎ, অকর্ম্মণি চ বিহিতাকরণে কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ প্রত্যবায়োৎপাদকত্বেন বন্ধহেতুত্বাৎ, মনুষ্যেষু কর্ম্মকুর্ব্বাণেষু স বুদ্ধিমান্ ব্যবসায়াত্মক-বুদ্ধিমত্তাচ্ছ্রেষ্ঠঃ, তং প্রস্তৌতি স যুক্তো যোগী তেন কর্ম্মণা জ্ঞানযোগাবাপ্তেঃ, সএব কৃৎস্নকর্ম্মকর্ত্তা চ সর্ব্বতঃসংপ্লুতোদক-স্থানীয়ে চ তস্মিন্ কর্ম্মণি সর্ব্বকর্ম্মফলানামন্তর্ভবাৎ। তদেবমারুরুক্ষোঃ কর্ম্মযোগাধিকারাবস্থায়াং ন কর্ম্মণামনারম্ভাদিত্যাদিনোক্তএব কর্ম্মযোগঃ স্পষ্টীকৃতস্তৎপ্রপঞ্চরূপত্বাচ্চাস্য প্রকরণস্য ন পৌনরুক্ত্যদোষঃ, অনেনৈব যোগারূঢাবস্থায়াং যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদিত্যাদিনা যঃ কর্ম্মানুপযোগ উক্তস্তস্যাপ্যর্থাৎ প্রপঞ্চঃ কৃতো বেদিতব্যঃ, যদারুরুক্ষোরপি কর্ম্ম বন্ধকং ন ভবতি তদারূঢ়স্য কুতো বন্ধকং স্যাদিত্যত্রাপি শ্লোকো যুজ্যতে, যদ্বা কর্ম্মণি দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারে বর্ত্তমানেঽপ্যাত্মনো দেহাদিব্যতিরেকানুভবেন অকর্ম্ম স্বাভাবিকং নৈষ্কর্ম্ম্যমেব যঃ পশ্যেৎ তথা অকর্ম্মণি চ জ্ঞানরহিতে দুঃখবুদ্ধ্যা কর্ম্মণাং ত্যাগে কর্ম্ম যঃ পশ্যেত্তস্য প্রযত্নসাধ্যত্বেন মিথ্যাচারত্বাৎ, তদুক্তং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্যেত্যাদিনা, য এবম্ভূতঃ স তু সর্ব্বেষু বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতঃ, তত্র হেতুর্যতঃ কৃৎস্নানি সর্ব্বাণি যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তানি আহারাদীনি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি স যুক্ত এব অকর্ত্রাত্মজ্ঞানেন সমাধিস্থএবেত্যর্থঃ। অনেনৈব জ্ঞানিনঃ স্বভাবাদাপন্নং কলঞ্জ-ভক্ষণাদিকং ন দোষায় অজ্ঞস্য তু রাগতঃ কৃতং দোষায়েতি বিকর্ম্মণোঽপি তত্ত্বং নিরূপিতং দ্রষ্টব্যং ॥ ১৮ ॥

আভাস।

দৌড়িয়া যেমন বয়স্যগণকে বলে যে, "দেখ! চাঁদ আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে"! এসমস্ত যেমন ভ্রম-মূলক বাক্য, কর্ম্মকে অকর্ম্ম বলা এবং অকর্ম্মকে কর্ম্ম বলিয়া ধারণা করাও সেইরূপ ভ্রম-মূলক! অতএব এরূপ ভ্রম-মূলক

শাঙ্করভাষ্যম্।

ক্রিয়াকারকাদি-ব্যবহারোঽবিদ্যাভূমাবেব কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ যঃ পশ্যতি স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তো যোগী চ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ সমস্তকর্ম্মকৃচ্চ স ইতি স্তূয়তে কর্ম্মাকর্ম্মণো-রিতরেতরদর্শী, নমু কিমিদং বিরুদ্ধমুচ্যতে কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যকর্ম্মণি চ কর্ম্মেতি, ন হি কর্ম্মাকর্ম্ম স্যাদকর্ম্ম কর্ম্ম বা তত্র বিরুদ্ধং কথং পশ্যেৎ দ্রষ্টা, নম্বকর্ম্মৈব পরমার্থতঃ সৎ কর্ম্মবদবভাসতে মূঢ়দৃষ্টে র্লোকস্য তথা কর্ম্মৈব অকর্ম্মবৎ তত্র

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নম্বিতি। ক্রিয়া-কারক-ফল-ব্যবহারস্য সর্ব্বস্যাবিদ্যাবস্থায়ামেব প্রবৃত্তত্বাদস্বসংস্পর্শ-শূন্যত্বাৎ প্রবৃত্তিবন্নিবৃত্তাবপি যঃ কর্ম্ম পশ্যতি স মনুষ্যেষু বুদ্ধিমানিতি সম্বন্ধঃ। কর্ম্মণ্যকর্ম্ম অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম পশ্যতো বুদ্ধিমত্ত্বং যুক্তং সমস্ত-কর্ম্ম কৃতঞ্চ কথমিত্যা-শঙ্ক্যাহ ইতি স্তূয়ত ইতি। শ্লোকস্য শব্দোখেঽর্থে দর্শিতে তাৎপর্য্যার্থাপবিজ্ঞানা-ন্মিথোবিরোধং শঙ্কতে নম্বিতি। কথমিদং বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ কর্ম্মণীতি। বিষয়-সপ্তমী বা স্যাদধিকরণ-সপ্তমী বেতি বিকল্প্যাদ্যোঽন্যাকারং জ্ঞানমন্যাবলম্বন-মিতি স্পষ্টো বিরোধঃ স্যাদিত্যাহ ন হীতি। অন্যস্যান্যাত্মতাযোগাৎ কর্ম্মাকর্ম্মণোর-ভেদাসম্ভবাদকর্ম্মাকারং কর্ম্মাবলম্বনং জ্ঞানময়ুক্তমিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং দূষয়তি তত্রেতি। কর্ম্মণ্যধিকরণে ততো বিরুদ্ধমকর্ম্ম কথমাধেয়ং দ্রষ্টা দ্রষ্টুমীষ্টে ন হি কর্ম্মাকর্ম্মণো র্মিথোবিরুদ্ধয়ো-রাধারাধেয়ভাবঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। বিষয়-সপ্তমীমুপেত্য সিদ্ধান্তী পরিহরতি নম্বকর্ম্মৈবেতি। লোকস্য মূঢ়দৃষ্টে র্বিবেক-বর্জ্জিতস্য পরমার্থতো ব্রহ্ম অকর্ম্মাক্রিয়মেব সৎ ভ্রান্ত্যা কর্ম্মসহিতং ক্রিয়াবদিব প্রতিভাতীত্যক্ষরার্থঃ। পরস্পরাধ্যাসমুপেত্যোক্তং তথেতি। যথা খল্বকর্ম্ম ব্রহ্ম কর্ম্মবদুপলভ্যতে তথা কর্ম্ম সক্রিয়মেব দৈতং অক্রিয়ে ব্রহ্মণ্যধিষ্ঠানে সংসৃষ্টং তদ্বদ্ভাতীত্যক্ষরযোজনা। কর্ম্মাকর্ম্মণোরিতরেতরাধ্যাসে সিদ্ধে সম্যগ্দর্শনসিদ্ধ্যর্থং ভগবতো বচনমুচিতমি-

আভাস।

উপদেশ প্রদানে সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বিষম ভ্রমে নিপাতিত করিতে-ছেন, এরূপ সাব্যস্ত করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ মূলে ভ্রম হওয়ায়, ওরূপ প্রতীত হইয়া থাকে। প্রথমত আত্মস্বরূপের উপলব্ধি না থাকায়, সাক্ষিচেতা কেবল ও নির্গুণ আমি-ভাবকে কর্ত্তাজ্ঞানে মূলে ভ্রম হওয়াতে, প্রকৃতির কর্ম্মকে আপন কর্ম্ম বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। সেই প্রতীতিকে পরিবর্ত্তন করাইবার উপদেশই ভগবান্ এতদ্বারা প্রদান করিয়াছেন। যে যাহা, তাহাকে তাই বলিয়া প্রতিপাদন করাই প্রমাজ্ঞান! অন্যথা ভ্রমজ্ঞান; ভ্রম-জ্ঞানে সংসার; প্রমা-

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

যথাভূত-দর্শনার্থমাহ ভগবান্ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদি, অতো ন বিরুদ্ধং বুদ্ধিমত্ত্বাদ্যুপপত্তেশ্চ বোদ্ধব্যমিতি চ যথাভূতং দর্শনমুচ্যতে, ন চ বিপরীতজ্ঞানাৎ অশুভান্মোক্ষণং স্যাৎ যৎ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাদিতি চোক্তং ; তস্মাৎ কর্ম্মাকর্ম্মণী বিপর্য্যয়েণ গৃহীতে প্রাণিভি স্তদ্বিপর্য্যয়গ্রহণনিবৃত্ত্যর্থং ভগবতো বচনং কর্ম্মণ্যকর্ম্ম য ইত্যাদি, ন চাত্র কর্ম্মাধিকরণমকর্ম্ম অস্তি, কুণ্ডে বদরাণীব নাপ্যকর্ম্মাধিকরণং-

আনন্দগিরিকৃত-টীকা ।

ত্যাহ তত্রেতি । যথা যদিদং রজতমিতি প্রতিপন্নং তদিদানীং শুক্তি-শকলং পশ্যেতি ভ্রমসিদ্ধ-রজতরূপ-বিষয়ানুবাদেন তদধিষ্ঠানং শুক্তিমাত্রমুপদিশ্যতে তথা ভ্রমসিদ্ধ-কর্ম্মাদ্যাত্মক-বিষয়ানুবাদেন তদধিষ্ঠানং কর্ম্মাদিরহিতং কূটস্থং ব্রহ্ম ভগবতো ব্যপদিশ্যতে তথা চ ভগবদ্বচনমবিরুদ্ধমিত্যাহ অত ইতি । ইতশ্চাধ্যারোপিতকর্ম্মাদ্যনুবাদপূর্ব্বকং তদধিষ্ঠানস্য কর্ম্মাদি-রহিতস্য নির্ব্বিশেষস্য ব্রহ্মণো ভগবতা বোধ্যমানত্বান্ন তত্র বিরোধাশঙ্কাবকাশো ভবতীত্যাহ বুদ্ধিমত্ত্বাদিতি । কূটস্থাৎ ব্রহ্মণোঽন্যস্য সর্ব্বস্য মায়ামাত্রত্বাৎ অন্যজ্ঞানাদ্বুদ্ধিমত্ত্বযুক্তত্বসর্ব্বকর্ম্মকৃত্ত্বানামনুপপত্তেরত্র চ বুদ্ধিমানিত্যাদিনা বুদ্ধিমত্ত্বাদিনির্দ্দেশাৎ ব্রহ্মজ্ঞানাদেব তদুপপত্তেঃ সর্ব্ববিক্রিয়ারহিতং ব্রহ্মজ্ঞানমেব বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ । বোধ-শব্দস্য সম্যগ্জ্ঞানে প্রসিদ্ধত্বাৎ কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মণাং স্বরূপং বোদ্ধব্যমস্তীতি বদতা সম্যক্ জ্ঞানোপদেশস্য বিবক্ষিতত্বাদপি কূটস্থং ব্রহ্মাত্রাভিপ্রেতমিত্যাহ বোদ্ধব্যমিতি । ফল-বচনপর্য্যালোচনায়ামপি কূটস্থং ব্রহ্মাত্রাভিপ্রেতং প্রতিভাতীত্যাহ ন চেতি । সম্যগ্জ্ঞানাধীন-ফলমত্র নশ্রুতমিত্যাশঙ্ক্যাহ যৎ জ্ঞাত্বেতি । অধ্যারোপাপবাদার্থং ভগবদ্বচনমবিরুদ্ধমিত্যুপপাদিতমুপসংহরতি তস্মাদিতি । তদ্বিপর্য্যয়েত্যত্র তচ্ছব্দেন প্রাণিনো গৃহ্যন্তে । বিষয়-সপ্তমীপরিগ্রহেণ পরিহারমভিধায়াধিকরণ-সপ্তমীপক্ষে দর্শিতং দূষণমঙ্গীকারেণ পরিহরতি ন চেতি । ব্যবহারভূমিরত্রেত্যুচ্যতে, যোগ্যত্বে সত্যনুপলব্ধে-

আভাস ।

জ্ঞানে মুক্তি ও অতুল শান্তি । নৌকাতে আরোহণ করায় যেরূপ নৌকার গতিকে আপন গতি জ্ঞানে দৃষ্টিশক্তিতে এবং মস্তিষ্কে বিপরীত ভাবের প্রতীতি ঘটে, দেহতরীতে আরোহণ করায়, দেহগতির বিভ্রমে আত্মগতির অনুভূতিতে সংসার-দুঃখ আপনাতে আরোপিত করা হইয়া থাকে । দেহের কর্ম্মকে নিজ কর্ম্ম-জ্ঞানে মানব বিব্রত হইয়া, কর্ম্ম অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মের প্রবল তুফানে হাবুডুবু খাইয়া থাকে ।

শাঙ্করভাষ্যম্।

কর্ম্মাপি কর্ম্মাভাবত্বাদকর্ম্মণোঽন্যতো বিপরীতে গৃহীতে এব কর্ম্মাকর্ম্মণী লৌকিকৈঃ, যথা মৃগতৃষ্ণিকায়ামুদকং শুক্তিকায়াং বা রজতং, ননু কর্ম্ম কর্ম্মৈব সর্ব্বেষাং ন কচিৎ ব্যভিচরতি তন্ন নৌস্থস্য নাবি গচ্ছন্ত্যাং তটস্থেষগতিকেষু নগেষু প্রতিকূল-গতি-দর্শনাৎ দূরেষু চক্ষুষোঽসন্নিকৃষ্টেষু গচ্ছৎসু গত্যভাব-দর্শনাদেবমিহাপ্যকর্ম্মণি অহং করোমীতি কর্ম্মদর্শনং কর্ম্মণি চাকর্ম্মদর্শনং বিপরীতদর্শনং যেন তন্নিরাকরণার্থ-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মিত্যর্থঃ। অকর্ম্মাধিকরণং কর্ম্ম ন সম্ভবতীত্যত্র হেত্বন্তরমাহ কর্ম্মাভাবত্বাদিতি। ন হি তুচ্ছস্যাধিকরণত্বং কচিদ্দৃষ্টমিষ্টঞ্চেত্যর্থঃ। নিরূপ্যমাণে কর্ম্মাকর্ম্মণোরধিকরণাধিকর্ত্তব্যভাবাসম্ভবে ফলিতমাহ অত ইতি। শাস্ত্রপরিচয়বিরহিণাং অধ্যারোপমুদাহরতি যথেতি। কর্ম্মাকর্ম্মণোরারোপিতত্ব-মুক্তমমৃষ্যমানঃ শঙ্কতে নন্বিতি। কর্ম্ম কর্ম্মৈবেত্যত্রাকর্ম্ম চাকর্ম্মৈবেতি দ্রষ্টব্যং, বিমতং সত্যমব্যভিচারিত্বাৎ ব্রহ্মবদিত্যর্থঃ। তত্র কর্ম্ম তত্ত্বতো নাব্যভিচারি কর্ম্মত্বান্নৌস্থস্য তটস্থবৃক্ষগমনবদিত্যব্যভিচারিত্বং কর্ম্মণ্যসিদ্ধ-মিতি পরিহরতি তন্নেতি। অকর্ম্ম চ তত্ত্বতো নাব্যভিচারি কর্ম্মাভাবত্বাৎ দূরপ্রদেশে চৈত্রমৈত্রাদিষু গচ্ছৎস্বেব চক্ষুষা সন্নিধানবিধুরেষু দৃশ্যমানগত্যভাবাদিত্যাহ দূর ইতি। দূরত্বাদেব বিশেষতঃ সন্নিকর্ষবিরহিতেষু তেষু স্বরূপেণ চক্ষুঃসন্নিকৃষ্টেষু চক্ষুষা গত্যভাব-দর্শনাদিতি যোজনা। গতিরহিতেষু তরুষু গতি-দর্শনবৎ প্রকৃতে ব্রহ্মণ্যবিক্রিয়ে কর্ম্ম-দর্শনং সক্রিয়ে চ দ্বৈতপ্রপঞ্চে চিতিমৎসু চৈত্রাদিষু গত্যভাব-দর্শনবৎ কর্ম্মাভাবস্য বিপরীত-দর্শনং যেন হেতুনা সম্ভবতি তেন তস্য বিপরীত-দর্শনস্য নিরসনার্থং ভগবদ্বচনমিতি দার্ষ্টান্তিকং নিগময়তি এবমিত্যাদিনা। ননু কর্ম্মতদভাবয়োরারোপিতত্বাদবিক্রিয়স্য ব্রহ্মণো জ্ঞানমাত্রমভিপ্রেতং চেদব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়ং ন জায়তে

আভাস।

ক্ষুৎপিপাসা দেহের ধর্ম্ম; অন্নজলাদির আহরণে দেহ শান্ত হইক! আমি জীবাত্মা দেহের দুঃখ বা সুখের সাক্ষিমাত্র; তখনই তাহার দেহের কর্ম্মে আপনাকে অকর্ম্ম অর্থাৎ সাক্ষিচেতারূপে নির্ণয় করিতে পারে। এইরূপ পারকতাই আত্মার অকর্ম্ম ভাবের পরিচয়। এই পরিচয়টী প্রত্যেক দেহকর্ম্মে অনুভূত হইলে, আর তাহার সংসার-বন্ধন থাকে না। নৌকা হইতে নামিলে যেমন মাথাঘোরা ও দেহ টলটল করা আপনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেইরূপ দেহের অনুরোধে দেহ-

শাঙ্করভাষ্যম্।

মুচ্যতে কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদি, তদেতদ্বস্তুপ্রতিবচনমপ্যসকৃদত্যন্তবিপরীত-দর্শন-ভাবিতয়া মোমুহ্যমানো লোকঃ শ্রুতমপ্যসকৃত্তত্ত্বং বিস্মৃত্য মিথ্যাপ্রসঙ্গমবতার্য্য অবতার্য্য চোদয়তীতি পুনঃপুনরুত্তরমাহ ভগবান্ দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বঞ্চালক্ষ্য বস্তুনঃ অব্যক্তো-ঽয়মচিন্ত্যোঽয়ং; ন জায়তে ম্রিয়তে বা ইত্যাদিনাত্মনি কর্ম্মাভাবঃ শ্রুতিস্মৃতিন্যায়-প্রসিদ্ধ উক্তো বক্ষ্যমাণশ্চ তস্মিন্নাত্মনি কর্ম্মাভাবে অকর্ম্মণি কর্ম্মবিপরীতদর্শনং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ম্রিয়তে বেত্যাদিনা পৌনরুক্ত্যং প্রাপ্তং তত্রৈব ব্রহ্মাত্মনো নির্ব্বিকারত্বস্যোক্তত্বা-দিতি তত্রাহ তদেতদিতি। তদেতৎ আত্মনি শঙ্কিতং সক্রিয়ত্বমসকৃদুক্তং প্রতিবচনমপি নির্ব্বিকারাত্মবস্তুপেক্ষয়াত্যন্তবিপরীতদর্শনং মিথ্যাজ্ঞানং তেন ভাবিত্বং তৎসংস্কারপ্রচয়বত্ত্বং ততোঽতিশয়েন মোহমাপদ্যমানো লোকঃ শ্রুতমপি তত্ত্বং বিস্মৃত্য পুন র্যৎকিঞ্চিৎ প্রসঙ্গমাপাদ্য সক্রিয়ত্বমেবাত্মনশ্চোদয়তীতি পুনঃ পুনস্তত্ত্বভূতমুত্তরং ভগবানভিধত্তে; বস্তুনশ্চ দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বাৎ পুনঃ পুনঃ প্রতি-পাদনং তত্তদ্ভ্রম-নিরাকরণার্থমুপযুজ্যতে তথা চ নাস্তি পুনরুক্তিরিত্যর্থঃ। অসকৃ-দুক্তপ্রতিবচনমেবানুবদতি অব্যক্তোঽয়মিতি। কর্ম্মাভাব উক্ত ইতি সম্বন্ধঃ। উক্তস্য ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিদিত্যাদিশ্রুতৌ প্রকৃত স্মৃতাবসঙ্গত্বাদি-ন্যায়েন চ প্রসিদ্ধত্বমস্তীত্যাহ শ্রুতীতি। ন কেবলমুক্তঃ কর্ম্মাভাবঃ কিন্তু সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্যেত্যাদৌ বক্ষ্যমাণশ্চেত্যাহ বক্ষ্যমাণশ্চেতি। ননু কর্ম্মণাং দেহাদি-নির্ব্বর্ত্ত-কত্বেন ত্রৈবিধ্যাৎ কূটস্থস্বভাবস্যাত্মনোঽসঙ্গস্যাতদ্ব্যাপাররূপস্য কর্ম্মণোঽপ্রসিদ্ধত্বাৎ ন তস্মিন্নকর্ম্মণি বিপরীতস্য কর্ম্মণো দর্শনং সিধ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ তস্মিন্নিতি। কর্ম্মৈব বিপরীতং তস্য দর্শনমিতি যাবৎ, অহং কর্ত্তেত্যাত্মসমানাধিকরণস্য ব্যাপারস্যা-নুভবাৎ কর্ম্মভ্রম স্তাবদাত্মন্যত্যন্তরূঢ়োঽস্তীত্যর্থঃ। আত্মনি কর্ম্মবিভ্রমোঽস্তীত্যত্র

আভাস

সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে আপন স্বরূপকে পৃথক্ করিতে পারিলে, মানব-সমাজে সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিচিত হন।

অপর আর একটী পৃথক প্রশংসাবাদ করিয়াছেন যে, উক্ত ব্যক্তি যুক্ত অর্থাৎ সমাহিত এবং কৃৎস্ন-কর্ম্মকৃৎ"। সকল কর্ম্ম করিলে যে ফল হয়, এক অকর্ম্ম-স্বরূপের অবধারণে তাহার সেই ফল লাভ হইয়া থাকে! তাহার কারণ কি? প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

মত্যন্তবিরুদ্ধং ; যতঃ কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ দেহাদ্যাশ্রয়ং কর্ম আত্মন্যধ্যারোপ্যাহং কর্ত্তা মমৈতৎ কর্ম, ময়াস্য কর্ম্মণঃ ফলং ভোক্তব্যমিতি চ তথাহং তূষ্ণীং ভবামি যেনাহং নিরায়াসোঽকর্ম্মা সুখী স্যামিতি কার্য্যকরণাশ্রয়-ব্যাপারোপরমং কর্ম্মৈব তৎকৃতঞ্চ সুখিত্বমাত্মন্যধ্যারোপ্য ন করোমি কিঞ্চ তূষ্ণীং সুখমাস ইত্যভিমন্যতে লোকস্তত্রেদং লোকস্য বিপরীত-দর্শনাপনয়নায়াহ ভগবান্

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

হেতুমাহ যতইতি। আত্মনো নিষ্ক্রিয়ত্বে কুতস্তস্মিন্ যথোক্তো বিভ্রমঃ সম্ভবেদিত্যা শঙ্ক্যাহ দেহেতি। ইদানীমাত্মন্যকর্ম্মভ্রমমুদাহরতি তথেত্যাদিনা। যথা শুক্তৌ স্বাভাবিকমরূপ্যত্বং, রূপ্যত্বমারোপিতং তদভাবোঽপ্যারোপ্যাভাবত্বাদারোপ-পক্ষ-পাতী তথাত্মনোঽপি স্বাভাবিকমবিক্রিয়ত্বং পুনরধ্যস্তং তদভাবত্বাৎ কর্ম্মাভাবোঽ-প্যধ্যস্তএবেতি মত্বানঃ সমুপসংহরতি তত্রেদমিতি। আত্মনি কর্ম্মাদি-বিভ্রমে লৌকিকে সিদ্ধে সতি এবং কর্ম্মণীত্যাদিবচনং তৎপরিহারার্থং ভগবানুক্তবানিত্যর্থঃ। সম্প্রত্যুক্তেঽর্থে শ্লোকাক্ষরসমন্বয়ং দর্শয়িতুং কর্ম্মণীত্যাদি ব্যাচিখ্যাসুঃ ভূমিকাং করোতি অত্র চেতি। ব্যবহারভূমৌ কার্য্যকরণাধিকরণং কর্ম্ম স্বেনৈব রূপেণ ব্যবস্থিতং সদাত্মন্যবিক্রিয়ে কার্য্যকরণারোপণ-দ্বারেণ সর্ব্বৈরারোপিতমিত্যত্র হেতু-মাহ যতইতি। অবিবেকিনাস্তু কর্ত্তৃত্বাভিমানঃ সুতরামিতি বক্তুমপিশব্দঃ। আত্মনি কর্ম্মরহিতে কর্ম্মারোপে দৃষ্টান্তমাহ নদীতি। এবমাত্মনি কর্ম্মারোপমুপপাদ্য প্রথমপাদং ব্যাচষ্টে অতইব। আরোপ-বশাদাত্মনিষ্ঠত্বেন কর্ম্মণি সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধে কর্ম্মাভাবং যঃ পশ্যেৎ স বুদ্ধিমানিতি সম্বন্ধঃ। অকর্ম্মদর্শনস্য যথাভূতত্বং সম্যক্ত্বং। তত্র দৃষ্টান্তমাহ গত্যভাবমিবেতি। দ্বিতীয়পাদং ব্যাকরোতি অকর্ম্মণি চেতি। অধ্যারোপমভিনয়তি তূষ্ণীমিতি। অকর্ম্মণি কর্ম্মদর্শনে যুক্তিমাহ অহঙ্কারেতি। পূর্ব্বার্দ্ধেনোক্তমনূদ্যোত্তরার্দ্ধং বিভজতে য এবমিতি।

আভাস।

এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, নিজের ক্ষুদ্র কলেবরের মধ্যে সাক্ষিচেতা আপন স্বরূপের পৃথক্ সত্তার অনুভবের অনুপাতে যখন তিনি এই বিরাট্ ব্রহ্মা-ণ্ডের সাক্ষিচেতা পরমপুরুষ পরমাত্মাকে এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামীও সর্ব্বনিয়ন্তাজ্ঞানে প্রেম, শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে শরণাগত হৃদয়ে প্রত্যক্ষের ন্যায় নির্ণয় করিতে পারিবেন, তখন তাঁহারই মঙ্গলময় চিদ্‌ঘন বিগ্রহের ধারণার প্রভাবে সকল কর্ম্মসংস্কারকে অতিক্রম করত, পরম বিষ্ণুর চরণে বা স্বরূপে শরণ লাভে সকল কর্ম্ম না করিয়াও, সকল কর্ম্ম করিবার ফল প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদি। অত্র চ কর্ম্ম কর্ম্মৈব সৎ কার্য্যকরণাশ্রয়ং কর্ম্মরহিতেঽবিক্রিয়ে আত্মনি সর্ব্বৈরধ্যস্তং যতঃ পণ্ডিতোঽপ্যহং করোমীতি মন্যতে। অত আত্মসমবেততয়া সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধে কর্ম্মণি নদীকূলস্থেষ্বিব বৃক্ষেষু গতিঃ প্রাতিলোম্যেন অতো অকর্ম্ম কর্ম্মাভাবং যথাভূতং গত্যভাবমিব বৃক্ষেষু যঃ পশ্যেৎ অকর্ম্মণি চ কার্য্যকরণব্যাপারোপরমে কর্ম্মবৎ আত্মনি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

আত্মনি কার্য্যকরণ-সংঘাত-সমারোপ-দ্বারেণ তদ্ব্যাপারমাত্রে কর্ম্মণি শুক্তি-কায়ামিব রজত আরোপিতে বিষয়ে তদভাবমকর্ম্ম বস্তুতো যো রজতাভাববদনুভবতি অকর্ম্মণি চ সংঘাত-ব্যাপারোপরমে তদ্দ্বারা স্বাত্মন্যহং তূষ্ণীমাসে সুখমিত্যারোপিতে গোচরে কর্ম্মাহঙ্কারহেতুকং যস্তত্ত্বতো মন্যতে স রূপ্যতদভাববিভাগহীনশুক্তিমাত্র-বদাত্মমাত্রং কর্ম্ম তদভাব-বিভাগ-শূন্যং কূটস্থং পরমার্থতোঽবগচ্ছন্ বুদ্ধিমানিত্যা-দিস্তুতিযোগ্যতাং গচ্ছতীত্যেবং স্বাভিপ্রায়েণ শ্লোকং ব্যাখ্যায় অত্র বৃত্তিকার-ব্যাখ্যানমুত্থাপয়তি অন্যমিতি। অন্যথা ব্যাখ্যানমেব প্রশ্নদ্বারা প্রকটয়তি কথমিত্যাদিনা। ঈশ্বরার্থেনানুষ্ঠানে ফলাভাব-বচনং ব্যাহতমিতি মত্বাহ কিঞ্চেতি। নিত্যানামকর্ম্মত্বমপ্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য ফলরাহিত্যগুণযোগাত্তেষ্বকর্ম্মত্বব্যবহারঃ সিধ্য-তীত্যাহ গৌণ্যেতি। নিত্যানামকরণং মুখ্যবৃত্ত্যৈবাকর্ম্মশব্দবাচ্যমিত্যাহ তেষাঞ্চেতি। তত্র কর্ম্মশব্দস্য প্রত্যবায়াখ্যফলহেতুত্বগুণযোগাৎ গৌণ্যৈব বৃত্ত্যা প্রবৃত্তিরিত্যাহ তচ্চেতি। পাতনিকামেবং কৃত্বা শ্লোকাক্ষরাণি ব্যাচষ্টে তত্রেত্যাদিনা। অকর্ম্মণি চেত্যাদি ব্যাকরোতি তথেতি। স বুদ্ধিমানিত্যাদি পূর্ব্ববৎ। পরকীয়ং ব্যাখ্যানং দূষয়তি নৈতদিতি। নিত্যং কর্ম্মাকর্ম্ম নিত্যাকরণং কর্ম্মেতি জ্ঞানাৎ দুরিতনিবৃত্ত্যনুপপত্তের্জ্ঞানবচনং বৃত্তিকারমতে বাধিতং

আভাস।

পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের প্রধান তাৎপর্য্যই এই যে, যেমন তুমি আমি মনে মনে বিবিধ বিষয়ের সংকল্প করিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে নিজের শক্তি দ্বারা বাহিরে তাহার বিকাশ করিতে পারি ; যেমন একটী কন্যার বিবাহ দিবার উপলক্ষে কত লোক নিমন্ত্রণ করা হইবে, কোথায় তাহাদের বসাইবার স্থান বা চৌকি টেবিল রাখিতে হইবে এবং কি রকম খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইবে, সর্ব্বাগ্রে সে সমস্ত মনে মনে নির্ণয় করিয়া লই, পরে নিজের সামর্থ্য অনুসারে সেই সকলগুলির উত্তম

শাঙ্করভাষ্যম্।

অধ্যারোপিতে তূষ্ণীমকুর্ব্বন্ সুখমাসে ইত্যহঙ্কারাভিসন্ধিহেতুত্বাত্তস্মিন্ অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ য এবং কর্ম্মাকর্ম্মবিভাগজ্ঞঃ স বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতো মনুষ্যেষু স যুক্তো যোগী কৃৎস্নকর্ম্মকৃচ্চ সোঽশুভান্মোক্ষিতঃ, কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ।

অয়ং শ্লোকোঽন্যথা ব্যাখ্যাতঃ কৈশ্চিৎ। কথং নিত্যানাং কিল কর্ম্মণামী-শ্বরার্থেঽনুষ্ঠীয়মানানাং তৎফলাভাবাদকর্ম্মাণি তান্যুচ্যন্তে গৌণ্যা বৃত্ত্যা। তেষাঞ্চা-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্যাদিত্যর্থঃ। ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতীতি শ্রুতের্নিত্যানুষ্ঠানাৎ দুরিত-নিবর্হণপ্রসিদ্ধে-স্তদনুষ্ঠানস্য ফলান্তরাভাবাত্তদকর্ম্মেতি জ্ঞাত্বানুষ্ঠানে ক্রিয়মাণে কথমশুভক্ষয়ো নেতি শঙ্কতে কথমিতি। ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরজ্ঞানাদ্বিশুদ্ধিঃ পরমা মতেতি স্মরণাৎ কর্ম্মণাত্যন্তিকাশুভক্ষয়াভাবেঽপ্যঙ্গীকৃত্য পরিহরতি নিত্যানামিতি। নিত্যানুষ্ঠা-নাদশুভক্ষয়েঽপি নাস্মিন্ প্রকরণে তদ্বিবক্ষিতং যৎ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে ঽশুভাদিতি জ্ঞানাদশুভক্ষয়স্য প্রতিজ্ঞাতত্বাত্র চ তজ্‌জ্ঞানফলাভাববিষয়মেষিতব্যমিত্যাহ ন স্থিতি। অশুভস্য ফলাভাবজ্ঞানকার্য্যত্বাভাবাৎ ন ফলাভাবজ্ঞানাদশুভক্ষয়ঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ। কিঞ্চাতীন্দ্রিয়োঽর্থঃ শাস্ত্রান্নিশ্চীয়তে ন চ নিত্যকর্ম্মণাং ফলাভাব-জ্ঞানাদশুভনিবৃত্তিরিত্যত্র শাস্ত্রমস্তীত্যাহ ন হীতি। নিত্যাকরণং কর্ম্মেতি জ্ঞানমপি নাশুভনিবৃত্তিফলত্বেন চোদিতমস্তীত্যাহ নিত্যকর্ম্মেতি। ভগবদ্বচনমেবাত্র-প্রমাণ-মিত্যাশঙ্ক্যাহ ন চেতি। সাধারণমেব যজ্‌জ্ঞাত্বেত্যাদিভগবতো বচনং ন তু নিত্যানা ফলভাবং জ্ঞাত্বেতি বিশেষবিষয়মিত্যর্থঃ।

অশুভমোক্ষণাসম্ভব প্রদর্শনেন কর্ম্মণ্যকর্ম্মদর্শননিরাকরণন্যায়েন অকর্ম্মণি কর্ম্মদর্শনং নিরাকরোতি এতেনেতি। নামাদিষু ফলায় ব্রহ্মদৃষ্টিবৎ অকর্ম্মণ্যপি ফলার্থং কর্ম্মদৃষ্টিবিধানাৎ নাশুভমোক্ষণানুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি। অত্র হি

আভাস।

রূপ সমাবেশ করিয়া থাকি, সেইরূপ চৈতন্য-ঘন-বিগ্রহ পরমপুরুষ পরমাত্মা নিজ অন্তরাকাশে ব্রহ্মাণ্ড রচনার ভাব স্থির করেন এবং নিজ শক্তি প্রকৃতির দ্বারা তাহা বাহিরে অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়-রূপে ব্যক্ত করেন। অতএব এই পরিদৃশ্যমান ব্যক্ত জগৎ তাঁহার শক্তিরই পরিণাম এবং ইহার কল্পনাও তাঁহারই জ্ঞানের বিকাশ। সুতরাং স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমগ্র জগৎ এবং ইহার সার্ব্বাঙ্গীন কার্য্য এক সেই পরম পুরুষ পরমেশের বলিয়া স্বীকার্য্য; কোন দেব মানব বা পশু পক্ষীর নহে। যাহারা সেই পরমেশের সৃষ্টিনির্ব্বাহক কর্ম্মকে নিজেদের কার্য্য বলিয়া

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

করণমকর্ম্ম তস্য প্রত্যবায়ফলত্বাৎ কর্ম্মোচ্যতে গৌণ্যেব বৃত্ত্যা। তত্র নিত্যে কর্ম্মণি অকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ ফলাভাবাৎ যথা ধেনুরপি গৌরগৌরুচ্যতে ক্ষীরাখ্যং ফলং ন প্রযচ্ছতীতি তদ্বৎ। তথা নিত্যাকরণে ত্বকর্ম্মণি কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ নরকাদিপ্রত্যবায়ফলং প্রযচ্ছতীতি, নৈতৎ যুক্তং ব্যাখ্যানম্, এবং জ্ঞানাদশুভান্মোক্ষানুপপত্তেঃ, "যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভা" দিতি ভগবতোক্তং বচনং বাধ্যেত। কথং নিত্যা-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শ্লোকে নিত্যস্য কর্ত্তব্যতামাত্রং পরমতে বিবক্ষিতমতশ্চাকর্ম্মণি কর্ম্মদর্শনং বিধীয়তে তৎফলায়েতি কল্পনাপরস্য সিদ্ধান্তবিরুদ্ধেত্যাহ নিত্যস্যেতি। পরমতেঽপি নিত্যস্য কর্ত্তব্যতামাত্রমত্র শ্লোকে ন বিবক্ষিতং কিন্তু নিত্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্তিসিদ্ধ্যর্থং নিত্যাকরণাৎ প্রত্যবায়ো ভবতীতি জ্ঞানমপি কর্ত্তব্যত্বেনাত্র বিবক্ষিতমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ নচেতি। ন তাবৎ প্রবৃত্তিরস্য বিজ্ঞানস্য ফলং নিয়োগাদেব তদুপপত্তের্নাপি ফলান্তরমনুপলম্ভাদতোঽফলত্বাদকরণাৎ প্রত্যবায়ো ভবতীতি জ্ঞানং নাত্র কর্ত্তব্যত্বেন বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ। কিঞ্চাকরণে কর্ম্মদৃষ্টিবিধাবকরণস্য অবলম্বনত্বেন প্রধানত্বাৎ জ্ঞেয়ত্বং বক্তব্যং তচ্চ তুচ্ছত্বাদনুপপন্নমিত্যাহ নাপীতি। অকরণস্যাসতো নানাদিবদপ্রয়ত্বেন দর্শনাসম্ভবেঽপি সামানাধিকরণ্যেনেদং রজতমিতিবদ্দর্শনং ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ নাপি কর্ম্মেতি। আদিশব্দেন সর্ব্বোৎকর্ষাদি গৃহ্যতে, ফলবত্ত্বং শ্রুতির্ব্বা সম্যগ্জ্ঞানস্য যুক্তং ন মিথ্যাজ্ঞানস্য অনুপপত্তেরিত্যর্থঃ। স্বপ্নে মিথ্যাজ্ঞানমপি ফলবদুপলব্ধমিত্যাশঙ্ক্য মিথ্যাজ্ঞানস্যাশুভাবিরোধিত্বান্ন তস্মাত্তন্নিবৃত্তিরিত্যাহ মিথ্যাজ্ঞানমেবেতি। অশুভাদেবাশুভানিবৃত্তৌ দৃষ্টান্তমাহ ন হীতি।

অবিবেকপূর্ব্বকমিদং রজতমিতি সদসতোঃ সামানাধিকরণ্যান্মিথ্যাজ্ঞানং যুক্তং কর্ম্মাকর্ম্মণোস্ত বিবেকেন ভসামানয়োঃ সামানাধিকরণ্যাধীনং জ্ঞানং সিংহদেব-

আভাস।

অভিমান করে, তাহারাই ভ্রান্ত। যেমন একটী রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ বা ভগ্ন করিবার উপলক্ষে অনেক রাজ মজুর নিযুক্ত করা হয়, সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডের রচনা-ব্যাপার পূর্ণকরা বা ধ্বংস করিবার উপলক্ষে যে সমস্ত জীব মানব-মূর্ত্তিতে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা যদি ইমারত প্রস্তুত বা ভগ্ন-কার্য্যের ন্যায়, সংসার-কার্য্য নিজের বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে সে কর্ম্ম তাহাদের সংসার-ভোগের কর্ম্ম হয়, সন্দেহ নাই। যাহারা কিন্তু আপনাদিগকে ভগবৎপ্রদত্ত খোরাক পোষাকের

শাঙ্করভাষ্যম্।

-নাম্ অনুষ্ঠানাদশুভাৎ স্যান্নাম মোক্ষণং নতু তেষাং ফলাভাবজ্ঞানাৎ। নহি নিত্যানাং ফলাভাবজ্ঞানম্ অশুভমুক্তিফলত্বেন চোদিতং নিত্যকর্ম্মজ্ঞানং বা। নচ ভগবতা এব ইহোক্তং।

এতেন অকর্ম্মণি কর্ম্মদর্শনং প্রত্যুক্তম্। নহ্যকর্ম্মণি কর্ম্মেতি দর্শনং কর্ত্তব্যতয়েহ চোদ্যতে, নিত্যস্য তু কর্ত্তব্যতামাত্রম্। ন চাকরণান্নিত্যস্য প্রত্যবায়ো

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

দন্তয়োরিব গৌণং ন মিথ্যাজ্ঞানমিতি শঙ্কতে নন্বিতি। কর্ম্মাকর্ম্মেতি দর্শনে ফলাভাবো গুণঃ অকর্ম্ম কর্ম্মেতি দর্শনে তু ফলাভবো গুণস্তন্নিমিত্তমিদং জ্ঞানং গৌণমিত্যাহ ফলেতি। যথোক্তজ্ঞানস্য গৌণত্বেঽপি প্রামাণিকফলাভাবাপন্নস্যগৌণতোচিতেতি দূষয়তি নেত্যাদিনা। কর্ম্মাকর্ম্মেত্যাদিগৌণবিজ্ঞানোপন্যাসব্যাজেন নিত্যকর্ম্মণঃ কর্ত্তব্যতয়া বিবক্ষিতত্বাদ্ গৌণজ্ঞানস্যাফলত্বমদূষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ -নাপীতি। জ্ঞানাদশুভমোক্ষণস্য শ্রুতস্য হানিরশ্রুতস্য নিত্যানুষ্ঠানস্য কল্পনেত্যনেন ব্যাপার-গৌরবেণ ন কশ্চিদ্‌বিশেষঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ। উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি স্বশব্দেনেতি। নরকপাতঃ স্যাদতো বিধেরেবানুষ্ঠেয়ানি তানীতি শেষঃ। যথোক্তবাচক-শব্দপ্রয়োগাদেবাপেক্ষিতার্থসিদ্ধিসম্ভবে ভগবতো ব্যাজবচন-কল্পনমনুচিতমিত্যাহ তত্রেতি। প্রকৃতে শ্লোকে বৃত্তিকৃতাং ব্যাখ্যানেন পরমাপ্তস্যৈব ভগবতো বিপ্রলম্ভকত্বমাপাদিতমিতি তদীয়ং ব্যাখ্যানমুপেক্ষিতব্যমিতি ফলিতমাহ তত্রৈবমিতি। নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানসিদ্ধ্যর্থং ব্যাজরূপমিতি ভগবদ্‌বচনমুচিতমিত্যাশঙ্ক্য স্বশব্দেনাপীত্যাদিপ্রাগুক্তপারিপাট্যাপি তদনুষ্ঠানবোধন-সম্ভবাৎ মৈবমিত্যাহ ন চৈতদিতি। বন্ধশব্দেন নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানমুচ্যতে। যথাত্মপ্রতিপাদনং সুবোধত্বসিদ্ধ্যর্থং পৌনঃপুন্যেন ক্রিয়তে তথা নিত্যানামপি কর্ম্মণাম্ অনুষ্ঠানং কর্ম্মণ্যকর্ম্মেত্যাদিশব্দান্তরেণোচ্যমানং সুবোধং

আভাস।

মজুরদার মাত্র ভাবিয়া সংসারে ভগবানের সৃষ্টির উপলক্ষে অনন্ত কর্ম্মও করে, তাহা হইলে সে কর্ম্ম তাহাদের অকর্ম্ম অর্থাৎ ভোগপ্রদ বলিয়া পরিগণিত হইবে না; এবং তাহারাই জগৎপতির সমীপে প্রশংসার পাত্র হইবেন, সন্দেহ নাই॥

নিত্যকর্ম্মের নিরন্তর অভ্যাসে চিত্ত শুদ্ধ হইলে, একনিষ্ঠ স্থির ও বিশুদ্ধ-চিত্ত মানব ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়া থাকে। কাম্য কর্ম্মের ন্যায়, তদ্দ্বারা কোন বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা নাই বটে, কিন্তু যদি শাস্ত্রোক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভবতীতি বিজ্ঞানাৎ কিঞ্চিৎ ফলং স্যাৎ। নাপি নিত্যাকরণং শ্রেয়ত্বেন চোদিতম্। নাপি কর্ম্মাকর্ম্মেতি মিথ্যাদর্শনাদশুভান্মোক্ষণং ন চ বুদ্ধিমত্ত্বং যুক্ততা কৃৎস্নকর্ম্মকৃদিত্যাদি চ ফলমুপপদ্যতে স্তুতির্বা। মিথ্যাজ্ঞানমেব হি সাক্ষাদশুভরূপং কুতোঽন্যস্মাদশুভান্মোক্ষণম্। নহি তমস্তমসো নিবর্ত্তকং ভবতি॥

নমু কর্ম্মণি যদকর্ম্মদর্শনম্ অকর্ম্মণি বা কর্ম্মদর্শনং ন তন্মিথ্যাজ্ঞানং কিং তর্হি গৌণং ফলভাবাভাবনিমিত্তম্। ন কর্ম্মাকর্ম্মবিজ্ঞানাদপি গৌণাৎ ফলস্যাশ্রবণাৎ। নাপি শ্রুতহান্যশ্রুতপরিকল্পনয়া কশ্চিদ্ বিশেষো লভ্যতে। স্বশব্দেনাপি শক্যং বক্তুং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্যাদিতি ভগবতঃ শব্দান্তরং যুক্তমিত্যাশঙ্ক্য তস্য নিত্যানুষ্ঠানবাচকত্বাভাবান্নৈবমিত্যাহ নাপীতি। কিঞ্চ পূর্ব্বমেব নিত্যানুষ্ঠানস্য স্পষ্টমুপদিষ্টত্বান্ন তস্য সুবোধনার্থং শব্দান্তরমপেক্ষিতমিত্যাহ কর্ম্মণ্যেবেতি। কর্ম্মাকর্ম্মাদিবিজ্ঞানব্যাজেন নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান-কর্ত্তব্যতায়াং তাৎপর্য্যমিত্যেতন্নিরাকৃত্য কর্ম্মাকর্ম্মাদিদর্শনং গৌণমিতি পক্ষে দূষণান্তরমাহ সর্ব্বত্র চেতি। লোকে বেদে চ যথা প্রশস্তং দেবতাদিতত্ত্বং যচ্চ কর্ত্তব্যমনুষ্ঠানাৰ্হমগ্নিহোত্রাদি তদেব বোদ্ধব্যমিত্যুচ্যতে, ন নিষ্ফলং কাক-দন্তাদি কর্ম্মণ্যকর্ম্মদর্শনম্ অকর্ম্মণি চ কর্ম্মদর্শনং গৌণত্বাদেবাপ্রশস্তমকর্ত্তব্যঞ্চ নাতস্তদ্বোদ্ধব্যমিতি বচনমৰ্হতীত্যর্থঃ।

আভাস।

করা না হয়, তাহা হইলে কেবল ঊর্দ্ধগতি লাভের প্রতিবন্ধক হইল মাত্র তাহা নহে, অধোগতি পাইতে হইবে, সন্দেহ নাই। একটা শামুক বা গেঁড়ী দেওয়ালের গায়ে যতক্ষণ উঠিবার চেষ্টা করে, ততক্ষণ ধীরে ধীরে উঠিতেই থাকে; কিন্তু উঠিবার চেষ্টায় নিরস্ত হইবা মাত্র, আস্তে আস্তে অজ্ঞাতসারে নিম্নে নামিতে থাকে। বেদ-বোধিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে মানব কোন ভোগ্যফলের অধিকারী না হইলেও, আধ্যাত্মিক উন্নতি যে লাভ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এক মনে এক ধ্যানে ঈশ্বর-বিষয়ক চিন্তায় মনোনিবেশ করিলে, বিষয়-চিন্তা হইতে যে তাঁহাকে নিরস্ত থাকিতে হয়, তৎকালে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং চিত্তের অধোগতি হইবে না; বরং যত দূর হয়, পারমার্থিক চিন্তার প্রসারই তাঁহার ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বেদ যে সময় নিত্যকর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন,

শাঙ্করভাষ্যম্।

নিত্যকর্ম্মণাং ফলং নাস্তি অকরণাচ্চ তেষাং নরকপাতঃ স্যাদিতি। তত্র ব্যাজেন পরব্যামোহরূপেণ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ ইত্যাদিনা কিম্। তত্রৈবং ব্যাচক্ষাণেন ভগবতোক্তং বাক্যং লোকব্যামোহার্থম্ ইতি ব্যক্তং কল্পিতং স্যাৎ। নচৈতচ্ছদ্মরূপেণ বাক্যেন রক্ষণীয়ং বস্তু নাপি শব্দান্তরেণ পুনঃ পুনরুচ্যমানং বস্তুতং সুবোধ্যং স্যাদিত্যেবং বক্তুং যুক্তম্, 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে' ইত্যত্র হি স্ফুটতর উক্তোঽর্থো ন পুনর্বক্তব্যো ভবতি। সর্ব্বত্র চ প্রশস্তং সুবোদ্ধব্যং চ কর্ত্তব্যমেব ন নিষ্প্রয়োজনং বোদ্ধব্যমিত্যুচ্যতে।

ন চ মিথ্যাজ্ঞানং বোদ্ধব্যং ভবতি তৎপ্রত্যুপস্থাপিতং বা অবস্ত্বাভাসম্, নাপি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কিঞ্চ কর্ম্মাদের্ম্মায়ামাত্রত্বাদ্গৌণমপি তদ্বিষয়ং জ্ঞানং মিথ্যাজ্ঞানমিতি ন তস্য বোদ্ধব্যত্বসিদ্ধিরিত্যাহ ন চেতি। মিথ্যাজ্ঞানস্য বোদ্ধব্যত্বাভাবেঽপি তদ্বিষয়স্য বোদ্ধব্যতা সিধ্যেদিত্যাশঙ্ক্য বস্ত্বাভাসত্বাৎ নৈবমিত্যাহ তৎপ্রত্যুপস্থাপিতঞ্চেতি। যৎপুনরকরণস্য প্রত্যবায়হেতুত্বং অকরণে গৌণ্যা বৃত্ত্যা কর্ম্মশব্দ-প্রয়োগে নিমিত্তমিতি তদ্দূষয়তি নাপীতি। অকরণাৎ প্রত্যবায়ো ভবতীত্যত্র শ্রুতিস্মৃতিবিরোধমভিধায় যুক্তিবিরোধমভিদধাতি অসত ইতি। অসতঃ সদ্রূপেণ ভবনমভবনঞ্চ নিঃস্বাদরূপত্বমনুপপন্নং নিরস্তসমস্ততত্ত্বস্য কিঞ্চিত্ত্বাভ্যুপগমে সর্ব্বপ্রমাণানামপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাদিত্যাহ তচ্চেতি। যত্তু নিত্যানাং ফলরাহিত্যং তত্রাকর্ম্মশব্দপ্রয়োগে নিমিত্তমিতি তন্নিরস্যতি ন চেতি। ন কেবলং বিধ্যুদ্দেশে

আভাস

তাহা না করিলে, একটা বৃথা কার্য্য বা চিন্তা তাঁহাকে করিতে হইবে। কারণ মন কখন কোন একটা চিন্তা না লইয়া থাকিতে পারে না।

আপন বৈঠকখানায় বসিয়া কোন মুমুক্ষু-গ্রন্থ পাঠ বা বিদ্যার চর্চ্চা না করিলে, পথে পথিকদের চাল চলনের প্রতিও দৃষ্টি করিতে হইবে বা সংসারে নিজ পরিবারবর্গের ব্যবহারের চিন্তায় হৃদয়কে বরং ব্যাকুল করিতে হইবে এবং তদ্দ্বারা বিদ্যানুশীলনে জ্ঞানের প্রসার এবং বুদ্ধির মার্জ্জনা হইবার পরিবর্ত্তে বাহ্যিক কর্ম্মে আপনাকে কলুষিত বা ব্যাকুল করা হইবে। অতএব নিত্যকর্ম্মের অকরণে বরং বিরুদ্ধ কর্ম্মেরই অনুশীলন করা হইল। অতএব ভগবান্ বলিয়াছেন যে, নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অকরণে বিরুদ্ধ বিকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা হইবে, যদ্দ্বারা অধঃপতন অনি-

শাঙ্করভাষ্যম্।

নিত্যানামকরণাদভাবাৎ প্রত্যবায়ভাবোৎপত্তিঃ 'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ' ইতি বচনাৎ, কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি চ দর্শিতম্। অসতঃ সজ্জন্মপ্রতিষেধাৎ অসতঃ সদুৎপত্তিং ব্রুবতা অসদেব সদ্ভবেৎ সচ্চাসদ্ ভবেদিত্যুক্তং স্যাৎ। তচ্চাপ্যযুক্তং সর্ব্বপ্রমাণবিরোধাৎ। ন চ নিষ্ফলং বিদধ্যাৎ কর্ম্মশাস্ত্রং, দুঃখস্বরূপত্বাদ্ দুঃখস্য চ বুদ্ধিপূর্ব্বকতয়া কার্য্যত্বানুপপত্তেঃ। তদকরণে চ নরকপাতাভ্যুপগমে অনর্থায়ৈব উভয়থাপি করণেঽকরণে চ শাস্ত্রং নিষ্ফলং কল্পিতং স্যাৎ। স্বাভ্যুপগমবিরোধশ্চ নিত্যং নিষ্ফলং কর্ম্মেত্যভ্যুপগমং মোক্ষফলায়েতি ব্রুবতঃ। তস্মাৎ যথাশ্রুত এবার্থঃ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম ইত্যাদেঃ। তথা চ ব্যাখ্যাতোঽয়মস্মাভিঃ শ্লোকঃ॥ ১৮॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্বফলাভাবান্নিত্যানাং বিধ্যনুপপত্তিঃ, অপি তু ধাত্বর্থস্য ক্লেশাত্মকত্বাৎ তত্র শ্রুতফলাভাবে নৈব বিধিরবকাশমাসাদয়েদিত্যাহ দুঃখেতি। দুঃখরূপস্যাপি ধাত্বর্থস্য সাধ্যত্বেন কার্য্যত্বাৎ তদ্বিষয়ো বিধিঃ স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ দুঃখস্যাপি চেতি। স্বর্গাদিফলাভাবেঽপি নিত্যানামকরণ-নিমিত্ত-নিরয়-নিরাসার্থং দুঃখরূপাণামপি স্যাদনুষ্ঠেয়ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ তদকরণে চেতি। ফলান্তরাভাবেঽপি মোক্ষসাধনত্বাৎ মুমুক্ষুণা নিত্যানি কর্ম্মাণি অনুষ্ঠেয়ানি ইত্যাশঙ্ক্যাহ স্বাভ্যুপগমেতি। বৃত্তিকারব্যাখ্যানাসম্ভবে ফলিতমুপসংহরতি তস্মাদিতি। কোঽসৌ যথাশ্রুতোঽর্থঃ শ্লোকস্যেত্যাশঙ্ক্যাহ তথাচেতি॥১৮॥

আভাস্য।

বার্ত্তা। কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে, ভগবানের রাজ্যে ভগবানের কার্য্যই করা হইল। খোরাক পোষাকের অনুরোধে ব্যাগার দিবার মত, তাদৃশ কর্য্যের অনুষ্ঠানে কোন ফলশ্রুতি থাকিবে না। সুতরাং নিত্য কর্ম্ম করিয়াও অকর্ম্মের পরিচয় হইল। মুষ্টিভিক্ষার প্রার্থনায় ভিক্ষুক দ্বারে দণ্ডায়মান হইলে, গৃহপতির আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়া ভিক্ষুককে একমুষ্টি ভিক্ষাপ্রদান করা যেমন ভৃত্যের অবশ্য কর্ত্তব্য, বরং না দিলে গৃহস্থ প্রভুর অবমানা করা হয়, অথচ ভিক্ষা দিলে দান-জনিত ভৃত্যের কোন পুণ্য বা সম্মান নাই, সেইরূপ বেদ-বিহিত কর্ম্ম করিলে, কর্ত্তৃত্বাভিমানের অভাবে নিজের পাপ পুণ্যের কোন সংস্রব থাকে না, কর্ম্ম অকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হয়। আর সেই অকর্ম্মই অর্থাৎ ফলাকাঙ্খা শূন্য কর্ম্মই প্রকৃত কর্ম্ম বলিয়া যিনি অবধারণ করিতে পারেন, তিনিই কৃতজ্ঞ, সর্ব্বকর্ম্মকৃৎ ও আত্মবান্॥ ১৮।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।

অন্বয়ঃ।

যস্য যথোক্তদর্শিনঃ জনস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কার্য্যব্যাপারাঃ কাম-সংকল্প-বর্জ্জিতাঃ কামৈঃ তৎকারণৈঃ সংকল্পৈঃ চ বর্জ্জিতাঃ তং জনং বুধাঃ ব্রহ্মবিদঃ জ্ঞানাগ্নি-

শাঙ্করভাষ্যম্।

তদেতৎ কর্ম্মণ্যকর্ম্মাদিদর্শনং স্তূয়তে যস্যেতি। যস্য যথোক্তদর্শিনঃ সর্ব্বে যাবন্তঃ সমারম্ভাঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সমারভ্যন্তে ইতি সমারম্ভাঃ, কামসঙ্কল্প-বর্জ্জিতাঃ কামৈস্তৎকারণৈশ্চ সঙ্কল্পৈর্ব্বর্জ্জিতাঃ মুধৈব চেষ্টামাত্রা অনুষ্ঠীয়ন্তে প্রবৃত্তেন চেল্লোক-সংগ্রহার্থং নিবৃত্তেন চেৎ জীবনমাত্রার্থং তং জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধকর্ম্মাণং কর্ম্মাদা-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কর্ম্মণ্যকর্ম্মদর্শনং পূর্ব্বোক্তং স্তোতুমুত্তরশ্লোকং প্রবৃত্তোতি তদেতদিতি। যথোক্ত-দর্শিত্বং পূর্ব্বোক্ত-দর্শন-সম্পন্নত্বম্। সমারম্ভ-শব্দস্য কর্ম্মবিষয়ত্বং ন রূঢ্যা কিন্তু ব্যুৎ-পত্ত্যেত্যাহ সমারভ্যন্ত ইতীতি। কাম-সঙ্কল্প-বর্জ্জিতত্বে কথং কর্ম্মণামনুষ্ঠানমিত্যাশঙ্ক্যাহ মুধৈবেতি। উদ্দেশ্য-ফলাভাবে তেষামনুষ্ঠানং যাদৃচ্ছিকং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য প্রবৃত্তেন নিবৃত্তেন বা তেষামনুষ্ঠানং যাদৃচ্ছিকং স্যাদিতি বিকল্পক্রমেণ নিরস্যতি প্রবৃত্তে-

আত্ম-দর্শন ও পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারের দ্বারা যাঁহার হৃদয় কর্ম্ম-বাসনা হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত হইয়াছে এবং জীবিত কালাবধি কোন কর্ম্মে কোনরূপ বাসনা বা অভিসন্ধির পরিচয় দেন না, সেই ব্যক্তিই

আভাস।

দেখ অর্জ্জুন! সাধারণ উপাসকের অপেক্ষা আত্মসাক্ষাৎকার-কারীর মহিমা যে কত অধিক, তাহা বর্ণনা করা যায় না। উপাসনা বা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান-প্রভাবে অমরাধিপতিত্ব লাভেও চিরসুখী বা সকলের সুখ্যাতি-ভাজন লোক হইতে পারে না: কারণ তাদৃশ উন্নতি বা ঐশ্বর্য্য চিরস্থায়ী নহে; কালে তাহারও ক্ষয় হয়। সুতরাং তৎপ্রাপ্তিতেও যখন চির-সুখের সম্ভাবনা নাই, তখন তাদৃশ উপাসক বা যাজ্ঞিকগণ বুদ্ধিমান্ বলিয়া কখনই প্রথিত হন না। কিন্তু আত্মসাক্ষাৎকারে যাঁহারা ধুরন্ধর, তাঁহারা কেবল জগৎবাসীর কেন! জগচ্চিন্তামণিরও প্রশংসা এবং আদরের পাত্র হন, সন্দেহ নাই। কারণ জ্ঞানী কেবল আত্মস্বরূপকে মাত্র চিনেন তাহা নহে, চিনিতে

জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।

দগ্ধ-কর্ম্মাণং (জ্ঞানং এব অগ্নিঃ তেন দগ্ধানি কর্ম্মাণি যস্য তাদৃশং) পণ্ডিতং আহুঃ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

বকর্ম্মাদিদর্শনং জ্ঞানং তদেবাগ্নিস্তেন জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধানি শুভাশুভলক্ষণানি কর্ম্মাণি যস্য তমাহুঃ পরমার্থতঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ব্রহ্মবিদঃ ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নেত্যাদি। জ্ঞানাগ্নীত্যাদি বিভজতে কর্ম্মাদাবিতি। যথোক্তজ্ঞানং যোগ্যমেব দহতি নাযোগ্যমিতি বিবক্ষিতত্বাৎ তস্মিন্নগ্নিপদম্। যথোক্তবিজ্ঞানবিরহিণামপি বৈশেষিকাদীনাং পণ্ডিতত্বপ্রসিদ্ধিমাশঙ্ক্য তেষাং পণ্ডিতাভাসত্বং বিবক্ষিত্বা বিশিনষ্টি পরমার্থত ইতি॥ ১৯

স্বামিকৃতটীকা।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যনেন শ্রুত্যর্থাপত্তিভ্যাং যদুক্তমর্থদ্বয়ং তদেব স্পষ্টয়তি যস্যেতি পঞ্চভিঃ। সম্যগারভ্যন্ত ইতি সমারম্ভাঃ কর্ম্মাণি কাম্যত ইতি কামঃ ফলং তৎসঙ্কল্পেন বর্জ্জিতা যস্য ভবন্তি তং পণ্ডিতমাহুঃ, অত্র হেতুর্যত তৈঃ সমারম্ভৈঃ শুদ্ধে চিত্তে সতি, জাতেন জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধানি অকর্ম্মতাং নীতানি কর্ম্মাণি যস্য তং, আরূঢ়াবস্থায়াং তু কামঃ ফলহেতুবিষয়ঃ তদর্থমিদং কর্ত্তব্যমিতি কর্ত্তব্যবিষয়ঃ সঙ্কল্পস্তাভ্যাং বর্জ্জিতাঃ। শেষং স্পষ্টং॥ ১৯ ॥

প্রকৃত পণ্ডিত-পদ-বাচ্য; এবং বিচক্ষণ মেধাবিগণ তাঁহাকে প্রকৃত পণ্ডিত বলিয়া প্রশংসা করেন ॥ ১৯ ॥

আভাস।

শিখিলে, চিনিবার শক্তি ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া এত প্রবল হইয়া পড়ে যে, তাহার গ্রাস হইতে কাহারও নিস্তার থাকে না। আত্মজ্ঞানী নিজের বেষ্টন স্বরূপ কর্ম্মসংস্কারকে ভস্মীভূত করিয়া এত প্রবল হয় যে, জগৎ-কর্ম্মের কর্ত্তা জগদীশ্বর এবং তাঁহার ক্রিয়া ও সৃষ্ট জগৎকে পর্য্যন্ত চিনিতে পারে। কোন বিষয় তাঁহার নিকট অজ্ঞাত বা অপরিচিত না থাকায়, কাহাকেও পাইবার জন্য তাহার কামনা করিতে হয় না; সুতরাং তাহার অন্তরে অন্য কিছু পাইবার সংকল্পও উদিত হয় না। তাদৃশ আত্মজ্ঞান-বিশিষ্ট মানবকেই বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ প্রকৃত পণ্ডিত বলিয়া আদর করিয়া থাকেন॥ ১৯॥

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।

অন্বয়ঃ।

তাদৃশঃ পণ্ডিতঃ, কর্ম্মফলাসঙ্গং কর্ম্মফলে সঙ্গং আসক্তিং ত্যক্ত্বা নিত্যতৃপ্তঃ সদা

শাঙ্করভাষ্যম্।

যস্ত্বকর্ম্মাদিদর্শী সোঽকর্ম্মাদিদর্শনাদেব নিষ্কর্ম্মা সন্ন্যাসী জীবনমাত্রার্থচেষ্টঃ সন্ কর্ম্মণি ন প্রবর্ত্ততে যদ্যপি প্রাক্ বিবেকতঃ প্রবৃত্তঃ যস্তু প্রারব্ধকর্ম্মা সন্ উত্তরকালমুৎপন্নাত্মসম্যগ্দর্শনঃ স্যাৎ স কর্ম্মণি প্রয়োজনমপশ্যন্ সসাধনং কর্ম্ম

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বিবেকাৎ পূর্ব্বং কর্ম্মণি প্রবৃত্তারপি সতি বিবেকে তত্র ন প্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাঙ্গী-করোতি যস্ত্বিতি। বিবেকাৎ পূর্ব্বমভিনিবেশেন প্রবৃত্তস্য বিবেকানন্তরমভিনিবে-শাভাবাৎ প্রবৃত্ত্যসম্ভবেঽপি জীবনমাত্রমুদ্দিশ্য প্রবৃত্ত্যাভাসঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। সত্যপি বিবেকে তত্ত্বসাক্ষাৎকারানুদয়াৎ কর্ম্মণি প্রবৃত্তস্য কথং তত্ত্যাগঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যস্তু প্রারব্ধেতি। ত্যক্ত্বেত্যাদি-সমনন্তরশ্লোকমবতারয়িতুং ভূমিকাং কৃত্বা তদবতারণং

সংসারে কর্ম্মফলের প্রতি যাহার আসক্তি নাই; আত্মস্বরূপ এবং পরমাত্ম-স্বরূপ অবধারণে সদাই পরিতৃপ্ত, হৃদয়ে কাহারও নিকট কোন প্রত্যাশা রাখে না; এবং সাহায্যাদি করিবার জন্য

আভাস।

মানব-সমাজের একটী বিশেষত্ব এই যে, তাহারা পশুজীবনের ন্যায় কেবল আহার বিহারেই পরিতুষ্ট থাকিতে পারে না। তাহারা প্রতিক্ষণে জানিতে চায়। পরের পরিচয় পাইলেই আপাতত সন্তুষ্ট হয়। কোন পদার্থেরই স্থান, অবস্থা বা ভাব যদবধি মানবের সমীপে অপরিচিত থাকে, তদবধি তাহাদের জীবনে ঔৎসুক্যের নিবারণে শান্তি দেখা দেয় না। সুতরাং ভোগাদির উপলক্ষে সকলের পরিচয় গ্রহণার্থই মানব-জীবন আজীবন ব্যস্ত থাকে। যাহাকে বুঝিল, তাহার সম্বন্ধ করিবার উৎকণ্ঠা হইতে সে তখন নিবৃত্ত হইল। প্রথম উদ্যম অন্যকে চেনা; দ্বিতীয় উদ্যম, আপনার যোগ্যতাকে চেনা। স্ত্রী পুত্র পরিবার-বর্গকে প্রতিপালন করিয়া, প্রাণ-পাত পরিশ্রমের দ্বারা তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিতে পারিলে, আমরা সন্তুষ্ট হই। যাহারা পরিবার-বর্গের অপেক্ষা উচ্চ স্তর স্বগ্রাম-বাসীর উপকার-সাধনে আপনার যোগ্যতার পরিচয় লাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চমনা ও লোকের প্রশংসা-ভাজন হন। এইরূপ

কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ।

সন্তুষ্টঃ নিরাশ্রয়ঃ নিরপেক্ষকঃ, সন্ কর্ম্মণি স্বাভাবিকে বিহিতে বা অভিপ্রবৃত্তঃ সমন্তাৎ ব্যাপৃতঃ অপি সঃ কিঞ্চিৎ ন করোতি এব তস্য কর্ম্ম অকর্ম্ম এব ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

পরিত্যজত্যেব স কুতশ্চিন্নিমিত্তাৎ কর্ম্মপরিত্যাগ-সম্ভবে সতি কর্ম্মণি তৎফলে চ সঙ্গ-রহিততয়া স্বপ্রয়োজনাভাবাল্লোকসংগ্রহার্থং পূর্ব্ববৎ কর্ম্মণি প্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মত্বাৎ তদীয়ং কর্ম্মাকর্ম্মৈব সম্পদ্যত ইত্যেতদর্থং দর্শয়িষ্যন্নাহ ত্যক্ত্বেতি। ত্যক্ত্বা কর্ম্মস্বভিমানং ফলাসঙ্গঞ্চ যথোক্তে জ্ঞানে নিত্য-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রকারং দর্শয়তি স কুতশ্চিদিতি। লোকসংগ্রহাদিনিমিত্তং বিবক্ষিত্বং কর্ম্ম-পরিত্যাগাসম্ভবে সতি তস্মিন্ প্রবৃত্তোঽপি নৈব করোতি কিঞ্চিদিতি সম্বন্ধঃ। কর্ম্মণি প্রবৃত্তো ন করোতি কর্ম্মেতি কথমুচ্যতে তত্রাহ স্বপ্রয়োজনাভাবাদিতি। কথং তর্হি কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে তত্রাহ লোকেতি। প্রবৃত্তেরর্থক্রিয়াকারিত্বাভাবং পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাদিতি ন্যায়েন ব্যাবর্ত্তয়তি পূর্ব্ববদিতি। কথং তর্হি বিবেকিনাম-বিবেকিনাঞ্চ বিশেষঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য কর্ম্মাদৌ সঙ্গাসঙ্গাভ্যামিত্যাহ কর্ম্মণীতি।

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ ত্যক্ত্বেতি। কর্ম্মণি তৎফলে চাসক্তিং ত্যক্ত্বা নিত্যেন নিজানন্দেন তৃপ্তঃ অতএব যোগক্ষেমার্থমাশ্রয়ণীয়রহিতঃ এবম্ভূতো যঃ, স স্বাভাবিকে বিহিতে বা কর্ম্মণি অভিতঃ প্রবৃত্তোঽপি কিঞ্চিদপি নৈব করোতি তস্য কর্ম্ম অকর্ম্মতামাপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

উৎসাহ প্রদর্শন করে না, তাদৃশ ব্যক্তি বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিলেও তাহার কর্ম্ম কখন কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হয় না ॥ ২০ ॥

আভাস।

ক্রমশঃ উত্তরোত্তর যোগ্যতার পরিচয়-লাভার্থ রাজা, বণিক্, এবং বীর-পুরুষ প্রভৃতি অনন্ত প্রকারের ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারে সকলের উপকার করিয়া আপন যোগ্যতার পরিচয় লাভে সুখী ও সম্মানী হইয়া থাকেন। সুতরাং নিজের সুবিধা বা উপকার লাভের প্রত্যাশা না করিয়া, জগতে কেবল পরের

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।

অন্বয়ঃ।

যস্তঃ নিরাশীঃ কামনাবর্জ্জিতঃ, যতচিত্তাত্মা (যতঃ সংযতঃ চিত্তাদি দেহবর্গঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

তৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষো বিষয়েম্বিত্যর্থো নিরাশ্রয় আশ্রয়রহিত আশ্রয়ো নাম যদা-শ্রিত্য পুরুষার্থং সিসাধয়িষ্যতি, দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টফলসাধনাশ্রয়রহিত ইত্যর্থঃ। তেনৈবম্ভূ-তেন স্বপ্রয়োজনাভাবাৎ সসাধনং কর্ম্ম পরিত্যক্তব্যমেবেতি প্রাপ্তে ততো নি-র্গমাসম্ভবাৎ লোকসংগ্রহ-চিকীর্ষয়া শিষ্টবিগর্হণাপরিজিহীর্ষয়া বা পূর্ব্ববৎ কর্ম্মণ্যভি-প্রবৃত্তোঽপি নিষ্ক্রিয়াত্মদর্শন-সম্পন্নত্বান্নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০ ॥

যঃ পুনঃ পূর্ব্বোক্তবিপরীতঃ প্রাগেব কর্ম্মারম্ভাৎ ব্রহ্মণি সর্ব্বান্তরে প্রত্যগাত্মনি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

উক্তেঽর্থে সমনন্তরশ্লোকমবতারয়তি জ্ঞানাগ্নীতি। এতমর্থং দর্শয়িষ্যন্নিমং শ্লোকমা-হেতি যোজনা। যথোক্তং জ্ঞানং কূটস্থাত্মদর্শনং তেন স্বরূপভূতং সুখং সাক্ষাদনুভূয় কর্ম্মণি তৎফলে চ সঙ্গমপাস্য বিষয়েষু নিরপেক্ষশ্চেষ্টতে বিদ্বানিত্যাহ ত্যক্ত্বেত্যাদিনা। ইষ্টসাধনমপেক্ষস্য কুতো নিরপেক্ষত্বমিত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি নিরা-শ্রয় ইতি। যদাশ্রিত্যেতি যচ্ছব্দেন ফলসাধনমুচ্যতে। আশ্রয়-রহিতং ইত্যস্যার্থং স্পষ্টয়তি দৃষ্টেতি। তেন জ্ঞানবতা পুরুষেণৈবম্ভূতেন ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গমিত্যাদিনা বিশেষিতেনেত্যর্থঃ। ততঃ সমাধানাৎ কর্ম্মণঃ সকাশাদিতি যাবৎ। নির্গমাসম্ভবে হেতুমাহ লোকেত্যাদিনা। পূর্ব্ববৎ জ্ঞানোদয়াৎ প্রাগবস্থায়ামিবেত্যর্থঃ। অভি-প্রবৃত্তোঽপি লোকদৃষ্ট্যেতি শেষঃ, নৈব করোতি কিঞ্চিদিতি স্বদৃষ্ট্যেতি দ্রষ্টব্যম্॥ ২০

সত্যপি বিক্ষেপকে কর্ম্মণি কূটস্থাত্মানুসন্ধানস্য সিদ্ধে কৈবল্যহেতুত্বে বিক্ষেপা-

আভাস।

উপকারার্থ প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া নিজের যোগ্যতার পরিচয়ে পরিতৃপ্ত হয় এবং কাহারও নিকট কোনরূপ প্রত্যাশা রাখে না, তাহারা অনন্ত প্রকারের কর্ম্ম করিলেও, কর্ম্ম-জনিত কাল-ভয়ে ভীত হয় না; সুতরাং তাহাদের করা অকরার মধ্যে গণনীয়। বরং তাহাদের কৃত কর্ম্ম সর্ব্ব-ফল-দাতা পরমেশ্বরের চরণে সমর্পণ উপলক্ষে নিরন্তর তাঁহাদের মন তৎপ্রতি পতিত হওয়ায় এবং তাঁহাকে সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বময় ভাবে চিনিতে পারায়, তাহারা চির জীবনের জন্য কৃতার্থ হয়, সন্দেহ নাই॥ ২০ ॥

বন্ধনের কারণই বিষয়াসক্তি! যতকাল ভোগের আশা হৃদয়ে জাগরূক

শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ।

যেন সঃ) ত্যক্তসর্ব্ব-পরিগ্রহঃ (ত্যক্তা আত্মত্বেন ন স্বীকৃতাঃ পরিগ্রহঃ ধনজনাদয়ঃ যেন সঃ) তাদৃশঃ জনঃ কেবলং শারীরং শরীর-নির্ব্বাহকং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং পাপং ন আপ্নোতি ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

নিষ্ক্রিয়ে সংজাতাত্মদর্শনঃ স দৃষ্টাদৃষ্টেষ্ট-বিষয়াশীর্বিবর্জ্জিততয়া দৃষ্টাদৃষ্টার্থে কর্ম্মণি প্রয়োজনমপশ্যন্ সসাধনং কর্ম্ম সংন্যস্য শরীরযাত্রামাত্রচেষ্টঃ যতির্জ্ঞাননিষ্ঠো মুচ্যতে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভাবে সুতরাং তস্য তদ্ধেতুত্বসিদ্ধিরিত্যভিপ্রেত্যাহ—যঃ পুনরিতি। পূর্ব্বোক্ত-বিপরীতত্বং লোকসংগ্রহাদিনিরপেক্ষত্বং, তদেব বৈপরীত্যং স্ফোরয়তি প্রাগেবেতি। সসাধন-সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসে শরীরস্থিতিরপি কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ শরীরেতি। তর্হি তথা-

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ নিরাশীরিতি। নির্গতা আশিষঃ কামনা যস্মাৎ, যতং নিয়তং চিত্তমাত্মা শরীরং চ যস্য, ত্যক্তাঃ সর্ব্বে পরিগ্রহা যেন সঃ, শারীরং শরীরমাত্রনির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশরহিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং বন্ধং ন প্রাপ্নোতি, যোগারূঢ়পক্ষে শরীরনির্ব্বাহমাত্রোপযোগি স্বাভাবিকং ভিক্ষাটনাদি কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং বিহিতা-করণনিমিত্তদোষং ন প্রাপ্নোতি ॥ ২১ ॥

যে ব্যক্তি সাংসারিক আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া, আত্মচিন্তার দ্বারা স্বকীয় অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয়গ্রাম এবং দেহকে পর্য্যন্ত বশীভূত করত বিষয়ের মমতা এবং পারিবারিক আত্মীয়তার মস্তকে কুঠারা-ঘাত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি কেবল দেহযাত্রা নির্ব্বাহার্থে বাহ্যিক কর্ম্ম করিলেও, কর্ম্মপাশে কখন আবদ্ধ হন না ॥ ২১ ॥

আভাস।

থাকে, ততকাল আত্মদর্শনে তাহার প্রবৃত্তি কখন অগ্রসর হয় না; তাহার চেষ্টা বা প্রবৃত্তি বিষয়ের অভিমুখেই ধাবিত হইতে থাকে। বিষয় সমুহ দেহের বা অন্তরের বাহিরে থাকে; আত্মা কিন্তু অন্তরেরও অন্তরে। বহির্মুখা গতির সময়ে অন্তর্মুখা গতির উদয় হয় না। ক রণ পরস্পরে সম্পূর্ণ বিপরীত ভ বাপন্ন। বাহ্যিকের

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইত্যেতমর্থং দর্শয়িতুমাহ—নিরিতি। নিরাশী র্নির্গতা আশিষো যস্মাৎ স নিরাশীঃ যতচিত্তাত্মা চিত্তমন্তঃকরণমাত্মা বাহ্যঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতঃ তাবুভাবপি যতৌ সংযতৌ যেন স যতচিত্তাত্মা। ত্যক্তঃ সর্ব্বঃ পরিগ্রহঃ যেন সঃ ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ শারীরং শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং কেবলং কর্ম্ম তত্রাপি অভিমানবর্জ্জিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি ন প্রাপ্নোতি কিল্বিষম্ অনিষ্টাখ্যং পাপং ধর্ম্মং চ ধর্ম্মোঽপি মুমুক্ষোঃ অনিষ্টরূপত্বাৎ কিল্বিষমেব বন্ধাপাদকত্বাৎ।

কিঞ্চ শারীরং কেবলং কর্ম্মেত্যত্র কিং শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং শারীরং কর্ম্ম অভিপ্রেতম্ আহোস্বিৎ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং শারীরং কর্ম্মেতি। কিঞ্চাতো যদি শরীর-নির্ব্বর্ত্ত্যঃ শারীরং কর্ম্ম, যদি বা শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং শারীরমিতি? উচ্যতে যদা শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ম্ম শারীরমভিপ্রেতং স্যাৎ তদা দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনং কর্ম্ম

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বিধচেষ্টানিবিষ্টচেতস্তয়া সম্যগ্ জ্ঞানবহির্ম্মুখস্য কুতো মুক্তিরিত্যাশঙ্ক্য যথোপদিষ্ট-চেষ্টায়ামনাদরাদৈবমিত্যাহ জ্ঞাননিষ্ঠ ইতি। ইতি দর্শয়িতুমিমং শ্লোকং প্রাহেতি পূর্ব্ববৎ। আশিষঃ প্রার্থনাভেদাস্তৃষ্ণাবিশেষাঃ। আশিষাং বিদুষো নির্গতত্বে হেতুমাহ যতেতি। চিত্তবদাত্মনঃ সংযমনং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ আত্মা বাহ্য ইতি। দ্বয়োঃ সংযমনে সত্যর্থসিদ্ধমর্থমাহ ত্যক্তেতি। সর্ব্বপরিগ্রহপরিত্যাগে দেহ-স্থিতিরপি দুঃস্থা স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ শরীরমিতি। মাত্রশব্দেন পৌনরুক্ত্যাদনর্থকং কেবলং পদমিত্যাশঙ্ক্যাহ তত্রাপীতি।

শরীরং কেবলমিত্যাদৌ শরীরপদার্থং স্ফুটীকর্ত্তুমুভয়থা সম্ভাবনয়া বিকল্পয়তি শারীরমিতি। শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং শারীরমিত্যস্মিন্ পক্ষে কিং দূষণং শরীরস্থিতিমাত্রং শারীরমিত্যস্মিন্ বা পক্ষে কিং ফলমিতি পূর্ব্ববাদী পৃচ্ছতি কিঞ্চেতি। শরীর-নির্ব্বর্ত্ত্যং শারীরমিত্যস্মিন্ পক্ষে সিদ্ধান্তী দূষণমাহ উচ্যত ইতি। শরীরেণ যন্নির্ব্বর্ত্ত্যং তৎ কিং প্রতিষিদ্ধং বিহিতং বা প্রথমে বিরোধঃ স্যাদিত্যাহ যদেতি।

আভাস।

জানা সমাপ্ত হইলে, অন্তরের অভিমুখে চিত্তের গতি আপনা হইতে উদিত হয়। ঋষিগণের উপদিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের দোল-যাত্রার প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, দোলায়মান সিংহাসন (চৌকীকে) পশ্চাদ্ভাগে বা সম্মুখের দিকে দোলাইয়া দিলে, অপর দিকে সে আপনি দুলিয়া আসে। সেইরূপ আমাদের

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রতিষিদ্ধমপি শরীরেণ কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষমিতি ব্রুবতো বিরুদ্ধাভিধানং প্রসজ্যেত।

শাস্ত্রীয়ং চ কর্ম্ম দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনং শরীরেণ কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষমিত্যপি ব্রুবতোঽপ্রাপ্তপ্রতিষেধপ্রসঙ্গঃ। শারীরং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নিতি বিশেষণাৎ কেবলশব্দপ্রয়োগাচ্চ বাঙ্মনসনির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ম্ম বিধিপ্রতিষেধবিষয়ং ধর্ম্মাধর্ম্মশব্দবাচ্যং কুর্ব্বন্ ন আপ্নোতি কিল্বিষমিত্যুক্তং স্যাৎ। তত্রাপি বাঙ্মনোভ্যাং বিহিতানুষ্ঠানপক্ষে কিল্বিষপ্রাপ্তিবচনং বিরুদ্ধমাপদ্যেত। প্রতিষিদ্ধসেবাপক্ষেঽপি ভূতার্থানুবাদমাত্রমনর্থকং স্যাৎ। যদা তু শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং শারীরং কর্ম্মাভিপ্রেতং

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

প্রতিষিদ্ধাচরণেঽপি নানিষ্টপ্রাপ্তিরিত্যুক্তে প্রতিষেধ-শাস্ত্রবিরোধঃ স্যাদিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়-বিহিত-করণে সত্যনিষ্টপ্রাপ্ত্যভাবাদপ্রাপ্তপ্রতিষেধঃ স্যাদিত্যাহ শাস্ত্রীয়ঞ্চেতি। দৃষ্টপ্রয়োজনং শারীর-কর্ষ্যাদিকং কর্ম্মাদৃষ্টপ্রয়োজনং স্বর্গসাধনং জ্যোতিষ্টোমাদিকঞ্চ কর্ম্মেতি বিভাগঃ। শরীর-নির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ম্ম শারীরমভিমতমিতি পক্ষে দূষণান্তরমাহ শারীরমিতি। বাচা মনসা বা কর্ম্মণোঽনুষ্ঠানে সংন্যাসিনো ভবত্যেব কিল্বিষপ্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ তত্রাপীতি। বাঙ্মনোভ্যাং বিহিতানুষ্ঠানে বা প্রতিষিদ্ধকরণে বা কিল্বিষপ্রাপ্তিঃ সংন্যাসিনঃ স্যাদিতি বিকল্প্য আদ্যে জপধ্যানবিধিবিরোধঃ স্যাদিত্যুক্ত্বা দ্বিতীয়ং দূষয়তি প্রতিষিদ্ধেতি। শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ম্ম শারীরমিতি পক্ষমেবং

আভাস।

চিত্তকে ভোগের অভিমুখে অগ্রসর করাইলে, ভোগের পরিচয় পাইবার পরই চিত্ত পুনরাবৃত্তির দ্বারা অন্তরে আত্মাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই প্রকারে উভয় ভোগ এবং ভোগকর্ত্তা এই উভয় দিকে আমাদের চিত্ত নিরন্তর দুলিতেছে। অতএব উভয় পক্ষের পরিচয় গ্রহণ করাই চিত্তের এক মাত্র উদ্দেশ্য; পরিচয় পাইলেই চিত্তের দোলন থামিয়া যায়। উভয় পক্ষের পূর্ণ পরিচয় যদবধি প্রত্যক্ষে প্রাপ্ত হওয়া না যায়, ততক্ষণই দোলন থাকে; সুস্পষ্ট পরিচয় পাইবা মাত্র, চিত্ত সংযত হইয়া, আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে। ভোগের পরিচয় পাইলেই, অর্থাৎ তাহাকে আপাতত মনোরম ও সত্যবৎ প্রতীত হইলেও পরিণামে মিথ্যা, দুঃখপ্রদ ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বুঝিলে বিচার-বুদ্ধি চির জীবনের মত বিষয়কে তাচ্ছিল্য করিয়া পূর্ণ পরমানন্দ-স্বরূপ পরমাত্মার অংশভূত আত্ম স্বরূপে স্থির ভাবে অবস্থান করিতে পারে। তখন তাহার চিত্ত এবং দেহাদি

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।

অন্বয়ঃ।

যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্টঃ যথাগত-লাভেন সন্তুষ্টঃ দ্বন্দ্বাতীতঃ সুখদুঃখাদিরহিতঃ,

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভবেৎ;তদা দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনং কর্ম্ম বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রগম্যং শরীরবাঙ্মনোনির্ব্বর্ত্ত্যম্ অন্যদকুর্ব্বন্ তৈরেব শরীরাদিভিঃ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং কেবলশব্দপ্রয়োগাদহং করোমীত্যভিমানবর্জ্জিতঃ শরীরাদিচেষ্টামাত্রং লোকদৃষ্ট্যা কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্। এবংভূতস্য পাপশব্দবাচ্যকিল্বিষপ্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ কিল্বিষং সংসারং নাপ্নোতি জ্ঞানাগ্নিদগ্ধসর্ব্বকর্ম্মত্বাৎ অপ্রতিবন্ধেন মুচ্যতে এবেতি পূর্ব্বোক্ত-সম্যগ্-দর্শনফলানুবাদ এবৈষঃ! এবং শারীরং কেবলং কর্ম্মেত্যস্যার্থস্য পরিগ্রহে নিরবদ্যং ভবতি ॥ ২১

ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহস্য যতেরন্নাদেঃ শরীরস্থিতিহেতোঃ পরিগ্রহস্যাভাবাৎ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রতিক্ষিপ্য দ্বিতীয়পক্ষে লাভং দর্শয়তি যদা স্থিতি। অন্নদেহস্থিতিপ্রয়োজনাৎ কর্ম্মণঃ সকাশাদিতি শেষঃ। তত্রাপি বিদুষঃ স্বদৃষ্ট্যা ন প্রবৃত্তিরিতি সূচয়তি লোকেতি। বিধানুক্তয়া রীত্যা বর্ত্তমানো নাপ্নোতি কিল্বিষমিত্যত্র বিবক্ষিতমর্থমাহ এবম্ভূতস্যেতি। বিধিনিষেধগম্যং কর্ম্ম দেহস্থিতিহেতুব্যতিরিক্তমকুর্ব্বত ইত্যর্থঃ। শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষমিত্যস্যোক্তেন প্রকারেণ পরিগ্রহে শারীরং কেবলমিতি বিশেষণদ্বয়ং নির্দ্দোষং সিধ্যতীতি ফলিতমাহ এবমিতি ॥ ২১ ॥

পূর্ব্বশ্লোকেন সঙ্গতিং দর্শয়ন্নুত্তরশ্লোকমুখাপয়তি ত্যক্তেতি। অন্নাদেরিত্যাদি-

অভিসন্ধি বা চেষ্টা ব্যতীত ঈশ্বরেচ্ছায় যাহা উপস্থিত হয়, সেই ভোগেই যাহার হৃদয় সর্ব্বদা আনন্দপূর্ণ; প্রয়োজন বোধে বিমর্ষ

আভাস।

ইন্দ্রিয়বর্গ নিশ্চিন্ত বেশ ধারণে, ধন-জনাদি পরিবার-বর্গের মুখাপেক্ষা আর করে না; কেবল প্রারব্ধের পরিসমাপ্তির উপলক্ষে দেহধারণ পূর্ব্বক তদুচিত ভোগ-ব্যাপারে বিনা আসক্তিতে কালাতিপাত করিয়া থাকেন। দেহ ধারণের উপলক্ষে কৃত যাবদীয় ভোগের অনুরোধে আর তাঁহাকে পুনরাবৃত্তির স্রোতে পতিত হইতে হয় না; বা পাপ স্পর্শ করে না ॥ ২১ ॥

এই শ্লোকে ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তির মনোগত ভাবের পরিচয় প্রদান করা

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।

বিমৎসরঃ বৈরতা-বর্জ্জিতঃ, তথা সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ হর্ষবিষাদ-রহিতঃ জনঃ বিহিতং স্বাভাবিকং চ কর্ম্ম কৃত্বা অপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যাচনাদিনা শরীরস্থিতৌ কর্ত্তব্যতায়াঃ প্রাপ্তায়াং "অযাচিতমসংক্লৃপ্তমুপপন্নং যদৃচ্ছয়া" ইত্যাদিনা বচনেনানুজ্ঞাতং যতেঃ শরীরস্থিতিহেতোরন্নাদেঃ প্রাপ্তিদ্বারম্, আবিষ্কুর্ব্বন্নাহ যদৃচ্ছেতি। যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্টোঽপ্রার্থিতোপনতো লাভঃ যদৃচ্ছালাভঃ তেন সন্তুষ্টঃ সংজাতালম্প্রত্যয়ঃ দ্বন্দ্বাতীতো দ্বন্দ্বৈঃ শীতোষ্ণাদিভি হন্যমানোঽপি অবিষন্নচিত্তঃ দ্বন্দ্বাতীতো উচ্যতে। বিমৎসরো বিগতমৎসরো নির্ব্বৈরবুদ্ধিঃ সমস্তুল্যঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শব্দেন পাত্রকাচ্ছাদনাদি গৃহ্যতে, যাচ্ঞাদিনেত্যাদিপদেন সেবাকৃষ্যাদ্যুপাদীয়তে, ভিক্ষাটনার্থমুদ্যোগাৎ প্রাক্‌কালে কেনাপি যোগ্যেন নিবেদিতং ভৈক্ষ্যমযাচিতং অভিশপ্তং পতিতঞ্চ বর্জ্জয়িত্বা সঙ্কল্পমন্তরেণ পঞ্চভ্যঃ সপ্তভ্যো বা গৃহেভ্যঃ সমানীতং ভৈক্ষ্যমসংক্লৃপ্তং সিদ্ধমন্নং ভক্তজাতৈঃ স্বসমীপমুপানীতমুপপন্নং যদৃচ্ছয়া স্বকীয় প্রযত্নব্যতিরেকেণেতি যাবৎ, আদিশব্দেন, মাধুকর্য্যমসংক্লৃপ্তং প্রাক্ প্রণীতমযাচিতং। তাৎকালিকোপপন্নঞ্চ ভৈক্ষ্যং পঞ্চবিধং স্মৃতমিত্যাদি গৃহ্যতে। আবিষ্কু-

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ যদৃচ্ছা-লাভেতি। অপ্রার্থিতোপস্থিতো লাভো যদৃচ্ছালাভস্তেন সন্তুষ্টঃ, দ্বন্দ্বানি শীতোষ্ণাদীন্যতীতোঽতিক্রান্তস্তৎসহনশীল ইত্যর্থঃ, বিমৎসরো নির্ব্বৈরঃ, যদৃচ্ছালাভস্যাপি সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সমো হর্ষবিষাদরহিতঃ য এবম্ভূতঃ স পূর্ব্বোত্তর-ভূমিকয়োর্যথাযথং বিহিতং স্বাভাবিকং বা কর্ম্ম কৃত্বা বন্ধং ন প্রাপ্নোতি ॥ ২২ ॥

না হইয়া সুখ বা দুঃখে যাহার চিত্ত আন্দোলিত হয় না, সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে কোন রূপ ভ্রূক্ষেপও নাই ; এবং কাহাকেও কখন তজ্জন্য দোষারোপ করে না, তাদৃশ ব্যক্তি সকল কর্ম্ম করিয়াও কিছুতে দায়-ভাগী হন না ॥ ২২ ॥

আভাস।

হইয়াছে। ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তি প্রারব্ধ-জনিত দেহ-ভেলায় আরোহণ করিয়া সংসার-স্রোতে আপনাকে ভাসমান বিবেচনা করিয়া, কোন দিকে দিক্‌পাত

শাঙ্করভাষ্যম্।

যদৃচ্ছালাভস্য সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ। য এবম্ভূতো যতিরন্নাদেঃ শরীরস্থিতিহেতো র্লাভালাভয়োঃ সমঃ হর্ষবিষাদবর্জ্জিতঃ কর্ম্মাদৌ অকর্ম্মাদিদর্শী যথাভূতাত্মদর্শননিষ্ঠঃ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনে ভিক্ষাটনাদিকর্ম্মণি শরীরাদিনির্ব্বর্ত্ত্যে "নৈব কিঞ্চিৎ করোম্যহং" "গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তে" ইত্যেবং সদা সংপরিচক্ষাণ আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাভাবং পশ্যন্ নৈব কিঞ্চিদ ভিক্ষাটনাদিকং কর্ম্ম করোতি লোকব্যবহার-সামান্যদর্শনেন তু লৌকিকৈরারোপিতকর্ত্তৃত্বে ভিক্ষাটনাদৌ কর্ম্মণি কর্ত্তা ভবতি। স্বানুভবেন তু শাস্ত্রপ্রমাণাদি-জনিতেন অকর্ত্তৈব। স এবং পরাধ্যারোপিতকর্তৃত্বং শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং ভিক্ষাটনাদিকং কর্ম্ম কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে বন্ধহেতোঃ কর্ম্মণঃ সহেতুকস্য জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধত্বাদিত্যুক্তানুবাদ এবৈষঃ॥ ২২ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বর্ত্তমানং বাক্যমাহেতি যোজনীয়ং। পরোৎকর্ষামর্ষপূর্ব্বিকা স্বস্যোৎকর্ষা বাঞ্ছা বিগতা যস্মাদিতি ব্যুৎপত্তিমাশ্রিত্য বিবক্ষিতমর্থমাহ নির্ব্বৈরেতি। সংক্ষেপতো দর্শিতমর্থং বিশদয়তি যএবম্ভূত ইতি। তথাপি প্রকৃতস্য যতের্ভিক্ষাটনাদিকর্তৃত্বং প্রতিভাতি তদভাবে ভিক্ষাটনাদ্যভাবে ন জীবনাভাবপ্রসঙ্গাদিত্যাশঙ্ক্যাহ লোকেতি। লৌকি-কৈরবিবেকিভিঃ সহ ব্যবহারস্য স্নানাচমনভোজনাদিলক্ষণস্য বিদুষ্যপি সামান্যেন দর্শনাৎ তদনুসারেণ লৌকিকৈরধ্যারোপিত-কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্বিদ্বানপি লোকদৃষ্ট্যা ভিক্ষাটনাদৌ কর্তৃত্বমনুভবতীত্যর্থঃ। কথং তর্হি তস্যাকর্তৃত্বং তত্রাহ স্বানুভবেনেতি। যদৃচ্ছেত্যাদিপাদত্রয়ং ব্যাখ্যায় কৃত্বাপীত্যাদিচতুর্থপাদং ব্যাচষ্টে স এবমিতি। ভিক্ষাটনাদিনা প্রাতিভাসিকেন কর্ম্মণা বিদুষো বন্ধভাবেঽপি কর্ম্মান্তরেণ নিব-দ্ধত্বং ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ বন্ধেতি। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধত্বাদিত্যেবং শারীরং কেবল-মিত্যাদাবুক্তস্যায়মনুবাদ ইতি যোজনা, যথোক্তস্য কর্ম্মণো যুক্ত্যা মহাবিরোধা-ভ্যুপগমসূচনার্থোঽপিশব্দঃ॥ ২২ ॥

আভাস।

নিরূপণ রাখে না। কোন আশার আশয়ে হৃদয়কে ব্যথিত বা আনন্দিত হইতে দেয় না। প্রারব্ধের ফলে যাহাই উপস্থিত হয়, তাহাতেই তুষ্ট; ক্ষুধা বা পিপাসায় প্রাণান্তকাল উপনীত দেখিয়াও, আনন্দচিত্তে তাহা আলিঙ্গন করে। কারণ তিনি ভাবেন, সংসার-জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি-লাভের প্রধান উপায়ই সমভাবে উভয়কে সহ্য করা। প্রয়োজনের পূরণ হউক বা নাই হউক, উৎ-ক্ষিপ্ত হইয়া, যথেচ্ছ আচরণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে॥ ২২ ॥

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।

অতঃ গতসঙ্গস্য আসক্তি শূন্যস্য, অতএব (রাগাদিভিঃ), মুক্তস্য যতঃ জ্ঞানাবস্থিত-চেতসঃ জ্ঞানে স্বকীয়চিদাত্ম স্বরূপে চেতঃ চিত্তং যস্য, যজ্ঞায় সংসার-চক্র-নির্বাহায় কর্ম্ম আচরতঃ সতঃ তস্য সমগ্রং পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-বাসনা-সহিতং কর্ম্ম প্রবিলীয়তে বিনশ্যতি ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং ইত্যনেন শ্লোকেন যঃ প্রারব্ধকর্ম্মা সন্ যদা নিষ্ক্রিয়-ব্রহ্মাত্মদর্শন-সম্পন্নঃ স্যাৎ তদাত্মানঃ কর্তৃকর্ম্মপ্রয়োজনাভাবদর্শিনঃ কর্ম্মপরিত্যাগে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

গতসঙ্গস্যেত্যাদিশ্লোকস্য ব্যবহিতেন সম্বন্ধং বক্তুং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি ত্যক্তেতি। অনেন শ্লোকেন নৈব কিঞ্চিৎ করোতি স ইত্যত্র কর্ম্মাভাবঃ প্রদর্শিত ইতি সম্বন্ধঃ। কস্য কর্ম্মাভাবপ্রদর্শনমিত্যাশঙ্কায়ামাহ যঃ প্রারব্ধেতি। প্রারব্ধকর্ম্মা

বিষয়ের সংসর্গ-জনিত আসক্তিতে যে আবদ্ধ হয় না, নিরন্তর আত্ম-স্বরূপের এবং পরমাত্ম-স্বরূপের চিন্তায় যাহার চিত্ত একনিষ্ঠ ভাবে অবস্থান করে, সে ব্যক্তি দেহ সত্ত্বেও জীবন্মুক্তের ন্যায় বিচরণ করে; এবং সংসার-চক্রের নিয়তি অনুসারে যাজ্ঞিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা আসক্ত হইবার কথা দূরে থাকুক, বরং তাঁহার পূর্ব্ব সঞ্চিত হৃদয়ের আমূল কর্ম্ম-সংস্কার পর্য্যন্ত বিলীন হইয়া যায় ॥ ২৩ ॥

আভাস।

যিনি বিষয়াসক্তিকে বিসর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনিই এই সংসারে প্রকৃত মুক্ত পুরুষ। এতদ্ব্যতীত যে ব্যক্তি স্বকীয় জ্ঞান-ভাব চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে চিত্ত সংযত করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এখানে যজ্ঞশব্দে এক বিষ্ণুকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার-কার্য্যের সূক্ষ্ম নিয়ম-মূর্ত্তিতে জগতের অন্তর বাহিরে নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন, সেই নিয়ম-শক্তির অনুসরণ বা প্রতিপালন করাই ভগবদ্ভক্তি বা ঈশ্বরপ্রেম। জগৎকার্য্যের নিয়ম প্রতিপালনই ভগবানের আজ্ঞা-

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রাগেব কুতশ্চিন্নিমিত্তাত্তদসম্ভবে সতি পূর্ব্ববত্তস্মিন্ কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি স ইতি চ কর্ম্মাভাবঃ প্রদর্শিতঃ। যস্যৈবং কর্ম্মাভাবো দর্শিতস্তস্যৈব গতসঙ্গস্যেতি। গতসঙ্গস্য সর্ব্বতো নিবৃত্তাসক্তের্মুক্তস্য নিবৃত্তধর্ম্মাদিবন্ধনস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসো জ্ঞানেএব অবস্থিতং চেতো যস্য সোঽয়ং জ্ঞানাবস্থিতচেতা তস্য যজ্ঞায় যজ্ঞনির্বৃত্ত্যর্থমাচরতো নির্ব্বর্ত্তয়তঃ কর্ম্ম সমগ্রং সহাগ্রেণ কর্ম্মফলেন বর্ত্ততে ইতি সমগ্রং কর্ম্ম তৎসমগ্রং প্রবিলীয়তে বিনশ্যতীত্যর্থঃ॥ ২৩॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নন্ যোঽবতিষ্ঠতে তস্য কর্ম্মাভাবঃ প্রদর্শিতশ্চেদ্বিরোধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাবস্থাবিশেষে তৎপ্রদর্শনার্থমেবমিত্যাহ যদেতি। নহু জ্ঞানবতঃ ক্রিয়াকারক-ফলাভাবদর্শিনঃ কর্ম্মপরিত্যাগশ্রৌব্যাৎ কর্ম্মাভাব-বচনমপ্রাপ্তপ্রতিষেধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ আত্মন ইতি। লোকসংগ্রহাদিনিমিত্তং প্রাগেবোক্তমবিদ্যাবস্থায়ামিব পূর্ব্ববদিত্যুক্তম্। এবং বৃত্তমনূদ্যোত্তরশ্লোকমবতারয়তি যস্যেতি। যথোক্তস্যাপি বিদ্যাবতো মুক্তস্য ভগবৎপ্রীত্যর্থং কর্ম্মানুষ্ঠানোপলম্ভাৎ ততো বন্ধারম্ভঃ স্যাদ্যেতেত্যাশঙ্ক্যাহ যজ্ঞায়েতি। ধর্ম্মাধর্ম্মাদীত্যাদিশব্দেন রাগদ্বেষাদিসংগ্রহঃ, তস্য বন্ধনত্বং করণব্যুৎপত্ত্যা প্রতিপত্তব্যম্। যজ্ঞনির্বৃত্ত্যর্থং যজ্ঞশব্দিতস্য ভগবতো বিষ্ণোর্নারায়ণস্য প্রীতিসম্পত্ত্যর্থমিতি যাবৎ। জ্ঞানমেব বাঞ্ছতো জ্ঞানস্য প্রতিবন্ধকং কর্ম্ম পরিশঙ্কিতং পরিহরতি কর্ম্মেতি। সমগ্রেণেত্যঙ্গীকৃত্য ব্যাচষ্টে সহেত্যাদিনা॥ ২৩॥

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ গতেতি। গতসঙ্গস্য নিষ্কামস্য রাগাদিভির্মুক্তস্য জ্ঞানেঽবস্থিতং চেতো যস্য, যজ্ঞায় পরমেশ্বরারাধনার্থং কর্ম্ম চরতঃ সতঃ সমগ্রং সবাসনং কর্ম্ম প্রবিলীয়তে অকর্ম্মভাবমাপদ্যতে, আরূঢ়যোগপক্ষে যজ্ঞায় যজ্ঞরক্ষণার্থং লোকসংগ্রহার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বত ইত্যর্থঃ॥ ২৩॥

আভাস।

প্রতিপালন! ভগবানের আজ্ঞা প্রতিপালন উপলক্ষে সংসার-কার্য্য করিলে, নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমান পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তি মুক্তপুরুষ নামে অভিহিত হন; কারণ প্রারব্ধ ভোগের মধ্যেই তাঁহার সঞ্চিত কর্ম্মসকল তাহার ফলের সহিত বিনষ্ট হইয়া যায়॥ ২৩॥

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ।

(সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইতি জ্ঞানেন কর্ম্ম কর্ত্তব্যং যথা) অর্পণং ব্রহ্ম, হবিঃ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম এব অগ্নিঃ তস্মিন্, ব্রহ্মণা কর্ত্রা হুতং এবং ব্রহ্মণি এব কর্ম্মাখ্যকে সমাধিঃ চিত্তৈকাগ্র্যং যস্য তেন ব্রহ্মকর্ম্ম-সমাধিনা জনেন ব্রহ্মএব গন্তব্যং প্রাপ্যং নতু ফলান্তরং ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ ক্রিয়মাণং কর্ম্ম স্বকার্য্যারম্ভমকুর্ব্বন্ সমগ্রং প্রবিলীয়ত

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম ইতি স্মৃতিমাশ্রিত্য শঙ্কতে কস্মাদিতি। সমস্তস্য ক্রিয়াকারক-ফলাত্মকস্য দ্বৈতস্য ব্রহ্মমাত্রত্বেন বাধিতত্বাৎ ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মমাত্রস্য কর্ম্ম

স্বামিকৃতটীকা।

তদেবং পরমেশ্বরারাধনলক্ষণং কর্ম্ম জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাদকর্ম্মৈব: আরূঢ়াবস্থায়াস্ত অকর্ত্রাত্মজ্ঞানবাধিতত্বাৎ স্বাভাবিকমপি কর্ম্ম অকর্ম্মৈবেতি কর্ম্মণ্য-কর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যনেনোক্তঃ কর্ম্মপ্রবিলয়ঃ প্রপঞ্চিতঃ, ইদানীং কর্ম্মণি তদঙ্গেষু চ ব্রহ্মৈবানুস্যূতং পশ্যতঃ কর্ম্মপ্রবিলয়মাহ ব্রহ্মার্পণমিতি। অর্প্যতেঽনেনেত্যর্পণং

তখন তাঁহার সমীপে বিচিত্র জগৎ প্রত্যক্ষত প্রতীত হইলেও, তিনি সেই ব্রহ্মময় ভাবে তাহা প্রতীত করিয়া থাকেন। অগ্নিতে আহুতি প্রদান-রূপ যাবদীয় কর্ম্ম ব্যাপারকে ব্রহ্মশক্তির পরিচালন বলিয়া জ্ঞান করেন; আহুতির পদার্থ হবিকে, আহুতির আধার অগ্নিকে এবং আহুতি প্রদানের কর্ত্তা ঋত্বিক্‌কে ব্রহ্মময় জ্ঞান করায়, তিনি ব্রহ্মময় ভাবে পরিণত হন; সন্দেহ নাই। অহো অর্জ্জুন! সর্ব্বত্র ব্রহ্মচিন্তনের পরিণাম ফলই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ॥ ২৪ ॥

আভাস।

যাঁহার অন্তর হইতে ভ্রম-জ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, তাঁহার প্রমাজ্ঞান চির-জাগরূক থাকে। মিথ্যাকে সত্যজ্ঞানে উপলব্ধি করাই অজ্ঞান। জগৎ দেখিতেছি; বস্তুজ্ঞানে বুঝিতেছি; সুতরাং তাহাকেই যে সত্য বলিয়া প্রতীতি

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

ইত্যুচ্যতে যতঃ ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মার্পণং যেন করণেন প্রকারেণ ব্রহ্মবিদ্ধবিরগ্নাবর্পয়তি তদ্ ব্রহ্মৈবেতি পশ্যতি তস্যাত্মব্যতিরেকেণাভাবং পশ্যতি যথা শুক্তিকায়াং রজতাভাবং পশ্যতি তদুচ্যতে ব্রহ্মৈবার্পণমিতি যথা যদ্রজতং তচ্ছুক্তিকৈবেতি, ব্রহ্ম অর্পণমিত্যসমস্তে পদে যদর্পণবুদ্ধ্যা গৃহ্যতে লোকে তদস্য ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ, ব্রহ্ম হবিস্তথা যদ্ধবির্ব্বুদ্ধ্যা গৃহ্যমাণং তদ্ ব্রহ্মৈবাস্য তথা ব্রহ্মাগ্নাবিতি সমস্তং পদমগ্নিরপি ব্রহ্মৈব যত্র হূয়তে ব্রহ্মণা কর্ত্রা ব্রহ্মৈব, কর্ত্তেত্যর্থঃ যত্তেন হুতং হবনক্রিয়াপি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রবিলীয়তে সর্ব্বমিতি যুক্তমিত্যাহ উচ্যত ইতি। ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মৈব সর্ব্বং ক্রিয়াকারক-ফলজাতং দ্বৈতমিত্যত্র হেতুত্বেনানন্তরশ্লোকমবতারয়তি যত ইতি। অর্পণশব্দস্য করণাবিষয়ত্বং দর্শয়ন্নর্পণং ব্রহ্মেতি পদদ্বয়পক্ষে সামানাধিকরণ্যং সাধয়তি যেনেতি। যদ্রজতং সা শুক্তিরিতিবৎ বাধায়ামিদং সামানাধিকরণ্যমিত্যাহ তস্যেতি। তত্র দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। উক্তেঽর্থে পদদ্বয়মবতারয়তি তদুচ্যত ইতি। উক্তমেবার্থং স্পষ্টয়তি যথা যদিতি। সমাস-সংখ্যাং ব্যাবর্ত্তয়তি ব্রহ্মেতি। পদদ্বয়পক্ষে বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি যদর্পণেতি।

স্বামিকৃতটীকা।

জুহ্বাদি তদপি ব্রহ্মৈব, অর্প্যমাণং হবিরপি ঘৃতাদিকং ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মৈবাগ্নিস্তস্মিন্ ব্রহ্মণা কর্ত্রা হুতং, হোমোঽগ্নিশ্চ কর্ত্তা চ ক্রিয়া চ ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ, এবং ব্রহ্মণ্যেব কর্ম্মাত্মকে সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং যস্য তেন ব্রহ্মৈব গন্তব্যং প্রাপ্যং ন তু ফলান্তরমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

আভাস

করা, তাহার নামই অজ্ঞান। কারণ যাহাকে যেরূপ ধারণায় দেখি, তাহা যদি প্রকৃত তাহা না হয়, তাহা হইলে তাদৃশ ধারণাকে ভ্রম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ভূমিতে পতিত শুক্তিকা খণ্ডকে রৌপ্য বলিয়া ধারণা করিবার নামই ভীষণ ভ্রম বা অবিদ্যা। এই অবিদ্যার কুহকে সমগ্র জগৎ মোহাচ্ছন্ন। অনন্ত পদার্থ মানবের সমক্ষে বিচিত্র বেশে বস্তু বলিয়া পরিচিত হইতেছে। নিজেদের প্রয়োজন মত তদ্দ্বারা অভাবেরও প্রতিকার হইতেছে, সুতরাং দৃশ্য পদার্থকেই সত্যবৎ প্রতীত হওয়া, কিছু অসঙ্গত নহে। তবে সাধারণ দৃষ্টিতে বস্তুকে সত্যবৎ প্রতীত হইলেও, বিচক্ষণ বুদ্ধির আশ্রয়ে বিচরা

শাঙ্করভাষ্যম্।

তৎ ব্রহ্মৈব যৎ তেন গন্তব্যং ফলং তদপি ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ব্রহ্মৈব কর্ম্ম ব্রহ্মকর্ম্ম তস্মিন্ সমাধির্যস্য স ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিঃ তেন ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ব্রহ্মৈব গন্তব্যমেবং লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুণাপি ক্রিয়মাণং কর্ম্ম পরমার্থতোঽকর্ম্ম ব্রহ্মবুদ্ধ্যুপমৃদিতত্বাত্তদেবং সতি নিবৃত্তকর্ম্মণোঽপি সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসিনঃ সম্যগ্দর্শন-স্তুত্যর্থং যজ্ঞত্বসম্পাদনং জ্ঞানস্য সুতরামুপপদ্যতে যদর্পণাদ্যধিযজ্ঞে প্রসিদ্ধং তদস্যা-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ব্রহ্ম হবিরিতি পদদ্বয়মবতার্য্য ব্যাচষ্টে ব্রহ্মেত্যাদিনা। যদর্পণবুদ্ধ্যা গৃহ্যতে তদ্ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মৈবেতি যথোক্তং তথেহাপীত্যাহ তথেতি। অস্যেতি ষষ্ঠী ব্রহ্মবিদমধিকরোতি। পূর্ব্ববদসমাসমাশঙ্ক্য ব্যাবর্ত্তয়ন্ পদান্তরমবতার্য্য ব্যাকরোতি তথেতি। প্রাগুক্তসমাসবদিতি ব্যতিরেকঃ; তত্র বিবক্ষিতমর্থমাহ অগ্নি-রপীতি। ব্রহ্মণেতি পদস্যাভিমতমর্থমাহ ব্রহ্মণেতি কর্ত্রাহুরত ইতি সম্বন্ধঃ।। কর্ত্তা ব্রহ্মণঃ সকাশাদ্ব্যতিরিক্তো নাস্তীত্যেতদভিপ্রেতমিত্যাহ ব্রহ্মৈবেতি। হুতমিত্যস্য বিবক্ষিতমর্থমাহ যত্তেনেতি। ব্রহ্মৈব তেনেত্যাদিভাগং বিভজতে ব্রহ্মৈবেত্যাদিনা। ব্রহ্মকর্ম্মেত্যাদ্যবতার্য্য ব্যাকরোতি ব্রহ্মেতি। কর্ম্মত্বং ব্রহ্মণো জ্ঞেয়ত্বাৎ প্রাপ্যত্বাচ্চ প্রতিপত্তব্যম্। এবং ব্রহ্মার্পণমন্ত্রস্য অক্ষরার্থমুক্ত্বা তাৎপর্য্যার্থমাহ এব-মিতি। নিবৃত্তকর্ম্মাণং সন্ন্যাসিনং প্রতি কথমস্য মন্ত্রস্য প্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ

আভাস।

করা প্রয়োজন যে, যাহাকে সত্য বলিয়া মনে করা যায়, তাহারা প্রকৃত সত্য কি না! কারণ যাহা দেখি, ক্ষণকাল পরে তাহা সে বেশে আর অবস্থান করে না। এমন কি কিছুকাল পরে তাহার অস্তিত্বই থাকে না। এবং কিছুদিন পূর্ব্বে তাহা আদৌ ছিল না। কোথা হইতে ফুটিয়া বাহির হয়, কিছুদিন সত্যের মত প্রতীত হয়, আবার কোথায় লুকাইয়া যায়। পদার্থকে সত্য বলিলে, সে চিরকালই থাকিত তবে আদাবন্তে চ যৎ নাস্তি, মধ্যেঽপি তৎ তথা" ; অর্থাৎ আদিতে অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা ছিল না, এবং পরেও যাহা থাকিবে না, কয়এক ক্ষণমাত্র বা দিবসের জন্য যাহা আছে বলিয়া প্রতীত হইতেছে, তাহাকে পূর্ব্বাপরের মত না থাকার মধ্যেই গণনা করিতে হয়। এক্ষণে বিচারে বুঝিতে পারি যে, সংসারে বস্তু বলিয়া বা সত্যবোধে যাহাকেই প্রতীত করা হউক না, সকলেই উৎপত্তি এবং ধ্বংস-পথের পথিক! কেবল একটী পদার্থ আছে যে, অবিচ্ছিন্ন-মূর্ত্তিতে এই উৎপত্তি, স্থিতি এবং ধ্বংসশীল

শাঙ্করভাষ্যম্।

খ্যাত্মব্রহ্মৈব পরমার্থদর্শিনি ইতি অন্যথা সর্ব্বস্য ব্রহ্মত্বেহর্পণাদীনামেব বিশেষতো ব্রহ্মত্বাভিধানমনর্থকং স্যাৎ তস্মাৎ ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বমিত্যভিজানতঃ বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মাভাবঃ কারকবুদ্ধ্যভাবাচ্চ, ন হি কারকবুদ্ধিরহিতং যজ্ঞাখ্যং কর্ম্ম দৃষ্টং সর্ব্বমেবাগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্মশব্দসমর্পিতদেবতাবিশেষ-সম্প্রদানাদিকারকবুদ্ধিমৎ কর্ত্রভিমানফলাভিসন্ধিমচ্চ দৃষ্টং নোপমৃদিতক্রিয়াকারক-কর্ম্মফলভেদবুদ্ধিমৎ কর্তৃত্বা-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নিবৃত্তেতি। যথা বাহ্যযজ্ঞানুষ্ঠানাসমর্থস্যাজ্ঞস্য সঙ্কল্পাত্মকযজ্ঞো দৃষ্টস্তথা জ্ঞানস্য যজ্ঞত্বসম্পাদনং স্তুত্যর্থং সুতরামুপপদ্যতে তেন স্তুতিলাভাৎ কল্পনায়াঃ স্বাধীনত্বাদ্বেত্যর্থঃ। জ্ঞানস্য যজ্ঞত্ব-সম্পাদনমভিনয়তি যদর্পণাদীতি। কেন প্রমাণেনাত্র যজ্ঞত্বসম্পাদনমবগতমিত্যাশঙ্ক্য অর্পণাদীনাং বিশেষতো ব্রহ্মত্বাভিধানানুপপত্ত্যেত্যাহ অন্যথেতি। জ্ঞানস্য যজ্ঞত্বে সম্পাদিতে ফলিতমাহ তস্মাদিতি। আত্মৈবেদং সর্ব্বমিত্যাত্মব্যতিরেকেণ সর্ব্বস্যাবস্তুত্বং প্রতিপাদ্যমানস্য কর্ম্মাভাবে হেত্বন্তরমাহ কারকেতি। কারকবুদ্ধেস্তেষ্বভিমানস্যাভাবেহপি কিমিতি কর্ম্ম ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি। উক্তমেবান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং দ্রঢয়তি সর্ব্বমেবেতি ইন্দ্রায়েত্যাদিনা শব্দেন সমর্পিতো দেবতাবিশেষঃ সম্প্রদান-কারকমাদিশব্দাদ্ব্রীহ্যাদিকরণকারকং তদ্বিষয়বুদ্ধিমৎকর্ত্তাহস্মীত্যভিমানপূর্ব্বকে মোক্ষফলমস্তেতি ফলাভি-

আভাস।

পদার্থকে প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রতীত করিতেছে। তাহার আর অভাব কখনই ঘটে না। মাস, দিন, বৎসর এবং বাল্য যৌবন এবং জরা প্রভৃতি কতই কাল এবং অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে, সাক্ষিরূপে বিদ্যমান জ্ঞানের আর পরিবর্ত্তন নাই। সুখই আসুক দুঃখই আসুক, তুল্যভাবে যাহা সকলকে অনুভব করিতেছে, সেই আমার আমি-জ্ঞানের ত কোন পরিবর্ত্তন নাই। বাল্যে যে আমি ছিলাম, যৌবনেও সেই আমিই থাকি এবং বার্দ্ধক্যেও সেই আমি বলিতে বা ভাবিতে ত কোন ত্রুটি করি না। অতএব জ্ঞানের যতই বিষয় হউক, সবই অনিত্য! কিন্তু বিষয়ের বিষয়ী যে আমি-স্বরূপ জ্ঞান, তাহার আর নাশ নাই। আরও বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমরা বুঝিতে পারিব যে, জন্ম ও মৃত্যুরূপ দেহের যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহারও সাক্ষী আমি! কারণ মরিতে কেহ কখন চাহে না; এবং মরণের কারণ সর্পাদিকে দর্শন করিলে, ভয়ে মানবাদি জীব-জগৎ অন্যত্র বা নিরাপদ স্থানে পলায়নে প্রবৃত্ত হয়। তখন মরণটা আমার অপ্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

ভিমানফলাভিসন্ধিরহিতঞ্চ ইদন্তু ব্রহ্মবুদ্ধ্যুপমৃদিতাপণাদিকারককিয়াফলভেদবুদ্ধি-ষৎকর্ম্মাতোহকর্ম্মৈব তৎ, তথা চ দর্শিতং কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ, গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে, নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি, যু ক্তো মন্যেত তত্ত্ববিদিত্যাদিভিস্তথা চ দর্শয়ন তত্র তত্র ক্রিয়াকারকফলভেদবুদ্ধ্যুপমর্দ্দং করোতি, দৃষ্টা চ কাম্যাগ্নিহোত্রাদৌ কামোপমর্দ্দেন কাম্যাদগ্নিহোত্রাদিহানিস্তথা মতিপূর্ব্বকামতিপূর্ব্বকত্বাদীনাং এবম্বিধেন

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

সন্ধিমচ্চ কর্ম্ম দৃষ্টমিতি যোজনা। অন্বয়মুক্ত্বা ব্যতিরেকমাহ নেত্যাদিনা। উপমৃদিতা ক্রিয়াদিভেদবিষয়া বুদ্ধি র্যস্য তৎকর্ম্ম তথা কর্ত্তৃত্বাভিমানপূর্ব্বকে মোক্ষে ফলমস্তেতি যোহভিসন্ধিস্তেন রহিতঞ্চ ন কর্ম্ম দৃষ্টমিত্যন্বয়ঃ। তথাপি ব্রহ্মবিদো ভাসমানকর্ম্মাভাবে কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্যাহ ইদমিতি। যদিদং ব্রহ্মবিদো দৃশ্যমানং কর্ম্ম তদহমস্মি ব্রহ্মেতি বুদ্ধ্যা নিরাকৃত-কারকাদিভেদ-বিষয়বুদ্ধিমত্তত্ত্বতঃ কর্ম্মৈব ন ভবতি তত্ত্বজ্ঞানে সতি ব্যাপকং কারকাদি ব্যাবর্ত্তমানং ব্যাপ্যং কর্ম্মাপি ব্যাবর্ত্তয়তি তত্ত্ববিদঃ শরীরাদিচেষ্টা কর্ম্মাভাবঃ কর্ম্মব্যাপকরহিতত্বাৎ সুষুপ্তচেষ্টাবদিত্যর্থঃ।

জ্ঞানবতো দৃশ্যমানং কর্ম্মাকর্ম্মৈবেত্যত্র ভগবদনুমতিমাহ তথাচেতি। ব্রহ্মবিদো দৃষ্টং কর্ম্ম নাস্তীত্যুক্তেহপি তৎকারণানুপমর্দ্দাৎ পুনর্ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ তথা চ

আভাস।

হইবে। কিন্তু কখন যাহাকে অনুভব করা যায় নাই, তাহাকে প্রিয় বা অপ্রিয় বলিয়া কি প্রকারে স্বীকার করা যায়! মরণকে যখন অপ্রিয় বলিয়া স্বীকার করি, তখন পূর্ব্বে তাহাকে নিশ্চয়ই অনুভব করা হইয়াছে। সুতরাং জন্ম মরণেরও সাক্ষী যে আমি, তাহা আর বিশেষ ভাবে বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। কারণ ভূমিষ্ঠ হইয়া উচ্চ চিৎকারে রোদনের অভিনয়ই শিশুর জন্মানুভূতির প্রচুর পরিচয়! অতএব অনুভূতি-মুখিতে আমিত্বের সুস্পষ্ট প্রতীতি না হইলে, জগতের মিথ্যাত্ব কখনই প্রমাণীকৃত হয় না। অতএব জগৎ সত্য! মিথ্যা নহে; এই অজ্ঞানকে সরাইতে হইলে, এক আমি জ্ঞানকে প্রত্যক্ষে অবধারণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই! এক্ষণে বিচার্য্য যে, আমি-জ্ঞান যেন এই বিশ্ব-ভাবকে বুঝে সত্য। কিন্তু এই বিচিত্র ভাবে এবং ক্রম পর্য্যায়ে বিকশিত হইয়া প্রতীয়মান জগৎকে কে গঠন করিতেছে? এমন কোন্ শক্তিমান্ এবং সর্ব্বজ্ঞ আছেন! যাঁহার হৃদয়াকাশে এই বিচিত্র জগৎ সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া একবার ব্যক্তভাবে প্রকাশ পায় এবং

শাঙ্করভাষ্যম্।

কারকাত্মনাং কর্ম্মণঃ কার্য্যবিশেষস্থারব্ধত্বং দৃষ্টং তথেহাপি ব্রহ্মবুদ্ধ্যুপমৃদিতাপর্ণাদি-কারকক্রিয়াফলভেদবুদ্ধের্ব্বাহ্যচেষ্টামাত্রেণ কর্ম্মাপি বিদুষোহকর্ম্ম সম্পদ্যতেহত উক্তং সমগ্রং প্রবিলীয়ত ইতি। অত্র কেচিদাহুর্যদ্ব্রহ্ম তদর্পণাদীনি ব্রহ্মৈব কিলার্প-ণাদিনা পঞ্চবিধেন কারকাত্মনা ব্যবস্থিতং সত্তদেব কর্ম্ম করোতি তত্র নার্পণাদি-বুদ্ধির্নিবর্ত্ততে কিন্ত্বর্পণাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাধীয়তে যথা প্রতিমাদৌ বিষ্ণ্বাদিবুদ্ধির্যথা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

দর্শয়িতি। অবিদ্বানিব বিদ্বানপি কর্ম্মণি প্রবর্ত্তমানো দৃশ্যতে তথাপি তস্য কর্ম্মাকর্ম্মৈবেত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ দৃষ্টা চেতি। বিদ্বৎকর্ম্মাপি কর্ম্মত্বাবিশেষাদিতর-কর্ম্মবৎ ফলারম্ভকমিত্যপি শঙ্কা ন যুক্তেত্যাহ তথেতি। ইদং কর্ম্মৈব কর্ত্তব্যমস্য চ ফলং ভোক্তব্যমিতি মতিস্তং পূর্ব্বকাণ্যতৎপূর্ব্বকাণি চ কর্ম্মাণি তেষামবান্তরভেদ-সংগ্রহার্থমাদিপদম্। দার্ষ্টান্তিকমাহ তথেতি। সপ্তম্যা বিদ্বৎপ্রকরণং পরামৃষ্টং ষষ্ঠৌ সমানাধিকরণে। উক্তেঽর্থে পূর্ব্ববাক্যমনুকূলয়তি অতইতি। ব্রহ্মার্পণ-মন্ত্রস্য স্বব্যাখ্যানমুক্ত্বা স্বযূথ্যব্যাখ্যানমনুবদতি অত্রেতি। প্রসিদ্ধোদ্দেশেনাপ্রসিদ্ধ-বিধানস্য ন্যায্যত্বাদপ্রসিদ্ধোদ্দেশেন প্রসিদ্ধবিধানং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মৈবেতি। কিলেত্যস্মিন্ ... নে সিদ্ধান্তিনোঽসংপ্রতিপত্তিং সূচয়তি। কর্ত্তৃকর্ম্মকরণ-সম্প্রদানাধিকরণরূপেণ পঞ্চবিধেন ব্রহ্মৈব ব্যবস্থিতং কর্ম্ম করোতীত্যঙ্গীকারাৎ

আভাস।

অব্যক্তভাব ধারণে স্বস্বমূর্ত্তিতে তথায় শয়াম থাকে! হে অর্জ্জুন! নিজের আত্মস্বরূপ জ্ঞানের অনুপাতে এই বিরাট্ দেহের পরম আমিকে যে মানব নিরূপণ করিতে পারে, তাহার আর শোক সন্তাপ কিছু থাকে না। তিনি অমিয়-পূর্ণ পরমানন্দে নিত্য বিরাজ করত, জীবন্মুক্তের ন্যায় প্রারব্ধের পর্য্যবসান পর্য্যন্ত দেহ ধারণ করেন মাত্র।

বাল্যলীলার প্রদর্শন কালে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয় উৎপাটিত হইয়া ভূমিসাৎ হইলে, উভয় বৃক্ষ হইতে দুইটী বিদ্যাধর অপূর্ব্ব বেশে বহির্গত হইয়া বালক-বেশধারী শ্রীকৃষ্ণকে রহস্যোদ্ঘাটনে বলিয়াছিলেন যে, হে কৃষ্ণ! প্রকৃত পক্ষে তুমি বালক নহ! ইচ্ছাধীন বিগ্রহ ধারণে তুমি সমর্থ। তজ্জন্যই আজ যশোদার সাধ মিটাইবার উপলক্ষে এই বেশে বিরাজ করিতেছ! তোমার ইচ্ছারই অব্যক্ত ভাব তুমি নিজে! এবং স্ফুটভাব এই বিশ্ব সংসার। তাঁহারা বলিয়াছিলেন হে শ্রীকৃষ্ণ! "কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ। ব্যক্তাব্যক্ত মিদং বিশ্বং

শাঙ্করভাষ্যম্।

চ নামাদৌ ব্রহ্মবুদ্ধিরেবং সত্যমেবমপি স্যাদ্‌যদি জ্ঞানযজ্ঞস্তুত্যর্থং প্রকরণং ন স্যাৎ অত্র তু সম্যগ্দর্শনং জ্ঞান-যজ্ঞ-শব্দিতমনেকান্ যজ্ঞশব্দিতান্ ক্রিয়াবিশেষানুপন্যস্য শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞ ইতি জ্ঞানং স্তৌতি অত্র চ সমর্থমিদং বচনং ব্রহ্মার্পণমিত্যাদি জ্ঞানস্য যজ্ঞত্বসম্পাদনে অন্যথা সর্ব্বস্য ব্রহ্মত্বেঽর্পণাদীনামেব

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তদপ্রসিদ্ধাভাবাৎ তদনুবাদেনার্পণাদিষবিরুদ্ধত্বন্দৃষ্টিবিধিরিত্যর্থঃ। দৃষ্টিবিধিপক্ষে সিদ্ধান্ত্যভিশেষং দর্শয়তি তত্রেতি। অর্পণাদিষু কর্ত্তব্যাং ব্রহ্মবুদ্ধিং দৃষ্টান্তাভ্যাং স্পষ্টয়তি যথেত্যাদিনা। দৃষ্টিবিধানে বিধেয়দৃষ্টে মানসক্রিয়াত্বেন সম্যগ্‌জ্ঞানত্বাভাবাৎ প্রকরণভঙ্গঃ স্যাদিত্যভিপ্রেত্য পরিহরতি সত্যমেবমিতি। বিধিৎসিত-দৃষ্টিস্তুতিপরমেব প্রকরণং ন জ্ঞানস্তুতিপরমিত্যাশঙ্ক্য প্রকরণপর্য্যালোচনয়া জ্ঞানস্তুতিরেবাত্র প্রতিভাতীতি প্রতিপাদয়তি অত্র ত্বিতি। কিঞ্চ ব্রহ্মার্পণমন্ত্র-স্যাপি সম্যগ্‌জ্ঞানস্তুতৌ সামর্থ্যং প্রতিভাতীত্যাহ অত্র চেতি। নন্বর্পণাদিষু

আভাস।

রূপং তে ব্রহ্মণো বিদুঃ। অর্থাৎ মানব যেমন মনে মনে যাহা কল্পনা করে, বাহিরে তাহাই কার্য্যে প্রকাশ করে। হে ব্রহ্মন্! আপনিও অন্তরে যাহা কল্পনা করেন, তাহাই বাহিরে জগৎরূপে প্রকাশ করেন। সুতরাং আপনি যখন ইচ্ছাময়, তখন আপনিই জগন্ময়! অর্থাৎ জগদ্রূপে আপনিই একাকী বিরাজ করিতেছেন! আপনিই কর্ত্তা; আপনিই কর্ম্ম, আপনিই করণ কারক ইন্দ্রিয়; অপনিই সম্প্রদান কারক অর্পণের আধার, আপনা হইতে সকলের উৎপত্তি অর্থাৎ অপাদান কারক এবং আপনাতেই সকলের বিশ্রাম অধিকরণ কারক; এবং এই অনন্ত বিশ্ব আপনার নিজের! অন্য কাহারও নহে! অতএব যত রকম ভাবে আপনি বিরাজ করিতেছেন, সেই সর্ব্বপ্রকার ভাবকে আপনি বলিয়া অবধারণ করিতে পারিলে, উক্ত জ্ঞানীর সর্ব্বপ্রকারে এক ব্রহ্মস্বরূপ আপনাকে বুঝিলে, তাহার সকল বুঝা ব্যাপারের সমাপ্ত হইয়া যায়।

অতএব এই শ্লোকে পূর্ণব্রহ্মের কর্ম্মময় ভাবেরই পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। অবশ্য উপনিষদাদিতে "অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ", নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিশেষতো ব্রহ্মত্বাভিধানমনর্থকং স্যাৎ। যে স্বর্পণাদিষু প্রতিমায়াং বিষ্ণুদৃষ্টিবৎ ব্রহ্মদৃষ্টিঃ ক্ষিপ্যতে নামাদিষ্বিব চেতি ব্রুবতে ন তেষাং ব্রহ্মবিদ্যোক্তেহ বিবক্ষিতা স্যাদর্পণাদিবিষয়ত্বাৎ জ্ঞানস্য ন চ দৃষ্টিসম্পাদন-জ্ঞানেন মোক্ষফলং প্রাপ্যতে ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যমিতি চোচ্যতে বিরুদ্ধঞ্চ সম্যগ্দর্শনমন্তরেণ মোক্ষফলং প্রাপ্যত

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ব্রহ্মদৃষ্টিং কুর্বতামপি ব্রহ্মবিদ্যৈবাত্র বিবক্ষিতেতি পক্ষভেদাসিদ্ধিরিতি চেৎ তত্রাহ যে ত্বিতি। যথা ব্রহ্মদৃষ্ট্যা নামাদিকমুপাস্যং তথার্পণাদিষু ব্রহ্মদৃষ্টিকরণে সত্যর্পণাদিকমেব প্রাধান্যেন জ্ঞেয়মিতি ব্রহ্মবিদ্যা যথোক্তেন বাক্যেন বিবক্ষিতা ন স্যাদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যমিতি ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলাভিধানাদপি দৃষ্টি-বিধানমশ্লিষ্টমিত্যাহ ন চেতি। ন চার্পণাদ্যালম্বনা দৃষ্টির্ব্রহ্ম প্রাপয়ত্যপ্রতীকা-লম্বনান্নয়তীতি ন্যায়বিরোধাদিতিভাবঃ। দৃষ্টিবিধানেঽপি নিয়োগ-বলাদেব স্বর্গবদ-দৃষ্টো মোক্ষো ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ বিরুদ্ধঞ্চেতি। জ্ঞানাদেব কৈবল্যমুক্ত্বা মার্গা-ন্তরাপবাদিন্যা শ্রুত্যা বিরুদ্ধং মোক্ষস্য অবিদ্যানিবৃত্তিলক্ষণস্য দৃষ্টস্য নৈয়োগিকত্ব-

আভাস।

শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং। অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধন-মিবানলম্॥ ইত্যাদি মন্ত্রের উল্লেখে পরমাত্মাকে যে গুণাতীত বা নির্গুণ সুতরাং অকর্ত্তা বা নিরবয়ব ভাবে কীর্ত্তন করা হইয়াছে, সেটী কেবল তদীয় চিদংশের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার শক্তি বা প্রধান প্রকৃতি ভাগের প্রতি লক্ষ্য করিলে, কোন ক্রিয়াই যখন তিনি ব্যতীত হয় না, তখন তাঁহাকে সক্রিয় বলিতে কোন রকম দোষস্পর্শ হয় না। কারণ শক্তি ও শক্তিমানের কোন ভেদ অর্থাৎ পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কারণ যে করে, সেই বুঝে; কিন্তু যে বুঝে, সে করিতে পারে; অবশ্য না করিলেও তাহার বুঝাভাবের অন্তর্ধান হয় না। এখানে ভগবানের উপদেশের মূল তাৎপর্য্য এই যে, যদিও মানব স্বকীয় চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান ভাবের প্রতীতির দ্বারা আমির স্বরূপ স্পষ্টত উপলব্ধি করায় প্রকৃতির পরিণামে গঠিত সূক্ষ্ম বুদ্ধি হইতে স্থূল দেহ-বর্গের কার্য্য হইতে আপনাকে নিষ্কৃতি করান হইল এবং আত্ম স্বরূপের অনুপাতে পরম ব্রহ্মের চিদ্রু-

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইতি প্রকৃতবিরোধশ্চ সম্যগ্দর্শনঞ্চ প্রকৃতং, কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যত্রান্তে চ সম্যগ্দর্শনং তস্যৈবোপসংহারাৎ শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ জ্ঞানং লব্ধ্বা পরং শান্তিমিত্যাদিনা সম্যগ্দর্শনস্তুতিমেব কুর্ব্বন্ পর্য্যবসিতোঽধ্যায়ঃ। তত্র অকস্মাদর্পণাদৌ ব্রহ্মদৃষ্টিরপ্রকরণে প্রতিমায়ামিব বিষ্ণুদৃষ্টিরুচ্যত ইত্যনুপপন্নং তস্মাদ্যথাব্যাখ্যাতার্থ এবায়ং শ্লোকঃ॥ ২৪॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বচনমিত্যর্থঃ। দৃষ্টিনিয়োগান্মোক্ষো ভবতি ইত্যেতৎ প্রকরণবিরুদ্ধঞ্চেত্যাহ প্রকৃতেতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি সম্যগ্দর্শনঞ্চেতি। অন্তে চ সম্যগ্দর্শনং প্রকৃতমিতি সম্বন্ধঃ। তত্র হেতুঃ তস্যৈবেতি। সম্যগ্জ্ঞানেনোপক্রম্য তেনৈবো-পসংহারেঽপি মধ্যে কিঞ্চিদন্যদুক্তমিতি প্রকরণস্যাতদ্বিষয়ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ শ্রেয়া-নিতি। প্রকরণে সম্যগ্জ্ঞানবিষয়ে সত্যনুপপন্নো দর্শনবিধিরিতি ফলিতমাহ তত্রেতি। ব্রহ্মার্পণমন্ত্রে পরকীয়-ব্যাখ্যানাসম্ভবে স্বকীয়-ব্যাখ্যানং ব্যবস্থিত-মিত্যুপসংহরতি তস্মাদিতি॥ ২৪॥

আভাস।

পন্থের মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলেন, তথাপি পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপের উপলব্ধি করা তাঁহার হয় না। তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ অর্থাৎ কর্ম্মময় এবং সর্ব্বজ্ঞানময় ভাবে অবধারণ করাই তাঁহার পূর্ণব্রহ্মত্বের পরিচয়। কারণ মহামায়া বৈষ্ণবী শক্তি প্রকৃতি সেই ব্রহ্মস্বরূপের অধীন; তিনি প্রকৃতিকে নিজ ইচ্ছাশক্তি রূপে ক্রীড়া করাইতে পারেন; জীবাত্মা তাহা পারে না। তাহারা প্রকৃতির অধীন। পরমেশ প্রকৃতির সহিত অবিনাভাব-সম্বন্ধে নিত্য বিরাজ করেন; কখন প্রকৃতিকে উপশমিত করিয়া নিজে পরমানন্দে বিশ্রাম করেন এবং কখনও বা প্রকৃতিকে প্রসারণে ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া, স্বকীয় অধিষ্ঠাতৃত্বের পরিচয় প্রচার করেন। জীবাত্মা কিন্তু অনুভবিতৃত্বের পরিচয় দেওয়া ব্যতীত, কর্তৃত্বের পরিচয় দিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ এখানে ভগবানের সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব ও সর্ব্বকর্তৃত্বের পরিচয় প্রদানে অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছেন যে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" অর্থাৎ যাবদীয় ক্রিয়া, তাহার ফল, চেষ্টা এবং বিষয় সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ এবং ব্রহ্মময়॥ ২৪॥

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ।

দৈবং (দেবাঃ ইজ্যন্তে যেন যজ্ঞেন অসৌ দৈবঃ যজ্ঞঃ তং) অপরে যোগিনঃ কর্ম্মিণঃ পর্য্যুপাসতে কুর্ব্বন্তি ; ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্ম এব অগ্নিঃ তস্মিন্) অপরে অন্যে ব্রহ্মবিদঃ যজ্ঞং আত্মানং বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিসংযুক্তং, যজ্ঞেন হোমবিধিনা এব উপজুহ্বতি (সোপাধিকং আত্মানং নিরুপাধিকে পরব্রহ্মণি মনসা অর্পয়ন্তি ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তত্র অধুনা সম্যগ্দর্শনস্য যজ্ঞত্বং সম্পাদ্য তৎস্তুত্যর্থমন্যেঽপি যজ্ঞা উপক্ষিপ্যন্তে দৈবমেবেত্যাদিনা। দৈবমেব দেবা ইজ্যন্তে যেন যজ্ঞেনাসৌ দৈবো যজ্ঞস্তমেবাপরে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

জ্ঞানস্য যজ্ঞত্বং সংপাদ্য পূর্ব্বশ্লোকে স্থিতে সত্যধুনা তস্যৈব জ্ঞানস্য স্তুত্যর্থং যজ্ঞান্তরনির্দ্দেশার্থমুত্তরগ্রন্থপ্রবৃত্তিরিত্যাহ তত্রেতি। সর্ব্বস্য শ্রেয়ঃসাধনস্য মুখ্য-গৌণবৃত্তিভ্যাং যজ্ঞত্বং দর্শয়ন্ আদৌ যজ্ঞদ্বয়মাদর্শয়তি দৈবমেবেতি। প্রতীকমা-

---

যাঁহারা কর্ম্মযোগী, তাঁহারা ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে ফলের আকাঙ্ক্ষায় হবিঃ প্রভৃতির প্রদানের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞান-যোগী ব্রহ্মস্বরূপ হুতাশনে স্বকীয় ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতৃরূপে বিদ্যমান চৈতন্য-স্বরূপ যজ্ঞনামক আত্মাকে সমর্পণের বিধানে যজ্ঞ করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

আভাস।

ক্রিয়া, কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ এবং সম্বোধন প্রভৃতি যাবদীয় ভাব বা ব্যাপারকে ব্রহ্মময় মূর্ত্তিতে ধারণা করত কার্য্য করিলে, ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় ; ইহাই প্রকৃত জ্ঞান-যজ্ঞ। জ্ঞানিগণ এই যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কৃতার্থ হন। জগতে অনুষ্ঠানের অন্ত নাই। কর্ম্মহীন হইয়া কোন পদার্থ বা ভাব নিশ্চেষ্টের ন্যায় অবস্থান করে না ; কারণ সমস্তই তিনিময়। তিনি বলিতে হইলে, প্রকৃতি-পুরুষের একাকার ভাব ; যাহার বহির্ম্মুখী মূর্ত্তি অর্থাৎ ব্যক্তভাবই জগৎ এবং অব্যক্ত ভাব অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থানই স্বয়ং তিনি। জীবের যদবধি ভোগ্য পাইয়া পরিতৃপ্ত হইবার প্রত্যাশা থাকে, তদবধিই তাহাদের সংসার ভাব ; সুতরাং সংসার-জ্বালা বহির্ম্মুখ জীবকে ভোগ করিতে হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্।

যজ্ঞং যোগিনঃ কর্ম্মিণঃ পর্য্যুপাসতে কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। ব্রহ্মাগ্নৌ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম; যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম; য আত্মা সর্ব্বান্তর ইত্যাদিবচনোক্ত-মশনায়াদি সর্ব্বসংসার-ধর্ম্মবর্জ্জিতং নেতি নেতীতি নিরস্তাশেষবিশেষং ব্রহ্মশব্দেনো-চ্যতে; ব্রহ্ম চ তদগ্নিশ্চ সহোমাদিকরণত্ববিবক্ষয়া ব্রহ্মাগ্নিস্তস্মিন্ ব্রহ্মাগ্নাবপরেঽন্যে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

দায় দৈবযজ্ঞং ব্যাচষ্টে দেবা ইতি। সম্যগ্‌জ্ঞানাখ্যং যজ্ঞং বিভজতে ব্রহ্মাগ্নাবিতি। তত্র ব্রহ্মশব্দার্থং শ্রুত্যবষ্টম্ভেন স্পষ্টয়তি সত্যমিতি। যদনৃতবিপরীতমপরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম তস্য পরমানন্দত্বেন পরমপুরুষার্থত্বমাহ বিজ্ঞানমিতি। তস্য জ্ঞানাধিকরণত্বেন জ্ঞানত্বমৌপচারিকমিত্যাশঙ্ক্যাহ যৎ সাক্ষাদিতি। জীবব্রহ্মবিভাগে কথমপরিচ্ছিন্নত্ব-মিত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি য আত্মেতি। পরস্যৈবা ব্রহ্ম সর্ব্বস্মাদ্দেহাদেরব্যাকৃতান্তাদান্তর-ত্বেন সাধয়তি সর্ব্বান্তর ইতি। বিধিমুখং সর্ব্বমেবোপনিষদ্বাক্যং ব্রহ্মবিষয়মাদি-

স্বামিকৃতটীকা।

তদেবং যজ্ঞত্বেন সম্পাদিতং সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন-লক্ষণং জ্ঞানং সর্ব্বযজ্ঞোপায়প্রাপ্য-ত্বাৎ সর্ব্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠমিত্যেবং স্তোতুমধিকারিভেদেন জ্ঞানোপায়ভূতান্ বহূন্ যজ্ঞানাহ দৈবমিত্যাদিভিরষ্টভিঃ। দেবা ইন্দ্র-বরুণাদয় ইজ্যন্তে যস্মিন্, এবকারেণ ইন্দ্রাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যং দর্শিতং, তদেবং যজ্ঞমপরে কর্ম্মযোগিনঃ পর্য্যুপাসতে শ্রদ্ধয়াঽনুতিষ্ঠন্তি, অপরে তু জ্ঞানযোগিনো ব্রহ্মরূপেঽগ্নৌ যজ্ঞেনৈবোপায়েন ব্রহ্মার্পণ-মিত্যাদ্যুক্তপ্রকারেণ যজ্ঞমুপজুহ্বতি যজ্ঞাদিসর্ব্বকর্ম্মাণি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ, সোঽয়ং জ্ঞানযজ্ঞঃ॥ ২৫॥

আভাস।

অর্পণ অর্থাৎ প্রদান, যাহা প্রদান করা যায়; যথা ঘৃত। যাহাতে অর্পণ করা যায়, যথা অগ্নি, যিনি বা যাহার দ্বারা অর্পণ, অর্থাৎ ঋত্বিক, অর্পণের ফল বা প্রাপ্তি এ সমস্তই ব্রহ্ম। এই পঞ্চ প্রকার ব্যাপার যেমন ব্রহ্ম-যজ্ঞে আছে, এই পদ্ধতিতেই প্রায় সকল ব্যাপারেরই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এবং এইরূপ কর্ম্ম-স্রোত দৃষ্ট সংসারের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত! নৈসর্গিক জগতে অন্তঃ-সলিলা নদীর ন্যায়, যে ক্রিয়ার স্রোত চলিতেছে এবং মানব যাগ-যজ্ঞাদির সম্পাদনে যে ফল প্রাপ্ত হইতেছেন, এমন কি! আদান প্রদান দ্বারা পরস্পরে যে ফল দিতেছেন ও পাইতেছেন, সমস্তই সেই পরমেশের ক্রিয়ারই পরিচয়; যাহা শাস্ত্রে যজ্ঞনামে অভিহিত হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী শ্লোক-সমূহে দ্রব্য-যজ্ঞাদির ব্যাখ্যান উপলক্ষে সেই ব্রহ্ম যজ্ঞেরই

শঙ্করভাষ্যম্।

ব্রহ্মবিদো যজ্ঞং যজ্ঞশব্দবাচ্য আত্মা. আত্মনামসু যজ্ঞশব্দস্য পাঠাৎ তমাত্মানং যজ্ঞং পরমার্থতঃ-পরমেব ব্রহ্ম সন্তং বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিসংযুক্তমধ্যস্তসর্ব্বোপাধি-ধর্ম্মকমাহুতিরূপং যজ্ঞেনৈবা ঃনৈবো জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি সোপাধিকস্যাত্মনো নিরুপাধিকেন পরব্রহ্মস্বরূপেণৈব যদ্দর্শনং স তস্মিন্ হোমস্তং কুর্ব্বন্তি ব্রহ্মাত্মৈকত্বদর্শননিষ্ঠাঃ সংন্যাসিন ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শব্দার্থঃ। নিবেধমুখং ব্রহ্মবিষয়মুপনিষদ্বাক্যশেষমেতদর্থতো দর্শয়তি অশনায়েতি। ব্রহ্মণ্যগ্নিশব্দপ্রয়োগে নিমিত্তমাহ সংহোমেতি। বুদ্ধ্যাদয়স্তস্য সর্ব্বস্য দাহকত্বাদিলয়স্য বা হেতুত্বাদিতি দ্রষ্টব্যং। যজ্ঞশব্দস্যাত্মনি স্বশব্দার্থে প্রয়োগে হেতুমাহ আত্মনামস্বিতি। আধারাধেয়-ভাবেন বাস্তবভেদং ব্রহ্মাত্মনো র্ব্যাবর্ত্তয়তি পরমার্থত ইতি। কথং তর্হি হোমো ন হি তস্যৈব তত্র হোমঃ সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ বুদ্ধ্যাদীতি। উপাধিসংযোগফলং কথয়তি অধ্যস্তেতি। উপাধিসংযোগফলং কথয়তি অধ্যস্তেতি। উপাধ্যধ্যাসদ্বারা তদ্ধর্ম্মাধ্যাসে প্রাগুক্তমর্থং নির্দ্দিশতি আহুতীতি। ইথম্ভূতলক্ষণাং তৃতীয়ামেব ব্যাকরোতি উক্তেতি। অশনায়াদি-সর্ব্ব-সংসার-ধর্ম্মবর্জ্জিতেন নির্ব্বিশেষেণ স্বরূপেণেতি যাবৎ। আত্মনো ব্রহ্মণি হোমমেব প্রকটয়তি সোপাধিকস্যেতি। পর ইত্যস্যার্থং স্ফোরয়তি ব্রহ্মেতি ॥ ২৫ ॥

আভাস

পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। যাঁহারা ফলপ্রার্থী কর্ম্মী, তাঁহারা দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া থাকেন। দেবতাগণও পরমাত্মারই মূর্ত্ত্যন্তর; অর্থাৎ তাঁহারই ইচ্ছা-বিগ্রহ। "সর্ব্বদেবময়ো বিষ্ণুঃ।" ফলপ্রদানের উপলক্ষে যে যে মূর্ত্তিতে তিনি আত্মপরিচয় দেন, তাঁহারাই দেবতা-নামে অভিহিত। কিন্তু দেবতাগণের উপাসনা করিলে, যদিও পরোক্ষ ভাবে পূর্ণব্রহ্মেরই উপাসনা করা হয় বটে, তথাপি কেবল প্রার্থনা বা কামনার অনুরোধে দেব-যাজকগণ পুনর্জ্জন্মের স্রোতে পতিত হন। কামনার অভাবে কেবল জ্ঞানযোগিগণ কামনার আধার আত্মস্বরূপকে পর্য্যন্ত পরমাত্মাতে সমর্পণ করার অনুরোধে, জন্মান্তর প্রাপ্তির দায় হইতে নিষ্কৃতি পান। কারণ শাস্ত্র বলিয়াছেন, সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম।" বিজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম; "যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম" য আত্মা সর্ব্বান্তর" ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থে প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মস্বরূপ অগ্নিতে জ্ঞানিগণ যজ্ঞেন অর্থাৎ আত্মনা অর্থাৎ আত্মস্বরূপ প্রদানেন অর্থাৎ আত্মস্বরূপকে সমর্পণ করিয়া, জ্ঞান-যজ্ঞের সমাপন করেন; অর্থাৎ মুক্ত হন ॥ ২৫ ॥

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি ।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ ।

অন্যে যোগিনঃ শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি সংযমাগ্নিষু (সংযমাঃ এব অগ্নয়ঃ তেষু) জুহ্বতি ; অন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু (ইন্দ্রিয়াণি এব অগ্নয়ঃ তেষু) শব্দাদীন্ বিষয়ান্ জুহ্বতি । ইন্দ্রিয়াদিভি র্বিষয়-গ্রহণং এব হোমং মন্যন্তে ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

সোঽয়ং সম্যগ্দর্শনলক্ষণো যজ্ঞো দৈব-যজ্ঞাদিষু যজ্ঞেষু প্রক্ষিপ্যতে ব্রহ্মার্পণমিত্যাদিশ্লোকৈঃ শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ ইত্যাদিনা স্তত্যর্থং শ্রোত্রাদীনীতি । শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে যোগিনঃ সংযমাগ্নিষু প্রতীন্দ্রিয়ং সংযমো

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

উক্তস্য জ্ঞান-যজ্ঞস্য দৈব-যজ্ঞাদিষু যজ্ঞেষু ব্রহ্মার্পণমিত্যাদিশ্লোকৈরুপক্ষিপ্য প্রাশস্ত্যং দর্শয়তি সোঽয়মিতি । উপক্ষেপ-প্রয়োজনমাহ শ্রেয়ানিতি । সম্প্রতি যজ্ঞান্তরমুপন্যস্যতি শ্রোত্রাদীনীতি । বাহ্যানাং করণানাং মনসি সংযমস্যৈকত্বাৎ কথং সংযমাগ্নিষ্বিতি বহুবচনমিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রতীন্দ্রিয়মিতি । সংযমানাং প্রত্যাহারাধিকরণত্বেন ব্যবস্থিতানাং মনোরূপাণাং হোমাধারত্বাদগ্নিত্বং ব্যপদিশতি সংযমা

যাঁহারা ধ্যানযোগী অর্থাৎ কর্ম্মী, তাঁহারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে সংযম-স্বরূপ হুতাশনে অর্পণ করিয়া, ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম হইতে নিস্তার লাভ করেন ; কেহ বা ইন্দ্রিয়-স্বরূপ অগ্নিতে তত্তৎ বিষয় শব্দাদি ভূত পঞ্চকের সমর্পণে কেবল প্রয়োজন মাত্রের পূরণের দ্বারা, বিষয়াসক্তি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন ॥ ২৬ ॥

আভাস ।

জীবাত্মা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ও সত্য স্বরূপ হইলেও, দেহ-ধারণ উপলক্ষে ভোগের অনুরোধে এত স্থূল নিম্ন পথে অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মভাবসম্পন্ন হইয়া পড়ে যে, স্থূল-চিন্তা ব্যতীত সূক্ষ্ম চিন্তার ধারণা পর্য্যন্ত তাহাদের হৃদয়ে উদিত হয় না । কিন্তু অতি নীচ পদার্থেও ধারণার অভ্যাসে একাগ্রতাতে কৃতকার্য্য হইলে ক্রমশঃ অতি সূক্ষ্ম ভাবেও আরোহণের যোগ্যতা লাভ করে ।

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভিদ্যত ইতি বহুবচন, সংযমা এবাগ্নয়স্তেষু জুহ্বতীন্দ্রিয়সংযমমেব কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। শব্দাদীন্ বিষয়ানন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ইন্দ্রিয়াণ্যেবাগ্নয়স্তেষিন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি শ্রোত্রাদিভিরবিরুদ্ধবিষয়গ্রহণং হোমং মন্যন্তে॥ ২৬॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ইতি। বিষয়েভ্যোঽনুবর্ত্তমানানীন্দ্রিয়াণি প্রত্যাহরন্তীতি সংযম-যজ্ঞং সংক্ষিপ্য দর্শয়তি ইন্দ্রিয়েতি। শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াগ্নিষু শব্দাদিবিষয়হোমস্য তত্তদিন্দ্রিয়ৈ স্তত্তদ্বিষয়োপ-ভোগলক্ষণস্ত সর্ব্বসাধারণত্বমাশঙ্ক্য প্রতিবিদ্ধান্ বর্ণয়িত্বা রাগদ্বেষ-রহিতো ভূত্বা প্রাপ্যান্ বিষয়ান্ ভুঙ্ক্তে। শ্রোত্রৈরিন্দ্রিয়ৈরিতি বিবক্ষিতং হোমং বিশদয়তি শ্রোত্রাদিভিরিতি॥ ২৬॥

স্বামিকৃত টীকা।

শ্রোত্রাদীনীতি। অন্যে নৈষ্ঠিকা ব্রহ্মচারিণ স্তত্তদিন্দ্রিয়-সংযমরূপেষগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি ইন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য সংযমপ্রধানাস্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ, ইন্দ্রিয়াণ্যেবাগ্নয় স্তেষু শব্দাদীনন্যে গৃহস্থা জুহ্বতি বিষয়ভোগসময়েঽপ্যনাসক্তাঃ সন্তোঽগ্নিত্বেন ভাবিতেষু ইন্দ্রিয়েষু হবিষ্ট্বেন ভাবিতান্ শব্দাদীন্ প্রক্ষিপন্তী-ত্যর্থঃ॥ ২৬॥

আভাস।

এই নিমিত্ত উত্তরোত্তর পদ্ধতির প্রতিপাদনে ইন্দ্রিয়গণের সংযমও একটী মহাযজ্ঞ বলিয়া এখানে উল্লেখ করিয়াছেন। যে সূক্ষ্মশক্তি মন ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়-সম্ভোগে প্রেরণ করে, ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিলে, মনন-শক্তিও আর দুর্ব্বল বা ক্ষীণ না হইয়া, স্বকীয় পুষ্টমূর্ত্তিতে পরিণত হয়। বিষয় কিন্তু বিষয়ীকে আত্মপরিচয় দিবার জন্য স্বসমীপে আকর্ষণ করে; এবং বিষয়ী ইন্দ্রিয়গণও আত্মহারা হইয়া, বিষয়ে মিলিত হয়। ইহা কিন্তু অধঃপতনের পদ্ধতি। উন্নতির পদ্ধতি কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত। ইন্দ্রিয়গণ যখন মনন-শক্তির সাহায্যে বিষয়ের প্রয়োজন ভাগটীকে মাত্র গ্রহণ করিয়া বিষয়ে অভিভূত হয় না, অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করে না, তখনই ইন্দ্রিয়স্বরূপ হুতাশনে বিষয়ের আহুতি করা হয়॥ ২৬॥

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়-কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযম-যোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।

অপরে চ সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়-কর্ম্মাণি তথা প্রাণ-কর্ম্মাণি আকুঞ্চন-প্রসারণাদীনি জ্ঞানদীপিতে জ্ঞানেন বিবেকেন দীপিতে উজ্জ্বলীকৃতে আত্মসংযম-যোগাগ্নৌ (আত্মনি সংযমঃ এব অগ্নিঃ তস্মিন্) জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ সর্ব্বাণীতি। সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি ইন্দ্রিয়াণাং কর্ম্মাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি তথা, প্রাণকর্ম্মাণি প্রাণো বায়ুরাধ্যাত্মিক স্তৎকর্ম্মাণ্যাকুঞ্চনপ্রসারণাদীনি তানি চাপরে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যজ্ঞান্তরং কথয়তি কিঞ্চেতি। ইন্দ্রিয়াণাং কর্ম্মাণি শ্রবণ-বদনাদীনি আত্মনি

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ সর্ব্বাণীতি। অপরে ধ্যাননিষ্ঠা বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং কর্ম্মাণি শ্রবণদর্শনাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বাক্‌পাণ্যাদীনাং কর্ম্মাণি বচনোপাদানাদীনি প্রাণানাঞ্চ দশানাং কর্ম্মাণি প্রাণস্য বহির্গমনং, অপানস্যাধোগমনং, ব্যানস্য ব্যায়নাকুঞ্চন-প্রসারণাদীনি, সমানস্যাশিত-পীতাদীনাং সমুন্নয়নং, উদানস্যোর্দ্ধ-

যাঁহারা বিপরীত গতিতে অন্তঃকরণাদির পরিচিন্তনে সর্ব্বাতীত নির্গুণ আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকারে অধিকারী হন, তাঁহারা আবার ইন্দ্রিয় বর্গের কর্ম্ম দর্শনাদি এবং প্রাণ-কর্ম্ম আকুঞ্চন-প্রসারণাদি ব্যাপারও সেই চৈতন্য-বিগ্রহ আত্মা হইতে প্রসারিত অবধারণ করিয়া, সেই চৈতন্য বিগ্রহ আত্মাতেই পুনঃ প্রলীন করিবার ব্যবস্থায়, সকল কর্ম্মের তাহাতেই আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

আভাস।

অন্তর্ম্মুখা বৃত্তির জাগরণে বিচক্ষণ জ্ঞানিগণ ইন্দ্রিয়াণি মনসি, মনঃ প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি, তেজঃ পরমাত্মদেবতায়াং ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতির উপদেশ অনুসারে প্রতিলোম পরিণামের গতিতে, ইন্দ্রিয়গণকে মনে, মনকে প্রাণে এবং প্রাণশক্তিকে স্বকীয় পরমাত্ম দেবতা অগ্নি-ভাবে আহুতি দিতে পারেন, তিনিই এই সকল স্তরকে আত্মসাৎ করিতে পারেন। তিনি অধোগতির প্রসারণ

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপো যজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।

অন্বয়ঃ।

অন্যে দ্রব্যযজ্ঞাঃ (যজ্ঞবুদ্ধ্যা দ্রব্যদানং কুর্ব্বন্তি যে তে) তপোযজ্ঞাঃ (তপঃ এব যজ্ঞঃ যেষাং তে) যোগযজ্ঞাঃ (যোগঃ চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ এব যজ্ঞঃ যেষাং

শাঙ্করভাষ্যম্।

আত্মসংযমযোগাগ্নৌ আত্মনি সংযম আত্মসংযমঃ স এব যোগাগ্নি স্তস্মিন্নাত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি জ্ঞানাগ্নিদীপিতে স্নেহেনেব প্রদীপিতে বিবেকবিজ্ঞানেনোজ্জ্বলভাবমাপাদিতে জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি ইত্যর্থঃ॥ ২৭॥

দ্রব্যেতি। দ্রব্যযজ্ঞা তীর্থেষু দ্রব্যবিনিয়োগং যজ্ঞবুদ্ধ্যা কুর্ব্বন্তি যে তে দ্রব্যযজ্ঞা স্তপোযজ্ঞাস্তপো যজ্ঞো যেষাং তপস্বিনাং তে তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাঃ প্রাণায়াম-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সংযমো ধারণাধ্যান-সমাধিলক্ষণঃ। সর্ব্বমপি ব্যাপারং নিরুধ্য আত্মনি চিত্তসমাধানং কুর্ব্বন্তীত্যাহ বিবেকেতি॥ ২৭॥

যজ্ঞষট্‌কমবতারয়তি দ্রব্যেতীতি। তত্র দ্রব্যযজ্ঞান্ পুরুষানুপাদায় বিভজতে

স্বামিকৃতটীকা।

অয়নং, উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ, কৃকরঃ ক্ষুৎকরো জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে, ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ, ইত্যেবংরূপাণি জুহ্বতি। আত্মনি সংযমো ধ্যানৈকাগ্র্যং সএব যোগঃ সএবাগ্নিস্তস্মিন্ জ্ঞানেন ধ্যেয়বিষয়েন দীপিতে প্রজ্বলিতে ধ্যেয়ং সম্যগ্‌জ্ঞাত্বা তস্মিন্মনঃ সংযম্য তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি উপরময়ন্তীত্যর্থঃ॥ ২৭॥

যাঁহারা সংসার-চক্রের নিয়মকে প্রতিপালন করাই জীবনের

আভাস।

হইতে অব্যাহতি লাভে শান্তি ভোগ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। এই সংসারে কোন পদার্থ বা তত্ত্ব স্থির নহে; অনুলোম পরিণামে অর্থাৎ ভোগ্য বিষয়ের পশ্চাৎ গমনে নিম্নগামী হইবে, অথবা ভোগকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিলোম পরিণামে অর্থাৎ স্ব স্ব প্রেরক কারণের অভিমুখে প্রত্যাগমনের দ্বারা সর্ব্বকারণ-কারণ ভগবচ্ছক্তি মূলা প্রকৃতিতে প্রত্যাগমন করে। অধোগতি, ঊর্দ্ধগতি এবং মিশ্র-গতিতে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় ব্যাপার নিরন্তর সাধিত হইতেছে! ॥ ২৭॥

স্থিরচিত্তে নিরীক্ষণ করিলে ভগবানের যজ্ঞ-ব্যাপার যে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত

স্বাধ্যায়-জ্ঞান-যজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ।

(তে) স্বাধ্যায়-জ্ঞান-যজ্ঞাঃ (স্বাধ্যায়ঃ যথাবিধি বেদাদি পাঠঃ এব যজ্ঞঃ যেষাং; তথা জ্ঞান-যজ্ঞাঃ শাস্ত্রার্থ-পরিচিন্তনং এব যজ্ঞো যেষাং তে যতয়ঃ যতন-শীলাঃ সংশিত-ব্রতাঃ সংশিতং সম্যক্ আচরিতং ব্রতং যেষাং তে চ ॥ ২৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রত্যাহারাদিলক্ষণো যোগো যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞা-স্তথাপরে স্বাধ্যায়-জ্ঞান-যজ্ঞাশ্চ স্বাধ্যায়ো যথাবিধি ঋগাদ্যভ্যাসো যজ্ঞো যেষাং তে স্বাধ্যায়-যজ্ঞাঃ জ্ঞান-যজ্ঞাঃ শাস্ত্রার্থপরিজ্ঞানং যজ্ঞো যেষাং তে জ্ঞানযজ্ঞাঃ স্বাধ্যায়-যজ্ঞা জ্ঞান-যজ্ঞাশ্চ যতয়ো যতনশীলাঃ সংশিতব্রতাঃ সম্যক্ শিতানি তনুকৃতানি তীক্ষ্ণীকৃতানি ব্রতানি যেষাং তে সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তীর্থেষিতি। তপস্বিনাং যজ্ঞবুদ্ধ্যা তপোঽনুতিষ্ঠতাং নিয়মবতাং ইত্যর্থঃ, প্রত্যাহারাদীত্যাদিশব্দেন যম-নিয়মাসন-ধ্যানধারণাসমাধয়ো গৃহ্যন্তে, যথাবিধি প্রাঙ্মুখত্ব-পবিত্রপাণিত্বাদ্যঙ্গবিধিমনতিক্রম্যেতি যাবৎ, ব্রতানাং তীক্ষ্ণীকরণমতিদৃঢ়ত্বং ॥ ২৮ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ দ্রব্যযজ্ঞা ইত্যাদি। দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ, কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি তপএব যজ্ঞো যেষাং তে তপোযজ্ঞাঃ, যোগ শ্চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণঃ সমাধিঃ সএব যজ্ঞো যেষাং, তে যোগযজ্ঞাঃ, স্বাধ্যায়েন বেদেন শ্রবণমননাদিনা যত্তদর্থ-জ্ঞানং তদেব যজ্ঞো যেষাং তে, যদ্বা বেদপাঠ-যজ্ঞা স্তদর্থজ্ঞানযজ্ঞাশ্চেতি দ্বিবিধা যতয়ঃ প্রযত্নশীলাঃ সম্যক্ শিতং নিশিতং তীক্ষ্ণীকৃতং ব্রতং যেষাং তে ॥ ২৮ ॥

প্রধান ব্রত বলিয়া অবধারণ করেন, তাঁহারা উপযুক্ত পাত্রে ধনাদি দ্রব্য-সামগ্রীর দানকে, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, চিত্তবৃত্তির নিরোধে যোগানুষ্ঠান, যথাবিধি বেদাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রের পাঠ ও তাহার অনুশীলন, এবং শাস্ত্রার্থের অনুশীলনে জ্ঞান-চর্চাকেও অবশ্য কর্ত্তব্য যজ্ঞ-জ্ঞানে আচরণ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

আভাস।

হইয়া আছে, তাহা আমরা প্রত্যেক্ কার্য্যে অবলোকন করিতে পারি। আমরা অজ্ঞানতা নিবন্ধন কর্ম্মের কর্ত্তা আপনাকে মনে করিতেও পারি, কিন্তু

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।

অন্বয়ঃ।

কেচিৎ অপানে প্রাণং ঊর্দ্ধবৃত্তিং জুহ্বতি, তথা প্রাণে অপানং (কুম্ভকেন)

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ অপান ইতি অপানে অপানবৃত্তৌ জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি, প্রাণং প্রাণবৃত্তিং পূরকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ, প্রাণেঽপানং তথাপরে জুহ্বতি রেচকাখ্যঞ্চ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রাণায়ামাখ্যং যজ্ঞমুদাহরতি কিঞ্চেতি। প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ সন্তো রেচকং পূরকঞ্চ কৃত্বা কুম্ভকং কুর্ব্বন্তীত্যাহ প্রাণেতি। প্রাণাপানয়োর্গতী শ্বাসপ্রশ্বাসৌ

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ অপানে ইতি। অপানেঽধোবৃত্তৌ প্রাণমূর্দ্ধবৃত্তিং পূরকেণ জুহ্বতি পূরক-কালে প্রাণমপানেনৈকীকুর্ব্বন্তি তথা কুম্ভকেন প্রাণাপানয়োরূর্দ্ধাধোগতী রুদ্ধা রেচককালেঽপানং প্রাণে জুহ্বতি এবং পূরককুম্ভকরেচকৈঃ প্রাণায়াম-পরায়ণা অপরে ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ অপরে ইতি। অপরে আহার-সংকোচমভ্যস্যন্তঃ স্বয়মেব জীর্য্যমাণেষিন্দ্রিয়েষু তত্তদিন্দ্রিয়বৃত্তিলয়ং হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ, যদ্বা

কেহ বা ঊর্দ্ধগতি প্রাণবায়ুকে পূরকের দ্বারা অধোগতি অপান বায়ুতে অর্পণ-বিধিতে যজ্ঞ করিতেছেন, আবার রেচকচ্ছলে অপান

আভাস।

মনোযোগের সহিত ভাবিলে বুঝিব, ভগবানের আজ্ঞা বা নিয়মকে অনুসরণ করি বলিয়াই সকলে ফল পাই; যথেচ্ছ কার্য্যের ত ফল কখনই ঘটে না। একটী গামলা বা টব মৃত্তিকা-পূর্ণ করিয়া একটী ফুলের চারা রোপণ করত জল সিঞ্চন করিলে ফুল-চারা ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুষ্প প্রসব করে। কেবল মাটিতে বীজ পুতিয়া জল সিঞ্চন করলেই কখন, মানব! পুষ্প বা শস্যোৎপাদনে স্বয়ং কর্ত্তা হইবার প্রত্যাশা করা যে কত ভ্রমপূর্ণ ভাব, তাহা চিন্তাতেও স্থির করা যায় না। জল সিঞ্চন করা তোমার আয়ত্তে মনে করিলেও, জল বীজের অন্তরে প্রবেশ করিয়া বীজ-মধ্য-গত বৃক্ষভাব কেন প্ররোহিত হইয়া, ফল ও ফুলাদি প্রসবে সমর্থ হইবে জিজ্ঞাসা করিলে, মানবের উত্তর এইরূপই হইয়া থাকে যে, হওয়ান কাহার নিয়ম? বা আজ্ঞা? ভাবিলে আমরা প্রত্যক্ষত বুঝিতে পারি যে, সেই প্রভু পরমেশের জগৎরক্ষার পবিত্র পদ্ধতিই আমাদের লোচনে জীবন্ত কর্ম্মমূর্ত্তি বলিয়া

প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ।

প্রাণাপানগতীঃ রুদ্ধা প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ ভবন্তি; অপরে নিয়তাহারাঃ সন্তঃ প্রাণান্ স্ব স্ব বৃত্তিষু জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যেতৎপ্রাণাপানগতী রুদ্ধা মুখনাসিকাভ্যাং বায়োর্নির্গমনং প্রাণস্য গতি স্তদ্বিপর্য্যয়েণাধোগমনমপানস্য তে প্রাণাপানগতী এতে রুদ্ধা নিরুধ্য প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ প্রাণায়াম-তৎপরাঃ কুম্ভকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নিরুধ্য কিং কুর্ব্বন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ কিঞ্চেতি। প্রাণাপানগতিনিরোধরূপং কুম্ভকং কৃত্বা পুনঃ পুনর্ব্বায়ুজয়ং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ, আহারস্য পরিমিতত্বং হিতত্বমেধ্যত্বোপলক্ষ-

স্বামিকৃতটীকা।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপর ইত্যনেন পূরকরেচকয়োরাবর্ত্তমানয়োর্হংসঃ সোঽহমিত্যনুলোমতঃ প্রতিলোমত শ্চাভিব্যজ্যমানেনাজপামন্ত্রেণ তত্ত্বং-পদার্থৈক্যং ব্যতীহারেণ ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ, তদুক্তং যোগশাস্ত্রে, সকারেণ বহির্যাতি

বায়ুকে প্রাণে বিলীন করিতেছেন। এই প্রকারে উভয় বায়ুর গতিরোধ করত অন্তরে কুম্ভক এবং বাহিরে শূন্য কুম্ভক উভয় প্রকারে প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিতেছেন ॥ ২৯ ॥

আভাস।

প্রতীত হইতেছে। অতি স্থূল আম, জাম, নারিকেল, তাল, কাঁটাল ও বিল্বাদি বৃক্ষের স্থূল স্কন্ধদেশের অভ্যন্তর দিয়া রস প্রবাহিত হইয়া উর্দ্ধগতিতে পত্র পুষ্প শাখা প্রশাখাদিতে যে কেন প্রোরোহিত হইতেছে? উদ্যান-স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার কোন উত্তরই পাওয়া যাইবে না। উত্তরের মধ্যে এই যে, ঈশ্বরের নিয়মে এই সমস্ত চলিতেছে। উদ্যান-স্বামীর কেবল জল সিঞ্চন করা কার্য্য মাত্র। একটী প্রচণ্ড যন্ত্রের কল চালাইবার জন্য সাধারণ চালক ব্যক্তির পক্ষে এক কিনারায় দণ্ডায়মান থাকিয়া, তৈলাদি প্রদান ও যথাস্থানে অগ্নি ও জলের সমাবেশ করিয়া দেওয়া মাত্র এবং কল কব্জার ময়লাগুলি পরিষ্কার করিয়া দেওয়া ব্যতীত, কল যে কি প্রকারে এবং কেন চলিবে তাহার উত্তর উক্ত ব্যক্তির নিকট প্রত্যাশা

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ অপর ইতি, অপরে নিয়তাহারা নিয়তঃ পরিমিত আহারো যেষাং তে নিয়তাহারাঃ সন্তঃ প্রাণান্ বায়ুভেদান্ প্রাণভেদেষেব জুহ্বতি যস্য যস্য বায়োর্জয়ঃ ক্রিয়তে ইতরান্ বায়ুভেদাংস্তস্মিন্ জুহ্বতি তে তত্র প্রবিষ্টা ইব ভবন্তি ॥ ২৯ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পার্বং। প্রাণানাং প্রাণেষু হোমমেব বিভজতে যস্যেতি। জিতেষু বায়ুভেদেষ জিতানাং ভেদাঃ হোমপ্রকারং প্রকটয়তি তে তত্রেতি॥ ২৯ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

হকারেণ বিশেৎ পুনঃ। প্রাণস্তত্র সএবাহমহং স ইতি চিন্তয়েদিতি। প্রাণাপানগতী রুদ্ধেত্যনেন শ্লোকেন প্রাণায়া • স্তা অপরে কথ্যন্তে, তত্রায়মর্থঃ, দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈর্জলেনৈকং প্রপূরয়েৎ। মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমংশেষয়েৎ॥ ইত্যেবমাদিবচনোক্তো নিয়ত আহারো যেষাং তে কুম্ভকেন প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণসংযমনপরায়ণাঃ সন্তঃ প্রাণানিন্দ্রিয়াণি প্রাণেষু জুহ্বতি কুম্ভকেন হি সর্ব্বে প্রাণা একীভবন্তি তত্রৈব লীয়মানেষিন্দ্রিয়েষু হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ, তদুক্তং যোগশাস্ত্রে, যথা যথা সদাভ্যাসান্মনসঃ স্থিরতা ভবেৎ। বায়ুবাকায়দৃষ্টীনাং স্থিরতা চ তথা তথেতি॥ ২৯॥

আভাস।

করা যায় না, সেইরূপ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপারের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার কার্য্য চালাইবার জন্য আমরা এক কিনারায় দণ্ডায়মান থাকিয়া, স্ব স্ব যোগ্যতা অনুসারে কর্ম্ম করিলেই সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার কার্য্য সাধন করা হয় মাত্র।

হরিদ্বারাদি তীর্থস্থানে অন্ন বস্ত্রাদি দান করিলে তত্রত্য সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীগণ তদ্দ্বারা যে কি শান্তি লাভ করেন এবং সে শান্তি ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ কেন্দ্রে উপনীত হইয়া, অন্নদাতার উপকার-সাধন কি প্রকারে করে, তাহা স্থূলদর্শী অভিমানী জীব, কি প্রকারে প্রণিধান করিবেন! স্থূলবদ্ধ আম কাঁঠালের অন্তরে রস প্রবাহের পরিচয় যিনি প্রত্যক্ষে দর্শন করিয়াও হৃদয়ে যখন অনুভব করিতে পারেন না, তখন একাগ্র হৃদয়ে তপস্যা করিলে কেন দেবতা প্রত্যক্ষে দর্শন দিবেন? কায়মনোবাক্যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে, কেন তাহা কণ্ঠস্থ হইয়া, চিরকাল স্মৃতিতে আরূঢ় থাকিবে? দেহাভিমানী মানব তাহার উত্তর করণে দিতে সমর্থ হইবেন না! হাজার হাজার লোক কল কারখানায় উপস্থিত থাকিয়া

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞ-ক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ।

যজ্ঞবিদঃ এতে সর্ব্বে যজ্ঞক্ষয়িত-কল্মষাঃ (যজ্ঞৈঃ ক্ষয়িতঃ নাশিতঃ কল্মষঃ যেষাং তে) যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ যজ্ঞাবশিষ্ট-কালেন বিধিচোদিতং অন্নং তৎ অমৃতাখ্যং ভুঞ্জতে তে সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি গচ্ছন্তি॥ ৩০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

সর্ব্ব ইতি। সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ যজ্ঞৈ র্যথোক্তৈঃ ক্ষয়িতো নাশিতঃ কল্মষো যেষাং তে যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ এবং যথোক্তান্ যজ্ঞান্ নির্ব্বর্ত্ত্য

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রকৃতান্ যজ্ঞানুপসংহরতি সর্ব্বেঽপীতি। যথোক্তযজ্ঞনির্ব্বর্ত্তনানন্তরং ক্ষীণে কল্মষে কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ এবমিতি। যথোক্তানাং যজ্ঞানাং মধ্যে কেনচিদপি

সংসার-চক্রের গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত দানাদি সৎকর্ম্ম যিনি যাহাই করুন না, তাহাতেই তাঁহার প্রকৃত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয় এবং তাদৃশ ব্যক্তিই প্রকৃত যাজ্ঞিক বলিয়াই পরিচিত। যাঁহারা এই ভাবে সংসার-চক্রের কর্ম্ম দৈনন্দিন জীবনে নির্ব্বাহ করিয়া অবশিষ্ট সময় যদি দেহ-রক্ষার্থ ভোজনাদিতে অতিবাহিত করেন, তাহা হইলে, তাঁহাদিগেরই প্রকৃত অমৃতরূপ প্রসাদ ভোজন করা হইল এবং তাঁহারা সর্ব্ববিধ পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভে, পবিত্র ধামে গমনের উপযুক্ত পাত্র হইলেন॥ ৩০ ॥

আভাস।

নিজের নির্দিষ্ট কর্ম্ম কলের অধীনে করিলে যেমন কৃতকার্য্য হয়, পরের কর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে যায় না, করিলে কল চলিবে না এবং নিজেরও অনিষ্ট করা হয়, সেইরূপ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, সেই পরমেশের পবিত্র সংসার-চক্রের অনুরূপ কর্ম্মের অনুশীলন করিলে, সংসার চক্র চালাইবার নিয়মের এক প্রান্তে অবস্থান পূর্ব্বক প্রকৃত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। যদি কেহ আপন প্রয়োজন পূরণের উপযোগী যোগ্যতাহীন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তিনি আপনি আপনাকে বঞ্চিত করিবেন, সন্দেহ নাই। কারণ

শাঙ্করভাষ্যম্।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যজ্ঞানাং শিষ্টং যজ্ঞশিষ্টং যজ্ঞশিষ্টঞ্চ তদমৃতঞ্চ যজ্ঞশিষ্টামৃতং তৎ ভুঞ্জত ইতি যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যথোক্তান্ যজ্ঞান্ কৃত্বা তচ্ছিষ্টেন কালেন যথা বিধিচোদিতমন্নমমৃতাখ্যং ভুঞ্জত ইতি যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি গচ্ছন্তি ব্রহ্ম সনাতনং চিরন্তনং মুমুক্ষবশ্চেৎ কালাতিক্রমাপেক্ষয়েতি সামর্থ্যাদ্ গম্যতে ॥ ৩০ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যজ্ঞেনাবিশেষিতস্য প্রত্যবায়ং দর্শয়তি নায়মিতি পাদান্তরেণ। কথং যথোক্তযজ্ঞানুষ্ঠায়িনামবশিষ্টেন কালেন বিহিতান্নভুজাং ব্রহ্মপ্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্য মুমুক্ষুত্বে সতি চিত্তশুদ্ধিদ্বারেণেত্যাহ মুমুক্ষবশ্চেদিতি। তৎ কিমিদানীং সাক্ষাদেব মোক্ষো বিবক্ষিতঃ? তথা চ গতিশ্রুতিবিরোধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য গতিনির্দেশসামর্থ্যাৎ ক্রমমুক্তিরত্রাভিপ্রেতেত্যাহ কালাতীতি ॥ ৩০ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

তদেবমুক্তানাং দ্বাদশানাং যজ্ঞবিদাং ফলমাহ সর্ব্বেঽপ্যেত ইতি। যজ্ঞান্ বিন্দন্তি লভন্ত ইতি যজ্ঞবিদো যজ্ঞজ্ঞা ইতি বা যজ্ঞৈঃ ক্ষপিতং নাশিতং কল্মষং যৈঃ যজ্ঞান্ কৃত্বাবশিষ্টকালেঽনিষিদ্ধমন্নমমৃতরূপং ভুঞ্জত ইতি তথা, তে সনাতনং নিত্যং ব্রহ্ম জ্ঞানদ্বারেণ প্রাপ্নুবন্তি ॥ ৩০ ॥

আভাস।

তিনিও যজ্ঞ হইতে পৃথক্ নহেন। যজ্ঞকাণ্ড চালাইবার কর্ম্মে লিপ্ত থাকিলে, তাঁহার নিজের কর্ম্ম আপনি হইয়া যাইবে; পৃথক্ভাবে আপন কর্ম্মের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন করিবে না। অনন্তের কর্ম্ম করিতে হইলে, অনন্ত লোককে অনন্ত প্রকারে লিপ্ত থাকিতে হইবে। একখানি বড় জাহাজে অনেক লোক নাবিকের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া, এক কাপ্তেনের আজ্ঞা প্রতিপালন ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে, আপন ইচ্ছামত কেহ কোন কর্ম্ম করে না। ভারপ্রাপ্ত হইয়াই সকলে নাবিকের বেতন পায় এবং দক্ষতা অনুসারে পদোন্নত হয়। সেইরূপ সমস্ত চিত্ত জগৎচক্রের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার জন্য, আমরা উপস্থিত! কেহ দ্রব্য বিতরণ যজ্ঞ, কেহ তপস্যা, কেহ যোগ, কেহ বিদ্যাচর্চ্চা, কেহ বা প্রাণায়াম, কেহ বা দেহকর্ম্ম, ইন্দ্রিয় কর্ম্ম, মনকর্ম্ম প্রাণকর্ম্ম পর্য্যন্ত যথেচ্ছ নির্গত হইতে না দিয়া, সংযতচিত্তে এক আত্ম-অরূপে সমর্পণ করত বিভিন্ন কর্ম্মের সাধনা করিতেছেন। সংসার-চক্রের নিয়ন্তাকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্ম

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ।

হে কুরুসত্তম! অযজ্ঞস্য যজ্ঞানুষ্ঠান-রহিতস্য অয়ং মনুষ্যলোকঃ অপি যদা ন সুখপ্রদঃ ভবতি তদা বহুসুখপ্রদঃ অন্যঃ পরলোকঃ কুতঃ ভবেৎ ॥ ৩১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

নায়মিতি। নায়ং লোকঃ সর্ব্বপ্রাণিসাধারণোঽপ্যস্তি যথোক্তানাং যজ্ঞানামেকোঽপি যজ্ঞো যস্য নাস্তি সোঽযজ্ঞ স্তস্য কুতোঽন্যো বিশিষ্টসাধনসাধ্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তৃতীয়ং পাদং ব্যাচষ্টে নায়মিতি। বিবক্ষিতং কৈমুতিক-ন্যায়মাহ কুত ইতি। সাধারণ-লোকাভাবে পুনরসাধারণলোকপ্রাপ্তি দূরনিরস্তেত্যর্থঃ। যথোক্তেঽর্থে বুদ্ধিসমাধানং কুরুকুল-প্রধানস্যার্জ্জুনস্য অনায়াস-লভ্যমিতি বক্তুং কুরুসত্তমেত্যুক্তম্ ॥ ৩১ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

তদকরণে দোষমাহ নায়মিতি। অয়মল্পসুখোঽপি মনুষ্যলোকোঽযজ্ঞস্য নাস্তি কুতোঽন্যো বহুসুখঃ পরলোকঃ। অতো যজ্ঞাঃ সর্ব্বথা কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

এই কর্ম্মভূমি জগতে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যদি সুকৃতি দ্বারা উপযোগিতা লাভে সামর্থ্য না পান, তবে কর্ম্মহীন পর জগতে গমন করিলে, তাঁহাদের মঙ্গল-লাভের সম্ভাবনা কোথায়! ॥ ৩১ ॥

আভাস।

করাই যজ্ঞ। আত্মম্ভরী না হইয়া, সংসার-চক্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যিনিই আপন বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম করেন, তাঁহারই যজ্ঞ করা হয়; এবং তদ্দ্বারা তাঁহার মনোমালিন্য অপনোদিত হইয়া যায়। জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহোপলক্ষে যে ভোগ, তাহাই যথেষ্ট! তাহাও ঈশ্বর-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবার অবসরে মাত্র করা উচিত। অতিথি প্রভৃতি পরিবারবর্গের পোষণাবশিষ্ট অন্নের দ্বারা বা জগচ্চক্র প্রাণপণে সঞ্চালিত করিয়া অবশিষ্ট কাল বা অবশিষ্ট ভোজ্য-লাভে যাহারা তুষ্ট, তাহারাই ভগবানের প্রিয়পাত্র ও তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতে পারে। যাহারা পরের উপকারার্থ আত্মসমর্পণ না করে, তাহারা কখনই সুখী ও সম্মানী এই জগতেই যখন হইতে পারে না, তখন পর জগতে বা পর জীবনে সুখী বা মুক্ত হইবার প্রত্যাশা কিরূপে করিতে পারে! ॥ ২৮।২৯।৩০।৩১ ॥

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২॥

অন্বয়ঃ।

ব্রহ্মণঃ বেদস্য মুখে বচনে এবং বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ বিহিতাঃ বিততাঃ! তান্ সর্ব্বান্ কর্ম্মজান্ বিদ্ধি! এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে! অতঃ কর্ম্ম কুরু! ॥ ৩২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

এবমিতি। এবং যথোক্তা বহুবিধা বহুপ্রকারা যজ্ঞা বিততা বিস্তীর্ণা ব্রহ্মণো বেদস্য মুখে দ্বারে বেদদ্বারেণাবগম্যমানাঃ। ব্রহ্মণো মুখে বিততা উচ্যন্তে তদ্ যথা বাচি হি প্রাণং জুহুম ইত্যাদয়ঃ কর্ম্মজান্ কায়িকবাচিকমানসকর্ম্মোদ্ভবান্

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

উক্তানাং যজ্ঞানাং বেদমূলত্বেনোৎপ্রেক্ষানিবন্ধনত্বং নিরস্যতি এবমিতি। আত্মব্যাপার-সাধ্যত্বমুক্তকর্ম্মণামাশঙ্ক্য দূষয়তি কর্ম্মজানিতি আত্মনো নির্ব্যাপারত্ব-জ্ঞানে ফলমাহ এবমিতি। কথং যথোক্তানাং যজ্ঞানাং বেদস্য মুখে বিস্তীর্ণত্বমিত্যা-

স্বামিকৃতটীকা।

জ্ঞানযজ্ঞং স্তোতুমুক্তান্ যজ্ঞানুপসংহরতি এবং বহুবিধা ইতি। ব্রহ্মণো বেদস্য বিততা বেদেন সাক্ষাদ্বিহিতা ইত্যর্থঃ, তথাপি তান্ সর্ব্বান্ বাঙ্মনঃকায়কর্ম্ম-জনিতানাত্মস্বরূপ-সংস্পর্শরহিতান্ বিদ্ধি জানীহি! আত্মনঃ কর্ম্মণোঽগোচরত্বাৎ এবং জ্ঞাত্বা জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্ সংসারাদ্বিমুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৩২ ॥

এই প্রকার দানাদি কর্ম্মের দ্বারা অনেক প্রকার যজ্ঞের ব্যাপার বেদ-মন্ত্রের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে; সে সমস্তই কর্ম্মের দ্বারা সাধ্য জানিতে হইবে। বিনা কর্ম্মে নিশ্চিন্তের ন্যায় অবস্থান করিলে, সংসার-চক্রেরই ব্যাঘাত করা হয়। যাহারা ইহা প্রণিধান করিয়া, অনলস ভাবে নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারাই সংসার-স্রোত হইতে নিষ্কৃতি পান! এবং তুমিও তাদৃশ অনুষ্ঠানে মুক্তিলাভ করিবে, সন্দেহ নাই। ৩২ ॥

আভাস।

বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে এইপ্রকার যজ্ঞের উপদেশ যথেষ্ট আছে। এস্থলে বিচারের কিছু নাই! যে স্থলে যে কার্য্যের যেরূপ পদ্ধতি বর্ণিত আছে, কায়-

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ ।

হে পরন্তপ ! দ্রব্যময়াৎ দৈবযজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ ! যতঃ সর্ব্বং অখিলং কর্ম্ম জ্ঞানে মোক্ষসাধনে পরিসমাপ্যতে অন্তর্ভবতি ॥ ৩৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

বিদ্ধি তান্ সর্ব্বাননাত্মজান্ নির্ব্যাপারো হ্যাত্মা অত এবং জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ন মদ্ব্যাপারা ইমে নির্ব্যাপারোঽহমুদাসীন ইত্যেবং জ্ঞাত্বাস্মাৎ সম্যগ্দর্শনাৎ মোক্ষ্যসে সংসারবন্ধনাদিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

ব্রহ্মার্পণমিত্যাদিশ্লোকেন সম্যগ্দর্শনস্য যজ্ঞত্বং সম্পাদিতম্, যজ্ঞাশ্চানেকবিধা

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

শঙ্ক্যাহ বেদস্যেতি । আত্মনোঽবগম্যমানত্বমেবোদাহরতি তদ্যথেতি । "এতদ্ধ স্ম বৈ তৎপূর্ব্বে বিদ্বাংস আহুঃ" ইত্যুপক্রম্যাধ্যয়নমাক্ষিপ্য শ্রেয়োকাঙ্ক্ষায়ামুক্তং বাচি ইতি । জ্ঞানশক্তিমদ্বিষয়ে ক্রিয়াশক্তিমদুপসংহারোঽত্র বিবক্ষিতঃ, "প্রাণে বা বাচং যো হেব প্রভবঃ স এবাপ্যয়ঃ" ইতি বাক্যমাদিশব্দার্থঃ, জ্ঞানশক্তিমতাং ক্রিয়াশক্তিমতাং চান্যোন্যোৎপত্তি প্রলয়ত্বাভেদভাবে নাধ্যয়নাদিসিদ্ধিরিত্যর্থঃ কর্ম্মণামাত্মব্যাপার-জন্যত্বাভাবে হেতুমাহ নির্ব্যাপারো হীতি । তস্য চ নির্ব্যাপারত্বং ফলবত্বাজ্ জ্ঞাতব্যমিত্যাহ অত ইতি । এবং জ্ঞানমেব জ্ঞাপয়ন্ উক্তং ব্যনক্তি নেত্যাদিনা ॥ ৩২ ॥

কর্ম্মযোগেঽনেকধাভিহিতে সর্ব্বস্য শ্রেয়ঃসাধনস্য কর্ম্মাত্মকত্বপ্রতিপত্ত্যা কেবলং

তবে দ্রব্যদান রূপ অর্থাৎ হোমাদি ব্যাপারের যজ্ঞের অপেক্ষা

আভাস ।

মনো-বাক্যে তাদৃশ যজ্ঞের তদনুরূপ আচরণ করিলে, স্বর্গাদি বিভিন্ন ফলের প্রাপ্তি তদ্দ্বারা হইয়া থাকে । দেহ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির দ্বারা যখন তাদৃশ কর্ম্মের সমাধা হয়, তখন আত্মার সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই । আত্মা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ও সত্য স্বরূপ নিষ্ক্রিয় ভাব ; তাঁহার আর উৎপত্তি বা ধ্বংস নাই ; কেবল সাক্ষী ভাবে তিনি চির বিদ্যমান ; কর্ম্মের বা ফলের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই, ইহা অবধারণ করিতে পারিলে, সংসার বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয় ॥ ৩২ ॥

দ্রব্যযজ্ঞের সহিত জ্ঞানযজ্ঞের তুলনা হয় না ; জ্ঞানযজ্ঞ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ! বেদোক্ত

শাঙ্করভাষ্যম্।

উপদিষ্টা স্তৈঃ সিদ্ধপুরুষার্থপ্রয়োজনৈর্জ্ঞানং স্তূয়তে, কথম্ শ্রেয়ানিতি। শ্রেয়ান্, দ্রব্যময়াৎ দ্রব্যসাধনসাধ্যাৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞো হে পরন্তপ, দ্রব্যময়ো হি যজ্ঞঃ ফলস্যারম্ভকো, জ্ঞানযজ্ঞো ন ফলারম্ভকঃ, অতঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ। কথম্? যতঃ সর্ব্বং কর্ম্ম সমস্তমখিলমপ্রতিবদ্ধং পার্থ! জ্ঞানে মোক্ষসাধনে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদক-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

জ্ঞানমনাদ্রিয়মাণমর্জ্জুনমালক্ষ্য বৃত্তানুবাদপূর্ব্বকম্ উত্তরশ্লোকস্য তাৎপর্য্যমাহ ব্রহ্মে-ত্যাদিনা সিদ্ধেতি। সিদ্ধং পুরুষার্থভূতং পুরুষাপেক্ষিতলক্ষণং প্রয়োজনং যেষাং যজ্ঞানাং তৈরনন্তরোপদিষ্টৈরিতি যাবৎ। প্রশ্নপূর্ব্বকং স্তুতিপ্রকারং প্রকটয়তি কথমিত্যাদিনা। জ্ঞানযজ্ঞস্য দ্রব্যযজ্ঞাৎ প্রশস্ততরত্বে হেতুমাহ শ্রেয়ানিতি। দ্রব্য-সাধনসাধ্যাদিত্যুপলক্ষণং স্বাধ্যায়াদেরপি। ততোঽপি জ্ঞানযজ্ঞস্য শ্রেয়স্ত্বাবিশেষাৎ দ্রব্যময়াদি-যজ্ঞেভ্যো জ্ঞান-যজ্ঞস্য প্রশস্ততরত্বং প্রপঞ্চয়তি দ্রব্যময়ো হীতি। ফলস্য অভ্যুদয়স্যেত্যর্থঃ, ন ফলারম্ভকো ন কস্যচিৎ ফলস্যোৎপাদকঃ, কিন্তু নিত্যসিদ্ধস্য মোক্ষস্য অভিব্যঞ্জক ইত্যর্থঃ। তস্য প্রশস্ততরত্বে হেত্বন্তরমাহ যত ইতি। সমস্তং কর্ম্মেত্যগ্নিহোত্রাদিকমুচ্যতে। অখিলমবিদ্যমানং খিলং শেষোঽস্যেত্যনূনং মহত্তর-মিতি যাবৎ, সর্ব্বমখিলমিতি পদদ্বয়োপাদানমসঙ্কোচার্থম্। সর্ব্বং কর্ম্ম জ্ঞানেঽন্ত-র্ভবতীত্যত্র ছান্দোগ্যশ্রুতিং প্রমাণয়তি যথেতি। চতুরায়কে হি দ্যূতে কশ্চিদায়-শ্চতুরঙ্কঃ সন্ কৃতশব্দেনোচ্যতে তস্মৈ বিজিতায় কৃতায় তাদর্থ্যেনাধরেয়াঃ স্ত্র্যাদ-

স্বামিকৃতটীকা।

জ্ঞানযজ্ঞস্য শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ শ্রেয়ানিতি। দ্রব্যময়াদনাত্মব্যাপার-জন্যাদ্দৈবাদি-যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেষ্ঠঃ, যদ্যপি জ্ঞানস্যাপি মনোব্যাপারাধীনত্বমস্ত্যেব তথাপ্যাত্ম-স্বরূপস্য জ্ঞানস্য মনঃপরিণামে অভিব্যক্তিমাত্রং ন তজ্জন্যত্বমিতি দ্রব্যময়াদ্বিশেষঃ, শ্রেষ্ঠত্বে হেতুঃ সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং ফলসহিতং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে অন্তর্ভবতীত্যর্থঃ, সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎকিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তীতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞান-যজ্ঞ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ! কারণ এক জ্ঞান-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যাবদীয় কর্ম্ম-যজ্ঞের ফল নিহিত আছে। জ্ঞানের উদয়ে আর কর্ম্মযোগ করিবার অপেক্ষা থাকে না ॥ ৩৩ ॥

আভাস।

দ্রব্যযজ্ঞের অনেক দোষ আছে; জ্ঞানযজ্ঞের কোন দোষ নাই; অথচ যাবতীয় কর্ম্মযোগের ফল ও তজ্জনিত আনন্দ নির্ব্বিঘ্নে ও অনায়াসে জ্ঞানযজ্ঞের অনুশীলনে

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন স্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ।

(আচার্য্যাণাং) প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া চ তৎ জ্ঞানং বিদ্ধি বিজানীহি; তে তত্ত্বদর্শিনঃ জ্ঞানিনঃ তে তুভ্যং জ্ঞানং উপদেক্ষ্যন্তি কথয়িষ্যন্তি ॥ ৩৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্থানীয়ে পরিসমাপ্যতেঽন্তর্ভবতি ইত্যর্থঃ। "যথা কৃতায় বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি যস্তদ্ বেদ যৎ স বেদ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৩ ॥

তদেতদ্ বিশিষ্টং জ্ঞানং তর্হি কেন প্রমাণেন প্রাপ্যত ইত্যুচ্যতে তদ্ বিদ্ধীতি।

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

ধৃতাত্তাবিনস্ত্রিদ্ব্যেকাঙ্কাস্ত্রেতাদ্বাপরকলিনামানঃ সংযন্ত্যায়াঃ সংগচ্ছন্তি চতুরঙ্কে খধায়ে ত্রিদ্ব্যেকাঙ্কায়ানামন্তর্ভাবো ভবতি মহাসংখ্যায়ামবান্তরসংখ্যান্তর্ভাবাবশ্যম্ভাবাদেবমেনং বিদ্যাবন্তং পুরুষং সর্ব্বং তদাভিমুখ্যেন সমেতি সঙ্গচ্ছতি। কিং তৎ সর্ব্বং যদ্বিদুষি পুরুষেঽন্তর্ভবতি তদাহ যৎকিঞ্চিদিতি। প্রজাঃ সর্ব্বা যৎ কিমপি সাধু কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি তৎসর্ব্বমিত্যর্থঃ। এনমভিসমেতীত্যুক্তং তমেব বিদ্যাবন্তং পুরুষং বিশিনষ্টি যস্তদিতি। কিং তদিত্যুক্তং তদেব বিশদয়তি যৎ স ইতি। স বৈক্বো যস্তৎ বেদ তত্ত্বং যোঽন্যোঽপি জানাতি তমেনং সর্ব্বং সাধু কর্ম্মাভি-সমেতীতি যোজনা ॥ ৩৩ ॥

যদ্যেবং প্রশস্ততরমিদং জ্ঞানং তর্হি কেনোপায়েন তৎপ্রাপ্তিরিতি পৃচ্ছতি

এ জ্ঞান সহজে সংগ্রহ করা যায় না। আচার্য্য-গণের সমীপে

আভাস।

প্রাপ্ত হওয়া যায়। মোক্ষলাভ হইলে, আর পাইবার কিছু বাকী থাকে না; কর্ম্মযোগের সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞফল একত্র এক জ্ঞানযোগের অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। ভ্রমের বিনিময়ে কর্ম্মকাণ্ড এবং অজ্ঞানের তিরোধানে জ্ঞানযজ্ঞ। কর্ম্মকাণ্ডের ফল পরিমিত কালব্যাপী, সুতরাং নশ্বর; জ্ঞানের ফল চিরস্থায়ী ও নির্ব্বিরোধী ॥ ৩৩ ॥

ক্ষুধার অন্ন বা পিপাসার জল জগতে কুড়াইয়া পাওয়া যায়; কিন্তু জ্ঞানকে

শাঙ্করভাষ্যম্।

তদ্বিদ্ধি বিজানীহি যেন বিধিনা প্রাপ্যত ইতি আচার্য্যানভিগম্য প্রকর্ষেণ নীচৈঃ পতনং প্রণিপাতো দীর্ঘনমস্কার স্তেন কথং বন্ধঃ কথং মোক্ষঃ কা বিদ্যা কা চাবিদ্যা ইতি পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া গুরুশুশ্রূষয়া এবমাদিনা প্রশ্রয়েণ আবর্জ্জিতা আচার্য্যা উপদেক্ষ্যন্তি কথয়িষ্যন্তি তে জ্ঞানং যথোক্তবিশেষণং জ্ঞানিনো জ্ঞানবন্তোঽপি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তদেতদিতি। জ্ঞানপ্রাপ্তৌ প্রত্যাসন্নমুপায়মুপদিশতি উচ্যত ইতি। তদ্বিজ্ঞানং গুরুভ্যো বিদ্ধি! গুরবশ্চ প্রণিপাতাদিভিরুপায়ৈঃ আবর্জ্জিতচেতসো বদিষ্যন্তীত্যাহ তদিত্তীতি। উপদেষ্টৄণমুপদেশ-কর্তৃত্বং পরোক্ষজ্ঞানমাত্রেণ ন ভবতীত্যাহ উপদেক্ষ্যন্তীতি! তদিতি প্রেক্ষিতং জ্ঞানসাধনং গৃহ্যতে যেন বিধিনেতি বিশেষদর্শনাৎ, যথা যেনাচার্য্যাবর্জ্জনপ্রকারেণ তদুপদেশবশাদপেক্ষিতং জ্ঞানং লভ্যতে তথা তজ্জ্ঞানমাচার্য্যেভ্যো লভস্বেত্যর্থঃ। তদেব স্ফুটয়তি আচার্য্যানিতি। এবমাদিনেত্যাদিশব্দেন শমাদয়ো গৃহ্যতে, এবমাদিনা বিজ্ঞীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। উত্তরার্দ্ধং ব্যাচষ্টে প্রশ্রয়েণেতি। প্রশ্রয়ো ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বকো নিরতিশয়োঽবনতিবিশেষঃ, যথোক্তবিশেষণং পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ প্রশস্ততমমিত্যর্থঃ। বিশেষণন্ত প্রৌনঃ-

স্বামিকৃতটীকা।

এবংভূতাত্মজ্ঞানে সাধনমাহ তদিতি। তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি জানীহি প্রাপ্নুহী-ত্যর্থ, জ্ঞানিনাং প্রণিপাতেন নমস্কারেণ ততঃ পরিপ্রশ্নেন কুতোঽয়ং মম সংসারঃ কথং বা নিবর্ত্ততে ইতি পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া গুরুশুশ্রূষয়া চ, জ্ঞানিনঃ শাস্ত্রজ্ঞা-তত্ত্বদর্শিনোঽপরোক্ষানুভবসম্পন্নাশ্চ তে তুভ্যং জ্ঞানমুপদেশেন সম্পাদয়িষ্যন্তি ॥৩৪॥

উপস্থিত হইয়া, হটকারিতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুরু-শুশ্রূষা করা প্রয়োজন। তখন বিনয় এবং শরণাগত ভাবের উদয়ে নিজ চিত্ত মধ্যে পরমার্থ বিষয়ের প্রশ্ন উদিত হইবে। সেই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ শিষ্যের উপর প্রসন্ন হইলে, যত্ন পূর্ব্বক তাঁহারা তোমার ন্যায় বিনীত শিষ্যকে প্রকৃত জ্ঞানের বিষয় উপদেশ দিবেন ॥ ৩৪ ॥

আভাস।

পণ্ডিত পাওয়া যায় না। বুঝিয়া লইতে হইবে। সুতরাং বুঝাইবার লোকের প্রয়োজন! যে নিজে বুঝে না; আজীবন প্রাপ্তিতেই জীবন প্রতিপালন করিয়াছেন, তিনি প্রাপ্তির কথা ব্যতীত জ্ঞানের কথা বলিতে বা বুঝিতে

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ।

যৎ জ্ঞানং জ্ঞাত্বা এবং ইদানীং ইব পুনঃ মোহং ন যাস্যসি প্রাপ্স্যসি; অপিতু যেন জ্ঞানেন ভূতানি ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানি, অশেষেণ আত্মনি প্রত্যগাত্মনি অথ ময়ি দ্রক্ষ্যসি ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কেচিদ্‌ যথাবৎ তত্ত্বদর্শনশীলাশ্চ ন ভবন্তি অপরে তু, ভবন্ত্যতো বিশিনষ্টি তত্ত্বদর্শিন ইতি, যে সম্যগ্‌দর্শিনস্তৈরুপদিষ্টং জ্ঞানং কার্য্যক্ষমং ভবতি নেতরদিতি ভগবতো মতম্ ॥ ৩৪ ॥

তথাচ সতি ইদম্ অপি সমর্থং বচনং যদিতি। যজ্‌জ্ঞাত্বা যজ্‌জ্ঞানং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ক্লিষ্টিপরিহারার্থবিধভেদং কথয়তি জ্ঞানবন্তোঽপীতি। জ্ঞানিন ইত্যুক্ত্বা পুনস্তত্ত্বদর্শিন ইতি ব্রুবতো ভগবতোঽভিপ্রায়মাহ যে সম্যগিতি। বহুবচনকৈতদাচার্য্যবিষয়ং বহুভ্যঃ শ্রোতব্যং বহুধা চেতি সামান্যন্যায়াভ্যনুজ্ঞানার্থং, ন স্বাত্মজ্ঞানমধিকৃত্য আচার্য্যবহুত্বং বিবক্ষিতং তস্য তত্ত্বসাক্ষাৎকার-বদাচার্য্যমাত্রোপদেশাদেব উদয়-সম্ভবাৎ ॥ ৩৪ ॥

বিশিষ্টৈরাচার্য্যৈরুপদিষ্টে জ্ঞানে কার্য্যক্ষমে প্রাপ্তে সতি সমনন্তরবচনমপি

সেই জ্ঞানের প্রসাদে তুমি এই ব্রহ্মাণ্ড-ভরা ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থকে পরমাত্ম-স্বরূপ আমাতে যে অবস্থিত, তাহা

আভাস।

শিখেন নাই; সুতরাং ভোগের দ্বারা যজ্ঞাদির প্রয়োগ-পদ্ধতি যাঁহারা জানেন, ভোগের উপদেশ প্রদানে তাঁহারা সক্ষম। কিন্তু জ্ঞান-যজ্ঞের উপদেশ-কর্ত্তা বিরল। যাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জগতের অনিত্যত্ব অবধারণে, বিষয়ে বিরক্ত হইয়াছেন এবং বিষয়ী আত্মার বিচারে পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণের শরণাগত হইয়া তাঁহাদের সমীপে এই জ্ঞান-যজ্ঞের অনুসন্ধান লওয়া প্রয়োজন! তাঁহারাই এই জ্ঞান-যজ্ঞের প্রয়োগ-পদ্ধতি শিষ্যগণকে প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

জ্ঞানযজ্ঞে দীক্ষিত হইলে, কর্ম্ম-বাসনায় আর অভিভূত হইতে হয় না!

শাঙ্করভাষ্যম্।

তৈরুপদিষ্টমধিগম্য প্রাপ্য পুনর্ভূয়ো মোহমেবং যথেদানীং মোহং গতোঽসি পুনরেবং ন যাস্যসি হে পাণ্ডব। কিঞ্চ যেন জ্ঞানেন ভূতানি অশেষেণ ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি দ্রক্ষ্যসি সাক্ষাদাত্মনি প্রত্যগাত্মনি মৎসংস্থানীমানি ভূতানি ইতি, অথো অপি ময়ি বাসুদেবে পরমেশ্বরে চেমানি ইতি ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরৈকত্বং সর্ব্বোপনিষৎপ্রসিদ্ধং দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ॥ ৩৫॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যোগ্যবিষয়মর্থবত্ত্বমিত্যাহ তথা চেতি। অতস্তস্মিন্ বিশিষ্টে জ্ঞানে ত্বদীয়মোহাপোহহেতৌ নিষ্ঠাবতা ভবতা ভবিতব্যমিতি শেষঃ। তত্র নিষ্ঠাপ্রতিষ্ঠায়ৈ তদেব জ্ঞানং পুনর্বিশিনষ্টি যেনেতি। যজ্‌জ্ঞাত্বেত্যযুক্তং জ্ঞানাযোগাদিত্যাশঙ্ক্য প্রাপ্ত্যর্থত্বমধিপূর্ব্বস্য গমেরঙ্গীকৃত্য ব্যাকরোতি অধিগম্যেতি। ইতশ্চাচার্য্যোপদেশলভ্যে জ্ঞানে ফলবতি প্রতিষ্ঠাবতা ভবিতব্যমিত্যাহ কিঞ্চেতি। জীবে চেশ্বরে চোভয়ত্র ভূতানাং প্রতিষ্ঠিতত্ব-প্রতিনির্দ্দেশে ভেদবাদানুমতিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ক্ষেত্রজ্ঞেতি। মূলপ্রমাণাভাবে কথং তদেকত্ব-দর্শনং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বেতি॥ ৩৫॥

স্বামিকৃতটীকা

জ্ঞানফলমাহ যজ্‌জ্ঞাত্বেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যজ্‌জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য পুনর্বন্ধুবধাদিনিমিত্তং মোহং ন প্রাপ্স্যসি। তত্র হেতু র্যেন জ্ঞানেন ভূতানি পিতৃপুত্রাদীনি স্বাবিদ্যাবিজৃম্ভিতানি আত্মন্যেবাভেদেন দ্রক্ষ্যসি। অথো অনন্তরং আত্মানং ময়ি পরমাত্মন্যভেদেন দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ॥ ৩৫॥

প্রত্যক্ষে অবলোকন করিতে পারিবে; সুতরাং আর এ জাতীয় মোহে পুনরায় মোহিত হইবে না। দিব্য জ্ঞানে পরমানন্দ অনুভব করিবে॥ ৩৫॥

আভাস।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, হে অর্জ্জুন! জ্ঞানের উন্মেষণ হইলে এক জ্ঞানের গর্ভেই যে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নিহিত রহিয়াছে, তাহা তুমি প্রত্যক্ষে অনুভব করিবে এবং অনন্ত দেহ-ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেহের ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ অন্তর্যামীরূপে বিদ্যমান আমাকে তুমি প্রত্যক্ষে অবলোকন করিতে পারিবে॥ ৩৫॥

অপি চেদসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞান-প্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ।

পাপিভ্যঃ পাপকৃদ্ভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ অপি ত্বং পাপকৃত্তমঃ চেৎ অসি! জ্ঞানপ্লবেন জ্ঞানং এব প্লবং কৃত্বা সর্ব্বং বৃজিনং পাপ-সমুদ্রং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চৈতস্য জ্ঞানস্য মাহাত্ম্যম্ অপীতি। অপি চেদসি পাপিভ্যঃ পাপকৃদ্ভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ সকাশাৎ অতিশয়েন পাপকৃৎ পাপকৃত্তমঃ, যদ্যসি ভবসি সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব জ্ঞানমেব প্লবং জ্ঞানপ্লবং কৃত্বা বৃজিনং বৃজিনার্ণবং পাপং সন্তরিষ্যসি ধর্ম্মোঽপীহ মুমুক্ষোঃ পাপমুচ্যতে ॥ ৩৬ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

জ্ঞানস্য প্রকারান্তরেণ প্রশংসাং প্রস্তৌতি কিঞ্চেতি। পাপকারিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ সকাশাদতিশয়েন পাপকারিত্বমেকস্মিন্নসম্ভাবিতমপি জ্ঞানমাহাত্ম্যপ্রসিদ্ধ্যর্থমঙ্গীকৃত্য ব্রবীতি অপি চেদিতি। ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানস্য সর্ব্বপাপ-নিবর্ত্তকত্বেন মাহাত্ম্যমিদানীং প্রকটয়তি সর্ব্বমিতি। অধর্ম্মে নিবৃত্তেঽপি ধর্ম্মরূপপ্রতিবন্ধান্ন জ্ঞানবতোঽপি মোক্ষঃ সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ ধর্ম্মোঽপীতি। ইহেত্যধ্যাত্মশাস্ত্রং গৃহ্যতে ॥ ৩৬ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ অপি চেদিতি। সর্ব্বেভ্যোঽপি পাপকারিভ্যো যদ্যপ্যতিশয়েন পাপকারী ত্বমসি তথাপি সর্ব্বং পাপ-সমুদ্রং জ্ঞানপ্লবেনৈব জ্ঞানপোতেনৈব সম্যক্ অনায়াসেন তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

যদি তুমি অশেষ পাপের পাপীও হও! তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাপী আর কেহ না থাকে, তথাপি এই আত্মসাক্ষাৎকার পূর্ব্বক পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার-রূপ জ্ঞানের নৌকায় আরোহণ করত, তোমার পাপ সমুদ্রকে অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ৩৬ ॥

আভাস।

জ্ঞানালোকে পুণ্যপাপের কোন বৈচিত্র্য থাকে না! সূর্য্যালোকে যেমন সাদা কাল সকল পদার্থই পরিভাসিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানের আলোকে পুণ্য পাপ উভয় ভোগেই উপেক্ষাবুদ্ধির উদয়ে বিতৃষ্ণার আবির্ভাব হয়; সুতরাং পুণ্য পাপ

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নি র্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।

অন্বয়ঃ।

হে অর্জ্জুন! সমিদ্ধঃ প্রদীপ্তঃ অগ্নিঃ যথা এধাংসি কাষ্ঠানি ভস্মসাৎ ভস্মীভাবং

শাঙ্করভাষ্যম্।

জ্ঞানং কথং নাশয়তি পাপমিতি সদৃষ্টান্তমুচ্যতে যথেতি। যথা এধাংসি কাষ্ঠানি সমিদ্ধঃ সম্যগিদ্ধঃ দীপ্তোঽগ্নিঃ ভস্মসাৎ ভস্মীভাবং কুরুতে, অর্জ্জুন! এবং জ্ঞানমেবাগ্নি-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

জ্ঞানে সত্যপি ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরুপলম্ভাৎ কুত স্তয়ো স্ততো নিবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্য জ্ঞানস্য ধর্ম্মাধর্ম্মনিবর্ত্তকত্বং দৃষ্টান্তেন দর্শয়িতুমনন্তরশ্লোকমবতারয়তি জ্ঞানমিতি। যোগ্যা-যোগ্যবিভাগেন নিবর্ত্তকত্বানিবর্ত্তকত্ববিভাগমুদাহরতি যথেতি। দৃষ্টান্তানুরূপং দার্ষ্টান্তিকমাচষ্টে জ্ঞানাগ্নিরিতি। যোগ্যবিষয়েঽপি দাহকত্বমগ্নেরপ্রতিবন্ধাপেক্ষয়েতি বিবক্ষিত্বা বিশিনষ্টি সম্যগিতি। দার্ষ্টান্তিকং ব্যাচষ্টে জ্ঞানমেবেতি। নম্নু জ্ঞানং সাক্ষাদেব কর্ম্মদাহকং কিমিতি নোচ্যতে, নির্ব্বীজং করোতি কর্ম্মেতি কিমিতি ব্যাখ্যানমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি। জ্ঞানস্য স্বপ্রমেয়াবরণাজ্ঞানাপাকরণে সামর্থ্যস্য লোকে দৃষ্টত্বাদবিক্রিয়-ব্রহ্মাত্মজ্ঞানমপি তদজ্ঞানং নিবর্ত্তয়ৎ তজ্জন্য-কর্ত্তৃত্বভ্রমং কর্ম্মবীজভূতং নিবর্ত্তয়তি তন্নিবৃত্তৌ চ কর্ম্মাণি ন স্থাতুং পারয়ন্তি ন তু সাক্ষাৎ কর্ম্মণাং নিবর্ত্তকং জ্ঞানং অজ্ঞানস্যৈব নিবর্ত্তকমিতি ব্যাপ্তে স্তদনিবৃত্তৌ তু পুনরপি

অগ্নি স্বরূপে প্রজ্বলিত হইলে যেমন পুঞ্জীকৃত কাষ্ঠ-স্তবককে নিমেষ মধ্যে ভস্মে পরিণত করিতে পারে, জ্ঞান-হুতাশন একবার

আভাস।

বিধৌত হইয়া জ্ঞানের প্রসাদে জীব জীবন্মুক্তি লাভ করে। মহাপাপীও জ্ঞানের প্রসাদে অগ্নিদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় বিধৌত-পাপ হয় এবং পবিত্র হৃদয়ের প্রসাদে উক্ত ব্যক্তি পুণ্যভোগেও অনাসক্ত হইয়া, এক জ্ঞানের অনুশীলনে সুখী হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। ॥ ৩৬ ॥

অহো! অগ্নি যেমন বিপুল কাষ্ঠরাশিকে নিমেষ মধ্যে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, জ্ঞানাগ্নিও সঞ্চিত কর্ম্ম-সংস্কারকে অতি সত্বর নিস্ফল করিয়া ফেলে; পুনঃ জাগরিত হইবার অবসর দেয় না। তত্ত্বগ্রামের স্বরূপ যদবধি অবধারিত না হয়, তদবধি ভ্রমে অন্ধ হইয়া, মানব সত্য বোধে মিথ্যারই পশ্চাদ্ধাবন করিয়া থাকে। স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইলে, তৎপ্রতি তাহার আসক্তি নিবৃত্ত হইয়া যায়। সমুদয় যাবদীয় পদার্থই অকিঞ্চিৎকর ও ক্ষণধ্বংসী মূর্ত্তিতে জ্ঞানের সমীপে ধরা

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ।

কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি পুণ্যপাপাত্মকানি ভস্মসাৎ কুরুতে ॥ ৩৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে নির্ব্বীজীকরোতি ইত্যর্থঃ। নহি সাক্ষাদেব জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণীন্ধনবৎ ভস্মীকর্ত্তুং শক্নোতি, তস্মাৎ সম্যগ্দর্শনং সর্ব্বকর্ম্মণাং নির্ব্বীজত্বে কারণমিত্যভিপ্রায়ঃ। সামর্থ্যাৎ যেন কর্ম্মণা শরীরমারব্ধং তৎপ্রবৃত্ত-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কর্ম্মোদ্ভব-সম্ভবাদিত্যর্থঃ। জ্ঞানস্য সাক্ষাৎ কর্ম্মনিবর্ত্তকত্বাভাবে ফলিতমাহ তস্মাদিতি। সম্যগ্জ্ঞানং মূলভূতাজ্ঞান-নিবর্ত্তনেন কর্ম্মনিবর্ত্তকমিষ্টঞ্চেদারব্ধফলস্যাপি কর্ম্মণো নিবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ জ্ঞানোদয়-সমকালমেব শরীরপাতঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ সামর্থ্যাদিতি। জ্ঞানোদয়-সমসময়মেব দেহাপোহে তত্ত্বদর্শিভিরুপদিষ্টং জ্ঞানং ফলবদিতি ভগবদভিপ্রায়স্য বাধিতত্বপ্রসঙ্গাদাচার্য্যলাভান্যথানুপপত্ত্যা প্রবৃত্তফলকর্ম্ম-সম্পাদকমজ্ঞানলেশং ন নাশয়তি জ্ঞানমিত্যর্থঃ। কথং তর্হি প্রারব্ধফলং কর্ম্ম নশ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ যেনেতি। তর্হি কথং জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ করোতী-

স্বামিকৃতটীকা।

সমুদ্রবৎ স্থিতস্যৈব পাপস্য অতিলঙ্ঘনমাত্রং ন তু পাপস্য নাশ ইতি ভ্রান্তিং দৃষ্টান্তেন বারয়ন্নাহ যথৈধাংসীতি। যথা এধাংসি কাষ্ঠানি প্রদীপ্তোঽগ্নিঃ ভস্মীভাবং নয়তি তথা জ্ঞানস্বরূপোঽগ্নিঃ প্রারব্ধকর্ম্মফল-ব্যতিরিক্তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ভস্মীকরোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

প্রকৃত প্রস্তাবে জাগরূক হইলে, হে অর্জ্জুন! জ্ঞানাজ্ঞান নিবন্ধন যাবদীয় পুণ্য-পাপাত্মক সমস্ত কর্ম্ম সংস্কারকে অল্পের মধ্যে ভস্মের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর করিয়া ফেলিবে; সন্দেহ নাই ॥ ৩৭ ॥

আভাস।

পড়িয়া থাকে; সুতরাং ঐহিক কি পারলৌকিক স্বর্গাদি কোন ভোগই আর জ্ঞানীকে বঞ্চিত করিতে পারে না; এবং জ্ঞানীও তাদৃশ ভোগের আশায় অন্ধের ন্যায় অন্ধকারে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করেন না। জ্ঞানী ভোগ্যের আদ্যোপান্ত ভাব ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক আভার ন্যায় আপাততঃ মনোরম হইলেও পরিণামে বিরস

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।

अन्वयः ।

इह तपोयोगादिषु मध्ये ज्ञानेन सदृशं पवित्रं चित्तशुद्धिकरं न विद्यते।

शाङ्करभाष्यम्।

फलत्वादुपभोगेनैव क्षीयतेऽतो यान्यप्रवृत्तफलानि ज्ञानोत्पत्तेः प्राक्कृतानि ज्ञान-सहभावीनि च अतीतानेकजन्मकृतानि च तान्येव कर्म्माणि भस्मसात् कुरुते ॥३७॥

यत एवमतः नहीति। नहि ज्ञानेन सदृशं तुल्यं पवित्रं पावनं शुद्धिकरमिह

आनन्दगिरिकृतटीका।

तुल्यं तत्राह' अत इति। ज्ञानादारब्धफलानां कर्म्मणां निवृत्त्यनुपपत्तेरनारब्ध-फलानि यानि कर्म्माणि पूर्व्वं ज्ञानोदयादस्मिन्नेव जन्मनि कृतानि ज्ञानेन च सह वर्त्तमानानि प्राचीनेषु चान्येषु जन्मस्वर्ज्जितानि तानि सर्व्वाणि ज्ञानं कारणनिवर्त्तनेन निवर्त्तयतीत्यर्थः ॥ ৩৭ ॥

ननु अन्येनैव परमपरिशुद্ধिकरेণ কেনচিদশ্বমেধাদিনা পরমপুরুষার্থসিদ্ধেঃ

জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র-কারক আর কেহই নাই! কিন্তু অনেক কাল যোগ সমাধির দ্বারা সংযত হইতে পারিলে, সেই আত্মসাক্ষাৎ

আভাস।

মায়ার কুহক মাত্র অবধারণ করিয়া, অন্তঃকরণ হইতে তাহাদের স্মৃতিকেও বিস্মৃত হইয়া যান। অতএব স্বচ্ছ সলিলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যবিম্বের ন্যায়, জ্ঞানীর উদ্বেগশূন্য নির্ম্মল হৃদয়াকাশে সর্ব্বপ্রকাশক জ্ঞানেরই প্রতিভা নিরুপম বেশে নির্ব্বাচিত হয় এবং প্রারব্ধ ব্যতীত পূর্ব্বসঞ্চিত যাবতীয় কর্ম্ম-সংস্কার বিলীন হইয়া যায়, সন্দেহ নাই। ॥ ৩৭ ॥

জ্ঞানের ব্যাপার অতি অদ্ভুত! সে সকল সন্দেহকে অপনোদিত করিয়া, হৃদয়ে নিশ্চিন্ত ভাবের আনয়ন করে। যোগ, যাগ এবং নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মযোগের দ্বারা যে পবিত্রতা ক্রমশ উদয় হয়, এক জ্ঞানের বলে সেই সর্ব্ববিধ পবিত্রতার উদয় হইয়া থাকে। জ্ঞানের তুল্য পবিত্রকারী আর কেহ নাই! নিমেষ মধ্যে জ্ঞান হৃদয়কে পবিত্রতার চরম সীমায় আরোহণ করাইয়া দেয়। তবে প্রতিনিধির দ্বারা জ্ঞান সংগ্রহ করা চলে না। কারণ নিজেকেই বুঝিতে হইবে। পরে বুঝিলে, নিজের বুঝা হয় না। সুতরাং বুঝা ব্যাপারকে প্রশস্ত করিতে হইবে। ভোগ বুঝিতে বিষয়ের সংসর্গ করিলে, প্রকৃত বুঝা হয় না। পদার্থ বা বিষয়ের স্বরূপকে বুঝিবার উপলক্ষে সম্বন্ধ করাই বুঝিবার প্রকৃত উপায়। সুতরাং ভোগ-

তৎ স্বয়ং যোগ-সংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ।

যোগসংসিদ্ধঃ যোগেন কর্ম্মযোগেন সমাধিযোগেন চ সম্যক্‌সিদ্ধঃ জনঃ কালেন যথাবসরেণ আত্মনি অন্তঃকরণে এব তৎ আত্মজ্ঞানং বিন্দতি জানাতি লভতে চ ॥ ৩৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিদ্যতে। হি তস্মাৎ তজ্‌জ্ঞানং স্বয়মেব যোগসংসিদ্ধঃ যোগেন কর্ম্মযোগেন সমাধি-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অস্তুমাত্মজ্ঞানেন ইত্যাশঙ্ক্যাহ যত ইতি। পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ জ্ঞানমাহাত্ম্যং যতঃ সিদ্ধমত স্তেন জ্ঞানেন তুল্যং পরিশুদ্ধিকরং পরমপুরুষার্থোপয়িকমিহ ব্যবহার-ভূমৌ নাস্তীত্যর্থঃ। তৎ পুনরাত্মবিষয়ং জ্ঞানং সর্ব্বেষাং কিমিতি ঝটিতি নোৎ-

স্বামিকৃতটীকা।

তত্র হেতুমাহ ন হীতি। পবিত্রং শুদ্ধিকরং ইহ তপোযোগাদিষু মধ্যে জ্ঞান-তুল্যং নাস্ত্যেব, তর্হি সর্ব্বেঽপি কিমিতি আত্মজ্ঞানমেব নাভ্যস্যন্তীত্যত আহ তৎ স্বয়মিতি সার্দ্ধেন। তদাত্মবিষয়ে জ্ঞানং কালেন মহতা কর্ম্মযোগেন সংসিদ্ধো যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্ স্বয়মেবানায়াসেন লভতে ন তু কর্ম্মযোগং বিনেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

কার-রূপ জ্ঞান নিজের হৃদয়-মন্দিরে যথাকালে আপনি দেখা দেয়! এবং তুমিও নিজে তাহা আপন অন্তরে উপলব্ধি করিবে ॥ ৩৮ ॥

আভাস।

লালসাকে পশ্চাতে পরিত্যাগ করিয়া, তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধিকে সঙ্গে লইয়া প্রতিপদে মানবের অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। অতএব ভোগের অনুরোধে অগ্রসর হইবার যে অভ্যাস চিরকাল ছিল, তাহাকে পরিবর্ত্তন করিয়া জ্ঞানের অর্থাৎ বুঝিবার অভ্যাসটীকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এ অভ্যাসটী কিন্তু সহজে সকলের ভাগ্যে ঘটে না। বুঝিবার অভ্যাসটিকে অগ্রে লইয়া প্রত্যেক বিষয়ের সংসর্গ করিতে যাওয়াই প্রকৃত যোগীর পরিচয়। যাহার এই অভ্যাস সর্ব্বদা চিত্তে জাগরূক থাকে, তিনিই পরম যোগী এবং ভগবানেরও প্রকৃত ভক্ত।

কারণ, বিষ্ণুনা যোজিতে যন্ত্রে ক্ষুৎপিপাসা সমাকুলে।
রোগ-শোক-ভয়ানর্থে গচ্ছন্তি পশবোঽব্যয়াঃ॥

ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক মানব যে দেহ-যন্ত্রে সংযোজিত হইয়াছে, সে দেহ-যন্ত্র ক্ষুধা

শাঙ্করভাষ্যম্।

যোগেন চ সংসিদ্ধঃ সংস্কৃতঃ যোগ্যতামাপন্নঃ মুমুক্ষুঃ কালেন মহতা আত্মনি বিন্দতি লভতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পশ্যতে তত্রাহ তজ্ জ্ঞানং স্বয়মিতি। মহতা কালেন যথোক্তেন সাধনেন যোগ্যতামাপন্নঃ তদধিকৃতঃ স্বয়ং তদাত্মনি জ্ঞানং বিন্দতীতি যোজনা। সর্ব্বেষাং ঝটিতি জ্ঞানানুদয়ো যোগ্যতাবৈধুর্য্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

আভাস

পিপাসা রোগ শোক ভয় এবং অনন্ত প্রকারের অনর্থে নিরন্তর বিব্রত থাকে। সুতরাং মানবের বুদ্ধি তাহাদেরই প্রতিকারার্থ সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত এবং উদ্‌যোগী হয়। কিন্তু দেহনিষ্ঠ এই সকল অভাব না থাকিলেও, কেহ কখন ভগবানের বিচিত্র সৃষ্টি-মর্য্যাদার প্রতি কটাক্ষ-পাতও করিত না। দেহ-নিষ্ঠ পিপাসা বা ক্ষুধাদির অনুরোধে জীব-নিচয় তাহার চরিতার্থ করিবার উপলক্ষে ভগবানের সৃষ্ট জল বা অন্নাদির অভিমুখে ধাবিত হয়। অবশ্য বিষয়ের অভিমুখে গমনটী বুদ্ধির ভোগপ্রবৃত্তি বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বুদ্ধিতে যেমন ভোগপ্রবৃত্তি প্রচুর আছে, আবার তৎসঙ্গে বিচার প্রবৃত্তিও প্রচুর আছে। ভোগ-ব্যাপার কিন্তু কণা-কালের মধ্যে চরিতার্থ হইয়া যায়, আর তৎজাতীয় প্রবৃত্তি থাকে না। ক্ষুধার অন্ন খাইলে, আর ক্ষুধাদির উত্তেজনা থাকে না, বরং তৎসম্বন্ধে বৈরাগ্যই তৎকালে উপস্থিত হয়; সেই সময় বুদ্ধিকে তজ্জন্য পরিণামের ভোগ্য সংগ্রহে উদ্‌যোগী হইতে না দিয়া, ভোক্তা জীবাত্মাকে ভোগ্য অনন্ত বিশ্ব এবং সর্ব্ব রচয়িতা ও প্রেরয়িতা পরমেশ্বরের স্বরূপ অন্বেষণে প্রবৃত্ত করানই মঙ্গল। কারণ এই প্রবৃত্তির পরিচয় বা চেষ্টার নামই যোগ। সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন; সর্ব্বং প্রত্যুপভোগং যস্মাৎ পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ। সৈবচ বিশিষ্ট পুনঃ প্রধান-পুরুষান্তরং সূক্ষ্মং॥ ভোগানুসন্ধানে যেমন বুদ্ধির বিচক্ষণতা আছে, সর্ব্বপ্রকার কারণ তত্ত্বগ্রামের অনুসন্ধানেও বুদ্ধিরই সেইরূপ যোগ্যতা আছে। সে আপনার প্রয়োজনানুরূপ ভোগকে যেমন নির্ব্বাচন করিতে পারে, আবার প্রত্যেক ভোগ্য পদার্থের অন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার কার্য্য কারণ ভাবকেও নিরূপণ করিতে পারে। এই ভোগ্যের উপলক্ষে ভোক্তা জীবাত্মার সম্বন্ধ ঘটিলে চৈতন্যের যে উদ্রেক হয়, তাহারই নাম জ্ঞান। এই জ্ঞানকে নিজে বুঝা ব্যতীত পরের বুঝাতে বুঝা যায় না। এই বুঝা ভাবের উদয়ে সকল ব্যাপারের নিবৃত্তি

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ ।

শ্রদ্ধাবান্ গুরু-বেদান্ত-বাক্যেষু বিশ্বাস-সম্পন্নঃ, তৎপরঃ তদেকনিষ্ঠঃ, সংযতেন্দ্রিয়ঃ জিতেন্দ্রিয়ঃ পুরুষঃ জ্ঞানং লভতে । জ্ঞানং তত্ত্বসাক্ষাৎকারং লব্ধ্বা অচিরেণ শীঘ্রং এব পরাং উৎকৃষ্টাং শান্তিং নির্ব্বাণ-পদবীং মোক্ষং অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৩৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

যেন একান্তেন জ্ঞান-প্রাপ্তি র্ভবতি স উপায় উপদিশ্যতে শ্রদ্ধাবানিতি ।

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

কর্ম্মযোগেন সমাধিযোগেন চ সম্পন্নস্য জ্ঞানোৎপত্তৌ অন্তরঙ্গ-সাধনমুপদিশতি যেনেতি । জ্ঞানলাভে প্রয়োজনমাহ জ্ঞানমিতি । ন কেবলং শ্রদ্ধালুত্বমেব সহায়ং

যে ব্যক্তি আগ্রহাতিশয়ে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করত বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে জ্ঞান-লাভার্থ তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন, তিনিই সত্বর জ্ঞান-লাভে অধিকারী হন ! জ্ঞানের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, অতি সত্বর পরমা শান্তি লাভে সে মানব চির সুখী হন, সন্দেহ নাই ॥ ৩৯ ॥

আভাস ।

হইয়া যায় । এই বুঝিবার অনুরোধে যাবদীয় উদ্যম বা কর্ম্মের প্রবৃত্তি । বুঝা-ভাব দেখা দিলে, সমস্ত উদ্যম বা ব্যাপার কোথায় যেন ভলাইয়া যায় । যুবক যুবতীর সঙ্গ-রসায়ন কালে যখন আনন্দের অনুভূতি বা জ্ঞানের উদয় হয়, তখন সকল উদ্যম, এমন কি ! বাক্যালাপ পর্য্যন্ত নিরস্ত হইয়া যায় । মানব এই উপলব্ধি বা জ্ঞানকে সকল সম্পর্ক হইতে পৃথক্‌ভাবে আপনাতে উপলব্ধি করিবার অভ্যাস করিলে, আপনাকে নিরাময় করিতে পারে । সর্ব্বপ্রথমে দেহাদির প্রয়োজন, তৎপরে লোভ, তৎপরে মোহের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্তি আইসে বটে, কিন্তু বিচারাত্মিকা বুদ্ধিকে প্রখরা রাখিয়া, সকল প্রবৃত্তির অন্তিম দশায় উৎপন্ন জ্ঞানকে ধরিবার জন্য নিরন্তর যত্নশীল থাকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ ॥ ৩৮ ॥

এই বুঝা ভাবটীকে বুঝাই যে চরম উদ্দেশ্য এবং যাবতীয় ব্যাপারের অন্তিম ফল, অল্প ভোগাসক্ত জীবের হৃদয়ে সহজে উপলব্ধ হয় না ; সুতরাং তাহারা ভোগের

শাঙ্করভাষ্যম্।

শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্ধালু র্লভতে জ্ঞানম্ শ্রদ্ধালুত্বেঽপি ভবতি কশ্চিন্মন্দপ্রস্থানঃ, অত আহ তৎপরঃ গুরূপাসনাদৌ অভিযুক্তো জ্ঞানলব্ধ্যুপায়ে শ্রদ্ধাবান্ তৎপরোঽপি অজিতেন্দ্রিয়ঃ স্যাৎ ইত্যত আহ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। সংযতানি বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তিতানি যস্যেন্দ্রিয়াণি স সংযতেন্দ্রিয়ঃ যোগী য এবংভূতঃ শ্রদ্ধাবান্ তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়শ্চ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

জ্ঞানলাভে হেতুরপি তু তাৎপর্য্যমপীত্যাহ শ্রদ্ধালুত্বেঽপীতি। মন্দপ্রস্থানত্বং তাৎপর্য্যবিধুরত্বং, ন চ তস্যোপদিষ্টমপি জ্ঞানমুৎপত্তুমীষ্টে তেন তাৎপর্য্যমপি তত্র কারণং ভবতীত্যাহ অত আহেতি। অভিযুক্তো নিষ্ঠাবান্। উপাসনাদাবিত্যাদিশব্দেন শ্রবণাদি গৃহ্যতে। ন কেবলং শ্রদ্ধা তাৎপর্য্যঞ্চ ইত্যুভয়মেব জ্ঞানকারণং কিন্তু সংযতেন্দ্রিয়ত্বমপি, তদভাবে শ্রদ্ধাদেরকিঞ্চিৎকরত্বাৎ ইত্যাশয়েনাহ শ্রদ্ধাবানীতি। উক্তসাধনানাং জ্ঞানেন সহৈকান্তিকত্বমাহ য এবম্ভূত ইতি। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন" ইত্যাদৌ প্রাগেব প্রণিপাতাদে র্জ্ঞানহেতোরুক্তত্বাৎ কিমিতীদানীং হেত্বন্তরমুচ্যতে তত্রাহ প্রণিপাতাদিস্তিতি। তদ্ধি বহিরঙ্গমিদং পুনরন্তরঙ্গং,

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ শ্রদ্ধাবানিতি। শ্রদ্ধাবান্ গুরূপদিষ্টে অর্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্ তৎপরস্তদেকনিষ্ঠঃ সংযতেন্দ্রিয়শ্চ তজ্‌জ্ঞানং লভতে নান্যঃ, অতঃ শ্রদ্ধাদিসম্পত্ত্যা জ্ঞানলাভাৎ প্রাক্ কর্ম্মযোগ এব শুদ্ধ্যর্থমনুষ্ঠেয়ঃ, জ্ঞানলাভানন্তরন্তু ন তস্য কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমিত্যাহ জ্ঞানং লব্ধ্বা তু মোক্ষমচিরেণ প্রাপ্নোতি ॥ ৩৯ ॥

আভাস।

পর ভোগ এবং উদ্যমের পর উদ্যম করিতে করিতে সমগ্র জীবন এবং জন্ম জন্মান্তর অতিবাহিত করিতে থাকে ; সুতরাং শান্তিলাভে তাহারা কখনই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। কারণ অভাবের পূরণার্থ যতই ভোগ সংগ্রহ করা হউক, এক-জাতীয় অভাবের তাৎকালিক নিবৃত্তি হইলেও, পরে যে তাদৃশ অভাব পুনঃ দেখা দিবে না এবং তদ্ব্যতীত অন্য অপর অনন্ত অভাবের আবির্ভাবেও ভোগশীল মানবকে যে বিব্রত করিবে না, তাহা কখনই হয় না। সাধারণ জীবনে সুস্পষ্ট প্রতীত হয় যে, যে ব্যক্তি যতই ভোগ্য সংগ্রহে সুখী হইবার প্রত্যাশা করেন, তিনি ততই অন্তরে অভাবেরই সৃজন করিয়া থাকেন। অন্তর হইতে অভাবের উৎস যেন উত্তরোত্তর প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণে প্রবল বেগে বহির্গত হইতে থাকে ;

শাঙ্করভাষ্যম্।

সোঽবশ্যং জ্ঞানং লভতে। প্রণিপাতাদিস্তু বাহ্যোঽনৈকান্তিকোঽপি ভবতি-মায়াবিত্বাদিসম্ভবাৎ নতু তথা তচ্ছ্রদ্ধাবত্ত্বাদৌ ইতি একান্ততো জ্ঞানলব্ধ্যুপায়ঃ, কিং পুনর্জ্জ্ঞানলাভাৎ স্যাৎ ইত্যুচ্যতে জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং মোক্ষাখ্যাং শান্তিম্ উপরতিম্ অচিরেণ ক্ষিপ্রমেব অধিগচ্ছতি। সম্যক্ দর্শনাৎ ক্ষিপ্রমেব মোক্ষো-ভবতীতি সর্ব্বশাস্ত্রন্যায়-প্রসিদ্ধঃ সুনিশ্চিতোঽর্থঃ॥ ৩৯॥

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

ন চ তত্র জ্ঞানেন প্রতিনিয়মো মনস্যন্যথা কৃত্বা বহিরন্যথা প্রদর্শনাত্মনো মায়াবিত্বস্য সম্ভবাদ্ বিপ্রলম্ভকত্বাদেরপি সম্ভাবনোপনীতত্বাদিত্যর্থঃ। মায়াবিত্বাদেঃ শ্রদ্ধাবত্ত্ব তাৎপর্য্যাদাবপি সম্ভবাৎ অনৈকান্তিকত্বমবিশিষ্টমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন ত্বিতি। ন হি মায়য়া বিপ্রলম্ভেন বা শ্রদ্ধাতাৎপর্য্যসংযমাভিযোগতো নিষ্ঠাতুমর্হতীত্যর্থঃ। উত্তরার্দ্ধং প্রশ্নপূর্ব্বকমবতার্য্য ব্যাকরোতি কিং পুনরিত্যাদিনা। সম্যগ্ জ্ঞানাৎ অভ্যাসাদিসাধনানপেক্ষান্মোক্ষো ভবতীত্যত্র প্রমাণমাহ সম্যগ্ দর্শনাদিতি। শাস্ত্রশব্দেন "তমেব বিদিত্বা" "জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্" ইত্যাদি বিবক্ষিতং, ন্যায়স্তু জ্ঞানাদ-জ্ঞাননিবৃত্তেঃ রজ্জ্বাদৌ প্রসিদ্ধত্বাৎ আত্মজ্ঞানাদপি নিরপেক্ষাৎ অজ্ঞান-তৎকার্য্য-প্রক্ষয়-লক্ষণো মোক্ষঃ স্যাদিত্যেবং লক্ষণং॥ ৩৯॥

আভাস।

অন্তিম জীবনেও আশার স্রোত ত নিরুদ্ধ হয় না। ক্ষমতাহীন বলিয়া উদ্যমের ভঙ্গ বা হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু আমার আর কিছুরই প্রয়োজন নাই বলিয়া, অতি বৃদ্ধ ভোগীও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। ভোগী মানব ভাবিতে চাহে না যে, বৃক্ষের মূল-দেশ হইতে অনন্ত ফল পুষ্পাদি জন্ম গ্রহণ করত, শাখা প্রশাখাদিতে যেমন পরে পরে প্রকাশ পায়, সেইরূপ জীবের মূল-ভিত্তি চিত্ত হইতে অনন্ত অভাবের জন্ম হইয়া, শাখা প্রশাখা-স্থানীয় দেহাবরণাদিতে পরে প্রকাশ পায়। সুতরাং ভোগের দ্বারা মূল আকরের নিবৃত্তি হয় না। ইহা সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানেরই নিয়ম ; যিনি মানবকে সৃজন করিয়া তাহাদের ভোগের জন্য অনন্ত প্রকারের ভোগ্য সৃজন করিয়াছেন, তিনিই মানবের অন্তরে উক্ত ভোগ্য সমূহকে ভোগ করাইবার জন্য তদনুপাতে অভাবেরও সৃজন করিয়াছেন। সুতরাং ভোগের দ্বারা অভাবের মিটান কখনই সঙ্গত ও সম্ভবপর নহে। কারণ ঈশ্বর-সৃষ্ট ভোগ্যের পরিচর্য্যার্থ ভগবান্ যদি অন্তরে বা চিত্তে তদনুপাতের অভাবের সৃজন না করেন, জীব কেন ভোগাভিমুখে ধাবিত হইবে? ক্ষুধা পিপাসা অন্তরে

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। .

অন্বয়ঃ।

অজ্ঞঃ অনভিজ্ঞঃ যতঃ অশ্রদ্দধানঃ গুরূপদেশে শ্রদ্ধাহীনঃ সংশয়াত্মা সন্দিগ্ধ-

স্বামিকৃতটীকা

অত্র সংশয়ো ন কর্ত্তব্যঃ পাপিষ্ঠো হি সংশয়ঃ, কথম্? উচ্যতে অজ্ঞশ্চেতি। অজ্ঞশ্চানাত্মজ্ঞঃ অশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা চ বিনশ্যতি। অজ্ঞাশ্রদ্দধানৌ যদ্যপি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

উত্তরশ্লোকস্য পাতনিকাং করোতি অত্রেতি। যথোক্তসাধনবান্ উপদেশ-মপেক্ষ্য অচিরেণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারোতি সাক্ষাৎকৃতব্রহ্মত্বেঽচিরেণৈব মোক্ষং প্রাপ্নো-তীত্যেষোঽর্থঃ সপ্তম্যা পরামৃশ্যতে। সংশয়স্য অকর্ত্তব্যত্বে হেতুমাহ পাপিষ্ঠো

অহো অর্জ্জুন! এই আত্মজ্ঞানই যে পরমা শান্তি ও মুক্তির কারণ, তদ্বিষয়ে তুমি সন্দেহ করিও না! আচার্য্য গণের উপদেশ

আভাস।

উদিত না হইলে, কেহ অন্ন পানাদির অভিমুখে অগ্রসর হইত না। কিন্তু সৃষ্টির মুল রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিলে আমরা ধারণা করিতে পারিব যে, কেবল ভোগের জন্য ভগবান্ ভোক্তা জীব ও ভোগ্য বিষয়কে সৃজন করেন নাই। অনাদি অজ্ঞানে মানব অভিভূত হইয়া; বহির্মুখা বৃত্তির প্রভাবে সৃষ্টির অভিমুখেই ধাবিত হইতেছে, কণা কালের জন্যও নিবৃত্তি লাভে সমর্থ না হইয়া, কাতর প্রাণে প্রণিপাত করত জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন আচার্য্যগণের সমীপে করজোড়ে শান্তির উপায় প্রার্থনা করেন; এবং তাঁহাদের উপদেশের অনুসরণে ইন্দ্রিয়গণের সংযমনে ভোগে বিরত হইয়া, প্রত্যেক ব্যাপারে অনুভবকারী স্বীয় জ্ঞানকে যখন চিনিয়া ধরিতে পারেন, তখনই তাহার জীবন-সংগ্রামের নিবৃত্তি হইয়া, পরমানন্দের উদয় হইয়া থাকে। জ্ঞানই শান্তিলাভের একমাত্র উপায়! জ্ঞানের উদয় হইলে, অভাবের উদয় নিরস্ত হয়; সুতরাং সংসার-কর্ম্ম আর থাকে না। জীব চির-শান্তিতে নিমগ্ন হয়॥ ৩৯॥

জগতে ত্রিবিধ জীব বিপন্ন হয়। প্রথম নির্ব্বোধ ব্যক্তি; অর্থাৎ যাহার সত্য মিথ্যার জ্ঞান নাই! প্রকৃত সত্যকে অবধারণ না করিয়া, মিথ্যা অকিঞ্চিৎকর ক্ষণ-ধ্বংসী পদার্থকে সত্য, নিত্য ও সুখময় জ্ঞানে তাহারা ধাবিত হয়। ইহারা আপনাকে

নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ।

চিত্তঃ জনঃ বিনশ্যতি। সংশয়াত্মনঃ জনস্য অয়ং লোকঃ বা পরলোকঃ নাস্তি ; সুখং অপি কুত্রাপি নাস্তি ॥ ৪০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিনশ্যতঃ তথাপি ন তথা যথা সংশয়াত্মা ,সংশয়াত্মা তু পাপিষ্ঠঃ সর্ব্বেষাম্। কথম্? নায়ং সাধারণোঽপি লোকোঽস্তি তথা ন পরো লোকো ন সুখং তত্রাপি সংশয়োপপত্তেঃ, সংশয়াত্মনঃ সংশয়চিত্তস্য। তস্মাৎ সংশয়ো ন কর্ত্তব্যঃ ॥ ৪০ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

হীতি। উক্তং হেতুং প্রশ্নপূর্ব্বকমুত্তরশ্লোকেন সাধয়তি কথমিত্যাদিনা। অজ্ঞাদেঃ শ্রদ্দধানাচ্চ সংশয়চিত্তস্য বিশেষমাদর্শয়তি নায়মিতি। দ্বিতীয়ভাগবিভজনার্থং ভূমিকাং করোতি অজ্ঞেতি। অজ্ঞাদীনাং মধ্যে সংশয়াত্মনো যৎ পাপিষ্ঠত্বং তৎ প্রশ্নদ্বারা প্রকটয়তি কথমিতি। লোকদ্বয়স্য তৎপ্রযুক্তসুখস্য চাভাবে হেতুমাহ তত্রাপীতি। সংশয়চিত্তস্য সর্ব্বত্র সংশয়প্রবৃত্তে র্দুর্নিবারত্বাদিত্যর্থঃ। সংশয়স্যানর্থমূলত্বে স্থিতে ফলিতমাহ তস্মাদিতি ॥ ৪০ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

জ্ঞানাধিকারিণমুক্ত্বা তদ্বিপরীতমনধিকারিণমাহ অজ্ঞশ্চেতি। অজ্ঞো গুরূপদিষ্টার্থানভিজ্ঞঃ কথঞ্চিজ্জ্ঞানে জাতেঽপি তত্রাশ্রদ্দধানশ্চ জাতায়ামপি শ্রদ্ধায়াং মেদং সিধ্যেন্ন বেতি সংশয়াক্রান্তচিত্তশ্চ বিনশ্যতি স্বার্থাদ্ভ্রশ্যতি, এতেষু ত্রিষপি সংশয়াত্মা সর্ব্বথা নশ্যতি যত স্তস্যায়ং লোকো নাস্তি ধনার্জ্জনবিবাহাদ্যসিদ্ধেঃ, ন চ পরলোকো ধর্ম্মস্যানিষ্পত্তেঃ, ন চ সুখং সংশয়েনৈব ভোগস্যাপ্যসম্ভবাৎ ॥ ৪০ ॥

এবং শাস্ত্র-বাক্যে যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাদৃশ সন্দিগ্ধ-চিত্ত আত্মজ্ঞান-বিহীন ব্যক্তির মনোরথ কখন সিদ্ধ হয় না ; তাহারা ইহলোক বা পরলোক কোথায়ও সুখ শান্তি পায় না ॥ ৪০ ॥

আভাস।

জ্ঞানী ও পণ্ডিতবোধে কখন প্রাচীন বুদ্ধিমানগণের অনুসরণ করে না। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে সর্ব্বত্র অবলোকন করায়, প্রতি পদে তাহারা সকলের প্রতি সন্দিহান হয় ; সুতরাং কেহ তাহাদের প্রিয় পাত্র হয় না এবং তাহারাও কাহার প্রিয়পাত্র হয় না। সুতরাং ঐহিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ দুঃখ তাহারা চিরকাল ভোগ করিয়া থাকে ; তাহাদের শান্তি কখনই নাই ॥ ৪০ ॥

যোগ-সন্ন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞান-সঞ্ছিন্ন-সংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ।

হে ধনঞ্জয়! যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং (যোগেন পরমেশ্বরারাধন রূপেণ কার্য্যেণ সংন্যস্তানি সমর্পিতানি কর্ম্মাণি যেন তং) জ্ঞান-সংছিন্ন-সংশয়ং (জ্ঞানেন আত্মসাক্ষাৎ-কার-রূপ-বোধেন সংছিন্নঃ নিবৃত্তঃ সংশয়ঃ দেহাদ্যভিমানলক্ষণঃ যস্য তং) আত্মবন্তং অপ্রমত্তং জনং কর্ম্মাণি পুণ্য পাপরূপাণি ন নিবধ্নন্তি ॥ ৪১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কস্মাৎ? যোগেতি। যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং পরমার্থদর্শন লক্ষণেন যোগেন সংন্যস্তানি কর্ম্মাণি যেন পরমার্থদর্শিনা ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যানি তং যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণম্

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যদ্যপি সংশয়ঃ সর্ব্বানর্থহেতুত্বাৎ কর্ত্তব্যো ন ভবতি তথাপি নিবর্ত্তকাভাবে তদকরণম্ অস্বাধীনমিতি শঙ্কতে কস্মাদিতি। শ্রুতিযুক্তিপ্রযুক্তমৈক্যজ্ঞানং তন্নি-বর্ত্তকমিত্যুত্তরমাহজ্ঞানেনেতি। সংশয়রহিতস্যাপি কর্ম্মাণি অনর্থহেতবো ভবন্তী-

---

ধনঞ্জয়! ব্যবহারিক ধন রত্নাদি সংগ্রহে অভিমানী না হইয়া, অন্তরের অমূল্য নিধিকে তুমি চিনিয়া লও! পরমার্থ দর্শন রূপ যোগের অনুষ্ঠানে যাহাদের অন্তঃকরণ হইতে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি বিদূরিত হইয়াছে এবং সৎ ও অসতের বিচার-বলে হৃদয় হইতে সর্ব্ববিধ সংশয় তিরোহিত হইয়াছে, সর্ব্বক্ষণই অপ্রমত্ত থাকেন তাদৃশ ব্যক্তিগণকে আর কর্ম্ম-পাশ কখন বন্ধন করিতে পারে না ॥ ৪১ ॥

আভাস।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ দুইটী শ্লোকের দ্বারা তাঁহার উপদেশ পূর্ণ পূর্ব্বাপর অধ্যায়দ্বয়ের তাৎপর্য্যের উপসংহারে বর্ণন করিলেন যে, কর্ম্ম-যোগ এবং জ্ঞানযোগের অনুষ্ঠানে মানবের জীবন কৃতার্থ করা কর্ত্তব্য। কর্ম্ম-যোগের দ্বারা চিত্ত-মালিন্য অপসারিত হইলে জ্ঞানযোগে পূর্ণ অধিকার জন্মে। কর্ম্মযোগও সকাম এবং নিষ্কাম ভেদে বিবিধ। সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ফল প্রাপ্তির দ্বারা বেদ-বিহিত শাস্ত্র-বাক্য সাধকের হৃদয়ে প্রথমত বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। তখন বেদবোধিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্ন এবং উৎসাহের উদ্রেকে কর্ম্মীর

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথং যোগসংন্যস্তকর্ম্মেত্যাহ জ্ঞানেন আত্মেশ্বরৈকত্বদর্শন-লক্ষণেন সংছিন্নঃ সংশয়ঃ যস্য স জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ঃ। য এবং যোগসংন্যস্তকর্ম্মা তমাত্মবন্তম্ অপ্রমত্তং গুণ-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ত্যাশঙ্ক্যাহ যোগেতি। বিষয়পরবশস্য পুংসো যোগাযোগাৎ কুতো যোগসংন্যস্ত-কর্ম্মত্বং ইত্যাশঙ্ক্যাহ আত্মবন্তমিতি। পরমার্থদর্শনতঃ সংশয়োচ্ছিত্তৌ তদুচ্ছেদক-জ্ঞানমাহাত্ম্যাদেব কর্ম্মণাঞ্চ নিবৃত্তৌ অপ্রমত্তস্য প্রাতিভাসিকানি কর্ম্মাণি বন্ধহে-তবো ন ভবন্তীত্যাহ ন কর্ম্মাণীতি। কর্ম্মযোগাদেব কর্ম্মসংন্যাসস্যানুপপত্তিমাশঙ্ক্য অন্ত্যং পাদং বিভজতে পরমার্থেতি। তচ্চ বৈধসংন্যাসপক্ষে পরোক্ষং ফলসংন্যা-

স্বামিকৃতটীকা।

অধ্যায়দ্বয়োক্তাং পূর্ব্বাপরভূমিকাভেদেন কর্ম্মজ্ঞানময়ীং দ্বিবিধাং ব্রহ্মনিষ্ঠামু-পসংহরতি যোগেতি দ্বাভ্যাং। যোগেন পরমেশ্বরারাধনরূপেণ তস্মিন্ সংন্যস্তানি সমর্পিতানি কর্ম্মাণি যেন তং পুরুষং কর্ম্মাণি স্বফলৈর্ন নিবধ্নন্তি, ততশ্চ জ্ঞানে-নাকর্ত্রাত্মবোধেন সংছিন্নঃ সংশয়ো দেহাদ্যভিমান-লক্ষণো যস্য তমাত্মবন্তমপ্রমা-দিনং কর্ম্মাণি লোকসংগ্রহার্থানি স্বাভাবিকানি বা ন নিবধ্নন্তি ॥ ৪১ ॥

আভাস।

হৃদয়ে এরূপ আগ্রহ জন্মে যে, তাঁহারা শাস্ত্রমার্গ পরিহারে যথেচ্ছাচরণে আর কখন প্রবৃত্ত হন না। ক্রমশ যতই কর্ম্ম করুন, এবং তদ্দ্বারা ঐহিকে যতই ভোগ সংগ্রহ করুন! যথেচ্ছাচার পরিত্যাগ এবং শাস্ত্রবিহিতের অনুষ্ঠানের দ্বারা এমন একটী শক্তির উদয় হয়, যদ্দ্বারা অনুসন্ধানাত্মিকা বুদ্ধি ক্রমশ উজ্জ্বলভাবে হৃদয়ে জাগরিত হইয়া উঠে। সে বুদ্ধিতে পদার্থের অনিত্যত্ব, ক্ষণধ্বংসিত্ব, মিথ্যাত্ব এবং পরিণামে দুঃখপ্রদত্ব ভাবের পরিচয়ে তৎপ্রতি প্রেম বা আত্মীয়তা ক্রমশ শিথিল হইয়া, হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে। ঐহিক পদার্থে বৈরাগ্যের উদয় হইলে, বেদবিহিত যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানেও প্রাপ্তব্য স্বর্গাদি ভোগেও ঐহিক ভোগের অনু-পাতে তুল্য বৈরাগ্য হৃদয়ে উদিত হইতে থাকে; তখন আর কাম্য কর্ম্ম করিবার সাধ বিনষ্ট হইয়া যায়; এবং কোন্ পদ্ধতির আশ্রয়ে চেষ্টা করিলে সেই সর্ব্বনিয়-ন্তার চরণে শরণ-লাভ হয়, তৎপ্রতি মানবের চিত্ত ধাবিত হইয়া নিষ্ফল কর্ম্ম সমাধি-যোগে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করে। এই আত্মানাত্ম বিচার পূর্ব্বক সমাধিযোগই জ্ঞানযোগ। এই জ্ঞানযোগের প্রসাদে সাধক স্বকীয় দেহ-ভাণ্ডারে সুখ

শাঙ্করভাষ্যম্।

চেষ্টারূপেণ দৃষ্টানি কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি অনিষ্টাদিরূপং ফলং নারভন্তে, হে ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সপক্ষে স্বপরোক্ষমিতি বিবেকঃ। যথোক্তজ্ঞানেন সংন্যস্তকর্ম্মত্বমেব সতি সংশয়ে ন সিধ্যতি সংশয়বত স্তদযোগাদিতি শঙ্কতে কথমিতি। দ্বিতীয়ং পাদং ব্যাকুর্ব্বন্ পরিহরতি আহেত্যাদিনা। পাঠক্রমাদর্থক্রমস্য বলীয়স্ত্বাদাদৌ দ্বিতীয়ং পাদং ব্যাখ্যায় পশ্চাদাদ্যং পাদং ব্যাচষ্টীতেত্যাহ য এবমিতি। সর্ব্বমিদংপ্রমাদবতো বিষয়-পরবশস্য ন সিধ্যতীত্যভিসন্ধায় আত্মবন্তং ব্যাকরোতি অপ্রমত্তমিতি। ন কর্ম্মাণী-ত্যাদিফলোক্তিং ব্যাচষ্টে গুণচেষ্টেতি। অনিষ্টাদীত্যাদিশব্দেন ইষ্টং মিশ্রঞ্চ গৃহ্যতে ॥ ৪১ ॥

আভাস।

দুঃখাদি সর্ব্ববিধ ভাবের সাক্ষীস্বরূপ বা অনুভবের কর্ত্তা চিন্ময় আপনাকে নর ভাবে এবং দেহের পুষ্টি, হ্রাস ও বৃদ্ধিরূপ পরিবর্ত্তন, রক্তাদির সঞ্চালন, স্নায়ু বা মস্তিষ্ক প্রভৃতির নিরন্তর কার্য্যকারিতা ব্যাপারের অনুভবে সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্ব-নিয়ন্তা সর্ব্বাধিপ পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ পরমেশকে নারায়ণ-ভাবে যখন অবধারণ করিতে পারেন, তখনই আর তাঁহার কর্ম্মের প্রয়োজন বা আসক্তি থাকে না। নর নারায়ণের একত্র এক দেহে সমাবেশ অবধারণ করিলে, আপন-পর সংশয় সমূহ তিরোহিত হইয়া যায়। জ্ঞানী তখন অনন্ত শক্তিবিশিষ্ট পূর্ণ চৈতন্যের একদেশে স্বকীয় আত্মস্বরূপের অবস্থিতির নিরূপণে, পিতা পুত্রের সম্বন্ধবৎ আপ-নাকে নিরাময় উপলব্ধি করিয়া পূর্ণ আত্মবান্ বেশে অবস্থান করেন। আত্ম-স্বরূপের অবধারণ কার্য্য সমাপ্ত হইলে, সঞ্চিত বা আগামি কর্ম্মে জ্ঞানীকে আর বন্ধন করিতে পারে না। তখন তিনি কেবল প্রারব্ধভোগের অপেক্ষায় দেহ ধারণে জীবন্মুক্ত-বেশে বিচরণ করেন মাত্র। অগ্নি সংস্কারে ভর্জ্জিত চনক (ছোলা) নিজ মূর্ত্তিতে অবস্থান করিলেও, অঙ্কুর প্ররোহের শক্তি যেমন সে হারাইয়া ফেলে, জ্ঞানীর আচরণ লোকদৃষ্টিতে কর্ম্মনামে পরিচিত হইলেও, জন্মান্তরাদি ভোগের শক্তি হারাইয়া ফেলে। জ্ঞানী কর্ম্ম করিয়াও নিষ্কর্ম্মী; অজ্ঞানী ব্যক্তি নিস্তব্ধ থাকিয়াও অনন্তপাপী। কারণ মনের কল্পনায় সে অনন্ত পাপের বা কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শত-সাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সম্বাদে জ্ঞানকর্ম্ম-ন্যাসযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ।

তস্মাৎ হে ভারত! ত্বং আত্মনঃ জ্ঞানাসিনা জ্ঞানং এব অসিঃ তেন অজ্ঞান-সম্ভূতং অজ্ঞানাৎ অবিবেকাৎ সম্ভূতং জাতং হৃৎস্থং হৃদি বুদ্ধৌ স্থিতং সংশয়ং এনং ছিত্ত্বা যোগং সম্যক্ দর্শনোপায়ং কর্ম্ম আতিষ্ঠ কুরু! তথা যুদ্ধায় উত্তিষ্ঠ! ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীখগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রি কৃতান্বয়ে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যস্মাৎ কর্ম্মযোগানুষ্ঠানাৎ অশুদ্ধিক্ষয়হেতুক-জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ো ন নিবধ্যতে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তস্মাদি-ত্যাদিসমনন্তর-শ্লোকগত-তৎপদাপেক্ষিতমর্থমাহ যস্মাদিতি। সতাং কর্ম্ম-শানস্মদাদিষু ফলারম্ভকত্বোপলম্ভাৎ বিদুষ্যপি যেষাং তদ্ভাবমনপবাধমিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানাগ্নীতি। নমু সন্দিহানস্ত তৎপ্রতিবন্ধান্ন কর্ম্মযোগানুষ্ঠানং নাপি তদ্ধেতুকং

হে ভরত-বংশাবতংস অর্জ্জুন! মোহের বশীভূত হইয়া আর অবসন্নের স্যায় অবস্থান করিও না! কেবল আত্ম-দর্শনের অভাবে তোমার অন্তরে এই সংশয়ের উদয় হইয়াছে! অতএব বিবেক রূপ তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে হৃদয়স্থ গুরুতর সংশয়কে ছেদন কর! সম্যক্ দর্শনের সরল উপায়ই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম-যোগকে একাগ্রতা সহকারে অনুষ্ঠান কর! আর বৃথা কালক্ষেপ করিও না! যুদ্ধার্থ উদ্যোগী হও! ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীখগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রিকৃত অনুবাদের চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

আভাস।

অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথকালে স্বকীয় বসত-বাটীতেও লোক কতই বিভীষিকা দর্শন করিয়া থাকে! যাহার উপলক্ষে মোহ ভয় প্রমাদ এবং অনন্ত রকমের

শাঙ্করভাষ্যম্।

কর্মভি জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মত্বাদেব যস্মাচ্চ জ্ঞানকর্মানুষ্ঠানবিষয়ে সংশয়বান্ বিনশ্যতি তস্মাৎ ইতি।

তস্মাৎ পাপিষ্ঠমজ্ঞানসম্ভূতাজ্ঞানাৎ অবিবেকাজ্জাতং হৃৎস্থং হৃদি বুদ্ধৌ স্থিতং জ্ঞানাসিনা শোকমোহাদিদোষহরং সম্যগ্দর্শনং জ্ঞানং তদেবাসিঃ খড়্গস্তেন জ্ঞানা-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

জ্ঞানং তত্রাপি সংশয়াবতারাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ যস্মাচ্চেতি। শ্লোকাক্ষরাণি ব্যাচষ্টে তস্মাদিত্যাদিনা। পাপিষ্ঠমিতি সংশয়স্য সর্বানর্থমূলত্বেন ত্যাজ্যত্বং সূচ্যতে। বিবেকাগ্রহ-প্রসূতত্বাদপি তস্যাবহেয়ত্বমবিবেকস্যানর্থকরত্বপ্রসিদ্ধেরিত্যাহ অবিবেকা-দিতি। ন চ তস্য চৈতন্যবদাত্মনিষ্ঠত্বাদত্যাজ্যত্বং শঙ্কিতব্যমিত্যাহ হৃদীতি। শোকমোহাভ্যামভিভূতস্য পুংসো মনসি প্রাদুর্ভবতঃ সংশয়স্য প্রবলপ্রতিবন্ধকাভা-বেনৈব প্রধ্বংসঃ সিধ্যেদিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানাসিনেতি। স্বাশ্রয়স্য সংশয়স্য স্বাশ্রয়ে-ণৈব জ্ঞানেন সমুচ্ছেদ-সম্ভবাৎ কিমিতি স্বস্যেতি বিশেষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ আত্মবিষয়ত্বা-দিতি। স্থাণ্বাদিবিষয়ঃ সংশয়ঃ তদ্বিষয়েণ জ্ঞানেন দেবদত্তনিষ্ঠেন তন্নিষ্ঠো ব্যাব-

স্বামিকৃতটীকা।

তস্মাদজ্ঞানেতি। যস্মাদেবং তস্মাদাত্মনোঽজ্ঞানেন সম্ভূতং হৃদি স্থিতমেনং সংশয়ং শোকাদিনিমিত্তং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানখড়্গেন ছিত্ত্বা কর্মযোগমাতিষ্ঠ আশ্রয় তত্র চ প্রথমং প্রস্তুতায় যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ, হে ভারতেতি ক্ষত্রিয়ত্বেন যুদ্ধস্য ধর্মত্বং দর্শিতং। পুমবস্থাবিভেদেন কর্মজ্ঞানময়ী দ্বিধা। নিষ্ঠোক্তা যেন তং বন্দে শৌরিং সংশয়-সংছিদং ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

আভাস।

বিপদ্ পদে পদে অনুমান করত সে স্থান হইতে পলাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু যদি কোন সুহৃদ্ একটী উজ্জ্বল আলোক লইয়া সেই অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করেন, গৃহস্বামী তখন যেন পুনর্জীবন লাভের ন্যায় আনন্দিত হন! ধনঞ্জয়! অপরের রাজ্য বা ধন বল পূর্বক সংগ্রহ করিলে আপনাকে জয়ী জ্ঞান করা তত যুক্তিসিদ্ধ মনে করা উচিত নহে। আত্ম সাক্ষাৎকারে যে জ্ঞানালোক সকল বিষয়কে বুঝাইয়া দেয়, সেই আলোককে ভোগী জীব অতি তুচ্ছ অকি-

শাঙ্করভাষ্যম্।

শিনা আত্মনঃ স্বস্য অবিদ্যাবিষয়ত্বাৎ সংশয়স্য। নহি পরস্য সংশয়ঃ অপরেণ ছেত্তব্যতাং প্রাপ্তো যেন স্বস্যেতি বিশিষ্যতে, অত আত্মবিষয়োঽপি স্বস্যৈব ভবতি।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

র্থ্যতে প্রকৃতে ত্বাত্মবিষয়স্তদাশ্রয়শ্চ সংশয়ঃ তথাবিধেন জ্ঞানেন অপনীয়তে তেন বিশেষণমর্থবদিত্যর্থঃ। তদেব প্রপঞ্চয়তি ন হীতি। আত্মাশ্রয়স্য প্রকৃতে সংশয়ে সিদ্ধেঽনাবিবক্ষিতত্বাৎ তদ্বিষয়স্য তদ্বিনাশেনৈব তস্য তেন নিবৃত্তির্বিবক্ষিতেত্যুপসংহরতি অত ইতি। সংশয়-সমুচ্ছিত্ত্যনন্তরং কর্ত্তব্যমুপদিশতি ছিত্ত্বৈনমিতি। অগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম ভগবদাজ্ঞয়া ক্রমেণ করিষ্যামি যুদ্ধাৎ পুনরুপরিরংসৈবেত্যাশঙ্ক্যাহ উত্তিষ্ঠেতি। ভরতান্বয়ে মহতি ক্ষত্রিয়বংশে প্রসূতস্য সমুপস্থিত-সমর-বিমুখত্বম্ অনুচিতমিতি মন্বানঃ সন্নাহ ভারতেতি। তদনেন যোগস্য কৃত্রিমত্বং ভগবতোঽনীশ্বরত্বঞ্চ নিরাকৃত্য কণাদাবকর্ম্মাদিদর্শনাদাত্মনঃ সম্যগ্‌জ্ঞানাৎ প্রণিপাতাদে-

আভাস।

ঞ্চিৎকর ও অনিত্য পদার্থের অনুসরণে হৃদয়ের বাহিরে করিয়া রাখিয়াছে; সুতরাং বিষয়-চিন্তনে বিলক্ষণ পটু; কিন্তু আত্ম-পরিচয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ। দীপালোকে যেমন গৃহস্থিত পদার্থ-নিচয় পরিদৃষ্ট হয়, আত্মজ্ঞান-রূপ আলোকের উদয় হইলে, সূক্ষ্ম ও অন্তরস্থ সমস্ত বিষয় পরিদৃষ্ট হয় ও অন্ধকারের সন্দেহ সমূহ অপনোদিত হয়; এবং আমিত্বের অভিমান অপসারিত হইয়া, নারায়ণের সর্ব্বকর্তৃত্ব ও সর্ব্ব-ব্যাপৃত্বের স্বরূপ স্পষ্টত উপলব্ধ হয়।

অতএব অবিবেক বশত আত্মীয়, পর বা দেহই আমি প্রভৃতি বিষম সন্দেহ এই জ্ঞানযোগ-রূপ তীক্ষ্ণ অসির দ্বারা যখন অপসারিত হয়, তখন জ্ঞানযোগের প্রাপ্তির জন্য চিত্তশুদ্ধিকারক কর্ম্মযোগ অবশ্য অনুষ্ঠেয়। সে কর্ম্মযোগের সূত্রপাতও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ও নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি একদিনে অকস্মাৎ বীতরাগী বা সংন্যাসী হইবার প্রত্যাশা করিও না! তোমার বর্ণোচিত ধর্ম্ম-যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে যে বৈরাগ্য উদিত হইয়াছে, উহা নিশ্চিত ক্ষণস্থায়ী হইবে; যুদ্ধের পর যে বৈরাগ্য আসিবে, সেই পাকা ও চিরস্থায়ী হইবে। বড় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া

শাঙ্করভাষ্যম্।

জ্ঞানাসিনাছিত্ত্বৈনং সংশয়ং স্ববিনাশহেতু-ভূতং, যোগং সম্যগ্দর্শনোপায়কর্ম্মানুষ্ঠানম্ আতিষ্ঠ কুর্ব্বিত্যর্থঃ। উত্তিষ্ঠ চেদানীং যুদ্ধায় ভারতেতি ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাভাষ্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বহিরঙ্গাদন্তরঙ্গাচ্চ শ্রদ্ধাদেরুদ্ভূতাদশেষানর্থনিবৃত্ত্যা ব্রহ্মভাবমভিদধতা সর্ব্বস্মাদুৎকৃষ্টে তস্মিন্নসংশয়ানস্যাধিকারাদশেষদোষবত্ত্বং সংশয়ং হিত্বোত্তমস্য জ্ঞাননিষ্ঠাপরস্য কর্ম্মনিষ্ঠেতি স্থাপিতম্ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দগিরিকৃতটীকায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

আভাস।

ক্ষুদ্রচেতা বালকোচিত ব্যবহারের পরিচয় তোমার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। অতএব কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপলক্ষে রণপ্রাঙ্গণে বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া নিজে সুখী হও, এবং আত্মীয় স্বজনকেও সুখী কর! ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃত চতুর্থ অধ্যায়ের আভাস সমাপ্ত ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

পঞ্চমাধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ! পুন র্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ১॥

অন্বয়ঃ।

অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে কৃষ্ণ! কর্ম্মণাং সংন্যাসং ত্যাগং পুনঃ যোগং কর্ম্মানুষ্ঠানং শংসসি উপদিশসি! অতঃ এতয়োঃ ত্যাগানুষ্ঠানয়োঃ মধ্যে যৎ শ্রেয়ঃ হিতকরং, তৎ একং মে মহ্যং সুনিশ্চিতং ব্রূহি কথয়!॥ ১॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যারভ্য স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ, জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং,

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পূর্ব্বোত্তরাধ্যায়য়োঃ সম্বন্ধমভিদধানো বৃত্তানুবাদপূর্ব্বকমর্জ্জুন-প্রশ্নস্যাভিপ্রায়ং প্রদর্শয়িতুং প্রক্রমতে কর্ম্মণীত্যাদিনা। ইত্যারভ্য কর্ম্মণ্যকর্ম্মদর্শনমুক্ত্বা তৎ-

---

অর্জ্জুন বলিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে বিচিত্র ফল জন্মে; সুতরাং কর্ম্মকে জন্মান্তরের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করত কর্ম্ম ত্যাগেরই উপদেশ দিয়াছ! আবার পরক্ষণে জ্ঞানের সাহায্যকারী বলিয়া কর্ম্মের অবশ্য কর্ত্তব্যতার উপদেশও প্রদান করিয়াছ! এক্ষণে কর্ম্মত্যাগ বা কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিধেয়, ইহার উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ সাধক, তাহাই তুমি নিশ্চয় করিয়া বল!॥ ১॥

আভাস।

চতুর্থ অধ্যায়ের উপসংহারে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, আত্মসাক্ষাৎকার হইলে আর কিছু করিবার বাকী থাকে না; মানব জীবন কৃতার্থ হয়। কারণ পূর্ব্বে সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম এবং ধ্যান, ধারণা ও সমাধি প্রভৃতি বেদ-বোধিত যাবতীয়

শাঙ্করভাষ্যম্।

শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্, যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো, ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ, কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বান্, সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ, জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি, যোগসংন্যস্ত-কর্ম্মাণমিত্যন্তৈ র্ব্বচনৈঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসমবোচদ্ভগবান্, ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগ-মাতিষ্ঠেত্যনেন বচনেন পুনর্যোগঞ্চ কর্ম্মানুষ্ঠান-লক্ষণমনুতিষ্ঠেত্যুক্তবান্, তয়োরু-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রশংসা প্রসারিতেত্যাহ স যুক্ত ইতি। জ্ঞানবন্তং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি লোকসংগ্রহার্থং কুর্ব্বন্তং জ্ঞানলক্ষণেনাগ্নিনা দগ্ধসর্ব্বকর্ম্মাণং কর্ম্মপ্রযুক্তফলসম্বন্ধবিধুরং বিবেকবন্তো বদন্তীতি। জ্ঞানবতো জ্ঞানফলভূতং সংন্যাসং বিবক্ষন্ বিবিদিষোঃ সাধনরূপমপি সংন্যাসং ভগবান্ বিবক্ষিতবানিত্যাহ জ্ঞানাগ্নীতি। নিরাশীরিত্যারভ্য শরীর-স্থিতিমাত্রকারণং কর্ম্ম শরীরস্থিতাবপি সঙ্গরহিতঃ সন্ সমাচরন্ ধর্ম্মাধর্ম্মফলভাগী ন ভবতীত্যপি পূর্ব্বোক্তাভ্যামধ্যায়াভ্যাং দ্বিবিধং সংন্যাসং সূচিতবানিত্যাহ শারীরমিতি। যদৃচ্ছেত্যাদাবপি সংন্যাসঃ সূচিতঃ তৎকর্ম্মফলায়োপদেশাদিত্যাহ যদৃচ্ছেতি। জ্ঞানস্য যজ্ঞত্বসম্পাদনপূর্ব্বকং প্রশংসাবচনাদপি কর্ম্মসংন্যাসো

স্বামিকৃতটীকা।

নিবার্য্য সংশয়ং জিষ্ণোঃ কর্ম্মসন্ন্যাসযোগয়োঃ। জিতেন্দ্রিয়স্য চ যতেঃ পঞ্চমে মুক্তিমব্রবীৎ। অজ্ঞানসম্ভূতং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠেত্যুক্তং তত্র পূর্ব্বাপরবিরোধং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ সংন্যাসমিতি। যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদিত্যাদিনা সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থেত্যাদিনা চ জ্ঞানিনঃ কর্ম্মসংন্যাসং কথয়সি জ্ঞানাসিনা সংশয়ং ছিত্ত্বা যোগমাতিষ্ঠেতি পুনর্যোগঞ্চ কথয়সি, নচ কর্ম্মসংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চৈকস্যৈকদৈব সম্ভবতো বিরুদ্ধস্বরূপত্বাৎ তস্মাদেতয়ো র্মধ্যে একস্মিন্নম্বু-ষ্ঠাতব্যে সতি মম যচ্ছ্রেয়ঃ সুনিশ্চিতং তদেকং ব্রূহি ॥ ১ ॥

আভাস।

কর্ম্মই জ্ঞানীর করা হইয়াছে; আত্মসাক্ষাৎকারের পর তাদৃশ আর কিছু করিবার অপেক্ষা থাকে না। তখন "নিস্তুতি র্নির্নমস্কারঃ" ইত্যাদি বচনের দ্বারা প্রকাশ আছে যে, জ্ঞানীই প্রকৃত সন্ন্যাসী। দেবারাধনা, যাগ যজ্ঞ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি এমন কি! অভিবাদন বা উপেক্ষা পর্য্যন্ত কর্ম্ম জ্ঞানীর হৃদয়ে স্থান পায় না; জ্ঞানী আত্মস্বরূপের সন্দর্শনে পরমানন্দে অবস্থান করিয়া থাকেন। চতুর্বিংশতি তত্ত্বে রচিত এই মানব দেহ হইতে চিদানন্দময় স্বকীয় বোধ-স্বরূপ আত্মাকে পৃথক্

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

ভয়োশ্চ কর্ম্মানুষ্ঠানকর্ম্মসংন্যাসয়োঃ স্থিতিগতিবৎ পরস্পর-বিরোধাদেকেন সহ কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ কালভেদেন চানুষ্ঠানবিধানাভাবাদর্থাদেতয়োরন্যতরকর্ত্তব্যতায়াং প্রাপ্তৌ সত্যাং যৎ প্রশস্ততরমেতয়োঃ কর্ম্মানুষ্ঠান-কর্ম্মসংন্যাসয়োঃ তৎ কর্ত্তব্যং নেতরদিত্যেবং মন্যমানঃ প্রশস্ততর-বুভুৎসয়ার্জ্জুন উবাচ সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণে-ত্যাদিনা । ননু চাত্মবিদো জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং প্রতিপাদয়িষ্যন্ পূর্ব্বোদাহৃতৈর্ব্ব-চনৈর্ভগবান্ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসমবোচন্ন ত্বনাত্মজ্ঞস্যাতশ্চ কর্ম্মানুষ্ঠান-কর্ম্মসংন্যাসয়ো-

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

দর্শিতো জ্ঞাননিষ্ঠেত্যাহ ব্রহ্মার্পণমিতি । জ্ঞানস্য ধর্ম্ম্যং বিহিতাস্নানাবিধান্ যজ্ঞানন্দ্য তেষাং দেহাদি-ব্যাপার-জন্যত্ববচনেনাত্মনো নির্ব্যাপারত্ব-বিজ্ঞানফলাভিলা-পাদপি যথোক্তমাত্মানং বিবিদিষোঃ সর্ব্বকর্ম্ম সংন্যাসেঽধিকারো ধ্বনিত ইত্যাহ কর্ম্মণানিতি । সমস্তস্যৈবাবশেষবর্জ্জিতস্য কর্ম্মণো জ্ঞানে পর্য্যবসানাভিধানাচ্চ জিজ্ঞাসোঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসঃ সূচিত ইত্যাহ সর্ব্বমিতি । তদ্বিদ্ধীত্যাদিনা জ্ঞান-প্রাপ্ত্যুপায়ং প্রণিপাতাদি প্রদর্শ্য প্রাপ্তেন জ্ঞানেনাতিশয়মাহাত্ম্যবতা সর্ব্বকর্ম্মণাং নিবৃত্তিরেবেতি বদতা চ জ্ঞানার্থিনঃ সংন্যাসেঽধিকারো দর্শিতো ভগবতেত্যাহ জ্ঞানাগ্নিরিতি । জ্ঞানেন সমুচ্ছিন্ন-সংশয়ং তস্মাদেব জ্ঞানাৎ কর্ম্মাণি সংন্যস্য ব্যবস্থিতমপ্রমত্তং বশীকৃতকার্য্যকরণসংঘাতবন্তং প্রাতিভাসিকানি কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি ইত্যপি দ্বিবিধঃ সংন্যাসো ভগবতোক্ত ইত্যাহ যোগেতি । কর্ম্মণী-ত্যারভ্য যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণমিত্যন্তৈরুদাহৃতৈর্ব্বচনৈরুক্তং সংন্যাসমুপসংহরতি

আভাস।

ভাবে অবধারণ করাই আত্মসাক্ষাৎকার ! তাহা কখন কর্ম্মের দ্বারা অর্জ্জিত হয় না ; কারণ তাহা নিত্য বস্তু । চিরকালই আছে ; তবে ভ্রমের উপলক্ষে নিত্য সিদ্ধ আমি-তত্ত্বকে সুস্পষ্ট প্রতীত করিতে যদবধি মানব না পারেন, ততকাল তাঁহার অকৃতার্থতার উপলক্ষে কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিধেয় ।

মোক্ষ-লাভ ভাষাতে উক্ত হইলেও, ফলে কোন অভিনব লাভ বা প্রাপ্তি নহে । যাহা পূর্ব্বে ছিল না, পরে তাহার সংস্রব হইলে, তাহাকে প্রাপ্তি বলে । মোক্ষ সেরূপ কোন ব্যাপার নহে । অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে পুষ্প ফলাদির উৎপত্তির ন্যায়, আত্মসাক্ষাৎকার হৃদয়ের কোন উৎপন্ন ব্যাপার নহে ; এবং তিল পেষণে তৈলের উৎপত্তি বা পাক কার্য্যের দ্বারা তণ্ডুলকে অন্নে পরিণত করার ন্যায়,

শাঙ্করভাষ্যম্।

র্ভিন্নপুরুষবিষয়ত্বাদন্যতরস্য প্রশস্ততরত্ববুভুৎসয়া প্রশ্নোঽনুপপন্নঃ, সত্যমেবং ত্বদভিপ্রায়েণ প্রশ্নো নোপপদ্যতে প্রষ্টুঃ স্বাভিপ্রায়েণ পুনঃ প্রশ্নো যুজ্যত এবেতি বদামঃ, কথং পূর্ব্বোদাহৃতৈ র্বচনৈর্ভগবতা কর্ম্মসংন্যাসস্য কর্ত্তব্যতয়া বিবক্ষিতত্বাৎ প্রাধান্যমন্তরেণ চ কর্ত্তারং তস্য কর্ত্তব্যত্বাসম্ভবাদনাত্মবিদপি কর্ত্তা পক্ষে প্রাপ্তোঽনূদ্যত ইতি ন পুনরাত্মবিৎকর্ত্তৃকত্বমেব সংন্যাসস্য বিবক্ষিতমিত্যেবং মন্বান-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ইত্যন্তৈরিতি। তর্হি কর্ম্মসংন্যাসস্যৈব জিজ্ঞাসুনা জ্ঞানবতা চাদরণীয়ত্বাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানমনাদেয়মাপন্নমিত্যাশঙ্ক্যোক্তমর্থান্তরমনুবদতি ছিত্ত্বৈনমিতি। কর্ম্মতত্ত্যাগয়োরুক্তয়োরেকেনৈব পুরুষেণানুষ্ঠেয়ত্বসম্ভবান্ন বিরোধোঽস্তীত্যাশঙ্ক্য যুগপদ্বা ক্রমেণ বানুষ্ঠানমিতি বিকল্প্যাদ্যং দূষয়তি উভয়োশ্চেতি। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ কালভেদেনেতি উক্তয়োর্দ্বয়োরেকেণ পুরুষেণানুষ্ঠেয়ত্বাসম্ভবে কথং কর্ত্তব্যত্বসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ অর্থাদিতি। দ্বয়োরুক্তয়োরেকেণ যুগপৎ ক্রমাভ্যাং অনুষ্ঠানানুপপত্তেরিত্যর্থঃ। অন্যতরস্য কর্ত্তব্যত্বে কতরস্যেতি কুতো নির্ণয়ো দ্বয়োঃ সন্নিধানাবিশেষাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যৎ প্রশস্যতরমিতি। ভগবতা কর্ম্মণাং সংন্যাসো যোগশ্চোক্তো ন চ তয়োঃ সমুচ্চিত্যানুষ্ঠানং তেনান্যতরস্য শ্রেষ্ঠস্যানুষ্ঠেয়ত্বে তদ্বুভুৎসয়া প্রশ্নোপপত্তিরিত্যুপসংহরতি ইত্যেবমিতি। নায়ং প্রষ্টুরভিপ্রায়ঃ কর্ম্মসংন্যাসকর্ম্মযোগয়োর্ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বস্যোক্তত্বাদেকস্মিন্ পুরুষে প্রাপ্ত্যভাবাদিতি শঙ্কতে নন্বিতি। চোদ্যমঙ্গীকৃত্য পরিহরতি সত্যমেবমিতি। কীদৃশস্তর্হি প্রষ্টুরভিপ্রায়ো যেন প্রশ্ন-

আভাস।

অন্তঃকরণকে চৈতন্য-স্বরূপ আত্মাতে পরিণত করা বা দেহ পিণ্ডকে মন্থন করিয়া তদন্তর হইতে আত্মস্বরূপকে নিষ্কাশন করা ব্যাপার মুক্তি নহে। আত্মা নিত্য সিদ্ধ বুদ্ধ শুদ্ধ মুক্ত বস্তু। ইহার কোনরূপ নূতন ভাবান্তর ভাব নাই। যেমন বৃক্ষ বীজে পরিণত হয়, সেইরূপ আমাদের দেহ যে আত্মাতে পরিণত হয়, তাহা নহে; এবং আত্মাও দেহরূপে পরিণত হয় না।

হীরক, গোমেধ ও মণি প্রভৃতি রত্নস্থানীয় বহুমূল্য স্বচ্ছ জ্যোতিঃপ্রদ প্রস্তর সমূহ এবং স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র এবং লৌহ প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য এক মৃত্তিকারই পরিণাম বিশেষ। পৃথিবীর অন্তরে পঞ্চভূতের পরস্পর আনুগত্য ও বিশ্লেষণাদি ব্যাপারে এক মৃত্তিকা হইতেই এই সমস্ত বিচিত্র এবং অদ্ভুত গুণ-সম্পন্ন পদার্থের উৎপত্তি

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্যার্জ্জুনস্য কর্ম্মানুষ্ঠান-কর্ম্মসংন্যাসয়োরবিদ্বৎপুরুষ-কর্ত্তৃকত্বমপ্যস্তীতি পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ তয়োঃ পরস্পর-বিরোধাদন্যতরস্য কর্ত্তব্যত্বে প্রাপ্তে প্রশস্যতরঞ্চ কর্ত্তব্যং নেতরদিতি প্রশস্যতর-বিবিদিষয়া প্রশ্নো নানুপপন্নঃ, প্রতিবচনবাক্যার্থ-নিরূপণেনাপি প্রষ্টুরভিপ্রায় এবমেবেতি গম্যতে, কথং সংন্যাসকর্ম্মযোগৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ইতি প্রতিবচনমেতন্নি-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রবৃত্তিরিতি পৃচ্ছতি কথমিতি। একস্মিন্ পুরুষে কর্ম্মতত্ত্যাগয়োরস্তি প্রাপ্তি-রিতি প্রষ্টুরভিপ্রায়ং প্রতিনির্দ্দেষ্টুং প্রারভতে পূর্ব্বোদাহৃতৈরিতি। যথা: স্বর্গকামো যজেতেতি স্বর্গকামোদ্দেশেন যাগো বিধীয়তে নতু তস্যৈবাধিকারো নান্যস্যেত্যপি প্রতিপাদ্যতে বাক্যভেদপ্রসঙ্গাত্তথানাত্মবিৎকর্ত্তা সংন্যাসপক্ষে প্রাপ্তো-ঽনূদ্যতে ন চাত্মবিৎকর্ত্তৃকত্বমেব সংন্যাসস্য নিয়ম্যতে বৈরাগ্যমাত্রেণাজ্ঞস্যাপি সংন্যাসবিধিদর্শনাৎ তস্মাৎ কর্ম্মতত্ত্যাগয়োরবিদ্বৎকর্ত্তৃকত্বমস্তীতি মন্বানস্যার্জ্জুনস্য প্রশ্নঃ সম্ভবতীতি ভাবঃ। ভবতু সংন্যাসস্য কর্ত্তব্যত্ববিবক্ষা তথাপি কথং প্রশস্য-তরবুভুৎসয়া প্রশ্নপ্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রাধান্যমিতি। তথাপি কথমেকস্মিন্ পুরুষে তয়োরপ্রাপ্তাবুক্তাভিপ্রায়েণ প্রশ্নবচনং প্রকল্প্যতে তত্রাহ অনাত্মবিদিতি। আত্ম-বিদো বিদ্যাসামর্থ্যাৎ কর্ম্মত্যাগেঽব্যবহিতরস্যাপি সতি বৈরাগ্যে তত্ত্যাগস্যাবশ্য-

আভাস।

আমরা স্পষ্টত উপলব্ধি করিতে পারি। আবার লৌহাদি ধাতুপদার্থ খনি হইতে উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু লোক-ব্যবহারের উপযুক্ত করিতে হইলে, অগ্নি সংস্কারাদির দ্বারা তাহাদিগকে যথাযথ মূর্ত্তিতে আনয়ন করিতে হয়। যথা মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদিতে মিশ্রিত লৌহ স্তূপকে সংগ্রহ করিয়া অগ্নি-সংস্কারে গালিত এবং মৃত্তিকাদি হইতে পৃথক্-করিয়া খাটী লৌহপিণ্ডাকারে সংগ্রহ করিতে হয়। পরে সেই লৌহপিণ্ডকে পুনঃ অগ্নি সংস্কার সহায়ে ইস্পাতে পরিণত করা হয় এবং ইস্পাতকে পূর্ব্ববৎ কার্য্যের দ্বারা পোলাদে পরিণত ও বিচিত্র গুণবিশিষ্ট করা হয়। এক মণ লৌহে পাঁচ সের ইস্পাত যাহা প্রস্তুত হয়, তাহা সাধারণ লৌহ অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট গুণ বিশিষ্ট হয়। আবার পাঁচ সের ইস্পাতের পরিণামে পাঁচ পোয়া পোলাদ প্রস্তুত হয়; সেই পাঁচ পোয়া পোলাদে পূর্ব্বকালে একখানি তরবারী প্রস্তুত হইত। সেইরূপ যম-নিয়মাদি যোগ-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে এই স্থূল দেহকে ক্রমশঃ পরিণত করিতে করিতে ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার এবং

শাঙ্করভাষ্যম্।

রূপত্যং কিমনেনাত্মবিৎকর্তৃকয়োঃ সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বং প্রয়োজনমুক্তং তয়োরেব কুতশ্চিদ্বিশেষাৎ কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগস্য বিশিষ্টত্বমুচ্যতে আহো স্বিদনাত্মবিৎ কর্তৃকয়োঃ সংন্যাস-কর্ম্মযোগয়োঃ তদুভয়মুচ্যত ইতি কিঞ্চাতো যথাত্মবিৎকর্তৃকয়োঃ কর্ম্মসংন্যাসকর্ম্মযোগয়ো নিঃশ্রেয়সকরত্বং তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগস্য বিশিষ্টত্বমুচ্যতে যদি বানাত্মবিৎকর্তৃকয়োঃ সংন্যাস-কর্ম্মযোগয়োস্তদুভয়মুচ্যত ইতি। অত্রোচ্যতে, আত্মবিৎকর্তৃকয়োঃ সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োরসম্ভবাত্তয়োর্নিঃশ্রেয়স-করত্ব-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কত্বাৎ তত্র কর্ত্তাসৌ প্রাপ্তোঽত্রানূদ্যতে তথা চ কর্ম্মতত্ত্যাগয়োরেকস্মিন্ বিদুষি প্রাপ্তের্ব্যক্তত্বাদুক্তাভিপ্রায়েণ প্রশ্নপ্রবৃত্তিরবিরুদ্ধেত্যর্থঃ। সংন্যাসস্যাত্মবিৎকর্তৃকত্বমেবাত্র বিবক্ষিতং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য কর্ত্রন্তরপর্য্যুদাসঃ সংন্যাসবিধিশ্চেত্যর্থভেদে বাক্যভেদপ্রসঙ্গান্নৈবমিত্যাহ ন পুনরিতি। ইতিশব্দো বাক্যভেদপ্রসঙ্গহেতুদ্যোতনার্থঃ। ততঃ কিমিত্যাশঙ্ক্য ফলিতমাহ এবমিতি। কর্ম্মানুষ্ঠানকর্ম্মসংন্যাসয়োরবিদ্বৎকর্তৃকত্বমপ্যস্তীত্যেবং মন্বানস্যার্জ্জুনস্য প্রশস্যতরবিবিদিষয়া প্রশ্নো নানুপপন্ন ইতি সম্বন্ধঃ। তয়োঃ সমুচ্চিত্যানুষ্ঠান-সম্ভবে কথং প্রশস্ততরবিবিদিষেত্যাশঙ্ক্যাহ পূর্ব্বোক্তেনেতি। উভয়োশ্চেত্যাদাবুক্তপ্রকারেণ কর্ম্মতত্ত্যাগয়োর্মিথোবিরোধান্ন সমুচ্চিত্যানুষ্ঠানং সাবকাশমিত্যর্থঃ। ভবতু তর্হি যস্য কস্যচিদন্যতরস্যানুষ্ঠেয়ত্বমিতি কুতো যথোক্তাভিপ্রায়েণ প্রশ্নপ্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ অন্যতরস্যেতি। উভয়প্রাপ্তৌ সমুচ্চয়ানুপপত্তাবন্যতর-পরিগ্রহে বিশেষস্যান্বেষ্যত্বাদুক্তাভিপ্রায়েণ

আভাস।

বুদ্ধিতে পরিণত করাইয়া উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিতে পারিলে জীবাত্মার স্বরূপ প্রস্তুত হয়; এবং তদ্বারা অনুকূল ও প্রতিকূল অনুভূতির নিষ্পাদনে আত্মার উৎকর্ষ সাধন হয়, এইরূপ মীমাংসা সম্পূর্ণ ভ্রম-মূলক বলিয়া বেদ এবং মীমাংসক ঋষিগণ প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহারা বুঝাইয়াছেন যে, আত্মা চেতন পদার্থ; মৃত্তিকাদির পরিণামে বস্তন্তরের উৎপত্তির ন্যায়, জড়ের গহ্বর হইতে চৈতন্য-স্বরূপ আত্মার উৎপত্তি প্রতিপাদিত হয় না। কারণ পরিণামের পদ্ধতিতে যে কোন পদার্থ হইতে যে কোন উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট ভাব বা দশার উদয় হউক্ না, পরিণামের স্রোত সকল অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকিতে হইবে। কোন পরিণত ভাব বা পদার্থ অক্ষুণ্ণভাবে চির বিদ্যমান থাকিতে পারে না; কারণ তাহাকেও আবার পরিণত হইয়া, পূর্ব্ব ভাব প্রাপ্ত হইতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

বচনং তদীয়াচ্চ কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগস্য বিশিষ্টত্বাভিধানমিত্যেতদুভয়মনুপপন্নং যদ্যনাত্মবিদঃ কর্ম্মসংন্যাসঃ তৎপ্রতিকূলশ্চ কর্ম্মানুষ্ঠানলক্ষণঃ কর্ম্মযোগঃ সম্ভবেতাং তদা তয়োর্নিঃশ্রেয়স-করত্বোক্তিঃ কর্ম্মযোগস্য চ কর্ম্মসংন্যাসাদ্বিশিষ্টত্বাভিধানমিত্যেতদুভয়মুপপদ্যেত, আত্মবিদস্তু সংন্যাস-কর্ম্মযোগয়োরসম্ভবাত্তয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বাভিধানং কর্ম্মসংন্যাসাচ্চ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইতি চানুপপন্নমত্রাহ কিমাত্মবিদঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রশ্নোপপত্তিরিত্যর্থঃ। ইতশ্চাবিদ্বৎকর্তৃকয়োঃ সংন্যাস-কর্ম্মযোগয়োঃ কতরঃ শ্রেয়ানিতি প্রষ্টুরভিপ্রায়ো ভাতীত্যাহ প্রতিবচনেনেতি। কিং তৎ প্রতিবচনং কথম্বা তন্নিরূপণমিতি পৃচ্ছতি কথমিতি। তত্র প্রতিবচনং দর্শয়তি সংন্যাসেতি। তন্নিরূপণং কথয়তি এতদিতি। তদুভয়ং নিঃশ্রেয়সকরত্বং কর্ম্মযোগস্য শ্রেষ্ঠত্বঞ্চেত্যর্থঃ। গুণদোষ-বিভাগ-বিবেকার্থং পৃচ্ছতি কিঞ্চেতি। অতোঽস্মিন্নাদ্যে পক্ষে কিং দূষণং অস্মিন্ বা দ্বিতীয়ে পক্ষে কিং ফলমিতি প্রশ্নার্থঃ। তত্র সিদ্ধান্তী প্রথমপক্ষে দোষমাদর্শয়তি অত্রেত্যাদিনা। তদেবানুপপন্নত্বং ব্যতিরেকদ্বারা বিবৃণোতি যদিত্যাদিনা। নিঃশ্রেয়স-করত্বোক্তিরিত্যত্র পারম্পর্য্যেণেতি দ্রষ্টব্যং, বিশিষ্টত্বাভিধানমিতি প্রতিযোগিনোঽসহায়ত্বাদস্য চ শুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানার্থত্বাদিত্যর্থঃ। আত্মজ্ঞস্য কর্ম্মসংন্যাস-কর্ম্মযোগয়োরসম্ভবে দর্শিতে চোদয়তি অত্রাহেতি। চোদয়িতা নির্দ্ধারণার্থং

আভাস।

বীজ হইতে অঙ্কুর বা বৃক্ষের উৎপত্তি এবং বৃক্ষের বীজ-ভাবে পরিণতি কখন চিরস্থায়ী হয় না। আবার কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক না ঘটিলে, বীজকে বৃক্ষে পরিণত হইতে হয়। এই সংকোচন এবং প্রসারণ ব্যাপার জগতের সর্ব্বত্র এবং প্রত্যেক পদার্থ ও ব্যাপারে আমরা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই পরিণাম বা উৎকর্ষ বা অপকর্ষ-সাধন ব্যাপার কর্ম্মের অধীন এবং জড়া প্রকৃতিতেই তাহা সম্পূর্ণ নিবদ্ধ। চৈতন্য-স্বরূপ আত্মাতে এতাদৃশ পরিণাম বা সংকোচন ও প্রসারণাদি সম্বন্ধের গন্ধ মাত্রও লক্ষিত হয় না। আত্মা চৈতন্য-স্বরূপ জ্ঞানময় ভাব; তাহাতে কখন কোনরূপ পরিণাম নাই; সুতরাং কর্ম্মের সম্বন্ধও নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন, আত্মা চেৎ মলিনোঽস্বচ্ছো বিকারিস্যাৎ স্বভাবতঃ। নহি তস্য ভবেন্মুক্তি র্জন্মান্তর-শতৈরপি॥ আত্মা যদি লৌহাদি ধাতুদ্রব্যের ন্যায় মলিন বা অস্বচ্ছ হইতেন, কর্ম্মের দ্বারা শত জন্মেও তাঁহার

শাঙ্করভাষ্যম্।

সংন্যাস-কর্ম্মযোগয়োরপ্যসম্ভব আহোস্বিদন্যতরস্যাসম্ভবঃ! যদা চান্যতরস্যাসম্ভবস্তদা কিং কর্ম্মসংন্যাসস্যোত কর্ম্মযোগস্যেত্যসম্ভবে কারণঞ্চ বক্তব্যমিতি, অত্রোচ্যতে আত্মবিদো নিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানত্বাদ্বিপর্য্যয়-জ্ঞানমূলস্য কর্ম্মযোগস্যাসম্ভবঃ স্যাজ্জন্মাদি-সর্ব্ববিক্রিয়ারহিতত্বেন নিষ্ক্রিয়মাত্মানমাত্মত্বেন যো বেত্তি তস্যাত্মবিদঃ সম্যগ্দর্শনে-নাপাস্তমিথ্যাজ্ঞানস্য নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণং সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসমুক্ত্বা তদ্বিপরীতস্য-

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

বিমৃশতি কিমিত্যাদিনা। অন্যতরাসম্ভবেঽপি সন্দেহাৎ প্রশ্নোঽবতরতীত্যাহ যদা চেতি। যস্য কস্যচিদন্যতরস্যাসম্ভবো ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্য কারণমন্তরেণাসম্ভবো ভবন্নতিপ্রসঙ্গঃ স্যাদিতি মন্বানঃ সন্নাহ অসম্ভব ইতি। আত্মবিদঃ সকারণং কর্ম্ম-যোগ-সম্ভবং সিদ্ধান্তী দর্শয়তি অত্রেতি। সংগ্রহ-বাক্যং বিবৃণ্বন্নাত্মবিত্বং বিবৃণোতি জন্মাদীতি। তস্য যদুক্তং নিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানত্বং তদিদানীং ব্যনক্তি সম্যগিতি। বিপর্য্যয়-জ্ঞানমূলস্যেত্যাদিনোক্তং প্রপঞ্চয়তি নিষ্ক্রিয়েতি। যথোক্ত-সংন্যাসমুক্ত্বা ততো বিপরীতস্য কর্ম্মযোগস্যাভাবঃ প্রতিপাদ্যত ইতি সম্বন্ধঃ। বৈপরীত্যং স্ফোর-য়ন্ কর্ম্মযোগমেব বিশিনষ্টি মিথ্যাঽজ্ঞানেতি! মিথ্যা চ তদজ্ঞানঞ্চেত্যনাদ্যনির্ব্বা-চ্যমজ্ঞানং তন্মূলোঽহং কর্ত্তেত্যাত্মনি কর্তৃত্বাভিমান স্তজ্জন্যস্তস্যেতি যাবৎ। যথোক্তং সংন্যাসমুক্ত্বা যথোক্তকর্ম্মযোগস্যাসম্ভবপ্রতিপাদনে হেতুমাহ সম্যগ্‌জ্ঞানেতি। কুত্র তদভাবপ্রতিপাদনং তদাহ ইহেতি। উক্তং হেতুং কৃত্বা আত্মজ্ঞস্য কর্ম্মযোগসম্ভবে ফলিতমাহ যস্মাদিতি। ইহ শাস্ত্রে। তত্র তত্রেত্যাদাবুক্তমেব ব্যক্তীকর্ত্তুং পৃচ্ছতি

আভাস।

নির্দ্দোষ বা মুক্তি হওয়া সম্ভবপর হইত না। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" কৃতেন কর্ম্মণা অকৃতঃ মোক্ষঃ আত্মস্বরূপ-সাক্ষাৎকারঃ ন ভবতি। ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন। ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বং আনসুঃ। যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান বলে, বা সন্তান সন্ততিগণের প্রদত্ত জল-পিণ্ডের আশ্রয়ে বা সদনুষ্ঠানে পিতৃলোক কখন মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। তদ্দ্বারা তাঁহারা স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট লোকে গতি লাভ এবং পুণ্যভোগে সুখী হইতে অবশ্য পারেন। কর্ম্মের সহিত কর্ম্মস্বরূপ প্রকৃতিরই সম্বন্ধ ঘটে; চৈতন্যস্বরূপ আত্মার কর্ম্মসম্বন্ধে বরং সংসারেরই সম্বন্ধ হইবার সম্ভাবনা! কর্ম্মস্বরূপ দেহ, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি প্রভৃতির সম্বন্ধ আত্মাতে হওয়াতেই ত্রিবিধ দুঃখের উপস্থিতি

শাঙ্করভাষ্যম্।

মিথ্যাজ্ঞানমূলক-কর্তৃত্বাভিমানপুরঃসরস্য সক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানরূপস্য কর্ম্ম-যোগস্যেহ শাস্ত্রে তত্র তত্রাত্মস্বরূপনিরূপণপ্রদেশেষু সম্যগ্ জ্ঞান-তৎকার্য্যবিরোধাদ্-ভাবঃ প্রতিপাদ্যতে যস্মাত্তস্মাদাত্মবিদো নিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানস্য বিপর্য্যয়-জ্ঞানমূলঃ কর্ম্ম-যোগো ন সম্ভবতীতি যুক্তমুক্তং স্যাৎ। কেষু কেষু পুনরাত্মস্বরূপনিরূপণপ্রদেশে-ষাত্মবিদঃ কর্ম্মাভাবঃ প্রতিপাদ্যত ইত্যত্রোচ্যতে অবিনাশি তু তদিতি প্রাকৃত্য য এনমেবেতি হৃত্বারং, বেদাবিনাশিনং নিত্যমিত্যাদৌ তত্র তত্রাত্মবিদঃ কর্ম্মাভাব

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কেষু কেষ্বিতি। তানেব প্রদেশান্ দর্শয়তি অত্রেতি। আত্মস্বরূপনিরূপণ-প্রদেশেষু সংন্যাসপ্রতিপাদনাদাত্মবিদঃ সংন্যাসো বিবক্ষিতশ্চেত্তর্হি কর্ম্মযোগোঽপি তস্য কস্মান্ন ভবতি প্রকরণাবিশেষাদিতি শঙ্কতে নম্বু চেতি। আত্মবিদ্যা-প্রকরণে কর্ম্মযোগ-প্রতিপাদনমুদাহরতি তদ্‌যথেতি। প্রকরণাদাত্মবিদোঽপি কর্ম্মযোগস্য সম্ভবে ফলিতমাহ অতশ্চেতি। আত্মজ্ঞানোপায়ত্বেনাপি প্রকরণ-পাঠসিদ্ধৌ জ্ঞানা-দূর্দ্ধং ন্যায়বিরুদ্ধং কর্ম্ম কল্পয়িতুমশক্যমিতি পরিহরতি অত্রোচ্যত ইতি। সম্যগ্‌জ্ঞান-মিথ্যাজ্ঞানয়ো-স্তৎকার্য্যয়োশ্চ ভ্রমনিবৃত্তি-ভ্রমসম্ভাবয়ো-র্মিথো বিরোধাৎ কর্তৃত্বাদি-ভ্রমমূলং কর্ম্ম সম্যগ্ জ্ঞানাদূর্দ্ধং ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। আত্মজ্ঞস্য কর্ম্মযোগাসম্ভবে হেত্ব-ন্তরমাহ জ্ঞানযোগেনেতি। ইতশ্চাত্মবিদো জ্ঞানাদূর্দ্ধং কর্ম্মযোগো ন যুক্তিমানিত্যাহ কৃতকৃত্যত্বেনেতি। জ্ঞানবতো নাস্তি কর্ম্মেত্যত্র কারণান্তরমাহ তস্যেতি। তর্হি জ্ঞানবতা কর্ম্মযোগস্য হেয়ত্ববজ্জিজ্ঞাসুনাপি তস্য ত্যাজ্যত্বং জ্ঞানপ্রাপ্ত্যা তস্যাপি

আভাস।

ঘটিতেছে। অতএব পরের সম্পর্ক বিসর্জ্জন করিয়া, জীবাত্মার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকাই পরমানন্দের প্রকৃত পরিচয়ের পরাকাষ্ঠা। সুতরাং অর্জ্জুনের হৃদয়ে ধারণা হইল যে, নিস্তব্ধে আত্ম-চিন্তায় অবস্থান করিলেই মুক্তি ও শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু ভগবানের উপদেশে আত্মচিন্তার সহিত কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করা বিধেয় শ্রবণ করিয়া, পঞ্চম অধ্যায়ের প্রারম্ভে অর্জ্জুন ভগবানের উপদেশে জীবাত্মার স্বরূপ-সাক্ষাৎকার লাভ করত নিশ্চিন্তে নিরীহের ন্যায় অবস্থান পূর্ব্বক পরমানন্দ অনুভব করিবার প্রতিপক্ষে জ্ঞান-যোগের সহিত কর্ম্ম-যোগের অবশ্য কর্ত্তব্যতার সমর্থন করায়, যেন বিহ্বল হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, নিরবে ব্রহ্ম চিন্তনে সমাহিত থাকিবার কালে বিঘ্ন-সঙ্কুল ও বিষয়াদি বিবিধ চিন্তাপূর্ণ এই বর্ত্তমান যুদ্ধ-ব্যাপারকে কি প্রকারে কর্ত্তব্য জ্ঞানে

শাঙ্করভাষ্যম্।

উচ্যতে ; নমু চ কর্ম্মযোগোঽপ্যাত্মস্বরূপনিরূপণপ্রদেশেষু তত্র তত্র প্রতিপাদ্যত এব তদ্ যথা তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত, স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য, কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে ইত্যাদাবতশ্চ কথমাত্মবিদঃ কর্ম্মযোগস্যাসম্ভবঃ স্যাদিতি, অত্রোচ্যতে সম্যগ্‌জ্ঞান-মিথ্যাজ্ঞান-তৎকার্য্যবিরোধাৎ জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানামিত্যনেন সাংখ্যানামাত্মতত্ত্ববিদামনাত্মবিৎকর্ত্তৃক-কর্ম্মযোগনিষ্ঠাতো নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থান-লক্ষণায়া জ্ঞানযোগ-নিষ্ঠায়াঃ পৃথক্‌করণাৎ কৃতকৃত্যত্বেনাত্মবিদঃ প্রয়োজনান্তরাভাবাৎ তস্য কার্য্যং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পুরুষার্থসিদ্ধেরিত্যাশঙ্ক্য জিজ্ঞাসোরস্তি কর্ম্মযোগাপেক্ষা ইত্যাহ ন কর্ম্মণামিতি। স্বরূপোপকার্য্যঙ্গমন্তরেণাঙ্গিস্বরূপানিষ্পত্তে র্জ্ঞানার্থিনা কর্ম্মযোগস্য শুদ্ধ্যাদিদ্বারা জ্ঞানহেতোরাদেয়ত্বমিত্যর্থঃ। তর্হি জ্ঞানবতাপি জ্ঞানফলোপকারিত্বেন কর্ম্মযোগো মৃগ্যতামিত্যাশঙ্ক্যাহ যোগারূঢ়স্যেতি। উৎপন্নসম্যগ্‌জ্ঞানস্য কর্ম্মাভাবে শরীরস্থিতিহেতোরপি কর্ম্মণোঽসম্ভবান্ন তস্য শরীরস্থিতি স্তদস্থিতৌ চ কুতো জীবন্মুক্তি স্তদভাবে চ কস্যোপদেষ্টৃত্বং উপদেশাভাবে চ কুতো জ্ঞানোদয়ঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ শারীরমিতি। বিদুষোঽপি শরীরস্থিতিরাস্থিতা চেত্তন্মাত্রপ্রযুক্তেষু দর্শনশ্রবণাদিষু কর্তৃত্বাভিমানোঽপি তস্য স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নৈবেতি। তত্ত্ববিদিত্যনেন চ সমাহিতচেতস্তয়া করোমীতি প্রত্যয়স্য সদৈবাকর্ত্তব্যত্বোপদেশাদিতি সম্বন্ধঃ। যত্তু বিদুষঃ শরীরস্থিতিনিমিত্ত-কর্ম্মাভ্যনুজ্ঞানে তস্মিন্ কর্ত্তৃত্বাভিমানোঽপি স্যাদিতি তত্রাহ শরীরেতি। আত্মযাথাত্ম্যবিদঃ তেষপি নাহঙ্করোমীতি প্রত্যয়স্য নৈব কিঞ্চিৎ করোমীত্যাদাব কর্ত্তৃত্বোপদেশাৎ ন কর্ত্তৃত্বাভিমান-সম্ভাবনেত্যর্থঃ। যথোক্তোপদেশানুসন্ধানাভাবে

আভাস।

অনুষ্ঠান করা যায়! কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং কর্ম্মের ত্যাগ একত্র এক-সময়ে এক ব্যক্তির দ্বারা কিরূপে সাধিত হইতে পারে?

সময়ান্তরে উভয়ের অনুষ্ঠান হওয়া বরং সম্ভব! কিন্তু এক সময়ে একজন ব্যক্তির দ্বারা কর্ম্মের ত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাস এবং কর্ম্মের অনুষ্ঠান অর্থাৎ কর্ম্মযোগ কি প্রকারে সাধিত হইতে পারে! কারণ উভয় সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ পরস্পরে সম্পূর্ণ বিপরীত। অতএব ঘোর অজ্ঞান-মূলক দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার প্রধান উপায়-স্বরূপ এতদুভয়ের মধ্যে যেটী সমীচীন, তাহারই উল্লেখ করিবার জন্য অর্জ্জুন ভগবানকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন বিদ্যতে ইতি কর্ত্তব্যান্তরাভাববচনাচ্চ ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ, সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ ইত্যাদিবচনাচ্চাত্মজ্ঞানাঙ্গত্বেন কর্ম্মযোগস্য বিধানাৎ যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যত ইত্যনেন চোৎপন্নসম্যগ্দর্শনস্য কর্ম্মযোগাভাববচনাৎ শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষমিতি চ শরীরস্থিতি-কারণাতিরিক্তস্য কর্ম্মণো বারণাৎ নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিদিত্যনেনচ শরীর-স্থিতিমাত্র-প্রযুক্তেষ্বপি দর্শন শ্রবণাদি কর্ম্মস্বাত্ম যাথাত্ম্যবিদঃ করোমীতি প্রত্যয়স্য সমাহিতচেতস্তয়া সদা কর্ত্তব্যত্বোপদেশাদাত্মতত্ত্ববিদঃ সম্য-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বিদুষোঽপি করোমীতি স্বাভাবিক-প্রত্যয়দ্বারা কর্ম্মযোগঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ আত্মতত্ত্বেতি। যদ্যপি বিদ্বান্ যথোক্তমুপদেশং কদাচিন্নানুসন্ধত্তে তথাপি তত্ত্ববিদ্যাবিরোধান্মিথ্যাজ্ঞানং তন্নিমিত্তং কর্ম্ম বা তস্য সম্ভাবয়িতুমশক্যমিত্যর্থঃ। আত্মবিৎ-কর্ত্তৃকয়োঃ সংন্যাস-কর্ম্মযোগয়োরযোগাৎ তয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বম্ অন্যতরস্য বিশিষ্টত্বমিত্যেতদযুক্তমিতি সিদ্ধত্বাদ্ দ্বিতীয়ং পক্ষমঙ্গীকরোতি যস্মাদিত্যাদিনা। তদীয়াচ্চ কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগস্য বিশিষ্টত্বাভিধানমিতি সম্বন্ধঃ। নন্বু কর্ম্মযোগেন শুদ্ধবুদ্ধেঃ-সংন্যাসো জায়মান স্তস্মাদুৎকৃষ্যতে কথং তস্মাৎ কর্ম্মযোগস্য উৎকৃষ্টত্ববাচো যুক্তির্যুক্তেতি তত্রাহ পূর্ব্বোক্তেতি। বৈলক্ষণ্যমেব স্পষ্টয়তি সত্যেবেতি। স্বাশ্রম-বিহিত-শ্রবণাদৌ কর্ত্তৃত্ববিজ্ঞানে সত্যেব পূর্ব্বাশ্রমোপাত্ত-কর্ম্মৈকদেশবিষয়-সংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগস্য শ্রেয়স্ত্ববচনং "নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তম্" ইত্যাদিস্মৃতিবিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ যমনিয়মাদীতি।

"আনৃশংস্যং ক্ষমা সত্যমহিংসা দম আর্জ্জবম্।
প্রীতিঃ প্রসাদো মাধুর্য্যমক্রোধশ্চ যমা দশ।"
"দানমিজ্যা তপো ধ্যানং স্বাধ্যায়োপস্থ-নিগ্রহৌ।
ব্রতোপবাসৌ মৌনঞ্চ স্নানঞ্চ নিয়মা দশ॥"

আভাস।

যে, কর্ম্ম করিতে হইলে, তৎপ্রতি চিত্তাদি ইন্দ্রিয়-বর্গকে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করিতে হয় এবং তদুপলক্ষে চৈতন্যস্বরূপ স্বকীয় অনুভূতি ভাবকেও বহির্মুখা বৃত্তি-সহকারে ভোগ বা ভোগ্য পদার্থের প্রতি ধাবিত করাইতে হয়; আমি বলিয়া অন্তরে পৃথক্ ভাবে থাকা হয় না। অপর দিকে আমি-স্বরূপকে অনুভব করিতে হইলে, বাহিরের বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়াদি চিত্তবর্গকে প্রেরণ করা হয় না। সুতরাং আত্মচিন্তা ও বিষয়-চিন্তা পরস্পরে সম্পূর্ণ বিপরীত। একটীর চিন্তায়

শাঙ্করভাষ্যম্।

দর্শনেন বিরুদ্ধো মিথ্যাজ্ঞানহেতুকঃ কর্মযোগঃ ন সম্ভাবয়িতুং শক্যতে যস্মাদনাত্মবিৎকর্তৃকয়োরেব সংন্যাস-কর্মযোগয়োঃ নিঃশ্রেয়সকরত্ব-বচনং তদীয়াচ্চ কর্মসংন্যাসাৎ পূর্বোক্তাত্মবিৎকর্তৃকসর্বকর্মসংন্যাস-বিলক্ষণাৎ সত্যে কর্তৃত্ব-বিজ্ঞানে কর্মৈকদেশবিষয়ত্বাৎ যমনিয়মাদিসহিতত্বেন চ দুরনুষ্ঠেয়ত্বাৎ সুকরত্বেন চ কর্মযোগস্য বিশিষ্টত্বাভিধানমিত্যেবং প্রতিবচনবাক্যার্থ-নিরূপণেনাপি পূর্বোক্তঃ প্রষ্টুরভিপ্রায়ো নিশ্চীয়তে ইতি স্থিতং জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্ত

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ইত্যুক্তে যমনিয়মৈরন্যৈশ্চাশ্রমধর্মৈঃ বিশিষ্টত্বেনানুষ্ঠাতুমশক্যত্বাদুক্তসংন্যাসাৎ কর্মযোগস্য বিশিষ্টত্বোক্তি র্যুক্তেত্যর্থঃ। নহি কশ্চিদিতি ন্যায়েন কর্মযোগস্য ইতরাপেক্ষয়া সুকরত্বাচ্চ তস্য বিশিষ্টত্ব-বচনং শ্লিষ্টমিত্যাহ সুকরত্বেন চেতি। প্রতিবচন-বাক্যার্থালোচনাৎ সিদ্ধমর্থমুপসংহরতি ইত্যেবমিতি। সংন্যাস-কর্মযোগয়ো র্মিথো বিরুদ্ধয়োঃ সমুচ্চিত্যানুষ্ঠাতুমশক্যয়োরন্যতরস্ত কর্তব্যত্বে প্রশস্ততরস্ত জ্ঞাতব্যস্ত চানির্দ্ধারিতত্বাৎ তন্নির্দ্ধারয়িষয়া প্রশ্নঃ স্যাদিতি প্রশ্নবাক্যার্থ-পর্য্যালোচনয়া প্রষ্টুরভিপ্রায়ো যথাপূর্বমুপদিষ্টস্তথা প্রতিবচনার্থ-নিরূপণেনাপি তস্য নিশ্চিতত্বাৎ প্রশ্নোপপত্তিঃ সিদ্ধেত্যর্থঃ।

ননু তৃতীয়ে যথোক্তপ্রশ্নস্য ভগবতা নির্ণীতত্বান্নাত্র প্রশ্নপ্রতিবচনয়োঃ সাবকাশত্বমিত্যাশঙ্ক্য বিস্তরেণোক্তমেব সম্বন্ধং পুনঃ সংক্ষেপতো দর্শয়তি জ্যায়সী চেদিতি। সাংখ্যযোগয়ো র্ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বেন নির্ণীতত্বান্ন পুনঃ প্রশ্নযোগ্যত্বমিত্যর্থঃ। ইতোঽপি ন তয়োঃ প্রশ্নবিষয়ত্বমিত্যাহ ন চেতি। এবকারবিশেষণাজ্ জ্ঞানসহিত-সংন্যাসস্য

আভাস।

নিমগ্ন হইলে, অপরটী চিন্তা করা হয় না। অথচ হে ভগবন্! আপনি বারংবার বলিতেছেন যে, বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে " আমি পারি ; " ইহা আমার কর্তব্য" বলিয়া অভিমান-পূর্ণ কর্তা সাজান সম্পূর্ণ ভ্রম মূলক। অনাত্ম অহঙ্কারাদি প্রাকৃতিক ভাব-সমূহ হইতে জীবাত্মাকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় শান্ত চিদানন্দ মূর্ত্তিতে তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যক্ষ করিয়া, তুমি বর্ণাশ্রমোচিত কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে উদ্‌গ্রীব হও! আপনার এই উপদেশে আমি স্পষ্ট বুঝিলাম যে, নিষ্ক্রিয় চৈতন্য স্বরূপ আত্মাতে কোন কর্মই নাই বরং কর্মপথে চৈতন্যস্বরূপ আত্মার সমীপে একটী অদ্ভুত আবরণ আসিয়া, তাঁহাকে সুখী দুঃখী রোগী, শোক-

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইত্যত্র জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সহাসম্ভবে যচ্ছ্রেয় এতয়োস্তন্মে ব্রূহি ইত্যেবং পৃষ্টোঽর্জ্জুনেন ভগবান্ জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং নিষ্ঠা পুনঃ কর্ম্মযোগেন যোগিনাং নিষ্ঠা প্রোক্তেতি নির্ণয়ঞ্চকার। ন চ সংন্যসনাদেব কেবলাৎ সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতীতিবচনাৎ জ্ঞানসহিতস্য তস্য সিদ্ধিসাধনত্বমিষ্টং কর্ম্মযোগস্য চবিধানাৎ জ্ঞানরহিতস্ত তস্ত সংন্যাসঃ শ্রেয়ান্ কিম্বা কর্ম্মযোগঃ শ্রেয়ানিত্যেতয়োর্ব্বিশেষবুভুৎসয়া অর্জ্জুন উবাচ, সংন্যাসং পরিত্যাগং কর্ম্মণাং শাস্ত্রীয়াণাং অনুষ্ঠানবিশেষাণাং শংসসি প্রশংসসি কথয়সীত্যেতৎ পুন র্যোগঞ্চ তেষামনুষ্ঠানমবশ্যং কর্ত্তব্যং শংসতো মে কতরৎ শ্রেয় ইতি সংশয়ঃ কিং কর্ম্মানুষ্ঠানং শ্রেয়ঃ কিম্বা তদ্ধানমিতি প্রশস্যতরঞ্চানুষ্ঠেয়মতশ্চ যচ্ছ্রেয়ঃ প্রশস্ততরমেতয়োঃ কর্ম্মসংন্যাসকর্ম্মানুষ্ঠানয়োর্যদনুষ্ঠানাৎ শ্রেয়োঽ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সিদ্ধসাধনত্বং ভগবতোঽভিমতং "ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠ" ইতি চ কর্ম্মযোগস্য বিধানাৎ তস্যাপি সিদ্ধসাধনত্বমিষ্টং ততশ্চ নির্ণীতত্বান্ন প্রশ্ন স্তদ্বিষয়ঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ। কেনাভিপ্রায়েণ তর্হি প্রশ্নঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য জ্ঞানরহিত-সংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগস্য প্রশস্ততরত্ব-বুভুৎসয়েত্যাহ জ্ঞান-রহিত ইতি। প্রষ্টুরভিপ্রায়মেবং প্রদর্শ্য প্রশ্নোপপত্তিমুক্ত্বা প্রশ্নমুত্থাপয়তি সংন্যাসমিতি। তর্হি ত্বয়ং ত্বয়ানুষ্ঠেয়মিত্যাশঙ্ক্য তদশক্তেরুক্তত্বাৎ প্রশস্ততরস্যানুষ্ঠানার্থং তদিদমিতি নিশ্চিত্য বক্তব্যমিত্যাহ যচ্ছ্রেয় ইতি। কাম্যানাং প্রতিসিদ্ধানাঞ্চ কর্ম্মণাং পরিত্যাগো মমোচ্যতে ন সর্ব্বেষামিত্যাশঙ্ক্য কর্ম্মণ্যকর্ম্মেত্যাদৌ বিশেষ-দর্শনাদেবমিত্যাহ শাস্ত্রীয়াণামিতি। অস্তু তর্হি শাস্ত্রীয়াশাস্ত্রীয়য়োরশেষয়োরপি কর্ম্মণো ত্যাগো নেত্যাহ পুনরিতি। তর্হি কর্ম্মত্যাগস্তদ্‌যোগশ্চেত্যুভয়মাদর্শিতব্যমিত্যাশঙ্ক্য বিরোধাদ্নৈবমিত্যভিপ্রেত্যাহ অত ইতি। দ্বয়োরেকেনানুষ্ঠানাযোগস্যোক্তত্বাৎ কর্ত্তব্যত্বোক্তেশ্চ সংশয়ো জায়তে তমেব সংশয়ং বিশদয়তি কিং কর্ম্মেতি। প্রশস্ততর-বুভুৎসা কিমর্থেত্যাশঙ্ক্যাহ প্রশস্ততরঞ্চেতি। তস্যৈবানুষ্ঠেয়ত্বে প্রশ্নস্য সাবকাশত্বমাহ অতশ্চেতি। তদেব প্রশস্ততরং বিশিনষ্টি যদনুষ্ঠানাদিতি। তদেকমস্ত্যতরমস্মৈ ব্রূহীতি সম্বন্ধঃ। উভয়োরুক্তত্বে সতি কিমি-

আভাস।

প্রশ্ন প্রভৃতি বিক্ষেপের উদ্ভাবনে জীবাত্মাকে নিতান্ত বিব্রত করা হয়। অতএব কর্ত্তা এবং অকর্ত্তা এই উভয় ভাব একত্র আত্মাতে কি প্রকারে আনয়ন করা যায়! হে জগদীশ! এই অপূর্ব্ব রহস্যের মীমাংসা করা আপনি ব্যতীত অন্য

শ্রীভগবানুবাচ—

সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।

তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ উবাচ। সংন্যাসঃ কর্ম্মণাং পরিহারঃ; তথা কর্ম্মযোগঃ ইতি উভৌ যদ্যপি নিঃশ্রেয়সকরৌ মোক্ষপ্রদৌ তথাপি তয়োঃ সন্ন্যাস কর্ম্ম-যোগয়োঃ মধ্যে কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগঃ বিশিষ্যতে প্রশস্তঃ ভবতি ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ব্যাপ্তি র্মম স্যাদিতি মন্যসে তদেকমন্যতরৎ সহৈকপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বাসম্ভবান্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতমভিপ্রেতং তবেতি ॥ ১ ॥

স্বাভিপ্রায়মাচক্ষাণো নির্ণয়ায় (শ্রীভগবানুবাচ) সংন্যাসঃ কর্ম্মণাং পরিত্যাগঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ত্যোক্তং বক্তব্যমিতি নিযুজ্যতে তত্রাহ সহেতি। কর্ম্মতত্ত্যাগয়োর্মিথো বিরোধা-দিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

প্রশ্নমেবমুত্থাপ্য প্রতিবচনমুত্থাপয়তি স্বাভিপ্রায়মিতি। নির্ণয়ায় তদ্দ্বারেণ পরস্য সংশয়নিবৃত্ত্যর্থমিত্যর্থঃ। এবং প্রশ্নে প্রবৃত্তে কর্ম্মযোগস্য সৌকর্য্যমভিপ্রেত্য

এতদুত্তরে ভগবান্ বলিলেন, কর্ম্মসন্ন্যাস এবং কর্ম্মানুষ্ঠান উভয়ই মঙ্গলকর বটে, তন্মধ্যে কর্ম্মত্যাগের অপেক্ষা কর্ম্মের অনুষ্ঠানই সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয় ও মঙ্গলপ্রদ ॥ ২ ॥

আভাস।

কাহারও সামর্থ্যে নাই। অতএব এক্ষণে আমার কখন কোনটীর আশ্রয় করা কর্ত্তব্য, এই জ্ঞানহীন শিষ্যকে তাহার উপদেশ প্রদানে কৃতার্থ করুন! ॥ ১ ॥

এতদুত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয় শ্লোকের সন্নিবেশে বলিলেন, সর্ব্বত্যাগ-রূপ সন্ন্যাস এবং সর্ব্বগ্রহণরূপ কর্ম্ম এই দুইটীই আবশ্যক। কারণ এই উভয়ই মুক্তি-ফলপ্রদ! কিন্তু কেবল ত্যাগের অপেক্ষা বিচারপূর্ব্বক গ্রহণটী বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ স্বরূপের পরিচয় কেবল ত্যাগে তাদৃশ হয় না, যেরূপ বিষয় গ্রহণে অর্থাৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুভূত হইয়া থাকে। শ্লোকে উভয়কে নিঃশ্রেয়স প্রদ বলায় প্রত্যেকরূপ পৃথক্ ভাবে মুক্তিপ্রদ বলা হয় নাই; দুইটী

শাঙ্করভাষ্যম্।

কর্ম্মযোগশ্চ তেষামনুষ্ঠানং তাবুভাবপি নিঃশ্রেয়সকরৌ নিঃশ্রেয়সং মোক্ষং কুর্ব্বাতে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রশস্ততরত্বমভিধিৎসু র্ভগবান্ প্রতিবচনং কিমুক্তবানিত্যাশঙ্ক্যতে সংন্যাস ইতি। উভয়োরপি তুল্যত্বশঙ্কাং বারয়তি তয়োস্ত্বিতি। কথং তর্হি তয়োরেব জ্ঞানস্যৈব

স্বামিকৃতটীকা।

অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ সংন্যাস ইতি। অয়ম্ভাবঃ, ন হি বেদান্তবেদ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞং প্রতি কর্ম্মযোগমহং ব্রবীমি যতঃ পূর্ব্বোক্তেন সংন্যাসেন বিরোধঃ স্যাৎ। অপি তু দেহাদ্যাভিমানিনং ত্বাং বন্ধুবধাদিনিমিত্তশোকমোহাদিকৃতমেনং সংশয়ং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠেতি ব্রবীমি, কর্ম্ম-

অ্যভাস।

একত্র অনুষ্ঠানই মুক্তিপ্রদ, এইকথাই বলা হইয়াছে। সন্ন্যাস শব্দে কেবল ত্যাগ, অর্থাৎ কর্ম্মের অভাবকে লক্ষ্য করা হয় নাই; এবং কর্ম্মযোগ বলিলে, অন্ধের ন্যায় কর্ম্ম করাকে লক্ষ্য করা হয় নাই। তাহা হইলে, মানব দৈনন্দিন জীবনে জাগ্রৎ ও নিদ্রার কল্যাণে মুক্তিসুখ অনুভব করিতে পারিত।

মানব যখন নিদ্রিত হয়, তখন প্রকৃত সন্ন্যাসীর বেশে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, নিষ্কর্ম্মীর অবস্থায় অবস্থান করে; এবং যখন জাগিয়া উঠে, তখন সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্ব বিষয়ে আত্মীয়তার পরিচয়ে কর্ম্ম করে। সুতরাং এই উভয় অবস্থাকে আমরা সন্ন্যাসী ও কর্ম্মীর অবস্থার সহিত তুলনা করিতে পারি; এবং বুঝিতে পারি যে ভগবান্ আমাদিগকে ইহার একটী দিয়াই প্রচুর বোধ করেন নাই; দুইটীরই প্রয়োজন জানিয়া দুইটীকেই পাশাপাশী প্রদান করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগকে পরস্পর পার্শ্ববর্ত্তী সাজাইয়া পরস্পরের সহায়তাতে যে পদ্ধতিতে আত্মসাক্ষাৎকার হয়, তাহারই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কর্ম্মহীন হইয়া অঘোর নিদ্রায় অভিভূতের ন্যায় কালাতিপাত করিলে, কোন ফলোদয় নাই, এবং জাগিয়া নিরন্তর কর্ম্ম করিলে এবং তজ্জনিত সুখ দুঃখের উপলব্ধি করিলেও কোন ফলোদয় নাই। জাগিলেই যেমন ঘুমাইতে হয়, আবার ঘুমাইলও জাগিতে হয়; দেহ থাকিতে এই উভয়ের অধিকার হইতে মানবের আর কখনই নিষ্কৃতি হইল না। দেহের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই, এই উভয় জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি আইসে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন, উভৌ যদ্যপি নিঃশ্রেয়স-করৌ তথাপি তয়োস্তু নিঃশ্রেয়সহেত্বোঃ কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কেবলাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইতি কর্ম্মযোগং স্তৌতি ॥ ২ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মোক্ষোপায়ত্বং বিবক্ষ্যতে তত্রাহ জ্ঞানোৎপত্তীতি। তর্হি দ্বয়োরপি প্রশস্তত্বমপ্রশস্তত্বং বা তুল্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ উভাবিতি। জ্ঞান-সহায়স্য কর্ম্মসংন্যাসস্য কর্ম্মযোগাপেক্ষয়া বিশিষ্টত্বাবিবক্ষয়া বিশিনষ্টি কেবলাদিতি ॥ ২ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

যোগেন শুদ্ধচিত্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানে জাতে সতি তৎপরিপাকার্থং জ্ঞাননিষ্ঠাঙ্গত্বেন সংন্যাসঃ পূর্ব্বমুক্তঃ, এবঞ্চ সত্যঙ্গপ্রধানয়োর্ব্বিকল্পাযোগাৎ সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চেত্যেতাবুভাবপি ভূমিকাভেদেন সমুচ্চিতাবেব নিঃশ্রেয়সং সাধয়তঃ, তথাপি তয়োর্মধ্যে কর্ম্মসংন্যাসাৎ সকাশাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্টো ভবতীতি ॥ ২ ॥

আভাস।

এই জাগৎ ও নিদ্রারূপ দুইটী বৃত্তি দিয়া জীবমাত্রকে বিশেষত মানবকে সৃজন করিবার ভগবানের কি উদ্দেশ্য বলিয়া ভাবিলে, আমরা স্পষ্টত অনুভব করিতে পারিব যে, জাগ্রতের বিচিত্র ভোগে সুখও দুঃখাদির অনুভবের দ্বারা আমরা তাহার অনুভব-কর্ত্তা আপনাকে পৃথক্ ভাবে অনুভব করিতে পারিব! কিন্তু জাগ্রৎদশায় আত্মভাবকে যতই পৃথক ভাবে অনুভব করি, বিষয়-সম্বন্ধে তৎকালে এতই বিব্রত থাকি যে, আপনাকে চিনিয়াও ঠিক চিনিতে পারি না। তখন ভোগে ক্লান্ত হইয়া যখন নিদ্রিত হইয়া পড়ি, তখন বিষয় আর বিব্রত করিতে পারে না! সর্ব্বত্যাগী হইয়া, সেই আত্মভাবটী যখন নিরীহের ন্যায় নিশ্চিন্তে অবস্থান করে, তখন পরমানন্দ অনুভূত হইতে থাকে। সে পরমানন্দ বিষয়নিষ্ঠ নহে; সে আত্মনিষ্ঠ! এবং সমস্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলে, আত্মাতেই তাহার উপলব্ধি হয়। নিদ্রাতে যে আত্মানন্দের অনুভব হয়, জাগতিক কোন ভোগে তাহার তুলনা হয় না। কিন্তু অনুভব করিবার অভ্যাস ও জ্ঞান জাগ্রতে জাগতিক পদার্থের সম্বন্ধেই ঘটিয়া থাকে। নিদ্রাকালে সকল বাহ্য বৃত্তির নিরোধ হইলে, সেই অনিরুদ্ধ স্বকীয় অনুভূতি-জ্ঞানই জাগিয়া থাকে; ইহাই বৃত্তিগত নিদ্রা এবং ব্যবহারিক সন্ন্যাস।

এস্থলে নিদ্রাও জাগ্রতের তুলনায় বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারিব

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যং সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

(নিয়তং কর্ম্ম কৃত্বাপি) যঃ কর্ম্মী ন দ্বেষ্টি দ্বেষং ন করোতি তথা ন কাঙ্ক্ষতি সঃ নিত্যং সর্ব্বদৈব সন্ন্যাসী জ্ঞেয়ঃ, হে মহাবাহো! নির্দ্বন্দ্বঃ রাগদ্বেষাদি-দ্বন্দ্ব-শূন্যঃ জনঃ হি নিশ্চিতং বন্ধাৎ সংসারাৎ সুখং অনায়াসেন প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কস্মাদিত্যাহ জ্ঞেয় ইতি—জ্ঞেয়ো জ্ঞাতব্যঃ স কর্ম্মযোগী নিত্যসংন্যাসীতি যো

কারণ কেবল কর্ম্মত্যাগে তাদৃশ গৌরব নাই; অনুরাগ ও দ্বেষভাব পরিত্যাগে যাদৃশ গৌরব আছে। যে ব্যক্তির হৃদয় হইতে সর্ব্ব-

আভাস।

যে, সন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ উভয়ই একত্র প্রয়োজন এবং কর্ম্ম-সন্ন্যাসের অপেক্ষা কর্ম্মযোগের বিশেষ প্রয়োজন। বিচার পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, আত্মোপলব্ধির পথ প্রশস্ত হয়; এবং তখনই কর্ম্মত্যাগ করিলে, নিরাময় আত্মভাবের প্রতীতি ঘটে। পরিশ্রম করিলে, বিশ্রাম যেমন আপনি দেখা দেয়, জাগিলে যেমন নিদ্রা আপনি আইসে, সেইরূপ বিচার সহকারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলে, কর্ম্মের অবসানে বিচার-জ্ঞান আপনি হৃদয়ে উদিত হয়। লোভ বা কাম উভয় পক্ষেই ব্যাঘাত আনয়ন করে। লোভ-শূন্য হইয়া কর্ত্তব্য-বোধে যে কর্ম্মই করা যাউক না, তাহাকেই যোগনামে অভিহিত করা যায়। কামনা পূর্ব্বক যে কর্ম্মই করা যায়, তাহাই সংসার বা বন্ধনের কারণ হয়। গমন কালে যেমন দুইটী চরণেরই প্রয়োজন; এক পদের উপর নির্ভর দিয়া অপর পদকে অগ্রসর করিলে, গমন কার্য্যে অগ্রসর হওয়া হয়, সেইরূপ জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ পরস্পরে পরস্পরের মুখাপেক্ষী। করিলে বুঝা যায়, এবং বুঝিলে করা যায়। সেইরূপ আত্ম-সাক্ষাৎকার কখনই সুসিদ্ধ হয় না, যদবধি বিষয়-সাক্ষাৎকারে অর্থাৎ ভোগ্যানুভবের যোগ্যতা না হয়। ভোগের অনুভব করিতে করিতে, অনুভব করিবার যোগ্যতারও অনুভব আইসে; ইহাই নিজের স্বরূপের প্রতীতি। সুতরাং কর্ম্মযোগ ব্যতীত জ্ঞানযোগ কখনই ঘটে না ॥ ২ ॥

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, করিয়া বুঝা এবং বুঝিয়া করার পদ্ধতি

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন দ্বেষ্টি কিঞ্চিন্ন কাঙ্ক্ষতি সুখদুঃখে তৎসাধনে চ এবংবিধো যঃ কর্ম্মণি বর্ত্তমানো-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কর্ম্ম হি বন্ধকারণং প্রসিদ্ধং তৎ কথং নিঃশ্রেয়সকরং স্যাদিতি শঙ্কতে কস্মা-দিতি। অকর্ত্রাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রাগপি সর্ব্বদাসৌ সংন্যাসী জ্ঞেয়ো যো রাগদ্বেষৌ কচিদপি ন করোতীত্যাহ ইত্যাহেতি। যথানুষ্ঠীয়মানানি কর্ম্মাণি সংন্যাসিনঃ

স্বামিকৃতটীকা।

কুত ইত্যপেক্ষায়াং সংন্যাসিত্বেন কর্ম্মযোগিনং স্তুবংস্তস্য শ্রেষ্ঠত্বং দর্শয়তি জ্ঞেয় ইতি। রাগদ্বেষাদিরাহিত্যেন পরমেশ্বরার্থং কর্ম্মাণি যোঽনুতিষ্ঠতি স নিত্য-কর্ম্মানুষ্ঠানকালেঽপি সন্ন্যাসীত্যেব জ্ঞেয়ঃ। তত্র হেতুঃ নির্দ্বন্দ্বো রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্ব-শূন্যো হি শুদ্ধচিত্তো জ্ঞানদ্বারা সুখমনায়াসেনৈব সংসারাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৩॥

প্রকার আকাঙ্ক্ষা এবং বিদ্বেষ ভাব বিদূরিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি সকল সময়ে প্রকৃত সন্ন্যাসীর স্বরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন, হে মহাবাহো! যাঁহারা হৃদয় হইতে রাগ দ্বেষ, সুখদুঃখ এবং প্রাপ্তি ও পরিহারের প্রত্যাশা পরিত্যক্ত হইয়াছে,তাদৃশ দ্বন্দ্বাতীত ব্যক্তি অতি সুগম উপায়ে সংসার-বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া মুক্তি পথের অধিকারী হইয়াছেন॥ ৩॥

আভাস।

প্রাণিমাত্রেরই হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। অতি ক্ষুদ্র বা নিকৃষ্ট কীট পতঙ্গাদি হইতে অতি উৎকৃষ্ট মানব পর্য্যন্ত সকলে নিদ্রা এবং জাগরণের অধীন; এবং সকলেই করিবার এবং বুঝিবার অধিকারী। অনুকূল বোধে অগ্রসর হওয়া এবং প্রতিকূল বোধে প্রতিকার বা তৎসমীপ হইতে পলায়ন করার প্রবৃত্তি জীব মাত্রেরই হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে; অথচ সকলে ত শ্রীকৃষ্ণের উপদিষ্ট আত্মা বা পরমাত্ম-জ্ঞানের ত অধিকারী হইতেছে না। তদুত্তরে ভগবান্ পরবর্ত্তী শ্লোকের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, করা এবং বুঝার শক্তি প্রাণিমাত্রেরই হৃদয়ে আছে, সত্য! কিন্তু মানুষের তন্মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে, যাহার জন্য মানুষ উচ্চ পরমাত্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়া, পরমা শান্তি পাইতে পারে; অন্যে কেবল সুখ দুঃখের অনুভব মাত্র করিতে পারে। মানুষ বিষয় ভোগ করিবার

শাঙ্করভাষ্যম্।

ঽপি স নিত্যসংন্যাসীতি জ্ঞাতব্য ইত্যর্থঃ। নির্দ্বন্দ্বঃ দ্বন্দ্ববর্জ্জিতো হি যস্মাৎ মহাবাহো সুখং বন্ধাদনায়াসেন প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ন নিবধ্নন্তি কৃতানি চ বৈরাগ্যেন্দ্রিয়-সংযমাদীনি ফলাভিসন্ধি-রহিতানি তথৈবানভিসংহিতফলানি নিত্যনৈমিত্তিকানি যোগিনমপি ন নিবধ্নন্তিনিবর্ত্তয়ন্তি চ সঞ্চিতং দুরিতমিত্যভিপ্রেত্যাহ নির্দ্দ্বন্দ্বো হীতি কর্ম্মযোগিনো নিত্যসংন্যাসিত্বজ্ঞানমন্যথাজ্ঞানত্বাৎ মিথ্যাজ্ঞানমিত্যাশঙ্ক্যাহ এবংবিধ ইতি। কর্ম্মিণোঽপি রাগদ্বেষাভাবেন সংন্যাসিত্বং জ্ঞাতুমুচিতমিত্যর্থঃ। রাগদ্বেষ-রহিতস্যানায়াসেন বন্ধপ্রধ্বংস-সিদ্ধেশ্চ যুক্তং তস্য সংন্যাসিত্বমিত্যাহ নির্দ্দ্বন্দ্ব ইতি ॥ ৩ ॥

আভাস।

উপলক্ষে, কালের প্রভাবে অপর একটী সৃষ্টি-কর্ত্তাকে অনুমান করিতে পারে; সাধারণ জীব কিন্তু তৎপ্রতি ধারণা করিতেও সমর্থ হয় না। কালের প্রভাবে বস্তু মাত্রেরই উৎপত্তি, স্থিতি এবং ধ্বংসের প্রতি দৃষ্টি করিলে জীব স্পষ্টত বুঝিতে পারে যে, আমি ব্যতীত অপর একজন কেহ অবশ্য আছেন, যিনি এই প্রতীয়মান জগতের কেবল কেন! আমার বাল্য. যৌবন এবং জরাদি-বিশিষ্ট এই দেহেরও সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার ব্যাপারে সতত ব্যস্ত আছেন। যাঁহার এই বিরাট সৃষ্টি-কার্য্যের কোনরূপ কার্য্য-সাধনার্থ আমাকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন! আমি তাঁহার লোক হইয়া, তাঁহার কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণ করত তাঁহার সমীপে যখন আত্ম-পরিচয় দিতে পারিব, তখনই আমার এখানে আসা সার্থক হইবে। সাধারণ জীব তাহা দেখে না। তাহারা নিজের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টিমাত্র করিয়া, ভোগের অভিমুখে ধাবিত হয়; এবং স্বার্থে অন্ধ হইয়া, স্বয়ং ব্যতীত অন্য কোন কর্ত্তা আছেন বলিয়া ধারণাও করে না। সুতরাং তাহাদের তাদৃশ জ্ঞানের দ্বারা সুখ এবং দুঃখের অনুভব মাত্র করিয়াই তাহারা জন্ম জন্মান্তর অতিবাহিত করিতেছে। পরে যখন নিজের কর্তৃত্বের উপর অসামর্থ্যাদি নিবন্ধন ঘৃণার উদ্রেক হইবে, তখনই তাহারা সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন কাল ও কাল-কর্ত্তার প্রতি দৃষ্টি করিবে এবং আত্মাভিমানে নিরস্ত হইয়া, আত্মোন্নতির প্রতি ধাবিত হইবে।

এই অভিমানই যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রামকে স্বার্থে অভিভূত করিয়া, হিতাহিত বিচারে অসমর্থ করিয়া ফেলে। মানব যখন কোন রঙ্গিন চসমা ধারণে বস্তুর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, তখন চস্‌মার রঙ্গে রঞ্জিত বলিয়া বস্তুকে প্রতীত করে।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।

অন্বয়ঃ।

সাংখ্যযোগৌ সংন্যাস-কর্ম্মযোগৌ পৃথক্ স্বতন্ত্রৌ ইতি বালাঃ অনভিজ্ঞাঃ এব

শাঙ্করভাষ্যম্।

ননু সংন্যাস-কর্ম্মযোগয়োর্ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়য়োঃ বিরুদ্ধয়োঃ ফলেঽপি বিরোধো যুক্তো ন তুভয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বমেবেতি প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে সাংখ্যযোগাবিতি। সাংখ্যযোগৌ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যদুক্তং সংন্যাস-কর্ম্মযোগয়োঃ নিঃশ্রেয়সকরত্বং তদাক্ষিপতি ননু সংন্যাসেতি। তত্রোত্তরত্বেনোত্তরশ্লোকমবতারয়তি ইতি প্রাপ্ত ইতি। বিবেকিন স্তর্হি কথং বদন্তীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ একমিতি। সংখ্যামাত্মসমীক্ষামর্হতীতি সাংখ্যঃ সংন্যাসো যোগস্ত কর্ম্মযোগ স্তাবুভাবপি পৃথগিত্যস্যার্থমাহ বিরুদ্ধেতি। শাস্ত্রার্থে বিবেক-

বালকোচিত ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তিগণই সাংখ্য-জ্ঞান এবং কর্ম্মজ্ঞানকে পৃথক্ বলিয়া নির্ণয় করেন, করুন! কিন্তু পণ্ডিতগণ তাহা কখনই

আভাস।

সে শুভ্র বস্ত্রকেও চস্‌মার রঙ্গে রঞ্জিত দেখে; দৃশ্যপদার্থের প্রকৃত বর্ণ চিনিতে পারে না। স্বার্থের রসে রঞ্জিত ইন্দ্রিয়াদি করণগ্রামকে যে কোন বিষয়ের প্রতি নিয়োগ করা যায়, তাহাতে পদার্থের স্বরূপ বিচারে কেবল সামর্থ্য হয় না, তাহা নহে, প্রত্যুত তাহাকে অনুকূল বা প্রতিকূল বিবেচনায় আকাঙ্ক্ষা সহকারে আহরণ বা প্রত্যাখ্যান উপলক্ষে ভোগী উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহারা আত্মানুভূতি এবং আত্মানন্দে বঞ্চিত হয়। অতএব কাল-কর্ত্তার প্রতি দৃষ্টি সংযত করত, যাঁহারা আত্মাভিমানে নিরস্ত হন, তাঁহাদের হৃদয়ে স্বার্থের গন্ধমাত্রও স্থান পায় না; তাঁহারা নির্ম্মল চিত্তে মনে মনে পরমেশের প্রতি আত্মনির্ভর রাখিয়া, সকল কর্ম্ম করত সমগ্র সংসারে বিচরণ করিলেও রাগ, দ্বেষ বর্জ্জিত নিত্য সন্ন্যাসীর বেশে এই অপার সংসার পারাপার হইতে অবলীলাক্রমে নিষ্কৃতি লাভ করেন, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান জীবনে সুখ দুঃখের কোলাহলে তাঁহারা বিব্রত হন না; এবং অন্তিম জীবনে ভোগের সীমাকে অতিক্রম করিয়া, জ্ঞানের চরম সীমায় উপনীত হন ॥৩॥

জ্ঞানযোগ সাংখ্য এবং কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ যোগ এই দুইটী প্রকৃত প্রস্তাবে

একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।

প্রবদন্তি ন তু পণ্ডিতাঃ, যতঃ উভয়োঃ সাংখ্যযোগয়োঃ একং অপি সম্যক্ আস্থিতঃ আশ্রিতবান্ জনঃ উভয়োঃ ফলং বিন্দতে লভতে ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

পৃথগ্ বিরুদ্ধফলৌ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ। পণ্ডিতাশ্চ জ্ঞানিন একং ফলমবিরুদ্ধমিচ্ছন্তি। কথং? একমপি সাংখ্যযোগয়োঃ সম্যগাস্থিতঃ সম্যগনুষ্ঠিতবান্ ইত্যর্থঃ। উভয়োর্বিন্দতে ফলমুভয়োস্তদেব হি নিঃশ্রেসং ফলমতো ন ফলে বিরোধোঽস্তি। নন্থ সংন্যাস-কর্ম্মযোগ-শব্দেন প্রস্তুত্য সাংখ্যযোগয়োঃ ফলৈকত্বং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শূন্যত্বং বালত্বম্। উত্তরার্দ্ধমবতারয়িতুং ভূমিকাং করোতি পণ্ডিতাস্থিতি। জ্ঞানিনো যোগিনশ্চেতিশেষঃ। দ্বয়োরবিরুদ্ধফলত্বমেব প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি কথমিত্যাদিনা। একং সাধনমনুষ্ঠিতবতো দ্বয়োরপি ফলং ভবতীতি বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ উভয়োরিতি। সাংখ্যযোগয়োঃ সংন্যাস-কর্ম্মানুষ্ঠানয়োঃ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা নিঃশ্রেয়স-ফলত্বান্ন বিরুদ্ধফলত্বশঙ্কা ইত্যর্থঃ। সাংখ্যযোগয়োরেক-ফলত্ববচনং প্রকরণাননুগুণমিতি শঙ্কতে নন্বিতি। অপ্রকৃতত্বমসিদ্ধমিতি পরিহরতি নৈষ দোষ ইতি।

স্বামিকৃতটীকা।

যস্মাদেবমঙ্গপ্রধানত্বেনোভয়োরবস্থাভেদেন ক্রমসমুচ্চয়োঽতো বিকল্পমঙ্গীকৃত্যোভয়োঃ কঃ শ্রেষ্ঠ ইতি প্রশ্নোঽজ্ঞানামেবোচিতঃ ন বিবেকিনামিত্যাহ সাংখ্যযোগাবিতি। সাংখ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠাবাচিনা তদঙ্গসংন্যাসং লক্ষয়তি, সংন্যাসকর্ম্মযোগাবেকফলৌ সন্তৌ পৃথক্ স্বতন্ত্রাবিতি বালা অজ্ঞাএব প্রবদন্তি ন তু পণ্ডিতাঃ।

স্বীকার করেন না; কারণ এতদুভয়ের যে কোনটীকে সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিলেই উভয়টীর অনুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৫ ॥

আভাস।

দুই নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি; কারণ কেহ স্বতন্ত্র ভাবে ফল প্রদানে সমর্থ নহে। কোন সময়ে একটী অন্ধ ব্যক্তি দিক্ নির্ণয় করিতে না পারিয়া, একটী প্রচণ্ড বনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে। সঙ্গে কেহ না থাকায়, ভীষণ কষ্টে পড়ে এবং সমস্ত রজনী অতি কষ্টে অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রাতে উদ্ধার প্রার্থনায় ভগবানের নাম উচ্চারণ করত চিৎকার করিলে, অপর

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথমিহাপ্রকৃতং ব্রবীতি? নৈষ দোষঃ। যদ্যপ্যর্জ্জুনেন সংন্যাসং কর্ম্মযোগঞ্চ কেবলমভিপ্রেত্য প্রশ্নঃ কৃতো ভগবাংস্তু তদপরিত্যাগেনৈব স্বাভিপ্রেতং চ বিশেষং সংযোজ্য শব্দান্তর-বাচ্যতয়া প্রতিবচনং দদৌ সাংখ্যযোগাবিতি। তাবেব সংন্যাস-কর্ম্মযোগৌ জ্ঞান-তদুপায়-সমবুদ্ধিত্বাদিসংযুক্তৌ সাংখ্যযোগশব্দবাচ্যৌ ইতি ভগবতো মতমতো নাপ্রকৃতপ্রক্রিয়েতি ॥ ৪ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সংন্যাসং কর্ম্মণামিত্যাদিনা সংন্যাসং কর্ম্মযোগঞ্চাঙ্গীকৃত্য প্রশ্নে সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগ-শ্চেত্যাদিনা তথৈব প্রতিবচনে চ কথং সাংখ্যযোগয়োরেকফলত্বমপ্রকৃতং ন ভবতী-ত্যুচ্যতে তত্রাহ যদ্যপীতি। প্রতিবচনমপি তদনুরূপমেব ভগবতা নিরূপিতমিতি বিশেষানুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ ভগবাংস্ত্বিতি। তদপরিত্যাগেনেত্যত্র তৎপদেন প্রকৃষ্টঃ প্রতিনির্দ্দিষ্টৌ কর্ম্মসংন্যাস-কর্ম্মযোগাবুচ্যেতে, সাংখ্যযোগাবিতি শব্দান্তরবাচ্য-তয়া তয়োরেব সংন্যাস-কর্ম্মযোগয়োরপরিত্যাগেন স্বাভিপ্রেতঞ্চ বিশেষং সংযোজ্য ভগবান্ প্রতিবচনং দদাবিতি যোজনা। যদুক্তং স্বাভিপ্রেতঞ্চ বিশেষং সংযোজ্যেতি তদেতৎ ব্যক্তীকরোতি তাবেবেতি। সমবুদ্ধিত্বাদীত্যাদিশব্দেন জ্ঞানোপায়ভূতঃ শমাদিরাদীয়তে। প্রকৃতয়োরেব সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োরুপাদানে ফলিতমাহ অত ইতি। সাংখ্যযোগাবিত্যাদিশ্লোকব্যাখ্যানসমাপ্তিরিতিশব্দার্থঃ ॥ ৪ ॥

স্বামিকৃতটীকা

তত্র হেতুঃ অনয়োরেকমপি সম্যগাস্থিত আশ্রিতবানুভয়োঃ ফলমাপ্নোতি। তথা হি কর্ম্মযোগং সম্যগনুতিষ্ঠন্ শুদ্ধচিত্তঃ সন্ জ্ঞানদ্বারা যদুভয়োঃ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি সংন্যাসং সম্যগাস্থিতোঽপি পূর্ব্বমনুষ্ঠিতস্য কর্ম্মযোগস্যাপি পরম্পরয়া যৎ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি ন পৃথক্ ফলত্বমনয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

আভাস।

মানবের কণ্ঠধ্বনি অতি নিকটে সে শুনিতে পাইল। এবং তাহার আহ্বান মত অতি কষ্টে তৎসমীপে যখন উপনীত হইল, তখন অন্ধকে সম্বোধন করিয়া উক্ত ব্যক্তি বলিল, শুন অন্ধ! তোমার চক্ষু না থাকায়, যেমন দেখিতে পাও না; আমার চরণদ্বয় না থাকায়, আমিও পঙ্গু; চলিতে পারি না। আমাদের উভয়েরই ক্লেশ! কিন্তু যদি তুমি আমাকে স্কন্ধে লইতে স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার চলিবার শক্তি এবং আমার দর্শন-শক্তি একত্র মিলিত হইলে, একটী পূর্ণাবয়ব মানবের

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ৫॥

অন্বয়ঃ।

সাংখ্যৈঃ জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ যৎ স্থানং প্রাপ্যতে, যোগৈঃ কর্ম্মযোগিভিঃ অপি তৎ এব স্থানং গম্যতে লভ্যতে। যঃ সাংখ্যং যোগং চ একং একরূপতয়া তুল্যং পশ্যতি সঃ এব সম্যক্ পশ্যতি॥ ৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

একস্যাপি সম্যগনুষ্ঠানাৎ কথমুভয়োঃ ফলং বিন্দত ইত্যুচ্যতে যদিতি। যৎ সাংখ্যৈ জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সংন্যাসিভিঃ প্রাপ্যতে স্থানং মোক্ষাখ্যং, তৎ যোগৈরপি জ্ঞানপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেন ঈশ্বরে সমর্প্য কর্ম্মাণি আত্মনঃ ফলমনভিসন্ধায় অনুতিষ্ঠন্তি যে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রশ্নপূর্ব্বকং শ্লোকান্তরমবতারয়তি একস্যাপীতি। কেচিদেব তয়োরেকফলত্বং পশ্যন্তীত্যাশঙ্ক্য তেষামেব সম্যগ্‌দর্শিত্বং নেতরেষামিত্যাহ একমিতি। তিষ্ঠন্ত্যস্মিন্ ন চ্যবন্তে পুনরিতি ব্যুৎপত্তিমাশ্রিত্যাহ মোক্ষাখ্যমিতি। যোগশব্দার্থমাহ জ্ঞান-প্রাপ্তীতি। যে হি জিজ্ঞাসবঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ভগবৎপ্রীত্যর্থত্বেন তেষাং ফলাভি-লাষমকৃত্বা জ্ঞানপ্রাপ্তৌ বুদ্ধিশুদ্ধিদ্বারেণোপায়ত্বেনানুতিষ্ঠন্তি তেঽত্র যোগা বিবক্ষ্যন্তে।

সাংখ্যতত্ত্বাভিজ্ঞ কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীগণ জ্ঞানের অনুশীলনে যে মোক্ষপদবী লাভ করেন, নিরাকাঙ্ক্ষ কর্ম্মীগণও সেই পদবীই লাভ করেন। সাংখ্য এবং কর্ম্মযোগকে এক বলিয়া যাঁহারা দর্শন করেন, তাঁহাদের দর্শনই প্রকৃত জ্ঞানমূলক ও বিচারমূলক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে॥ ৫॥

আভাস।

কার্য্য হইতে পারিবে। তখন তাহারা উভয়ে মিলিত হইয়া সেই বিজন কানন হইতে নির্গত হইয়া, সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

যাহারা সাংখ্য ও যোগকে পৃথক্ বলিয়া ধারণা করেন, তাঁহারা নিতান্ত বালমতি বিবেকহীন ব্যক্তি। প্রকৃত পণ্ডিতগণ কখন উভয়কে পৃথক্ ব্যাপার বলিয়া মনে করেন না। কারণ উভয়ের মূর্ত্তিই প্রায় এক! তবে সাংখ্য

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্তে যোগিনঃ তৈরপি পরমার্থজ্ঞান-সংন্যাস-প্রাপ্তিদ্বারেণ গম্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ, অত একং সাংখ্যং যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি ফলৈকত্বাৎ স সম্যক্ পশ্যতি ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

অচ্ প্রত্যয়স্য মত্বর্থত্বং গৃহীত্বোক্তং যোগিন ইতি। সর্ব্বোঽপি দ্বৈতপ্রপঞ্চো ন বস্তুভূতো মায়া-বিলাসত্বাৎ আত্মা তু অবিক্রিয়োঽদ্বিতীয়ো বস্তু সন্নিতি প্রয়োজক-জ্ঞানং পরমার্থজ্ঞানং তৎ পূর্ব্বক সংন্যাস-দ্বারেণ কর্ম্মিভিরপি তদেব স্থানং প্রাপ্য-মিত্যেকফলত্বং সংন্যাস-কর্ম্মযোগয়োরবিরুদ্ধমিত্যাহ তৈরপীতি। ফলৈকত্বে ফলিত-মাহ অত ইতি ॥ ৫ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

এতদেব স্ফুটয়তি যৎ সাংখ্যৈ রিতি। সাংখ্যৈর্জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সংন্যাসিভি র্যৎ স্থানং মোক্ষাখ্যং প্রকর্ষেণ সাক্ষাদবাপ্যতে, যোগৈরিতি অর্শআদিত্বান্মত্বর্থীয়োঽৎপ্রত্যয়ো দ্রষ্টব্যস্তেন কর্ম্মযোগিভিরপি তদেব জ্ঞানদ্বারেণ গম্যতেঽবাপ্যত ইত্যর্থঃ, অতঃ সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চৈকফলত্বেনৈকং যঃ পশ্যতি স এব সম্যক্ পশ্যতি ॥ ৫ ॥

আভাস।

জ্ঞান-প্রধান ক্রিয়া এবং কর্ম্মযোগ ক্রিয়া-প্রধান জ্ঞান! জ্ঞানী জগতের কর্ত্তা পরমাত্মার অনুসন্ধানার্থ পৃথিবী পর্য্যটন করে এবং মূর্খ ব্যক্তি তীর্থ সেবার কল্যাণে বিচিত্র নৈসর্গিক দৃশ্য দর্শনে ভগবদ্ভাবের প্রতীতি হৃদয়ে অনুভব করে। উভয় ব্যাপারে লক্ষ্য কিন্তু এক হইয়া থাকে। আত্ম-স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া প্রতিবন্ধক ব্যাপারের প্রতিষেধ করা সাংখ্যযোগ এবং যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগের অনুশীলনে অন্তর্মুখী বৃত্তি দ্বারা আত্মস্বরূপে উপনীত হওয়ার নাম যোগ। অতএব সাংখ্যজ্ঞানে যে মুক্তিস্তরে আরোহণ করা যায়, যোগানুশীলনেও সেই মুক্তিস্তরই নিকট হইয়া যায়। পক্ষীর উভয় পক্ষই যেমন একত্র কার্য্য করিলে আকাশে বিচরণের সাহায্য করে, একাকী কোন পক্ষই কার্য্যকরী হয় না, সেইরূপ বিবেকবিহীন কর্ম্ম এবং কর্ম্মহীন বিবেক কখনই ইষ্টলাভে উপযোগী হয় না। যাঁহারা উভয় সাংখ্যজ্ঞান এবং কর্ম্মযোগকে তুল্য দৃষ্টিতে অবলোকন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত পণ্ডিত এবং সংসার-জয়ে তাঁহারাই সুদক্ষ! ৪। ৫ ॥

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।

হে মহাবাহো! অযোগতঃ কর্ম্মযোগং বিনা সংন্যাসঃ দুঃখং আপ্তুংএব দুঃখ-প্রাপ্তয়ে এব ভবতি। যোগযুক্তঃ যোগেন কর্ম্মযোগেন যুক্তঃ সমাহিতঃ বিশুদ্ধচিত্তঃ মুনিঃ মননশীলঃ জ্ঞানী অচিরেণ ক্ষিপ্রমেব ব্রহ্ম পরমাত্মজ্ঞান-নিষ্ঠা-স্বরূপং অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

এবং তর্হি যোগাৎ সংন্যাস এব বিশিষ্যতে, কথং তর্হি এবমুক্তং তয়োস্তু কর্ম্ম-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যদি যথোক্ত-জ্ঞানপূর্ব্বক-সংন্যাসদ্বারা কর্ম্মিণামপি শ্রেয়োঽবাপ্তিরিষ্টা তর্হি সংন্যা-সস্যৈব শ্রেয়স্ত্বং প্রাপ্তমিতি চোদয়তি এবং তর্হীতি। সংন্যাসস্য শ্রেষ্ঠত্বে কর্ম্মযোগস্য

স্বামিকৃতটীকা।

যদি কর্ম্মযোগিনোঽপ্যন্ততঃ সংন্যাসেনৈব জ্ঞাননিষ্ঠা তর্হি আদিতএব সংন্যাসঃ কর্ত্তুং যুক্ত ইতি মন্বানং প্রত্যাহ সংন্যাসস্ত্বিতি। অযোগতঃ কর্ম্মযোগং বিনা সংন্যাসঃ দুঃখং দুঃখহেতুরশক্য ইত্যর্থঃ চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠায়া অসম্ভবাৎ, যোগ-যুক্তস্তু শুদ্ধচিত্ততয়া সংন্যাসী ভূত্বা অচিরেণ ব্রহ্মাধিগচ্ছতি অপরোক্ষং জানাতি। অত শ্চিত্তশুদ্ধেঃ প্রাক্ কর্ম্মযোগ এব সন্ন্যাসাদ্বিশিষ্যত ইতি পূর্ব্বোক্তং সিদ্ধং, যদুক্তং বার্ত্তিককৃদ্ভিঃ, প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ। সংন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসংদূষিতাশয়া ইতি ॥ ৬ ॥

জ্ঞানের উৎকর্ষ-লাভ কর্ম্মানুষ্ঠানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কর্ম্মযোগের আশ্রয়ে বুদ্ধির বিচক্ষণতা জন্মে; সুতরাং কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান না করিয়া কর্ম্মত্যাগে সন্ন্যাসী হইলে, দুঃখকে বরং আহ্বান করাই হইবে। অতএব একাগ্রতা সহকারে ফলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, কর্ম্মের গতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যাঁহারা চির জীবন কর্ম্ম করিয়া অগ্রসর হন, তাদৃশ মননশীল যতিগণের পক্ষে অতি সহজে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

আভাস।

অনেকের মনোমধ্যে ধারণা যে স্ত্রীপুত্রাদি পরিজন-বেষ্টিত সংসারই মানবের

শাঙ্করভাষ্যম্।

সংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ইতি, শৃণু তত্র কারণং ত্বয়া পৃষ্টং কেবলং কর্ম্মসংন্যাসং কর্ম্মযোগঞ্চাভিপ্রেত্য তয়োরন্যতরঃ কঃ শ্রেয়ানিতি, তদনুরূপং প্রতিবচনং ময়োক্তং কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইতি ; জ্ঞানমনপেক্ষ্য, জ্ঞানাপেক্ষস্তু সংন্যাসঃ সাংখ্যমিতি ময়াভিপ্রেতঃ পরমার্থযোগশ্চ স এব, যস্তু কর্ম্মযোগো বৈদিকঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রশস্তত্ববচনমনুচিতমিত্যাহ কথং তর্হীতি। পূর্ব্বোক্তমেবাভিপ্রায়ং স্মারয়ন্ পরিহরতি শৃণ্বিতি। কর্ম্মযোগস্য বিশিষ্টত্ববচনং তত্রেতি পরামৃষ্টং। তদেব কারণং কথয়তি ত্বয়েত্যাদিনা। কেবলং বিজ্ঞানরহিতমিতি যাবৎ, তয়োরন্যতরঃ কঃ শ্রেয়ানিতি ইতিশব্দোঽধ্যাহর্ত্তব্যঃ। ত্বদীয়ং প্রশ্নমনুসৃত্য তদনুগুণং প্রতিবচনং জ্ঞানমনপেক্ষ্য তদ্রহিতাৎ কেবলাদেব সংন্যাসাৎ যোগস্য বিশিষ্টত্বমিতি যথোক্তমিত্যাহ তদনুরূপমিতি। জ্ঞানাপেক্ষঃ সংন্যাসস্তর্হি কীদৃগিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানেতি। তর্হি কর্ম্মযোগে কথং যোগশব্দঃ সংন্যাসশব্দো বা প্রযুজ্যতে তত্রাহ যস্ত্বিতি। তাদর্থ্যাৎ পরমার্থ-

আভাস।

অনিবার্য্য দুঃখের কারণ! ইহারা যদি না থাকিত, নিশ্চিন্তে নির্জ্জনে বসিয়া ভগবৎ প্রেমালাপে এবং আহার বিহারে সুখে কালাতিপাত করিতে পারিতাম। তাঁহারা কিন্তু জানেন না যে, অতি সুন্দর মূর্ত্তি প্রচণ্ড বল-বিক্রম-বিশিষ্ট অশ্ব সমূহের মুখে বল্গা (লাগাম) না দিয়া যদি লোকালয়াদি সহরতলীর ভিতর যথেচ্ছ দৌড়াইতে বা পর্য্যটন করিতে দেওয়া হইত, তাহা হইলে কেবল লোকালয়ের নহে, উক্ত অশ্ব সমূহের যে কি অনিষ্ট সাধন করা হইত, তাহা বর্ণনাতীত। তাহারা যথেচ্ছ বিচরণের ফলে গাড়িও ভাঙ্গিত এবং নিজেরাও খানা খোদলে চরণ বিন্যাসে ভগ্নপদাদি হইয়া চির জীবন বিবিধ দুঃখ পাইত। সেইরূপ পরিজনাদি পোষ্যবর্গ আমাদের সুখের প্রতিবন্ধক নহে। বরং লাগামের ন্যায়, আমাদিগকে যথেচ্ছাচার হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, সরল সাধুর উচিত আচারে নিয়োজিত করে। সংসার ভীষণ কর্ম্মভূমি। নিশ্চিন্তে বসিয়া কাল কাটাইবার যোগ্যতা নাই! নিজের দেহই নিজেকে ক্ষুৎপিপাসাদি বিবিধ উপদ্রবে সর্ব্বদা বিব্রত করে ; তাহার নিবারণের উপলক্ষে পরের উপাসনা করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু পরের মন যোগাইয়া কর্ম্ম করিতে হইলে, নিজের যথেচ্ছাচারের উৎসাহ দেওয়া হয় না ; বরং ক্রমশ স্বেচ্ছাচার সঙ্কুচিত হইয়া, চিত্তের সংযত হইবার অবসরই

শাঙ্করভাষ্যম্।

সঃ চ তাদর্থ্যাদ্‌যোগঃ সন্ন্যাস ইতি চোপচর্য্যতে কথং তাদর্থ্যমিত্যুচ্যতে সন্ন্যাস ইতি। সংন্যাসস্তু পারমার্থিকো হে মহাবাহো দুঃখমাপ্তুং প্রাপ্তুমযোগতঃ যোগেন বিনা যোগযুক্তো বৈদিকেন কর্ম্মযোগেন ঈশ্বর-সমর্পিতরূপেণ ফলনিরপেক্ষেণ তেন যুক্তো মুনি র্মননাদীশ্বরস্বরূপস্য মুনি ব্রহ্ম পরমাত্মজ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণত্বাৎ প্রকৃতঃ সংন্যাসো ব্রহ্মোচ্যতে ন্যাস ইতি ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হি পর ইতি শ্রুতেঃ। ব্রহ্ম পরমার্থসং-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

জ্ঞানশেষত্বাদিতি যাবৎ। তদেব তাদর্থ্যং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রসাধয়তি কথমিত্যাদিনা। কর্ম্মানুষ্ঠানাভাবে বুদ্ধিশুদ্ধ্যভাবাৎ পরমার্থ-সংন্যাসস্য সম্যগ্‌জ্ঞানাত্মনো ন প্রাপ্তি-রিতি ব্যতিরেকমুপন্যস্যান্বয়মুপন্যস্যতি যোগেতি। পারমার্থিকঃ সম্যগ্‌জ্ঞানাত্মকঃ। সামগ্র্যভাবে কার্য্যপ্রাপ্তিরযুক্তেতি মত্বাহ দুঃখমিতি। যোগযুক্তত্বং ব্যাচষ্টে বৈদিকেনেতি। ঈশ্বরস্বরূপস্য সবিশেষস্যেতিশেষঃ। ব্রহ্মেতি ব্যাখ্যেয়ং পদমু-পাদায় ব্যাচষ্টে প্রকৃতইতি। তত্র ব্রহ্মশব্দ প্রয়োগে হেতুমাহ পরমাত্মেতি। ব্রহ্মশব্দো গমকবিষয়ঃ। সংন্যাসে ব্রহ্মশব্দপ্রয়োগে তৈত্তিরীয়ক-শ্রুতিং প্রমাণয়তি ন্যাস ইতি। কথং সংন্যাসে হিরণ্যগর্ভবাচী ব্রহ্মশব্দঃ প্রযুজ্যতে দ্বয়োরপি পরত্বাবি-

আভাস।

উপস্থিত হয় এবং চিত্তে সংযমাদি বহুবিধ যোগের অঙ্গ অজ্ঞাতসারে সংসার জীবনে সাধিত হইয়া যায়। পুত্র-কন্যার প্রতিপালন উপলক্ষে পিতামাতার মনুষ্যত্ব সংসাধিত হয়। বাহিরের সংসার প্রকৃত সংসার নহে; "সংসারো মানসং জগৎ" মনের সৃষ্টিই প্রকৃত সংসার; যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনের কর্ম্ম-সংস্কার চিত্ত মধ্যে সঞ্চিত ছিল তাহারাই পর জীবনের ও দেহাদির সৃষ্টি করিয়া থাকে। মান-সিক জগৎকে ভোগের দ্বারা চিত্ত হইতে বিদূরিত করিবার জন্য এত আয়োজন! মানসিক সংস্কার-রাশিকে বিদূরিত করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়ই ভোগজাতীয় কর্ম্ম। অশ্বকে বহনের ভার দিয়া, মুখে লাগাম দ্বারা তাহার যথেচ্ছাচারকে নিবারণ করত চলিতে দিয়াই যেমন শিক্ষিত করিতে হয়, মানবকেও সংসারের কর্ম্মভার প্রদান পূর্ব্বক ভগবান্ নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম-লাগামের দ্বারা চিত্তকে বশীভূত করিবার পদ্ধতি জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই কর্ম্মের নামই কর্ম্মযোগ। নিজের ক্ষুৎপিপাসাদিকে ও আহার নিদ্রাকে উপেক্ষা করিয়া, কন্যা পুত্রকে প্রতি-পালন করিতে হইবে। এতদ্দ্বারা পিতামাতার যৌবনোচিত ঔদ্ধত্য বা যথেচ্ছা-

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।

অন্বয়ঃ।

যোগযুক্তঃ যোগেন যুক্তঃ বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়ঃ অতঃ সর্ব্বভূতাত্ম-

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন্যাসং পরমাত্মজ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং ন চিরেণ ক্ষিপ্রমেবাধিগচ্ছতি প্রাপ্নোত্যতো ময়োক্তং কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইতি ॥ ৬ ॥

যদা পুনরয়ং সম্যগ্দর্শনপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেন যোগেতি। যোগেন যুক্তো বিশুদ্ধাত্মা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শেষাদিত্যাহ ব্রহ্ম হীতি। ব্রহ্মশব্দস্য সংন্যাস-বিষয়ত্বে ফলিতং বাক্যার্থমাহ ব্রহ্মে-ত্যাদিনা। নদ্যাঃ স্রোতাংসীব নিম্নপ্রবণানি কর্ম্মভিরতিতরাং পরিপক্ককষায়স্য করণানি সর্ব্বতো ব্যাপৃতানি নিরস্তাশেষকূটস্থপ্রত্যগাত্মান্বেষণপ্রবণানি ভবন্তীতি। কর্ম্মযোগস্য পরমার্থ-সংন্যাসপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বে ফলিতমাহ অত ইতি ॥ ৬ ॥

ননু পারিব্রাজ্যং পরিগৃহ্য শ্রবণাদিসাধনমসকৃদনুতিষ্ঠতো লব্ধসম্যগ্বোধস্যাপি যথাপূর্ব্বং কর্ম্মাণ্যুপলভ্যন্তে তানি চ বন্ধহেতূনি ভবিষ্যন্তীত্যাশঙ্ক্য শ্লোকান্তরমবতার-

---

কারণ যাঁহারা কর্ম্মস্রোতে অধিকার লাভার্থ অর্থাৎ অভ্যস্ত হইবার জন্যই কেবল কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের চিত্ত একাগ্রতার অনু-রোধে চাঞ্চল্য দোষ পরিত্যাগে নির্ম্মল ভাব ধারণ করে; তাদৃশ

আভাস।

চার আপনা হইতে যেমন অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠানের মাহাত্ম্যে ভোগী মানবের জীবনও যোগীর জীবনে পরিণত হয়। সকল সাধ মিটিয়া গেলে, যখন ভোগের লালসা আর থাকে না, তখনই সন্ন্যাস ভাব আপনি দেখা দেয়। সুতরাং কর্ম্মের দ্বারা ভোগের লালসা পরিহারে চিত্তের একাগ্রতা যদবধি না জন্মে, তৎপূর্ব্বে লোক-দেখান সংন্যাসের অনুষ্ঠান করিলে, আন্তরিক ভোগ-লালসার অনুরোধে মানসিক সন্তাপ এবং বাহ্যিক অকর্ম্মণ্যতার পরিচয়ে লোক নিন্দা ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা কর্ম্মের অনুষ্ঠানে চিত্তকে সংযত করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা চিন্তার প্রভাবে জগৎ চিন্তামণিকেও অবিলম্বে চিনিতে শিখিয়াছেন ॥ ৬ ॥

চিত্তকে কার্য্যের অনুরোধে মূল কোন একটী লক্ষ্যতে নিরুদ্ধ করিতে

সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।

ভূতাত্মা (সর্ব্বেষাং ভূতানাং আত্মভূতঃ এব আত্মা চিত্তং যস্য সঃ তাদৃশঃ কর্ম্মী কর্ম্ম কুর্ব্বন্ অপি ন লিপ্যতে ন বধ্যতে ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিশুদ্ধচিত্তো বিজিতাত্মা বিজিতদেহো জিতেন্দ্রিয়শ্চ সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাদীনাং স্তম্বপর্য্যন্তানাং ভূতানামাত্মভূত আত্মা প্রত্যক্‌চেতনো যস্য স সর্ব্বভূতাত্ম-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যতি যদা পুনরিতি। সম্যগ্দর্শনপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেন যদা পুনরয়ং পুরুষো যোগযুক্ত-ত্বাদিবিশেষণঃ সম্যগ্‌দর্শী সম্পদ্যতে তদা প্রাতিভাসিকীং প্রবৃত্তিমনুসৃত্য কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যত ইতি যোজনা, যোগেন নিত্যনৈমিত্তিক-কর্ম্মানুষ্ঠানেনেতি যাবৎ। আদৌ নিত্যাদ্যনুষ্ঠানবতো রজস্তমো-মলাভ্যামকলুষিতং সত্ত্বং সিদ্ধ্যতীত্যাহ বিশুদ্ধেতি।

স্বামিকৃতটীক।

কর্ম্মযোগাদিক্রমেণ ব্রহ্মাধিগমে সত্যপি তদুপরিতনেন কর্ম্মণা বন্ধঃ স্যাদেবেত্যাশঙ্ক্যাহ যোগযুক্ত ইতি। যোগেন যুক্তঃ অতএব বিশুদ্ধ আত্মা চিত্তং যস্য অতএব বিজিত আত্মা শরীরং যেন অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন ততশ্চ সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মভূত আত্মা যস্য স লোকসংগ্রহার্থং স্বাভাবিকং বা কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥৭॥

কর্ম্মীর অন্তঃকরণ কাল্পনিক বিষয় চিন্তায় আর বিব্রত হয় না; সুতরাং তাঁহার ইন্দ্রিয়গণও চিত্তের অনুরূপ কার্য্য করে। উপাধি স্বরূপ ইন্দ্রিয়গণ ও অন্তঃকরণ চাঞ্চল্য পরিহারে সুস্থভাব ধারণ করিলে, যে পরম চৈতন্য-স্বরূপ এই অনন্ত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূত-সমূহে আত্মবোধ করিতেছেন, সেই সর্ব্বাববোধক জ্ঞানভাব যোগীর হৃদয়ে অবভাসিত হন; তখন তাদৃশ যোগী সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করিলেও এক ভোগপ্রার্থনার অভাবে কর্ম্মজালে জড়িত হন না ॥৭॥

আভাস।

পারিলে অন্য ভাবনা তথায় আসিতে পায় না। সুতরাং সংযমীর চিত্ত স্বচ্ছ ও মালিন্যশূন্য হইয়া থাকে। তখন অন্তঃকরণ বিষয়-চিন্তায় ব্যাকুল হয় না; সুতরাং ইন্দ্রিয়গণও বিনা প্রয়োজনে বিষয়াভিমুখে অগ্রসর হয় না। অহো!

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।

অন্বয়ঃ।

তত্ত্ববিৎ পরমার্থদর্শী অতঃ যুক্তঃ কর্ম্মযোগানুষ্ঠানেন সমাহিতচিত্তঃ তু, পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ উন্মিষন্

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভূতাত্মা সম্যগ্দর্শীত্যর্থঃ, স তত্রৈব বর্ত্তমানো লোক-সংগ্রহায় কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে যোগযুক্তো ন কর্ম্মভি র্বধ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৭॥

ন চাসৌ পরমার্থতঃ করোতীত্যতস্তত্ত্বৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি। যুক্তঃ সমাহিতঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বুদ্ধিশুদ্ধৌ কার্য্যকরণসংঘাতস্যাপি স্বাধীনত্বং ভবতীত্যাহ বিজিতেতি। তস্য যথোক্ত-বিশেষণবতো জায়তে সম্যগ্দর্শিত্বমিত্যাহ সর্ব্বভূতেতি। সম্যগ্দর্শিনস্তর্হি কর্ম্মানুষ্ঠানং কুতস্ত্যং তদনুষ্ঠানে বা কুতো বন্ধবিশ্লেষসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ স তত্রেতি। সম্যগ্দর্শনং সপ্তম্যর্থঃ॥ ৭॥

কর্ম্মণ্যঙ্গীকৃত্য তৈরস্য বিদুষো বন্ধো নাস্তীত্যুক্তমিদানীং বস্তুতস্তস্য কর্ম্মাণ্যেব

যিনি নিজের পরমাত্ম-স্বরূপ জ্ঞানভাগকে অবধারণ করিতে পারিয়াছেন, তিনি সেই পরম জ্ঞানের সহিত আমি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত আমি সম্বন্ধ অর্থাৎ অভিমান ভাবকে ছেদন করিয়া ফেলেন; সুতরাং পূর্ব্বে দেহাদির সম্বন্ধে নিজের যে কর্ত্তৃত্বভাব ছিল, জ্ঞানোদয়ের পর সে জাতীয় কর্ত্তৃত্ব আর থাকে না; সুতরাং দর্শন শ্রবণ স্পর্শ গন্ধগ্রহণ ভোজন পর্য্যটন নিদ্রিত হওয়ায় বা শ্বাস প্রশ্বাসে বিরত হওয়া ব্যাপারকে এমন কি! কথোপকথন বা বিষ্ঠা মূত্রাদির উৎসর্গকেও ঘর্ম্ম বিসর্জ্জনের ন্যায়

আভাস।

তাদৃশ চিত্ত স্বচ্ছ দর্পণ বা মণির ন্যায়, দৃষ্ট যাবদীয় পদার্থকে আপন অন্তরে লইতে পারে এবং সকলের অন্তরে স্বয়ং প্রবেশ করিতে পারে। তখন আর কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে জগতের কোন উপকার না করিলেও, কোনরূপ প্রত্যবায়ের তাঁহার থাকে না॥ ৭॥

চিত্তের শুদ্ধির নিবন্ধন যাঁহাদের আত্মস্বরূপের প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হয়,

পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।

নিমিষন্ অপি ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বিষয়েষু বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্ বিবেচয়ন্

শাঙ্করভাষ্যম্।

সন্ মন্যেত চিন্তয়েত তত্ত্ববিদাত্মনো যাথাত্ম্যং তত্ত্বং বেত্তীতি তত্ত্ববিৎ পরমার্থদর্শী-ত্যর্থঃ। কদা কথম্বা তত্ত্বমবধারয়ন্ মন্যেতেত্যুচ্যতে পশ্যন্নিতি। মন্যেতেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৮ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ন সন্তীত্যাহ ন চেতি। লোকদৃষ্ট্যা বিদুষোঽপি কর্ম্মাণি সন্তীত্যাশঙ্ক্য স্বদৃষ্ট্যা তদভাবমভিপ্রেত্যাহ নৈবেতি। সার্দ্ধং সমনন্তরশ্লোকমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুত্থাপয়তি কদেত্যাদিনা। চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈর্ব্বাগাদিকর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ প্রাণাদিবায়ুভেদৈরন্তঃ-করণচতুষ্টয়েন চ তত্তচ্চেষ্টানির্ব্বর্ত্তনাবস্থায়াং তত্তদর্থেষু সর্ব্বা প্রবৃত্তিরিন্দ্রিয়াণামে-বেত্যনুসন্দধানো নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি বিদ্বান্ প্রতিপদ্যতে ইত্যর্থঃ।

স্বামিকৃতটীকা।

কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যত ইত্যেতদ্বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য কর্ত্তৃত্বাভিমানাভাবান্নেত্যাহ নৈবেতি দ্বাভ্যাং। কর্ম্মযোগেন যুক্তঃ ক্রমেণ তত্ত্ববিদ্ভূত্বা দর্শনশ্রবণাদীনি কুর্ব্বন্নপি

বা জল বায়ু সেবন ও অক্ষিপুটের উন্মেষণ ও নিমিষণের ন্যায় ভোগ্য বিষয়ের সহিত অভাব-গ্রস্ত ইন্দ্রিয়াদির নির্দ্দিষ্ট এবং অবশ্য-সম্বন্ধের ভোক্তৃত্ব-মীমাংসায়, নিজ স্বরূপকে পৃথক্ ভাবে বা নিঃসম্পর্কে রাখিতে অধিকারী হন। অতএব তাদৃশ কর্ম্মী কখন কোন কর্ম্মে আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া ধারণা করেন না ॥ ৮ ॥

আভাস।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিনায়ক পরম দেবের অগাধ চৈতন্য-সাগরের প্রতিও তাঁহা-দের দৃষ্টি নিপতিত হয়। তাদৃশ অন্তর্দর্শী মহাত্মাগণই প্রকৃত তত্ত্ববিৎ। তাঁহারা সেই মহা চৈতন্যের অন্তর্নিহিত মহাশক্তি প্রকৃতির প্রভাবে চিত্তাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সৃষ্টির দ্বারা স্থাবর জঙ্গমাত্মক যাবতীয় দেহের রচনা ক্ষেত্রকে প্রতীত করিতে পারেন। সুতরাং জড় ও প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধ যে জড় ও প্রাকৃ-তিক বিষয়ের সহিত হইয়া থাকে, তাহাতে চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানের বস্তুত কোন সম্বন্ধ

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।

কিঞ্চিৎঅপি অহং ন করোমি ইতি মন্যেত চিন্তয়েত ইতিদ্বয়োরন্বয়ঃ ॥ ৮ । ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যস্যৈবং, তত্ত্ববিদঃ সর্ব্বকার্য্যকরণচেষ্টাসু কর্ম্মসু অকর্ম্মৈব পশ্যতঃ সম্যগ্দর্শিন স্তস্য সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস এবাধিকারঃ কর্ম্মণোঽভাবদর্শনাৎ নহি মৃগতৃষ্ণিকায়ামুদকবুদ্ধ্যা পানায় প্রবৃত্ত উদকাভাবজ্ঞানেঽপি তত্রৈব পানপ্রয়োজনায় প্রবর্ত্ততে ॥ ৯ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যথোক্তস্য বিদুষো মিথ্যাভাবেঽপি বিদ্যাসামর্থ্যাৎ প্রতিপত্তিকর্ম্মভূতং কর্ম্মসংন্যাসং ফলাত্মকমভিলপতি যস্যেতি। অজ্ঞস্যেতি। অজ্ঞস্যেব বিদুষোঽপি কর্ম্মসু প্রবৃত্তিসম্ভবাৎ কুতঃ সংন্যাসেঽধিকারঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ বুদ্ধ্যা নিশ্চিন্বন্নপি কিঞ্চিদপ্যহং ন করোমীতি মন্যতে, তত্র দর্শনশ্রবণস্পর্শনাবঘ্রাণাশনানি চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়-ব্যাপারাঃ, গতিঃ পাদয়োঃ, স্বাপো বুদ্ধেঃ, শ্বাসঃ প্রাণস্য, প্রলপনং বাগিন্দ্রিয়স্য, বিসর্গঃ পায়ূপস্থয়োঃ, গ্রহণং হস্তয়োঃ, উন্মেষণনিমেষণে কূর্ম্মাখ্যপ্রাণস্যেতি বিবেকঃ, এতানি সর্ব্বাণি কুর্ব্বন্নপি অনভিমানাৎ ব্রহ্মবিৎ ন লিপ্যতে তথাচ পারমর্ষং সূত্রং, তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাদিতি ॥ ৮ । ৯ ॥

তাঁহারা জানেন যে, কর্ম্ম করিবেন বলিয়া তাঁহারা নির্জনে নিশ্চিন্তে নির্ব্যাপারে বসিলেন মাত্র বটে, কিন্তু করিতে কিছুই পারেন না; সকল করা এক সেই পরম ব্রহ্মের উপরই নির্ভর করে। সুতরাং কর্তৃত্বাভিমান এবং ভোক্তৃত্বাভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া, যাঁহারা কর্ম্মস্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া কর্ম্ম করেন, তাঁহারা পদ্ম-পত্রস্থ জলের ন্যায়, কর্ম্মজালে কখন জড়িত হন না এবং পুণ্য-পাপেও লিপ্ত হন না ॥ ৯ ॥

আভাস।

হয় না; তবে অজ্ঞানে অন্ধ হইয়া পরকে আপন করিবার দোষেই এই যাবতীয় অনর্থের প্রাপ্তি ঘটে। অতএব যে যাহা, তাহার তাহাই থাকা ভাল; অন্যের

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।

জলে ভাসমানং অপি পদ্মপত্রং ইব যথা অম্ভসা ন লিপ্যতে তথা ব্রহ্মণি আত্মানং জীবিতং চ আধায় ফলে সঙ্গং আসক্তিং ত্যক্ত্বা স্বাম্যর্থং ভৃত্যবৎ যঃ কর্ম্মাণি করোতি, স পাপেন ন লিপ্যতে ন সম্বধ্যতে ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যস্তু পুনরতত্ত্ববিৎ প্রবৃত্তশ্চ কর্ম্মযোগে ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মণীশ্বরে আধায় নিক্ষিপ্য

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তর্হি বিদ্বাবানিবাবিদ্বাবানপি কর্ম্মণি ন প্রবর্ত্তেত পাপোপহতি-সম্ভবাদিত্যাশ-ক্যাহ যস্ত্বিতি। যথা ভৃত্যঃ স্বাম্যর্থং কর্ম্মাণি করোতি ন স্বফলমপেক্ষতে তথৈব যো

স্বামিকৃতটীকা।

তর্হি যস্য করোমীত্যভিমানোঽস্তি তস্য কর্ম্মলেপো দুর্ব্বারঃ, তথা অবিশুদ্ধ-চিত্তত্বাৎ সন্ন্যাসোঽপি নাস্তীতি মহৎ সঙ্কটমাপন্নমিত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মণ্যাধায় পরমেশ্বরে সমর্প্য তৎফলে চ সঙ্গং ত্যক্ত্বা যঃ কর্ম্মাণি করোতি অসৌ পাপেন বন্ধ-

---

কর্ম্মের সুসম্পাদন মাত্র উদ্দেশ্যে কায়, মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়-গণকে একাগ্রতা-সূত্রে বদ্ধ করিয়া যোগিগণ যে নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করেন, তাহাতে চিত্তের একাগ্রতা, নির্ম্মলতা, ও স্থির এবং নিশ্চল ভাবেরই উপচয় ঘটিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

আভাস।

সম্বন্ধ রাখিতে আর সজ্জিত হওয়া নিষ্প্রয়োজন বুঝিয়া, তাঁহারা প্রত্যেক দেহাদি ইন্দ্রিয়-নিষ্ঠ কর্ম্মকে পরকর্ম্ম জ্ঞানে নিশ্চিন্ত থাকেন এবং স্বভাব সিদ্ধ দেহাদির কর্ম্মকে আপন কর্ম্ম-জ্ঞানে আর উৎকণ্ঠিত হন না ॥ ৮। ৯ ॥

কোন সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থের গৃহে সমারোহ ভোজের উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া যদি পরিবেশনের ভার পাওয়া যায়, তখন ভোজন দ্রব্য মিষ্টান্নাদি পরিবেশনার্থ হস্তে লইয়া অভিমান-শূন্য নিরীহ ভাবে ভোক্তাগণের পঙ্‌ক্তির মধ্যে উপস্থিত

শাঙ্করভাষ্যম্।

তদর্থং করোমীতি ভৃত্য ইব স্বাম্যর্থং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মোক্ষেঽপি ফলে সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ লিপ্যতে ন স পাপেন সংবধ্যতে পদ্মপত্রমিবাম্ভসোদকেন॥ ১০॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বিদ্বান্ মোক্ষেঽপি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ভগবদর্থমেব সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি করোতি ন স কর্ম্মণা বধ্যতে ন হি পদ্মপত্রমম্ভসা সম্বধ্যতে তদ্বদিত্যর্থঃ॥ ১০॥

স্বামিকৃতটীকা

হেতুত্বয়া পাপিষ্ঠেন পুণ্যপাপাত্মকেন কর্ম্মণা ন লিপ্যতে যথা পদ্মপত্রমম্ভসি স্থিতমপি তেনাম্ভসা ন লিপ্যতে তদ্বৎ॥ ১০॥

আভাস।

হইতে হয় এবং কৃতীর দ্রব্য-সামগ্রী কৃতীর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে স্বয়ং কৃতীর অনুমত্যানুসারে যথাবিধানে আমাকে পরিবেশন করিতে হইবে, এইরূপ চিন্তা করিয়া যেমন কার্য্য করা উচিত, তাহাতে নিজের স্বার্থের গন্ধ মাত্র প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে, সেইরূপ যাঁহার জগতে আমি যাঁহার ইচ্ছায় আগমন করিয়াছি, এক্ষণে কায়মনোবাক্য তাঁহার এই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়পূর্ণ সংসারক্ষেত্রে তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য-সাধনে আমার জীবন অতিবাহিত করিব, ইত্যাকার জ্ঞানে যাঁহারা সমস্ত জীবন কর্ম্ম করিয়া যান, তাঁহারা আর কর্ম্মজালে জড়িত হন না। অহো! পদ্মের পত্র জলেই জন্মায় বটে, কিন্তু পাতার উপর জল পড়িলে পত্র তাহাতে ভিজে না; বরং জলের সম্পর্ক শূন্য হইয়া থাকে; জল টল্ টল্ করিয়া পত্র হইতে পড়িয়া যায়, সেইরূপ কর্ম্ম-জন্য জীবের জন্ম হইলেও, ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কার্য্য করিলে, অর্থাৎ ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর প্রভু! 'আমি তাঁহার প্রেরিত ভৃত্য!' তাঁহার কার্য্য করিয়া, তাঁহার সমীপে আমাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে! জগতের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই; কেবল জগজ্জীবনের আদান-প্রদান রূপ কার্য্য উপলক্ষে যতটুকু যাহার সহিত সম্পর্ক, তদ্ব্যতীত নিজের কোন স্বার্থ বা পৃথক সম্পর্ক নাই, এই প্রকার বোধে যাঁহারা কার্য্য করেন, তাঁহারা সংসারের সম্পর্ক না রাখিয়া, জীবনে মরণে ভগবৎ সম্পর্কে চির সুখী হন, সন্দেহ নাই॥ ১০॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

অন্বয়

কয়েন, মনসা মমত্ববর্জ্জিতেন, বুদ্ধ্যা নিশ্চয়াত্মিকয়া, কেবলৈঃ অভিসন্ধি-বর্জ্জিতৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি যোগিনঃ কর্ম্মিণঃ আত্ম-শুদ্ধয়ে চিত্ত-শুদ্ধয়ে, এব সঙ্গং ভোগাভি-সন্ধিং ত্যক্ত্বা কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কেবলং সত্ত্বশুদ্ধিমাত্রফলমেব তস্যৈব কর্ম্মণঃ স্যাৎ যস্মাৎ কায়েনেতি। কায়েন

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অবিদুষ স্তর্হি কৃতেন কর্ম্মণা কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ কেবলমিতি। অজ্ঞস্যেশ্বরার্পণ-

স্বামিকৃতটীকা।

বন্ধকত্বাভাবমুক্ত্বা মোক্ষহেতুং সদাচারেণ দর্শয়তি কায়েনেতি। কায়েন স্নানাদি, মনসা ধ্যানাদি, বুদ্ধ্যা তত্ত্বনিশ্চয়াদি, কেবলৈঃ কর্ম্মাভিনিবেশ-রহিতৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণং কর্ম্মফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা চিত্তশুদ্ধয়ে কর্ম্ম যোগিনঃ কুর্ব্বন্তি ॥ ১১ ॥

দেখ অর্জ্জুন! কর্ম্মফলের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, স্থির ও সমাহিত চিত্তে অবস্থান করিলে যে অনুপম ভাবের উদয় হয়, তাহাতে অপার শান্তি অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু ব্যাকুল হৃদয়ে নিরন্তর ভোগের প্রার্থনা হৃদয়ে পোষণ করিলে, সুখ দুঃখ সমন্বিত ঘোর সংসার-তরঙ্গে নিরন্তর আন্দোলিত হইতে হয় ॥ ১১ ॥

আভাস।

সংসার কর্ম্মেরই ভূমি! কর্ম্ম না করিয়া, কেহ কখন নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করিতে পারে না। অতি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ হইতে অতি বৃহৎ হস্তী পর্য্যন্ত এবং অতি মূর্খ ভোগী মানব হইতে অতি পণ্ডিত এবং জ্ঞানী বা যোগী পর্য্যন্ত কর্ম্ম না করিয়া, কেহ নিশ্চিন্তে জড়ের ন্যায় অবস্থান করিতে পারে না। তবে কেহ কর্ম্ম করে শিক্ষার জন্য; কেহ করে ভোগের জন্য। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রগণ দিবারাত্র অনর্গল পরিশ্রম করিতেছেন; তাহাদের দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ অহঙ্কার এবং বুদ্ধি কর্ম্মেতেই সর্ব্বদা নিযুক্ত আছে; তাহাদের পরিণাম ফল কিন্তু

শাঙ্করভাষ্যম্।

দেহেন মনসা বুদ্ধ্যা চ কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈ র্মমত্ববর্জ্জিতৈরপি ঈশ্বরায়ৈব কর্ম্ম করোমীতি ন ফলায়েতি মমত্ববুদ্ধিশূন্যৈরিন্দ্রিয়ৈরপি, কেবলশব্দঃ কায়াদিভিরপি প্রত্যেকং সম্বধ্যতে, সর্ব্বব্যাপারেষু মমতাবর্জ্জনায় যোগিনঃ কর্ম্মিণঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলবিষয় মাত্মশুদ্ধয়ে সত্ত্বশুদ্ধয় ইত্যর্থঃ॥ ১১॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বুদ্ধ্যানুষ্ঠিতং কর্ম্ম বুদ্ধিশুদ্ধিফলমিত্যত্রৈব হেতুমাহ যস্মাদিতি। কেবল-শব্দস্য প্রত্যেকং সম্বন্ধে প্রয়োজনমাহ সর্ব্বব্যাপারেম্বিতি। কর্ম্মণশ্চিত্তশুদ্ধিফলত্বে তাদর্থ্যেন কর্ম্মানুষ্ঠানমেব তব কর্ত্তব্যমিতি যস্মাদিত্যস্যাপেক্ষিতং বদন্ ফলিতমাহ তস্মাদিতি॥ ১১॥

আভাস।

শিক্ষা; তাহাদের অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয়গ্রাম এবং দেহ কর্ম্ম করিতে করিতে এরূপ শিক্ষিত হয় যে, রাজদ্বারে এবং সাধারণ ভোগীর সমাজে তাঁহারা পূজিত বা আদৃত হইয়া, পরমানন্দ সহ সম্মান লাভ করে। হালুইকর ময়রা নানাপ্রকার মিষ্টান্ন দ্রব্যের পাক-প্রণালী পরিজ্ঞাত থাকায়, বিবিধ মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিয়া দোকান সাজাইয়া বসিয়া থাকে! যাহারা পাক-প্রণালীতে শিক্ষিত নহে, তাহারা ভোগের জন্য উক্ত দোকানদারের শরণাগত হইয়া ভোজন করে। ময়রাকে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেকটীকে ভোগ করিতে হইয়াছে, কিন্তু ভোগের সঙ্গে তাহার আস্বাদ গ্রহণে তাহার পাকপ্রণালীতে মস্তিষ্ককে শিক্ষিত করিতে হইয়াছে। যে সে বিদ্যা শিক্ষা করে নাই, তাহাকে প্রতি পদে ময়রার শরণাগত হইতে হইতেছে।

অতএব সংসারে কর্ম্ম দুইপ্রকার; একটী ভোগ কর্ম্ম, অপরটী শিক্ষার কর্ম্ম। শিক্ষার কর্ম্মকে ভগবান্ কর্ম্মযোগ নামে আখ্যাত করিয়াছেন; এবং ভোগ কর্ম্মকে অধোগতি লাভের উত্তম পথ বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়াছেন। যোগী ভোগ উপলক্ষে কর্ম্মভূমিতে অবতরণ করেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে অতি সতর্কতার সহিত নিজ দেহ, ইন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়গণকে বিচক্ষণতার সহিত কারণানুসন্ধানের পদ্ধতিতে শিক্ষিত করিতে হয়। ভোগের উপলক্ষে চিন্তাহীন ভোগীর দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গ অবসন্ন হইয়া পড়ে; কিন্তু যোগীর দেহাদি ইন্দ্রিয়বর্গ কেবল বিচারের আশ্রয়ে ভোগ করিয়াও উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়া থাকে॥ ১১॥

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

অন্বয়।

কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা যুক্তঃ পরমাত্মনি সমাহিতচিত্তঃ জনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ অপি নৈষ্ঠিকীং অনুষ্ঠান-জনিতাং অভ্যাসোৎপন্নাং শান্তিং আপ্নোতি, ফলে সক্তঃ ফলাকাঙ্ক্ষা-বিশিষ্টঃ জনঃ কামকারেণ কামানুরোধেন নিবধ্যতে দুঃখী ভবতি ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তস্মাত্ত্বত্রৈব তবাধিকার ইতি কুরু কর্ম্মৈব, যস্মাচ্চ যুক্ত ইতি। ঈশ্বরায় কর্ম্মাণি করোমি ন মম ফলায়েতি এবং সমাহিতঃ সন্ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য শান্তিং মোক্ষাখ্যামাপ্নোতি, নৈষ্ঠিকীং নিষ্ঠায়াং ভবাং সত্ত্বশুদ্ধি-জ্ঞানপ্রাপ্তি-সর্ব্বকর্ম্ম-সংন্যাসজ্ঞাননিষ্ঠা-ক্রমেণেতি বাক্যশেষঃ। যস্তু পুনরযুক্তোঽসমাহিতঃ কামকারেণ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ইতশ্চ সঙ্গং ত্যক্ত্বা কর্ম্মানুষ্ঠানং ত্বয়া কর্ত্তব্যমিত্যাহ যস্মাচ্চেতি। যুক্তঃ সন্ ফলং ত্যক্ত্বা কর্ম্ম কুর্ব্বন্ মোক্ষাখ্যাং শান্তিং যস্মাদাপ্নোতি তস্মাচ্চ ত্বয়া সঙ্গং ত্যক্ত্বা কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি যোজনা। বিপক্ষে দোষমাহ অযুক্ত ইতি। যুক্তত্বং ব্যাকরোতি ঈশ্বরায়েতি। ফলং পরিত্যজ্য কর্ম্ম কুর্ব্বন্নিতি শেষঃ। নৈষ্ঠিকী শান্তিরিত্যেতদেব

স্বামিকৃতটীকা।

নমু কথং তেনৈব কর্ম্মণা কশ্চিন্মুচ্যতে কশ্চিদ্বধ্যতে ইতি ব্যবস্থা অত আহ যুক্ত ইতি। যুক্তঃ পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠঃ সন্ কর্ম্মণাং ফলং ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নাত্যন্তিকীং শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি, অযুক্তস্তু বহির্ম্মুখঃ কামকারেণ কামতঃপ্রবৃত্ত্যা ফলে আসক্তো নিতরাং বন্ধং প্রাপ্নোতি ॥ ১২ ॥

আত্মজ্ঞান বিশিষ্ট যোগীর দেহাভিমান থাকে না! নিরন্তর ক্রিয়াশীল দেহাদি ইন্দ্রিয়বর্গের কার্য্যে স্বয়ং কর্ত্তৃত্বাভিমান বিসর্জ্জন করত এই নবদ্বার বিশিষ্ট দেহের অন্তরে দেহীরূপে বিদ্যমান থাকিয়াও দেহবর্গের কর্ম্মে স্বয়ং নির্ব্যাপরীর ন্যায় সুখে বিশ্রাম করেন ॥ ১২ ॥

আভাস।

অতএব ভোগের অনুরোধে কর্ম্মভূমিতে আগমন করিলেও, বিচার-শক্তিকে নিরন্তর প্রত্যেক কার্য্যে নিজের সহায়-রূপে রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলে,

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।

অন্বয়।

বশী জিতচিত্তঃ জনঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকাণি কর্ম্মাণি, মনসা বিবেক-

শাঙ্করভাষ্যম্।

করণং কারঃ কামস্য কারঃ কামকারস্তেন কামকারেণ কামপ্রেরিততয়েত্যর্থঃ মম ফলায়েদং করোমি কর্ম্মেত্যেবং ফলে সক্তো নিবধ্যতে অত স্তং যুক্তো ভব ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

যস্তু পরমার্থদর্শী স সর্ব্বেতি। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যস্য পরিত্যজ্য

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বিশদয়তি সর্ব্বেতি। দ্বিতীয়মর্দ্ধং বিভজতে বশীতি। অসমাধানে দোষাদর্জ্জুনস্য নিয়োগং দর্শয়তি অতস্ত্বমিতি ॥ ১২ ॥

তর্হি ফলে সক্তিং ত্যক্ত্বা সর্ব্বৈরপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি কর্ম্ম-সংন্যাসস্য নিরবকাশত্ব

প্রভু পরমাত্মা জীবলোকের কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্মের নির্দ্দেশ

আভাস।

কর্ম্ম নিষ্পাদনের সঙ্গেই যেমন তাহার ফল পাওয়া যায়, বিচারকে সঙ্গে রাখিলে, ফলের সঙ্গে আবার শিক্ষাটীও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফল দেখা দিয়াই চলিয়া যায়, শিক্ষা কিন্তু রহিয়া যায়। একটু মনঃসংযোগ করিয়া ভাবিলে, শিক্ষাটী জীবনের চিরসঙ্গী হইয়া থাকিয়া যায়। অবিচারিত ভাবে ভোগ করার উপলক্ষে মানব অন্ধের ন্যায়, ক্রমান্বয়ে অন্ধকারেই প্রবেশ করে; যোগী কিন্তু সেই কর্ম্মই করিয়া, কেবল বিচার ও একাগ্রতার বলে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম চিত্ত-স্তরে আরোহণ করিয়া, জ্ঞানের চরম সীমায় উপনীত হন। ফলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে, বিচারের প্রতি দৃষ্টি আপনিই আইসে। বিচার মুক্তির কারণ; ভোগ আপাতত ক্ষণকালের জন্য সুখের কারণ হইলেও, পরিণামে বিষ উদ্গীরণ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই ॥ ১২ ॥

যাহাদের ভোগ-বাসনা বিদূরিত হইয়াছে, তাহাদের আর বিপদের আশঙ্কা থাকে না; কারণ জ্ঞানের বাসনা উদিত হইলে, পুরুষের আর সুখের অবধি থাকে না। বাসনা কিন্তু পরিত্যাগের পদার্থ নহে; হৃদয়-বিলাসিনী পতিব্রতা কামিনীর ন্যায়, বাসনা পুরুষের চিরসঙ্গিনী হইয়া থাকে। কখন সে পুরুষকে পরিত্যাগ

নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।

বিশিষ্টেন সংন্যস্য নবদ্বারে নবদ্বাররূপ-রন্ধ্র-বিশিষ্টে দেহে পুরে স্বয়ং এব ন কুর্ব্বন্ তথা দেহাদিভিঃ ন কারয়ন্ নির্লিপ্তঃ এব সুখং আস্তে ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রতিষিদ্ধঞ্চ তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মনসা বিবেকবুদ্ধ্যা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মিত্যাশঙ্ক্য অবিদুষঃ সকাশাদ্ বিদুষো বিশেষং দর্শয়তি যস্থিতি। সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগে প্রাপ্তং মরণং ব্যাবর্ত্তয়তি আস্ত ইতি। বৃত্তিং লভমানোঽপি শরীরত্যাগেনাধ্যাত্মি-

স্বামিকৃতটীকা।

এবং তাবৎ চিত্তশুদ্ধিশূন্যস্য সংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইত্যেতৎ প্রপঞ্চিতং ইদানীং শুদ্ধচিত্তস্য সংন্যাসঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। বশী জিতচিত্তঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিক্ষেপকাণি মনসা বিবেকযুক্তেন সংন্যস্য সুখং যথা ভবত্যেবং জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্নাস্তে, ক্বাস্ত ইত্যত আহ নবদ্বারে, নেত্রে নাসিকে কর্ণৌ মুখঞ্চেতি সপ্ত শিরোগতানি অধোগতে দ্বে পায়ুপস্থরূপে ইত্যেবং নবদ্বারাণি যস্মিন্ পুরে পুরবদহঙ্কারশূন্যে দেহে দেহী অবতিষ্ঠতে অহঙ্কারাভাবাদেব স্বয়ং তেন দেহেন নৈব কুর্ব্বন্ মমকারাভাবাৎ ন কারয়ন্নিতি অশুদ্ধচিত্তাদ্ব্যাবৃত্তিরুক্তা, অশুদ্ধচিত্তো হি সংন্যস্য পুনঃ করোতি চ ন ত্বয়ং তথা অতঃ সুখমাস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

করেন নাই এবং কর্ম্মফলের সহিত সংস্রবও রাখেন নাই; কিন্তু অনাদি অবিদ্যারূপ জীবের স্বকীয় স্বভাবই তাহাদিগকে কর্ম্মে অর্থাৎ প্রবৃত্তি-ব্যাপারে ও ভোগে আসক্ত করিতেছে ॥ ১৩ ॥

আভাস।

করিয়া অন্যত্র গমন করে না। তবে অন্যকে ডাকিয়া অন্তরে আনয়ন করত পুরুষকে বিব্রত ও দুঃখিত করে, কিম্বা পুরুষের সকল সঙ্গ পরিহার করাইয়া, পরমাত্ম-সাগরের পরমানন্দ রসে নিবৃত্ত করিতে পারে। বাসনা পুরুষের পরম বন্ধু! সে চিন্তানুকারিণী পত্নীর ন্যায়, পতির কার্য্য সাধনার্থ নিরন্তর ব্যস্ত থাকে। সে এক-বার ভোগের অভিমুখে, পরক্ষণে জ্ঞানের অভিমুখে পুরুষকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়। ভোগে দেহের পুষ্টি, জ্ঞানে চিত্তের পুষ্টি। দেহ-পুষ্টির ফল অত্যাচার ও

শাঙ্করভাষ্যম্।

কর্ম্মাদৌ অকর্ম্ম-সন্দর্শনেন সংত্যজ্যেত্যর্থঃ, আস্তে তিষ্ঠতি সুখং ত্যক্তবাঙ্মনঃকায়-চেষ্টো যতিঃ নিরায়াসঃ প্রসন্নচিত্ত আত্মনোঽন্যত্র নিবৃত্তবাহ্যসর্ব্বপ্রয়োজন ইতি সুখ-মাস্ত ইত্যুচ্যতে বশী জিতেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ। ক্কাস্ত ইত্যাহ নবদ্বারে পুরে সপ্তশীর্ষণ্যা-ন্যাত্মন উপলব্ধিদ্বারাণ্যর্ব্বাগ্দ্বে মূত্রপুরীষ-বিসর্গার্থে তৈ র্দ্বারৈ র্নবদ্বারং পুরমুচ্যতে, শরীরং পুরমিব পুরমাত্মৈকস্বামিকং তদর্থপ্রয়োজনৈশ্চ ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়ৈর-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কাদিনা তপ্যমান স্থিষ্ঠতীতি চেন্নেত্যাহ সুখমিতি। কার্য্যকরণসংঘাত-পারবশ্যং পর্য্যুদস্যতি বশীতি। আসনস্থাপেক্ষিতমধিকরণং নির্দ্দিশতি নবেতি। দেহসম্বন্ধা-ভিমানাভাসবত্ত্বমাহ দেহীতি। মনসা সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসেঽপি লোকসংগ্রহার্থং বহিঃ সর্ব্বং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি প্রাপ্তং প্রত্যাহ নৈবেতি। তান্যেব সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি পরি-ত্যাজ্যানি বিশিনষ্টি নিত্যমিতি। তেষাং পরিত্যাগে হেতুমাহ তানীতি। যদুক্তং সুখমাস্ত ইতি তদুপপাদয়তি ত্যক্তেতি। জিতেন্দ্রিয়ত্বং কায়বশীকারস্যাপি উপলক্ষণং, দ্বে শ্রোত্রে দ্বে চাক্ষুষী দ্বে নাসিকে বাগেকেতি সপ্তশীর্ষণ্যানি শিরোগতানি শব্দাদ্যু-পলব্ধিদ্বারাণি। তথাপি কথং নবদ্বারত্বমধোগতাভ্যাং পায়ূপস্থাভ্যাং সহেত্যাহ

আভাস।

নরক; জ্ঞান-পুষ্টির ফল স্বচ্ছন্দ, সম্মান, সন্তোষ এবং আনন্দ। যে মানব ভোগা-য়তন দেহের সাধ এবং তাহার অভাবের পূরণার্থ আজীবন উৎকণ্ঠিত, তাহার পরিণাম ফল সর্ব্বতোভাবে মন্দ ও নিন্দনীয়। দেহ যদি বলবান্ হয়, পরস্পরে কলহাদি দ্বারা নিরয় গমনের পথ প্রসারিত হয়; ভারত-যুদ্ধই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। দেবদুর্ল্লভ লুচি পরমান্ন খাজা গজা প্রভৃতি অমৃতোপম স্বাদু অন্ন দেহকে যতই সেবন করান হয়, পরদিন বা পরক্ষণ হইতে তাহা বিষ্ঠা মূত্র স্বেদ ঘর্ম্ম পূয় ও শ্লেষ্মা প্রভৃতি বিকট দ্রব্য উপহার স্বরূপে দেহ সমীপে প্রদান করে; যাহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য দূর দূরান্তরে গমন করিতে হয়; কিম্বা মেহতর আদি নিকৃষ্ট বা অস্পৃশ্য লোক দ্বারা দূরে নিক্ষেপ করিতে হয়। তাদৃশ দেহের সৌষ্ঠব পরিদর্শন করাইয়া জগতে আমরা সুখী হইবার বাসনা করি! অথচ দেহই আমাদের নরক উপকরণের আদর্শ-স্থল।

প্রাসাদ-তুল্য যে সমস্ত অট্টালিকাদিতে আমরা অনেকেই বসবাস করি, তাহার যদি প্রবেশ বা নির্গমনের জন্য দুই একটী দ্বার রাখি, পাছে স্ত্রী

শাঙ্করভাষ্যম্।

নেকফলবিজ্ঞানস্যোৎপাদকৈঃ পৌরৈরিবাধিষ্ঠিতঃ তস্মিন্নবদ্বারে পুরে দেহী সর্ব্বং কর্ম্ম সংন্যস্যাস্তে ইতি কিং বিশেষণেন সর্ব্বো হি দেহী সংন্যস্য সংন্যাসীব দেহ এবাস্তে তত্রানর্থকং বিশেষণমুচ্যতে, যস্ত্বজ্ঞো দেহী দেহেন্দ্রিয়সংঘাতমাত্রাত্মদর্শী স সর্ব্বোঽপি গেহে ভূমাবাসনে বাঽসে ইতি মন্যতে ন হি দেহমাত্রাত্মদর্শিনো দেহ ইব দেহে আসে ইতি প্রত্যয়ঃ সম্ভবতি দেহাদিসংঘাতব্যতিরিক্তাত্মদর্শিনস্তু দেহে আসে ইতি প্রত্যয়

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অর্ব্বাগিতি। শরীরস্য পুরসাম্যং স্বামিনা পৌরৈশ্চাধিষ্ঠিতত্বেন দর্শয়তি আত্মে-ত্যাদিনা। যদ্যপি দেহে জীবনত্বাদ্দেহসম্বন্ধাভিমানাভাসবানবতিষ্ঠতে তথাপি প্রবাসীব পরগেহে তৎপূজাপরিভবাদিভিরপ্রহৃষ্যন্ন বিষীদন্ ব্যামোহাদিরহিতশ্চ তিষ্ঠ-তীতি মত্বাহ তস্মিন্নিতি।

বিশেষণমাক্ষিপতি কিমিতি। তদনুপপত্তিমেবাদর্শয়তি সর্ব্বো হীতি। সর্ব্ব-সাধারণে দেহাবস্থানে সংন্যস্য দেহে তিষ্ঠতি বিদ্বানিতি বিশেষণমকিঞ্চিৎকরমিতি ফলিতমাহ তত্রেতি। বিশেষণফলং দর্শয়ন্নুত্তরমাহ উচ্যতে ইতি। কিম্ অবিবে-কিনং প্রতি বিশেষণানর্থক্যং চোদ্যতে কিংবা বিবেকিনং প্রতীতি বিকল্প্যাদ্যমঙ্গী-করোতি যস্ত্বিতি। অজ্ঞত্বং দেহিত্বে হেতুঃ। তদেব দেহিত্বং স্ফুটয়তি দেহেতি। সংঘাতাত্মদর্শিনোঽপি দেহে স্থিতিপ্রতিভাসঃ স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ ন হীতি। দ্বিতীয়ং দূষয়তি দেহাদীতি। গৃহাদিষু দেহস্যাবস্থানেনাত্মাবস্থানভ্রমব্যাবৃত্ত্যর্থং দেহে বিদ্বানাস্তে ইতি বিশেষণমুপপদ্যতে, বিবেকবতো দেহেঽবস্থানপ্রতিভাস-সম্ভবাদি-

আশ্রম।

পুত্রাদি অরক্ষিত ভাবে বাহিরে গিয়া কষ্ট পায়, বা চোর ডাকাইত ভিতরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে, তজ্জন্য আমাদিগকে কত সতর্কতার সহিত সেই সমস্ত দ্বারা রক্ষা করিতে হয়! মানব-দেহের দ্বার একটী নহে, নয়টী! অথচ তাহার দ্বারগুলি রক্ষা করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা রাখি না। দেহের উপরি-ভাগে এক মুখ-মণ্ডলেই সাতটী ছিদ্র। দুইটী চক্ষু, দুইটী কর্ণ, দুইটী নাসারন্ধ্র এবং একটী মুখ-বিবর। এই সাতটী দ্বার দিয়া চোর ডাকাইত স্বরূপ প্রেমিক বিষয়-রস অন্তরে প্রবেশ করিয়া, মহামূল্য মতি-স্বরূপ মন এবং চিন্তাশক্তিকে হরণ করত তাহাদিগকে ব্যভিচারিণীতে পরিণত করাইতে পারে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

উপপদ্যতে পরকর্ম্মণাঞ্চ পরস্মিন্নাত্মন্যবিদ্যয়াধ্যারোপিতানাং বিদ্যয়া বিবেকজ্ঞানেন মনসা সংন্যাস উপপদ্যতে উৎপন্নবিবেকবিজ্ঞানস্য সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসিনোঽপি গেহ ইব দেহএব নবদ্বারে পুরে অসনং প্রারব্ধফলকর্ম্ম সংস্কারশেষানুবৃত্ত্যা দেহএব বিশেষ-বিজ্ঞানোৎপত্তে র্দেহ এবাস্তে ইত্যস্ত্যেব বিশেষণফলং বিদ্বদবিদ্বৎপ্রত্যয়ভেদাপেক্ষত্বাৎ যদ্যপি কার্য্যকরণকর্ম্মাণ্যবিদ্যয়াত্মন্যধ্যারোপিতানি সন্ন্যস্তাস্তে ইত্যুক্তং তথাপ্যাত্ম-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ত্যর্থঃ। নমু বিবেকিনো দেহাবস্থানপ্রতিভানেঽপি বাঙ্মনোদেহব্যাপারাত্মনাং কর্ম্মণাং তস্মিন্ প্রসঙ্গাভাবাৎ তত্ত্যাগেন কৃতস্তস্য দেহেঽবস্থানমুচ্যতে তত্রাহ পরকর্ম্মণাঞ্চেতি। নমু বিবেকিনো দিগাদ্যনবচ্ছিন্নবাহ্যাভ্যন্তরাবিক্রিয়-ব্রহ্মাত্মতাং মন্যমানস্য কুতো দেহেঽবস্থানমাস্থাতুং শক্যতে তত্রাহ উৎপন্নেতি। তত্র হেতুমাহ প্রারব্ধেতি। যদ্ধি প্রারব্ধফলং ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মকং কর্ম্ম তস্যোপভুক্তস্য শেষাদনুপ-ভুক্তাদ্দেহাদিসংস্কারোঽনুবর্ত্ততে তদনুবৃত্ত্যা চ তত্রৈব দেহে বিশেষবিজ্ঞানমবস্থান-বিষয়মুপপদ্যতে অতো বিবেকবতঃ সংন্যাসিনো দেহেঽবস্থানব্যপদেশঃ সম্ভবতী-ত্যর্থঃ, অবিদ্বৎপ্রত্যয়াপেক্ষয়া বিশেষণাসম্ভবেঽপি বিদ্বৎপ্রত্যয়াপেক্ষয়া বিশেষণমর্থ-বদিত্যুপসংহরতি দেহ এবেতি। দেহে স্বাবস্থানবিষয়ো বিদ্বৎপ্রত্যয় স্তদবিষয়শ্চা-বিদ্বৎপ্রত্যয় স্তয়োরেবং ভেদে বিদ্বৎপ্রত্যয়াপেক্ষয়া বিশেষণমর্থবদিত্যুপসংহরন্নেব হেতুং বিশদয়তি বিদ্বদিতি।

আভাস।

অচ্যুত-ভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রাণপতি-হৃদয়-বল্লভ আত্মস্বরূপের একাসনে চির-বিশ্রাম ও তাঁহার সংসর্গ-সুখের অনুভব করা দূরে থাকুক! চির জীবনে তাঁহার সাক্ষাৎ-কার লাভও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িতে পারে। অথচ সেই সমস্ত মুখ-বিবরাদি হইতে যে শ্লেষ্মা বা নিষ্ঠীবন নির্গত হইতেছে, তাহা পুনরায় মুখ-বিবরে পুনঃ গ্রহণের চিন্তা পর্য্যন্ত করিলে, গাত্র শিহরিয়া উঠিবে। দেহের অধোভাগে আরও দুইটী ছিদ্র আছে, যাহার প্রসাদে বিষ্ঠা ও মূত্রাদির বিসর্জ্জনে মানব-দেহ আপন গৌরবের পরিচয় দিতেছে। দুর্ল্লভ মহামূল্য সুগন্ধ দ্রব্যজাত যতই তুমি ভোজন করাও, দেহ তাহার বিনিময়ে দুর্গন্ধ কটু বিষ্ঠাদির নির্গমনে প্রতিদিন মানবকে বুঝাইয়া দিতেছে যে, দেহের সেবায় তাহার

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

সমবায়ি তু কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নৈব কুর্ব্বন্ স্বয়ং ন চ কার্য্য-করণানি কারয়ন্ ক্রিয়াসু প্রবর্ত্তয়ন্ কিং যৎ তৎ কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চ দেহিনঃ স্বাত্মসমবায়ি সৎ সন্ন্যাসান্ন সম্ভবতি যথা গচ্ছতো গতিঃ গমনব্যাপারপরিত্যাগে ন স্যাত্তদ্বৎ কিং বা স্বতএবাত্মনো নাস্তীত্যত্রোচ্যতে নাস্ত্যাত্মনঃ স্বতঃ কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চোক্তং হ্যবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে, শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যত ইতি ধ্যায়তীব লেলায়তীবেতি শ্রুতেঃ ॥ ১৩ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

আরোপিত-কর্ত্তৃত্বাদ্যভাবেঽপি স্বগত-কর্ত্তৃত্বাদি দুর্ব্বারমিত্যাশঙ্কামনূদ্য দূষয়তি যদ্যপীত্যাদিনা । ক্রিয়াসু প্রবর্ত্তয়ন্নাস্ত ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ, পূর্ব্বস্যাপি শত্রুরেবমেব সম্বন্ধঃ । কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চাত্মনো নেত্যত্র বিচারয়তি কিমিতি । যৎ কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চ তৎ কিং দেহিনঃ স্বাত্মসমবায়ি সদেব সংন্যাসান্ন ভবতীত্যুচ্যতে যথা গচ্ছতো দেবদত্তস্য স্বগতৈব গতিঃ তৎস্থিত্যা ত্যাগায় ভবতি অথবা স্বারস্যেন কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চাত্মনো নাস্তীতি বক্তব্যমাদ্যে সক্রিয়ত্বং দ্বিতীয়ে কূটস্থত্বমিত্যর্থঃ ॥ দ্বিতীয়ং পক্ষমাশ্রিত্যোত্তরমাহ অত্রেতি । উক্তেঽর্থে বাক্যোপক্রমমনুকূলয়তি উক্তং হীতি । তত্রৈব বাক্যশেষমপি সংবাদয়তি শরীরস্থোঽপীতি । স্মৃত্যুক্তেঽর্থে শ্রুতিমপি দর্শয়তি ধ্যায়তীবেতি । উপাধিগতৈব সর্ব্বা বিক্রিয়া নাত্মনি স্বতোঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

আভাস ।

পারমার্থিক কোন লাভ নাই, বরং অনিষ্ট ! তবে উপযুক্ত ভোজনাদি দ্বারা দেহকে সুস্থ রাখিতে পারিলেই, দীর্ঘ জীবন লাভে যথেষ্ট অবসর পাইলে, এই এক মানব-জীবনেই আত্মচিন্তার সমাপ্তি করিতে পারিবে । মানব-দেহই আত্ম-চিন্তা পূর্ব্বক পরমাত্ম-চিন্তনের উপযুক্ত আশ্রয় ! অতএব মানব-দেহ ধারণ করিয়া, স্বকার্য্য সাধনের উপযুক্ত উপায় জ্ঞানে দেহকে প্রতিপালন মাত্র করিয়া, পান্থ-নিবাসে পথিকের ন্যায়, যথাকালে নিজের অভিলষিত স্থানে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য । দেহের আরামের প্রতি লক্ষ্য করিতে গেলে, নিজেই ব্যারামে বিব্রত হইতে হয় ॥ ১৩ ॥

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।

প্রভুঃ পরমেশ্বরঃ লোকস্য জীবস্য কর্ম্মাণি ন চ তৎ কর্ত্তৃত্বং অপি সৃজতি, তথা কর্ম্মফল-সংযোগং অপি ন সৃজতি; স্বভাবঃ প্রবৃত্তিমূলা অবিদ্যাএব কর্ত্তৃত্বাদিরূপেণ প্রবর্ত্ততে লোকং নিযুঙ্‌ক্তে ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ ন কর্ত্তৃত্বমিতি। ন কর্ত্তৃত্বং স্বতঃ কুর্ব্বিতি নাপি কর্ম্মাণি রথঘটপ্রাসাদাদীনি ঈপ্‌সিততমানি লোকস্য সৃজত্যুৎপাদয়তি প্রভুরাত্মা নাপি রথাদিকৃতবতস্তৎফলেন সংযোগং ন কর্ম্মফলসংযোগং যদি কিঞ্চিদপি স্বতো ন করোতি ন কারয়তি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

আত্মনো যদুক্তং কারয়িতৃত্বং নাস্তীতি তৎ প্রপঞ্চয়তি নেত্যাদিনা। যদ্যপি লোকস্য কর্ত্তৃত্বং ন সৃজতীতি নাস্তীতি কারয়িতৃত্বং তথাপি রথ-শকটাদীনি কুর্ব্বন্ ভবতি কর্ত্তেত্যাশঙ্ক্যাহ ন কর্ম্মাণীতি। তথাপি ভোজয়িতৃত্বেন বিক্রিয়াবত্ত্বং দুষ্পরিহারমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন কর্ম্মেতি। কস্য তর্হি প্রবর্ত্তকত্বং তদাহ স্বভাবস্থিতি। কুর্ব্বিতি কর্ত্তৃত্বং লোকস্য ন সৃজত্যাত্মেতি সম্বন্ধঃ। রথাদীনাং কর্ম্মত্বং সাধয়তি ঈপ্সিতেতি।

পরমেশ কখন জীবের অনুষ্ঠিত বা প্রদত্ত পাপে বিরক্ত এবং পুণ্যে তুষ্ট হন না। মানব মোহের বশবর্ত্তী হইয়া, ঐরূপ চিন্তা করিয়া থাকে। কারণ আপ্ত-কাম পরমাত্মার স্তবে সন্তোষ এবং নিন্দায় গ্লানির সম্ভাবনা কখনই নাই ॥ ১৪ ॥

আভাস।

এই দেহপুরীতে বাস করিবার উপলক্ষে চৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মার নাম পুরুষ হইয়াছে। স্বভাব-স্বরূপা প্রকৃতির স্বীয় গুণ-পরিণামের অনুরোধে, প্রকৃতির পরিণামে উৎপন্ন মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে স্থূল মাংস মজ্জাদি বিশিষ্ট তত্ত্বসমূহের পরিণতি-ব্যাপার নিরন্তরই সাধিত হইতেছে! পুরুষ-নামে অভিহিত চৈতন্যস্বরূপ আত্মার কোন পরিণামাদি বিক্রিয়া নাই; সুতরাং শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, প্রভু পরমাত্মা দেহস্থ পুরুষের কোন কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্ম-সম্বন্ধ রাখেন নাই। তবে স্রোতস্বতীর জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র বা সূর্য্যের মূর্ত্তি জলের

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।

বিভুঃ পরমাত্মা ন কস্যচিৎ পাপং নাপি কস্যচিৎ সুকৃতং আদত্তে ন ভজতে, অজ্ঞানেন জ্ঞানং আবৃতং তেন জন্তবঃ মুহ্যন্তি ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

চ দেহী কর্ত্তৃ হি কুর্ব্বন্ কারয়ংশ্চ প্রবর্ত্তত ইত্যুচ্যতে স্বভাবস্তু স্বো ভাবঃ স্বভাবোঽবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতিঃ মায়া প্রবর্ত্ততে; দৈবী হীত্যাদীতি বক্ষ্যমাণা ॥ ১৪ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

আত্মনো দেহাদিস্বামিত্বেন প্রভুত্বং রথাদিকৃতবতো লোকস্য রথাদিফলেন সম্বন্ধমপি ন সৃজত্যাত্মেতি আত্মনো ভোজয়িতৃত্বং প্রত্যাচষ্টে নাপীতি। চতুর্থপাদং শঙ্কোত্তরত্বেনাবতারয়তি যদীত্যাদিনা। স্বভাববাদস্তর্হীত্যাশঙ্ক্য ব্যাকরোতি অবিদ্যালক্ষণেতি। প্রকৃতের্ব্বিদ্যাভাবত্বং ব্যুদসিতুং মায়েত্যুক্তং সা চ সপ্তমে বক্ষ্যতে তেন প্রধানবিলক্ষণেত্যাহ দৈবী হীতি ॥ ১৪ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

নমু এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে, এষ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যোঽধোনিনীষত ইত্যাদি শ্রুতেঃ পরমেশ্বরেণৈব শুভাশুভফলেষু কর্ম্মসু কর্ত্তৃত্বেন প্রযুজ্যমানোঽস্বতন্ত্রঃ পুরুষঃ কথং তানি কর্ম্মাণি ত্যজেৎ ঈশ্বরেণৈব জ্ঞানমার্গে প্রযুজ্যমানঃ শুভান্যশুভানি চ ত্যক্ষ্যতীতি চেৎ এবং সতি বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যামীশ্বরস্যাপি প্রযোজককর্ত্তৃত্বাৎ পুণ্যপাপসম্বন্ধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ন কর্ত্তৃত্বমিতি দ্বাভ্যাং। প্রভুরীশ্বরো জীবলোকস্য কর্ত্তৃত্বাদিকং ন সৃজতি কিন্তু জীবস্য স্বভাবোঽবিদ্যৈব কর্ত্তৃত্বাদিরূপেণ প্রবর্ত্ততে অনাদ্যবিদ্যাকামবশাৎ প্রবৃত্তি-স্বভাবমেব লোকমীশ্বরঃ কর্ম্মসু নিযুঙ্ক্তে ন তু স্বয়মেব কর্ত্তৃত্বাদিকমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

অখণ্ড নির্বিকার স্বয়ং জ্যোতি আত্মচৈতন্যের উপলব্ধি হইলে,

আভাস।

চাঞ্চল্য অনুসারে যেমন চঞ্চল বেশে প্রতীত হয়, সেইরূপ চিত্ত বা বুদ্ধিতত্ত্বে অবভাসিত চৈতন্য স্বরূপ পুরুষের আমি-ভাবটী বিচলিত হইয়া থাকে মাত্র ॥ ১৪ ॥

এই শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রভু শব্দটী দ্বারা জীবাত্মাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

পরমার্থতস্ত্ব নেতি। নাদত্তে ন চ গৃহ্লাতি ভক্তস্যাপি কস্যচিৎ পাপং ন চৈবাদত্তে সুকৃতং বিভুঃ ভক্তৈঃ প্রযুক্তং, বিভুঃ কিমর্থং তর্হি ভক্তৈঃ পূজাদিলক্ষণং যাগদানহোমাদিকঞ্চ সুকৃতং প্রযুজ্যতে ইত্যাহ অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং বিবেকবিজ্ঞানং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কর্তৃত্বভোক্তৃত্বৈশ্বর্য্যান্যাশ্রনোঽবিদ্যাকৃতানীত্যুক্তমিদানীমীশ্বরে সংন্যস্ত-সমস্ত-ব্যাপারস্য তদেকশরণস্য দুরিতং সুকৃতং বা তদনুগ্রহার্থং ভগবানাদত্তে মদেকশরণো মৎপ্রীত্যর্থং কর্ম্ম কুর্ব্বাণো দুষ্কৃতাপনোদনেনানুগ্রাহ্যো ময়েতি প্রত্যয়বাক্যাদিত্যাশঙ্ক্য সোঽপি পরমার্থতো নাস্যাস্ত্যবিক্রিয়ত্বাদিত্যাহ পরমার্থতস্ত্বিতি। কথং তর্হি ভক্তানামনুগ্রাহত্বমীশ্বরস্যানুগৃহীতৃত্বমিতি প্রসিদ্ধিস্তত্রাহ অজ্ঞানেনেতি। পূর্ব্বার্দ্ধ-

স্বামিকৃতটীকা।

যস্মাদেবং তস্মাৎ নাদত্ত ইতি। প্রয়োজকোঽপি সন্ প্রভুঃ কস্যচিৎ পাপং সুকৃতঞ্চ নৈবাদত্তে ন ভজতে, তত্র হেতুঃ বিভুঃ পরিপূর্ণঃ আপ্তকাম ইত্যর্থঃ, যদি হি স্বার্থকামনয়া কারয়েত্তর্হি তথা স্যাৎ ন ত্বেতদস্তি আপ্তকামস্যৈবাচিন্ত্যনিজমায়য়া তত্তৎপূর্ব্ব-কর্ম্মানুসারেণ প্রবর্ত্তকত্বাৎ। ননু ভক্তাননুগৃহ্ণতোঽভক্তান্নিগৃহ্ণতশ্চ বৈষম্যোপলম্ভাৎ কথমাপ্তকামত্বমিত্যত আহ অজ্ঞানেনেতি। নিগ্রহোঽপি দণ্ডরূপোঽনুগ্রহ এবেত্যেবমজ্ঞানেন সর্ব্বত্র সমঃ পরমেশ্বর ইত্যেবম্ভূতং জ্ঞানমাবৃতং তেন হেতুনা জন্তবো জীবা মুহ্যন্তি ভগবতি বৈষম্যং মন্যন্ত ইত্যর্থঃ॥ ১৫॥

আর কর্ত্তা বা ভোক্তারূপে আপনাকে ভাবা হয় না। কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন স্বকীয় বহির্মুখী বৃত্তির নিবৃত্তি হইলে, স্বপ্রকাশ আত্ম-চৈতন্য সমুজ্জ্বল দিবাকরের ন্যায় প্রকাশমান হইয়া আত্ম-স্বরূপঞ্চ পরমাত্ম-স্বরূপকে সুস্পষ্ট প্রতীতি করায়॥ ১৫॥

আভাস।

কারণ সুখ দুঃখাদি যাবতীয় দেহনিষ্ঠ পরিণামাদির উক্ত চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই সাক্ষী; এবং তাঁহার আমি-ভাবের অনুরোধেই অনন্ত পরিণাম দেহে ঘটিতেছে। পুরুষ যদি অহংভাবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বকীয় চৈতন্যস্বরূপ ভাব মাত্রকে অবধারণ করিতে পারেন; তাহা হইলে বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয়ের কর্ম্ম বা দেহাদি ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মে স্বয়ং লিপ্ত হন না বা শোক মোহে বিব্রত হন না। এস্থলে

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্‌॥ ১৬॥

অন্বয়।

যেষাং তু তৎ অজ্ঞানং আত্মনঃ জ্ঞানেন (আত্মসাক্ষাৎকাররূপ-জ্ঞানেন) নাশিতং, তেষাং আদিত্যবৎ তৎপরং পরমার্থতত্ত্বজ্ঞানং সর্ব্বং প্রকাশয়তি অবভাসয়তি॥ ১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌।

তেন মুহ্যন্তি করোমি কারয়ামি ভোক্ষ্যে ভোজয়ামীত্যেবং মোহং গচ্ছন্ত্যবিবেকিনঃ সংসারিণো জন্তবঃ॥ ১৫॥

জ্ঞানেন ইতি। জ্ঞানেন তু যেন অজ্ঞানেনাবৃত্ত্যা মুহ্যন্তি জন্তবঃ তদজ্ঞানং যেষাং জন্তূনাং বিবেকজ্ঞানেনাত্মবিষয়েণ নাশিতমাত্মনো ভবতি তেষাং জন্তূনামাদিত্যবৎ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

গতান্যক্ষরাণি ব্যাখ্যায় আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুত্তরার্দ্ধমবতার্য্য ব্যাচষ্টে কিমর্থমিত্যাদিনা॥ ১৫॥

তর্হি সর্ব্বেষামনাত্মজ্ঞানাবৃতজ্ঞানত্বাৎ ব্যামোহাভাবাচ্চ কুতঃ সংসারনিবৃত্তিরিতি

জ্ঞানের দ্বারা যাহাদের অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তাহাদের দিবাকরের ন্যায় সর্ব্ববিভাসক পরম জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে॥ ১৬॥

আভাস।

অহংজ্ঞানই অজ্ঞানাবরণ। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য বিভু শব্দটী পরম চৈতন্য পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, মুক্ত জীবের ন্যায়, পরাৎপর পরমেশও কর্ত্তৃত্বাদির অভিমান করেন না। ভক্ত নিজকৃত পুণ্যাপুণ্য যাবতীয় কার্য্যের ফল ভগবানে সমর্পণ করিলেও, পরমার্থত পরম চৈতন্য সমীপে তাদৃশ সমর্পণাদি সঙ্গত হয় না; তিনিও তাহা গ্রহণ করেন না। এই জাতীয় অর্থ অনেক উচ্চাঙ্গে ব্যবহৃত হওয়াই উচিত! সামান্যত এরূপ অর্থের প্রয়োগে ভক্তির বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে!॥ ১৫॥

অহংজ্ঞানই পূর্ণ অজ্ঞান! কারণ প্রত্যেক বিভিন্ন বিষয়ের সংশ্রবে উক্ত অহংজ্ঞানে বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে। যেমন দর্পণের বক্ষে উপস্থিত বস্তু মাত্রেরই প্রতিচ্ছায়া নিপতিত হইয়া দর্পণের স্বরূপের অন্যথাপত্তি করিয়া দেয়, সেইরূপ আমাদের অহঙ্কার-দর্পণে পত্নীর স্বামী, পুত্রের পিতা, ভৃত্যের প্রভু এবং গৃহের স্বামী প্রভৃতি ভাবের উদ্‌বোধন করাইয়া দেয়। এখানে সূর্য্যের ঔজ্জ্বল্যে দর্পণের

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।

অন্বয়ঃ।

তদ্‌বুদ্ধয়ঃ (তস্মিন্ পরমার্থতত্ত্বে বুদ্ধিঃ যেষাং তে) তদাত্মানঃ তস্মিন্ তত্ত্বে আত্মা

শাঙ্করভাষ্যম্।

যথাদিত্যঃ সমস্তং রূপজাতং অবভাসয়তি তদ্বৎ জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ বস্তু সর্ব্বং প্রকাশয়তি তৎপরং পরমার্থতত্ত্বং॥ ১৬॥

যৎপরং জ্ঞানং প্রকাশিতম্ তস্মিন্ গতা বুদ্ধির্যেষাং তে তদ্‌বুদ্ধয়ঃ, তদাত্মানঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তত্রাহ জ্ঞানেনেতি। সর্ব্বমিতি পূর্ণত্বমুচ্যতে, জ্ঞেয়স্যৈব বস্তুনস্তৎপরমিতি বিশেষণং। তদ্ব্যাচষ্টে পরমার্থতত্ত্বমিতি॥ ১৬॥

বিদ্বাং বিবিদিষূণাঞ্চান্তরঙ্গাণি বিদ্যাপরিপাকসাধনানি ইত্যুপদিদিক্ষুরুত্তর-

স্বামিকৃতটীকা।

জ্ঞানিনস্তু ন মুহ্যন্তীত্যাহ জ্ঞানেনেতি। আত্মনো ভগবতো জ্ঞানেন যেষাং তদ্বিষয়োপলম্ভকমজ্ঞানং নাশিতং তজ্জ্ঞানং তেষামজ্ঞানং নাশয়িত্বা তৎপরং পরিপূর্ণমীশ্বরস্বরূপং প্রকাশয়তি যথাদিত্যস্তমো নিরস্য সমস্তং বস্তুজাতং প্রকাশয়তি তদ্বৎ॥ ১৬॥

তাদৃশ আত্মদর্শী জ্ঞানীর আর বিষয়ান্তর দর্শনের প্রবৃত্তি থাকে না। তাঁহার মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও চিত্তের বৃত্তি অন্তর্মুখীন হইয়া, সকলে সমবেত ভাবে কেবল আত্মচৈতন্যে আত্মসমর্পণ করত

আভাস।

যেমন প্রকাশমান ভাব, সেইরূপ মূল চৈতন্যের সংস্রবে জড়স্বভাব বুদ্ধি বা চিত্তও চেতনায়মান হইয়া, প্রতিবিম্ব গ্রহণে অধিকারী হয়। মূল সূর্য্য কিন্তু কখন কোন প্রতিচ্ছায়া গ্রহণ করেন না, সেইরূপ মূল চৈতন্যও জগতের কোন সম্বন্ধই গ্রহণ করেন না। অতএব অহংজ্ঞানকে তুচ্ছ করিলে, মূল সাক্ষী-জ্ঞান দিবাকরের ন্যায়, চিত্তদর্পণে দিব্য-জ্যোতির উদয়ে পরমার্থ-স্বরূপে প্রতীত হন॥ ১৬॥

অন্ধকার গৃহে স্বচ্ছ দর্পণ পতিত থাকিলেও যেমন স্বয়ং আলোকিত হয় না, এবং পরের স্বরূপও গ্রহণে সমর্থ হয় না, সেইরূপ বিষয়াভিমানরূপ অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত আত্মাও নিজস্বরূপ গ্রহণে অধিকারী হয় না। বিষয়াভিমান-রূপ মেঘ সরিয়া গেলে, সূর্য্য-প্রকাশবৎ সর্ব্বপ্রকাশক পরম চৈতন্যের উদয়ে জীব-

গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

স্বরূপজ্ঞানং যেষাং তে, তন্নিষ্ঠাঃ তস্মিন্ এব নিষ্ঠা স্থিতিঃ যেষাং তে, তৎপরায়ণাঃ তৎ এব প্রাপ্তব্যত্বেন অয়নং আশ্রয়ো যেষাং তে তাদৃশাঃ জনাঃ জ্ঞাননির্ধূত-কল্মষাঃ জ্ঞানেন নির্ধূতঃ নাশিতঃ কল্মষঃ পাপাদি-সংসার-দোষঃ যেষাং তে অপুনরাবৃত্তিং ন পুনরাবৃত্তিং পুনর্জ্জন্ম ন গচ্ছন্তি মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তদেব পরং ব্রহ্ম আত্মা যেষাং তে তদাত্মানঃ, তন্নিষ্ঠা নিষ্ঠা অভিনিবেশ স্তাৎপর্য্যং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শ্লোকস্থাপেক্ষিতং পূরয়তি যৎ পরমিতি। তস্মিন্ পরমার্থতত্ত্বে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি বাক্যং বিষয়মপোহ্য গতা প্রবৃত্তা শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনৈরসকৃদনুষ্ঠিতৈর্বুদ্ধিঃ সাক্ষাৎ-

স্বামিকৃতটীকা।

এবংভূতেশ্বরোপাসকানাং ফলমাহ তদিতি। তস্মিন্নেব বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা যেষাং, তস্মিন্নেব আত্মা প্রযত্নো যেষাং, তস্মিন্নেব নিষ্ঠা তাৎপর্য্যং যেষাং, তদেব পরমমাশ্রয়ো যেষাং, ততশ্চ তৎপ্রসাদ-লব্ধেনাত্মজ্ঞানেন নির্ধূতং নিরস্তং কল্মষং যেষাং তেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং যান্তি ॥ ১৭ ॥

যেমন কৃতার্থ হয়, সর্ব্বপাপ-বিনির্মুক্ত জ্ঞানীও পুনরাবৃত্তির পর্য্যটন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, পরমা শান্তি ও নির্বৃতি লাভ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥

আভাস।

চৈতন্যে বিষয়াভিমান সরিয়া যায়। ভোগ করিবার উপলক্ষে ভোগ্য বস্তুর অনিত্যতার প্রতি দৃষ্টি পড়িলে, ভোগ্যের এবং ভোগশক্তির স্বাধীনতা অপসারিত হইয়া যায়; তখন অসীম অদ্বিতীয় সর্ব্বনেতা সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্বসাক্ষী পরম চৈতন্য-ভাব আপনা হইতে হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকার গৃহ আলোকিত হয় এবং দর্পণও স্বয়ং আলোকিত হইয়া, নিকটস্থ সমস্ত বস্তুরই প্রতিবিম্ব গ্রহণে অধিকারী হয়; এবং গৃহের বাহিরে সেই দর্পণ-খানিকে রাখিলে, সে সূর্য্যের প্রতিবিম্বও গ্রহণে সমর্থ হয়। মানব ভোগ করিবার উপলক্ষে ভোগ্য ভাবের অনিত্যতা প্রত্যক্ষে উপলব্ধি করিলে, ভোগনির্ম্মাতা, ভোগায়তন দেহ এবং

শাঙ্করভাষ্যম্।

সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য ব্রহ্মণ্যেব অবস্থানং যেষাং তে তন্নিষ্ঠাঃ, তৎপরায়ণাশ্চ তদেব পরময়নং পরা-গতির্যেষাং ভবতি তে তৎপরায়ণাঃ কেবলাত্মরতয় ইত্যর্থঃ। যেষাং জ্ঞানেন নাশিতমাত্মনোঽজ্ঞানং তে গচ্ছন্ত্যেবংবিধা অপুনরাবৃত্তিম্ অপুনর্দেহসম্বন্ধং

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

কারণলক্ষণা যেষাং তে তথেতি। প্রথমবিশেষণং বিভজতে তস্মিন্নিতি। তর্হি বোদ্ধা জীবো বোদ্ধব্যং ব্রহ্মেতি জীবব্রহ্মভেদাভ্যুপগমো নেত্যাহ তদাত্মান ইতি। কল্পিতং বোদ্ধৃবোদ্ধব্যত্বং বস্তুতস্ত ন ভেদোঽস্তীত্যঙ্গীকৃত্য ব্যাচষ্টে তদেবেতি। ননু দেহাদাবাত্মাভিমানমপনীয় ব্রহ্মণ্যেবাহমস্মীত্যবস্থানং তত্তদনুষ্ঠীয়মানকর্ম্মপ্রতিবন্ধান্ন সিধ্যতীত্যাশঙ্ক্য বিশেষণান্তরমাদত্তে তন্নিষ্ঠা ইতি। তত্র নিষ্ঠা-শব্দার্থং দর্শয়ন্ বিবক্ষিতমর্থমাহ নিষ্ঠেত্যাদিনা। তথাপি পুরুষার্থান্তরাপেক্ষাপ্রতিবন্ধাৎ কথং যথোক্তে

আভাস।

দেহনিষ্ঠ ক্ষুধা-পিপাসাদি ভোগের কারণ-সমূহেরও নিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সর্ব্ব-কারণ-কারণ পরম চৈতন্যময়ের অভিমুখে উপনীত হইতে পারে; তখন তাহার ভোগাভিমানরূপ অনন্ত-অজ্ঞান দূরীভূত হইয়া যায়। সুতরাং পরম ব্রহ্মভাব তিনি যেমন সর্ব্বত্র উপলব্ধি করেন, স্বীয় অন্তরেও অপরোক্ষানুভূতির আশ্রয়ে আত্মস্বরূপ এবং পরমাত্মভাব উপলব্ধি করেন। ইহাই প্রকৃত জ্ঞান। অজ্ঞান ভোগের আবশ্যকতা মাত্রকে লক্ষ্য করাইয়া দেয়; জ্ঞান ভোগের স্বরূপকে বিচার করিবার পদ্ধতি এবং মীমাংসাতে জীবাত্মাকে উপনীত করায়। এই বিচারের সমাপনেই যে জীব কৃতার্থ হয়, তাহা নহে; যে যে ভাবে 'ভোগের সম্পর্ক করিয়া ভোগকে অনিত্য ও দুঃখপ্রদ জ্ঞানে পরিত্যাগে সমর্থ হওয়া যায়, সেই সেই ভাবে নিত্য-সিদ্ধ পরমানন্দস্বরূপ চৈতন্য-জ্ঞান-বিগ্রহ পরম ব্রহ্মের সহিত সম্পর্ক করিলে, জীব নিরাময় হইয়া, জন্ম-মরণরূপ সংসার-স্রোত হইতে নিষ্কৃতি লাভে নিবৃত্ত হইতে পারে।

সেই সম্পর্ক করিবার পদ্ধতি শ্লোকে চারি প্রকারে বিবৃত হইয়াছে; যথা তদ্বুদ্ধয়ঃ, তদাত্মানঃ, তন্নিষ্ঠাঃ তৎপরায়ণাঃ ইতি। বহুকালের উদ্যোগ, অনুসন্ধান ও চেষ্টার ফলে অভিপ্সিত বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিলে বুদ্ধি যেমন আপনাতে আপনি নিরস্ত হয়, আর অনুসন্ধান বা বিচার করে না, কর্ত্তব্যের সমাপনে আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিয়া আত্মসমর্পণ করে, ব্রহ্মসাক্ষাৎ-

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন গচ্ছন্তি জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ যথোক্তেন জ্ঞানেন নির্ধূতো নাশিতঃ কল্মষঃ পাপাদিসংসারকারণদোষো যেষাং তে জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ যতয় ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ব্রহ্মণ্যেবাবস্থানং সেদ্ধুং পারয়ন্তি তত্রাহ তৎপরায়ণাশ্চেতি। যথোক্তানামধিকারিণাং পরমপুরুষার্থস্তোক্তব্রহ্মানতিরেকাত্মাগুত্রাসক্তিরিতি তাৎপর্য্যার্থমাহ কেবলেতি। নমু যথোক্তবিশেষণবতাং বর্ত্তমানদেহপাতেঽপি দেহান্তর-পরিগ্রহ-ব্যগ্রতয়া কুতো যথোক্তে ব্রহ্মণ্যবস্থানমাস্থাতুং শক্যতে, তত্রাহ তে গচ্ছন্তীতি। সতি সংসার-কারণে দুরিতাদৌ সংসার-প্রসরস্য দুর্ব্বারত্বান্নাপুনরাবৃত্তিসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানেতি। উক্তবিশেষণসম্পত্ত্যা দর্শিতফলশালিত্বমাশ্রমান্তরেষসম্ভাবিতমিতি মন্বানো বিশিনষ্টি যতয় ইতি ॥ ১৭ ॥

আভাস।

কারেও মানব বুদ্ধির তাদৃশ কৃতকৃত্যতা অনুভব করে। তৎকালে আপনাকে মানব পূর্ণব্রহ্মে আত্ম-সমর্পণ করিলে, পরমা শান্তি অনুভব করে; এবং ভোগান্তরের জন্য আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, তন্নিষ্ঠ হইয়া পড়ে। কারণ চিরকাল যাহারই উপর নির্ভর দিতে এতকাল চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই সকল বিষয়কেই অনিত্য দেখিয়া বা বুঝিয়া আর নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই! এক্ষণে নিত্য সিদ্ধ পরমানন্দ-স্বরূপ সর্ব্বশক্তি-মান পরমেশের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, যোগীর সে দুশ্চিন্তা দূরে গেল! তিনি তৎপরায়ণ অর্থাৎ তিনি পরব্রহ্মস্বরূপে নির্ভর দিয়া অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও নির্বৃত হন। বিষয়ে নিবৃত্তি ক্ষণকালের জন্য; ভগবানে নিবৃত্তির আর বিরাম নাই! এক জ্ঞানের মাহাত্ম্যে যোগিগণ এই দুর্লভ ফল লাভে চির-কৃতার্থ হন; এবং অজ্ঞানের আবরণে চিরদুঃখী হইয়া, জীব জন্ম জন্মান্তর ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

পূর্ব্ব শ্লোকে প্রতিপাদন করা হইল যে, অহঙ্কার-মূর্ত্তি আমি-ভাবে যে কর্ত্তৃত্বা-ভিমান ছিল, সেইটীর বিনাশ হওয়াই অজ্ঞানের নিবৃত্তি। কিন্তু আমি জ্ঞানের আশ্রয়ে যে বিষয় ভোগ করা হয়, তদ্দ্বারাই জ্ঞানের উদয় হয়। কারণ ভোগ না করিলে, বিষয়ের গুণ দোষের প্রতি দৃষ্টি পড়ে না। অতএব অনুসন্ধানাত্মিকা বিচার-বুদ্ধিকে সঙ্গে রাখিয়া বিষয় ভোগ করাই একান্ত প্রয়োজন। ভোগ না করিলে, বিষয়ের পরীক্ষা পাওয়া যায় না; এবং দেহাভিমান না থাকিলে, ভোগে

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।

পণ্ডিতাঃ পরমার্থ-জ্ঞান-সম্পন্নাঃ জনাঃ বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে তথা গবি হস্তিনি শুনি কুক্কুরাদৌ, শ্বপাকে চণ্ডালে চ সমদর্শিনঃ অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত-দেহাদৌ জীবরূপেণ পরমাত্মনঃ অবস্থানমেব তুল্যরূপতয়া পশ্যন্তি ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যেষাং জ্ঞানেন নাশিতমাত্মনোঽজ্ঞানং তে পণ্ডিতাঃ কথং তত্ত্বং পশ্যন্তীত্যুচ্যতে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যদপুনরাবৃত্তিসাধনং তত্ত্বজ্ঞানং তদেব প্রশ্নদ্বারেণ বিবৃণোতি যেষামিত্যাদিনা। বিদ্যা বেদার্থবিজ্ঞানমিত্যঙ্গীকৃত্য বিনয়ং ব্যাচষ্টে বিনয় ইতি। উপশমো নির-

স্বামিকৃতটীকা।

কীদৃশাস্তে জ্ঞানিনো যেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং গচ্ছন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ বিদ্যেতি। বিষমেষ্বপি সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতা জ্ঞানিন ইত্যর্থঃ। তত্র বিদ্যাবিনয়াভ্যাং যুক্তে ব্রাহ্মণে চ শুনো যঃ পচতি তস্মিংশ্চেতি কর্ম্মণা বৈষম্যং, গবি হস্তিনি শুনি চেতি জাতিতো বৈষম্যং দর্শিতং ॥ ১৮ ॥

যাঁহারা প্রকৃত আত্মদর্শী পণ্ডিত, তাঁহারা সর্ব্বত্র সকল পদার্থে এক পরমাত্ম ভাবেরই প্রতীতি করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের সমীপে কেহ শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট নাই। কাহারও নিকট কোন প্রত্যাশা বা উপেক্ষা-না থাকায়, বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ এবং জ্ঞানহীন গো, হস্তী, কুক্কুর বা চণ্ডালকেও অবলোকন করিয়া, তাঁহারা ব্রহ্মময় ভাবে সকলকে একভাবে ধারণা করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

আভাস।

প্রবৃত্তি আইসে না। অতএব দেহাভিমান, ভোগ-প্রবৃত্তি, ভোগ, বিষয়ের অনিত্যতাদি দর্শনে কাতরতা বা দুঃখ, সুখের অনুসন্ধান, বুদ্ধির বিচার-ব্যাপার, সর্ব্বান্তে বিষয়ের উৎপত্তি, স্থিতি এবং নাশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, সর্ব্বকারণ-কারণ সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বেশ্বর ভগবানের অভিমুখে দৃষ্টির পতন হইলে প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়। অতএব এই সকলগুলিরই প্রয়োজন। ইহার কোন একটীকে

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিদ্যেতি। বিদ্যাবিনয়সম্পন্না বিদ্যা চ বিনয়শ্চ বিদ্যাবিনয়ৌ বিদ্যাত্মনো বোধো বিনয়শ্চঃ উপশমঃ তাভ্যাং বিদ্যাবিনয়াভ্যাং সম্পন্নো বিদ্যাবিনয়সম্পন্নো বিদ্বান্ বিনীতশ্চ যো ব্রাহ্মণ স্তস্মিন্ ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে উত্তম-সংস্কারবতি ব্রাহ্মণে সাত্ত্বিকে মধ্যমায়াং চ রাজস্যাং চ গবি সংস্কারহীনায়াং অত্যন্তমেব কেবল-তামসে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

হস্কারত্বর্মনৌদ্ধত্যং পদার্থমেবমুক্ত্বা বাক্যার্থং দর্শয়তি বিদ্বানিতি। গবীত্যাদ্যন্ত-বাক্যার্থং কথয়তি বিদ্যেতি। ইত্যাদৌ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিন ইত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। তত্র তত্র প্রাণিভেদেষু তত্তদ্ গুণৈস্তত্তন্নিমিত্তসংস্কারৈশ্চ সংস্পৃষ্টত্ব-সম্ভবাদ্ ব্রহ্মণঃ সমত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ সত্ত্বাদীতি। তজ্জৈশ্চেত্যত্র তচ্ছব্দেন সত্ত্বমেব গৃহ্যতে। সাত্ত্বিকসংস্কারৈরিব রাজসসংস্কারৈরপি সর্ব্বথৈবাসংস্পৃষ্টং ব্রহ্মেত্যাহ তথেতি।

আভাস।

উপেক্ষা করিলে, মূল কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইয়া পড়িবে। সুতরাং মঙ্গলময়ের রাজ্যে কোনটী অমঙ্গলের কারণ হয় না। আজ যাহাকে সম্পূর্ণ অন্যায় বা অমঙ্গলের কারণ বলিয়া প্রতীত হয়, কালক্রমে তাহাই আবার অপূর্ব্ব শান্তির দ্বার উদ্ঘোচনের উত্তম পন্থা করিয়া দেয়।

অতএব অর্জ্জুন যেমন প্রবল যুদ্ধব্যাপারে উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণকে সারথী করিয়া নিজে রথী সাজিয়া রথে উপবিষ্ট ছিলেন এবং ঘোর সংগ্রামে জয়ী হইয়া ছিলেন, সেইরূপ এই দেহরথে উপাসীন জীবাত্মা যদি অহঙ্কার ও বিবেকরূপা বুদ্ধিকে নিরন্তর সঙ্গে রাখিয়া, বিষয়ের সত্যমিথ্যার সংগ্রামে অগ্রসর হন, তাহা হইলে বিষয়ের সৃষ্টি স্থিতি ও পালন কর্ত্তা জগদীশ্বরকে অবধারণ করত, নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমানে জলাঞ্জলি দিতে পারেন। এই অবধারণ ব্যাপারের নামই প্রকৃত জ্ঞানযোগ। এই জ্ঞানের উদয় হইলে, আর বিষয়ের প্রতি আস্থা থাকে না। ভোগ-দৃষ্টিতে ভোগীর সমীপে বিষয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে জ্ঞানীর সমীপে সর্ব্বকারণ কারণ পরমেশের ভাব হৃদয়ে উদিত হয় এবং বিষয়ের একাকারতা হইয়া যায়।

বিদ্যা ও বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণের সহিত গাভী হস্তী এবং কুকুর ও চণ্ডালের প্রতি তুল্য দৃষ্টির পরিচয় পরমার্থদর্শীর হৃদয়ে জাগিয়া উঠে বলায়, জ্ঞানীর প্রশংসাবাদ

ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ ।

অন্বয়ঃ ।

যেষাং মনঃ সাম্যে স্থিতং তৈঃ ইহ এব সর্গঃ সংসারঃ জিতঃ হি যতঃ ব্রহ্ম

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

হুত্যসদোচ সত্ত্বাদিগুণৈঃ তজ্জৈশ্চ সংস্কারৈ স্তথা রাজসৈ স্তথা তামসৈশ্চ সংস্কারৈরত্যন্তমেবাস্পৃষ্টং সমমেকমবিক্রিয়ং ব্রহ্ম দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

নষভোজ্যান্নস্ত্বে দোষবন্তঃ " সমাসমাভ্যাং বিষম-সমে পূজাতঃ " ইতি স্মৃতেঃ,

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

রাজসৈরিব তামসৈরপি সংস্কারৈর্ব্রহ্মাত্যন্তমেবাস্পৃষ্টমিত্যাহ তথা তামসৈরিতি । ব্রহ্মণোঽদ্বিতীয়ত্বং কূটস্থত্বমসঙ্গত্বঞ্চোক্তেঽর্থে হেতুরিতি মত্বা সম-শব্দার্থমাহ সমমিতি । সমদর্শিত্বমেব পাণ্ডিত্যং তদ্‌ব্যাচষ্টে ব্রহ্মেতি ॥ ১৮ ॥

সাত্ত্বিকেষু রাজসেষু তামসেষু চ সত্ত্বেষু সমত্বদর্শনমনুচিতমিতি শঙ্কতে নম্বিতি ।

যাঁহারা সাম্যভাবে মনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা মনুষ্য কলেবরেই স্বর্গ রাজ্যের অধিকারী হইয়াছেন ; কারণ সমস্বরূপই ব্রহ্ম । তাঁহাতে কোন বৈচিত্র্য দোষ নাই ! সুতরাং

আভাস

করা হইয়াছে । প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ আত্মসাক্ষাৎকার-রূপ বিদ্যা, সুতরাং ভোগোৎকর্ষ পরিহারে বিনয় অর্থাৎ উপশম রূপ বিবিধ গুণে ভূষিত হওয়ায়, প্রাকৃতিক লোকের সমীপে পূজিত হইলেও, জ্ঞানীর নিকট তাদৃশ পূজিত বা উপেক্ষিত হন না । কারণ যাঁহার স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি থাকে, তাঁহার নিকট জাগতিক পদার্থ আদৃত বা উপেক্ষিত হয় ; কিন্তু যাঁহার পরমার্থের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তাঁহার নিকট এই দুইটী ভাবের কিছুই উদিত হয় না । তিনি সকল সামগ্রীর প্রতি উদাসীন ভাবে দৃষ্টি করেন । সুতরাং সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, রজোগুণ-সম্পন্ন উপকারসাধিনী গাভী এবং তমোগুণ সম্পন্ন কুকুর হস্তী বা চণ্ডাল প্রভৃতির প্রতি উপকারক বা অপকারক ভেদে জ্ঞানী বিচিত্র দৃষ্টির পরিচয় দেন না । তিনি সকলকে এক দৃষ্টিতে অবলোকন করেন ॥ ১৮ ॥

তিনি ভাবেন "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ-

নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ ।

সমং নির্দ্দোষং এব তস্মাৎ তে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তাঃ ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম ।

ন তে দোষবন্তঃ কথং ইহেতি । ইহৈব জীবদ্ভিরেব তৈঃ সমদর্শিভিঃ পণ্ডিতৈ র্জিতো বশীকৃতঃ স্বর্গঃ জন্ম, যেষাং সাম্যে সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মণি সমভাবে স্থিতং নিশ্চলীভূতং মনোঽন্তঃকরণম্ । নির্দ্দোষং যদ্যপি দোষবৎসু শ্বপাকাদিষু মূঢ়ৈস্তদ্দোষৈর্দোষবদিব

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ তচ্ছব্দেন পরামৃশ্যন্তে । তেষাং দোষবত্ত্বাদভোজ্যান্নত্বমিত্যত্র প্রমাণমাহ সমাসমাভ্যামিতি । সমানামধ্যয়নাদিভিঃ সমানধর্ম্মকাণাং বস্ত্রালঙ্কারাদি পূজয়া বিষমে প্রতিপত্তিবিশেষে ক্রিয়মাণে সত্যসমানাঞ্চ অসমানধর্ম্মকাণাং কস্যচিদেকবেদত্বমপরস্য দ্বিবেদত্বমিত্যাদি ধর্ম্মবতাং প্রাগুক্ততয়া পূজয়া সমে প্রতিপত্তিবিশেষে পূজয়িতা পুরুষবিশেষং জ্ঞাত্বা প্রতিপত্তিমকুর্ব্বন্ ধনাদ্ধর্ম্মাচ্চ হীয়তে তেন সাত্ত্বিকে রাজসতামসয়োশ্চ সমবুদ্ধিং কুর্ব্বন্ প্রত্যবৈতীত্যর্থঃ । উত্তরত্বেনোত্তরশ্লোকমবতারয়তি ন তে দোষবন্ত ইতি । স্মৃত্যবষ্টম্ভেন সর্ব্বসত্ত্বেষু সমত্বদর্শিনাং দোষবত্ত্বমুক্তং কথং নাস্তীতি প্রতিজ্ঞামাত্রেণ সিধ্যতীতি শঙ্কতে কথমিতি । স্মৃতের্গতিমগ্রে বদিষ্যন্ নির্দ্দোষত্বং সমত্বদর্শিনাং বিষদয়তি ইহৈবেতি । সর্ব্বেষাং চেত-

স্বামিকৃতটীকা।

নমু বিষয়েষু সমদর্শনং নিষিদ্ধং কুর্ব্বন্তোঽপি কথং তে পণ্ডিতাঃ, যথাহ গৌতমঃ, সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাত ইতি, অস্যার্থঃ সমায় পূজায়াং বিষমে প্রকারে কৃতে সতি বিষমায় চ সমে প্রকারে কৃতে সতি স পূজক ইহ লোকাৎ পরলোকাচ্চ হীয়ত ইতি । তত্রাহ ইহৈবেতি । ইহৈব জীবদ্ভিরেব তৈঃ সৃজ্যতে ইতি সর্গঃ সংসারো জিতো নিরস্তঃ, কৈঃ যেষাং মনঃ সাম্যে সমত্বে স্থিতং, তত্র হেতুঃ হি যস্মাদ্ব্রহ্ম সমং নির্দ্দোষঞ্চ তস্মাত্তে সমদর্শিনো ব্রহ্মণ্যেব স্থিতা ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ । গৌতমোক্তস্তু দোষো ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তেঃ পূর্ব্বমেব পূজাত ইতি পূজকাবস্থাশ্রবণাৎ ॥ ১৯ ॥

সম-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিলে, ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থান করা হয় । ১৯ ॥

আভাস ।

প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব তৎব্রহ্মেতি ।” জ্ঞানী ব্যক্তি জগৎকে

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিভাসতে, তথাপি তদ্দোষৈরসংস্পৃষ্টমিতি নির্দ্দোষং হি দোষবর্জ্জিতং হি যস্মাৎ নাপি স্বগুণভেদভিন্নং নিগু'ণত্বাচ্চৈতন্যস্য, বক্ষ্যতি চ ভগবান্ ইচ্ছাদীনাং ক্ষেত্রধর্ম্মত্বম্ অনাদিত্বান্নির্গু'ণত্বাচ্চ। নাপ্যন্ত্যাদি বিশেষা আত্মনো ভেদকাঃ সন্তি প্রতিশরীরং তেষাং সত্ত্বে প্রমাণানুপপত্তেরতঃ সমং ব্রহ্ম একঞ্চ তস্মাদ্ ব্রহ্মণ্যেব তে স্থিতাস্তস্মান্ন দোষগন্ধমাত্রমপি তান্ স্পৃশতি দেহাদিসংঘাতাত্মদর্শনাভিমানাভাবাৎ। তেষাং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নানাং সাম্যে প্রবণমনসাং ব্রহ্মলোকগমনমন্তরেণ অস্মিন্নেব দেহে পরিভূত-জন্মনাম-শেষদোষরাহিত্যে হেতুমাহ নির্দ্দোষং হীতি। বর্ত্তমানো দেহঃ সপ্তম্যা পরিগৃহ্যতে। তানেব সমদর্শিনো বিশিনষ্টি যেষামিতি। ননু ব্রহ্মণো নির্দ্দোষত্বমসিদ্ধং দোষবৎসু শ্বপাকাদিষু তদ্দোষৈ র্দোষবত্ত্বোপলম্ভসম্ভবাৎ তত্রাহ যদ্যপীতি। যস্মাৎ তন্নির্দ্দোষং তস্মাৎ তস্মিন্ ব্রহ্মণি স্থিতৈর্নির্দ্দোষৈঃ সর্গো জিত ইতি সম্বন্ধঃ। ব্রহ্মণো গুণভূয়-স্ত্বাৎ অল্পীয়ান্ দোষোঽপি স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নাপীতি। চেতনস্য গুণবিশেষে বিশিষ্ট-ত্বমনিষ্টং নিগু'ণত্বশ্রবণাদিত্যযুক্তমিচ্ছাদীনাং বুদ্ধিসুখাদীনাং পরিশেষাদাত্মধর্ম্মত্বস্য কৈশ্চিন্নিশ্চিতত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ বক্ষ্যতি চেতি। আত্মনো নিগু'ণত্বে বাক্যশেষং প্রমা-ণয়তি অনাদিত্বাদিতি। চকারো বক্ষ্যতীত্যনেন সম্বন্ধার্থঃ। গুণদোষবশাদাত্মনো ভেদাভাবেঽপি ভেদোঽন্ত্যবিশেষেভ্যো ভবিষ্যতীতি প্রসঙ্গাদাশঙ্ক্য দূষয়তি নাপীতি। প্রতিশরীরমাত্মভেদসিদ্ধৌ তদ্ধেতুত্বেন তেষাং সত্ত্বং তেষাঞ্চ সত্ত্বে প্রতিশরীরমাত্মনো ভেদসিদ্ধিরিতি পরস্পরাশ্রয়ত্বমভিপ্রেত্য হেতুমাহ প্রতিশরীরমিতি। আত্মনো

আভাস।

ব্রহ্মময় ভাবে অবলোকন করেন। কারণ যাঁহার পরমা শক্তি হইতে জগৎ ও জাগতিক যাবদীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়া সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের পরিচয়ে বিচিত্র ভাবে পরিচিত হইতেছে এবং সেই শক্তিবলে বর্ত্তমানে অভিব্যক্ত রহিয়াছে এবং অন্তে সেই পরমেশ-শক্তিতে লীন হইতেছে, তিনিই পরম ব্রহ্ম। সুতরাং পদার্থ দর্শনের উপলক্ষে সকলের অন্তরে ব্রহ্মভাব অবলোকন করায়, পদার্থ দর্শনেও হৃদয়ে তাঁহার ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বদোষ-বর্জ্জিত গুণা-তীত ব্রহ্মময় সম-ভাব নিরন্তর দর্শন করার ফলে জ্ঞানী ভোগায়তন দেহ ধারণ করিয়াও, সংসার-জয়ী বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। জ্ঞানীকে আর সংসার

শাঙ্করভাষ্যম্।

দেহাদিসংঘাতাত্মদর্শনাভিমানবদ্বিষয়ন্তু তৎ সূত্রং সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাত ইতি পূজাবিষয়ত্ববিশেষণাৎ। দৃশ্যতে চ ব্রহ্মবিৎ ষড়ঙ্গবিচ্চতুর্ব্বেদবিদিতি পূজাদানাদৌ গুণবিশেষসম্বন্ধঃ কারণং ব্রহ্ম তু সর্ব্বগুণদোষসম্বন্ধবর্জ্জিতমিত্যতো ব্রহ্মণি তে স্থিতা ইতি যুক্তম্। কর্ম্মিবিষয়ঞ্চ সমাসমাভ্যাম্ ইত্যাদি, ইদং তু সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসিবিষয়ং প্রস্তুতং সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা ইত্যারভ্য আ অধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ॥ ১৯॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভেদকাভাবে ফলিতমাহ অত ইতি। সমত্বমেব ব্যাকরোতি একঞ্চেতি। ব্রহ্মণো-নির্ব্বিশেষত্বেনৈকত্বাজ্জীবানাঞ্চ ভেদকাভাবেনৈকত্বস্যোক্তত্বাদেকলক্ষণত্বাদেকত্বং জীবব্রহ্মণোরৈক্যমিত্যাহ তস্মাদিতি। জীবব্রহ্মণোরেকত্বে জীবানাং ব্রহ্মবন্নির্দোষত্বং সিধ্যতীত্যাহ তস্মান্নেতি। তচ্ছব্দার্থমেব স্ফুটয়তি দেহাদীতি। যদি সর্ব্বসত্ত্বেষু সমত্বদর্শনমদুষ্টমিষ্টং তর্হি কথং গৌতমস্য সূত্রমিত্যাশঙ্ক্য দেহাদিসংঘাতেতি। সূত্রস্য যথোক্তাভিমানবদ্বিষয়ত্বে গমকমাহ পূজেতি। যদি চতুর্ব্বেদানামেব সতাং পূজয়া বৈষম্যং যদি বা চতুর্ব্বেদানাং ষড়ঙ্গবিদাং ব্রহ্মবিদাঞ্চ পূজয়া সাম্যং তদা তেষামুক্তপূজাবিষয়াণাং কেষাঞ্চিন্মনোবিকারসম্ভবে কর্ত্তা প্রত্যবৈতীত্যভিমানবদ্বিষয়ত্বং সূত্রস্য প্রতিভাতীত্যর্থঃ। তত্রৈব চানুভবমনুকূলত্বেনোদাহরতি দৃশ্যতে ইতি। দেহাদিসংঘাতাভিমানবতাং গুণদোষসম্বন্ধসম্ভবাৎ তদ্বিষয়ং সূত্রমিত্যুক্তমিদানীং ব্রহ্মাত্মদর্শনাভিমানবতাং গুণদোষাসম্বন্ধান্ন তদ্বিষয়ং সূত্রমিত্যভিপ্রেত্যাহ ব্রহ্ম ত্বিতি॥ ১৯॥

আভাস।

জলধিতে সন্তরণ দিতে হয় না; ভগবান্ তাঁহার হস্ত ধারণে নিজ সমীপে উত্তোলন করিয়া লন।

এই শ্লোকে ব্রহ্মভাবাপন্ন প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তির ব্যবহারিক দশায় মনোগত ভাবের পরিচয় প্রদর্শিত হইয়াছে। আত্মসাক্ষাৎকারের পর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করা পর্য্যন্তই মানবজীবনের কর্ম্ম। ব্রহ্মস্বরূপের অপরোক্ষানুভূতি হইলে, আর উন্নতি-সাধক কর্ম্মের অপেক্ষা থাকে না। সুতরাং পান ভোজনাদি যে কোন কর্ম্ম জ্ঞানীকে করিতে হয়, সে কেবল প্রারব্ধের অনুরোধে ভোগ কালকে অতিবাহিত করা মাত্র। সুতরাং ইষ্টানিষ্ট বা অভিপ্রেত বলিয়া কোন কার্য্য বা ভোগের অপেক্ষা তাঁহার থাকে না; ব্রহ্মানন্দে নিরন্তর নিমগ্ন থাকায়, জ্ঞানী ব্রহ্মানন্দময় মূর্ত্তিতে সংসারের

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০॥

অন্বয়ঃ।

ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মজ্ঞঃ অতঃ ব্রহ্মণি এব স্থিতঃ অসংমূঢ়ঃ মোহশূন্যঃ স্থিরবুদ্ধিঃ জনঃ প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ হর্ষং কুর্য্যাৎ অপ্রিয়ং অনিষ্টজনকং লব্ধ্বা প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ ন বিষীদেৎ॥ ২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যস্মাৎ নির্দ্দোষং সমং ব্রহ্ম, আত্মা, তস্মাৎ নেতি। ন প্রহৃষ্যেৎ ন হর্ষং কুর্য্যাৎ প্রিয়মিষ্টং প্রাপ্য লব্ধ্বা, নোদ্বিজেৎ প্রাপ্যৈব চাপ্রিয়ম্ অনিষ্টং লব্ধ্বা, দেহমাত্রাত্মদর্শিনাং হি প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্তী হর্ষবিষাদৌ কুর্ব্বাতে ন কেবলাত্মদর্শিনস্তস্য প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ। কিঞ্চ সর্ব্বভূতেষু একঃ সমো নির্দ্দোষ আত্মা ইতি স্থিরা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ইতশ্চ নেদং সূত্রং ব্রহ্মবিদ্বিষয়মিত্যাহ কর্মীতি। তত্রৈব পূজাপরিভবসম্ভবাদিত্যর্থঃ। ননু যত্র সমত্বদর্শনং তত্রৈব স্বিদং সূত্রং ন তু কর্ম্মিণ্যকর্ম্মিণি বেতি বিভাগোঽস্তি তত্রাহ ইদং স্বিতি। সমত্বদর্শনস্য সংন্যাসি-বিষয়ত্বেন প্রস্তুতত্বে হেতুমাহ সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। অধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ সর্ব্বকর্ম্মাণীত্যারভ্য তত্র তত্র সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসাভিধানাৎ তদ্বিষয়মিদং সমত্বদর্শনং গম্যতে তত্র চ নিরহঙ্কারে নিরবকাশং

স্বামিকৃতটীকা।

ব্রহ্মপ্রাপ্তস্য লক্ষণমাহ ন প্রহৃষ্যেদিতি। ব্রহ্মবিদ্ভূত্বা ব্রহ্মণ্যেব যঃ স্থিতঃ সঃ প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ ন প্রহৃষ্টো হর্ষবান্ স্যাৎ অপ্রিয়ং প্রাপ্য চ নোদ্বিজেৎ ন বিষাদতীত্যর্থঃ যতঃ স্থিরা নিশ্চলা বুদ্ধির্যস্য, তৎ কুতঃ যতোঽসংমূঢ় নিবৃত্তমোহঃ॥২০॥

অনুকূল প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রাপ্তিতে আনন্দ এবং প্রতিকূল বিষয়ের সম্বন্ধ জনিত উদ্বেগ যাঁহাদের হৃদয়ে কখন উদিত হয় না, তাদৃশ মোহ-বর্জ্জিত স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ব্রহ্মভাবেই অবস্থান করিতেছেন, জানিতে হইবে॥ ২০॥

আভাস।

সকল অবয়ব ভাব ও পদার্থের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকেন; কথিত আছে; পূর্ণে অসি সম্পূর্ণং জগৎ ভাতি সুধারসৈঃ। উপানৎ গূঢ় পাদস্য যথা চর্ম্মাবৃতেব ভূঃ॥

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ।

বাহ্যস্পর্শেষু বাহ্যাঃ স্থূলাঃ যে স্পর্শাঃ শব্দাদয়ঃ বিষয়াঃ তেষু অসক্তাত্মা অসক্তঃ আত্মা চিত্তঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ আত্মনি অন্তঃকরণে নির্ম্মল-সাত্ত্বিক-স্বরূপে যৎ সুখং

শাঙ্করভাষ্যম্।

নির্ব্বিচিকিৎসা বুদ্ধির্যস্য স স্থিরবুদ্ধিঃ; অসংমূঢ়ঃ সম্মোহবর্জ্জিতশ্চ স্যাৎ যথোক্ত-ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতোঽকর্ম্মকৃৎ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বাহ্যেতি। কিঞ্চ ব্রহ্মণি স্থিতঃ বাহ্যস্পর্শেষু বাহ্যাশ্চ তে স্পর্শাশ্চ বাহ্যস্পর্শাঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্থূত্রমিত্যর্থঃ। ননু ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিভ্যাং হর্ষবিষাদৌ বিধানপি কুর্ব্বন্নির্দোষে ব্রহ্মণি কথং স্থিতিং লভেতেত্যাশঙ্ক্যাকাঙ্ক্ষিতং পূরয়ন্নুত্তরশ্লোকমুত্থাপয়তি যস্মাদিতি। আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাবতো বিদুষো হর্ষবিষাদনিমিত্তাভাবান্ন তাবুচিতাবিত্যাহ স্থিরবুদ্ধিরিতি। ননু হর্ষবিষাদনিমিত্তত্বং প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ সিদ্ধমিতি কথং তৎপ্রাপ্ত্যা হর্ষোদ্বেগৌ ন কর্ত্তব্যাবিতি নিযুজ্যতে তত্রাহ দেহেতি। বিদুষোঽপি প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্তি-সামর্থ্যাদেব হর্ষবিষাদৌ দুর্ব্বারাবিত্যাশঙ্ক্যাহ ন কেবলেতি। অদ্বিতীয়-দর্শনশীলস্য ব্যতিরিক্ত-প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্ত্যযোগান্ন তন্নিমিত্তৌ হর্ষবিষাদাবিত্যর্থঃ। ইতোঽপি বিদুষো ন হর্ষবিষাদাবিত্যাহ কিঞ্চেতি। নির্দোষে ব্রহ্মণি প্রাগুক্তে দৃঢ়প্রতিপত্তিঃ সংমোহেন হর্ষাদিহেতুনা রহিতো যথোক্তে সর্ব্বদোষরহিতে ব্রহ্মণ্যহমস্মীতি বিদ্যাবান-শেষদোষশূন্যে তস্মিন্নেব ব্রহ্মণি স্থিতস্তদনুরোধাৎ কর্ম্মাণ্যমুষ্যমাণো নৈব হর্ষবিষাদ-ভাগী ভবিতুমলমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বাহ্যিক ভোগ্য বিষয়ের সম্পর্ক করিতে যাঁহাদের চিত্ত কখন

আভাস।

চর্ম্মপাদুকার দ্বারা স্বীয় চরণ আবৃত রাখিলে যেমন সমগ্র ধরণীতলের কণ্টক বা কঙ্করাঘাতে বিশীর্ণ হইতে হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হৃদয় জ্ঞানী সংসার-কোলাহলে বিব্রত হন না। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মানন্দে নিরন্তর মগ্ন থাকায়, সাংসারিক কোন ভাবে বা বিষয়ে আনন্দিত বা দুঃখিতও হন না। অচল অটল চিরবিদ্যমান ব্রহ্মানন্দের কল্যাণে জ্ঞানীর হৃদয় চিরশান্ত এবং অনভিভূত। ॥ ১৯। ২০॥

অহো অর্জ্জুন? স্রোতঃশীলা নদীর বক্ষে পূর্ণশশধরের পবিত্র প্রতিবিম্ব

অন্বয়ঃ।

বিন্দতি লভতে, ততঃ সঃ ব্রহ্মণি যোগঃ তেন সমাধিনা যুক্তঃ তদৈক্যং প্রাপ্তঃ আত্মা অন্তঃকরণং যস্য সঃ যোগী অক্ষয়ং সুখং অশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্পৃশ্যন্তে ইতি স্পর্শাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াস্তেষু বাহ্যস্পর্শেষু অসক্ত আত্মা অন্তঃকরণং যস্য সোঽয়ম্ অসক্তাত্মা বিষয়েষু প্রীতিবর্জ্জিতঃ স বিন্দতি লভতে আত্মনি যৎ সুখং তদ্বিন্দতীত্যেতৎ স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা ব্রহ্মণি যোগঃ সমাধিঃ ব্রহ্মযোগস্তেন

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শব্দাদিবিষয়প্রীতিপ্রতিবন্ধান্ন কস্যচিদপি ব্রহ্মণি স্থিতিঃ সিধ্যেদিত্যাশঙ্ক্যাহ কিঞ্চেতি। ন কেবলং পূর্ব্বোক্তরীত্যা ব্রহ্মণি স্থিতো হর্ষবিষাদরহিতঃ কিন্তু বিধ্যন্তরেণাপীত্যর্থঃ। যাবদ্যাবদ্বিষয়েষু রাগরূপমাবরণং নিবর্ত্ততে তাবত্তাবদাত্মস্বরূপসুখমভিব্যক্তং ভবতীত্যাহ বাহ্যেতি। ন কেবলমসক্তাত্মা শমবশাদেব সুখং বিন্দতে কিন্তু

স্বামিকৃতটীকা।

মোহনিবৃত্ত্যা বুদ্ধিস্থৈর্য্যে হেতুমাহ বাহ্যেতি। ইন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শা বিষয়াঃ বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়েষসক্তচিত্তাত্মা অনাসক্তচিত্তঃ আত্মন্যন্তঃকরণে যদুপশমাত্মকং সাত্ত্বিকং সুখং তদ্বিন্দতি লভতে, স চোপশমসুখং লব্ধ্বা ব্রহ্মণি যোগেন সমাধিনা যুক্তস্তদৈক্যং প্রাপ্ত আত্মা যস্য সোঽক্ষয়ং সুখমশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ২১ ॥

অগ্রসর হয় না, তাঁহাদের হৃদয় কেবল আত্মচিন্তনেই সুখানুভব করিয়া থাকে; এবং তাদৃশ জনগণের চিত্তই ব্রহ্মচিন্তনে সমাহিত ও অক্ষয় ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিবার উপযুক্ত অধিকারী। ২১ ॥

আভাস।

সুস্পষ্ট প্রতিভাত থাকিলেও প্রতি তরঙ্গে শীর্ষদেশে চিক্ চিক-নীর পরিচয় ব্যতীত পূর্ণ প্রতিবিম্বের কোন লক্ষণই লক্ষিত হয় না, কিন্তু স্রোতের উপশমে জলের চাঞ্চল্য বিনিবৃত্ত হইলেই প্রতিবিম্ব পূর্ণাকারে প্রতিফলিত প্রতীত হয়, সেইরূপ বাহ্যিক বিষয়ের প্রতি সম্বন্ধ করণের প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইলে, চিত্তস্থ চৈতন্যমূর্ত্তি আমি-স্বরূপের উপলব্ধি আপনা হইতে জাগরিত হইয়া উঠে। শ্লোকে "বাহ্যস্পর্শেষু অশক্তাত্মা" বলিয়া ভগবান্ যে কেবল বাহ্যিক স্পর্শশব্দে কেবল শব্দ

শাঙ্করভাষ্যম্।

ব্রহ্মযোগেন যুক্তঃ সমাহিত স্তস্মিন্ ব্যাপৃত আত্মা অন্তঃকরণং যস্য স ব্রহ্মযোগ-যুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে প্রাপ্নোতি; তস্মাদ্ বাহ্যবিষয়প্রীতেঃ ক্ষণিকায়া ইন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তয়েদাত্মন্যক্ষয়-সুখার্থীত্যর্থঃ॥ ২১॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ব্রহ্মসমাধিনা সমাহিতান্তঃকরণঃ সুখমনন্তং ব্যাপ্নোতীত্যাহ স ব্রহ্মেতি। তত্র পূর্ব্বার্দ্ধং ব্যাচষ্টে বাহ্যাশ্চেতি। সমাধানাধীন-সম্যগ্‌জ্ঞানদ্বারা নিরতিশয়-সুখ-প্রাপ্তিমুত্তরার্দ্ধব্যাখ্যানেন কথয়তি ব্রহ্মণীত্যাদিনা। শব্দাদিবিষয়বিমুখস্যানন্ত-সুখাপ্তিসম্ভবাত্তদর্থিনা প্রযত্নেন বিষয়বৈমুখ্যং কর্ত্তব্যমিতি শিষ্যশিক্ষার্থমাহ তস্মাদিতি॥ ২১॥

আভাস।

স্পর্শ রূপ রস এবং গন্ধ নামে স্থূল বিষয়কেই লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না। বিষয়-সম্বন্ধ-জনিত সুখ দুঃখাদি ভাবকেও তাঁহার লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ সুখ দুঃখাদির মূর্ত্তিও সূক্ষ্ম ভাবরূপে চিত্তের বিষয় হইয়া বিদ্যমান থাকায়, তাহারাও অন্তরের বাহ্য বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব কেবল স্থূল বিষয় সমূহকে বিসর্জ্জন করিলেই যে বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত হওয়া হয়, তাহা নহে; বিষয়ের চিন্তাশূন্য হওয়া প্রয়োজন! তখনই প্রকৃত আত্মস্থ হওয়া হয়। এই আত্মস্থ হওয়ার নামই ব্রহ্মযোগ যুক্তাত্মা; অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে আপনার জ্ঞরূপী জীবাত্মার মিলন বুঝিতে হইবে। দোল-যাত্রায় শ্রীগোবিন্দের দোলার ন্যায়, অন্তরস্থ অহঙ্কারের বহিঃ ও অন্তর ভেদে দ্বিবিধ বৃত্তির পরিচয় হইয়া থাকে। একবার বিষয়ের সম্বন্ধ করিয়া অহঙ্কার সুখ দুঃখাদির উপভোগ করে, ইহাই জীবাত্মার বহির্ম্মুখা বৃত্তি; পরক্ষণেই অন্তরের অভিমুখে গমন করিয়া, পরমাত্মস্বরূপের সম্বন্ধ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করে। উভয় পথেই বিচারের প্রয়োজন! বিচক্ষণা বুদ্ধিকে সঙ্গে না রাখিলে, কি ভোগে! কি যোগে! কোথায়ও শান্তি নাই! বুদ্ধির সহায়ে ভোগে যেমন অতুল সুখ-ভোগের অনুভূতি হইয়া থাকে, সেইরূপ বুদ্ধিরই সহায়ে আবার অন্তরাভিমুখে অহঙ্কারের গতি হইলে চিত্তস্থ চিদানন্দময় অন্তর্যামীর উপলব্ধিতে জীব পরমানন্দের প্রতীতি করিয়া থাকে॥ ২১॥

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।

যে হি সংস্পর্শজাঃ বিষয়েন্দ্রিয়-সংস্পর্শেন জাতাঃ ভোগাঃ তে হি দুঃখ-যোনয়ঃ দুঃখানাং আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়াণাং যোনয়ঃ হেতবঃ এব; তথা আদ্যন্তবন্তঃ উৎপত্তি-বিনাশবিশিষ্টাঃ চ অতঃ হে কৌন্তেয়! বুধঃ বুদ্ধিমান্ জনঃ তেষু বিষয়-জন্য-সুখেষু ন রমতে ন আসক্তো ভবতি ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইতশ্চ নিবর্ত্তয়েৎ যে হীতি। যে হি যস্মাৎ সংস্পর্শজা বিষয়েন্দ্রিয়সংস্পর্শে ভোগা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তত্রৈব হেত্বন্তরপরত্বেনোত্তরশ্লোকমুদাহরতি ইতশ্চেতি। বিষয়েভ্যঃ সকাশাদি-ন্দ্রিয়াণীতি শেষঃ। বৈরাগ্যার্থমেব বৈষয়িকানি সুখানি দূষয়তি যে হীতি। নন্বিতি

স্বামিকৃতটীকা।

নন্থ প্রিয়বিষয়ভোগানামপি নিবৃত্তেঃ কথং মোক্ষঃ পুরুষার্থঃ স্যাত্তত্রাহ যে হীতি। সংস্পৃশ্যন্ত ইতি সংস্পর্শা। বিষয়া স্তেভ্যো জাতা যে ভোগাঃ সুখানি তে হি বর্ত্তমান-কালেঽপি স্পর্দ্ধাঽসূয়াদিব্যাপ্তত্বাদ্দুঃখস্যৈব যোনয়ঃ কারণভূতাঃ তথাদি-অন্তোঽন্তবন্তশ্চ অতো বিবেকী তেষু ন রমতে ॥ ২২ ॥

বাহ্য বিষয়ের সম্পর্কই যাবদীয় অনর্থের মূল। কারণ পতি-স্বজন-পুত্রাদি বিষয় সমূহ পূর্ব্বে কখন ছিল না এবং পরেও কখন থাকিবে না; সুতরাং তাদৃশ সম্পর্ক চিরকালই দুঃখপ্রদ। জ্ঞানী প্রবীণ ব্যক্তি-গণ কখন বিষয়ে আনন্দানুভবের প্রত্যাশা করেন না; বা তাহাতে কখন আসক্তও হন না ॥ ২২ ॥

আভাস।

ব্রহ্মানুভূতির আনন্দ অসীম। তাহার আর ক্ষয়, ব্যয় বা উপচয় নাই! বিষয়-সুখ ক্ষণস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর। সুখের পরিবর্ত্তে বরং দুঃখেরই সম্বন্ধ বিষয় সম্পর্কে অনেক! সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক বিষয়ে যেমন উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসের আর বিরাম নাই, তেমনই সুখ দুঃখেরও বিরাম নাই! বায়ুর যেমন গতাগতির বাধা নাই, প্রস্থান করিতেও বাধা নাই! পুত্রের জন্মে যেমন কাল বিলম্বের কোন নিয়ম নাই, সঙ্গে সঙ্গে রোগ শোক পরিতাপেরও তেমনই ইয়ত্তা

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

জাতা ভোগা ভুক্তয়ঃ দুঃখযোনয় এব অবিদ্যাকৃতত্বাৎ। দৃশ্যন্তেহি আধ্যাত্মিকাদীনি দুঃখানি তন্নিমিত্তান্যেব। যথেহ লোকে তথা পরলোকেঽপি গম্যতে এব শব্দাৎ। ন সংসারে সুখস্য গন্ধমাত্রমপ্যস্তীতি বুদ্ধ্বা বিষয়মৃগতৃষ্ণিকায়াং ইন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তয়েৎ। ন কেবলং দুঃখযোনয়ঃ, আদ্যন্তবন্তশ্চ আদির্বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগো ভোগানামন্তশ্চ তদ্বিয়োগ এবাত আদ্যন্তবন্তোঽনিত্যামধ্যক্ষণভাবিত্বাদিত্যর্থঃ। কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ভোগেষু বিবেকী অবগতপরমার্থতত্ত্বোঽত্যন্তমূঢ়ানামেব হি বিষয়েষু রতির্দৃশ্যতে যথা পশুপ্রভৃতীনাম্ ॥ ২২ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বিষয়েন্দ্রিয়সংপ্রয়োগসংভূতেষু ভোগেষু জন্তূনামভিরুচিদর্শনাৎ কুতস্তেষাং দুঃখযোনিত্বমিত্যাশঙ্ক্যাবিবেকিনাং তেষ্বাসঙ্গেঽপি ন বিবেকিনামিত্যাহ আদ্যন্তবন্ত ইতি। যস্মাদাধিব্যাধিজরামরণাদিসহিতেভ্যঃ সমাগমনাদিক্লেশরূপভাগিভ্যশ্চ বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধেভ্যো ভোগাঃ সুখলবানুভবা জায়ন্তে তস্মাত্তে দুঃখহেতবো ভবন্তীতি যোজনা। অবিদ্যাকার্য্যত্বাদ্দুঃখানাং কুতো ভোগজন্যত্বমিত্যাশঙ্ক্য ভোগানামবিদ্যাপ্রযুক্তত্বাত্তন্নিবন্ধনত্বং দুঃখানাং যুক্তমিত্যভিপ্রেত্যাহ অবিদ্যেতি। ভোগানাং দুঃখযোনিত্বে মানমনুভবমুপন্যস্যতি দৃশ্যন্তে হীতি। ঐহিকানাং ভোগানাং দুঃখনিমিত্তত্বেঽপি নামুষ্মিকাণাং তথাত্বমনুভবাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাবধারণসামর্থ্যসিদ্ধমর্থমাহ যথেতি। পূর্ব্বার্দ্ধস্যাক্ষরার্থমুক্ত্বা তাৎপর্য্যার্থমাহ নেত্যাদিনা। ইতশ্চ বিষয়েভ্যঃ সকাশাদিন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তয়িতব্যানীত্যাহ ন কেবলমিতি। আদ্যন্তবত্ত্বে মধ্যক্ষণবর্ত্তিত্বেন ক্ষণভঙ্গুরত্বাদুপেক্ষণীয়ত্বং ভোগানাং সিধ্যতি। অস্তি হি তেষাং ক্ষণভঙ্গুরত্বং ক্ষণিকবিষয়াকারমনোবৃত্তিব্যঙ্গ্যত্বাদিতি মত্বানঃ সন্নাহ অত ইতি। বুদ্ধিপূর্ব্বকারিণাং বিবেকবতাং ভোগেষূপেক্ষোপলম্ভেশ্চ তেষামাভাসত্বং প্রতিভাতীত্যাহ ন তেষিতি। প্রতীকোপাদানমাস্যমিদং পুনর্ব্যাখ্যানমিতি ন পুনরুক্তিঃ। ননু কেষাঞ্চিদ্ভোগেষ্বভিরুচিরুপলভ্যতে তত্রাহ অত্যন্তেতি॥ ২২ ॥

আভাস।

নাই। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ স্পষ্টত বুঝেন যে, আপাতত আনন্দ-প্রদ মূর্ত্তিতে প্রতীত উপস্থিত ভোগ্য বিষয় সমূহ পথিকের ন্যায়, ক্ষণকালের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া যায়; সুতরাং বিষয়ের প্রতি প্রীত বা আসক্ত হওয়া কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যিনি ইহাদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, ইহাদের চাল চলনে ও মুখ-ভারতীতে তাঁহারই সংবাদ জানিয়া লওয়াই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।

অন্বয়ঃ।

শরীর-বিমোক্ষণাৎ শরীরস্য বিমোক্ষণং ত্যাগঃ তস্মাৎ প্রাক্ জীবদ্দশায়াং

শাঙ্করভাষ্যম্।

অয়ঞ্চ শ্রেয়োমার্গপ্রতিপক্ষী কষ্টতমো দোষঃ সর্ব্বানর্থপ্রাপ্তিহেতুর্দুর্নিবার্য্যশ্চেতি তৎপরিহারে যত্নাধিক্যং কর্ত্তব্যমিত্যাহ ভগবান্ শক্নোতীতি। শক্নোত্যুৎসহতে ইহৈব জীবন্নেব যঃ সোঢ়ুং প্রসহিতুং প্রাক্ পূর্ব্বং শরীরবিমোক্ষণাৎ আমরণাৎ ইত্যর্থঃ, মরণসীমাকরণং জীবতোঽবশ্যম্ভাবী হি কামক্রোধোদ্ভবো বেগঃ অনন্তনি-

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

উত্তরশ্লোকস্য তাৎপর্য্যমাহ অয়ঞ্চেতি। শ্রেয়োমার্গপ্রতিপক্ষত্বং কষ্টতমত্বে হেতুস্তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ সর্ব্বেতি। প্রযত্নাধিক্যস্য কর্ত্তব্যত্বে হেতুং সূচয়তি দুর্নিবার্য্য ইতি। প্রসিদ্ধং হি কামক্রোধোদ্ভবস্য বেগস্য দুর্নিবারত্বং যেন মাতরমপি চাধিরোহতি পিতরমপি হন্তি তদবশ্যং পরিহর্ত্তব্যং দর্শয়তি শক্নোতীতি। যথোক্তং বেগং বহিরনর্থরূপেণ পরিণামাৎ প্রাগেব দেহান্তরুৎপন্নং যঃ সোঢ়ুং ক্ষমতে তং

স্বামিকৃতটীকা।

তস্মান্মোক্ষএব পরমঃ পুরুষার্থস্তস্য চ কামক্রোধবেগোঽতিপ্রতিপক্ষোঽতস্তৎ সহনসমর্থএব মোক্ষভাগিত্যাহ শক্নোতীহৈবেতি। কামাৎ ক্রোধাচ্চোদ্ভবতি যো বেগঃ মনোনেত্রাদিক্ষোভলক্ষণ স্তমিহৈব তদুদ্ভবসময়এব যো নরঃ সোঢ়ুং প্রতিরোদ্ধুং শক্নোতি তদপি ন ক্ষণমাত্রং কিন্তু শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাগ্দেহপাতাদিত্যর্থঃ,

কাল-কবলে কবলিত হইয়া মৃত্যুর শরণাগত হইবার পূর্ব্বে দেহাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে আপন অধিকারের আনয়ন করত, যে ব্যক্তি জীবদ্দশায়

আভাস।

একান্ত কর্ত্তব্য। সে জানায় আর বিলম্ব করিতে নাই; এবং পরে জানিব বলিয়া প্রতীক্ষা করিতেও নাই॥ ২২॥

কারণ যাহার দ্বারা জানিব সে ভোগায়তন দেহ ও করণ-গ্রামেরও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই। আজ আছি, আগামী কল্য থাকিব কি না, তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই। এই মনুষ্যদেহ কিন্তু কর্ম্মেরই অনুকূল। নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য বা নিষ্কাম, জপ তপস্যা যাগ যোগ হোম বা তর্পণাদি সকল কর্ম্মই

কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।

এব ইহ নরদেহে কামক্রোধোদ্ভবং কামাৎ ক্রোধাৎ চ উদ্ভবঃ উৎপত্তিঃ যস্য তং বেগং যঃ নরঃ সোঢ়ুং প্রতিরোদ্ধুং শক্নোতি সঃ জনঃ যুক্তঃ সঃ এব সুখী ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

মিত্তবান হি স ইতি যাবন্মরণং তাবন্ন বিশ্রম্ভণীয় ইত্যর্থঃ, কাম ইন্দ্রিয়গোচরপ্রাপ্তে ইষ্টে বিষয়ে শ্রূয়মাণে স্মর্য্যমাণে চানুভূতে সুখহেতৌ যা গৃধিঃ তৃষ্ণা স কামঃ ক্রোধশ্চাত্মনঃ প্রতিকূলেষু দুঃখহেতুষু দৃশ্যমানেষু শ্রূয়মাণেষু স্মর্য্যমাণেষু বা যো দ্বেষঃ স ক্রোধস্তৌ কামক্রোধৌ উদ্ভবো যস্য বেগস্য স কামক্রোধোদ্ভবো বেগঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্তৌতি স যুক্তইতি। মরণসীমাকরণস্য তাৎপর্য্যমাহ মরণেতি। প্রসিদ্ধৌ হি শব্দঃ। তত্র হেতুমাহ অনন্তেতি। ব্যাধ্যুপহতানং বৃদ্ধানাঞ্চ কামাদিবেগো ন ভবতীত্যাশ-ঙ্ক্যাহ ইতি যাবদিতি। কামক্রোধোদ্ভবং বেগং ব্যাখ্যাতুমাদৌ কামং মনোবিকার-বিশেষত্বেন ব্যাচষ্টে কাম ইতি। কথমস্য মনোবিকারবিশেষত্বং তদাহ ইন্দ্রিয়েতি। কামো গৃধিস্তৃষ্ণেতি পর্য্যায়াঃ সন্তঃ শব্দা মনোবিকারবিশেষ পর্য্যবস্যন্তীত্যর্থঃ।

স্বামিকৃতটীকা।

য এবং ভূতঃ সএব যুক্তঃ সমাহিতঃ সুখী চ ভবতি নান্যঃ। যথা মরণাদূর্দ্ধং বিলসন্তীভি যুবতিভিরালিঙ্গ্যমানোঽপি পুত্রাদিভি র্দহ্যমানোঽপি যথা প্রাণশূন্যঃ কামক্রোধবেগং সহতে তথা মরণাৎ প্রাগপি জীবন্নেব যঃ সহতে স এব যুক্তঃ সুখী চেত্যর্থঃ, তদুক্তং বশিষ্ঠেন, প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখদুঃখে ন বিন্দতি। তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেদিতি ॥ ২৩ ॥

হৃদয়-জাত কাম ও ক্রোধের বেগ সংবরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সুখী ও সমাহিতচেতা বলিয়া সংসারে পরি-গণিত। ২৩ ॥

আভাস।

এই মনুষ্য-জীবনে সুসাধ্য। সৃষ্টিকর্ত্তা এই মনুষ্য জীবনের এতই অনুকূল যে, অর্থোপার্জ্জনোপলক্ষে বা জ্ঞানোপার্জ্জনোপলক্ষে মানব যে কোন কর্ম্মেরই অনু-শীলন করে, তাহাতেই তাহাদের পারদর্শিতা জন্মে; এই পারদর্শিতা তাহাদের

শাঙ্করভাষ্যম্।

রোমাঞ্চনহৃষ্টনেত্রবদনাদিলিঙ্গোঽন্তঃকরণপ্রক্ষোভরূপঃ কামোদ্ভবো বেগঃ, গাত্রপ্রকম্পপ্রস্বেদসন্দষ্টৌষ্ঠপুটরক্তনেত্রাদিলিঙ্গঃ ক্রোধোদ্ভবো বেগস্তং কামক্রোধোদ্ভবং বেগং য উৎসহতে সোঢ়ুং সহিষ্ণুঃ শক্তঃ স যুক্তো যোগী সুখী চেহ লোকে নরঃ॥ ২৩॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ক্রোধশ্চ মনোবিকারবিশেষস্তদ্বদিত্যাহ ক্রোধশ্চেতি। তমেব ক্রোধং স্পষ্টয়তি আত্মন ইতি। এবং কামক্রোধৌ ব্যাখ্যায় তয়োরুৎকটত্বাবস্থায়ামনো বেগস্ত তাভ্যামুৎপত্তিমুপন্যস্যতি তাবিতি। যথোক্তবেগাবগমোপায়মুপদিশতি রোমাঞ্চনহৃষ্টনেত্রেত্যাদিনা। উভয়বিধবেগং যো জীবন্নেব সোঢ়ুং শক্নোতি তং পুরুষধৌরেয়ত্বেন স্তৌতি তমিত্যাদিনা॥ ২৩॥

আভাস।

নিজ কৃত নহে; ভগবানের প্রদত্ত! কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐহিক সুখের উদ্দেশ্যে প্রাণপাত পরিশ্রম বা অভ্যাস করিয়া যে পারদর্শিতার পরিচয়ে ঐহিকের সুখ সমৃদ্ধি লাভ হইল, দেহের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই, সেই সকল সমৃদ্ধিরই অবসান হইয়া যায়; অন্তিমের সম্বল কিছু না থাকায়, তখন দুঃখের আর পরিসীমা থাকে না। কিন্তু ঐহিক উন্নতির কামনায় তাদৃশ পরিশ্রম না করিয়া, আন্তরিক ধ্যান ধারণার অভ্যাস যদি বাল্য-জীবন হইতেই করা যায়, তাহাতেও পারদর্শিতা লাভে আন্তরিক বিভূতি, নৈসর্গিক শক্তির উপর আধিপত্য ও চিত্তের নৈর্মল্য লাভে আত্মদর্শন ও পরমাত্মদর্শন পর্য্যন্ত হইয়া, জীব চিরজীবনের জন্য শান্তিলাভ করিতে পারে। অতএব স্থির ও নিশ্চিত ফল-লাভের জন্য আন্তরিক উন্নতির কল্পে পরিশ্রম করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেরই সর্ব্বোত্তোভাবে বিধেয়। এই উন্নতির কল্পে কাম ক্রোধাদিকে জয় করা প্রয়োজন; সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্বে কাম ক্রোধাদিকে বশীভূত করা একান্ত কর্ত্তব্য। ব্যবহারিক দশায় স্পষ্টত দেখিতে পাওয়া যায় যে, কামুক এবং ক্রোধান্ধ ব্যক্তি সংসারে অনন্ত দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; অতএব কাম এবং ক্রোধের বেগ সম্বরণ করাই ঐহিকে সুখ এবং দেহান্তে ব্রহ্মানন্দ পাইবার অপূর্ব্ব পন্থা। যে ব্যক্তি এই দুই বৃত্তিকে পরাজয় করিতে পারেন, তিনি সমগ্র জগৎকে পরাজয় করিয়া,জগজ্জীবনকে স্বীয় অন্তরাকাশে অবলোকন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই॥ ২৩॥

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারাম স্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ।

যঃ অন্তঃসুখঃ অন্তরাত্মনি এব সুখং যস্য, অন্তরারামঃ অন্তরেব আরামঃ রমণং যস্য, তথা অন্তর্জ্যোতিঃ অন্তর্ আত্মনি এব জ্যোতিঃ দৃষ্টিঃ প্রকাশঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ যোগী ব্রহ্মভূতঃ ব্রহ্মভাবাপন্নঃ এব ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মণি নির্ব্বাণং নির্বৃতিং উপশমং অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথম্ভূতশ্চ ব্রহ্মণি স্থিতো ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীত্যাহ ভগবান্ য ইতি। যোঽন্তরাত্মনি সুখং যস্য সোঽন্তঃসুখস্তথান্তরেবাত্মন্যারামঃ ক্রীড়া যস্য সোঽন্তরারাম-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

জ্ঞানস্যাত্যন্তরঙ্গমাত্রমাত্মনিষ্ঠত্বং দর্শয়ন্ প্রকৃতং ব্রহ্মবিদমেব বিশিনষ্টি কথম্ভূতশ্চেতি। যথান্তরেব সুখং ন বাহৈর্ব্বিষয়ৈস্তথান্তরেব জ্যোতির্ন শ্রোত্রাদিভিরতোবিষয়ান্তরবিজ্ঞানরহিত ইত্যাহ তথেতি। যথোক্তবিশেষণসমাধিমান্ জীবন্নেব

স্বামিকৃতটীকা।

ন কেবলং কামক্রোধবেগসম্বরণমাত্রেণ মোক্ষং প্রাপ্নোতি অপি তু যোঽন্তরিতি। অন্তরাত্মন্যেব সুখং যস্য ন তু বিষয়েষু, অন্তরেবারামঃ ক্রীড়া যস্য ন বহিঃ, অন্তরেব জ্যোতির্দৃষ্টির্যস্য ন গীতনৃত্যাদিষু, স এবং ব্রহ্মণি ভূতঃ স্থিতঃ সন্ ব্রহ্ম-নির্ব্বাণং লয়মধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৪ ॥

নিরন্তর অন্তর্দৃষ্টি নিবন্ধন যাঁহাদের চিত্ত বিষয়-লাভে বিষয়সম্ভোগে এবং বিষয় বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া, স্বীয় আত্মস্বরূপেই উক্ত ত্রিবিধ ভাবের সমাবেশ দর্শন করিতে পান; অর্থাৎ বিষয় সম্বন্ধজনিত তৃপ্তি, সম্ভোগ-জনিত আনন্দ এবং মিলন জনিত সুখ এক আত্ম-স্বরূপে উপভোগ করেন, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্ম-স্বরূপে আত্মসমর্পণ করত ব্রহ্ম-নির্ব্বাণে অধিকারী যোগী হইয়াছেন বলিয়া স্বীকার্য্য, সন্দেহ নাই ॥ ২৪ ॥

আভাস।

হৃদয়াকাশে আত্মস্বরূপ অবভাসিত হইলে, আনন্দের আর সীমা থাকে না। কাম এবং ক্রোধকে নিবারণ করাই এই আত্মস্বরূপ অবভাসনের একমাত্র উপায়।

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্তথৈবান্তরাত্মৈব জ্যোতিঃ প্রকাশো যস্য সোঽন্তর্জ্যোতিরেব য ঈদৃশঃ স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মণি নির্ব্বৃতিং মোক্ষমিহ জীবন্নেব ব্রহ্মভূতঃ সন্নধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৪ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মুক্তিমধিগচ্ছতীত্যাহ সযোগীতি। আত্মন্যন্তরেব সুখমিতি বাহ্যবিষয়নিরপেক্ষত্বং বিবক্ষিতমন্তরারামত্বঞ্চ ইন্দ্রিয়াদিবিষয়াপেক্ষামন্তরেণ ক্রীড়াপ্রযুক্তফলভাক্ত্বমভিমত-মিন্দ্রিয়াদিজন্যপ্রকাশশূন্যত্বমাত্মজ্যোতিষ্ট্বমিষ্টং যথোক্তবিশেষণসম্পন্নঃ সমাহিতশ্চ জীবন্নেব ব্রহ্মভাবং প্রাপ্নোতি ব্রহ্মণি পরিপূর্ণে নির্ব্বৃতিং সর্ব্বানর্থনিবৃত্ত্যুপলক্ষিতাং স্থিতিমনতিশয়ানন্দাবির্ভাবলক্ষণাং প্রাপ্নোতীত্যাহ য ঈদৃশ ইতি ॥ ২৪ ॥

আভাস।

রাত্রিকালে যখন অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন থাকে, তখন কোন সামগ্রীই আর নয়ন-গোচর হয় না। কিন্তু দিবালোকে সকল পদার্থই আলোকিত হইয়া চক্ষুরও গ্রাহ্য হয়। পৃথিবীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ দর্পণ ও জলাশয়াদি পদার্থসমূহ নিজ হৃদয়ে এমন একটী অপূর্ব্ব ভাব প্রাপ্ত হয় যে, নিজে আলোকিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ পদার্থ সমূহের ছায়াও প্রতিবিম্বাকারে নিজ বক্ষে পৃথক্‌ভাবে গ্রহণ করে; এবং দর্শককে তাহা প্রদর্শন করায়। এই অদ্ভুত নিয়মটীর অনুসরণ করিলে, আমরা একটী অদ্ভুত মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিব, যাহাতে আমাদের জড়-চেতনের বিচারটী সার্থক ও সুগম বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে। সূর্য্য একটী নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ পদার্থ বলিয়া প্রতীত হইলেও, স্বীয় কিরণ বা তেজোরাশিতে তিনি এতই অসীম যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সকলের নিকট তিনি স্বীয় কিরণ বিতরণে নিজে সম্পর্ক না করিলেও, দিবার সমাগমে জগৎ ও জাগতিক পদার্থ আলোকিত হইয়া দর্শনীয়ত্ব লাভ করে। দিবাকরের কিরণ সম্পর্ক ঘটিলে কিন্তু দিবাকরের সহিতই সম্পর্ক হয়, স্বীকার করিতে হইবে। কারণ অংশুমালির অংশু-কণা রৌদ্রমূর্ত্তিতে পদার্থ-মাত্রেরই অঙ্গ সম্পর্ক করিয়া, তাহাতে ভাবান্তরের বিকাশ করে; অর্থাৎ নিতান্ত জড় বৃক্ষ, প্রস্তর ও মৃত্তিকাদি পদার্থে তেজ, বল ও শুষ্ক করা ক্রিয়াদির বিকাশে পদার্থের ভাবান্তর ঘটায়; কিন্তু মৃত্তিকা অপেক্ষা সূক্ষ্ম জলে এবং স্বচ্ছ দর্পণাদিতে কেবল কিরণের সম্পর্কে স্বয়ং সূর্য্য প্রতিবিম্বাকারে আত্মস্বরূপও তাহাতে প্রদান করেন। তখন স্বচ্ছ দর্পণে এবং সরোবরাদিতে আকাশস্থ সূর্য্যদেবকে অবলোকন করিয়া আমরা কতই প্রীত ও প্রসন্ন হই!

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫॥

অন্বয়ঃ।

ক্ষীণকল্মষাঃ ক্ষীণং নষ্টপ্রায়ং কল্মষং পাপং যেষাং তে ছিন্নদ্বৈধা নষ্টসংশয়াঃ, যতাত্মানঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ তথা সর্ব্বভূতহিতে সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিতে আনুকূল্যে রতাঃ পরোপকারকাঃ ঋষয়ঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষং লভন্তে॥ ২৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ লভন্ত ইতি। লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষং ঋষয়ঃ সম্যগ্দর্শিনঃ সংন্যাসিনঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মুক্তিহেতোর্জ্ঞানস্য সাধনান্তরমাহ কিঞ্চেতি। যজ্ঞাদিনিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানাৎ পাপাদিলক্ষণং কল্মষং ক্ষীয়তে ততশ্চ শ্রবণাদ্যাবৃত্তেঃ সম্যক্ দর্শনং জায়তে ততো

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ লভন্ত ইতি। ঋষয়ঃ সম্যগ্দর্শিনঃ ক্ষীণং কল্মষং যেষাং ছিন্নং দ্বৈধং সংশয়ো যেষাং যতঃ সংযত আত্মা চিত্তং যেষাং সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিতে রতাঃ যে কৃপালবস্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষং লভন্তে॥ ২৫॥

আত্মা ও অনাত্ম-বিচারে বিচক্ষণতা লাভে যিনি ভ্রমের পরপারে উপনীত হইয়া চিত্তাদিকে সম্পূর্ণ সংযত করিয়াছেন এবং জীবসমূহের উপকার সাধনই জীবনের মহাব্রত জ্ঞানে আপনাকে উৎসর্গ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাদৃশ বিচারবান্ অনলস কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিই ব্রহ্ম-স্বরূপে অবস্থান পূর্ব্বক নির্ব্বাণ-পদবী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥২৫॥

আভাস।

দর্পণ বা জলাশয় দিবালোকে আলোকিত হইয়াই যে প্রসন্ন হয়, তাহার পরিচয়ে সে আলোকিত নিকটবর্ত্তী পদার্থ সমূহকেও প্রেমের পুরস্কারে আপন বক্ষে প্রতিবিম্বাকারে গ্রহণ করে; এবং দর্শকবৃন্দকেও প্রদর্শন করায়। অনালোকিত বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে না। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, স্বয়ং আলোকিত হওয়ায়, আলোকিত বস্তু মাত্রেরই সম্পর্ক করিতে প্রসন্ন হয়। জানি না! যাহার সম্পর্কে সে আলোকিত, তাহার প্রতিবিম্ব গ্রহণে সে যে কত পুলকিত হয়, তাহার তুলনা হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্।

ক্ষীণকল্মষাঃ ক্ষীণপাপাদিদোষাঃ ছিন্নদ্বৈধাঃ ছিন্নসংশয়াঃ যতাত্মানঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিতে আনুকূল্যে রতা অহিংসকা ইত্যর্থঃ ॥২৫

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মুক্তিরপ্রযত্নেন ভবতীত্যাহ লভন্ত ইতি। জ্ঞানপ্রাপ্ত্যুপায়ান্তরং দর্শয়তি ছিন্নেতি। শ্রবণাদিনা সংশয়নিরসনং কার্য্যকারণনিয়মনঞ্চ দয়ালুত্বেনাহিংসকত্বমিত্যেতদপি সম্যগ্‌জ্ঞানপ্রাপ্তৌ কারণমিত্যর্থঃ। অক্ষরব্যাখ্যানং স্পষ্টত্বান্ন ব্যাখ্যায়তে ॥ ২৫ ॥

আভাস।

আমাদের দেহ স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে ক্ষিত্যাদি চিত্ত পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের মিলনে গঠিত। সুতরাং স্থূল উপাধি দেহ হইতে অতি সূক্ষ্ম উপাধি চিত্ত পর্য্যন্ত সমস্তই উত্তরোত্তর পরম চৈতন্যের দ্বারা চেতনায়মান হইয়া বিকশিত, প্রস্ফুটিত এবং অনুভব-প্রস্ত হইয়াছে। এই ব্রহ্মাণ্ডস্থ যাবদীয় পদার্থ ও প্রকৃতির অন্তর হইতে প্রস্ফুরিত বস্তুমূর্ত্তিতে বিকশিত সকলেই উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়ের আশ্রয়ে নিরন্তর পরিণামেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে। আলোকের সাহায্যে বস্তুসমূহ আলোকিত হইয়া যেমন উজ্জ্বল দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, চিদানন্দ পরব্রহ্মের অনুগ্রহে প্রকৃতি হইতে নামরূপে পরিণত বস্তুসমূহও মানবাদি জীবের চিত্তে গ্রাহ্য পদার্থ বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে।

সূর্য্যের আলোকে চক্ষু যেমন দর্শন-শক্তি-সম্পন্ন এবং জাগতিক পদার্থও দর্শন-যোগ্য হয়, সেইরূপ ব্রহ্মানন্দ রসে চিত্ত পুলকিত এবং জাগতিক পদার্থও আনন্দ-প্রদ হয়। এক্ষণে দর্পণের সহিত সূর্য্যকিরণের সম্পর্ক হইলেই যেমন সূর্য্যমূর্ত্তি অর্থাৎ সূর্য্য-প্রতিবিম্বের সম্পর্ক হয়, সেইরূপ কাম এবং ক্রোধের ছায়া হইতে চিত্তকে অপসারিত করিতে পারিলেই, পরমাত্মার প্রেম-কিরণে চিত্তকে সংস্থাপিত করা হয়; এবং অসীম কিরণের অন্তরে যেমন সসীম সূর্য্যবিম্ব প্রতীত হয়, সেইরূপ অসীম আনন্দ-রসের মধ্যে সসীম প্রেমানন্দমূর্ত্তি ভগবান্ ভক্তহৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইতে থাকেন। তৎকালে আনন্দ-রসে চিত্ত এত পুলকিত হয় যে, বিষয়ানন্দ আর ভাল লাগে না। আনন্দপ্রদ পুত্র কলত্রাদিকে গাঢ় আলিঙ্গনের যে আরাম, ভগবৎ-প্রেমানন্দমূর্ত্তির সংশ্রবে সে আরাম আর প্রতীত হইতে পারে না; বিশেষত জাগতিক পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রচুর সন্দেহ থাকায়, ভোগকালেও তাহার নাশের ভাবনা থাকে। ব্রহ্মানন্দে কিন্তু কোনরূপ নাশের ভয় থাকে না। কারণ আনন্দ-রসের ভোগের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-জ্যোতির পূর্ণ উদয় হৃদয়-সরোবরে

কামক্রোধ-বিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ।

কাম-ক্রোধ-বিযুক্তানাং (কামঃ চ ক্রোধশ্চ কাম-ক্রোধৌ তাভ্যাং বিযুক্তানাং রহিতানাং) যতচেতসাং (যতং সংযতং চিত্তং যেষাং তেষাং) তথা বিদিতাত্মনাং বিদিতঃ জ্ঞাতঃ আত্মা চিত্তং যেষাং তেষাং যতীনাং সন্ন্যাসিনাং অভিতঃ উভয়তঃ জীবতাং মৃতানাং চ ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষঃ বর্ত্ততে ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ কামেতি। কামক্রোধবিযুক্তানাং কামশ্চ ক্রোধশ্চ কামক্রোধৌ তাভ্যাং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পূর্ব্বং কামক্রোধয়োর্বেগঃ সোঢ়ব্যো দর্শিতঃ সম্প্রতি তাবেব ত্যক্ত্যাবিত্যাহ কিঞ্চেতি। নন্বু দর্শিতবিশেষবতাং মৃতানামেব মোক্ষো ন তু জীবতামিতি চেন্নে-

যাঁহারা স্বকীয় আত্মস্বরূপের উপলব্ধির বলে দেহাদি ইন্দ্রিয়-বর্গের আকর্ষণে আর আকৃষ্ট হন না এবং চিত্তের একাগ্রতার বলে কাম ক্রোধাদি রিপুকুলকে পরাজয় করত আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা জীবনে মরণে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণে অধিকারী বলিয়া অভিহিত হন; সন্দেহ নাই ॥ ২৬ ॥

আভাস।

চির বিদ্যমান থাকিয়া যায়। শোক দুঃখ বা মোহের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

অতএব অহঙ্কার-পূর্ব্বকই কাম বা ক্রোধের পরিচয়! সেই কাম ক্রোধকে পরাজয় করিতে পারিলে, অহঙ্কারের আর অহঙ্কার থাকে না। সে নিজের কর্ম্ম কিছুই দেখে না; সকল কর্ম্মে বা মূর্ত্তিতে ভগবানের স্বরূপ প্রত্যক্ষে প্রতীত করিয়া, ব্রহ্মস্বরূপে অভিমান-নাশী নির্ব্বাণ-পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহার আর আমার পর ভেদ জ্ঞান থাকে না। নিজদেহে আত্মস্বরূপের ন্যায়, শরীরী-মাত্রেরই দেহে সেই আত্মস্বরূপকে উপলব্ধি করিতে থাকে এবং জীবদ্দশায় জীবমাত্রেরই উপকার সাধনে চিরব্রতী হইয়া, অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

দেখ অর্জ্জুন! স্থির জলধি যেমন চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে উদ্বেলিত হইয়া

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিমুক্তানাং যতীনাং সংন্যাসিনাং যতচেতসাং সংযতান্তঃকরণানাং অভিত উভয়তো জীবতাং মৃতানাঞ্চ ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষো বর্ত্ততে, বিদিতাত্মনাং বিদিতো জ্ঞাত আত্মা যেষাং তে বিদিতাত্মান স্তেষাং বিদিতাত্মনাং সম্যগ্দর্শিনামিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ত্যাহ অভিত ইতি। অস্মদাদীনামপি তর্হি প্রকৃত-কামাদি-প্রভাব-বিধুরাণাং কিমিতি মোক্ষো ন ভবতীত্যাশঙ্ক্য সম্যগ্জ্ঞানবৈশেষ্যাভাবাদিত্যাহ বিদিতেতি। উক্তেঽর্থে শ্লোকাক্ষরাণামন্বয়মাচষ্টে কামক্রোধেত্যাদিনা ॥ ২৬ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ কামেত্যাদি। কামক্রোধাভ্যাং বিমুক্তানাং যতীনাং সংন্যাসিনাং সংযতচিত্তানাং জ্ঞাতাত্ম-তত্ত্বানামভিত উভয়তো জীবতাং মৃতানাঞ্চ ন দেহান্ত এব তেষাং ব্রহ্মণি লয়োঽপি তু জীবতামপি বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

আভাস।

জোয়ার ও ভাটারূপ স্রোতে পরিণত হয়, সেইরূপ অহঙ্কারের অনুরোধে এই কাম এবং ক্রোধের আকর্ষণে মানব-চিত্ত স্বভাবত শুদ্ধ সত্ত্বময় গম্ভীরমূর্ত্তি হইলেও, এরূপ উদ্বেলিত হইয়া পড়ে যে, যাঁহার কল্যাণে সে আনন্দ রসময় ও পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ, সেই পূর্ণ ব্রহ্মকে পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে। কিন্তু এক কাম ও ক্রোধকে নিবারণ করিতে পারিলে, নিস্তরঙ্গ জলধিতে সর্ব্বপ্রকাশক দিবাকরের অখণ্ড প্রতিবিম্বের পতনের ন্যায়, উদ্বেগহীন মানব-হৃদয়ে ব্রহ্মস্বরূপের স্বরূপসাক্ষাৎকার অবলীলাক্রমে ঘটিয়া থাকে। কাম-ক্রোধ-শূন্য মানবের নিকট যাগ যোগ বা ব্রত নিয়মাদির কোন অপেক্ষা থাকে না। বিপুল সরোবরের তীর তরুর ছায়া এবং জলের উপর ভাসমান পানা ও হিংচা কলমির দল তুলিয়া ফেলিলেই জল যেমন প্রথমত পরিষ্কার হয়, পুষ্করিণী জলময়ী বলিয়া প্রতীত হয় এবং তৎসঙ্গেই সূর্য্য-প্রতিবিম্ব সরোবরের গর্ভে প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ কাম ক্রোধকে প্রশ্রয় না দিলেই, মানবচিত্ত শান্ত হইয়া, প্রথমত আত্মস্বরূপের প্রতীতি করে এবং পরে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় ॥ ২৬ ॥

এই অধ্যায়ের চরম মীমাংসাই জ্ঞান লাভ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মোহ এবং

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।

(ভোগানুরোধেন অন্তঃকরণে সংস্কার-মূর্ত্ত্যা প্রবিষ্টান্) বাহ্যান্ স্থূলান্ স্পর্শান্ শব্দাদিবিষয়ান্ বহিঃ কৃত্বা পৃথকত্বেন নিক্ষিপ্য ত্যক্ত্বা চক্ষুশ্চৈব ভ্রুবোঃ অন্তরে কৃত্বা (বাহ্যদৃষ্টিং বিহায়) প্রাণাপানৌ নাসাভ্যন্তর-চারিণৌ সমৌ চ কৃত্বা ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

সম্যগ্দর্শননিষ্ঠানাং সংন্যাসিনাং সদ্যোমুক্তিরুক্তা, কর্ম্মযোগশ্চ ঈশ্বরার্পিত-সর্ব্বভাবেনেশ্বরে ব্রহ্মণ্যাধায় ক্রিয়মাণঃ সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিসর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসক্রমেণ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বৃত্তমনুদ্যোত্তরশ্লোকত্রয়স্য তাৎপর্য্যার্থমাহ সম্যগ্দর্শনেতি। ঈশ্বরার্পিতসর্ব্ব-

---

কিন্তু এই ব্রহ্ম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে গেলে, নিশ্চিন্তে অলসভাবে সময় অতিক্রম করিলে, কখন অধিকারী হওয়া যায় না! বাহ্যিক বিষয় সমূহের চিন্তা অন্তর্গূহা হৃদয়াকাশ হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করা প্রথমত প্রয়োজন; তৎপরে দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষুকে বিষয় বা বাহ্যিক রূপ সাগরের দর্শন ব্যাপার হইতে নিরস্ত করিয়া, ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে নিবিষ্ট করা প্রয়োজন; অনন্তর শ্বাস প্রশ্বাস রূপ প্রাণ ও অপান বায়ুকে তাহাদের গতিকে উপশমিত করত কুম্ভকের দ্বারা সমভাবে নাসিকার অন্তরে রক্ষা করত ॥ ২৭ ॥

আভাস।

ঘোরে অন্ধপ্রায় পাণ্ডব-বীর অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছেন যে, সকল উপার্জ্জনের মধ্যে জ্ঞানোপার্জ্জনই শ্রেষ্ঠ! বাকী সমস্তই নিরর্থক। কারণ ধন জনাদি বৈভব-বিশিষ্ট জগৎকে অতীব আদরের বস্তু জ্ঞানে আলিঙ্গন করিলেও এবং প্রচুর পরিমাণে তাহা সংগৃহিত হইলেও, চিরস্থায়ী কেহ নহে! কোন্ পথ অবলম্বনে যে তাহারা আসে এবং কোন্ পথ দিয়া কোথায় যে চলিয়া যায়, কেহ তাহা নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় না। ফলে নিরন্তর দুঃখভোগ যেন মানবের অদৃষ্টে চির নির্দ্দিষ্ট! এই সমস্ত দুঃখের পীড়ন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায়ই কেবল জ্ঞান-লাভ। জ্ঞান কিন্তু জীব মাত্রেরই হৃদয়ে চির বিদ্যমান রহিয়াছে। সপ্তশতী চণ্ডীর মধ্যে স্পষ্ট

শাঙ্করভাষ্যম্।

মোক্ষায়েতি ভগবান্ পদে পদেঽব্রবীদ্বক্ষ্যতি চ, অথ ইদানীং ধ্যানযোগং সম্যগ্দর্শনস্যান্তরঙ্গং বিস্তরেণ বক্ষ্যামীতি তস্য সূত্রস্থানীয়ান্ শ্লোকানুপদিশতি স্ম ভগবান্

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভাবেনেতি ভগবতি পরস্মিন্নীশ্বরে সমর্পিতঃ সর্বেষাং দেহেন্দ্রিয়মনসাং ভাব

স্বামিকৃতটীকা।

স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণমিত্যাদিষু যোগী মোক্ষমবাপ্নোতীত্যুক্তং তমেব যোগং সংক্ষেপেণাহ স্পর্শানিতি দ্বাভ্যাং। বাহ্যাএব স্পর্শারূপরসাদয়ো বিষয়াশ্চিন্তিতাঃ সন্তোঽন্তঃ প্রবিশন্তি তাংস্তচ্চিন্তাত্যাগেন বহিরেব কৃত্বা চক্ষুর্ভ্রুবোরন্তরে ভ্রূমধ্য এব

আভাস।

প্রকাশ আছে যে,"জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তো বিষয়-গোচরে" সুখদুঃখাদি বিষয়ের জ্ঞান জন্তু মাত্রেরই হৃদয়ে চির বিদ্যমান রহিয়াছে। তাদৃশ বিষয়-জ্ঞানের আশ্রয়ে মানব কখন মুক্তি লাভে অধিকারী হয় না। মুক্তি লাভের জ্ঞানই আত্মসাক্ষাৎকার। শ্রুতিতে উক্ত আছে; এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ। ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥ বহির্জগতের প্রতীতি মাত্রে আমাদের জ্ঞানযত্ন সার্থক হয় না। অন্তর্জগতের সুস্পষ্ট প্রতীতি করিয়া, স্বয়ং প্রতীতি কর্ত্তা আত্মাকে জ্ঞেয় পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্-ভাবে প্রতীতি করাকেই আত্ম-সাক্ষাৎকার নামে অভিহিত করা হয়। আবার স্বীয় দেহের অভ্যন্তরে আত্মস্বরূপের প্রতীতি করিবার অনুপাতে এই দৃশ্য জগৎ এবং জাগতিক প্রত্যেক পদার্থের অন্তরে এবং বাহিরে সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বসাক্ষী প্রতীতি মূর্ত্তিতে বিদ্যমান নিত্যসিদ্ধ পরমাত্ম স্বরূপ পরমেশের প্রতীতি হইলে, মানব জ্ঞানের পূর্ণতার প্রতীতিতে চরিতার্থতা লাভ করে। এ জ্ঞান কিন্তু নিরবে পাওয়া যায় না। কর্ম্মের প্রয়োজন! সে কর্ম্ম কি? তদুত্তরে এই শ্লোকে যোগের পদ্ধতি কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়াছেন।

সুখ-সেব্য ভোগ্য জ্ঞানে যে সকল অকিঞ্চিৎকর বাহ্যিক বিষয়কে মানব স্বীয় হৃদয়-মন্দিরে যত্ন পূর্ব্বক স্থান দিয়া থাকেন, পরিণামে অনন্ত পরিতাপ তাহারাই প্রদান করিয়া থাকে; কারণ তাহাদেরই প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির দ্বারা প্রীতি ও অপ্রীতির অনুরোধে জীবকে নিতান্তই চিন্তিত থাকিতে হয়। কিন্তু মানবের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, সৃষ্টিকর্ত্তা যাহাদিগকে প্রীতির অতি সূক্ষ্ম ও পবিত্র স্তর হইতে নিষ্কাশিত

শাঙ্করভাষ্যম্।

বাসুদেবঃ স্পর্শানিতি। স্পর্শান্ শব্দাদীন্ কৃত্বা বহির্বাহ্যান্ শ্রোত্রাদিদ্বারেণান্তর্বুদ্ধৌ প্রবেশিতাঃ শব্দাদয়ো বিষয়া স্তানচিন্তয়তঃ শব্দাদয়ো বাহ্যা বহিরেব কৃতা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শ্চেষ্টাবিশেষো ন কচিদপি বহিস্তেষাং ব্যাপারস্তেনেত্যর্থঃ। কর্মযোগস্ত তৎফলস্য

স্বামিকৃতটীকা।

কৃত্বা অত্যন্তং নেত্রয়োর্নিমীলনে নিদ্রয়া মনো লীয়তে উন্মীলনে চ বহিঃ প্রসরতি তদুভয়দোষপরিহারার্থমর্দ্ধনিমীলনেন ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিং নিধায়েত্যর্থঃ, উচ্ছ্বাস-নিশ্বাস-রূপেণ নাসিকয়োরভ্যন্তরে চরন্তৌ প্রাণাপানাকৃত্বা কুম্ভকং কৃত্বেত্যর্থঃ। যদ্বা

আভাস।

করত, স্থূল বেশে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়াছেন, মানব কোন্ বিবেচনায় সেই স্থূল ভাবাপন্ন বিষয়-সমূহকে লইয়া, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরম কারুণিক পরমেশের আসনে অকুতোভয়ে বসিবার আসন প্রদান করিয়াছেন! অট্টালিকার প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে জননীর আসনে দাসীকে উপবেশন করাইলে যেমন হতশ্রীঃ হইতে হয়, সেইরূপ বিষয়-চিন্তায় সতত উদ্বিগ্নচিত্ত মানবের অন্তরাকাশ অন্তর্য্যামীর অদর্শনে চিরদুঃখিত হইয়া সংসার-তরঙ্গ ভোগ করিয়া থাকে। অতএব শান্তি লাভের প্রথম উপায়ই অশান্ত বাহিক বিষয় সমূহকে অন্তরের অন্তরে অর্থাৎ বাহিরে রাখাই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে অন্তর্য্যামী আপনা হইতে হৃদয়ের অভ্যন্তরে নিজের আসন আপনিই গ্রহণ করেন। কিন্তু তুচ্ছ বিষয়-জঞ্জাল বহুকাল হইতে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময় সুখপ্রদ মণিমণ্ডপ রত্নবেদীতে সুখে বাস করায়, সহজে বিতাড়িত হইতে চাহে না। তাহারা বলপূর্ব্বক পুনঃ প্রবেশের চেষ্টা করে। সুতরাং বিষয়ের অনিত্যতা ও দুঃখময় ভাব সমূহকে নিজ হৃদয়ে নিরন্তর আলোচনা করত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলে, আর বিষয়ের অভিমুখে চিত্ত ধাবিত হইবে না। অকিঞ্চিৎকর ও দুঃখময় ভাবের আলোচনা করিতে পারিলে, বিষয়ও লজ্জায় তৎসমীপে অগ্রসর হইতে সাহস করে না। চিত্ত-নিরোধের প্রধান উপায়ই যোগানুশীলন, যাহা প্রাণায়ামাদির দ্বারা সহজে সম্পন্ন হয়। এই সময় প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণবায়ুর গতিকে শিথিল করিতে পারিলে, মনকেও স্থির করা যায়। সাধারণত নিঃশ্বাস যতই দ্রুত পতিত হয়, মনও ততই চঞ্চল হয়; এবং কোন একটী বিষয় বা ভাবের

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।

অন্বয়ঃ।

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ যতানি ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ চ যস্য সঃ তাদৃশঃ মুনিঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভবন্তি তানেবং বহিঃ কৃত্বা চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ কৃত্বেত্যনুষজ্যতে তথা প্রাণাপানৌ নাসাভ্যন্তরচারিণৌ সমৌ কৃত্বা ॥ ২৭ ॥

যতেন্দ্রিয় ইতি। যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্যতানি সংযতানি ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিশ্চ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

চাভিধানান ন্তরমিত্যথশব্দার্থঃ। স্বতো বাহ্যানাং বিষয়াণাং কুতো বহিষ্করণমিত্যাশঙ্ক্যাহ শ্রোত্রাদীতি। তেষাং বহিষ্করণং কীদৃগিত্যাশঙ্ক্যাহ তামিতি ॥ ২৭ ॥

বিষয়প্রাবণ্যং পরিত্যজ্য চক্ষুরপি ভ্রুবোর্মধ্যে বিক্ষেপপরিহারার্থং কৃত্বা প্রাণা-

স্বামিকৃতটীকা।

প্রাণোঽয়ং যথা ন বূর্দ্ধাধোগতিরোধেন সমৌ বহি র্নির্যাতি যথা বাঽপানোঽন্তর্ন প্রবিশতি কিন্তু নাসামধ্যএব যাবপি যথা চরতস্তথা মন্দাভ্যামুচ্ছ্বাসনিশ্বাসাভ্যাং সমৌ কৃত্বেতি ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বপ্রকার কামনাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল মুক্তি লাভের

আভাস

আশ্রয়ে মনকে নিশ্চলভাবে নিমগ্ন করিতে পারিলে, প্রাণের গতি আপনা হইতে স্থির ধীর ও নিবৃত্ত হইয়া আসে। এই প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণে সাধক হৃদয়ে চিন্তার নিবৃত্তিতে যদি শ্বাস প্রশ্বাসের গতি কমিয়া আসে, তাহা হইলে প্রাণায়ামের আশ্রয়ে প্রাণের গতিও কমাইতে বা নিরুদ্ধ করিতে পারিবেন, এবং চিত্তের চিন্তা-স্রোতকেও নিবৃত্ত করা সুগম হয়। এই উপলক্ষে মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগসূত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যে, চিত্তের একাগ্রতার দ্বারা যোগী হইতে হইলে অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। সেই অষ্ট অঙ্গের উল্লেখ স্থলে সূত্র করিয়াছেন "যম-নিয়মাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি"। এই সূত্রে তিনি যম, নিয়ম ও আসনের পরই প্রাণায়ামকে চতুর্থ স্থান প্রদান করিয়াছেন। এই প্রাণায়ামকে অভ্যাস করাই প্রকৃত কর্ম্ম-যোগ। সুতরাং কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানে চিত্তের চাঞ্চল্য বিনিবৃত্ত হইলে, চিত্তমধ্যে আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার আপনা হইতেই হয় ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, ভূতিকামী ব্যক্তিমাত্রেরই কাম এবং ক্রোধকে

বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্তএব সঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়।

মননশীলঃ মোক্ষপরায়ণঃ, বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ বিগতাঃ ইচ্ছাভয়ক্রোধাঃ যস্য সঃ সদা মুক্তঃ এব ॥ ২৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যস্য স যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি র্মননাৎ মুনিঃ সংন্যাসী মোক্ষপরায়ণঃ এবং দেহসংস্থানো মোক্ষপরায়ণো মোক্ষএব পরময়নং পরা গতি র্যস্য সোঽয়ং মোক্ষপরায়ণো মুনি-র্ভবেৎ, বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধ ইচ্ছা চ ভয়ঞ্চ ক্রোধশ্চ ইচ্ছাভয়ক্রোধাস্তে বিগতা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পানৌ নাসাভ্যন্তরচরণশীলৌ সমৌ ন্যূনাধিকবর্জ্জিতৌ কুম্ভকেন নিরুদ্ধৌ কৃত্বা করণানি সর্ব্বাণ্যেবং সংযম্য প্রাণায়ামপরো ভূত্বা কিং কুর্য্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ যতেন্দ্রিয়েতি। ইন্দ্রিয়সংযমং কৃত্বা মোক্ষমেবাপেক্ষমাণো মননশীলঃ স্যাদিত্যর্থঃ। জ্ঞানাতিশয়নিষ্ঠস্য সর্ব্বদেচ্ছাদিশূন্যস্য সংন্যাসিনো মুক্তেরনায়াস-সিদ্ধত্বান্ন তস্য কিঞ্চি-

স্বামিকৃতটীকা।

যত ইতি। অনেনোপায়েন যতাঃ সংযতা ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়ো যস্য, মোক্ষএব পরময়নং প্রাপ্যং যস্য, অতএব বিগতা ইচ্ছাভয়ক্রোধা যস্য এবংভূতো যো মুনিঃ স সদা জীবন্নপি মুক্ত এবেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

অভিপ্রায়ে যে ব্যক্তি উত্তরোত্তর ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার এবং বুদ্ধিকে সংযত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই ভোগের ইচ্ছা, তজ্জনিত ক্রোধকে পরাজয় করত সংসারে সদা মুক্তের ন্যায় পরিচিত হইয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

আভাস।

বশীভূত করা একান্ত প্রয়োজন। পরশ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, কাম বা ক্রোধকে বশীভূত করিতে পারিলেও পূর্ব্বে অর্থাৎ কাম বা ক্রোধের বশীভূত থাকা কালে যে সকল পার্থিব বিষয়কে একান্ত প্রিয় বা সেব্য বলিয়া হৃদয়ে স্থান দেওয়া হইয়াছিল, একে একে সে গুলিকে হেয় ও দুঃখপ্রদ জ্ঞানে হৃদয় হইতে বাহিরে বিসর্জ্জন দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন; তাহারা যেন কণাকালের জন্যও চিত্তকে চিন্তিত করিতে না পারে, এরূপ ভাবে সে গুলিকে বিস্মৃত হওয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। চিন্তনীয় সূক্ষ্ম বিষয়-জাল চিত্ত হইতে বিদূরিত হইলে,

ভোক্তারং যজ্ঞ-তপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।

অন্বয়ঃ।

যজ্ঞতপসাং (যজ্ঞানাং তপসাং চ) ভোক্তারং ফলদাতারং সর্ব্বলোক-মহেশ্বরং

শাঙ্করভাষ্যম্।

যস্মাৎ স বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ য এবং বর্ত্ততে সদা সংন্যাসী মুক্তএব সন্ তস্য মোক্ষেংন্যঃ কর্ত্তব্যো নাস্তি॥ ২৮॥

এবং সমাহিতচিত্তেন কিং বিজ্ঞেয়মিতি চোদ্যতে ভোক্তারমিতি। ভোক্তারং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

দপি কর্ত্তব্যমস্তীত্যাহ বিগতেতি। পূর্ব্বার্দ্ধাক্ষরাণি ব্যাকরোতি যতেত্যাদিনা। দ্বিতীয়ার্দ্ধাক্ষরাণি ব্যাচষ্টে বিগতেত্যাদিনা॥ ২৮॥

অধিকারিণো যথোক্তস্য কর্ত্তব্যাভাবে জ্ঞাতব্যমপি নাস্তীত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি

তাদৃশ কর্ম্মযোগী পুরুষ চিত্তকে সমাহিত করিয়া আত্ম সাক্ষাৎকারে যখন অধিকারী হইবেন, তখন তাঁহার স্বীয় আত্মার অনুপাতে

আভাস।

বিষয়-হীন অনুভূতি মাত্র অন্তরে যখন নিত্য জাগরূক থাকিবে, তখনই মানব সংসার জ্বালা হইতে অব্যাহতি লাভে হৃদয়ের অন্তর্য্যামীর অভিমুখে ধাবিত হইবার উদ্যোগ করে। তখন কি যেন অপূর্ব্ব মধুর ভাবের সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শন লাভ হইল মনে করিয়া, অপূর্ব্ব উৎসাহের সহিত চিত্ত তৎপ্রতি ধাবিত হয়। তখন তাঁহার রাগ দ্বেষ ইচ্ছা ভয় বা ক্রোধাদি রিপুকুলের সহিত সাক্ষাৎকার হয় না; এবং তিনি নিত্য মুক্ত বলিয়া পরিগণিত হন॥ ২৮॥

এই রূপ যোগানুষ্ঠানে চিত্তের বিশুদ্ধি নিবন্ধন স্বকীয় সর্ব্বাবভাসক জ্ঞান-মূর্ত্তির সন্দর্শন লাভ করিলেই কি মানব মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তাহা হয় না। আরও কিছু বাকী থাকে। কারণ জীব ত স্বাধীন নহে; সে পরাধীন! যিনি তাহাকে ভোক্তা জীবরূপে সৃজন করিয়াছেন; এবং তাহার বুঝিবার উপকরণ দেহ ইন্দ্রিয়গ্রাম এবং মন বুদ্ধি অহঙ্কার এবং চিত্ত পর্য্যন্ত গঠন করিয়া এই অসীম অনন্ত এবং বিচিত্র ভোগ্যকে ভোগার্থ প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাকেও তাহার জানা প্রয়োজন। কারণ অগ্নি যেমন স্বীয় দাহ্য বস্তুর অভাবে আপনাতে আপনি বিলীন ও নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, সেইরূপ সাধকের জ্ঞান জ্ঞেয়ের অভাবে আপন অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিত। অবশ্য সাংসা-

সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-
বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সম্বাদে সন্ন্যাসযোগো নাম
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ।

(সর্ব্বেষাং লোকানাং-মহেশ্বরং) তথা সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং নিরপেক্ষ্যোপকারিণং মাং জ্ঞাত্বা শান্তিং ঋচ্ছতি গচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃতান্বয়ে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যজ্ঞানাং তপসাঞ্চ কর্ত্তৃরূপেণ দেবতারূপেণ চ যস্তং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং সর্ব্বেষাং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

এবমিত্যাদিনা। প্রসিদ্ধং ভোক্তারং ব্যবচ্ছিনত্তি সর্ব্বলোকেতি। ততো হস্ত বন্ধবিপর্য্যয়াবিতি ন্যায়েন সর্ব্বফলদাতৃত্বং দর্শয়তি সুহৃদমিতি। উক্তেশ্বরজ্ঞানে ফলং কথয়তি জ্ঞাত্বেতি। যজ্ঞেষু তপঃসু চ দ্বিধা ভোক্তৃত্বং ব্যনক্তি কর্ত্তৃরূপেণেতি।

স্বামিকৃতটীকা।

নম্বেবমিন্দ্রিয়াদিসংযমমাত্রেণ কথং মুক্তিঃ স্যান্ন ভাবন্মাত্রেণ কিন্তু জ্ঞানদ্বারেণে-ত্যাহ ভোক্তারমিতি। যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব মম ভক্তৈঃ সমর্পিতানাং যদৃচ্ছয়া

এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বনিয়ন্তা মহান্ ঈশ্বর সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা, ও তপস্যার ফলদাতা এবং জীবসমূহের পরম সুহৃদ্ মদীয় পরমাত্ম-ভাবের অবধারণে শান্তিলাভ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই ॥ ২৯ ॥

ইতি—শ্রীখগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রিকৃত পঞ্চমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

আভাস।

ব্রিক অনিত্য সুখদুঃখাদির চিন্তার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া, যে জ্ঞান রশ্মির দ্বারা তিনি জগৎকে চিনিয়াছিলেন, সেই স্বীয় জ্ঞান বা আত্মস্বরূপকে অবধারণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান-স্বরূপ বুঝাভাবকে চিরকালের জন্য অক্ষুণ্ণ ভাবে বিদ্যমান রাখিবার জন্য, একটী অক্ষুণ্ণ চির-বিদ্যমান ভাবকে আপন বিষয়রূপে অবলম্বন করা চাই। সে ভাবটীই প্রকৃত তত্ত্ব। যাহা শাস্ত্রে ব্র

শাঙ্করভাষ্যম্।

লোকানাং মহান্তং ঈশ্বরং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং প্রত্যুপকারনিরপেক্ষতয়োপকারিণং সর্ব্বভূতানাং হৃদয়েশয়ং সর্ব্বকর্ম্মফলাধ্যক্ষং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

হিরণ্যগর্ভাদিব্যবচ্ছেদার্থং বিশিনষ্টি মহান্তমিতি। স্বপরিকরোপকারিণং রাজানং ব্যাবর্ত্তয়তি প্রত্যুপকারেতি। ঈশ্বরস্য তাটস্থ্যং ব্যুদস্যতি সর্ব্বভূতানামিতি। তর্হি তত্র তত্র ব্যবস্থিতকর্ম্মতৎফলসংসর্গিত্বং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বকর্ম্মেতি। ন চ তস্য বুদ্ধিতদ্বৃত্তিসম্বন্ধোঽপি বস্তুতোঽস্তীত্যাহ সর্ব্বপ্রত্যয়েতি। যথোক্তেশ্বরপরি-

স্বামিকৃতটীকা।

ভোক্তারং পালকমিতি বা সর্ব্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং নিরপেক্ষ্যোপকারিণমন্তর্যামিণং মাং জ্ঞাত্বা মৎপ্রসাদেন শান্তিং মোক্ষমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি।

বিকল্পশঙ্কাপোহেন যেনৈবং যোগসাংখ্যয়োঃ।
সমুচ্চয়ঃ ক্রমেণোক্তঃ সর্ব্বজ্ঞং নৌমি তং গুরুং॥ ২৯॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

আভাস।

যোগীর হৃদয়ে "ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে"। অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্মই পরমাত্মা এবং ভগবান্ নামে অভিহিত হইয়াছেন। অর্থাৎ যিনি নিজশক্তি বলে যাবতীয় যজ্ঞ ও তপস্যার ফলদাতা, ব্রহ্মাদি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বিধাতৃগণেরও বিধানকর্ত্তা, যাবতীয় জীব-জগতের পরমোপকারী হিতসাধক পরমবন্ধু প্রেমের আধার এবং আনন্দের চির আগার, তাঁহাকে মুক্ত পুরুষগণের আশ্রয় করা একান্ত প্রয়োজন। তাঁহাকে অবলম্বন করিলে, মুক্ত পুরুষ চির আনন্দে নির্বৃত থাকিতে পারেন। সেই পরমেশ্বরেরই ভাবে এই সংসারিক যাবতীয় আনন্দ নির্ব্বাধে চির বিদ্যমান রহিয়াছে; কখন তাহার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে না। সুতরাং সাংসারিক সুখ-ভোগের লালসা বা তাহার অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি পূর্ণ পরমানন্দ-স্বরূপের অবভাসন-কালে আর হৃদয়ে অর্থাৎ অনুভূতির মধ্যে স্থান পায় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভক্ত অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে অর্জ্জুন। এই সংসার-জ্বালা হইতে নির্ম্মুক্ত স্বাধীন হৃদয়ে যে, পরমেশের চিদানন্দ বিগ্রহের সন্দর্শন, তাহাই মানবের স্বরূপের প্রতীতি। যে দেহ তুমি এখন আমার বলিয়া অবলোকন করিতেছ। ইহা কেবল লোক-সংগ্রহার্থ আমি

শাঙ্করভাষ্যম্।

সর্ব্বপ্রত্যয়সাক্ষিণং মাং নারায়ণং জ্ঞাত্বা শান্তিং সর্ব্বসংসারোপরতিমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

জ্ঞানফলমভিদধাতি মাং নারায়ণমিতি। তদেবং কর্ম্মযোগস্তাম্মুখ্যসংন্যাসাপেক্ষয়া প্রশস্তত্বেঽপি ততো মুখ্য-সংন্যাসস্যাধিক্যাত্তদ্বতো বুদ্ধিশুদ্ধ্যাদিযুক্তস্য কামক্রোধোদ্ভবং বেগমিহৈব সোঢ়ুং শক্তস্য শমদমাদিমতো যোগাধিকৃতস্য ত্বংপদার্থাভিজ্ঞস্য পরমাত্মানং প্রত্যক্ত্বেন জানতো মুক্তিরিতি সিদ্ধং ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দগিরিকৃতটীকায়াং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

আভাস।

ভাবে ধারণ করিয়াছি মাত্র! "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনম্" আমারও এই মূর্ত্তি কেবল তোমাদের ন্যায় সাধকের উপকারার্থ তোমাদের কল্পনা অনুসারে আমি পরিগ্রহ করিয়াছি মাত্র। ইহা আমার পারমার্থিক বিগ্রহ নহে। সর্ব্বপ্রকার বৃত্তিশূন্য নির্ম্মল চিত্তে আমার পারমার্থিক স্বরূপ লাভে বা অবধারণে তুমি চিরনির্বৃতি লাভ করিবে! এক্ষণে কর্ম্মভূমে কর্ম্মময় ভোগায়তন দেহ পরিগ্রহে যখন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, তখন কর্ম্মের দ্বারা তাহার ক্ষয় করিয়া চিত্তকে নিরাময় কর! এক্ষণে কর্ম্ম করিব না বলিয়া, অবসন্নের ন্যায় অবস্থান করিলে, কর্ম্মের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবে না। "ভাবিতে উচিত ছিল, প্রতিজ্ঞা যখন"; যে জাতীয় সংকল্পের বশবর্ত্তী হইয়া এই ভোগ-ভূমে অবতীর্ণ হইয়াছ, তাহার ব্যবস্থা তোমাকেই করিতে হইবে। তবে আর নূতন সংকল্প করিও না! চিত্তকে নিরাময় কর! আমাকে পাইয়া চির শান্তি অনুভব করিবে।

অহো! এই ধরণী অপেক্ষা সূর্য্যমণ্ডল কত বৃহৎ! এবং প্রত্যেক পদার্থ হইতে কত স্বচ্ছ! তথাপি হস্ত পরিমিত চতুষ্কোণ বা গোলাকার নির্ম্মল দর্পণে সূর্য্য যেমন দর্পণের অনুপাতে স্বীয় কলেবরের সঙ্কোচন করত স্ববিম্ব সমর্পণ করেন, পরমাত্মা ভক্তযোগীর নির্ম্মল চিত্তে সেইরূপ স্বীয় অমীয়পূর্ণ অনন্ত আত্মবিম্ব প্রতিবিম্বিত করিয়া থাকেন। সকল অভাবের পূরণে যোগী কৃতার্থ ও নির্ব্বিঘ্ন হয়, সন্দেহ নাই ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীখগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রিকৃত পঞ্চম অধ্যায়ের আভাস সমাপ্ত ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ—অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।

কর্ম্মফলং (কর্ম্মণঃ ফলং) অনাশ্রিতঃ অনপেক্ষমাণঃ সন্ যঃ জনঃ কার্য্যং বিহিতং কর্ম্ম করোতি সঃ এব সন্ন্যাসী যোগী চ ন তু নিরগ্নিঃ ন কাম্য-কর্ম্ম-ত্যাগী নাপি অক্রিয়ঃ ক্রিয়াত্যাগী ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অতীতানন্তরাধ্যায়ান্তে ধ্যানযোগস্য সম্যগ্দর্শনং প্রত্যন্তরঙ্গস্য সূত্রভূতাঃ শ্লোকাঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ধ্যানযোগপ্রস্তাবানন্তরং তদ্যোগ্যতাহেতুকর্ম্মণঃ স্তুতিং ভগবানুক্তবানিত্যাহ শ্রীভগবানিতি। পূর্ব্বোত্তরাধ্যায়য়োঃ সঙ্গতিমভিদধানো বৃত্তমনূদ্যাধ্যায়ান্তরমব-

---

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন দেখ অর্জ্জুন! জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ এবং দেবায়তনাদির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বেদোক্ত কর্ম্ম না করিয়া নিশ্চিন্তের ন্যায় উপবিষ্ট থাকিলেই যে সন্ন্যাসী হওয়া যায় তাহা নহে, বরং কর্ম্মফলের প্রতি দৃষ্টি বা প্রত্যাশা না রাখিয়া যিনি-বনাশ্রমোচিত অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকেই প্রকৃত সন্ন্যাসী বা যোগী নামে অভিহিত করা যায়। ১ ॥

আভাস।

যোগসূত্রং ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ পঞ্চমান্তে যদীরিতং।
ষষ্ঠ আরভ্যতেঽধ্যায় স্তদ্ব্যাখ্যানায় বিস্তরাৎ ॥

পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে স্পর্শান্ কৃত্বা বহিঃ ইত্যাদি তিনটী শ্লোকের সন্নিবেশে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগানুষ্ঠানের সূত্রপাত মাত্র করিয়াছেন। ষষ্ঠাধ্যায়ে যোগানু-

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহিরিত্যাদয় উপদিষ্টা স্তেষাং বৃত্তিস্থানীয়োঽয়ং ষষ্ঠোঽধ্যায় আরভ্যতে। অত্র ধ্যানযোগস্য বহিরঙ্গং কর্ম্মেতি যাবদ্ধ্যান-যোগারোহণাসমর্থ স্তাবদ্ গৃহস্থেনাধিকৃতেন কর্ত্তব্যং কর্ম্মেতি অত স্তৎ স্তৌতি অনাশ্রিত ইতি। ননু কিমর্থং ধ্যানযোগারোহণ-সীমাকরণং যাবতানুষ্ঠেয়মেব বিহিতং কর্ম্ম যাবজ্জীবং, ন,

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তারয়তি অতীতেতি। সম্যগ্ দর্শনপ্রকরণে ধ্যানযোগস্য প্রসঙ্গাভাবং মন্যতি সম্যগিতি। সংগ্রহবিবরণয়ো রতীতানন্তরাধ্যায়য়োর্যুক্তং হেতুহেতুমত্ত্বমিতি ভাবঃ। অধ্যায়সম্বন্ধমভিধায়ানাশ্রিতঃ কর্ম্মফলমিত্যাদিশ্লোকদ্বয়স্য তাৎপর্য্যমাহ তত্রেতি। কর্ম্মযোগস্য সন্ন্যাসহেতো র্মর্য্যাদাং দর্শয়িতুং সাঙ্গঞ্চ যোগং বিচারয়িতুমধ্যায়ে প্রবৃত্তে সতীতি সপ্তম্যর্থঃ। সংন্যাসিনা কর্ত্তব্যং কর্ম্মেত্যেবং প্রতিভাসং ব্যুদস্যতি গৃহস্থেনেতি। কর্ত্তব্যত্বং স্তুতিযোগ্যত্বমতঃশব্দার্থঃ। সমুচ্চয়বাদী সীমাকরণমাক্ষিপতি নম্বিতি। যাবজ্জীবশ্রুতিবশাৎ ধ্যানারোহণসামর্থ্যে সত্যপি কর্ম্মানুষ্ঠানস্য

স্বামিকৃতটীকা।

চিত্তে শুদ্ধেঽপি ন ধ্যানং বিনা সংন্যাসমাত্রতঃ। মুক্তিঃ স্যাদিতি ষষ্ঠেঽস্মিন্ ধ্যানযোগো বিতন্যতে। পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে সংক্ষেপেণোক্তং যোগং প্রপঞ্চয়িতুং ষষ্ঠাধ্যায়ারম্ভ স্তত্র তাবৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যেত্যারভ্য সংন্যাসপূর্ব্বিকায়া জ্ঞাননিষ্ঠায়া স্তাৎপর্য্যেণাভিধানাদ্ দুঃখরূপত্বাচ্চ কর্ম্মণঃ সহসা সংন্যাসাতিপ্রসঙ্গং প্রাপ্তং বারয়িতুং সংন্যাসাদপি শ্রেষ্ঠত্বেন কর্ম্মযোগং স্তৌতি অনাশ্রিত ইতি দ্বাভ্যাং। কর্ম্মফলমনাশ্রিতোঽনপেক্ষমাণঃ সন্নবশ্যং কার্য্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম যঃ করোতি সএব সন্ন্যাসী যোগী চ, ন তু নিরগ্নিরগ্নিসাধ্যেষ্ট্যাখ্যকর্ম্মত্যাগী, ন চাক্রিয়োঽনগ্নিসাধ্যপূর্ত্তাখ্য-কর্ম্মত্যাগী চ ॥ ১ ॥

আভাস।

ষ্টানের পদ্ধতির অনুসরণে সম্পূর্ণ আত্মসাক্ষাৎকারেরই উপায় প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে কর্ম্মের অপেক্ষা সন্ন্যাসের প্রশংসা, অথচ কর্ম্ম না করিলে, সন্ন্যাসী হওয়া যায় না; ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা যেন ঘোর বিষমবাদেরই সৃষ্টি হইয়াছে, ইত্যাদি অর্জ্জুন যে মনে করিয়াছিলেন তাহারই মীমাংসার অভিপ্রায়ে এই ষষ্ঠ অধ্যায়ের আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগ এই উভয়কে এক দৃষ্টিতে দর্শন করিবার উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ প্রদান করিয়াছেন বটে, কিন্তু জ্ঞানের উদয় হইলে, আর কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন হয় না। কর্ম্ম করিলে পুণ্য,

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে ইতি বিশেষণাদারূঢ়স্য চ শমএবেত্যস্য সম্বন্ধ-করণাদারুরুক্ষো রারূঢ়স্য চ শমঃ কর্ম চোভয়ং কর্ত্তব্যত্বেনাভিপ্রেতঞ্চেৎ তাহদারুরুক্ষোরারূঢ়স্যেতি শমকর্ম্মবিষয়ভেদেন বিশেষণং বিভাগ-করণঞ্চানর্থকং স্যাৎ, তত্রাশ্রমিণাং কশ্চিৎ যোগমারুরুক্ষু র্ভবত্যারূঢ়শ্চ কশ্চিদন্যে নারুরুক্ষবো ন চারূঢ়া স্তানপেক্ষ্যারুরুক্ষোরারূঢ়স্য চেতি বিশেষণং বিভাগকরণঞ্চ উপপদ্যত এবেতি চেন্ন তস্যৈবেতি বচনাৎ পুনর্যোগগ্রহণাচ্চ যোগারূঢ়স্যেতি য আসীৎ পূর্ব্বং যোগমারুরুক্ষু স্তস্যৈবারূঢ়স্য শমএব কর্ত্তব্যঃ কারণং যোগফলং প্রত্যুচ্যত ইত্যতো ন যাবজ্জীবং কর্ত্তব্যত্বপ্রাপ্তিঃ কস্যচিদপি কর্ম্মণঃ, যোগবিভ্রষ্টবচনাচ্চ,

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

দুর্ব্বারত্বাদিতি হেতুমাহ, যাবতেতি। ভার্য্যাবিয়োগাদিপ্রতিবন্ধাদ্‌যাবজ্জীবশ্রুতি-চোদিতকর্ম্মানুষ্ঠানবৎ বৈরাগ্যপ্রতিবন্ধাদপি তদনুষ্ঠান-সম্ভবাদ্ ভগবতো বিশেষ্য বচনাচ্চ ন যাবজ্জীবং কর্ম্মানুষ্ঠান-প্রসক্তিরিতি পরিহরতি। নারুরুক্ষোরিতি। উক্তমেবার্থং ব্যতিরেকদ্বারেণ বিবৃণোতি আরুরুক্ষোরিত্যাদিনা। আরোঢুমিচ্ছ-তীতি আরুরুক্ষুরিত্যত্র আরোহণেচ্ছাবিশেষণমারোহণং কৃতবানিত্যারূঢ় ইত্যত্র পুনরিচ্ছাবিষয়ভূতমারোহণং বিশেষণমেবং শমকর্ম্মবিষয়য়োর্ভেদেন বিশেষণং মর্য্যাদা করণানঙ্গীকরণে বিরুদ্ধমাপদ্যেত, তয়োরেবং বিভাগকরণঞ্চ ভাগবতং সীমানঙ্গী-কারে ন যুজ্যেতেত্যর্থঃ।

বিশেষণ-বিভাগ করণয়োরন্যথোপপত্তিমাশঙ্কতে তত্রেতি। ব্যবহারভূমিঃ সপ্ত-ম্যর্থঃ, ষষ্ঠী নির্দ্ধারণে। ভবত্বধিকারিণাং ত্রৈবিধ্যং তথাপি প্রকৃতে বিশেষণাদৌ কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্য তৃতীয়াপেক্ষয়া তদুপপত্তিরিত্যাহ তানপেক্ষ্যেতি। আরুরু-

আভাস ।

বা পাপ উভয়ের মধ্যে যে কোনটীর সংগ্রহ হয়, বা উভয়টীরই সংগ্রহ হয় ; ভোগার্থ পুনর্জ্জন্ম অনিবার্য্য। অতএব গুরুমুখে বা শাস্ত্রাদিতে আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ শ্রবণ বা অবধারণ করিলেই মানব যদি কৃতার্থ হইতে পারিত, তাহা হইলে সম্পূর্ণ বেদবোধিত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদাসীন হইয়া, সন্ন্যাসীর ব্রত অবলম্বনই শ্রেয়ঃ বলিয়া স্বীকার করিতে হইত।

কিন্তু সন্ন্যাসী হওয়া সহজ নহে; অনেক পরিশ্রমে সন্ন্যাসী হওয়া যায়! সাধারণে মনে করেন যে বেশভূষাদি পরিত্যাগে পথিকের ন্যায় পথে পথে বিচরণ করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় ; কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গ

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

গৃহস্থস্য চেৎ কর্ম্মিণো যোগো বিহিতঃ ষষ্ঠেঽধ্যায়ে স যোগবিভ্রষ্টোঽপি কর্ম্মগতিং কর্ম্মফলং প্রাপ্নোতীতি তস্য নাশাশঙ্কানুপপন্না স্যাদবশ্যং হি কৃতং কর্ম্ম কাম্যং নিত্যং বা মোক্ষস্য নিত্যত্বাদনারভ্যত্বেঽপি স্বং ফলমারভত এব নিত্যস্য চ কর্ম্মণো বেদপ্রমাণাববুদ্ধত্বাৎ ফলেন ভবিতব্যমিত্যবোচাম অন্যথা বেদস্যানর্থক্যপ্রসঙ্গাদিতি, ন চ কর্ম্মণি সত্যুভয়বিভ্রষ্টবচনমর্থবৎ কর্ম্মিণো বিভ্রংশকারণানুপপত্তেঃ, কর্ম্ম কৃতমীশ্বরে সংন্যস্যেত্যতঃ কর্ত্তরি কর্ম্মফলং নারভত ইতি চেন্নেশ্বরে সংন্যাসস্যাধিকতর-ফলহেতুত্বোপপত্তের্মোক্ষায়ৈবেতি চেৎ স্বকর্ম্মণাং কৃতানামীশ্বরে ন্যাসো মোক্ষায়ৈব ন ফলান্তরায়, যোগসহিতঃ যোগাচ্চ বিভ্রষ্ট ইত্যত স্তং প্রতি নাশাশঙ্কা,

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

ক্ষোরারূঢ়স্য চ ভেদে তস্যৈবেতি প্রকৃতপরামর্শানুপপত্তিরিতি দূষয়তি ন তস্যেতি । যস্তাবদারুরুক্ষুং পুরুষমপেক্ষ্য আরুরুক্ষোরিতি বিশেষণং তস্য চ কর্ম্মারোহণকারণমনারূঢ়ঞ্চ পুরুষমপেক্ষ্যারূঢ়স্যেতি বিশেষণং তস্য চ শমঃ সংন্যাসো যোগফলপ্রাপ্তৌ কারণমিতি বিশেষণবিভাগকরণয়োরুপপত্তিস্তদারুরুক্ষোরারূঢ়স্য চ ভিন্নত্বাৎ প্রকৃতপরামর্শিনঃ তচ্ছব্দস্যানুপপত্তে র্ন যুক্তমিত্থং বিশেষণাদ্যুপপাদনমিত্যর্থঃ । কিঞ্চ যোগমারুরুক্ষোস্তদারোহণে কারণং কর্ম্মেত্যুক্ত্বা পুন র্যোগারূঢ়স্যেতি যোগশব্দপ্রয়োগাৎ যো যোগঃ পূর্ব্বমারুরুক্ষুরাসীৎ তস্যৈবাপেক্ষিতং যোগমারূঢ়স্য তৎফলপ্রাপ্তৌ কর্ম্মসংন্যাসঃ শমশব্দবাচ্যো হেতুত্বেন কর্ত্তব্য ইতি বচনাদারুরুক্ষোরারূঢ়স্য চাভিন্নত্বপ্রত্যভিজ্ঞানান্ন তয়োর্ভিন্নত্বং শঙ্কিতুং শক্যমিত্যাহ পুনরিতি । যত্তু যাবজ্জীবশ্রুতিবিরোধাৎ যোগারোহণ-সীমাকরণং কর্ম্মণোঽনুচিতমিতি তত্রাহ উচ্যত ইতি । পূর্ব্বোক্তরীত্যা কর্ম্ম-তত্ত্যাগয়ো র্বিভাগোপপত্তৌ শ্রুতেরন্যবিষয়ত্বাৎ যোগমারূঢ়স্য মুমুক্ষোঃ

আভাস ।

বা নিজের বাসস্থান পরিত্যাগ করা অপেক্ষা, যত্নের সহিত মানসিক জগতকে পরিহারে সন্ন্যাস অবলম্বনই শ্রেয়ঃ । গৈরিক বসন ধারণে ও সন্ন্যাসীর বেশে পরকে ভুলান হয় মাত্র ; নিজের উন্নতি বিন্দুমাত্র তাহাতে ঘটে না ; বরং অবনতি ; কারণ সন্ন্যাসটী অনুষ্ঠেয় নহে ; জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানের ফলই সন্ন্যাস । উক্ত উভয় যোগের অনুষ্ঠান না করিয়া, সন্ন্যাসী সাজিলে বরং পাপিষ্ঠ ও কপটীরই আচরণ করা হয় । এই নিমিত্ত প্রথম শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন যে, চিত্ত হইতে সব প্রকারের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া, নিত্য নৈমিত্তিকাদি

শাঙ্করভাষ্যম্।

ধ্যুক্তেবেতি চেন্নৈকাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহো ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতইতি কর্ম্মসংন্যাসবিধানাৎ, ন চাত্র ধ্যানকালে স্ত্রীসহায়ত্বাশঙ্কা যেনৈকাকিত্বং বিধীয়তে ন চ গৃহস্থস্য নিরাশীরপরিগ্রহ ইত্যাদিবচনমনুকূলং উভয়ভ্রষ্টপ্রশ্নানুপপত্তেশ্চ অনাশ্রিত ইত্যনেন কর্ম্মিণএব সংন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চোক্তং প্রতিষিদ্ধঞ্চ নিরগ্নেরক্রিয়স্য চ সংন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চেতি চেন্ন ধ্যানযোগং প্রতি বহিরঙ্গস্য সতঃ কর্ম্মণঃ ফলাকাঙ্ক্ষা-সংন্যাসস্তুতিপরত্বান্ন কেবলং নিরগ্নিরক্রিয়এব সংন্যাসী যোগী চ কিং তর্হি কর্ম্ম্যপি কর্ম্মফলাসঙ্গং সংন্যস্য কর্ম্মযোগমনুতিষ্ঠন্ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং সংন্যাসী যোগী চ ভবতীতি স্তূয়তে ন চৈকেন বাক্যেন কর্ম্মফলাসঙ্গ-সংন্যাসস্তুতিশ্চতুর্থাশ্রমপ্রতিষে-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

জিজ্ঞাসমানস্য নিত্যনৈমিত্তিক-কর্ম্মস্বপি পরিত্যাগসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। ইতশ্চ যাবজ্জীবং কর্ম্ম কর্ত্তব্যং ন ভবতীত্যাহ যোগেতি। সংন্যাসিনো যোগভ্রষ্টস্য বিনাশশঙ্কাবচনান্ন-যাবজ্জীবং কর্ম্ম কর্ত্তব্যং প্রতিভাতীত্যর্থঃ। নম্ন যোগভ্রষ্ট-শব্দেন গৃহস্থস্যৈবাভিধানাৎ তস্যৈবাস্মিন্নধ্যায়ে যোগবিধানাদ্যোগারোহণযোগ্যত্বে সত্যপি যাবজ্জীবং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি নেত্যাহ গৃহস্থস্যেতি। তেনাপি মুমুক্ষুণা কৃতস্য কর্ম্মণো মোক্ষাতিরিক্তফলানারম্ভকত্বাদ্যোগভ্রষ্টোঽসৌ ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতীতি শঙ্কা সাবকাশেত্যাশঙ্ক্যাহ অবশ্যং হীতি। অপৌরুষেয়ান্নির্দ্দোষাদ্বেদাৎ ফলদায়িনী কর্ম্মণঃ স্বাভাবিকী শক্তিরবগতা ব্রহ্মভাবস্য চ স্বতঃসিদ্ধত্বান্ন কর্ম্মফলত্বমতো মোক্ষাতিরিক্তস্যৈব ফলস্য কর্ম্মারম্ভকমিতি কর্ম্মিণি যোগভ্রষ্টেঽপি কর্ম্মগতিং গচ্ছতীতি নিরবকাশাশঙ্কেত্যর্থঃ।

নম্ন মুমুক্ষুণা কাম্যপ্রতিষিদ্ধয়োরকরণাৎ কৃতয়োশ্চ নিত্যনৈমিত্তিকয়োরফলত্বাৎ কথং তদীয়স্য কর্ম্মণো নিয়মেন ফলারম্ভকত্বং তত্রাহ নিত্যস্য চেতি। চকারেণ

আভাস।

কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যাহারা অস্থির চিত্তকে স্থির করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সন্ন্যাসী ও প্রকৃত যোগী।

দেহের রক্ষা এবং প্রতিপালনোপযোগী ভোগ্য দ্রব্য পরিহারে সন্ন্যাসীর বেশকে সুখ্যাতি না করিয়া, মনের বাসনা-ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলা কর্ত্তব্য। দেহকে সহজে উলঙ্গ করা যায়; কিন্তু মনকে উলঙ্গ করা বিশেষ যোগ্যতার পরিচয়। যে হৃদয়ে কোন অভিসন্ধি বা ভোগের বাসনা থাকে না, সেই প্রকৃত সন্ন্যাসী! এবং ভোগপ্রবণ চিত্তকে যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ এবং নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান

শাঙ্করভাষ্যম্।

ধশ্চোপপদ্যতে, ন চ প্রসিদ্ধং নিরগ্নেরক্রিয়স্য পরমার্থসংন্যাসিনঃ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসযোগশাস্ত্রেষু বিহিতং সংন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চ প্রতিষেধতি ভগবান্ স্ববচনবিরোধাচ্চ, সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য, নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্নাস্তে মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিদ্ অনিকেতঃ স্থিরমতি র্বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ, সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগীতি চ তত্র তত্র ভগবতা স্ববচনানি তদর্শিতানি, তৈ র্বিরুধ্যেত

চতুর্থাশ্রমবিপ্রতিষেধ স্তস্মাৎ মুনে র্যোগমারুরুক্ষোঃ প্রতিপন্ন-গার্হস্থ্যস্যাগ্নিহোত্রাদি-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নৈমিত্তিকং কর্ম্মানুকৃষ্যতে। বেদ-প্রমাণকত্বেঽপি নিত্যনৈমিত্তিকয়োরফলত্বে দোষমাহ অন্যথেতি। কর্ম্মণোঽনুষ্ঠিতস্য ফলারম্ভকত্বধ্রৌব্যাৎ গৃহস্থো যোগভ্রষ্টোঽপি কর্ম্মগতিং গচ্ছতীতি ন তস্য নাশাশঙ্কেতি শেষঃ। ইতোঽপি গৃহস্থো যোগভ্রষ্টশব্দবাচ্যো ন ভবতীত্যাহ ন চেতি। জ্ঞানং কর্ম্মচেত্যুভয়ং ততো বিভ্রষ্টোঽয়ং নশ্যতীতি বচনং গৃহস্থে কর্ম্মণি সতি নার্থবদ্ভবিতুমলং তস্য কর্ম্মনিষ্ঠস্য কর্ম্মণো বিভ্রংশে হেত্বভাবাৎ তৎফলস্যাবশ্যকত্বাদিত্যর্থঃ। কৃতস্য কর্ম্মণো মুমুক্ষুণা ভগবতি সমর্পণাৎ কর্ত্তরি ফলানারম্ভকত্বাদস্তি বিভ্রংশকারণমিতি শঙ্কতে কর্ম্মেতি। রাজা-রাধন-বুদ্ধ্যা ধনধান্যাদি সমর্পণস্যাধিকফলহেতুত্বোপলম্ভাদীশ্বরে সমর্পণং ন ভ্রংশকারণমিতি দূষয়তি নেত্যাদিনা। অধিক-ফলহেতুত্বেঽপি মোক্ষহেতুত্বমিষ্যতামিতি শঙ্কতে মোক্ষায়েতি। তদেব চোদ্যং বিবৃণোতি স্বকর্ম্মণামিতি। সহকারি-সামর্থ্যাৎ তস্য ফলান্তরং প্রত্যুপায়ত্বাসিদ্ধিরিতি হেতুং সূচয়তি যোগেতি। ধ্যানসহিতস্য সংন্যাসস্য মোক্ষোপয়িকত্বে কুতো যোগভ্রষ্টমধিকৃত্য নাশাশঙ্কেত্যাশঙ্ক্যাহ যোগাচ্চেতি। সহকার্য্যভাবে সামগ্র্য-

আভাস।

বলে স্বরূপে নিশ্চল ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার অভ্যাস করেন, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত যোগী। নিরগ্নি এবং পূজাদি ক্রিয়া বর্জ্জিত হইলেই সন্ন্যাসী বা যোগী নহেন। নিরগ্নি শব্দে যাজ্ঞিক হোমাদি কর্ম্মে যিনি উদাসীন তিনি। লৌকিক ব্যবহারে আমরা সাধারণত দেখিতে পাই যে, সন্ন্যাসী হইলে আর অগ্নিস্পর্শ করিতে নাই; সুতরাং তাঁহারা আর নিজে রন্ধনাদি পাক করিয়া ভোজন করেন না; অন্যের পাক করা অন্নাদি ভোজনে জীবন অতিবাহিত করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ আচরণ বরং ভ্রম-মূলক। অগ্নি অর্থাৎ বেদোক্ত যজ্ঞাদি হোমকার্য্যের দ্বারা ধনাদিরপ্রাপ্তি হয়; সুতরাং তাহাতে ভোগ-জনিত সংসার-জ্বালা আনয়ন করে। অতএব কাম্য কর্ম্মের ত্যাগই প্রকৃত নিরগ্নি হওয়া। অতএব বাসনার ত্যাগই প্রকৃত সন্ন্যাস। অক্রিয়

শাঙ্করভাষ্যম্।

কর্ম্মফল-নিরপেক্ষমনুষ্ঠীয়মানং ধ্যানযোগারোহণ-সাধনত্বং বুদ্ধিশুদ্ধি-দ্বারেণ প্রতিপদ্যতে ইতি স সন্ন্যাসী চ যোগীচেতি অনাশ্রিত ইতি। স্তূয়তে অনাশ্রিতো ন আশ্রিতোঽনাশ্রিতঃ কিং কর্ম্মফলং কর্ম্মণঃ ফলং কর্ম্মফলং যত্তদনাশ্রিতঃ কর্ম্মফল-তৃষ্ণারহিত ইত্যর্থঃ। যো হি কর্ম্মফলে তৃষ্ণাবান্ স কর্ম্মফলমাশ্রিতো ভবতি, অয়ন্তু তদ্বিপরীতোঽতোঽনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং এমম্ভূতঃ সন্ কার্য্যং কর্ত্তব্যং নিত্যং কাম্য-বিপরীতমগ্নিহোত্রাদিকং করোতি নির্ব্বর্ত্তয়তি যঃ কশ্চিৎ, য ঈদৃশঃ কর্ম্মী স

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভাবাৎ ফলানুপপত্তে র্যুক্তা নাশাশঙ্কেত্যর্থঃ। ধ্যানসহিতমীশ্বরে কর্ম্ম-সমর্পণং মোক্ষায়েত্যত্র প্রমাণাভাবাৎ গৃহস্থো যোগভ্রষ্টশব্দবাচ্যো ন ভবতীতি দূষয়তি নেতি। গৃহস্থস্য যোগভ্রষ্টশব্দবাচ্যত্বাভাবে হেত্বন্তরমাহ একাকীতি।

ন খল্বেতানি বিশেষণানি গৃহস্থ-সমবায়িনি সম্ভবন্তি তেন তস্য ধ্যানযোগবিধ্য-ভাবাৎ ন তং প্রতি যোগভ্রষ্ট-শব্দবচনমুচিতমিত্যর্থঃ। একাকিত্ব-বচনং গৃহস্থস্যাপি ধ্যান-কালে স্ত্রীসহায়ত্বাভাবাভিপ্রায়েণ ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্য অগ্নিহোত্রাদিবদ্ ধ্যানস্য পত্নীসাধ্যত্বাভাবাদ্ অপ্রাপ্তপ্রতিষেধপ্রসঙ্গান্নৈবমিত্যাহ ন চাত্রেতি। বিশেষণান্তর-পর্য্যালোচনয়াপি নায়মেকাকিশব্দো গৃহস্থপরো ভবিতুমর্হতীত্যাহ ন চেতি। কিঞ্চ গৃহস্থস্যৈবৈকাকিত্বাদি বিবক্ষিত্বা ধ্যানযোগবিধৌ তং প্রত্যুভয়ভ্রষ্টপ্রশ্নো নোপপদ্যত ইত্যাহ উভয়েতি। ন হি গৃহস্থং প্রতি উভয়স্মাজ্‌জ্ঞানাৎ কর্ম্মণশ্চ বিভ্রষ্টত্বমুপেত্য প্রষ্টুং যুজ্যতে তস্য জ্ঞানাদ্ ভ্রংশেঽপি কর্ম্মণস্তদভাবাদনুষ্ঠীয়মান-কর্ম্মভ্রংশেঽপি প্রাগনুষ্ঠিত-কর্ম্মবশাৎ ফলপ্রতিলম্ভাদতো যথোক্তপ্রশ্নালোচনয়া ন গৃহস্থং প্রতি

আভাস।

শব্দে যাবতীয় কর্ম্মত্যাগে জড়ের ন্যায়-উপবেশন করাকে যোগী-নামে শাস্ত্র অভিহিত করেন নাই। কারণ দেহ কর্ম্ম না করিলেও, অন্তঃকরণ নিরন্তর কর্ম্ম করিয়া থাকে। সর্ব্বদা বিষয়-চিন্তায় বিব্রত চিত্তকে ক্ষণমাত্র কালের জন্যও নিশ্চিন্ত থাকিতে দেখা যায় না। নিদ্রাকালেও পূর্ব্ব সংস্কারের বশে স্বপ্ন দেখিতে হয়। মানব যতক্ষণ জাগিয়া থাকে, নিরবে একান্তে উপবিষ্ট থাকিয়াও যেন বাধ্য হইয়া কত অসংখ্য বিষয়ের আলোচনা মনে মনে করিয়া থাকে। অতএব বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেহকে নিতান্ত নিষ্কর্ম্মী রাখিলেও, মনকে ত নিষ্কর্ম্মী করা যায় না! সুতরাং বাহিরে অকর্ম্মীর পরিচয় দিলেও, মনে মনে যথেষ্ট কর্ম্ম সর্ব্বদা করা হয়। অতএব মন যাহাতে নিরস্ত হয়, বিষয়ালোচনায় বিব্রত না হয়, তজ্জন্য অন্ততঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

কর্ম্মান্তরেভ্যো বিশিষ্যত ইত্যেবমর্থমাহ স সংন্যাসী চ যোগী চেতি, সংন্যাসঃ পরিত্যাগঃ সঃ যস্যাস্তি স সংন্যাসী চ যোগী চ যোগশ্চিত্তসমাধানং স যস্যাস্তি স যোগী চেত্যেবং গুণসম্পন্নোঽয়ং মন্তব্যো ন কেবলং নিরগ্নিরক্রিয়এব সংন্যাসী যোগী চেতি মন্তব্যঃ। নির্গতা অগ্নয়ঃ কর্ম্মাঙ্গভূতা যস্মাৎ স নিরগ্নিরক্রিয়শ্চ অনগ্নিসাধনা অপ্যবিদ্যমানাঃ ক্রিয়া স্তপোদানাদিকা যস্য অসাবক্রিয়ঃ, নন্বু চ নিরগ্নেরক্রিয়স্যৈব শ্রুতিস্মৃতিযোগশাস্ত্রেষু সংন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চ প্রসিদ্ধং কথমিহ সাগ্নেঃ সক্রিয়স্য সংন্যাসিত্বং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ধ্যানবিধানোপপত্তিরিত্যর্থঃ। নন্বু ভগবতা সংন্যাসস্য প্রতিষিদ্ধত্বাদ্ গৃহস্থস্যৈব যোগবিধানাৎ তস্যৈব যোগভ্রষ্ট-শব্দবাচ্যত্বমিতি শঙ্কতে অনাশ্রিত ইত্যনেনেতি। ভগবদ্বাক্যং ন প্রতিষেধপরমিতি পরিহরতি ন ধ্যানেতি। স্তুতি-পরত্বমেব স্ফোরয়তি ন কেবলমিতি। সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থমনুতিষ্ঠন্নিতি সম্বন্ধঃ। বাক্যস্যোভয়পরত্বমাশঙ্ক্য বাক্যভেদপ্রসঙ্গান্নৈবমিত্যাহ ন চেতি। ইতোঽপি ভগবতঃ সংন্যাসাশ্রমপ্রতিষেধোঽভিপ্রেতো ন ভবতীত্যাহ ন চ প্রসিদ্ধমিতি। তস্য প্রসিদ্ধং সংন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চেতি সম্বন্ধঃ। প্রসিদ্ধত্বমেব ব্যাকরোতি শ্রুতীতি। ইতোঽপি সংন্যাসাশ্রমং ভগবান্ন প্রতিষেধতীত্যাহ স্ববচনেতি। বিরোধমেব সাধয়তি সর্ব্বকর্ম্মাণীত্যাদিনা। অনাশ্রিত ইত্যাদিবাক্যস্য যথাশ্রুতার্থত্বানুপপত্তেঃ স্তুতিপরত্বমুপপাদিতমুপসংহরতি তস্মাদিতি।

কর্ম্মফল সংন্যাসিত্বমত্র মুনি-শব্দার্থঃ। স্তুতিপরত্বং বাক্যমক্ষরযোজনার্থমুদাহরতি অনাশ্রিত ইতি। কর্ম্মফলেঽভিলাষো নাস্তীত্যেতাবতা কথং তদনাশ্রিতত্ববাচো

আভাস।

তত্ত্বচিন্তা-রূপ কর্ম্ম তাহাকে দিতে হইবে। সে তত্ত্বচিন্তার ব্যাপার কি? তদুত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন, "কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর"; অর্থাৎ মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মই আপনাকে চেনা। চিত্ত হইতে দেহাদি ইন্দ্রিয়গ্রামে বিজড়িত আপনাকে দেহাদি হইতে পৃথক্ ভাবে অবধারণ করাই আপনাকে চেনা এবং মনুষ্য জীবনের প্রধান কর্ম্ম। আত্মদর্শন করিতে হইলে, ভোগে অভিভূত হওয়া উচিত নহে; বরং বিচার পূর্ব্বক তাহার অনিত্যত্বের নিরূপণে ভোগ্য বিষয় সমূহকে তুচ্ছ জ্ঞানে উপেক্ষা করিলে, সর্ব্বাবভাসক আত্মজ্ঞান আপনি জাগিয়া উঠে; ভয় দূরে পলায়ন করে; এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ব-কারণ-কারণ প্রেমময় পরম কারুণিক জগদ্বিধাতাকে অন্তরে অবধারণ করিয়া, মানব যোগী এবং জ্ঞানী এই উভয়পদ-

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহু র্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।

অন্বয়ঃ।

হে পাণ্ডব! সন্ন্যাসং ইতি যং মুনয়ঃ প্রাহুঃ তং যোগং ত্বং বিদ্ধি জানীহি! হি যতঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

যোগিত্বঞ্চাপ্রসিদ্ধমুচ্যতে ইতি, নৈষ দোষঃ, কয়াচিদ্ গুণবৃত্ত্যোভয়স্য সম্পিপাদয়িষিতত্বাত্তৎ কথং? কর্ম্মফলসংকল্পসংন্যাসাৎ সংন্যাসিত্বং যোগাঙ্গত্বেন চ কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ কর্ম্মফলসংকল্পস্য বা চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ পরিত্যাগাদ্‌যোগিত্বঞ্চেতি॥ ১॥

গৌণমুভয়ং ন পুনঃ মুখ্যসংন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চাভিমতমিত্যেতমর্থং দর্শয়িতুমাহ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যুক্তিরিত্যাশঙ্ক্য ব্যতিরেকমুখেন বিশদয়তি যো হীতি। কার্য্যমিত্যাদি ব্যাকরোতি এবম্ভূতঃ সন্নিতি। কথং কর্ম্মিণঃ সংন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চ কর্ম্মিত্ববিরোধাদিত্যাশঙ্ক্যাহ য ঈদৃশ ইতি। স্তুতেরত্র বিবক্ষিতত্বান্নানুপপত্তিশ্চোদনীয়েতি মন্বানঃ সন্নাহ ইত্যেবমিতি। ন নিরগ্নিরিত্যাদেরর্থমাহ ন কেবলমিতি। অগ্নয়ো গার্হপত্যাহবনীয়ান্বাহার্য্যপচন-প্রভৃতয়ঃ। নন্ন অনগ্নিত্বে সিদ্ধমক্রিয়ত্বমগ্নিসাধ্যত্বাৎ ক্রিয়াণাং তথাচ ন নিরগ্নিরিত্যেতাবতৈবাপেক্ষিতসিদ্ধে ন চাক্রিয় ইত্যনর্থকমর্থংপুনরুক্তেরিতি তত্রাহ অনগ্নীতি॥ ১॥

উত্তরশ্লোকস্য তাৎপর্য্যং দর্শয়িতুং ব্যাবর্ত্ত্যামাশঙ্কাং দর্শয়তি নন্ন চেতি।

হে পাণ্ডুনন্দন! যাহাকে সন্ন্যাস বলে, তাহাই প্রকৃত যোগ!

আভাস।

বাচ্য হন; সন্দেহ নাই। সুতরাং যোগী নিষ্ক্রিয় নহেন; বরং তাঁহার কর্ম্মের সীমা নাই। ভোগীর লক্ষ্য ক্ষুদ্র এবং ক্ষণধ্বংসী; সুতরাং কর্ম্মও সামান্য এবং তাহার বিরাম অল্পেই হইয়া যায়। যোগীর লক্ষ্য অসীম এবং চিরস্থায়ী; সুতরাং তাঁহার কর্ম্মও অসীম এবং তাহার বিরাম সহজে হয় না। ভোগীর লক্ষ্য সংসার; সুতরাং দুঃখপ্রদ: যোগীর লক্ষ্য স্বরূপ-মুক্তি ও পরমানন্দ। অতএব যোগীর কর্ম্ম মুক্তিফল এবং জ্ঞানের মুখ্য উপায়ই সেই যোগকর্ম্ম; সুতরাং যোগী এবং জ্ঞানী একত্র এক জনকেই জানিতে হইবে॥ ১॥

অতএব ভোগ্য বিষয় সমূহ পরিহার করিলেই, সন্ন্যাসী হওয়া যায় না! তাদৃশ সন্ন্যাসী কেবল লোক-সমাজে প্রতিষ্ঠার্থ সাজা-সন্ন্যাসী মাত্র। মনের বাসনা, ভোগলাভার্থ উদ্যম এবং সংকল্পকে পরিত্যাগ করাই প্রকৃত সন্ন্যাস। চিত্তের

ন হ্যসন্ন্যস্ত-সংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥

অন্বয়।

অসন্ন্যস্ত-সংকল্পঃ (ন সংন্যস্তঃ পরিত্যক্তঃ সংকল্পঃ ভোগ-বাসনা যেন সঃ) তাদৃশঃ কর্ম্মী বা জ্ঞানী জনঃ কশ্চন যোগী ন ভবতি ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যং সংন্যাসমিতি। যং সর্ব্বকর্ম্মতৎফলপরিত্যাগলক্ষণং পরমার্থ-সংন্যাসং সংন্যাসমিতি প্রাহুঃ শ্রুতিস্মৃতিবিদো যোগং কর্ম্মানুষ্ঠান-লক্ষণং তং পরমার্থ-সংন্যাসং বিদ্ধি জানীহি। হে পাণ্ডব, কর্ম্মযোগস্য প্রবৃত্তি-লক্ষণস্য তদ্বিপরীতেন নিবৃত্তি-লক্ষণেন পরমার্থ-সংন্যাসেন কীদৃশং সামান্যমঙ্গীকৃত্য তদ্ভাব উচ্যত ইত্যপেক্ষায়ামিদমুচ্যতে, অস্তি পরমার্থসংন্যাসেন সাদৃশ্যং কর্ত্তৃদ্বারকং কর্ম্মযোগস্য, যো হি পরমার্থসংন্যাসী

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রসিদ্ধং পরিত্যজ্যাপ্রসিদ্ধিরুপাদীয়মানা প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধেতি চোদ্যং দূষয়তি নৈষ দোষ ইতি। উভয়স্য সাম্যৌ সক্রিয়ে চ সংন্যাসিত্বস্য যোগিত্বস্য চেত্যর্থঃ। গুণবৃত্ত্যোভয়সম্পাদনং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি তৎ কথমিত্যাদিনা। সম্ভবতি মুখ্যে সংন্যাসিত্বাদৌ কিমিতি গৌণমুভয়মভীষ্টমিত্যাশঙ্ক্য মুখ্যস্য কর্ম্মিণ্যসম্ভবাদ্গৌণমেব স্তুতিসিদ্ধ্যর্থং তদিষ্টমিত্যভিপ্রেত্যাহ ন পুনরিতি। চিত্তব্যাকুলত্ব-হেতু-কামনাত্যাগাচ্চিত্তসমাধানসিদ্ধে র্যোগিত্বং কর্ম্মিণোঽপি যুক্তং সংন্যাসিত্বং তু তস্য বিরুদ্ধমিতি শঙ্ক্যমানং প্রত্যুক্তেঽর্থে শ্লোকমবতারয়তি ইত্যেতমিতি।

পরমার্থসংন্যাসং প্রাহুরিতি সম্বন্ধঃ। ইতীত্থং সংন্যাসস্য প্রামাণিকাভ্যুপগত-

স্বামিকৃতটীকা।

কুত ইত্যপেক্ষায়াং কর্ম্মযোগস্যৈব সংন্যাসত্বং প্রতিপাদয়ন্নাহ যমিতি। যং সংন্যাসং প্রাহুঃ প্রকর্ষেণ শ্রেষ্ঠত্বেনাহুঃ সংন্যাস এবাত্যরেচয়দিত্যাদি শ্রুতয় ইতি, কেবলাৎ ফলসংন্যাসাদ্ধেতো র্যোগমেব তং জানীহি, কুত ইত্যপেক্ষায়ামিতিশব্দোক্তোহেতু র্যোগেঽপ্যস্তীত্যাহ ন হীতি, ন সংন্যস্তঃ ফলসংকল্পো যেন স কর্ম্মনিষ্ঠো জ্ঞাননিষ্ঠো বা কশ্চিদপি যোগী ন হি ভবতি অতঃ ফলসংকল্পত্যাগাদেব চিত্তবিক্ষেপাভাবাৎ যোগী চ ভবত্যেব স ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

কারণ হৃদয়ের বাসনা পরিত্যাগ না করিলে, কখন যোগী হওয়া যায় না ॥ ২ ॥

আভাস।

উন্নতি-সাধক যে কোন কর্ম্ম করিতে হইলে, ভোগ-লালসাকে অগ্রে পরিত্যাগ

শাঙ্করভাষ্যম্।

স ত্যক্তসর্ব্বকর্ম্মসাধনতয়া সর্ব্বকর্ম্মতৎফলবিষয়ং সঙ্কল্পং প্রবৃত্তিহেতুকামকারণং সংন্যস্যতি, অয়মপি কর্ম্মযোগী কর্ম্ম কুর্ব্বাণ এব ফলবিষয়ং সঙ্কল্পং সংন্যস্যতীত্যেতমর্থং দর্শয়ন্নাহ ন হি যস্মাদসংন্যস্ত-সঙ্কল্পোঽসংন্যস্তোঽপরিত্যক্তঃ ফলবিষয়-সংকল্পোঽভিসন্ধির্যেন সোঽসংন্যস্তসংকল্পঃ কশ্চন কশ্চিদপি কর্ম্মী যোগী সমাধানবান্ ন ভবতি ন সম্ভবতীত্যর্থঃ ফলসঙ্কল্পস্য চিত্তবিক্ষেপহেতুত্বাত্তস্মাদ্ যঃ কশ্চন যোগী কর্ম্মী সংন্যস্ত-ফলসংকল্পো ভবেৎ স যোগী সমাধানবান্ ভবতি ন বিক্ষিপ্তচিত্তো ভবতি চিত্ত-বিক্ষেপহেতোঃ ফলসঙ্কল্পস্য সংন্যস্তত্বাৎ ইত্যভিপ্রায়ঃ যোগাঙ্গত্বেন কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ কর্ম্মফল-সঙ্কল্পস্য বা চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ পরিত্যাগাদ্ যোগিত্বঞ্চেতি সংন্যাসিত্বঞ্চেত্য-ভিপ্রেতমুচ্যতে, এবং পরমার্থসংন্যাস-কর্ম্মযোগয়োঃ কর্ত্তৃ-দ্বারকং সংন্যাস-সামান্যম-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ত্বাদিতীতিশব্দো যোজ্যঃ। যোগং ফলতৃষ্ণাং পরিত্যজ্য সমাহিতচেতস্তয়েতি শেষঃ। যদুক্তং সংন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চ গৃহস্থস্য গৌণমিতি তদুত্তরার্দ্ধযোজনয়া প্রকটয়িতু-মুত্তরার্দ্ধমুত্থাপয়তি কর্ম্মযোগস্যেতি। কর্ম্মযোগস্য পরমার্থসংন্যাসেন কর্ত্তৃদ্বারকং সাম্যমুক্তং ব্যক্তীকরোতি যো হীতি। ত্যক্তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সাধনানি চ যেন স তথোক্তস্তস্য ভাবস্তত্তা তয়া সর্ব্বকর্ম্মবিষয়ং তৎফলবিষয়ঞ্চ সংকল্পং ত্যজতীত্যর্থঃ। সংকল্পত্যাগে তৎকার্য্য-কামত্যাগঃ, তত্ত্যাগে তজ্জন্যপ্রবৃত্তিত্যাগশ্চ সিধ্যতীত্যভি-সন্ধায় বিশিনষ্টি প্রবৃত্তীতি। কর্ম্মিণ্যপি যথোক্ত-সংকল্পসংন্যাসিত্বমস্তীত্যাহ অয়মপীতি। তদপরিত্যাগে ব্যাকুলচেতস্তয়া কর্ম্মানুষ্ঠানস্যৈব দুঃশকত্বাদিত্যর্থঃ। উক্তমেব সাম্যং ব্যক্তীকুর্ব্বন্ ব্যতিরেকং দর্শয়তি ইত্যেতমিতি। ফলসংকল্পাপরি-

আভাস।

করিতে হয়। বাল্য-কালে বিদ্যাশিক্ষার সময় বিলাসিতা বা ক্রীড়ার চিন্তা হৃদয়ে উদিত হইলে, আর পাঠ্য বিষয়ের অভ্যাস হয় না। বিদ্যাহীন মূর্খ বালক সমাজের কলঙ্ক বলিয়া জগতে পরে পরিচিত হয়। বিদ্যাভ্যাসের কথা দূরে থাকুক, ভোগ-বিলাসের চিন্তা ত্যাগ না করিলে, সাধারণ কারু-কর্ম্ম প্রভৃতি উন্নতি-সাধক কর্ম্মেও মন অগ্রসর হয় না এবং চঞ্চল চিত্তে কর্ম্ম করিলেও তাহাতে নৈপুণ্য লাভ হয় না। অতএব সন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ মনুষ্যজীবনের প্রত্যেক কর্ম্মের সহিত যেন একত্র মিলিত আছে। ভোজন কালে কথা কহিতে নিষেধ আছে; কথা কহিতে কহিতে ভোজন করিলে, বিষম-লাগার বিশেষ সম্ভাবনা। অতএব

আরুরুক্ষো র্মুনে র্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৩॥

অন্বয়ঃ।

যোগং জ্ঞান-যোগং, আরুরুক্ষোঃ আরোঢ়ুং ইচ্ছোঃ মুনেঃ কর্ম্ম এব কারণং সাধনং উচ্যতে, তথা যোগারূঢ়স্য তস্য মুনেঃ শমঃ কর্ম্মোপরমঃ এবং কারণং জ্ঞান-পরিপাকে সাধনং উচ্যতে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

পেক্ষ্য যং সংন্যাসমিতি প্রাহু র্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডবেতি কর্ম্মযোগস্য স্তুত্যর্থং সংন্যাসত্বমুক্তং ॥ ২ ॥

ধ্যানযোগস্য ফলনিরপেক্ষঃ কর্ম্মযোগো বহিরঙ্গসাধনমিতি তং সংন্যাসত্বেন

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ত্যাগে কিমিতি সমাধানবত্তাভাবঃ তত্রাহ ফলেতি। ব্যতিরেকমুখেনোক্তমর্থমন্বয়-মুখেনোপসংহরতি তস্মাদিতি। হি শব্দার্থস্য যস্মাদিত্যুক্তস্য তস্মাদিত্যনেন সম্বন্ধঃ। কর্ম্মিণং প্রতি যথোক্তবিধৌ হেতুহেতুমদ্ভাবমভিপ্রেত্য দ্বিতীয়বিধৌ হেতুমাহ চিত্ত-বিক্ষেপেতি। পূর্ব্বশ্লোকে পূর্ব্বোত্তরার্দ্ধাভ্যামুক্তমনুবদতি এবমিতি ॥ ২ ॥

পরমার্থসংন্যাসস্য কর্ম্মযোগান্তর্ভাবে কর্ম্মযোগস্যৈব সদা কর্ত্তব্যত্বমাপদ্যেত

স্বামিকৃতটীকা।

তর্হি যাবজ্জীবং কর্ম্মযোগ এব প্রাপ্ত ইত্যাশঙ্ক্য তস্যাবধিমাহ আরুরুক্ষোরিতি। জ্ঞানযোগমারোঢ়ুং প্রাপ্তুমিচ্ছোঃ পুংস স্তদারোহে কারণং কর্ম্মোচ্যতে চিত্তশুদ্ধি-করত্বাৎ ; জ্ঞান-যোগমারূঢ়স্য তু তস্যৈব জ্ঞাননিষ্ঠস্য শমো বিক্ষেপক-কর্ম্মোপরমো জ্ঞানপরিপাকে কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

যোগে অধিকার পাইতে হইলে, কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য জানিতে হইবে ; কারণ কর্ম্মই যোগের পথ প্রদর্শনে যোগ্যতা আনয়ন করে। কিন্তু যোগে অধিকার প্রাপ্ত হইলে, নিশ্চেষ্ট ভাবকে অবলম্বন করা বিধেয় ; কারণ নিশ্চেষ্ট ভাবই যোগ লাভের প্রধান উপায় ॥ ৩ ॥

আভাস।

সংকল্প ত্যাগ না করিলে, যোগী হওয়া যায় না এবং ভোগ-লালসা পরিত্যাগ না করিলে, সন্ন্যাসী হওয়া যায় না ॥ ২ ॥

গীতাতে উক্ত আছে, "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীত-রাগ-

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্তত্রাধুনা কর্ম্মযোগস্য ধ্যানযোগসাধনত্বং দর্শয়তি আরুরুক্ষোরিতি। আরুরুক্ষোরারোঢ়ুমিচ্ছতঃ অনারূঢ়স্য ধ্যানযোগেঽবস্থাতুমশক্তস্যৈবেত্যর্থঃ কস্য তস্যারুরুক্ষোর্মুনেঃ কর্ম্মফলসংন্যাসিন ইত্যর্থঃ, কিমারুরুক্ষো র্যোগং, কর্ম্ম কারণং সাধনমুচ্যতে, যোগারূঢ়স্য পুন স্তস্যৈব শম উপশমঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যো নিবৃত্তিঃ কারণং যোগারূঢ়ত্বস্য সাধনমুচ্যত ইত্যর্থঃ, যাবদ্যাবৎ কর্ম্মভ্য উপরমতে তাবত্তাবন্নিরায়াসস্য জিতেন্দ্রিয়স্য চিত্তং সমাধীয়তে তথা সতি স ঝটিতি যোগারূঢ়ো ভবতি, তথা চোক্তং ব্যাসেন, নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতা চ। শীলং স্থিতি র্দণ্ডনিধানমার্জ্জবং ততস্ততশ্চোপরমঃ ক্রিয়াভ্য ইতি॥ ৩॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তেনেতরস্যাপি কৃতত্বসিদ্ধেরিত্যাশঙ্ক্য উক্তানুবাদপূর্ব্বকমুত্তরশ্লোকতাৎপর্য্যমাহ ধ্যানযোগস্যেতি। ভাবিন্যা বৃত্ত্যা মুনে র্যোগমারোঢ়ুমিচ্ছোরিষ্যমাণস্য যোগারোহণস্য কর্ম্মহেতুশ্চেদপেক্ষিতং যোগমারূঢ়স্যাপি তৎ ফলপ্রাপ্তৌ তদেব কারণং ভবিষ্যতি তস্য কারণত্বে ক্লৃপ্তশক্তিত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যোগারূঢ়স্যেতি। অনারূঢ়স্যেত্যেতস্যার্থং স্ফুটয়তি ধ্যানেতি। মুনিত্বং কর্ম্মফলসংন্যাসিন্যৌপচারিকমিত্যাহ কর্ম্মফলেতি। সাধনং চিত্তশুদ্ধিদ্বারা ধ্যানযোগপ্রাপ্তাবিচ্ছায়ামিতি শেষঃ। তস্যেতি প্রকৃতস্য কর্ম্মিণো গ্রহণং, এবকারো ভিন্নক্রমঃ শমশব্দেন সম্বধ্যতে। কস্য অন্যযোগব্যবচ্ছেদেন শমো হেতুরিতি তত্রাহ যোগারূঢ়ত্বস্যেতি। সর্ব্বব্যাপারোপরমরূপোপশমস্য যোগারূঢ়ত্বে কারণত্বং বিবৃণোতি যাবদ্যাবদিতি। সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তায়াসাভাবাদ্বশীকৃতেন্দ্রিয়গ্রামস্য চিত্তসমাধানে যোগারূঢ়ত্বং সিধ্যতীত্যর্থঃ। সর্ব্বকর্ম্মোপরমস্য পুরুষার্থ-সাধনত্বে পৌরাণিকীং সম্মতিমাহ তথা চেতি। একতা সর্ব্বেষু ভূতেষু বস্তুনো দ্বৈতাভাবোপলক্ষিতত্বমিতি প্রতিপত্তিঃ, সমতা তেষ্বেবৌপাধিক-বিশেষেঽপি স্বতো নির্ব্বিশেষত্বধীঃ, সত্যতা তেষামেব হিতবচনং, শীলং স্বভাব-সম্পত্তিঃ, স্থিতিঃ স্থৈর্য্যং, দণ্ডনিধানমহিংসনং, আর্জ্জবমবক্রত্বং, ক্রিয়াভ্যঃ সর্ব্বাভ্যঃ সকাশাদুপরতিশ্চেত্যেতদুক্তং সর্ব্বং যথা যাদৃশমেতাদৃশং নাস্যদ্ব্রাহ্মণস্য বিত্তং পুমর্থসাধনমস্তি তস্মাদেতদেবাস্য নিরতিশয়ং পুরুষার্থসাধনমিত্যর্থঃ॥ ৩॥

আভাস।

ভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্ম্মুনিরুচ্যতে"॥ দুঃখে যাহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, সুখের প্রাপ্তিতেও অনুরাগ জন্মে না এবং অনুরাগ, ভয় এবং ক্রোধের বশবর্ত্তী না হইয়া, যিনি স্থিরচিত্তে অবস্থান করেন, তিনিই মুনিশব্দ বাচ্য। অবশ্য মুনির অন্তঃকরণ

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।

কদা যোগারূঢ় ইতি। যদাহি জনঃ ইন্দ্রিয়ার্থেষু ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষু ভোগ্য-পদার্থেষু (তথা তৎসম্বন্ধিষু) কর্ম্মসু চ ন অনুষজ্জতে আসক্তিং ন করোতি তাদৃশঃ সর্ব্ব-সংকল্প-সংন্যাসী জনঃ তদা যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে কথ্যতে ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অথেদানীং কদা যোগারূঢ়ো ভবতীত্যুচ্যতে যদেতি। যদা সমাধীয়মানচিত্তো ভবতি যোগী হীন্দ্রিয়ার্থেষু ইন্দ্রিয়াণামর্থাঃ শব্দাদয় স্তেষ্বিন্দ্রিয়ার্থেষু কর্ম্মসু চ নিত্য-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যোগপ্রাপ্তৌ কারণ-কথনানন্তরং তৎপ্রাপ্তিকালং দর্শয়িতুং শ্লোকান্তরমবতারয়তি অথেতি। সমাধানাবস্থা যদেত্যুচ্যতে, অতএবোক্তং সমাধীয়মানচিত্তো

স্বামিকৃতটীকা।

কীদৃশোঽয়ং যোগারূঢ়ো যস্য শমঃ কারণমুচ্যত ইত্যত্রাহ যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বিন্দ্রিয়ভোগ্যেষু তৎসাধনেষু চ কর্ম্মসু যদা নানুষজ্জতে আসক্তিং ন করোতি, তত্র হেতুঃ আসক্তিমূলভূতান্ ভোগ্যবিষয়ান্ কর্ম্মবিষয়াংশ্চ সঙ্কল্পান্ সংন্যসিতুং ত্যক্তুং শীলং যস্য স তদা যোগারূঢ় উচ্যতে ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের প্রতি মন যখন ধাবিত না হয় এবং ভোগ্য সঞ্চয়ের জন্য প্রবৃত্তিও না আইসে, এবং চিত্ত যাবদীয় কর্ম্ম-বাসনা হইতে নিশ্চেষ্ট ভাবে প্রতি-নিবৃত্ত থাকে, তখনই তাঁহাকে প্রকৃত যোগারূঢ় বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে ॥ ৪ ॥

আভাস।

বিশুদ্ধ এবং ইন্দ্রিয়গণও বিবেক-বলে বিষয়ের অভিমুখে ধাবিত হয় না; সুতরাং প্রশান্তচিত্ত মুনি সর্ব্বত্র আদৃত ও প্রশংসনীয় বলিয়া স্বীকার্য্য। শান্ত-চিত্ত মুনি ব্যবহারিক দৃষ্টিতে নিরপেক্ষ জ্ঞানে আদৃত হইলেও, পারমার্থিক দৃষ্টিতে আদৃত বা উন্নত নহেন। কারণ তাঁহার অধোগতির ভয় না থাকিলেও, উর্দ্ধগতির আয়োজন তাঁহার তদবধি কিছু করা হয় নাই। মৃত্তিকা খনন, হল-সঞ্চালন ও কণ্টকাদি জঙ্গল পরিষ্কার করিলেই যে ক্ষেত্রের কৃষি-কার্য্য সমাধা

শাঙ্করভাষ্যম্।

নৈমিত্তিক-কাম্য-প্রতিষিদ্ধেষু প্রয়োজনাভাববুদ্ধ্যা নানুষজ্জতে অনুষঙ্গং কর্ত্তব্যতা-বুদ্ধিং ন করোতীত্যর্থঃ, সর্ব্বসঙ্কল্পসংন্যাসী সর্ব্বান্ সঙ্কল্পানিহামুত্রার্থকামহেতূন্ সংন্যসিতুং শীলং অস্যেতি স সর্ব্বসংকল্প-সংন্যাসী যোগারূঢ়ঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যেতত্তদা তস্মিন্ কালে যোগারূঢ় উচ্যতে। সর্ব্বসঙ্কল্পসংন্যাসীতি বচনাৎ সর্ব্বাংশ্চ কামান্ কামা-স্মকাম্ সর্ব্বাণি চ কর্ম্মাণি সংন্যসেদিত্যর্থঃ। সঙ্কল্পমূলা হি সর্ব্বে কামাঃ; সঙ্কল্পমূলঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যোগীতি শব্দাদিষু কর্ম্মসু চানুষঙ্গস্য যোগারোহণপ্রতিবন্ধকত্বাত্তদভাবস্য তদুপায়ত্বং প্রসিদ্ধমিতি দ্যোতয়িতুং হীত্যুক্তং। সর্ব্বেষামপি সংকল্পানাং যোগারোহণ-প্রতিবন্ধ-কত্বমভিপ্রেত্য সর্ব্বসংকল্প-সন্ন্যাসীত্যত্র বিবক্ষিত মর্থমাহ সর্ব্বানিতি। সর্ব্বসংকল্প-সংন্যাসেঽপি সর্ব্বেষাং কামানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রতিবন্ধকত্ব-সম্ভবে কুতো যোগ-প্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বসংকল্প-পরিত্যাগে যথোক্তবিধ্যনুষ্ঠানমযত্নসিদ্ধ-মিতি মন্বানঃ সন্নাহ সংকল্পেতি। মূলোন্মূলনে চ তৎকার্য্যনিবৃত্তিরযত্নসুলভেতি ভাবঃ। তত্র প্রমাণমাহ সংকল্পমূল ইতি। তত্রান্বয়ব্যতিরেকাবভিপ্রেত্যোক্ত-মুপপাদয়তি কামেতি। সর্ব্বসংকল্পাভাবে কামাভাববৎ কর্ম্মাভাবস্য সিদ্ধত্বেঽপি

আভাস।

করা হয়, তাহা নহে; বীজ বপনের দ্বারা তথায় শস্য উৎপাদন করিতে হইবে। সুতরাং নির্ম্মল হৃদয়ে যোগের অনুশীলনে চিত্তকে উন্নত করত যে স্থান হইতে সংসারে আগমন করত মানব সংসার জলধিতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রত্যাবর্ত্তনের পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে তীরে উত্থিত হইয়া, নন্দন-কাননে প্রবেশ পূর্ব্বক সদানন্দ পূর্ণপ্রজ্ঞ প্রাণবল্লভের স্বরূপ সন্দর্শনে চিরকৃতার্থ হইতে হইবে। অট্টালিকার ত্রিতলোপরি প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে যাহার বাস করা অভ্যাস, সে যদি নিম্ন তলের সঙ্কীর্ণ প্রাঙ্গণে তথাকার অধিবাসীদের সহিত আলাপ পরিচয় করি-বার জন্য অবতরণ করে, ক্ষণকাল অবস্থানের পরই বিরক্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থানের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। কিন্তু কেবল ব্যগ্র হইলে বা বিরক্ত হইলে চলিবে না। তিনটী সিঁড়িকে অতিক্রম করিয়া যেমন নামিতে হইয়াছিল, এক্ষণে সেই তিনটী সিঁড়িকে অবলম্বন করিয়া পুনঃ উপরে উঠিতে হইবে। সেইরূপ সংসারে কেবল বীতরাগ হইলেই মানব-জীবনের কর্ম্ম শেষ করা হয় না। একাগ্রতার আশ্রয়ে অহঙ্কার তত্ত্বকে বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানের অভিমুখে উত্তোলন করা প্রয়োজন। সুতরাং একাগ্রতারূপ যোগে আরোহণ করিতে

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

কামো বৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ। কাম জানামি তে মূলং সঙ্কল্পাত্ত্বংহি জায়সে। ন ত্বাং সঙ্কল্পয়িষ্যামি তেন মে ন ভবিষ্যসি। ইত্যাদিস্মৃতেঃ সর্ব্বকামপরিত্যাগে চ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসঃ সিদ্ধো ভবতি। স যথাকামো ভবতি তৎক্রতু র্ভবতি যৎক্রতু র্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে ইত্যাদিশ্রুতিভ্যো যদ্যদ্ধি কুরুতে কর্ম্ম তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতমিত্যাদি স্মৃতিভ্যশ্চ ন্যায়চ্চ ন হি সর্ব্বসঙ্কল্পসংন্যাসে কশ্চিৎ স্পন্দিতুমপি শক্তস্তস্মাৎ সর্ব্বসঙ্কল্পসংন্যাসীতি বচনাৎ সর্ব্বান্ কামান্ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি চ ত্যাজয়তি ভগবান্ ॥ ৪ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

কর্ম্মণাং কামকার্য্যত্বাত্তন্নিবৃত্তিপ্রযুক্তামপি নিবৃত্তিমুপন্যস্যতি সর্ব্বকামেতি। যদুক্তং কর্ম্মণাং কামকার্য্যত্বং তত্র শ্রুতিস্মৃতী প্রমাণয়তি স যথেতি। স পুরুষঃ স্বরূপমজানন্ যৎফলকামো ভবতি তৎসাধনমনুষ্ঠেয়তয়া বুদ্ধৌ ধারয়তীতি তৎক্রতুর্ভবতি যচ্চানুষ্ঠেয়তয়া গৃহ্নাতি তদেব কর্ম্ম বহিরপি করোতীতি কামাধীনং কর্ম্মোক্তমিতি শ্রুত্যর্থঃ। কামজন্যং কর্ম্মেত্যন্বয়-ব্যতিরেকসিদ্ধমিতি দ্যোতয়িতুং স্মৃতৌ হি শব্দঃ। ন্যায়মেব দর্শয়তি ন হি সর্ব্বসংকল্পেতি, স্বাপাদাবদর্শনাদিত্যর্থঃ।। নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মানুষ্ঠানং দূরনিরস্তমিতি বক্তুমপিশব্দঃ। শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়-সিদ্ধমর্থমুপসংহরতি-তস্মাদিতি ॥ ৪ ॥

আভাস।

হইলে, মনকে তত্তৎ স্বরূপে নিবিষ্ট রাখিবার জন্য যত্ন করিতে হয়। ভোগের কর্ম্ম অন্তঃকরণে সূচিত হইয়া ভোগায়তন দেহের উৎপাদন করে; যোগের কর্ম্ম দেহ-দুঃখ হইতে সূচিত হইয়া, অন্তঃকরণেই পরিসমাপ্ত হয়। অর্থাৎ দেহনিষ্ঠ দুঃখাদির অনুভব হইতে স্থগিত হইয়া চিত্তের আনন্দস্বরূপে পরিসমাপ্ত হয়। সুতরাং ভোগ অধঃপতনের কর্ম্ম এবং যোগ ঊর্দ্ধগতিতে আত্ম-সাক্ষাৎকারের কর্ম্ম। যোগকর্ম্ম তদবধি করিতে হয়, যদবধি আত্ম-সাক্ষাৎকার না হয়। আত্মদর্শন হইলে, চিত্তের গতি বা ক্রিয়ার নিবৃত্তিতে স্থির এবং সাম্যভাবের অবলম্বনে অবস্থান করা প্রয়োজন। তখন আর আরোহণের দ্বিতীয় লক্ষ্য থাকে না; আপনাতে আপনি উপশমিত হইয়া থাকাই চিত্তের সমাধি। ব্যুত্থান বা ভোগদশা, সমাধি প্রারম্ভ, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ এই চারিটি চিত্তের অবস্থা, যাহা পরে বর্ণিত হইবে। তন্মধ্যে ভোগের পর বিষয়ে বৈরাগ্যের আরম্ভ হইলেই, যখন চিত্তের কর্ম্মাভিমুখে বা ভোগাভিমুখে গতি শিথিল হইয়া পড়ে, তখনই যোগে আরোহণের উপযুক্ত অবস্থা। তৎপরে ক্রমশঃ একাগ্রতা এবং নিরোধ সমাধির কথা পরে বর্ণিত হইবে ॥৩-৪॥

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৫॥

অন্বয়ঃ।

(অতঃ) আত্মনা বিবেকবুদ্ধ্যা আত্মানং (সংসারে নিমগ্নং) উদ্ধরেৎ উৎ ঊর্দ্ধং হরেৎ; আত্মানং ন অবসাদয়েৎ ন অধো নয়েৎ গময়েৎ; যতঃ আত্মা এব হি আত্মনঃ বন্ধুঃ ন অন্যঃ কোঽপি অস্তি তথা আত্মা এব আত্মনঃ রিপুঃ॥ ৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যদৈবং যোগারূঢ়স্তদা তেনাত্মা নোদ্ধৃতো ভবতি সংসারাদনর্থব্রাতাদতঃ উদ্ধরে-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যোগারূঢ়স্য কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যদৈবমিতি। যোগারোহস্য দৃষ্টাদৃষ্টোপায়ৈরবশ্যকর্ত্তব্যতায়ৈ মুক্তিহেতুত্বং তদ্বিপর্য্যয়স্যাধঃপতনহেতুত্বঞ্চ দর্শয়তি অত ইতি। অত্র

স্বামিকৃতটীকা।

অতো বিষয়াসক্তিত্যাগে মোক্ষং তদাসক্তৌ চ বন্ধং পর্য্যালোচ্য রাগাদিস্বভাবং ত্যজেদিত্যাহ উদ্ধরেদিতি। আত্মনা বিবেকযুক্তেনাত্মানং সংসারাদুদ্ধরেৎ ন ত্ববসাদয়েদধো নয়েৎ, হি যত আত্মৈব মনঃসঙ্গাদ্যুপরত আত্মনঃ স্বস্য বন্ধুরুপকারকঃ রিপুরপকারকঃ॥ ৫॥

দেখ! সংসারে কেহই কাহারও বন্ধু নহে এবং কেহই কাহারও শত্রু নহে! নিজেই নিজের শত্রু এবং নিজেই নিজের বন্ধু। এই সংসারে নিজের উদ্ধার নিজেকেই করিতে হইবে! অতএব নিজের পতনকে নিজে আহ্বান করা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে॥ ৫॥

আভাস।

এই শোকতাপ জরাব্যাধি দুঃখভয় ও পরিতাপ পূর্ণ দুস্তর সংসার পারাবার হইতে উত্তীর্ণ হইতে হইলে, আপন বিবেকের উপর নির্ভর দিতে হয়! পরের মুখাপেক্ষী হইলে, কোনমতে চলিবে না। সকলেই নিজ কর্ম্ম সাধনের জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; অপরের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করা সম্পূর্ণ ভ্রম! স্নেহ বা মমতার অনুরোধে জীবনের যতটুকু অংশ তাহাদের জন্য ব্যয়িত হয়, সেই

শাঙ্করভাষ্যম্।

দিতি। উদ্ধরেৎ সংসারসাগরে নিমগ্নমাত্মনাত্মানং ততঃ উৎ ঊর্দ্ধং হরেৎ উদ্ধরেৎ যোগারূঢ়তামাপাদয়েদিত্যর্থঃ, নাত্মানমবসাদয়েন্নাধো নয়েৎ আত্মৈব হি যস্মাদাত্মনো বন্ধুর্ন হ্যন্যঃ কশ্চিদ্বন্ধু র্যঃ সংসারমুক্তয়ে ভবতি, বন্ধুরপি তাবন্মোক্ষং প্রতি প্রতিকূল এব স্নেহাদিবন্ধনায়তনত্বাত্তস্মাদ্যুক্তমবধারণমাত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরিতি. আত্মৈব রিপুঃ শত্রু র্যোঽন্যোঽপকারী বাহ্যঃ শত্রুঃ সোঽপ্যাত্মপ্রযুক্ত এবেতি. যুক্তমেবাবধারণমাত্মৈব রিপুরাত্মন ইতি ॥ ৫ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

হেতুমাহ আত্মৈব হীতি। উদ্ধরণাপেক্ষামাত্মনঃ সূচয়তি সংসারেতি। সংসারাদূর্দ্ধং হরণং কীদৃগিত্যাশঙ্ক্যাহ যোগারূঢ়তামিতি। যোগপ্রাপ্তাবনাস্থা তু ন কর্ত্তব্যেত্যাহ নাত্মানমিতি। যোগপ্রাপ্ত্যুপায়শ্চেন্নানুষ্ঠীয়তে তদা যোগাভাবে সংসারপরিহারাসম্ভবাদাত্মাধো নীতঃ স্যাদিত্যর্থঃ। নন্বাত্মানং সংসারে নিমগ্নং তদা যো বন্ধুস্তস্মাদুদ্ধরিষ্যতি নেত্যাহ আত্মৈব হীতি, কুতোঽবধারণমন্যস্যাপি প্রসিদ্ধস্য বন্ধোঃ সত্ত্বাত্তত্রাহ ন হীতি। অন্যো বন্ধুঃ সন্নপি সংসার-মুক্তয়ে ন ভবতীত্যেতদুপপাদয়তি বন্ধুরপীতি। স্নেহাদীত্যাদিশব্দাত্তদনুগুণপ্রবৃত্তিবিষয়ত্বং গৃহ্যতে। আত্মাতিরিক্তস্যাপি শত্রোরপকারিণঃ সুপ্রসিদ্ধত্বাদবধারণমনুচিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ যোঽন্য ইতি ॥ ৫ ॥

আভাস।

কালই নিষ্ফলে অতীত হয়। দারা পুত্র স্বজন ও বন্ধু-বর্গের অনুরোধে সময় অতিবাহিত করিয়াছি বলিয়া, সৃষ্টিকর্ত্তার সমীপে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব নহে। এই লব্ধ জীবন-কালের মধ্যে আপনাকে এই সংসার-জলধি হইতে উত্তোলন করিতে হইবে, এইরূপ জ্ঞানে আপন বিবেক বুদ্ধির উদ্দীপন করা প্রয়োজন। অজ্ঞানে অন্ধপ্রায় হইয়া এত অধোভাগে মানব নিপতিত হইয়াছেন যে, এক্ষণে উঠিতে হইলে বহুকাল আপনাকেই তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এ সংসারে নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই নিজের শত্রু। অধিক কি! জগতে আমি যে অন্যকে আমার শত্রু বা মিত্র জ্ঞানে ধারণা করি, সেও আমাদের নিজ চরিত্র বা ব্যবহারের উপর নির্ভর করে ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি স্বকীয় ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে বশীভূত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি সমগ্র জগৎকে পরাজয়ের অধিকারী হইয়াছেন। যিনি স্বীয় দেহাদির

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।

আত্মা বিবেকবুদ্ধিঃ এব তস্য পুরুষস্য বন্ধুঃ যেন আত্মনা বিবেকবুদ্ধ্যা আত্মা কার্য্যকরণসংঘাতঃ দেহেন্দ্রিয়াদি জিতঃ বশীকৃতঃ ; যতঃ অনাত্মনঃ অজিতেন্দ্রিয়স্য জনস্য আত্মা অন্তঃকরণং এব শত্রুত্বে শত্রুবৎ অপকারে বর্ত্তেত ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

আত্মৈব আত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মন ইত্যুক্তং তত্র কিংলক্ষণ আত্মা আত্মনো বন্ধুঃ কিংলক্ষণো বা আত্মাত্মনো রিপুরিত্যুচ্যতে বন্ধুরিতি। বন্ধুরাত্মা-

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

উক্তমনূদ্য প্রশ্নপূর্ব্বকং শ্লোকান্তরমবতারয়তি আত্মৈবেত্যাদিনা। একস্যৈবাত্মনো মিথো বিরুদ্ধং বন্ধুত্বং রিপুত্বঞ্চ লক্ষণভেদমন্তরেণাযুক্তমিতি চোদিতে বশীকৃতসংঘাতস্যাত্মানং প্রতিবন্ধুত্বমিতরস্য শত্রুত্বমিত্যবিরোধং দর্শয়তি বন্ধুরিত্যাদিনা।

স্বামিকৃতটীকা।

কথম্ভূতস্যাত্মৈব বন্ধুঃ কথংভূতস্য চাত্মৈবরিপুরিত্যপেক্ষায়ামাহ বন্ধুরিতি। যেনাত্মনৈবাত্মা কার্য্যকরণসংঘাতরূপো জিতো বশীকৃত স্তস্য তথাভূতস্যাত্মন আত্মৈব বন্ধুঃ, অনাত্মনোঽজিতাত্মনস্তু আত্মৈবাত্মনঃ শত্রুত্বে শত্রুবদপকারিত্বে বর্ত্তেত ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি স্বীয় হিতাহিত বিচার-বলে দারুণ দুঃখপ্রদ ভোগ-পন্থা হইতে আপনাকে প্রতিনিবৃত্ত রাখিতে পারেন, তিনিই আপনার বন্ধু! কারণ অবিবেচনা পূর্ব্বক হটকারিতার সহিত যথেচ্ছ ভোগাভিমুখে যে ব্যক্তি অগ্রসর হন, তিনি আপনার বিপদ আপনিই আহ্বান করেন এবং নিজেই নিজের শত্রুতার পরিচয় দিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

আভাস।

ইন্দ্রিয়বর্গের অধীন, তিনি সকলের অধীন। কারণ অবশীভূত মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ শত্রু-মূর্ত্তিতে তাঁহার অন্তরেই নিরন্তর বাস করিতেছে। তাহারা সকলে অন্তরঙ্গ। অন্তরঙ্গের সহিত অতি সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়। ব্যবহারিক জীবনে আমরা পত্নী, পুত্র এবং স্বজন বন্ধু বান্ধবকে সর্ব্বপ্রযত্নে প্রতিপালন

শাঙ্করভাষ্যম্।

অনাত্মনস্তু তস্যাত্মনঃ স আত্মা বন্ধু র্যেনাত্মনাত্মৈব জিতঃ আত্মা কার্য্যকরণসংঘাতো যেন জিতো বশীকৃতো জিতেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ, অনাত্মনস্তু অজিতাত্মনস্তু শত্রুত্বে শত্রুভাবে বর্ত্তেত আত্মৈব শত্রুবদ্ যথানাত্মা শত্রুরাত্মনোঽপকারী তথাত্মাত্মনোঽপকারে বর্ত্তেত ইত্যর্থঃ॥ ৬॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বশীকৃতসংঘাতস্য বিক্ষেপাভাবাদাত্মনি সমাধান-সম্ভবাদুপপন্নমাত্মানং প্রতি বন্ধুত্বমিতি সাধয়তি তস্যেতি। অবশীকৃত-সংঘাতস্য পুনর্ব্বিক্ষেপোপপত্তেরাত্মনি সমাধানাযোগাদাত্মানং প্রতি শত্রুভাবে প্রসিদ্ধশত্রুবৎ আত্মৈব শত্রুত্বেন বর্ত্তেতেত্যুত্তরার্দ্ধং ব্যাকরোতি অনাত্মন ইতি। দৃষ্টান্তং ব্যাচষ্টে যথেতি। উক্তদৃষ্টান্তবশাদবশীকৃত-সংঘাতঃ স্বস্য হিতানাচরণাদাত্মানং প্রতি শত্রুরেবেতি দার্ষ্টান্তিকমাহ তথেতি॥ ৬॥

আভাস।

করিয়া থাকি; কারণ তাহাদের দ্বারা জীবনে যেমন মহান্ উপকার সাধিত হইয়া থাকে, রুষ্ট হইলে তাহাদের দ্বারাই পরম অপকার ঘটিয়া থাকে। সপ্তশতী চণ্ডীর প্রারম্ভে সুরথ নামে প্রবল-বিক্রম রাজা সমগ্র ধরণীর আধিপত্য লাভ করিয়াও কেবল অন্তরঙ্গ অমাত্য স্বজন-বর্গকে বশীভূত রাখিতে না পারায়, রাজ্যচ্যুত হইয়া বনে গমন করিয়াছিলেন; বর্ণিত আছে। তৎপরে সমাধি নামে অতুল ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন ধনমদে অভিভূত-চিত্ত বৈশ্যও স্ত্রীপুত্রাদিকে বশীভূত রাখিতে না পারায়, উক্ত রাজার ন্যায়, গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। ইহাতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, বহিরঙ্গ বহুবিধ ভোগের উপায় বিদ্যমান থাকিলেও, অন্তরঙ্গের দোষে বিবিধ দুঃখ মানবকে পাইতে হয়। পরে তাঁহারা উভয়ে বনমধ্যে মেধস্ মুনির আশ্রমে গমন পূর্ব্বক যখন তাঁহার শরণাগত হইলেন, তখনই সুখ এবং শান্তির পরাকাষ্ঠা লাভে চিরসুখী হন। শাস্ত্রপাঠ করিয়া পরের অবস্থা শ্রবণ করিলেই চরিতার্থ হওয়া যায় না; অন্তরের সহিত সে ভাবটীকে মিলাইয়া লইতে হইবে। মেধস্‌শব্দে বুদ্ধিকেই লক্ষ্য করিতে হয়। বহিরঙ্গ স্বজন বর্গের প্রতি বা ধন মান এবং বল বিক্রমের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, যে ব্যক্তি প্রধান অন্তরঙ্গ স্বীয় বিবেকপূর্ণ বিজ্ঞানকে দেহরথে সারথিপদে নিযুক্ত রাখিতে পারেন, তিনিই পরম সুখে এই দুঃখপূর্ণ মহার্ণব সদৃশ সংসার-সাগরকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিতে পারেন। কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে; বিজ্ঞানসারথি-র্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ। সোঽ-

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।

অন্বয়ঃ।

জিতাত্মনঃ (জিতঃ বশীকৃতঃ আত্মা কার্য্যকরণাদিসংঘাতঃ যেন তস্য)

শাঙ্করভাষ্যম্।

জিতাত্মন ইতি। জিতাত্মনঃ কার্য্যকরণাদিরূপসঙ্ঘাত আত্মা জিতো যেন

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কথং সংযতকার্য্যকরণস্য বন্ধুরাত্মেতি তত্রাহ জিতাত্মন ইতি। জিতকার্য্যকরণ-সংঘাতস্য প্রকর্ষেণোপরতবাহ্যাভ্যন্তরকরণস্য পরমাত্মা বিক্ষেপেণ পুনঃ পুনরনভি-

বিষয়-বাসনা হইতে বিবেক-বলে চিত্তকে নিশ্চিন্ত করিতে পারিলে, সুখ দুঃখ, রাগ দ্বেষ বা মানাপমানে চিত্ত আর দোলায়মান হয় না; সুতরাং চিত্তস্থ চিদানন্দ আমি-ভাব আত্মার নিরুদ্বিগ্ন স্থির-ভাব লাভ হয়। যে ব্যক্তি অন্তঃকরণাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে বশীভূত

আভাস।

ধনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥ যে ব্যক্তি বহিরঙ্গ ধন-সম্পদে বা স্বজন-গণের উপর নির্ভর না দিয়া, নিজের অন্তরঙ্গ বিজ্ঞানকে দেহরথের সারথি করিয়া ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণের লাগাম-স্বরূপ মনকে উক্ত সারথির হস্তে সমর্পিত রাখিতে পারেন, তিনিই সেই পরম মঙ্গলময় বিষ্ণুর পরম পদে স্থান প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি আপন নিকট অন্তরঙ্গ অন্তঃকরণাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে স্বীয় অধীনে রাখিতে না পারেন, তিনি তাহা-দিগকে শত্রুত্বে পরিণত করিয়া, পূর্ব্বোক্ত রাজা সুরথ এবং মহাধনী সমাধি নামক বৈশ্যের ন্যায় নিগৃহীত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি! ॥ ৬ ॥

এই শ্লোকে যোগারম্ভের উপযুক্ত অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম "জিতাত্মনঃ" জিতঃ পরাজিতঃ বশীভূত করা হইয়াছে আত্মা ও অন্তঃকরণাদি দেহবর্গ যাঁহার দ্বারা, তাঁহারই চিত্ত সর্ব্বদাই প্রশান্ত। এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, জপ তপস্যাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে অগ্রসর হইবার প্রথম সোপানই অন্তঃকরণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ এবং দেহকে যথেচ্ছ ব্যবহার হইতে প্রতি নিবৃত্ত করা। তাহার ফলে চিত্ত আপনা হইতে প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে। যাহার চিত্ত বিষয়-চিন্তায় সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত, তাহার দ্বারা পারমার্থিকের কথা

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয় ।

প্রশান্তস্য (প্রকর্ষেণ শান্তস্য উপরত-বাহ্যাভ্যন্তর-করণস্য জনস্য) শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু তথা মানাবমানয়োঃ মানে পূজায়াং অবমানে পরিভবে চ পরমাত্মা (অত্র শরীরে প্রত্যগাত্মা জীবঃ) সমাহিতঃ স্বরূপে অবস্থিতঃ এব নতু চঞ্চলঃ ইতি ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

স জিতাত্মা তস্য জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ সাক্ষাদাত্মভাবেন বর্ত্তত ইত্যর্থঃ, কিঞ্চ শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানেঽবমানে চ মানাবমানয়োঃ পূজা-পরিভবয়োঃ সমঃ স্যাৎ ইত্যধ্যাহারঃ ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

ভূয়মানো নিরন্তরং চিত্তে প্রথত ইত্যর্থঃ । জিতাত্মানং সংন্যস্ত-সমস্ত-কর্ম্মাণমধিকা-রিণং প্রদর্শ্য যোগাঙ্গানি দর্শয়তি শীতেতি । সমঃ স্যাদিত্যধ্যাহারঃ । পূর্ব্বার্দ্ধং ব্যাচষ্টে জিতেত্যাদিনা । ন কেবলং তস্য পরমাত্মা সাক্ষাদাত্মভাবেন বর্ত্ততে কিন্তু শীতোষ্ণাদিভিরপি নাসৌ চাল্যতে তত্ত্বজ্ঞানাদিত্যুত্তরার্দ্ধং বিভজতে কিঞ্চেতি । তেষু সমঃ স্যাদিতি সম্বন্ধঃ ॥ ৭ ॥

স্বামিকৃতটীকা ।

জিতাত্মনঃ স্বস্মিন্ বন্ধুত্বং স্পষ্টয়তি জিতাত্মন ইতি । জিত আত্মা যেন তস্য প্রশান্তস্য রাগাদিরহিতস্যৈব পরং কেবলমাত্মা শীতোষ্ণাদিষু সৎস্বপি সমাহিত আত্মনিষ্ঠো ভবতি নান্যস্য, যদ্বা তস্য হৃদি পরমাত্মা সমাহিতঃ স্থিতো ভবতি ॥ ৭ ॥

করিতে সক্ষম হইয়াছেন ; অনন্ত প্রকারের সুখ দুঃখ, রাগ দ্বেষ এবং মান অপমানের কারণ উপস্থিত হইলেও, যিনি আর তাহাতে উদ্বিগ্ন হন না ; সুতরাং নিশ্চল ও সমাহিত চিত্তের অনুরোধে তাঁহার আত্মভাব জীব-স্বরূপেরও আর কোন উদ্বেগ থাকে না, তখনই তিনি প্রকৃত যোগস্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৭ ॥

আভাস

দূরে থাকুক্ ! সাংসারিক উন্নতি হওয়াও দুঃসাধ্য । চঞ্চল চিত্তে যিনি যে কোন কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করিবেন, তাহাতেই তিনি ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া বিপদ্ এবং দুঃখকেই আহ্বান করিবেন, সন্দেহ নাই । চিত্ত স্থির করিয়া যে কার্য্যেই অগ্রসর হওয়া যায়, তাহাতেই প্রায় কৃতকার্য্য হওয়া যায় ; অতএব

জ্ঞানবিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।

অন্বয়ঃ।

জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা (জ্ঞানং শ্রৌতং, বিজ্ঞানং অনুভব-জন্যং তাভ্যাং তৃপ্তঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

জ্ঞানেতি। জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা জ্ঞানং শাস্ত্রোক্তপদার্থানাং পরিজ্ঞানং বিজ্ঞা-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

'চিত্তসমাধানমেব বিশিষ্টফলঞ্চেদিষ্টং তর্হি কথম্ভূতঃ সমাহিতো ব্যবহ্রিয়তে তত্রাহ

জ্ঞানেতি। পরোক্ষাপরোক্ষাভ্যাং জ্ঞানবিজ্ঞানাভ্যাং সংজাতোঽলংপ্রত্যয়োঽক্রিয়ো

তাদৃশ জীবাত্মা কূটের ন্যায় নিশ্চল ও নির্ব্যাপারী ভাবে অবস্থান করায়, ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়-সম্পর্কে ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন ঘটে না। তখন চিত্তস্থ চিদানন্দ জীবাত্মার আর কোন বিষয় অবধারণেরও বাকি থাকে না; এবং কোন বিষয়ে প্রবেশের বা অবধারণের যোগ্যতারও

আভাস।

বিপদকে আহ্বান করা হয় না। জিতেন্দ্রিয় পুরুষের হৃদয় সর্ব্বক্ষণই প্রশান্ত থাকে; এবং আপনার অবস্থা অর্থাৎ স্বীয় স্বরূপকে অবধারণ করিতে সক্ষম হন। সুতরাং অনুকূল বা প্রতিকূল বিষয়ের সমাগমে বা মান বা অবমাননার উপস্থিতিতে সাধারণ মানবের ন্যায়, তিনি কখন ব্যাকুল হন না। কারণ তিনি জানেন যে প্রকৃতির নিয়মানুসারে বায়ুর ন্যায়, সকল ভাবকেই নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতে হইতেছে! ইহা সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের সংসার-চক্রেরই পদ্ধতি! সংসার কাহারও অধীনে নহে! আমার বলিয়া অভিভূত না হইয়া, সর্ব্ব-নিয়ন্তার বশে ভৃত্যবৎ পর্য্যটন করাই বিধেয়। এইরূপ ভাবিয়া, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই শান্তচিত্তে নিজের স্বরূপ এবং পরম পুরুষের নিত্য নিরঞ্জন ভাবকে নিজ হৃদয়ে নিরন্তর অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

এই শ্লোকে "জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা" বলিয়া যোগে আরূঢ় ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়াছেন। শাস্ত্রে উক্ত পদার্থ বা তত্ত্ব সমূহের পরিচয় লাভের নাম জ্ঞান এবং হৃদয়ের অনুভূতির দ্বারা আলোচনা করত সেই বিষয় বা তত্ত্ব গুলিকে হৃদয়ের অনুভবের বিষয় করা, অর্থাৎ স্বীয় অন্তরে একাগ্রতার বলে তন্ময়ভাবে প্রতীতি করাকে বিজ্ঞান নামে অভিহিত করা হয়। এই জ্ঞান এবং বিজ্ঞানে অধিকার

যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।

আত্মা অন্তঃকরণং যস্য সঃ) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ অতঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ উপেক্ষকত্বাৎ উত্তমাধম-ভাবেষু তুল্যবুদ্ধিঃ অতঃ কূটস্থঃ কূটবৎ নির্ব্বিকারেণ স্থিতঃ যোগী যুক্তঃ সমাহিতঃ উচ্যতে ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

নম্ব শাস্ত্রতো জ্ঞাতানাং তথৈব স্বানুভবকরণং তাভ্যাং জ্ঞানবিজ্ঞানাভ্যাং তৃপ্তঃ সঞ্জাতালংপ্রত্যয় আত্মান্তঃকরণং যস্য স জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থোঽপ্রকম্পো ভবতি ইত্যর্থঃ, বিজিতেন্দ্রিয়শ্চ য ঈদৃশো যুক্তঃ সমাহিত ইতি স উচ্যতে কথ্যতে স যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ লোষ্টাশ্মকাঞ্চনানি সমানি যস্য সঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

হর্ষবিষাদ-কামক্রোধাদি-রহিতো যোগী যুক্তঃ সমাহিত ইতি ব্যবহার-ভাগী ভবতীতি পাদত্রয়ব্যাখ্যানেন দর্শয়তি জ্ঞানমিত্যাদিনা। স চ যোগী পরমহংস-পরিব্রাজকঃ সর্ব্বত্রোপেক্ষাবুদ্ধিরনতিশয়বৈরাগ্যভাগীতি কথয়তি স যোগীতি ॥ ৮ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

যোগারূঢ়স্য লক্ষণং শ্রৈষ্ঠ্যং চোক্তমুপসংহরতি জ্ঞানেতি। জ্ঞানমৌপদেশিকং বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভব স্তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মা চিত্তং যস্য, অতঃ কূটস্থো নির্ব্বিকারঃ, অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন, অতএব সমানি লোষ্টাদীনি যস্য মৃৎখণ্ড-পাষাণ-সুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়-বুদ্ধিশূন্যঃ স যুক্তো যোগারূঢ় ইত্যুচ্যতে ॥ ৮ ॥

অভাব হয় না। নিকৃষ্ট মৃৎপিণ্ড, পাষাণখণ্ড বা উৎকৃষ্ট সুবর্ণ প্রভৃতি পার্থিব পদার্থের প্রতি অনুরাগ বা বিদ্বেষ ভাবের অভাবে স্থির-প্রকৃতিতে যখন জীবাত্মার-অবস্থান হয়, তখনই তিনি সমাহিত-চেতা যোগীনামে অভিহিত হন। ৮ ॥

আভাস।

জন্মিলে, আত্ম-দর্শনে সাধক যেমন পারদর্শিতা লাভে নিশ্চিন্ত হন, আবার জগন্নিয়ামক পরম-জ্যোতি সর্ব্বাধারের চিন্তায় পরমানন্দ ভোগে পরম নিবৃত্ত হন। সুতরাং চঞ্চল সংসারে অচল কূটের ন্যায়, সমাহিত থাকেন। ইন্দ্রিয়গণও সুপ্রতিষ্ঠিত ভাবে ঊর্দ্ধগতি বা অধোগতির পন্থা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া চিত্তের

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থ-দ্বেষ্য-বন্ধুষু।

অন্বয়ঃ।

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন-মধ্যস্থ-দ্বেষ্য-বন্ধুষু (সুহৃৎ নিরপেক্ষ-হিতকারী, মিত্রঃ স্নেহেন উপকারকঃ, অরিঃ শত্রুঃ, উদাসীনঃ উপেক্ষকঃ, মধ্যস্থঃ মীমাংসকঃ, দ্বেষ্যঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ সুহৃদিতি। সুহৃদিত্যাদিশ্লোকার্দ্ধমেকপদং, সুহৃদিতি প্রত্যুপকারমন-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যোগারূঢ়স্য প্রশস্তত্বমভ্যুপেত্য যোগস্যাঙ্গান্তরং দর্শয়তি কিঞ্চেতি। পদচ্ছেদঃ

শান্তপ্রকৃতি ও সমাহিত যোগীর সমীপে সুহৃৎ, মিত্র, উদাসীন মধ্যস্থ বিদ্বেষী বা বন্ধু জ্ঞানে এবং এমন কি! সাধু বা পাপী

আভাস।

অনুকরণে চিদানন্দে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে। এই অবস্থাটীকে প্রকৃত যোগাবস্থা বলা যায় এবং এই অবস্থায় যোগীর সমীপে বাহ্য বস্তুতে ভাল মন্দের কোন চিন্তা উদয় না; সুবর্ণই হউক্ বা লোষ্ট্র পষাণই হউক! সর্ব্বত্র সম দৃষ্টিতে যোগী অবস্থান করেন।

পূর্ব্ব শ্লোকে ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিলে, চিত্তজয় করা যায়, বলা হইয়াছিল; এই শ্লোকে চিত্ত জয় করিলে, ইন্দ্রিয়াদি দেহবর্গেরও জয় করা হয়, বলা হইতেছে। অর্থাৎ ঘড়ির পেণ্ডুলেন বন্ধ করিলে যেমন সময় নির্ণায়ক কাঁটা বন্ধ হয়, সেইরূপ কাঁটার গতি রুদ্ধ করিলে, পেণ্ডুলেনেরও দোলন বন্ধ হয়॥ ৮॥

এই শ্লোকের মন্তব্য ভাবটী কেবল যোগী কেন! উন্নতিকামী ভদ্রমহোদয় ব্যক্তি-মাত্রেরই অবশ্য অনুষ্ঠেয়! কারণ ইহাতে সকলকেই স্বার্থ-ত্যাগের পরামর্শ প্রদত্ত হইয়াছে। স্বার্থের চিন্তা হৃদয়ে যদবধি উদিত থাকে, তদবধি চিত্ত কখন আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। স্বার্থে মানব অন্ধ হইয়া পড়ে; স্বার্থকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে না পারিলে, আত্মোন্নতির প্রকৃত পন্থা কিছুতেই দৃষ্টিগোচর হয় না। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগ-দর্শনে এই শ্লোকের অনুরূপে একটী সূত্র করিয়াছেন যথা; "মৈত্রি করুণা মুদিতো-পেক্ষাণাং! সুখ-দুঃখ-পুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাত শ্চিত্ত-প্রসাদনম্"। স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না থাকিলে, অপরের চরিত্রের উপর কটাক্ষ করিবার অবসর ঘটে। এইটী একটী উৎকৃষ্ট উদার নীতি; ইহাকে রাজযোগ নামে শাস্ত্র কীর্ত্তন

সাধুষপি চ পাপেষু সমবুদ্ধি র্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।

বিরুদ্ধ-ভাবাপন্নঃ, বন্ধুঃ সম্বন্ধী আত্মীয়ঃ চ তেষু) তথা সাধুষু চরিত্রবৎসু, পাপেষু দুরাচারেষু, চ সমবুদ্ধিঃ ঈশ্বর-প্রেরিত-জ্ঞানেন তুল্যবুদ্ধিঃ জনঃ বিশিষ্যতে সর্ব্বত্র প্রশংস্যতে ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

পেক্ষ্যোপকর্ত্তা, মিত্রং স্নেহবান্, অরিঃ শত্রুঃ, উদাসীনো ন কস্যচিৎ পক্ষং ভজতে, মধ্যস্থো যো বিরুদ্ধয়োরুভয়ো র্হিতৈষী, দ্বেষ্যঃ আত্মনোঽপ্রিয়ো, বন্ধুঃ সম্বন্ধীত্যে-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পদার্থোক্তিরিতি ব্যাখ্যানাঙ্গং সম্পাদয়তি সুহৃদিতীতি, অরির্নাম পরোক্ষমপকারকঃ, প্রত্যক্ষমপ্রিয়ো দ্বেষ্য ইতি বিভাগঃ। সমবুদ্ধিরিতি ব্যাচষ্টে কঃ কিমিতি।

স্বামিকৃতটীকা।

সুহৃন্মিত্রাদিষু সমবুদ্ধিযুক্তস্ত ততোঽপি শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ সুহৃদিতি। সুহৃৎ স্বভাবেনৈব হিতাশংসী, মিত্রং স্নেহবশেনোপকারকঃ, অরির্ঘাতুকঃ, উদাসীনো বিবদমানয়োরুভয়োরপ্যুপেক্ষকঃ, মধ্যস্থো বিবদমানয়োরুভয়োরপি হিতাশংসী, দ্বেষ্যো দ্বেষবিষয়ঃ, বন্ধুঃ সম্বন্ধী, সাধবঃ সদাচারাঃ, পাপা দুরাচারাঃ, এতেষু সমা রাগদ্বেষশূন্যা বুদ্ধির্যস্য স তু বিশিষ্টঃ ॥ ৯ ॥

বলিয়াও কোন ব্যক্তির প্রতি ভেদ-ভাবের উদয় না হয়, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সমবুদ্ধি ও নিজেই নিজের উদ্ধার-কর্ত্তা ॥ ৯ ॥

আভাস।

করিয়াছেন। অর্থাৎ চরিত্র গঠনের শ্রেষ্ঠ যোগ। কেবল স্বার্থকে উপেক্ষা করিলে মানব অজ্ঞাতসারে আপনা হইতে আপনি বড় হয়। ইহার পদ্ধতি যোগসূত্র বলিয়াছেন যে, সুখী ব্যক্তিকে মনে মনে প্রশংসা করিবে। তাঁহাকে ঈর্ষা বা হিংসা করিবে না। দুঃখীকে করুণার দৃষ্টিতে অবলোকন করিবে। পুণ্যবানকে দর্শন করিয়া, সুখ্যাতি এবং আনন্দ প্রকাশ করা বিধেয়; এবং অপুণ্যবান্ ব্যক্তির সংসর্গ ঘটিলে কোনরূপ কটাক্ষ না করিয়া, উপেক্ষা করিবে। এই যোগবিধির অনুরূপ উপদেশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, সুহৃৎ মিত্রাদির প্রতি সমদৃষ্টিতে ব্যবহার করা যোগীর চরিত্রে প্রথম অনুষ্ঠেয়।

প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না করিয়া, যিনি উপকার করেন; তিনিই সুহৃৎ;

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।

অন্বয়ঃ।

নিরাশীঃ কামনাবর্জ্জিতঃ অতঃ অপরিগ্রহঃ ভোগপ্রবৃত্তি-রহিতঃ অতঃ যত-চিত্তাত্মা (যতঃ সংযতঃ চিত্তং আত্মা দেহাদিকং চ যেন) তাদৃশঃ যোগী যোগং

শাঙ্করভাষ্যম্।

তেষু সাধুষু শাস্ত্রানুবর্ত্তিষ্বপি চ পাপেষু প্রতিষিদ্ধকারিষু সর্ব্বেষ্বেতেষু সমবুদ্ধিঃ কঃ কিং কর্ম্মেত্যব্যাপৃত-বুদ্ধিরিত্যর্থঃ বিশিষ্যতে, বিমুচ্যত ইতি বা পাঠান্তরং, যোগারূঢ়ানাং সর্ব্বেষাময়মুত্তম ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

অতএব উত্তম-ফল-প্রাপ্তয়ে যোগীতি। যোগী ধ্যায়ী যুঞ্জীত সমাদধ্যাৎ সততং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রথমো হি প্রশ্নো জাতিগোত্রাদিবিষয়ঃ দ্বিতীয়ো ব্যাপার-বিষয়ঃ। উক্তপ্রকারেণাব্যা-পৃত-বুদ্ধিত্বে সর্ব্বোৎকর্ষো বা সর্ব্বোপায়বিমোক্ষো বা সিধ্যতীত্যাহ বিশিষ্যত ইতি। পাঠদ্বয়েঽপি সিদ্ধমর্থং সংগৃহ্য কথয়তি যোগারূঢ়ানামিতি ॥ ৯ ॥

যথোক্তবিশেষণবতো যোগারূঢ়ত্বমুক্তমত্বে যোগানুষ্ঠানে প্রযতিতব্যমিত্যাহ্যভিধা-

---

কিন্তু এই জাতীয় ভাবটীকে আনয়ন করিতে হইলে, কর্ম্মানু-ষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন! এই ভাবটীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে,

আভাষ।

স্নেহবান্ ব্যক্তিই মিত্র। অরিশব্দে শত্রুকে বুঝায়; বিবাদী উভয় পক্ষের কোন পক্ষকে যিনি অবলম্বন না করেন, তিনিই উদাসীন নামে অভিহিত হন; এবং যে ব্যক্তি বিরুদ্ধ উভয় পক্ষেরই হিতকামনা করেন, তিনিই মধ্যস্থ; যিনি স্বভাবত সর্ব্বদা অপ্রিয়াচরণ করেন, তিনি দ্বেষ্য; জ্ঞাতিত্বাদি নিবন্ধন স্বজন ব্যক্তিই বন্ধুনামে পরিগৃহীত। চরিত্রবান্ ব্যক্তিই সাধু এবং চরিত্রহীন ব্যক্তিই পাপিষ্ঠ। এই পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের প্রতি তুল্য দৃষ্টিতে অর্থাৎ স্বার্থের মর্য্যাদা না করিয়া, সমভাবে যিনি অবলোকন করেন, তিনিই জগতে পূজনীয় হন। এইরূপ স্বার্থশূন্য সমভাবাপন্ন হৃদয়ই যোগ-কল্পতরু রোপণের উপযুক্ত ক্ষেত্র ॥ ৯ ॥

চিত্তকে উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া, সংসারে কেবল নিরীহ ভদ্রলোক সাজিয়া থাকিলেও চলিবে না; কারণ সাধারণ লোক সুখ্যাতি করিলেও, নিজের

একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ ।

আরুরুক্ষুঃ সাধকঃ, একাকী অন্য-সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ রহসি একান্তে স্থিতঃ এব সততং আত্মানং যুঞ্জীত স্ব-স্বরূপানুসন্ধানং কুর্ব্বীত ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

সর্ব্বদাত্মানমন্তঃকরণং রহস্যেকান্তে যোগী গিরিগুহাদৌ স্থিতঃ সন্নেকাকী অসহায়ো রহসি স্থিত একাকী চেতি বিশেষণাৎ সংন্যাসং কৃত্বেত্যর্থঃ, যতচিত্তাত্মা

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

নানন্তরং প্রধানমভিদধাতি অতএবমিতি । আদর-নৈরন্তর্য্য-দীর্ঘকালত্বং বিশেষণত্রয়ং যোগস্য সূচয়তি সততমিতি । তস্যৈব পঞ্চাঙ্গান্যুপন্যস্যতি রহসীত্যাদিনা । সর্ব্ব-দেত্যাদরদীর্ঘকালয়োরুপলক্ষণং ! প্রত্যগাত্মানং ব্যাবর্ত্তয়তি অন্তঃকরণমিতি । গিরিগুহাদাবিত্যাদিশব্দেন যোগ-প্রতি-বন্ধক-দুর্জ্জনাদি-বিধুরো দেশো গৃহ্যতে ।

একাকী একান্তে অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর আত্মচিন্তা করা প্রয়োজন। সেই আত্মচিন্তার কালে হৃদয়ে অন্য কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে এবং কোনরূপ ভোগেও আসক্ত থাকিবার পরিচয় দেওয়া উচিৎ নহে। সর্ব্বদা নিজের দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদির গতির প্রতি লক্ষ্য করত সাক্ষীস্বরূপ আত্মাকে নির্দ্ধারণে যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। ১০ ॥

আভাস ।

পরলোক-চিন্তা না করিলে, পুনঃ জন্মমরণাদি নরক-স্রোত অনিবার্য্য হইবে। অতএব ভোগাভিসন্ধিতে বিষয়ের অভিমুখ হইতে চিত্ত নিরস্ত হইলেও, উত্ত-রোত্তর স্বকীয় দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার এবং বুদ্ধির স্বরূপ চিন্তনে চিত্তকে ঊর্দ্ধগতির আশ্রয়ে উন্নত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সে চেষ্টাটী সকল সঙ্গ বর্জ্জন করত একাকী একান্তে উপবেশন করত অভ্যাস করিতে হয়। সে অভ্যাস দুই এক দিনেও হয় না। বিরক্ত বা নিরুৎসাহ হইয়া কার্য্য বন্ধ করিলে, হইবে না। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন ; স তু দীর্ঘকাল-আদর-নৈরন্তর্য্য-সৎকার-সেবিতাৎ দৃঢ়ভূমিঃ" ॥ বিশেষ যত্ন সহকারে, আদর পূর্ব্বক দীর্ঘকাল যথা নিয়মে চেষ্টা করিলে চিন্তার অভ্যাস দৃঢ় হইয়া আসে। নিরাশী ও অপরিগ্রহ ভাবে কার্য্য করা উচিত। দীক্ষিত হইয়া গুরুর আদেশ অনুসারে

শাঙ্করভাষ্যম্।

চিত্তমন্তঃকরণমাত্মা দেহশ্চ সংযতৌ যস্য স যতচিত্তাত্মা নিরাশীর্বীততৃষ্ণোঽপরিগ্রহশ্চ পরিগ্রহরহিত ইত্যর্থঃ, সংন্যাসিত্বেঽপি সতি ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ সন্ যুঞ্জীতেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বিশেষণদ্বয়স্য তাৎপর্য্যমাহ রহসীতি। যোগং যুঞ্জানস্য সন্ন্যাসিনো বিশেষণান্তরাণি দর্শয়তি যতেতি। সতি সংন্যাসিত্বে কিমিত্যপরিগ্রহগ্রহণমর্থমপুনরুক্তেরিত্যাশঙ্ক্য কৌপীনাচ্ছাদনাদিষ্বপি শক্তিনিবৃত্ত্যর্থমিত্যাহ সংন্যাসিত্বেঽপীতি ॥ ১০ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

এবং যোগারূঢ়স্য লক্ষণমুক্তেদানীং তস্য সাঙ্গং যোগং বিধত্তে যোগীত্যাদিনা; স যোগী পরমো মত ইত্যন্তেন গ্রন্থেন। যোগী যোগারূঢ় আত্মানং মনো যুঞ্জীত সমাহিতং কুর্য্যাৎ, সততং নিরন্তরং রহসি একান্তে স্থিতঃ সন্, একাকী সঙ্গশূন্যঃ যতং সংযতং চিত্তমাত্মা দেহশ্চ যস্য, নিরাশী র্নিরাকাঙ্ক্ষঃ, অপরিগ্রহঃ পরিগ্রহশূন্যশ্চ ॥ ১০ ॥

আভাস।

১০৮ বা ১০০৮ জপ করিয়া কর্ত্তব্যের সমাপ্ত হইল মনে করিয়া, ধ্যানে নিবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। কারণ শাস্ত্র বলিয়াছেন, "তজ্জপস্তদর্থভাবনং" যে নাম বা মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক জপ করিতে হইবে, তাহা কেবল উচ্চারণ মাত্র করিলেই যে জপ করা হয়, তাহা নহে; প্রত্যেক বার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সেই তত্ত্ব বা অভীষ্ট দেবতার ভাবটীকে হৃদয়ে চিন্তা করা কর্ত্তব্য। সেই চিন্তার ফলে চিত্ত ক্রমশঃ তদ্ভাবাপন্ন হইয়া, উত্তরোত্তর উন্নত হইতে থাকে। চিন্তা মনুষ্য জীবনের অপূর্ব্ব ব্যাপার! অগ্নি যেমন যে জাতীয় কাষ্ঠাদিকে দগ্ধ করিতে থাকে, অগ্নি তদাকারে স্বয়ং আকারিত হইয়া তদ্রূপে পরিণত হয়। সেইরূপ চিত্ত যখন যে বিষকে আশ্রয় করত চিন্তা করিতে থাকে, চিন্তনীয় বিষয়ের আকারে নিজেও পরিণত হইয়া আসে। তাহাকে ক্ষুদ্র বিষয়ের চিন্তাতে নিমগ্ন রাখিলে, চিত্ত অতি সঙ্কীর্ণ হয়; এবং প্রশস্ত ও উৎকৃষ্ট বিষয়ের চিন্তাতে নিমগ্ন করিবার অভ্যাস করিলে, চিত্ত উত্তরোত্তর প্রশস্ত উৎকৃষ্ট ও তদ্ভাবাপন্ন হইয়া যায়। চিন্তা করাই প্রকৃত কর্ম্মযোগ; যাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্য জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া করিবার উপদেশ দিয়াছেন। মানব সাংসারিক গৃহচিন্তায় চিত্তকে নিমগ্ন করিয়া যেমন সাংসারিক ভোগাদির উৎকর্ষ লাভে সমর্থ হন, আবার সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের চিন্তায় চিত্তকে নিমগ্ন রাখিতে

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ;
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ ।

তথা ;—ন অতি উচ্ছ্রিতং উন্নতং, (পতন-ভয়াৎ) ন অতি নীচং শৈত্য-ভয়াৎ চেলাজিনকুশোত্তরং চেলং বস্ত্রং কার্পাস-নির্ম্মিতং, অজিনং মৃগচর্ম্ম, কুশাসনং চ উত্তরোত্তরতঃ স্থাপয়িত্বা বিরচিতং তত্র কুশোপরি চর্ম্ম, তদুপরি বস্ত্রান্তরণেন প্রস্তুতং আত্মনঃ আসনং শুচৌ শুদ্ধে দেশে স্থানে স্থিরং নির্দ্দিষ্টতয়া প্রতিষ্ঠাপ্য ॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

অথেদানীং যোগং যুঞ্জত আসনাহারবিহারাদীনাং যোগসাধনত্বেন নিয়মো বক্তব্যঃ, প্রাপ্তযোগস্য লক্ষণং তৎফলাদি চেত্যত আরভ্যতে, তত্রাসনমেব তাবৎ

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

যোগং যোগাঙ্গানি চোপদিশ্য উত্তর-সন্দর্ভস্য তাৎপর্য্যমাহ অথেতি । যোগস্বরূপ-কতিপয়-তদঙ্গ-প্রদর্শনানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ । বিহারাদীনামিত্যাদিশব্দেন যথোক্তাসনা-দিগতাবান্তরভেদগ্রহণম্ তৎফলাদি চেত্যাদিশব্দেন যোগফলং সম্যগ্‌জ্ঞানঞ্চ তৎফলং

এ সময়ে নিজের উপবেশনার্থ আসনের প্রতি দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। পবিত্র অথচ অতি উচ্চ না হয় এবং অতি নিম্ন না হয়, এরূপ স্থানে কুশাসন, মৃগচর্ম্ম ও কার্পাসাদির আসন উত্ত-রোত্তর উপর্য্যুপরি স্থাপন করত তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক অন্তঃ-করণাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে ভোগে বিরত করিয়া ॥ ১১ ॥

আভাস ।

পারিলে চিত্ত উত্তরোত্তর আত্মস্বরূপের চিন্তায় পারদর্শী হইয়া উৎকৃষ্ট গতি-লাভ করিতে পারে। চিন্তাই চিত্ত-গঠনের এক মাত্র উপায়। নিকৃষ্ট সাংসারিক বস্তুর চিন্তায় চিত্ত স্থূল ভাবাপন্ন হইয়া সংসার-গতি লাভ করে ; এবং উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম সত্ত্বগুণময় বস্তু বা তত্ত্বের চিন্তায় অভ্যস্ত হইলে, তদনু-রূপ উৎকৃষ্ট গতি মানব লাভ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

প্রশান্ত-চিত্ত মুক্তিকামী ব্যক্তির পক্ষে যোগের অনুষ্ঠান-কল্পে আসনের প্রতি দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ আসনের দ্বারা চিত্তের একাগ্র-তার বিশেষ আনুকূল্য হইয়া থাকে। গমনাগমন বা পর্য্যটনাদি কালে

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রথমমুচ্যতে শুচাবিতি। শুচৌ শুদ্ধে বিবিক্তে স্বভাবতঃ সংস্কারতো বা দেশে স্থানে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমচলমাত্মনঃ আসনং নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতীবোচ্ছ্রিতং নাপ্যতিনীচং তচ্চ চেলাজিনকুশোত্তরং চেলমজিনং কুশাশ্চ উত্তরে যস্মিন্নাসনে তদাসনং চেলাজিনকুশোত্তরং পাঠক্রমাৎ বিপরীতোঽত্র অনুক্রমশ্চেলাদীনাং ॥ ১১ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কৈবল্যং ততো ভ্রষ্টস্যাত্যন্তিকাবিনষ্টত্বমিত্যাদি গৃহ্যতে। এবং সমুদায় তাৎপর্য্যে দর্শিতে কিমাসীনঃ শয়ানস্তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ কুর্ব্বন্ বা যুঞ্জীতেত্যপেক্ষায়ামনন্তরশ্লোকতাৎপর্য্যমাহ তত্রেতি। নির্দ্ধারণে সপ্তমী। প্রথমং যোগানুষ্ঠানস্য প্রধানমাসীনঃ সম্ভবাদিতি ন্যায়াদিতি যাবৎ। বিবিক্তত্বং দ্বেধা বিভজতে স্বভাবত ইতি। আসন-

স্বামিকৃতটীকা।

আসন-নিয়মং দর্শয়ন্নাহ শুচাবিতি দ্বাভ্যাং। শুদ্ধে স্থানে আত্মনঃ স্বস্যাসনং স্থাপয়িত্বা, কীদৃশং স্থিরমচঞ্চলং নাত্যুচ্ছ্রিতং, ন চাতিনীচং, চেলং বস্ত্রং অজিনং ব্যাঘ্রাদিচর্ম্ম চেলাজিনে কুশেভ্য উত্তরে যস্য কুশানামুপরি চর্ম্ম তদুপরি বস্ত্রমাস্তীর্য্যেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

আভাস।

মনের স্থৈর্য্য থাকে না। দেহ স্থির ভাবে নিজের একটী নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট থাকিলে, চিত্ত সত্বর একনিষ্ঠ হইয়া থাকে। বিশেষত অপরের আসনেও উপবেশন করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ অন্যের দেহের বা ইন্দ্রিয়াদির ভাব অনুসারে তদীয় আসনে জৈবীশক্তির যথেষ্ট সম্পর্ক ঘটিয়া থাকে; সুতরাং ধাতু ও দেহ-শক্তির অনুসারে নিজের রচিত নির্দ্দিষ্ট আসনেই উপবেশন শ্রেয়স্কর। পরের আসনে নিজের দেহ ও চিত্তাদির উপর বিবিধ ব্যাঘাত আসিবার সম্ভাবনা। কেহ পিত্তপ্রধান, কেহ শ্লেষ্মাপ্রধান কেহ বা বায়ুপ্রধান ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে স্ব স্ব আসনই উত্তম। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন; "স্থির-সুখমাসনং" যে জাতীয় আসনে উপবেশন করিলে, দেহে কোন কষ্ট বোধ না হয় এবং সত্ত্বগুণের উদ্রেকে চিত্ত সহজে স্থির হইয়া আসে, তাহাই সুখাসন। তন্মধ্যে প্রথমত কুশাসন তদুপরি মৃগচর্ম্ম বা ব্যাঘ্রচর্ম্ম এবং তদুপরি কার্পাস-বস্ত্র নির্ম্মিত আসন ব্যবহার করা উচিত। নিরাসনে উপবিষ্ট হওয়া উচিত নহে। কারণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পৃথিবীস্থ সকল বস্তুর শক্তিই পৃথিবী স্বীয় অন্তরে গ্রাস করিয়া থাকেন। সুতরাং কেবল মৃত্তিকা বা পাষাণাদির

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্থাস্থৈর্য্যে তত্রোপবিশ্য যোগমনুতিষ্ঠতঃ সমাধানাযোগাৎ যোগাসিদ্ধিরিত্যভি-সন্ধায় বিশিনষ্টি অচলনমিতি। আস্তেঽস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্তিমনুসৃত্যাহ আসনমিতি। আত্মন ইতি পরকীয়াসনব্যুদাসার্থং পতনভয়-পরিহারার্থং নাত্যুচ্চমিত্যুক্তং, নাপা-তিনীচমিতি ভূতলপাষাণাদি সংশ্লেষে বাতক্ষোভাগ্নিমান্দ্যাদিসম্ভাবিতদোষনিরাসার্থং, চেলং বস্ত্রমজিনং চর্ম্ম পশূনাং তচ্চ মৃগস্য কুশা দর্ভাস্তে চোত্তরে যস্মিন্ পরিষ্টাদা-রভ্য তত্তথোক্তম্। প্রথমং চেলং ততোঽজিনং ততশ্চ কুশা ইতি প্রতিপন্ন-ক্রমমাপাতিকং ক্রমমতিক্রম্যাদৌ কুশাস্ততোঽজিনং ততশ্চেলমিতি ক্রমং বিবক্ষিত্বাহ-বিপরীতোঽত্রেতি ॥ ১১ ॥

আভাস।

উপর নিরাসনে অধিকাল উপবিষ্ট থাকিলে, জৈবীশক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। তৃণাদির আসন, যথা আমাদের দেশে মাদুর প্রভৃতি, বিশেষত কুশাসন পৃথিবীর সেই আকর্ষণ শক্তি হইতে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে রক্ষা করে। কুশা-সনের উপর মৃগচর্ম্ম সত্ত্বগুণের উদ্রেক করে; কিন্তু ব্যাঘ্রচর্ম্ম রজোগুণের উদ্রেক করে; সুতরাং ব্যাঘ্রচর্ম্মে রজোগুণের উদ্রেকে সত্বর একাগ্রতাকে আনয়ন করিলেও, তপস্যায় ফলের প্রতি চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে। মৃগচর্ম্ম বিশেষত কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম কেবল সত্ত্বগুণের উদ্রেক করায়, গৃহস্থের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ব্যাঘ্রচর্ম্ম অঘোর-পন্থী প্রভৃতি দেবতা-বিশেষে ভক্তিমান্ যোগীর পক্ষেই উপকারী; কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে নহে। অতএব কোমল মৃগচর্ম্মের উপর কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্রাসনে উপবেশন করিলে, দেহ সুস্থ থাকে; কোনরূপ চুলকনা প্রভৃতির উদ্রেক হয় না। সর্ব্বোপরি রোমাসনও প্রশস্ত নহে। কারণ পশুর রোমও দেহের জৈবী শক্তিকে ব্যাকুল করে; সুতরাং আত্ম-সাক্ষাকারে উদ্‌যোগী যোগীর পক্ষে সর্ব্বোপরি কার্পাসাসনই হিতকর। কম্বল আসন অধিক কাল উপবেসনে উপকারী হয় না; ইহা পিত্তকে কুপিত করে। আসনের স্থান অর্থাৎ ভূমিও অতি উচ্চ স্থান বা নিতান্ত নিম্নস্থান নির্ব্বাচন অবিধেয়। কারণ উচ্চে পতন-ভয় এবং অতি নিম্নস্থানে জলাদি জনিত শৈত্যের সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং উভয়কে বর্জ্জন করত সমতল গঙ্গাদি পবিত্র নদীর সমীপবর্ত্তি স্থান বা গিরিগুহাদি আসনের প্রশস্ত স্থান ॥ ১১ ॥

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।

অন্বয়ঃ।

যত-চিত্তেন্দ্রিয়-ক্রিয়ঃ (যতা সংযতা চিত্তস্য ইন্দ্রিয়াণাং চ ভোগানুকূলা ক্রিয়া যস্য সঃ তাদৃশঃ যোগী) তত্র আসনে উপবিশ্য মনঃ একাগ্রং কৃত্বা আত্ম-বিশুদ্ধয়ে

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রতিষ্ঠাপ্য কিং তত্রেতি। তত্র তস্মিন্নাসনে উপবিশ্য যোগং যুঞ্জ্যাৎ কথং সর্ব্ব-বিষয়েভ্য উপসংহৃত্যৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ চিত্তঞ্চ ইন্দ্রিয়াণি চ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যথোক্তমাসনং সম্পাদ্য কিং কর্ত্তব্যমিতি প্রশ্নপূর্ব্বকং কর্ত্তব্যং তন্নির্দ্দিশতি প্রতিষ্ঠাপ্যেতি। যোগং যুঞ্জানস্যেতিকর্ত্তব্যতাকলাপং পৃচ্ছতি কথমিতি। সর্ব্বেভ্যো

চিত্তকে বাসনাশূন্য বিশুদ্ধ ভাবে পরিণত করিবার জন্য একাগ্রতা

আভাস।

তাদৃশ আসনে উপবিষ্ট হইয়া একাগ্র-চিত্তে যোগের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। এখানে উপবিশ্য শব্দটী প্রয়োগ করিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, শয়নাদি করিয়া যোগচিন্তা যেন না করেন। অবশ্য গরুড়াসন, পদ্মাসন প্রভৃতি কর-চরণাদির সংস্থান-বিশেষে উপবেশনের জন্য অনেক প্রকার আসনের উল্লেখ তন্ত্রাদিতে আছে বটে, কিন্তু এখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বলিবার তাৎপর্য্য, যেরূপে উপবেশন করিলে শরীরে কোনরূপ গ্লানি বা কষ্টবোধ না হয়, সুতরাং মন চঞ্চল না হয়, সেইরূপ ভাবে উপবিষ্ট হওয়াই প্রশস্ত। চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াকে সংযত করিয়া কোন একটী অভিমত বিষয়ে চিত্ত সংযত করিবে! অর্থাৎ তত্ত্বচিন্তার কালে অন্য কোন বিষয়ের চিন্তায় চিত্ত ধাবিত না হয়। সাধরণত শিবপূজাদি করিবার সময় সাংসারিক স্ত্রীপুত্রাদির চিন্তা আসিয়া যেমন গৃহস্থকে বিব্রত করে, যোগী যেন সেরূপ বিষয়-চিন্তায় বিব্রত না হন। এরূপ একাগ্রতা সহজে ও স্বল্পকালে ঘটে না বটে; কারণ চিত্তের চাঞ্চল্যই মহাপাপ! চাঞ্চল্য নিবারণে সমর্থ হওয়াই যোগীর ভোগদশা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র উপায়; কারণ তাহাই চিত্তের বিশুদ্ধি। চিত্তের এই অচঞ্চল বিশুদ্ধভাব আনিতে হইলে, দুইটী ব্যাপারের প্রয়োজন; প্রথমত যে যে বিষয়ের চিন্তায় চিত্তকে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন করে, সেই সেই বিষয়ের উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ভাব এবং অকিঞ্চিৎকরত্ব ও দুঃখপ্রদত্বাদি ভাবের চিন্তনে তাদৃশ বিষয়ে

উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।

(আত্মনঃ চিত্তস্য বিশুদ্ধয়ে বিষয়ান্তর-পরিহারায়) যোগং যুঞ্জ্যাৎ আত্মচিন্তনং অভ্যসেৎ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

চিত্তেন্দ্রিয়াণি তেষাং ক্রিয়া সংযতা যস্য স যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ স কিমর্থং যোগং যুঞ্জ্যাদিত্যাহাত্মবিশুদ্ধয়ে অন্তঃকরণস্য শুদ্ধ্যর্থমিত্যেতৎ॥ ১২ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বিষয়েভ্যঃ সকাশাৎ প্রত্যাহৃত্য মনসো যদেকস্মিন্নেব ধ্যেয়ে বিষয়ে সমাধানং, যচ্চিত্তস্যেন্দ্রিয়াণাং চ বাহ্যক্রিয়াণাং সংযমনং তদুভয়ং কৃত্বা যোগমনুতিষ্ঠেদিত্যাহ সর্ব্বেতি। আসনে যথোক্তে স্থিত্বা যথোক্তয়া রীত্যা যোগানুষ্ঠানস্য প্রশ্নপূর্ব্বকং ফলমাহ স কিমর্থমিত্যাদিনা॥ ১২ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

তত্র তস্মিন্নাসনে উপবিশ্য একাগ্রং বিক্ষেপ-রহিতং মনঃ কৃত্বা যোগং যুঞ্জ্যাৎ অভ্যসেৎ, যতা সংযতা চিত্তস্যেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া যস্য, আত্মনো মনসো বিশুদ্ধয়ে উপশান্তয়ে॥ ১২ ॥

সহকারে কোন অভিপ্রেত তত্ত্বে সন্নিবিষ্ট করা কর্ত্তব্য॥ ১২ ॥

আভাস।

বীতরাগ হওয়া প্রয়োজন; এবং দেহের অন্তরস্থ কোন একটী তত্ত্বকে, যথা প্রথমত দেহের সর্ব্বত্র-ব্যাপী বলকে আশ্রয় করিয়া চিন্তা আরম্ভ করিতে হয়। যে বল আমাদের দেহের হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে শক্তি প্রদানে কার্য্যক্ষম করিতেছে, এক্ষণে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে না ধরিয়া, সেই বলময়ী শক্তিকে যদি ধারণা করিয়া তাহারই চিন্তায় নিমগ্ন হওয়া যায়, সেই শক্তির চিন্তায় মন ক্রমশঃ স্থির হইয়া একাগ্রতায় অভ্যস্ত হয়। এই প্রকারে মন একবার যে কোন বিষয়ের অবলম্বনে কিছু কালের জন্যও যদি একাগ্রতায় অভ্যস্ত হয়, তখনই সে চাঞ্চল্য-রোগ হইতে নির্ম্মুক্ত হইল। তখন তাহাকে যে কোন ঐরূপ সূক্ষ্ম তত্ত্বে একাগ্র করিবার চেষ্টা করা যায়, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সহজে ও সত্বর তাহাতেই চিত্ত স্থির ভাব ধারণে একাগ্র হইতে পারে। এই সকল যোগ-ব্যাপারে চিন্তনীয় বিষয় থাকায়, ইহাকে সংপ্রজ্ঞাত সমাধি নামে যোগিগণ উল্লেখ করিয়াছেন। আবার উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্বের চিন্তায় একাগ্র হইবার চেষ্টা বা উদ্যমই প্রকৃত কর্ম্মযোগ॥ ১২ ॥

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।

অন্বয়ঃ।

কায়শিরোগ্রীবং (কায়ঃ দেহমধ্যভাগঃ, শিরঃ গ্রীবাচ তং তং) মূলাধারাৎ

শাঙ্করভাষ্যম্।

বাহ্যসাধনমাসনমুক্তং অধুনা শরীরস্য ধারণং কথমিত্যুচ্যতে সমমিতি। সমং কায়শিরোগ্রীবং কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবং তৎ সমং ধারয়ন্ অচলঞ্চ সমং ধারয়তঃ চলনং ন সম্ভবত্যতো বিশিনষ্টি অচলমিতি, স্থিরঃ স্থিরো ভূত্বেত্যর্থঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

উক্তমনুষ্ঠানান্তরশ্লোকস্য পুনরুক্তমর্থমাহ বাহ্যমিতি। সমত্বমৃজুত্বং কায়ঃ শরীর-মধ্যম্। অচলমিতি বিশেষণমবতার্য্য তস্য তাৎপর্য্যমাহ সমমিতি। কার্য্যকরণ-য়োর্ব্বিষয়পারবশ্যশূন্যত্বমচলত্বং স্থৈর্য্যম্। কিমিতি ইবশব্দলোপোঽত্র কল্প্যতে স্বনাসিকাগ্র-সংপ্রেক্ষণমেব যোগাঙ্গত্বেনাত্র বিধিৎসিতং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নহীতি। তর্হি কিমত্র বিবক্ষিতমিতি প্রশ্নপূর্ব্বকমাহ কিং তর্হীতি। দৃষ্টিসন্নিপাতো

উপবেশন কালে মূলাধার হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশ, গ্রীবা এবং মস্তক ভাগকে সরল ভাবে ধারণ করত দৃষ্টিকে

আভাস।

চিত্তের একাগ্রতা-সাধনের জন্য পূর্ব্বশ্লোকে যেমন সমতল ভূমি এবং কুশাস-নাদি ব্যাহ্যিক আসনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, এই পরবর্ত্তী শ্লোকে দেহধার-ণেরও তাদৃশ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ দেহধারণের আসন যেমন বাহিরে, অন্তঃকরণকে ধারণের আসনও সেইরূপ নিজ দেহকে জানিতে হইবে। সুতরাং বাহ্যিক আসনের ন্যায়, দেহ-আসনকেও এরূপ সরল, অবিচলিত ও শান্তভাবে রাখা উচিত যাহাকে আশ্রয় করিয়া চিত্ত বিনা বাধায়, মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত সহজে যাতায়াত করিতে পারে; তজ্জন্য দেহের পৃষ্ঠদেশ হইতে গ্রীবা এবং শিরো-দেশ এরূপ সরল ভাবে রাখা প্রয়োজন, যাহাতে কোন অংশ বক্র হইয়া মনন-শক্তির যাতায়াতের ব্যাঘাত না জন্মায়। কারণ মনন-শক্তি মস্তিষ্ক হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া যেমন মেরুদণ্ডের অভ্যন্তর দিয়া নিম্নমুখে আগমন করত মূলাধার পর্য্যন্ত ব্যাপৃত হইয়া ভোগার্থ উদ্‌যোগ করে এবং দেহ ও ইন্দ্রিয়গণকে শক্তি প্রদান করে, সেই-রূপ আমার ভোগ পরিত্যাগে পুনঃ স্বস্থানে প্রত্যাগমন-কালে তাহার যেন কোন

সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।

আরভ্য মূর্দ্ধাগ্র পর্য্যন্তং সমং অবক্রং নিশ্চলং চ ধারয়ন্ স্বয়ং স্থিরঃ অচঞ্চলঃ ভূত্বা, স্বং স্বকীয়ং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য দিশশ্চ ইতস্ততঃ অনবলোকয়ন্ আস্থিতঃ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্বং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য সম্যক্ প্রেক্ষণং দর্শনং কৃত্বেবেতীব,শব্দো লুপ্তো দ্রষ্টব্যো ন হি স্বনাসিকাগ্র-সংপ্রেক্ষণমিহ বিধিৎসিতং কিং তর্হি চক্ষুষো দৃষ্টিসন্নিপাতঃ স চান্তঃকরণসমাধানাপেক্ষো বিবক্ষিতঃ স্বনাসিকাগ্রসংপ্রেক্ষণমেব চেদ্বিবক্ষিতং মনস্তত্রৈব সমাধীয়েত নাত্মনি, আত্মনি হি মনসঃ সমাধানং বক্ষ্যত্যাত্মসংস্থং মনঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

দৃষ্টেশ্চক্ষুষো রূপাদি-বিষয়-প্রবৃত্তিরাহিত্যম্। কথমসাবনায়াসেন সিধ্যতি তত্রাহ সচেতি। সমাধানস্য প্রাধান্যেনাত্র বিবক্ষিতত্বাৎ দৃষ্টে র্বহি র্বিষয়ত্বেন তদ্ভঙ্গপ্রসঙ্গাৎ তস্যা বিষয়েভ্যো ব্যাবৃত্ত্যান্তরে চ সন্নিপাতো বিবক্ষিতো ভবতীত্যর্থঃ। তথাপি কথং স্বনাসিকাগ্র-সংপ্রেক্ষণমত্র শ্রুতমবিবক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ স্বনাসিকেতি। তত্রৈব মনঃসমাধানে কা হানিরিত্যাশঙ্ক্য বাক্যশেষ-বিরোধান্মৈবমিত্যাহ আত্মনি হীতি। কিং তর্হি সংপ্রেক্ষ্যেত্যাদৌ বিবক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ তস্মাদিতি। দক্ষিণো-ত্তর-চক্ষুষো র্যা দৃষ্টি স্তস্যা বাহ্যাদ্ বিষয়াদ্ বৈমুখ্যেনান্তরেব সন্নিপতনমত্র স্বকীয়ং

স্বামিকৃতটীকা।

চিত্তৈকাগ্রোপযোগিনীং দেহাদি-ধারণাং দর্শয়ন্নাহ সমমিতি দ্বাভ্যাং। কায় ইতি দেহস্য মধ্যভাগো বিবক্ষিতঃ। কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবং মূলাধারাৎ আরভ্য মূর্দ্ধাগ্র-পর্যন্তং সমমবক্রং নিশ্চলং ধারয়ন্ স্থিরো দৃঢ়প্রযত্নো ভূত্বেত্যর্থঃ, স্বীয়ং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য চার্দ্ধনিমীলিতনেত্র ইত্যর্থঃ, ইতস্ততো দিশশ্চানবলোকয়ন্নাসী-তেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ১৩ ॥

সকল দিক্ হইতে নিরুদ্ধ করিয়া, স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে স্থির করত ॥ ১৩ ॥

আভাস।

প্রত্তি-বন্ধক না হয়, তজ্জন্য দেহ,' গ্রীবা ও মস্তিষ্ককে সরল ভাবে রাখা কর্ত্তব্য। চিত্ত-চাঞ্চল্যের প্রধান দ্বারই চক্ষু! চক্ষু মুদ্রিত করিলে, পাছে নিদ্রার আবেশ আসে,

প্রশান্তাত্মা বিগতভি ব্র্হ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।

অন্বয়ঃ।

প্রশান্তাত্মা স্থিরচিত্তঃ বিগতভীঃ ভয়শূন্যঃ, ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ মৎপরঃ ভগব

শাঙ্করভাষ্যম্।

কৃত্বেতি। তস্মাদিবশব্দলোপেনাক্ষোদৃষ্টি-সন্নিপাত এব সংপ্রেক্ষ্যেত্যুচ্যতে দিশশ্চানব-লোকয়ন্ দিশাঞ্চাবলোকনমকুর্ব্বন্নিত্যেবমন্তরা কুর্ব্বন্নিত্যেতৎ॥ ১৩॥

কিঞ্চ প্রশান্তেতি। প্রশান্তাত্মা প্রকর্ষেণ শান্ত আত্মান্তঃকরণং যস্য সোঽয়ং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নাসিকাগ্রং নাসিকান্তং সংপ্রেক্ষ্যেতি বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ। তত্রৈবোত্তরমপি বিশেষণ-মনুকূলমিত্যাহ দিশশ্চেতি। অনবলোকয়ন্নাসীদিত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। অন্তরান্তরা দিশামবলোকনমপি যোগপ্রতিবন্ধকমিতি তৎপ্রতিষেধঃ॥ ১৩॥

যোগং যুঞ্জানস্য বিশেষণান্তরাণি দর্শয়তি কিঞ্চেতি। অন্তঃকরণস্য প্রশান্তিঃ রাগদ্বেষাদিদোষরাহিত্যং, তস্যাশ্চ প্রকর্ষো রাগাদিহেতোরপি নিবৃত্তিঃ। বিগত-

---

ভগবানের উপর নিশ্চিন্ত-চিত্তে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক নির্ভর-প্রাণে,

আভাস।

এবং সম্পূর্ণ উন্মীলিত করিলে, বাহ্য বস্তুর দর্শনে চিত্তে উৎকণ্ঠা আনয়ন করে, তজ্জন্য অর্দ্ধ নিমীলিত লোচনে স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি-নিক্ষেপের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। দৃষ্টিকে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিরুদ্ধ রাখিলে, বিচিত্র দৃশ্যের অভাবে দর্শনেন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হইয়া, স্বীয় দর্শন-শক্তির স্বরূপেই অবস্থিত হয়; আর উৎপাত করিতে পারে না॥ ১৩॥

এই শ্লোকে বিক্ষেপ-শূন্য মনকে আবার আসনরূপে পরিকল্পনার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। কারণ মন নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। "মনো দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষং হৃদ্-পদ্ম গোলকে স্থিতং"। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ হইয়া মন জীবের হৃদয়-পটে অন্তঃকরণের আসন-রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং এই দশটি ইন্দ্রিয়ই মনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপে কার্য্য করিতেছে। মন যেটিকে লক্ষ্য করে, ইন্দ্রিয়গণ ভৃত্যরূপে তাহারই কার্য্য নির্ব্বাহ করে। মন কখন কাহার উপরে যে নির্ভর বা লক্ষ্য করে, তাহার কিছুরই স্থির থাকে না! নিরন্তর পরিণাম-পূর্ণ দুঃখময় সংসার-জলধিতে কাহার আশ্রয়ে যে শান্তি পাওয়া যায়, যদবধি তাহার মীমাংসা না হয়, তদবধি মন চঞ্চল হইয়া, ইহকালের পদার্থ-স্ত্রী পুত্রাদি বিষয় ক্ষেত্র, কখনও

মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।

দেকাগ্রশরণঃ জনঃ মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তঃ ময়ি ভগবতি সমর্পিত-চিত্তঃ অতএব যুক্তঃ সমাহিতঃ আসীত ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রশান্তাত্মা বিগতভী বিগতভয়ঃ ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ ব্রহ্মচারিণো ব্রতং ব্রহ্মচারিব্রতং ব্রহ্মচর্য্যং গুরুশুশ্রূষাভিক্ষাভুক্ত্যাদি তস্মিন্ স্থিতস্তদনুষ্ঠাতা ভবেদিত্যর্থঃ, কিঞ্চ মনঃ সংযম্য মনসো বৃত্তিরুপসংহৃত্যেত্যেতৎ মচ্চিত্তো ময়ি পরমেশ্বরে চিত্তং যস্য সোঽয়ং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভয়ত্বং সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগে শাস্ত্রীয়নিশ্চয়বশান্নিঃসন্দিগ্ধবুদ্ধিত্বম্, ভিক্ষাভুক্ত্যাদীত্যাদি-শব্দেন ত্রিসবন-স্নানশৌচাচমনাদি গৃহ্যতে। বিশেষণান্তরমাহ কিঞ্চেতি। উপসংহৃত্য যোগনিষ্ঠো ভবেদিতি শেষঃ। মনোবৃত্ত্যুপসংহারে ধ্যানমপি ন সিধ্যেৎ

স্বামিকৃতটীকা।

প্রশান্তেতি। প্রশান্ত আত্মা চিত্তং যস্য বিগতা ভীর্ভয়ং যস্য ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতঃ সন্ মনঃ সংযম্য প্রত্যাহৃত্য ময্যেব চিত্তং যস্য, অহমেব পরঃ পুরুষার্থো যস্য স মৎপরঃ এবং যুক্তো ভূত্বা তিষ্ঠেৎ ॥ ১৪ ॥

এবং ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশের স্বরূপে একাগ্র-চিত্তে মনকে সংযত করা প্রয়োজন ॥ ১৪ ॥

আভাস।

বা পরলোকের সুখ কামনায় ইন্দ্রাদি দেব-বৃন্দের উপাসনায় অগ্রসর হইতে হয়। সুতরাং চিত্তের নিকট-আসন মনকে ইতস্ততঃ চঞ্চল হইতে না দিয়া, বিশ্ব-বিধাতা পরম কারুণিক পরমেশের চরণে আশ্রয় পাইবার প্রত্যাশায় অবিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থান করিতে শিক্ষা দিতে হইবে; ভোগে যত প্রকার আনন্দ লাভের সম্ভাবনা, পরমাত্ম স্বরূপের অবধারণে সেই যাবতীয় আনন্দ নিশ্চয় পাওয়া যাইবে, ইহা মনকে বুঝাইয়া স্থির করিতে হইবে; কারণ শাস্ত্রেরও এই গূঢ় রহস্য। এই যোগ ব্যাপার সামান্য কার্য্য নহে! জাগতিক ধন রত্নাদি পদার্থ, বা স্ত্রী পুত্রাদির সমাগমের ন্যায়, জীবন-রহস্য অত তুচ্ছ নহে। দ্রব্য সামগ্রী বা পরিজনবর্গ একবার হারাইলে পুনঃ প্রাপ্তির উপায় আছে; দুর্লভ মানব-জীবন একবার হারাইলে পুনঃ প্রাপ্তির কি সম্ভাবনা! নির্ণীত, বিশুদ্ধ এবং সর্ব্বলোকের

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।

অন্বয়ঃ।

এবং সদা আত্মানং যুঞ্জন্ নিয়তমানসঃ (নিয়তং একাগ্রীকৃতং মানসং চিত্তং

শাঙ্করভাষ্যম্।

মচ্চিত্তো যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্ন্যাসী চোপবিশেৎ মৎপরোঽহং পরো যস্য সোঽয়ং মৎপরো ভবতি কশ্চিৎ রাগী স্ত্রীচিত্তো ন তু স্ত্রিয়মেব পরত্বেন গৃহ্ণাতি, কিং তর্হি রাজানং মহাদেবং বা, অয়ন্তু মচ্চিত্তো মৎপরশ্চ ॥ ১৪ ॥

অথেদানীং যোগফলমুচ্যতে যুঞ্জন্নিতি। যুঞ্জন্ সমাধানং কুর্ব্বন্নেবং যথোক্তেন

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তস্য তদ্বৃত্ত্যাবৃত্তিরূপত্বাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ মচ্চিত্ত ইতি। বিষয়ান্তরবিষয়মনোবৃত্ত্যুপসংহারেণ আত্মন্যেব তন্নিয়মনান্ন ধ্যানানুপপত্তিরিত্যর্থঃ। মচ্চিত্তত্বেনৈব মৎপরত্বসিদ্ধত্বাৎ মৎপর ইতি পৃথগ্ বিশেষণমনর্থকমিত্যাশঙ্ক্যাহ ভবতীতি। অন্তঃকরণশুদ্ধি র্যোগস্যাবান্তরফলম্ ॥ ১৪ ॥

সংপ্রতি পরমফলকথনপরত্বেন অনন্তরশ্লোকমাদত্তে অথেতি। যোগস্বরূপং তদঙ্গমাসনমপি তৎকর্তৃবিশেষণমিত্যস্যার্থস্য প্রকথনানন্তরমিত্যর্থশব্দার্থঃ। আত্মানং

এই প্রকারে নিরন্তর নিরবচ্ছেদে চিত্তকে সংযত করিবার অভ্যাস কিছু কাল করিলে, মন মদীয় পরমাত্ম-স্বরূপে ক্রমশঃ স্থির

আভাস।

অনুমোদিত পন্থা না হইলে, তাহাতে অগ্রসর হইতে ভয় হয়। কিন্তু হে অর্জ্জুন! এই যোগপথ সর্ব্বভয়-বিবর্জ্জিত, নিশ্চয় ফলপ্রদ এবং দুঃখের নিবারণে অপার শান্তিপ্রদ! ভগবান্ নারায়ণের উপর প্রাণ মন সমর্পণ পূর্ব্বক স্থির-চিত্তে অগ্রসর হওয়া মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ইহার এক উপায় ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থির ও ধীরভাবে অবস্থান করা। এখানে কেবল উপস্থের সংযমে অর্থাৎ কামিনী ও কাঞ্চনের পরিত্যাগে যে ব্রহ্মচর্য্য, কেবল সেইটিকে লক্ষ্য করা হয় নাই; আহার ব্যবহার, জাগরণ এবং নিদ্রাদি সর্ব্বপ্রকার দৈহিক ও মানসিক ব্যাপারে পরিমিত আচরণই ব্রহ্মচর্য্য। অতএব সর্ব্বাপেক্ষা ভগবানে নির্ভর প্রাণে ও নিশ্চিন্ত বেশে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক একাগ্রতার সহিত চিত্ত নিয়োগই প্রকৃত যোগ॥ ১৪ ॥

যোগের পরিণাম ফল কি? তাহারই পরিচয়ার্থ এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে, যোগের পরিণাম ফল নির্ব্বাণ-পরমা শান্তি! সে শান্তির আর বিরাম নাই!

শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ ।

যস্য সঃ) যোগী নির্ব্বাণপরমাং (নির্ব্বাণং নিরুদ্বেগং এব পরমং প্রাপ্যং যস্যাঃ তাং মৎসংস্থাং মদ্রূপেণাবস্থিতিং শান্তিং সংসারোপরতিং অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

বিধানেন সদা যোগী নিয়তমানসঃ নিয়তং মানসং মনো যস্য সংযতং সোঽয়ং নিয়তমানসঃ স শান্তিমুপরতিং নির্ব্বাণপরমাং নির্ব্বাণং মোক্ষস্তৎপরমা নিষ্ঠা যস্যাঃ শান্তেঃ সা নির্ব্বাণপরমা তাং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থাং মদধীনতামধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

যুঞ্জন্নিতি সম্বন্ধঃ । আত্মশব্দো মনোবিষয়ঃ । যথোক্তো বিধিরাসনাদিঃ । উক্তবিশেষণত্রয়দ্যোতনার্থং সদেত্যুক্তম্, যোগী ধ্যায়ী সংন্যাসীত্যর্থঃ । মনঃসংযমস্য যোগং প্রত্যসাধারণত্বং দর্শয়তি নিয়তেতি । শান্তিশব্দিতোপরতেঃ সর্ব্বসংসার৽

স্বামিকৃতটীকা ।

যোগাভ্যাসফলমাহ যুঞ্জন্নেবমিতি । এবমুক্তপ্রকারেণ সদা আত্মানং মনো যুঞ্জন্ সমাহিতং কুর্ব্বন্ নিরুদ্ধং মানসং চিত্তং যস্য স শান্তিং সংসারোপরমং প্রাপ্নোতি কথংভূতাং নির্ব্বাণং পরমং প্রাপ্যং যস্যাং তাং মৎসংস্থাং মদ্রূপেণাবস্থিতিং ॥ ১৫ ॥

এবং অটল হইয়া আইসে এবং পরমেশ ভাবে আশ্রয় পাইবার উপলক্ষে তাহার মনোমধ্যে সর্ব্বতোভাবে উপদ্রব-শূন্য নির্ম্মল শান্তির উদয় হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

আভাস

কারণ যে শান্তিময় ভগবানের শক্তির প্রবাহে এই অশান্ত জগদ্ভাবের উদয় হইয়া থাকে, যোগরূপ উপশমনের পদ্ধতির অনুসরণে যোগীর চিত্ত পুনঃ সেই পরমেশে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া নিশ্চিন্ত হয় । সূর্য্য চন্দ্রের আকর্ষণে স্থির জলধির জলও উদ্বেলিত হইয়া, বেলা-ভূমি অতিক্রম করত, যেমন নদ নদী রূপ বিচিত্র প্রসরণের খাদ কে অবলম্বন করত সমগ্র ধরণী-পৃষ্ঠে প্লাবিত হইয়া পড়ে, আবার চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণের অবসানে সেই জলরাশি পুনঃ সমুদ্র-গর্ভেই প্রত্যাবর্ত্তন করত উপশান্ত-বেগ হয়, সেইরূপ ভগবৎপ্রেম-সমুদ্রে শয়ান মানবহৃদয় ভগবদৈশ্বর্য্য দর্শনের উৎকণ্ঠায় উদ্বেলিত হইয়া, চিত্ত বুদ্ধি অহঙ্কার, মন

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।

অন্বয়ঃ।

হে অর্জ্জুন! অতি অশ্নতঃ অধিকং ভুঞ্জানস্য তথা একান্তং অনশ্নতঃ উপবাস-

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইদানীং যোগিন আহারাদিনিয়ম উচ্যতে নাত্যশ্নত ইতি। ন অত্যশ্নত আত্ম-সংমিতমন্নপরিমাণমতীত্যাশ্নতঃ অত্যশ্নতো ন যোগোঽস্তি, ন চ একান্ত মনশ্নতো যোগোঽস্তি; যদু হবা আত্মসংমিতমন্নং তদবতি তন্ন হিনস্তি, যদ্ভূয়ো হিনস্তি তদ্

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নিবৃত্তিপর্য্যবসায়িত্বং মত্বা বিশিনষ্টি নির্ব্বাণেতি। যথোক্তায়া মুক্তের্ব্রহ্মস্বরূপাব-স্থানাদনর্থান্তরত্বমাহ মৎ-সংস্থামিতি। মদধীনাং মদাত্মিকামিত্যর্থঃ॥ ১৫॥

আহারাদীত্যাদিশব্দেন বিহার-জাগরিতাদি চোচ্যতে, আত্মসংমিতমন্নপরিমাণ-

---

অতিরিক্ত ভোজনে যেমন যোগের ব্যাঘাত হয়, আবার অতি-

আভাস।

ও ইন্দ্রিয়-সমূহরূপ খাদের আশ্রয়ে প্রবাহিত হইয়া ভোগ-দেহের সংসর্গে ভগবানের সৃষ্ট অনন্ত সংসারে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু জোয়ারের বলে জল ভূমিতে প্লাবিত হইবা মাত্র অনেক শুষিয়া যায়; মানবের হৃদয়ও বিষয় সম্পর্কে শুষ্ক ও আত্মহারা হইবার উপক্রম দেখিয়া, যখন প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখনই তাহার সংসার হইতে ভাটা পড়িয়া যোগের পদ্ধতিতে পুনঃ সেই পরমানন্দের অপার প্রেম-সমুদ্রে আত্ম-সমর্পণ করত সংসার-জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। এই সময় যোগীকে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, যেন কোন অভিনব ভোগে আবার অভিভূত না হন! তাহা হইলে সেই পরমেশের চরণে শরণ লওয়া হইবে না। কারণ প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে যেমন অনেক নিম্ন ভূমিতে জল আটকাইয়া থাকে, সেই রূপ যোগে অধিকারী হইয়া উন্নত হইবার সময়, অণিমাদি অতুল ঐশ্বর্য্য, দিব্য ললনা এবং স্বর্গাদি উপভোগের পদার্থ পথে উপস্থিত হইয়া যোগীকে মুক্তিলাভে প্রতিবন্ধক করে; সে সময়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রথম প্রেম সমুদ্র হইতে উদ্‌বেলিত হইয়া সংসারের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল, ঐশ্বর্য্য দর্শনে ভগবানের স্বরূপ প্রত্যক্ষে প্রতীত করিয়া, নিশ্চিন্ত চিত্তে তাঁহার সমীপেই উপনীত হইয়া স্বীয় দর্শন-কার্য্যের পরিচয় প্রদান করাই কর্ত্তব্য। মধ্যে বিষয়ের আপাত সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া, প্রত্যাবর্ত্তনের বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে॥ ১৫॥

বিলম্বের কারণই স্বীয় দেহের প্রতি আত্মীয়তা বা বিদ্বেষ করা। অনেকেই

ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।

নিরতস্য যোগঃ সমাধিঃ ন ভবতি তথা অতি-স্বপ্নশীলস্য নিদ্রাশীলস্য বা অতি-জাগ্রতস্য যোগঃ ন অস্তি ন ভবতি ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যৎ কনীয়ো ন তদবতীতি শ্রুতেঃ, তস্মাৎ যোগী নাত্মসংমিতাদন্নাদধিকং ন্যূনং বাশ্নীয়াদথ বা যোগিনো যোগশাস্ত্রে পরিপঠিতাদন্নপরিমাণাদতিমাত্রমশ্নতো যোগো নাস্তি উক্তং হি অর্দ্ধমন্নস্য সব্যঞ্জনস্য তৃতীয়মুদকস্য তু বায়োঃ সঞ্চরণার্থন্তু

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মষ্টগ্রাসাদি আহারনিয়মে শতপথশ্রুতিং প্রমাণয়তি যদ্ধ হ বা ইতি। তদন্নং ভুজ্যমানং যদ্ধ হ বা ইতি প্রসিদ্ধ্যা শ্রুত্যানূদিতমবতি অনুষ্ঠানযোগ্যতামাপাদ্যানুষ্ঠানদ্বারেণ ভোক্তারং রক্ষতি ন পুনস্তদন্নমস্থানর্থায় ভবতীত্যর্থঃ। যৎ পুনরাত্মসংমিতাদ্ ভূয়োঽধিকতরং শাস্ত্রমতিক্রম্য ভুজ্যতে তদাত্মানং হিনস্তি ভোক্তুরনর্থায়

স্বামিকৃতটীকা।

যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্যাহারাদিনিয়মমাহ নাত্যশ্নত ইতি দ্বাভ্যাং। অত্যন্তমধিকং ভুঞ্জানস্য একান্তমত্যন্তমভুঞ্জানস্যাপি যোগঃ সমাধি র্ন ভবতি, তথাতিনিদ্রাশীলস্যাতিজাগ্রতশ্চ যোগো নৈবাস্তি ॥ ১৬ ॥

রিক্ত অনশনেও তুল্য অনিষ্ট ঘটে। অতিরিক্ত নিদ্রাতে যেমন ব্যাঘাত জন্মে, আবার নিদ্রাহীন অবস্থায় অতিরিক্ত জাগিয়া থাকিলেও তুল্য অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

আভাস।

ভাবেন যে, শরীরকে তুষ্ট এবং পুষ্ট রাখিতে পারিলেই ধ্যান ধারণা বা একাগ্রতা সহজে সুলভ হইবে; সুতরাং যথেষ্ট ভোজনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি করেন। কেহ ভাবেন, দেহই আমার প্রতিবন্ধক; ইহার অবসানে মৃত্যু হইলেই তিনি সংসার-জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন; সুতরাং যথেষ্ট উপবাসাদির দ্বারা দেহকে ক্ষীণ করিয়া ফেলেন। কিন্তু এই উভয় পক্ষই ভ্রান্ত। দেহ বলবান্ বা দুর্ব্বল হইলে, যোগের বা চিত্ত-সংযমের ব্যাঘাতই ঘটে; আনুকূল্য হয় না। দেহ বলবান্ হইলে ভোগ-প্রবৃত্তির বৃদ্ধি হয় এবং দুর্ব্বল হইলে, একাগ্র হইবার শক্তিই থাকে

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

যুক্তাহার-বিহারস্য, কর্ম্মসু যুক্তচেষ্টস্য যুক্তস্বপ্নাববোধস্য (যুক্তৌ স্বপ্নাববোধৌ যস্য) তাদৃশস্য যোগিনঃ যোগঃ দুঃখহা দুঃখনিবর্ত্তকঃ ভবতি ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

চতুর্থমবশেষয়েদিত্যাদিপরিমাণং তথা ন চাতিস্বপ্নশীলস্য যোগো ভবতি নৈব চাতিমাত্রং জাগ্রতো যোগো ভবতি চার্জ্জুন ॥ ১৬ ॥

কথং পুনর্যোগো ভবতীত্যুচ্যতে যুক্তেতি। যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য আহ্রিয়ত ইত্যাহারোঽন্নং বিহরণং বিহারঃ পাদক্রমণস্তৌ যুক্তৌ নিয়তপরিমাণৌ যস্য স যুক্তাহারবিহারস্তস্য যুক্তচেষ্টস্য তথা চ যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য কর্ম্মসু

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভবতি যস্ত্বন্নং কনীয়োঽল্পতরং শাস্ত্রনিশ্চয়াভাবাদদ্যতে তদন্নমনুষ্ঠানযোগ্যতাদি-দ্বারা ন রক্ষিতুং ক্ষমতে তস্মাদত্যধিকমত্যল্পং চান্নং যোগমারুরুক্ষতা ত্যাজ্যমিত্যর্থঃ। শ্রুতিসিদ্ধমর্থং নিগময়তি তস্মাদিতি। নেত্যাদের্ব্যাখ্যানান্তরমাহ অথবেতি। কিং তদন্নপরিমাণং যোগশাস্ত্রোক্তং যদধিকং ন্যূনস্বাভিব্যবহরতো যোগানুপপত্তিরিত্যা-শঙ্ক্যাহ উক্তং হীতি। পূরয়েদশনেনার্দ্ধং তৃতীয়মুদকেন তু। বায়োঃ সঞ্চরণার্থায় চতুর্থমবশেষয়েদিতি বাক্যমাদিশব্দার্থঃ। যথা নাত্যন্তমশ্নতোঽনশ্নতশ্চ যোগো ন সম্ভবতি তথা অত্যন্তস্বপতো জাগ্রতশ্চ ন যোগঃ সম্ভবতীত্যাহ তথেতি ॥ ১৬ ॥

আহার-নিদ্রাদি-নিয়ম-বিরহিণো যোগব্যতিরেকমুক্ত্বা তন্নিয়মবতো যোগান্বয়ং

স্বামিকৃতটীকা।

তর্হি কথম্ভূতস্য যোগো ভবতীত্যত আহ যুক্তাহারেতি। যুক্তো নিয়ত আহারো বিহারশ্চ গতির্যস্য, কর্ম্মসু কার্য্যেষু যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য, যুক্তৌ নিয়তৌ স্বপ্নাববোধৌ নিদ্রাজাগরৌ যস্য তস্য দুঃখনিবর্ত্তকো যোগো ভবতি সিধ্যতি ॥ ১৭ ॥

অতএব যোগীর পক্ষে পরিমিত ভাবে আহার বিহার নিদ্রা জাগরণ এবং বিচরণাদি দেহ রক্ষার কার্য্য করা কর্ত্তব্য ॥ ১৭ ॥

আভাস।

বা। অতএব দেহ যাহাতে সুস্থভাবে অবস্থান করে, তৎপ্রতি যোগীর লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। এই নিমিত্ত আহার নিদ্রার উল্লেখ মাত্র করিয়া

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।

ইত্থং এবং প্রকারেণ বিনিয়তং প্রযুক্তং চিত্তং যদা আত্মনি স্ববিজ্ঞাতরি এব অবতিষ্ঠতে নিশ্চলং তিষ্ঠতি তদা সর্ব্বকামেভ্যঃ নিস্পৃহঃ আকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিতঃ যোগী যুক্তঃ সমাহিতঃ ইতি উচ্যতে কথ্যতে ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তথা যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যুক্তৌ স্বপ্নশ্চাববোধশ্চ তৌ নিয়তকালৌ যস্য তস্য যুক্তাহার-বিহারস্য কর্ম্মসু যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগিনো যোগো ভবতি দুঃখহা দুঃখানি সর্ব্বাণি হন্তীতি দুঃখহা সর্ব্বসংসারদুঃখক্ষয়কৃদ্‌যোগো ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

অথাধুনা কদা যুক্তো ভবতীত্যুচ্যতে যদেতি। যদা বিনিয়তং চিত্তং বিশেষেণ

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

ব্যাচষ্টে কথং পুনরিত্যাদিনা। অন্নস্য নিয়তত্বমর্দ্ধমশনস্যেত্যাদি, বিহারস্য নিয়তত্বং যোজনান্ন পরং গচ্ছেদিত্যাদি, কর্ম্মসু চেষ্টায়া নিয়তত্বং বাঙ্‌নিয়মাদি, রাত্রৌ প্রথমতো দশঘটিকাপরিমিতে কালে জাগরণং, মধ্যতঃ স্বপনং, পুনরপি দশঘটিকাপরিমিতে জাগরণমিতি স্বপ্নাববোধয়োর্নিয়তকালত্বমেবং প্রযতমানস্য যোগিনো যোগো ভবতি। যোগস্য ফলমাহ দুঃখহেতি। সর্ব্বাণীত্যাধ্যাত্মিকাদি-ভেদভিন্নানীত্যর্থঃ। যথোক্তযোগমন্তরেণাপি স্বপ্নাদৌ দুঃখনিবৃত্তিরস্তীতি বিশিনষ্টি সর্ব্বেতি। বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানদ্বারেতি শেষঃ ॥ ১৭ ॥

সফলস্য সাঙ্গস্য যোগস্যোক্ত্যনন্তরং যদা ইত্যাদাবুক্তকালানুবাদেন যুক্তং লক্ষ-

---

যে কোন অভিপ্রেত তত্ত্বে বা পদার্থে মনোনিবেশ করিলে যোগ করা হয় বটে, কিন্তু নিম্নস্তর হইতে অতি স্থূল এক একটী ইন্দ্রি-

আভাস।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেহ-সম্বন্ধীয় অন্যান্য সকল ব্যাপারকেও পরিমিত ভাবে প্রয়োগের উপদেশ দিয়াছেন। যেরূপ ব্যবহারে দেহ সুস্থ ও কার্য্যক্ষম থাকে, সেইরূপ যত্ন তাহার প্রতি করিয়া, নিজের গন্তব্য স্থানে প্রত্যাগমন করাই যোগীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

এস্থলে উত্তম মীমাংসাই এই যে, গৃহ হইতে যাত্রা করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে

শাঙ্করভাষ্যম্।

নিয়তং সংযতমেকাগ্রতামাপন্নং চিত্তং হিত্বা বাহ্যং চিত্তমাত্মন্যেব কেবলেঽবতিষ্ঠতে স্বাত্মনি স্থিতিং লভত ইত্যর্থঃ, নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো নির্গতা দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়েভ্যঃ স্পৃহা তৃষ্ণা যস্য যোগীনঃ স যুক্তঃ সমাহিত ইত্যুচ্যতে তদা তস্মিন্ কালে॥ ১৮॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যিতুমনন্তরশ্লোকপ্রবৃত্তিং দর্শয়তি অথাধুনেতি। বিশেষেণ সংযতত্বমেব সংক্ষিপতি একাগ্রতামিতি। আত্মন্যেবেত্যেবকারার্থং কথয়তি স্থিতেতি। কেবলত্বমন্বিতী-য়ত্বম্। তস্যাত্মস্থিতিং বিবৃণোতি স্বাত্মনীতি। চিত্তস্য হি কল্পিতস্যাত্মৈব তত্ত্বং তৎ পুনরন্যতঃ সর্ব্বতো নিবারিতমধিষ্ঠানে নিমগ্নং তিষ্ঠতীতি ভাবঃ। তস্যামবস্থায়াং সর্ব্বেভ্যো বিষয়েভ্যো ব্যাবৃত্ততৃষ্ণো যুক্তো ব্যবস্থিয়ত ইত্যাহ নিস্পৃহ ইতি॥ ১৮॥

স্বামিকৃতটীকা।

কদা নিষ্পন্নযোগঃ পুরুষো ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ যদেতি। বিনিয়তং বিশেষণ নিরুদ্ধং সচ্চিত্তমাত্মন্যেব যদা নিশ্চলং তিষ্ঠতি তদা প্রাপ্তযোগ ইত্যুচ্যতে॥ ১৮॥

য়াদিকে অবলম্বনে যোগের অভ্যাস আরম্ভ করা কর্ত্তব্য; এবং ক্রমশ উত্তরোত্তর সূক্ষ্মতত্ত্বে নিয়োজিত করিবার প্রকরণে যখন চিত্ত মন অহঙ্কার এবং বুদ্ধিতত্ত্বকেও অতিক্রম করিয়া সম্পূর্ণ আত্মস্বরূপে একাগ্র হইতে অভ্যস্ত হইবে, আর কোন তদপেক্ষা উন্নতির প্রার্থনা থাকিবে না, তখন সেই চিত্ত সর্ব্বকামনা-বর্জ্জিত ও সমাহিত বলিয়া জানিবে॥ ১৮॥

আভাস।

অগ্রসর হইলেও যদবধি নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করা না হয়, ততকাল পথিক নামেই প্রথিত হইতে হয়; সেইরূপ যে পরমানন্দ হইতে প্রস্থত হইয়া ঐশ্বর্য্য দর্শনের অভিলাষে যাত্রা করা হইয়াছিল, সেই আত্মস্বরূপে যদবধি প্রতিষ্ঠিত হওয়া না হইবে, তদবধি সংসার-ভোগ নিবৃত্ত হইবে না। অতএব যোগের অভ্যাসে চিত্তকে উত্তরোত্তর প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় অহঙ্কার বুদ্ধি এবং অন্তঃকরণের বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে সমাহিত হইয়া স্বকীয় জ্ঞান বা অনুভূতির স্বরূপে সমাহিত হইতে না পারেন, তদবধি তাঁহার যোগ ব্যাপারের সমাপন করা হয় নাই। অতএব পথিমধ্যে অর্থাৎ স্থূল হইতে সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম স্তরে চিত্ত উন্নত হইলে, তথাকার উত্তম উত্তম ভোগ্য বিষয় ও ঐশ্বর্য্য অনায়াস-লভ্য ভোগরূপে যোগীর নিকট

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ ১৯॥

অন্বয়ঃ।

নিবাতস্থঃ বাতশূন্যে দেশে স্থিতঃ, দীপঃ যথা ন ইঙ্গতে ন কম্পতে তথা আত্মনঃ আত্মনি যোগং যুঞ্জতঃ অভ্যস্যতঃ অতএব যত-চিত্তস্য স্থির-চিত্তস্য যোগিনঃ চিত্তং ন ইঙ্গতে ইতি উপমা স্মৃতা স্বীকৃতা॥ ১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যোগিনঃ সমাহিতং যচ্চিত্তং তস্যোপমোচ্যতে যথেতি। যথা দীপঃ প্রদীপো নিবাতস্থো নিবাতে বাতবর্জ্জিতে স্থানে স্থিতো নেঙ্গতে নৈজতি ন চলতি সা উপমা উপমীয়তেঽনয়েত্যুপমা যোগজ্ঞৈ-শ্চিত্তপ্রচার-দর্শিভিঃ স্মৃতা চিন্তিতা। যোগিনো যত-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

উপমা যোগীন শ্চিত্তস্থৈর্য্যস্যোদাহরণমিত্যর্থঃ। উপমা-শব্দস্য প্রদীপবিষয়ত্ব-সিদ্ধ্যর্থং করণব্যুৎপত্তিং দর্শয়তি উপমীয়ত ইতি। যোগিনো যথোক্তবিশেষণ-বতশ্চিত্তস্থৈর্য্যস্যেতি শেষঃ॥ ১৯॥

স্বামিকৃতটীকা।

আত্মৈকাকারতয়াবস্থিতস্য চিত্তস্যোপমানমাহ যথেতি। বাতশূন্যে দেশে স্থিতো দীপো যথা নেঙ্গতে ন চলতি সা উপমা দৃষ্টান্তঃ, কস্য আত্মবিষয়ং যোগং যুঞ্জতোঽভ্যস্যতো যোগিনো যতং নিয়তং চিত্তং যস্য নিষ্কম্পতয়া প্রকাশকতয়া চাচঞ্চলং তচ্চিত্তং তদ্বত্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ॥ ১৯॥

বায়ুর প্রবাহ-শূন্য গৃহে প্রদীপের ঊর্দ্ধজ্বলন শিখার নির্ম্মল ও নিষ্কম্প গতিই যোগীর সমাহিত চিত্তের একটী উত্তম দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ যোগীর চিত্ত একাগ্রতার অভ্যাসে চাঞ্চল্যহীন দীপ-শিখার ন্যায়, যখন স্থির ভাব ধারণ করে, তখনই যোগী আত্মনিষ্ঠ বলিয়া স্বীকার্য্য॥ ১৯॥

আভাস।

উপস্থিত হয়, কিন্তু কোনটীর প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, যে দেখে সেই নিজ স্বরূপ দ্রষ্টার প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা এবং ভক্তি-সহকারে যোগীর অগ্রসর হওয়া বিধেয়। তখনই তিনি প্রকৃত যোগী ও সমাহিত হইয়াছেন, বলিতে হইবে॥ ১৮॥

টাকা পয়সা হাতে লইয়া যখন আমরা বাজার করিতে যাই, তখন চারিঃ

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া। .

অন্বয়ঃ।

এবং যোগসেবয়া যোগস্য সেবয়া অনুষ্ঠানেন (অতন্নিরসন-ন্যায়েন) চিত্তং ক্রমশঃ নিরুদ্ধং চাঞ্চল্য-পরিহারেণ একাগ্রীভূতং সৎ যত্র যস্মিন্ আত্মস্বরূপে

শাঙ্করভাষ্যম্।

চিত্তস্য সংযতান্তঃকরণস্য যুঞ্জতো যোগমনুতিষ্ঠত আত্মনঃ সমাধিমনুতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ॥ ১৯॥

এবং যোগাভ্যাস-বলাদেকাগ্রীভূতং নিবাত-প্রদীপ-কল্পং সৎ যত্রেতি। যত্র

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

দ্বিবিধঃ সমাধিঃ সংপ্রজ্ঞাতোঽসংপ্রজ্ঞাতশ্চ, ধ্যেয়ৈকাকার-সত্ত্ববৃত্তির্ভেদেন কথঞ্চিৎ জ্ঞায়মান-সংপ্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ কথমপি পৃথগজ্ঞায়মানা সৈব সত্ত্ববৃত্তির-

---

কোন একটী তত্ত্বে একাগ্রতার দ্বারা চিত্তের চাঞ্চল্য নিবারণ

আভাস।

দিকে নজর করিয়া যাওয়া উচিত। কোথায় কোন্ দ্রব্য ভাল এবং সুলভ তাহার অন্বেষণ করিতে হয়। কিন্তু খরিদ বিক্রয় করা হইয়া গেলে, আর কোন দিকে দৃষ্টি করিতে নাই। দৃষ্টি করিলে বাটী আসিতে বিলম্ব হয়; এবং হাতে পয়সা না থাকায়, অনর্থক কষ্ট পাইতে হয়। অতএব খরিদ বিক্রি যখন করা শেষ হইয়াছে, তখন ঘরে আসিয়া বিশ্রাম কর! এ সংসার-ক্ষেত্রে ভগবানের ঐশ্বর্য্য দর্শনের উপলক্ষে বিষয়ের সম্বন্ধ করার নামই ভোগ করা। তখন ভোগাভিমুখে অবতরণ কালে বাসনাকে সঙ্গে রাখা নিতান্ত প্রয়োজন; নতুবা সকল সামগ্রীর পরীক্ষা করা হয় না। সংসর্গের দ্বারা পরীক্ষা করা সমাপ্ত হইলে, আর বাসনা-বায়ুকে দৃষ্টিসংযোগে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে দিতে নাই; তাহাকে তখন কুল-বধূর ন্যায়, প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, কেবল গৃহের কথা তাহাকে শুনাইতে হয়। তখন সেই বাসনা-বধূ উৎকণ্ঠিত হইয়া তোমাকে গৃহের অভিমুখে আত্মারামেরই নিকট উপস্থিত হইতে নিরন্তর অনুরোধ করিবে। তখন নির্ব্বাত দীপের ন্যায়, তোমার চিত্ত সেই নিজ-গৃহে যাইবার ন্যায়, আত্মস্বরূপের উপলব্ধির জন্য একমনে ও একপ্রাণে অগ্রসর করাইবে॥ ১৯॥

এইরূপে অগ্রসর হইতে হইতে যখন গমনের পথ ফুরাইয়া যাইবে, গমন ব্যাপার আর থাকিবে না, তখন নির্দ্দিষ্ট চির-পরিজ্ঞাত উপদ্রব-শূন্য নিত্য-নিকেতন

যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ।

উপরমতে নিষ্ক্রিয়ং ভবতি ; যত্র চ আত্মনা বিবেক-বুদ্ধ্যা আত্মানং পশ্যন্ আত্মনি তুষ্যতি নতু বিষয়ান্তরেষু ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যস্মিন্ কালে উপরমতে চিত্তং উপরতিং গচ্ছতি নিরুদ্ধং সর্ব্বতো নিবারিতপ্রচারং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সংপ্রজ্ঞাতঃ সমাধিস্তত্র সামান্যেন সমাধিলক্ষণমভিধায় অসংপ্রজ্ঞাতস্য সমাধেরধুনা লক্ষণং বিবক্ষন্নাহ এবমিতি। কালে সমাধ্যুপলক্ষিতে, এবকারস্তথ্যতীত্যনেন

স্বামিকৃতটীকা।

যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডবেত্যাদৌ কর্ম্মৈব যোগশব্দেনোক্তং নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তীত্যাদৌ তু সমাধি র্যোগশব্দেনোক্ত স্তত্র মুখ্যো যোগঃ ক ইত্যপেক্ষায়াং সমাধিমেব স্বরূপতঃ ফলতশ্চ লক্ষয়ন্ স এব মুখ্যো যোগ ইত্যাহ যত্রেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যত্র যস্মিন্নবস্থাবিশেষে যোগাভ্যাসেন নিরুদ্ধং চিত্তমুপরতং

করিতে হয় বটে, কিন্তু চাঞ্চল্যের নিবারণ হইলে এবং আর কোন ধ্যেয় বিষয়ে মনোনিবেশের প্রয়োজন বোধ না হইলে, সুতরাং বিষয়ান্তরে চিত্তের গতি রুদ্ধ হইয়া, যখন চিত্ত আপনাতে আপনি স্থির হয়, তখনই চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থা। এই অবস্থাতেই আত্ম-সাক্ষাৎকার হয় এবং অপার আনন্দের অনুভূতিতে চিত্ত সন্তোষ লাভ করে। ২০।

আভাস।

স্বীয় বাস-ভবনে প্রত্যাগত হইয়া বিশ্রাম-সুখ অনুভূত হয়, সেইরূপ যোগীর চিত্ত আর চিন্তার তত্ত্বান্তর না পাইয়া, যে চিন্তা করিতেছিল, তাহাকেই সর্ব্বশেষে অবধারণ করত আপনাতে আপনি বিশ্রাম-সুখ অনুভব করে। তখন আর না! বলিয়া, আত্মস্বরূপের পরমানন্দে নির্বৃত্তের ন্যায় অবস্থান করিয়া থাকে।

যোগ-সূত্রকার পাতঞ্জল-দর্শনে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাতের উল্লেখে সমাধিকে দুইনামে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যোগী যতক্ষণ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থূল বা সূক্ষ্ম বিষয়কে

শাঙ্করভাষ্যম্।

যোগসেবয়া যোগানুষ্ঠানেন যত্র চৈব যস্মিংশ্চ কালে আত্মনা সমাধি-পরিশুদ্ধেনান্তঃ-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সম্বধ্যতে। চকারস্তু সম্বন্ধমাহ যস্মিংশ্চেতি। কালস্তু পূর্ব্ববৎ। কর্ম্মকারকত্বেন নির্দ্দিষ্টমাত্মানং তৎপদার্থত্বেন ব্যাচষ্টে পরমিতি। আত্মনীত্যস্য ত্বংপদার্থবিষয়ত্বমাহ

স্বামিকৃতটীকা।

ভবতীতি যোগস্য স্বরূপলক্ষণমুক্তং, তথা চ পাতঞ্জলসূত্রং যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইতি, ইষ্টপ্রাপ্তি-লক্ষণেন ফলেন তমেব লক্ষয়তি যত্র চ যস্মিন্নবস্থাবিশেষে আত্মনা

আভাস।

অবলম্বন করিয়া চিত্তকে স্থির করিতে চেষ্টা করেন, তখন তাদৃশ সমাধিকে সম্প্রজ্ঞাত নামে অভিহিত করা হয়। যখন চিত্ত আর কোন বিষয় ভাবিতে চাহে না; তখন সে আপনার ভাবিবারই ভার-মাত্রকে অবধারণে নিশ্চিন্ত হয়। এই ভাবিবার বিষয় স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে অনেক প্রকার। আমাদের সূক্ষ্ম পদার্থ চিত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া, স্থূল নখ কেশ পর্য্যন্ত ধরিলে চব্বিশ প্রকার তত্ত্ব অর্থাৎ পদার্থ হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে কেবল এইরূপ চিন্তার উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নহে; সমগ্র আর্য্যশাস্ত্র এবং বেদাদি দর্শনশাস্ত্রও একবাক্যে এই উপদেশেরই পক্ষপাতী। তবে সকলেই যেরূপ প্রশস্তভাবে ইহার উপদেশ দিয়াছেন, কার্য্যক্ষেত্রে তাদৃশ উপদেশকে কার্য্যে পরিণত করা কলিগ্রস্ত পুরুষের পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য ও কালসাধ্য। আরও বিশেষ কথা, যিনি যত বিষয়টীকে উত্তম ও সরল ভাবে বুঝেন, তিনিই তত সহজে তাহা অন্যকে বুঝাইতে পারেন। এই গভীর যোগের তত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যত সরল ভাবে অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছেন, তাহা মানব মাত্রেই বুঝিয়া বিস্মিত না হইয়া, পারেন না।

আর্য্য ঋষিগণের প্রথম ও প্রধান দর্শনশাস্ত্র সাংখ্যদর্শনই এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে অতি বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তাহাতে উক্ত প্রধান বা প্রকৃতিকে বেদান্ত পরমেশের মায়াশক্তি বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। যথা "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ-মায়িনং তু মহেশ্বরং। তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং বিশ্বমশেষতঃ॥" জ্ঞান বা বোধ-মূর্ত্তিই চৈতন্যস্বরূপ মহামহেশ্বর! তাঁহার শক্তিই মায়া অর্থাৎ প্রকৃতি। এই কার্য্যমূর্ত্তি প্রকৃতির পরিণামে স্থূল সূক্ষ্ম মূর্ত্তিতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রচিত হইয়াছে। ইহাদিগকে

শাঙ্করভাষ্যম্।

করণেন আত্মানং পরং চৈতন্যং সর্ব্বতো জ্যোতিঃস্বরূপং পশ্যন্নুপলভমানঃ স্বে এবাত্মনি তুষ্যতি তুষ্টিং ভজতে ॥ ২০ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্ব এবেতি। পরমাত্মানং প্রত্যক্ত্বেব তদ্ভাবেনাপরোক্ষীকুর্ব্বন্ তুষ্টিহেত্বভাবাৎ তুষ্যত্যেবেত্যর্থঃ। তস্মিন্ কালে যোগসিদ্ধি র্ভবতীতি শেষঃ ॥ ২০ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

শুদ্ধেন মনসা আত্মানমেব পশ্যতি ন তু দেহাদি, পশ্যংশ্চাত্মন্যেব তুষ্যতি ন তু বিষয়েষু, যত্রেত্যাদীনাং যচ্ছব্দানাং তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাদিতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥২০॥

আভাস।

অবধারণ করিবার উপায়ই এই মানব-দেহের তত্ত্ব সমূহের অবধারণ করা। মানব স্থৈর্য্য সহকারে নিজ দেহের অন্তর্গত স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে তত্ত্ব সমূহের নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে, বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডেরও তত্ত্বগ্রাম তাঁহার নিরূপণ করা হইয়া যায়। মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেহের তত্ত্বে সাক্ষাৎকার ঘটিলে, বিরাটের তত্ত্বসমূহেও একাগ্রতার অধিকার জন্মে; এবং তদনুরূপ ঐশ্বর্য্যাদিরও প্রাপ্তি ঘটে।

সেই তত্ত্বগ্রামের উল্লেখে প্রকাশ আছে যে, প্রকৃতি বা ভগবচ্ছক্তি সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং পরমাত্ম-চৈতন্যও জীব-চৈতন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও আনন্দপূর্ণ। জীবানন্দকে ব্রহ্মানন্দে আরোহণ করিতে হইলে, ব্রহ্মশক্তির স্থূল বা পূর্ণ পরিণত মূর্ত্তি ক্ষিতি তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করত উত্তরোত্তর অতি সূক্ষ্ম-প্রকৃতি তত্ত্বে আরূঢ় হইতে হইবে। প্রত্যেক তত্ত্বে অধিষ্ঠাতৃ মূর্ত্তিতে ব্রহ্ম-চৈতন্য নিত্য নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছেন। মানব স্থূল তত্ত্বকে অধিকার করত চিত্তের আয়ত্ত করিতে অগ্রসর হইয়া, যখন অতি সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রসবিনী ভগবৎস্বরূপ-শক্তি মূলা প্রকৃতির স্বরূপ অবধারণে সক্ষম হইবেন, তখনই তাহাদেরও অধিষ্ঠাতৃ-চৈতন্যের অবধারণে তাঁহার যোগ্যতা আসিবে। এই আত্মস্বরূপের অনুভবের দ্বারা প্রাকৃতিক প্রতিকার্য্যে প্রত্যহ আমরা সেই অধিষ্ঠাতৃ চৈতন্যকে অনুভব করিয়া থাকি ॥ ২০ ॥

সাংসারিক জীবনে নিজকৃত কার্য্যে আমরা যেরূপ প্রসন্ন হই, সে প্রসন্নভাব আমরা কোথাও অন্য কোন কার্য্যে অনুভব করি না। কারণ নিজের যোগ্যতার পরিচয়ার্থ আমরা সর্ব্বত্র সকল কর্ম্ম করিয়া থাকি। শত্রু-দমন, রাজত্ব-স্থাপন,

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধি-গ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।

অন্বয়ঃ।

যৎ অতীন্দ্রিয়ং ইন্দ্রিয়ৈঃ অগ্রাহ্যং অপি বুদ্ধিগ্রাহ্যং বুদ্ধ্যা বিবেকেন আত্মা-

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ সুখমিতি। সুখমাত্যন্তিকমত্যন্তমেব ভবতীত্যাত্যন্তিকং অনন্তমিত্যর্থঃ, যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যং বুদ্ধ্যৈবেন্দ্রিয়নিরপেক্ষয়া গৃহ্যত ইতি বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়গোচ-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যোগসিদ্ধিকালং প্রকারান্তরেণ প্রকটয়তি কিঞ্চেতি। বুদ্ধিশব্দঃ স্বানুভব-বিষয়ঃ। ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষস্বানুভব-গম্যত্বোক্তেরতীন্দ্রিয়মিতি পুনরুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ

স্বামিকৃতটীকা।

আত্মন্যেব তোষে হেতুমাহ সুখমিতি। যত্র যস্মিন্নবস্থাবিশেষে যত্তৎ কিমপি নিরতিশয়মাত্যন্তিকং নিত্যং সুখং বেত্তি, ননু তদা বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধাভাবাৎ কুতঃ

এ আনন্দ বিষয়ানন্দের সহিত তুলনীয় নহে। কারণ সে আনন্দ ইন্দ্রিয়ের অতীত; কিন্তু বিবেক-পূর্ণ বুদ্ধিরই গ্রাহ্য। কারণ ভোগ্য বিষয়ের পরিহারে নিত্য মূর্ত্তিতে এই আনন্দের উপচয় বুদ্ধি-গুহাতেই

আভাস।

প্রজাপালন, কৃষি, বাণিজ্য অর্ণবপোত বা লৌহযান ট্রেণের এবং ব্যোম-যান প্রভৃতির আবিষ্কার এবং বৈদ্যুতিক ব্যাপার সমূহের আবিষ্কারের দ্বারা কৃতকার্য্য ব্যক্তি যে সন্তোষ লাভ করিয়াছেন বা করিতেছেন, তাহা কার্য্যের সৌকার্য্যের অনুরোধে নহে, প্রত্যেক কার্য্যের দ্বারা নিজের ক্ষমতার পরিচয়ে পরম আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। অধিক কি! প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া লোকে পরিবার-বর্গের যে প্রতিপালন করেন, তাহাও পরিবারবর্গের তৃপ্তির জন্য কেবল নহে, তিনি যে পরিবারবর্গের প্রতিপালনে সক্ষম হইয়াছেন, নিজের সেই যোগ্যতা দর্শনে তিনি অপার আনন্দ অনুভব করেন। অতএব এই উৎকৃষ্ট আত্মস্বরূপে অন্তর্লীন আনন্দকে স্পষ্টত অনুভব করিবার অভিপ্রায়েই বিচিত্র কার্য্যে এত প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া মানব জগতে বিচরণ করিতেছে। তবে সংসারে কার্য্য করিয়া যে আত্মার পরিচয় লাভ হয়, তাহা পরোক্ষ ভাবেই ঘটিয়া থাকে, যোগে সেই আত্ম-পরিচয়টী কিন্তু অপরোক্ষভাবে হইয়া থাকে। ভোগকালে স্বীয় কার্য্য দর্শনে কারণ-স্বরূপ নিজের প্রতীতি কেবল অনুমানে হয়; যোগে আত্ম-

বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ।

কারতয়া গ্রাহ্যং তৎ আত্যন্তিকং সুখং যত্র যোগী বেত্তি তত্র অয়ং যোগী স্থিতঃ সন্ তত্ত্বতঃ আত্মানুভবাৎ ন চলতি ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

রাতীতমবিষয়-জনিতমিত্যর্থঃ, বেত্তি তদীদৃশং সুখমনুভবতি যত্র যস্মিন্ কালে ন চ এব অয়ং বিদ্বানাত্মস্বরূপে স্থিত স্তস্মান্নৈব চলতি তত্ত্বতঃ তত্ত্বস্বরূপান্ন প্রচ্যবত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অবিষয়েতি। পদচ্ছেদঃ ন চেত্যাদি। অপেক্ষিতপূরণম্ আত্মস্বরূপ ইতি। তস্মাৎ তত্ত্বত ইতি সম্বন্ধঃ, নৈবেত্যেবকার-সম্বন্ধোক্তিঃ, চকারঃ সপ্তম্যা সম্বন্ধনীয়ঃ। যত্রেতি পূর্ব্ববৎ সম্বন্ধঃ ॥ ২১ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

সুখং স্বাতত্রাহ অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধাতীতং কেবলং বুদ্ধ্যৈবাত্মাকারয়া গ্রাহ্যং, অতএব চ যত্র স্থিতঃ সংস্তত্ত্বত আত্মস্বরূপান্নৈব চলতি ॥ ২১ ॥

উপলব্ধ হয়। বুদ্ধিতে তাহার উপলব্ধি একবার হইলে, আর অকিঞ্চিৎকর ভোগানন্দের জন্য বুদ্ধি উদ্বিগ্ন হয় না; সুতরাং বুদ্ধি আপনার অন্তরে নিহিত আনন্দের অনুভূতিতে আত্মহারা হইয়া আত্মস্বরূপ হইতে আর কখন বিচলিত হয় না ॥ ২১ ॥

আভাস।

প্রতীতি কিন্তু প্রত্যক্ষে ঘটিয়া থাকে। ভোগে অর্থাৎ সংসার-কার্য্যে নিজের যোগ্যতার পরিচয়ে যদি এতাদৃশ আনন্দ লাভ হয়, তাহা হইলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই স্বীয় আত্মার প্রতীতিতে যে কিরূপ আনন্দ লাভের সম্ভাবনা, তাহা সুযোগ্য পাঠকবর্গ আপনারাই মীমাংসা করিয়া বুঝুন! সাংসারিক কার্য্যে প্রাণপাত পরিশ্রমের পর, বিশ্রাম যে কত মধুর! এবং তাহা যখন ছাড়িতে প্রবৃত্তি কখন হয় না, তখন সমস্ত জীবন সর্ব্বত্যাগী হইয়া, যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইলে, আত্মসাক্ষাৎকারের তৃপ্তি এবং আনন্দ লাভে অসীম সংসার-কোলাহল হইতে বিশ্রাম যে কি মধুর! তাহা ভোগী মানব আপন অন্তরে একবার অনুমান করিয়া বুঝুন! এবং ভাবুন! যে, সেই চিরস্থায়ী আনন্দকে পরিহারের প্রবৃত্তি আর কখনই আসিবার সম্ভাবনা হয় না। অতএব যোগানন্দ কেবল

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

অন্বয়ঃ।

যং আত্মস্বরূপং লব্ধ্বা ততঃ অধিকং অপরং লাভং ন মন্যতে যস্মিন্ আত্মস্বরূপে

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ যং লব্ধ্বেতি। যং লব্ধ্বা যমাত্মলাভং লব্ধ্বা প্রাপ্য চ অপরমন্যল্লাভান্তরং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রকারান্তরেণ প্রকৃতং যোগং বিশিনষ্টি কিঞ্চেতি আত্মলাভান্ন পরং বিদ্যত ইতি স্মৃত্যা ব্যাচষ্টে যমাত্মলাভমিতি। লাভান্তরং পুরুষার্থভূতং, ততস্তস্মাদাত্মলাভাদিতি

এই নিত্য সিদ্ধ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত আত্মানন্দের উপলব্ধি এক বার হইলে, তাহাকে এত শ্রেষ্ঠ লাভ বলিয়া মনে হয় যে, তদপেক্ষা

আভাস।

শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বা বিশ্বাস-মূলক বলিয়া ধারণা করা উচিত নহে; প্রণিহিতমনা হইয়া, একটু বিচার-বুদ্ধিতে অগ্রসর ব্যক্তিমাত্রেই তাহা স্বীয় অন্তরে অবধারণ করিতে পারেন। এ আনন্দ বিষয়ানন্দ নহে! সুতরাং শ্লোকে তাহা "অতীন্দ্রিয়ং" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অর্থাৎ আত্মানন্দ ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য; তবে অনুভবের গ্রাহ্য। সুতরাং বুদ্ধিগ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। যোগকালে যে আনন্দ, তাহাও প্রকৃত সে আনন্দ নহে, কারণ ভোগদেহ যতই পবিত্র এবং নির্ম্মল হউক, ভোগের গন্ধ তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণেও থাকে। সুতরাং ভোগদেহে অবস্থান কালে তাদৃশ তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনা হয় না, ভোগদেহ ত্যাগে যাদৃশ ফল হয়! ॥২১॥

সংসারে যত প্রকার প্রিয়-সমাগমে আনন্দানুভব হইয়াছিল, পরম প্রিয় আত্ম-সাক্ষাৎকারের আনন্দ তাদৃশ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম। কারণ নিজের আমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। ধন জনাদি আত্মীয় স্বজন-বর্গকে আমরা প্রাণের সহিত ভালবাসি বটে, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক যদি ভাবি, তাহা হইলে বিলক্ষণ বুঝিতে পারি যে, নিজের উপকারীর প্রতিই আমাদের প্রেম বর্ত্তায়। আমার অহিতকারীর প্রতি ত কখন ভালবাসা হয় না। নিজের পুত্র মিত্র এবং বনিতাও যদি অনিষ্টকারী হন, তথাপি কখন প্রীতির দৃষ্টিতে তাহাদের প্রতি কখন নিরীক্ষণ করি না। অর্থের জন্য ত আমরা অর্থকে ভালবাসি না; অর্থের দ্বারা নিজের উপকার সাধন হয়, তজ্জন্যই অর্থকে ভালবাসি। অতএব সংসারের যে যে পদার্থের উপর আমাদের ভালবাসা ছড়াইয়া পড়ে, সে সকল ভালবাসাকে কুড়াইয়া একত্র করিলে

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।

স্থিতঃ সন্ গুরুণা দুঃখেন অপি ন বিচাল্যতে ন ভ্রশ্যতি ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ততোঽধিকমস্তীতি ন মন্যতে ন চিন্তয়তি, কিঞ্চ যস্মিন্নাত্মতত্ত্বে স্থিতো দুঃখেন শস্ত্রনিপাতাদি-লক্ষণেন গুরুণা মহতাপি ন বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যাবৎ, তং বিদ্যাদিত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। যস্মিন্ ইত্যাদ্যবতারয়তি কিঞ্চেতি। অপরিপক্বযোগো যথা দর্শিতেন দুঃখেন প্রচ্যাব্যতে নৈবং বিচাল্যতে যস্মিন্ স্থিতো যোগী তং যোগং বিদ্যাদিতি পূর্ব্ববৎ ॥ ২২ ॥

স্বামিকৃতটীকা

অচলত্বমেবোপপাদয়তি যমিতি। যতোঽয়মাত্মস্বরূপং লব্ধ্বা ততোঽধিকং লাভং ন মন্যতে তস্যৈব নিরতিশয়সুখত্বাৎ, যস্মিংশ্চ স্থিতো মহতাপি শীতোষ্ণাদিদুঃখেন ন বিচাল্যতে নাভিভূয়তে, এতেনানিষ্টনিবৃত্তিফলেনাপি যোগস্য লক্ষণমুক্তং দ্রষ্টব্যং ॥ ২২ ॥

আর কোন লাভকে বড় বলিয়া মনে হয় না এবং সেই আত্মানন্দে প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় গুরুতর দুঃখেও যোগী বিচলিত হন না ॥ ২২ ॥

আভাস।

আমরা নিজের আত্ম-ভালবাসার পূর্ণ মূর্ত্তি অনেকাংশে প্রতীতি করিতে পারিব। ইহার সুস্পষ্ট প্রতীতি এক যোগেই হইয়া থাকে। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন, বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য অগ্রসর হইলে, জগতের যাবদীয় আনন্দের সমষ্টীকৃত মধুচক্রের ন্যায়, পরমানন্দ-রসের পূর্ণ অভিব্যক্তি যোগী স্বীয় অন্তরে অনুভব করিয়া থাকেন। এতদপেক্ষা অধিক আনন্দ অন্য কোন বিষয়ে আছে বলিয়া প্রতীত হয় না; এবং তৎকালে ভোগদেহের অস্তিত্ব নিবন্ধন যদি কোন গুরুতর দেহাদির ক্লেশও উপস্থিত হয়, যোগীর তাহা গ্রাহ্য হয় না। হরীতকীর রসে আসিক্ত জিহ্বা যেমন কটু কুইনাইনের তিক্ততা গ্রাহ্য করে না, আত্মানন্দে আসিক্ত যোগীর অন্তঃকরণও তীব্র সংসার-দুঃখকে অনুভবের বিষয় বলিয়াই গণনা করেন না ॥ ২২ ॥

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।

অন্বয়ঃ।

তং দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগং (দুঃখৈঃ আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভূতৈঃ ত্রিবিধৈঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

যত্রোপরমতে ইত্যাদ্যারভ্য যাবন্তি বিশেষণৈ র্বিশিষ্ট আত্মাবস্থাবিশেষো যোগ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

"তং বিদ্যাৎ" ইত্যাদ্যপেক্ষিতং পূরয়ন্নবতারয়তি যত্রেতি। তমিত্যাত্মাবস্থা-বিশেষং পরামৃশতি। দুঃখসংযোগস্য বিয়োগো বিয়োগ-সংজ্ঞিতো যুজ্যতে স কথং

ইহারই নাম প্রকৃত যোগ এবং সংসার-দুঃখের নিঃশেষে নিবৃত্তি! বুদ্ধিমান্ মানব মাত্রেরই ইহার অনুষ্ঠান করা বিধেয়; এবং হে অর্জ্জুন!

আভাস।

এই শ্লোকে স্পষ্টত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, মুক্তি বা আত্ম-সাক্ষাৎকার কোন লব্ধব্য বিষয় নহে; ইহা নষ্টধন পুনঃ প্রাপ্ত হইলে যে আনন্দ হয়, মুক্ত পুরুষের পক্ষেও সেই জাতীয় আনন্দ। এক জন প্রবল-পরাক্রম অতুল ঐশ্বর্য্যশালী পশ্চিম-দেশীয় রাজার বিমলানন্দ নামক জ্যেষ্ঠ পুত্র মৃগয়া করিবার অভিপ্রায়ে উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক অমাত্যবর্গ সহকারে স্বকীয় রাজত্বের অন্তর্গত একটী অরণ্যে প্রবেশ করেন। তথায় রাজপুত্র দুই একটি বন্য হিংস্র পশু শিকারের পরই অনতি-দূরে একটী নব-যৌবন-সম্পন্না অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য-বিশিষ্টা মনোহারিণী কামিনী মূর্ত্তি নয়ন-গোচর করিয়া, মন্ত্রীকে তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপার্থ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। মন্ত্রী রাজপুত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। রাজপুত্র বারংবার রমণীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশের দ্বারা মন্ত্রীকে দেখাইবার চেষ্টা করিলেও মন্ত্রি যখন দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি মন্ত্রীর দুর্ভাগ্য জ্ঞান করিয়া, তাঁহাকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন; এবং নিজেই সেই দুর্ল্লভ স্ত্রীরত্ন লাভে কৃতার্থ হইবার প্রত্যাশায় একাকী সেই রমণীর উদ্দেশে দ্রুত বেগে অশ্বারোহণে সেইদিকে গমন করিলেন। মন্ত্রীর সঙ্গ হারাইয়া রমণীর কুহকে অনেক দূর গমন করত, পূর্ণ সন্ধ্যাকালে রাজপুত্র এক দল দস্যুর হস্তে নিপতিত হইলেন। তাহারা রাজপুত্র বিমলানন্দকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার মণি-ভূষিত বেশভূষা ও সাজ-সজ্জাদি যাবতীয় রাজাভরণ কাড়িয়া লইল এবং লোচন-দ্বয় বস্ত্রের বন্ধনে আবৃত করত, স্কন্ধে করিয়া

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥২৩॥

অন্বয়ঃ।

সংযোগঃ তেন বিয়োগঃ তং) যোগসংজ্ঞিতং যোগ ইত্যভিধানং বিদ্যাৎ বিজানীয়াৎ সঃ যোগঃ অনির্ব্বিণ্ণ চেতসা হৃষ্ট-চেতসা যোক্তব্যঃ অনুষ্ঠাতব্যঃ ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

উক্তঃ তমিতি। তং বিদ্যাৎ বিজানীয়াৎ দুঃখসংযোগবিয়োগং দুঃখৈঃ সংযোগো দুঃখসংযোগ স্তেন বিয়োগো দুঃখসংযোগবিয়োগ স্তং দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগ

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

যোগসংজ্ঞিতঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ বিপরীতেতি। ইয়ং হি যোগাবস্থা সমুৎখাত-নিখিল-দুঃখভেদেতি দুঃখসংযোগাভাবো যোগসংজ্ঞামর্হতীত্যর্থঃ। উপসংহৃতে যোগফলে কিমিতি পুনর্যোগস্য কর্ত্তব্যত্বমুচ্যতে তত্রাহ যোগফলমিতি। প্রকারান্তরেণ যোগস্য

স্বামিকৃতটীকা।

তমিতি। য এবংভূতোঽবস্থাবিশেষ স্তং দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ, দুঃখশব্দেন দুঃখমিশ্রিতং বৈষয়িকং সুখমপি গৃহ্যতে, দুঃখস্য সংযোগেন সংস্পর্শমাত্রেণাপি বিয়োগো যস্মিংস্তমবস্থাবিশেষং যোগসংজ্ঞিতং যোগশব্দবাচ্যং জানীয়াৎ, পরমাত্মনি ক্ষেত্রজ্ঞস্য যোজনং যোগঃ, যথা দুঃখস্য সংযোগেন বিয়োগ-

---

সর্ব্ব প্রকার ক্লেশকে সাহসের সহিত সহ্য করিয়া নিরুদ্বিগ্ন ও নিশ্চিন্ত চিত্তে এই যোগের অনুষ্ঠান তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ২৩ ॥

আভাস।

দ্রুতবেগে বহু দূরে পলায়ন করিল। রাত্রি-শেষে বন-প্রান্তে রাজপুত্রকে পরিত্যাগ করত কোথায় যে তাহারা পলায়ন করিল, বিমলানন্দ তাহার কোন অন্বেষণ পাইলেন না। বিমলানন্দ সেই নিবিড় অরণ্য মধ্যে একাকী কোন্ পথে গিয়া জীবন রক্ষা হয়, ইহারই চিন্তায় ভ্রমণ করিতে করিতে পরদিন মধ্যাহ্ন কালে সেই বন মধ্যে মনুষ্যের যাতায়াতের একটী পথ দেখিতে পাইলেন ; এবং সেই পথ অবলম্বনে এক সপ্তাহ বন্য ফল ও জল আহারে অতি কষ্টে বনটীকে অতিক্রম করিয়া, একটী নগরের প্রান্তভাগে উপনীত হইলেন। তথায় চীর-বসন-ধারী রুক্ষকেশ এবং মলিন-বদন ভিখারীর বেশে পর্য্যটন করত, এক বণিকের বাটীতে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হন। বণিক বিমলানন্দের তিরোহিত-প্রায় রূপ লাবণ্য ও বয়সের প্রতি দৃষ্টি করিয়া একটু বিস্মিত

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইত্যেবসংজ্ঞিতং বিপরীত-লক্ষণেন বিদ্যাৎ বিজানীয়াদিত্যর্থঃ। যোগফলমুপসংহৃত্য পুনরন্বয়ারম্ভেণ যোগস্য কর্ত্তব্যতা উচ্যতে নিশ্চয়ানির্ব্বেদয়োর্যোগস্য সাধনত্ববিধা-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কর্ত্তব্যত্বোপদেশারম্ভোঽন্বয়ারম্ভঃ। যোগং যুঞ্জান স্তৎক্ষণাত্তৎফলং সংসিদ্ধিমলভ-মানঃ সংশয়ানো বিবর্ত্তেতেতি তন্নিবৃত্ত্যর্থং পুনঃ কর্ত্তব্যত্বোপদেশোঽর্থবানিতি

স্বামিকৃতটীকা।

এব পূর্বে কাতরশব্দবদ্বিরুদ্ধলক্ষণয়া যোগ উচ্যতে, কর্ম্মণি তু যোগশব্দস্তদুপায়ত্বা-দৌপচারিক ইতি ভাবঃ, যস্মাদেবং মহাফলো যোগ স্তস্মাৎ সএব যত্নতোঽভ্যসনীয় ইত্যাহ স ইতি সার্দ্ধেন। স যোগো নিশ্চয়েন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ-জনিতেন যোক্ত-ব্যোঽভ্যসনীয়ঃ, যদ্যপি শীঘ্রং ন সিধ্যতি তথাপ্যনির্ব্বিণ্ণেন নির্বেদরহিতেন চেতসা যোক্তব্যঃ। দুঃখবুদ্ধ্যা প্রযত্নশৈথিল্যং নির্ব্বেদঃ॥ ২৩॥

আভাস।

হইলেন; এবং মনে মনে ভাবিলেন আমাদের গৃহে এ যুবা পুরুষ থাকিবার পাত্র নহে। শুনিয়াছি! আমাদের রাজার পুত্র মৃগয়ার উপলক্ষে বিনষ্ট হইয়াছেন। মহারাজ যদি এমন যুবা পুরুষকে পান, নিশ্চয়ই কৃপা-দৃষ্টিতে ইঁহার যথেষ্ট উপকার করিতে পারেন; সন্দেহ নাই! যদি তিনি নিতান্তই উপেক্ষা করেন, আমিই যুবাকে পুত্র রূপে প্রতিপালন করিব! এইরূপ ভাবিয়া বণিক অতি শান্ত-চিত্তে বিমলা-নন্দের পরিচ্ছদাদির ব্যবস্থা করিয়া স্নানাদি করাইলেন এবং ভোজন করাইয়া তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিলেন। পরে নিশামুখে বিমলানন্দ গাত্রোত্থান করিলে বণিক্ তাহাকে বলিলেন, বিমলানন্দ। আমি তোমার বিষণ্ণ বদন এবং পথক্লেশে উন্মত্তের ন্যায় দারুণ চিত্তভ্রম দর্শনে বিস্মিত হইয়াছি! তুমি যে কাহার পুত্র! এবং বাসস্থান কোথায়! তাহার কিছুরই পরিচয় দিতে পারিতেছ না! তোমার সম্পূর্ণ মতিভ্রংশ হইয়াছে; সুতরাং তুমি আমার আলয়ে থাকিবার পাত্র নহ! আমি তোমার মঙ্গল-কামনায় একটী আশ্রয় সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিয়াছি; তুমি শৌচাদি সমাপনে প্রস্তুত হও! আমার সহিত সত্বর যাইতে হইবে। এই বলিয়া রাত্রি দশটার সময় একখানি উত্তম গাড়িতে উঠাইয়া বণিক্ তাঁহাকে রাজ-ভবনে লইয়া চলিলেন। যুবা পুরুষ কিন্তু মৃগয়ার সূত্র-পাত হইতে অরণ্যানি মধ্যে সুন্দরী ললনা, ভীষণ দস্যুদলের আক্রমণ, লোচনদ্বয়ের বন্ধন জনিত দিক্ ভ্রম এবং অন্নজলাদির অভাব জনিত দারুণ

শাঙ্করভাষ্যম্‌।

নার্থং, স যথোক্তফলো যোগো নিশ্চয়েনাধ্যবসায়েন যোক্তব্যোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ন নির্ব্বিণ্ণং অনির্ব্বিণ্ণং তচ্চেত স্তেন নির্বেদ-রহিতেন চেতসা চিত্তেনেত্যর্থঃ॥ ২৩॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মত্বাহ নিশ্চয়েতি। তয়োঃ সাধনত্ব-বিধানমেব অক্ষরযোজনয়া সাধয়তি স যথেতি। ইহ জন্মনি জন্মান্তরে বা সেৎস্যতীত্যধ্যবসায়ো যোক্তব্যঃ কর্ত্তব্যঃ॥ ২৩॥

আভাস।

ক্লেশে বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া নিরাশ্রয়ে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের ন্যায় আত্মহারা বেশে রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ পূর্ব্বক যখন রাজার সমীপে উপনীত হইলেন, তখন সেই রাজাকে দর্শন করিয়া বিস্মিতের ন্যায় উপবিষ্ট রহিলেন। মহারাজ বেশহীন দুঃখক্লিষ্ট যুবাকে দর্শন করিয়া, স্বীয় হারাণ পুত্রই পুনরাগত বুঝিয়া, প্রেমে গদগদ হইলেন এবং পুত্রকে প্রেমভরা আলিঙ্গন করিলেন। ইত্যবসরে পুত্রও নিজের পিতা এবং নিজ অট্টালিকাদিকে স্মরণ করিয়া স্থিরচিত্ত হইল। রাজপুত্র বিমলানন্দ বনের সকল ব্যাপার বিস্মৃত হইয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন! রাজ-পুত্রের হৃদয় হইতে বনের চিন্তা নির্ম্মূলিত হইল; তিনি অপার আনন্দরসে নিমগ্ন হইলেন! মানবও সেইরূপ যোগের চরম সীমায় উপনীত হইলে, ভগবানের ঐশ্বর্য্য দর্শনে শান্তচিত্ত হয়। কিন্তু সংসার-বনে প্রবেশ পূর্ব্বক বৃথা অকিঞ্চিৎকর সুখ-সুন্দরীর কুহকে নিপতিত হইয়া, অর্জ্জন ও রক্ষণ রূপ বিকট দস্যু দলের আক্রমণে মানব আক্রান্ত হয় এবং পথ-ভ্রান্ত পথিকের ন্যায়, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। পরে একাগ্র-চিত্ত-রূপ বণিকের আশ্রয়ে শরণাগত হইয়া যোগের চরম দশায় উপনীত হইলে, নিজের ভ্রম নিবন্ধন বিনষ্ট-প্রায় স্বকীয় আত্মস্বরূপ ঐশ্বর্য্য এবং পরম আশ্রয় পরমাত্ম-স্বরূপকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, চমকিত ভাবে নির্বিঘ্নের ন্যায় বিশ্রাম করে। সং সাজিবার উপলক্ষে বিকৃত সাজ পরিধান করিলেই, দারুণ কষ্ট উপলব্ধ হইয়া থাকে। সঙের সাজ পরিত্যাগ করিলেই যেমন নিষ্কৃতি, সেইরূপ মানব স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে ত্রিবিধ দেহকে যোগানুশীলনের দ্বারা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই, নিষ্কৃতি লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। যাহা ছিলাম, তাহাই হইলাম! প্রাপ্তির নূতনত্ব কিছুই নাই; তবে যন্ত্রণার বিরামে নিজের আনন্দ-স্বরূপের নিরন্তর উপলব্ধি মাত্র। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেরই তাদৃশ দুঃখ-নিবৃত্তির দ্বারা অপার শান্তিলাভের জন্য যত্ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ২৩॥

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।

অন্বয়ঃ।

সংকল্প-প্রভবান্ (সংকল্পঃ চিত্তবিলাসঃ এব প্রভবঃ উৎপত্তিঃ যেষাং তান্)

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ সংকল্পেতি। সংকল্পপ্রভবান্ সংকল্পঃ প্রভবো যেষাং কামানাং তে সংকল্পপ্রভবাঃ কামাস্তান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য সর্ব্বানশেষতো নির্লেপেন

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ইতশ্চ যোগস্য কর্ত্তব্যত্বমিতি প্রতিজ্ঞানীতে কিঞ্চেতি। কেন ক্রমেণ কর্ত্তব্যত্বমিত্যপেক্ষায়ামাহ সংকল্পেতি। সংকল্পঃ শোভনাধ্যাসঃ। সর্ব্বানিত্যুক্ত্বা পুনর-

---

লোক অভাবের উদ্ভাবন করিয়া কামনার সৃষ্টি করিয়া থাকে; তাহার সহিত মানবের সহজ সম্পর্ক নাই। সুতরাং তাদৃশ বিষয়ের কামনাকে পরিত্যাগ করা তত কঠিন ব্যাপার নহে; অতি সহজেই সে

আভাস।

এক্ষণে উপর্য্যুপরি তিনটী শ্লোকে যোগানুষ্ঠানের পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। যোগের প্রধান প্রতিবন্ধকই কামনা। পাইবার প্রার্থনাই কামনা; একজাতীয় চিত্তের বৃত্তিমাত্র। অভিলষিত বিষয় বা ভাবের সহিত জীবাত্মাকে নিয়োজিত করিবার জন্য প্রাকৃতিক চেষ্টাই কামনা! কাম কখন ত্যাগের বস্তু নহে। কামকে পরিত্যাগ করিতে কেহ কখন পারে না; কামনা-রসে সংসিক্ত করিয়াই অনন্ত সৃষ্টি রচিত হইয়াছে। জীবের কথা দূরে থাকুক! স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থই কামনা-রসে পরিপূর্ণ। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র এবং এই স্থূল ধরণীপর্য্যন্ত এক কামনার রসে সংসিক্ত থাকায়, পরস্পরের প্রার্থনীয় পরস্পরকে আকর্ষণ করত এই আকাশ-পথে শূন্য মার্গে ঘুরিতেছে। পরস্পরের দেহের অনুপাতে কামনা-শক্তির ন্যূনাতিরিক্ততা ক্রমে কেহ কাহার সহিত সম্পূর্ণ মিলিত হইতে পারে না। সুতরাং অচেতন জড় পদার্থ হইয়াও এক কামনার আকর্ষণে তাহারা শূন্য-মার্গে সচেতনের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করত অলাতচক্রের ন্যায়, রাশিচক্রের গতিতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কামনা কোন চেতন পদার্থ নহে; ইহা একটী প্রাকৃতিক শক্তি। সুতরাং মানব দেহের প্রত্যেক তত্ত্বেই কামনা দৈবীশক্তির বৃত্তিতে নিরীহ বেশে অবস্থান করে। তবে কোন কারণ উপলক্ষে নিকটবর্ত্তী লৌহকে চুম্বক যেমন আকর্ষণ করে, সেইরূপ অনুকূল

মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ।

সর্ব্বান্ কামান্ অশেষতঃ সবাসনান্ ত্যক্ত্বা, মনসা ইন্দ্রিয়াধ্যক্ষেণ ইন্দ্রিয়গ্রামং সমন্ততঃ সর্ব্বস্মাৎ বিষয়াৎ বিনিয়ম্য বশীকৃত্য ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ মনসৈব বিবেকযুক্তেন ইন্দ্রিয়গ্রামমিন্দ্রিয়সমুদায়ং বিনিয়ম্য নিয়মনং কৃত্বা সমন্ততঃ সমন্তাৎ ॥ ২৪ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শেষত ইতি পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ নির্লেপেনেতি। যথা শেষো ন ভবতি তথা সর্ব্বেষাং কামানাং শোভনাধ্যাসাধীনানাং ত্যাগস্য যোগস্য যোগানুষ্ঠানশেষত্ববদ্-

গুলিকে পরিত্যাগ করা উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়-গ্রামকে তাহাদের বিষয় হইতে বিরত করিয়া ॥ ২৪ ॥

আভাস।

পদার্থের নৈকট্য ঘটিলে, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। অনুকূল সম্বন্ধ না ঘটিলে, কামনা লুক্কায়িত বেশে প্রত্যেক পদার্থের অন্তরে নিরন্তর বিদ্যমান থাকে। যুবক-দেহের সহিত যুবতী-দেহের সম্বন্ধ ঘটিলে, পরস্পরের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া শিহরিয়া উঠে। জলের মধ্যে একমুষ্টি চণক নিক্ষেপ করিলে, উক্ত কামনা বা আকর্ষণ-শক্তির বলে পরস্পরে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। জড়ে এই শক্তির নাম আকর্ষণ-শক্তি; চৈতন্য-বিশিষ্ট মানবের মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়-বর্গ এবং দেহে থাকিলে, উক্ত আকর্ষণ শক্তিই কামনা-নামে কল্পিত হইয়া থাকে।

পরস্পরের সংসর্গই এই কামনার উদ্রেক করিয়া থাকে। সেই সংসর্গও স্থূল সূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ। স্থূলের সঙ্গ এবং সূক্ষ্মের আলোচনাই সংসর্গ। ইন্দ্রিয়বর্গ পরস্পরকে স্পর্শ করে; মন স্পৃষ্ট পদার্থের সূক্ষ্মাংশ লইয়া আলোচনা করে। বস্তু-স্বরূপের আলোচনা বা সংকল্পও দুই প্রকার। ভোগানুকূল আলোচনায় কামনার শ্রীবৃদ্ধি হইলে, ভোগে মানব অভিভূত হয়; এবং পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি এবং ধ্বংস সম্বন্ধের আলোচনায় কামনা মানবকে সৃষ্টিকর্ত্তার অভিমুখে যোগ বা ভক্তির উদ্রেক করে। সুতরাং কামনার দোষ নাই। কামনাকে তাহার লক্ষের অভিমুখে প্রসারণ-কারিণী বুদ্ধির দোষই স্বীকার্য্য! কিন্তু বিচার-পটু বুদ্ধি সেই কামনা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বিবেকযুক্তেন মনসা করণসমুদায়স্য সর্ব্বতো নিয়মনমপি তত্র শেষত্বেন কর্ত্তব্যমিত্যাহ কিঞ্চেতি ॥ ২৪ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ সঙ্কল্পেতি। সঙ্কল্পাৎ প্রভবো যেষাং তান্ যোগপ্রতিকূলান্ সর্ব্বান্ কামানশেষতঃ সবাসনাংস্ত্যক্ত্বা মনসৈব বিষয়দোষদর্শিনা সর্ব্বতঃ প্রসরন্তমিন্দ্রিয়-সমূহং বিশেষেণ নিয়ম্য যোগো যোক্তব্য ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ২৪ ॥

আভাস।

শক্তিকে সহায় করিয়া ব্রহ্ম পদবীতে মানবকে আরূঢ় করাইতে পারে; আবার বিচারহীন স্বেচ্ছাচারিণী বুদ্ধি লক্ষের দোষে সেই জীবাত্মাকে নরক-কুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

অতএব পদার্থ দর্শনে বা তাহা ভোগ করিলে, কোন দোষ নাই; তাহার ভোগানুকূল ভাবের আলোচনা মনোমধ্যে করাই কামনা সমূহের উদ্রেকের কারণ। সুতরাং ভোগ্য দর্শনে তাহার ভোগানুকূল ভাবের আলোচনাই মূর্ত্তিমতী কামনা সাজিয়া হৃদয়কে বিষয়ের অভিমুখে আকর্ষণ করে; সুতরাং তাদৃশ হৃদয়ে যোগ হওয়া অসম্ভব। ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করা প্রয়োজন বলিয়া, উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্যের মধ্যে প্রবেশ করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, বিষয়ের উপর ইন্দ্রিয়গণের সম্পর্ক করিতে নিষেধ করা হয় নাই; কারণ বিষয়ের সহিত তত্তদিন্দ্রিয়ের সম্পর্ক করা যদি দোষের কারণ হয়, তাহা হইলে ভগবানের তাদৃশ বস্তু বা ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টি না করাই জীবের পক্ষে মঙ্গল হইত। কিন্তু যিনি সর্ব্বমঙ্গলময়, তাঁহার দ্বারা ত কখন অমঙ্গলের সূচনা হওয়া সম্ভব নহে। অনাদি অজ্ঞানে মোহিত জীব-জগৎকে জাগাইতে হইবে বিবেচনা করিয়া, তিনি সৃষ্টির ব্যবস্থা করিয়াছেন। দেশালাই কাটির মুখের মশলাতে অগ্নি নিত্যই নিবিষ্ট আছে; সত্য! কিন্তু না ঘসিলে অগ্নি ত জ্বলে না; এবং অন্যকে দগ্ধও করে না। জীবাত্মা আছেন বটে, কিন্তু কর্ম্মহীন অজ্ঞানের সাক্ষিরূপে অবস্থিত! অতএব বিষয়ের সম্বন্ধের দ্বারা তাহাকে জাগাইতে হইবে। সুতরাং জীবের ভোগের নিমিত্ত তিনি এই অনন্ত জগতের রচনা করিলেন। কিন্তু জীব নিরর্থক তাহাদের সহিত সম্পর্ক পাছে না করে, তজ্জন্য একটী ভোগায়তন দেহ মধ্যে জীবকে বসাইলেন এবং সেই দেহে এরূপ প্রয়োজনের সূচনা করিয়া দিলেন

আভাস।

যে, জীব নিজের উপাধির উপরোধে অনন্ত ভোগের সহিত সম্পর্ক করিতে বাধ্য হইল। সুতরাং প্রয়োজনের অনুপাতে গ্রহণ করিতেই হইবে; এবং প্রয়োজনের পূরণ হইবা মাত্র যখন ভোগের আবশ্যক থাকিবে না, তখন উপস্থিত ভোগ্যের স্বরূপ ও তাহার নিয়ন্তাকে জানিবার কামনা যাহা জীবের অন্তকরণে প্রবিষ্ট রাখিয়াছেন, তাহারই উদ্রেক হইবে।

দেহে ক্ষুধা পিপাসাদি অনন্ত অভাবের সৃজন করত ভগবান্ জীব-দেহ গঠন করিয়াছেন; সুতরাং তাদৃশ ক্ষুধা ও পিপাসাদির অনুরোধে মানব অন্ন-জলাদি ভোগ করিবার নিমিত্ত তত্তদভিমুখে বাধ্য হইয়া অগ্রসর হইয়া থাকে। কিন্তু ভোগ করিবা মাত্র, ভোগের লালসা স্বতই নিবৃত্ত হইয়া যায়; কিন্তু চিত্ত বা ভোগ্য সমূহের ত নিবৃত্তি হয় না; বরং চিত্তে ভোগের বিরুদ্ধে একটী বিরক্তি আইসে; এবং তৎসঙ্গে একটী ভাবনাও আসে যে, এজাতীয় ক্ষুধা তৃষ্ণা কোথায় ছিল, কে উদ্রেক করিয়াছিল? সম্মুখে প্রচুর স্বাদু অন্নাদি থাকিতেও আর মানব ভোজনে সমর্থ হইতেছে না; ববং বিরক্ত হইতেছে! অতএব জীবত খায় না; ক্ষুধা পিপাসাই ভোজন করে! তাদৃশ ক্ষুধা ও পিপাসাদির আকাজ্ক্ষা-বৃত্তি সমূহকে জীব ইচ্ছা করিলেও দেহে আনিতে পারে না! তাহারা যেন আপনি আসে; এবং আপনি যায়। তাহাদের আগমন কেন হয় এবং অকস্মাৎ কেনই বা যায়, ভাবিতে বসিলে, একজন অসীম শক্তিশালী এবং সর্ব্বজ্ঞ আছেন বলিয়া মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে! কিন্তু তিনি কে? কোথায় আছেন? একবার তাদৃশ মহামহিম সর্ব্বেশ্বরকে জানিবার জন্য তৎক্ষণাৎ মন প্রাণ যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে; এবং দেহাতিরিক্ত আমিই বা কে? এবং এই দেহে নিরন্তর বিদ্যমান থাকিয়া, যিনি এই দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করাইতেছেন, তিনিই বা কে? এই সূক্ষ্ম তত্ত্বের জিজ্ঞাসার জন্যই যেন অন্তরে এই প্রবল কামনার সৃষ্টি রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দশম শ্লোকে বর্ণিত আছে যথা।

কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতি র্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ ॥

ইন্দ্রিয়ও দেহের চরিতার্থতা-সাধনই যে কেবল কামের শেষ উদ্দেশ্য, তৎপরে আর কাম থাকিবে না, তাহা নহে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই কামের সূচনা হইয়াছে এবং সৃষ্টির পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত কাম বিদ্যমান থাকে। যতদিন জীবনধারণ করা যায়, কামের হস্ত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। যে স্থান হইতে

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।

অন্বয়ঃ।

ধৃতিগৃহীতয়া (ধৃতিঃ ধারণা তয়া গৃহীতয়া বশীকৃতয়া) বুদ্ধ্যা মনঃ আত্মসংস্থং

শাঙ্করভাষ্যম্।

শনৈরিতি। শনৈঃ শনৈ র্ন সহসা উপরমেৎ উপরতিং কুর্য্যাৎ, কয়া বুদ্ধ্যা কিংবিশিষ্টয়া ধৃতিগৃহীতয়া ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ গৃহীতয়া ধৃতিগৃহীতয়া ধৈর্য্যেণ যুক্তয়া

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কামত্যাগদ্বারেণ ইন্দ্রিয়াণি প্রত্যাহৃত্য কিং কুর্য্যাদিতি শঙ্কিতারং প্রত্যাহ শনৈঃ শনৈরিতি। সহসা বিষয়েভ্যঃ সকাশাদুপরমে মনসো ন স্বাস্থ্যং সম্ভবতী-ত্যভিপ্রেত্যাহ ন সহসেতি। তত্র সাধনং ধৈর্য্যযুক্তা বুদ্ধিরিত্যাহ কয়া ইত্যাদিনা। ভূম্যাদীরব্যাকৃতপর্য্যন্তাঃ প্রকৃতীরষ্ট পূর্ব্বপূর্ব্বত্র ধারণং কৃত্বোত্তরোত্তরক্রমেণ প্রবিলা-

স্বামিকৃতটীকা।

যদি তু প্রাক্তন-কর্ম্মসংস্কারেণ মনো বিচলেত্তর্হি ধারণয়া স্থিরীকুর্য্যাদিত্যাহ শনৈরিতি। ধৃতির্ধারণা তয়া গৃহীতয়া বশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা আত্মসংস্থমাত্মন্যেব সম্যক্ স্থিতং নিশ্চলং মনঃ কৃত্বা উপরমেৎ, তত্তু শনৈঃ শনৈরভ্যাসক্রমেণ ন তু সহসা,

সর্ব্বদা ব্যাকুল ও চঞ্চল মনকে ধৈর্য্য সহকারে বুদ্ধি-পূর্ব্বক বিবিধ

আভাস

সঙ্গী হইয়া, কাম জীবকে এই ভগবানের ব্যক্ত ঐশ্বর্য্য-মূর্ত্তি প্রদর্শনে বিরক্ত করাইয়া পুনঃ সেই ভগবানের চরণ সমীপে লইয়া যাইতে না পারে, তদবধি কাম তাহার সঙ্গ ছাড়িবে না। সুতরাং কামের মূল উদ্দেশ্য জীবের তত্ত্বজিজ্ঞাসা। অর্থাৎ আমি কে? এই নিরন্তর পরিবর্ত্তন-শীল অথচ নিত্য পদার্থের ন্যায় পরিচিত, এই বিচিত্র জগৎ কি প্রকারে কাঁহার দ্বারা রচিত? এবং তিনি কেমন এবং তাঁহাকে পাইব কি প্রকারে এই তিনটী তত্ত্বের মীমাংসা হৃদয়ে যদবধি সুস্পষ্ট প্রতীত না হয়, তদবধি আমাদের সঙ্গ পরিহারে কামের নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। কাম জীবন-সর্ব্বস্ব প্রভু পরমাত্মার প্রদত্ত আমাদের চিরসঙ্গী দ্বারবান্। প্রভুর নিকট হইতে আমাদিগকে আনিয়াছে; এবং তাঁহার ঐ সমগ্র ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করাইয়া পুনঃ তাঁহারই সমীপে উপস্থিত করাইয়া অব্যাহতি পাইবে।

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ।

আত্মনি এব সংস্থং স্থিতং নিশ্চলং কৃত্বা শনৈঃ শনৈঃ ক্রমশঃ উপরমেৎ বিরমেৎ ন কিঞ্চিৎ অপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইত্যর্থঃ। আত্মসংস্থমাত্মনি সংস্থিতমাত্মৈব সর্ব্বং ন ততোহন্যৎ কিঞ্চিদস্তীত্যেবম্ আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ এষ যোগস্য পরমো বিধিঃ ॥ ২৫ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পয়েদিতি ভাবঃ। অব্যক্তমাত্মনি প্রবিলাপ্য আত্মমাত্রনিষ্ঠং মনো বিধায় চিন্তয়িতব্যাভাবাদতিস্বস্থো ভবেদিত্যাহ আত্মেতি। তত্র সংস্থিতিমেব মনসো বিবৃণোতি আত্মৈবেতি। যোগবিধিমুপক্রম্য কিমিদমুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ এষ ইতি। যন্মনসো নৈশ্চল্যমিতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

উপরমস্বরূপমাহ ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ নিশ্চলে মনসি স্বয়মেব প্রকাশমানপরমানন্দনির্বৃতো ভূত্বা আত্মধ্যানাদপি ন নিবর্ত্তেত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

চিন্তা হইতে ক্রমশঃ প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, আত্ম-চিন্তনে প্রবৃত্ত রাখিবে এবং অন্য চিন্তা হইতে নিবৃত্ত রাখিবে ॥ ২৫ ॥

আভাস।

অতএব কাম যখনই যে ভোগ্য দেখাইবে তাহাতেই অভিভূত হইয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। কারণ একস্থানে বিলম্ব করিলে, স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তনে অনেক বিলম্ব পড়িবে। যখন যে কোন পদার্থ বা ভাবের সহিত সংস্রব ঘটিবে, সত্বর তাহার পরিচয় গ্রহণ করিয়াই অন্য বস্তুর পরীক্ষার জন্য অগ্রসর হওয়া মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আপনাকে যেমন চিনিতে পারিবে, তদ্রূপ দেহের অধিষ্ঠাতা স্বীয় চৈতন্য-স্বরূপের অনুপাতে প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান জগতের সর্ব্বনিয়ন্তা এবং সর্ব্বসাক্ষী পরম চৈতন্যকেও অবধারণ করিতে পারিবে। কাম ভোগ্য বিষয়ের সমীপে উপনীত করিয়া দেয় মাত্র; কিন্তু সেই ভোগ্য বিষয়গুলি কতদূর উপাদেয় বা ত্যজ্য, তাহা বুদ্ধির দ্বারা বিচারে অবধারণ করা কর্ত্তব্য। যতক্ষণ সে উপকারী, ততক্ষণই উপাদেয়; কিন্তু অনিষ্ট-কর বোধ হইবা মাত্র, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, বিষয়ান্তরের পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এই ভাবে পরীক্ষা করিবার

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।

অন্বয়ঃ।

উপরম-প্রকারমাহ যতঃ যতঃ যস্মাৎ যস্মাৎ বিষয়াৎ ভাবনায়াঃ চ চঞ্চলং

শাঙ্করভাষ্যম্।

তত্রৈবমাত্মসংস্থং মনঃ কর্ত্তুং প্রবৃত্তো যোগী, যতো যতো যস্মাদ্ যস্মান্নিমিত্তাচ্ছব্দাদে র্নিশ্চলতি নির্গচ্ছতি স্বভাবদোষান্মন শ্চঞ্চলমিত্যর্থং চলম্ অতএবাস্থিরং তত স্তত স্তস্মাত্তস্মাচ্ছব্দাদেঃ নিমিত্তান্নিয়ম্য তত্তন্নিমিত্তং যাথাত্ম্যনিরূপণে নাভাসীকৃত্য

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নন্বু মনসঃ শব্দাদিনিমিত্তানুরোধেন রাগদ্বেষ-বশাদত্যন্তচঞ্চলস্যাস্থিরস্য তত্র তত্র স্বভাবেন প্রবৃত্তস্য কুতো নৈশ্চল্যং নৈশ্চিন্ত্যঞ্চেতি তত্রাহ তত্রেতি। যোগপ্রারম্ভঃ সপ্তম্যর্থঃ। এবশব্দেন মনসৈবেত্যাদি উক্তপ্রকারো গৃহ্যতে। স্বাভাবিকো দোষো মিথ্যাজ্ঞানাধীনো রাগাদিঃ শব্দাদে র্মনসো নিয়মনং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ তত্তন্নিমিত্ত-

---

মনকে আত্ম-চিন্তনে অটল রাখাও নিতান্ত সুসাধ্য নহে! প্রথমত তাহাকে যে কোন বিষয়ের চিন্তায় একাগ্র করিবার অভ্যাস করাইতে হয়। অভিলষিত যে কোন চিন্তায় মন স্থির হইতে অভ্যস্ত হইলে, তখন তাহাকে তদপেক্ষা সূক্ষ্ম তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার যত্ন করা কর্ত্তব্য; এই প্রকার উত্তরোত্তর স্তরে অভ্যস্ত হইলে, সর্ব্বান্তে

আভাস।

উপলক্ষে পরীক্ষক আপনাকে অবধারণ করা সুগম হয় এবং সেই সময় আত্ম-স্বরূপের পরিচয় লাভ হইলে, নিস্তব্ধে অবস্থান করত ক্ষণকাল বিশ্রাম করা প্রয়োজন। এই আত্ম-স্বরূপের বিশ্রাম করার অভ্যাসটী কিছুকাল অনুষ্ঠান করিলে যখন আনন্দের উপলব্ধি হয়, তখন আর বিষয়-চিন্তা করিতে নাই। এই অভ্যাস ক্রমশ স্থায়ী ও দৃঢ় হইলে, উপশমিত ও উপদ্রব-শূন্য আপন-স্বরূপের ভাবটীকে চিন্তা করাই কর্ত্তব্য। জীবাত্মার যথেষ্ট উন্নতি সাধন হইল॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

এই শ্লোকটীতে আত্ম-স্বরূপকে ধরিবার অপর একটী সরল উপায় অবধারণ করা হইয়াছে। যথা মন অতীব চঞ্চল; প্রয়োজনের অনুরোধে বিষয়ে পতিত হয় এবং প্রয়োজন ফুরাইলে সে বিষয়ান্তরে নিপতিত হয়। কিন্তু একটী ছাড়িয়া অন্যটীকে ধরিতে গেলে মধ্যে একটু এমন ফাঁক পড়ে, যেখানে কোন

ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ।

স্বভাবতঃ অস্থিরং মনঃ নিশ্চলতি নির্গচ্ছতি ততঃ ততঃ বিষয়াদেঃ নিমিত্তাৎ নিয়ম্য প্রতিবার্য্য এতৎ মনঃ আত্মনি এব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

বৈরাগ্যভাবনয়া চ এতন্মন আত্মন্যেব বশং নয়েৎ আত্মবশ্যতামাপাদয়েৎ এবং যোগাভ্যাসবলাদ্‌যোগিন আত্মন্যেব প্রশাম্যতি মনঃ ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মিতি। যাথাত্ম্যনিরূপণং ক্ষয়িষ্ণুত্ব-দুঃখসংমিশ্রত্বাদ্যালোচনং তেন তত্র তত্র বৈরাগ্যভাবনয়া তত্ত্বদাভাসীকৃত্য ততস্ততো নিয়ম্যৈতন্মন ইতি সম্বন্ধঃ। মনসো বশীকরণেনোপশমে কিং স্যাদিত্যাহ এবমিতি। যোগাভ্যাসো বিষয়বিবেকদ্বারা মনোনিগ্রহাখ্যাবৃত্তিঃ, প্রশান্তমাত্মন্যেব প্রলীনমিতি যাবৎ ॥ ২৬ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

এবমপি রজোগুণবশাদ্ যদি মনঃ প্রচলেত্তর্হি পুনঃ প্রত্যাহারেণ বশীকুর্য্যাদিত্যাহ যতো যত ইতি। স্বভাবত শ্চঞ্চলং ধার্য্যমাণমপ্যস্থিরং মনো যং যং বিষয়ং প্রতি নির্গচ্ছতি ততস্ততঃ প্রত্যাহৃত্য আত্মন্যেব স্থিরং কুর্য্যাৎ ॥ ২৬ ॥

আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করাইবে। কারণ মন অতীব চঞ্চল; সে সর্ব্বদাই অস্থির ভাবে বিষয়ান্তরের প্রতি ধাবিত হয়। সুতরাং তাহাকে স্থির থাকিবার অভ্যাস করাইতে হয়। সে স্থির থাকিতে অভ্যস্ত হইলে, সর্ব্বান্তে আত্ম-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবে ॥ ২৬ ॥

আভাস।

বিষয় নাই; বুদ্ধি বা অন্তঃকরণকে একাকী থাকিতে হয়। বিষয়-বর্জ্জিত বুদ্ধিভাবটীই কিন্তু আত্মা! বিষয় বুঝিতে থাকিলে, বিষয়ের সহিত বুদ্ধি এমনই মিশাইয়া যায় যে, বিষয় বজায় থাকে, বুদ্ধিটী যেন হারাইয়া যায়। অতএব বুদ্ধিটীকে বজায় রাখিতে হইলে, বিষয়কে হারাইবার উপায় দেখিতে হইবে। সে উপায় পরস্পর বিষয়ের মধ্যস্থানে যে ফাঁক্ সেইটীকে লক্ষ্য করা। অনেক গুলি গাড়ি একত্র জুড়িয়া একখানি ট্রেণ যখন গমন করে, তখন প্রত্যেক গাড়ির পরস্পরের মধ্যে প্রায় দুই তিন হাত ফাঁক থাকিলেও তাহা সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। কারণ

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমং।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ ২৭॥

অন্বয়ঃ।

এবং প্রশান্তমনসং (প্রকর্ষেণ শান্তং মনো যস্য তং) শান্ত-রজসং (শান্তং রজো যস্য তং) অকল্মষং পাপরহিতং ব্রহ্মভূতং জীবন্মুক্তং এনং যোগিনং উত্তমং সুখং উপৈতি উপগচ্ছতি॥ ২৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রশান্তমনসং প্রশান্তং মনো যস্য স প্রশান্তমনা স্তং প্রশান্তমনসং হি এনং যোগিনং সুখমুত্তমং নিরতিশয়মুপৈতি উপগচ্ছতি। শান্ত-রজসং প্রক্ষীণ-মোহাদি-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মনস্তত্ত্বয়োরভাবে স্বরূপভূতসুখাবির্ভাবস্য স্বাপাদৌ প্রসিদ্ধিং দ্যোতয়িতুং হিশব্দঃ। মোহাদিক্লেশপ্রতিবন্ধাদ্ যোগিনি যথোক্তসুখাপ্রাপ্তিমাশঙ্ক্য মনোবিলয়-মুপেত্য পরিহরতি শান্তেতি। তস্যাস্মদাদিবিলক্ষণত্বমাহ ব্রহ্মভূতমিতি। অস্মদা-

অভ্যাসের গুণে মন যখন সকল বিষয়ের চিন্তায় নিরস্ত হইয়া কেবল আত্মচিন্তায় মাত্র নিশ্চল ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়; তখন সে যোগীর আর আনন্দের সাম্য থাকে না! তখন রজোগুণের উপশমে নিষ্পাপ এবং নিরঞ্জন ব্রহ্মময় ভাবে আত্ম-সমর্পণের দ্বারা যোগী পরমানন্দ অনুভব করেন॥ ২৭॥

আভাস।

ফাঁক দেখা আমাদের অভ্যাস নাই; গাড়ি দেখাই অভ্যাস। একটু অভ্যাস পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে, প্রকৃত আছে যে ফাঁক তাহা আমরা অবশ্য যেমন দেখিতে পাই, সেইরূপ এক বিষয় ছাড়িয়া অপর বিষয় ধরিবার পূর্ব্বে মধ্যাবস্থায় ফাঁক কিছু অবশ্যই আছে, যাহা আমরা অবশ্য দেখিতে পাইব। এই ফাঁক দেখাই নির্ব্বিষয় আত্মস্বরূপের উপলব্ধি করিবার সরল এবং সহজ উপায়। এই উপলব্ধি-প্রধান মনটীকে কিছু ধীরে চালান প্রয়োজন॥ ২৬॥

চঞ্চল চিত্তে বিচার স্থির হয় না; সংসার ভাবেরই বৃদ্ধি হয়। স্থির চিত্তে বিষয়ের বিচার ভাল হয় এবং আত্মস্বরূপের উপলব্ধির সময় পাওয়া যায়। সুতরাং চিত্ত তাহাতে সর্ব্বক্ষণ প্রসন্ন থাকে; এবং তাদৃশ চিত্তে রজ এবং তমো-

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ।

এবং সদা আত্মানং মনঃ যুঞ্জন্ (চিত্তস্য বৃত্তি-নিরোধং কুর্ব্বন্) বিগত-কল্মষঃ পাপপুণ্যবর্জ্জিতঃ যোগী সুখেন অনায়াসেন ব্রহ্মসংস্পর্শং (ব্রহ্মণা পরেণ সংস্পর্শঃ যস্য তৎ) তৎ অত্যন্তং সুখং অশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ২৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ক্লেশরজসম্ ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মভূতং জীবন্মুক্তং ব্রহ্মৈব সর্ব্বমিত্যেবং নিশ্চীয়বন্তং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৭ ॥

যুঞ্জন্নিতি যুঞ্জন্ এবং যথোক্তক্রমেণ যোগী যোগান্তরায়-বর্জ্জিতঃ সদা আত্মানং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

দেরপি স্বতো ব্রহ্মভূতত্বেন তুল্যং জীবন্মুক্তত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মৈবেতি। ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিবন্ধাদযুক্তা যথোক্তসুখপ্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যোক্তম্ অকল্মষমিতি ॥ ২৭ ॥

উত্তমং সুখং যোগিনো ভবতীত্যুক্তং তদেব স্ফুটয়তি যুঞ্জন্নিতি। ক্রমো

স্বামিকৃতটীকা।

এবং প্রত্যাহারাদিভিঃ পুনঃ পুনর্ম্মনো বশীকুর্ব্বতঃ রজোগুণক্ষয়ে সতি যোগসুখং প্রাপ্নোতীত্যাহ প্রশান্তেতি। এবমুক্তপ্রকারেণ শান্তং রজো যস্য তৎ অতএব প্রশান্তং মনো যস্য তমেনং নিষ্কল্মষং ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তং যোগিনমুত্তমং সুখং সমাধিসুখং স্বয়মেবোপৈতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৭ ॥

সে সুখের আর তুলনা নাই! যোগী বিষয়-সুখের বিচিত্র ভাবে বিব্রত না হইয়া, আত্ম-স্বরূপে নিরন্তর মনকে স্থির রাখিবার ফলে পরম ব্রহ্মভাবের সংসর্গ লাভ করত পরমানন্দ স্বরূপ অবলীলাক্রমে উপভোগ করিতে পারেন ॥ ২৮ ॥

আভাস।

গুণের উদ্রেকের তত সুবিধা না হওয়ায়, স্থির সত্ত্ব গুণের উদ্রেকে যোগীর চিত্ত সংসার-বেষ্টন হইতে মুক্তিলাভ করে এবং অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রের অবধারণে আপনিও কেবল জ্ঞানময় ভাবে অবস্থান করিতে পায়। তৎপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় ধর্ম্ম বা অধর্ম্মানুষ্ঠানের অনুরোধে আর ভয় থাকে না ॥ ২৭ ॥

এই জ্ঞানময় নিজের স্বরূপ-চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া কিছুকাল তাহার অভ্যাস

শাঙ্করভাষ্যম্।

সর্ব্বদা যুঞ্জন্ বিগতকল্মষঃ বিগতপাপঃ সুখেন অনায়াসেন ব্রহ্মসংস্পর্শং ব্রহ্মণা পরেণ সংস্পর্শো যস্য তদ্ব্রহ্মসংস্পর্শং সুখমত্যন্তমুৎকৃষ্টং সুখং নিরতিশয়ং সুখমশ্নুতে ব্যাপ্নোতি॥ ২৮ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যথোক্তো মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামমিত্যাদিঃ যোগান্তরায়ো রাগদ্বেষাদিঃ সদাত্মানং যুঞ্জন্নিতি সম্বন্ধঃ। পাপপদমুপলক্ষণং পুণ্যস্যাপি। সংস্পর্শ স্তাদাত্ম্যমৈকরস্যম্ উৎকর্ষো বিষয়াসংস্পর্শঃ॥ ২৮ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

ততশ্চ কৃতার্থো ভবতীত্যাহ যুঞ্জন্নিতি। এবমনেন প্রকারেণ সর্ব্বদা আত্মানং মনো যুঞ্জন্ বশীকুর্ব্বন্ বিশেষেণ সর্ব্বাত্মনা বিগতং কল্মষং যস্য স যোগী সুখেনানায়াসেন ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শোঽবিদ্যানিবর্ত্তকঃ সাক্ষাৎকারস্তদেবাত্যন্তং সর্ব্বোত্তমং সুখমশ্নুতে জীবন্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ॥ ২৮ ॥

আভাস।

করিলে, একটী অসীম জ্ঞানের বেষ্টনে জীবাত্মা বেষ্টিত হইয়া যে পরমানন্দ অনুভব করে, তাহা উপলব্ধ হইবে। কারণ স্বকীয় দেহের অন্তরে অনুভব মূর্ত্তিতে স্বকীয় জ্ঞান-ভাবের উপলব্ধি হইলে, এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরেও অনুভবের মূর্ত্তিতে অপর একটী জ্ঞানময় বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্বের প্রতীতি কেন হইবে না! তবে দেহের মধ্যে নিজের প্রতীতি কেবল অনুভব মূর্ত্তিতে মাত্র; কিন্তু বিরাটের অন্তরে বিশ্বস্রষ্টার প্রতীতি কেবল অনুভব মূর্ত্তিতে নহে, তৎসঙ্গে তদীয় সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন শক্তিরও প্রতীতি হয়। সুতরাং সংসার-চিন্তায় যেমন সংসার-জালে জীবাত্মার বেষ্টন, সুতরাং বন্ধন; বিশ্বস্রষ্টার সেই অনন্ত জ্ঞান ও শক্তির চিন্তায় মনকে অভ্যস্ত করিলে, সেই পরমানন্দ-স্বরূপ পরমেশের ব্রহ্মময় ভাবের বেষ্টনেও জীবাত্মার অবস্থিতি অনুভব-সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব মুক্তিতে আনন্দানুভবের কোন অভাব থাকে না ॥ ২৮ ॥

এই আত্মসাক্ষাৎকার পূর্ব্বক ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভে চিরকৃতার্থ যোগীর মাহাত্ম্য অনির্ব্বচনীয়! তিনি আকারে এবং প্রকারে সাধারণ মানবের ন্যায় জগতে বিচরণ করিলেও, তাদৃশ যোগীর সহিত কাহারও তুলনা হয় না। কারণ সাধারণ মানব আপনার দেহের অনুপাতে জগতের যাবতীয় দৃশ্য পদার্থকে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও নিজ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মূর্ত্তিতে অবলোকন করিয়া থাকেন;

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ।

সর্ব্বভূতস্থং সর্ব্বেষু ভূতেষু অন্তর্যামিতয়া, স্থিতং আত্মানং ব্রহ্ম তথা সর্ব্বভূতানি ব্রহ্মাদি-স্তম্বপর্য্যন্তানি আত্মনি ব্রহ্মণি এব একতাং গতানি ইতি সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ যোগ-যুক্তাত্মা যোগেন যুক্তঃ আত্মা অন্তঃকরণং যস্য তাদৃশঃ যোগী ঈক্ষতে পশ্যতি ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইদানীং যোগস্য যৎ ফলং ব্রহ্মৈকত্বদর্শনং সর্ব্বসংসারবিচ্ছেদকারণং তৎ প্রদর্শ্যতে সর্ব্বেতি। সর্ব্বভূতস্থং সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থিতং স্বমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ব্রহ্মা-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যোগমনুতিষ্ঠতো ব্রহ্মভূতস্য সর্ব্বানর্থনিবৃত্তিনিরতিশয়সুখপ্রাপ্তিলক্ষণো দ্বিবিধো মোক্ষো হেতুনা কেন স্যাদিতি শঙ্কমানং প্রত্যাহ—ইদানীমিতি। স্বমাত্মানমীক্ষত

আত্মানুভূতি পূর্ব্বক পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারে যে কেবল পরমানন্দেরই উপস্থিতি হয়, তাহা নহে; জ্ঞানেরও চরম সীমায় যোগী আরোহণ করেন, সন্দেহ নাই। যোগে পূর্ণাভিষিক্ত যোগী স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রত্যেক ভূতের অন্তরে সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশকে, যেমন প্রত্যক্ষে অনুভব করেন, আবার বিশাল চৈতন্য-গর্ভে অনন্ত বিশ্ব-সংসার ও ভূত-সমূহকে সেইরূপ নিরুদ্বেগে বিদ্যমান যখন প্রতীতি করিতে পারেন, তখনই যোগীর সর্ব্ব বিষয়ে প্রকৃত সম জ্ঞানের উদয় হইল বলিয়া স্বীকার্য্য ॥ ২৯ ॥

আভাস।

কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানী যোগী আপন চৈতন্য-স্বরূপ সর্ব্বসাক্ষী জ্ঞানভাবের অনুপাতে প্রত্যেক জীবের অন্তরে সুখদুঃখাদির অনুভবকারী কেবল চৈতন্যমূর্ত্তি জ্ঞান-ভাবকেই অবলোকন করত, সর্ব্বত্র সমভাবেই দর্শন করিয়া থাকেন। যোগী যেমন নিজের অন্তরে একটী নির্ম্মল আমি-ভাব প্রত্যক্ষে উপলব্ধি করেন, প্রত্যেক জীবদেহেও তিনি ঐরূপ একটী নির্ম্মল আমি-ভাবের অস্তিত্ব স্পষ্টত পরিদর্শন করিতে পারেন। এমন কি! সর্প, ভল্লুক, ব্যাঘ্র, মনুষ্য, প্রজাপতি, কীট, পতঙ্গের

শাঙ্করভাষ্যম্।

দীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি চ সর্ব্বভূতান্যাত্মন্যেকতাং গতানি ঈক্ষতে পশ্যতি যোগযুক্তাত্মা সমাহিতান্তঃকরণঃ সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ সর্ব্বেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বিষমেষু সর্ব্বভূতেষু

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ইতি সম্বন্ধঃ। সর্ব্বভূতান্যপি তদ্‌বিশেষণত্বেন পশ্যতি চেন্ন শুদ্ধবস্তুজ্ঞানমিতি নাবিদ্যানিবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বভূতানীতি। উক্তে দর্শনে চিত্তসমাধানমুপায়ং

স্বামিকৃতটীকা।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারমেব দর্শয়তি সর্ব্বভূতস্থমিতি। যোগেনাভ্যস্যমানেন যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ সর্ব্বত্র সমং ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি, তথা স্বমাত্মানমবিদ্যাকৃতদেহাদি-

আভাস।

মধ্যেও তিনি নির্ম্মল আমি-ভাব দেখিতে পান; এবং পুরাণাদিতে উল্লিখিত দেবাদির অন্তরেও অনুভব করিতে পারেন। কারণ দেহের অভাবাদির অনুরোধে অন্তরস্থ চিত্তকে বিকৃত হইয়া তত্তৎ অভাবের পূরণার্থ বিচিত্র ভাব-স্রোতকে অবলম্বনে সংসারে বিচিত্র মূর্ত্তির পরিচয় দিতে হয়। কাম ক্রোধ ক্ষুধা পিপাসাদির অনুরোধে তত্তৎ ভাবাপন্ন সাজিতে হয়। কিন্তু কোনরূপ দেহনিষ্ঠ অভাবের উপস্থিতি না ঘটিলে, চিত্তকে বিকৃত হইয়া স্থান-চ্যুত হইতে হয় না; সুতরাং চিত্তস্থ চিদানন্দকেও চিত্তবৃত্তির আকারে পরিণত হইয়া ক্ষুধার্থ, কামাতুর, বিদ্বেষী, ক্রোধী বা স্বার্থপরত্বেরও পরিচয় দিতে হয় না। মানব যেমন নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার নির্ম্মম হইলে, আপন চিত্তে নিজ স্বরূপের আনন্দ-মূর্ত্তি অর্থাৎ নির্ম্মল আমি-ভাবকে উপলব্ধি করে, প্রত্যেক জীবজন্তুও নিজেদের উদ্‌বেগ-শূন্য অবস্থাতেও ঐরূপ নির্ম্মল আনন্দপূর্ণ আমি-ভাবকে উপলব্ধি করিয়া থাকে। জ্ঞান বা উপলব্ধি-শক্তি জীবমাত্রেরই হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক আছে। তবে বিচার-বুদ্ধি থাকায়, মানব তাহা মীমাংসায় আনিতে পারে, সাধারণ জীব-জন্তু আনন্দ বা দুঃখকে অনুভব করে মাত্র, কিন্তু কারণের অনুসন্ধানে তাহার প্রতীকারে তাদৃশ যোগ্য হয় না। যদিও নিরুপদ্রুত স্থানাদিতে পলায়নে শান্তি বা রক্ষা পাইবার প্রবৃত্তি বা চেষ্টা যে তাহাদের নাই, তাহাও নহে; তথাপি আত্মস্বরূপে অবস্থানে যে আনন্দ লাভ হয়, জীবজন্তু তাহা জানিয়াও তৎপ্রাপ্তির উপায় অন্বেষণে অসমর্থ বলিয়াই, মানব অপেক্ষা নিকৃষ্টশ্রেণীর মধ্যে গণ্য।

অতএব উদ্বেগ-শূন্য নিরাময় ভাব জীবমাত্রেরই হৃদয়ে যখন কখন না কখন উদয় হয়, তখনই তাহাতে নির্ম্মল আমি-ভাব যে বিরাজ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই!

শাঙ্করভাষ্যম্।

সমং নির্ব্বিশেষং বিক্রিয়ারহিতং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিষয়ং দর্শনং জ্ঞানং যস্য স সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

দর্শয়তি যোগেতি। বিষমেষ্বপাধিষু তদনুরোধাদ্বিষমমেব দর্শনং তদ্রূপদর্শিত-দর্শনপ্রতিবন্ধকং প্রত্যাদশয়তি সর্ব্বত্রেতি ॥ ২৯ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

পরিচ্ছেদশূন্যং সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষবস্থিতং পশ্যতি তানি চ আত্মন্যভেদেন পশ্যতি ॥ ২৯ ॥

আভাস।

কারণ তাহারও জাগরণ এবং নিদ্রাভাব আছে। সুতরাং তাদৃশ নির্ম্মল আমি-ভাবের অনুভূতিতে যোগী স্বীয় অন্তরের ন্যায়, প্রত্যেক জীবের অন্তরেও নির্ম্মল পরমাত্মভাব অনুভব করিয়া থাকেন। এবং যিনি আমার দেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়া হৃষীকেশ-মূর্ত্তিতে যেমন সকল ইন্দ্রিয়াদি তত্ত্বগ্রামের যথাযথ নিয়োগে দেহাদির স্ব স্ব কার্য্য সাধিত করিতেছেন, সেইরূপ তিনিই এই যাবদীয় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতেরও কার্য্য সাধিত করিতেছেন; এইরূপ জ্ঞানে সর্ব্বত্র সমভাবে এক পরমাত্ম ভাবেরই উপলব্ধি যোগী করিয়া থাকেন। অতএব ভোগীর নিকট সকলেই পর; কিন্তু যোগীর সমীপে সকলেই তাঁহার নিজের স্বরূপ। তিনি কাহাকেও পর ভাবেন না। সুতরাং কেহ তাঁহার অনিষ্ট-সাধনে অগ্রসর হয় না। যোগী নিজের উপাধি-স্বরূপ সম্পূর্ণ পর উত্তরোত্তর স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে ত্রিবিধ পুরীর অন্তর্নিহিত গুপ্তধন আত্ম-স্বরূপকে অবধারণ করিয়া যেমন ত্রিপুরারি সদাশিবের সমতা লাভ করিয়া থাকেন, আবার জীব-মাত্রেরই অন্তরে সেই গুপ্তধন নিত্য বিদ্যমান তিনি দেখিতে পাইতেছেন এবং সদাশিবের হৃদয়-বিলাসিনী ইচ্ছাশক্তি মূলা প্রকৃতির গর্ভে স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অবলোকনে চির কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

শ্রীরামচন্দ্র যখন লক্ষ্মণ ও সীতা সহ বনে গমন করিতেছিলেন, তখন অতি দূর হইতে দেখিলেন যে, কোন এক ঋষির আশ্রমে বিপরীত চরিত্র-বিশিষ্ট জীব জন্তুগণ হিংসা দ্বেষাদি পরিত্যাগে সখ্যভাবে বিচরণ করিতেছে। এমন কি! হরিণ এবং ব্যাঘ্র সিংহ, অহি-নকুল এবং আকাশচারী পারাবত বা শিকারী বাজ-পক্ষীসমূহ একত্র হইয়া মুনি-কন্যাগণের প্রদত্ত অন্নাদি একত্র ভোজন

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ।

যঃ যোগী সর্ব্বত্র অধিষ্ঠাতৃত্বেন স্থিতং মাং বাসুদেবং পশ্যতি, তথা ময়ি পরমাত্মনি বাসুদেবে এব সর্ব্বং ব্রহ্মাদি ভূত-জাতং স্থিতং পশ্যতি, তস্য অহং ন প্রণশ্যামি ন পরোক্ষতাং গচ্ছামি, সঃ চ মে ন প্রণশ্যতি ন পরোক্ষঃ অদৃশ্যঃ ভবতি ॥ ৩০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

এতস্যাত্মৈকত্বদর্শনস্য ফলমুচ্যতে যো মামিতি। যো মাং পশ্যতি বাসুদেবং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

উক্তস্যৈকত্বজ্ঞানস্য ফলবিকল্পত্বশঙ্কাং শিথিলয়তি এতস্যেতি। তত্রৈকত্বদর্শনমনুবদতি যো মামিতি। তৎফলমিদানীমুপন্যস্যতি তস্যেতি। জ্ঞানানুবাদভাগং

হে অর্জ্জুন! যে আমি বিগ্রহ-ধারণে কৃপার পরিচয়ে তোমার সমক্ষে অবস্থান করিতেছি, উক্ত পরমানন্দ-স্বরূপ পরম চৈতন্য ব্রহ্মময় ভাবই সেই আমি! আমার উক্ত চৈতন্যময় নিয়ন্তৃভাবকে যে ব্যক্তি সকল ভূত বা পদার্থের অন্তরে নিরন্তর বিদ্যমান অবলোকন করেন এবং সর্ব্বশক্তিমান্ অনন্ত চৈতন্য-স্বরূপ আমার গর্ভে সেই সমস্ত বস্তু বিরাজিত দর্শন করেন, আমি কখন তাঁহার দৃষ্টির অন্তরালে গমন করি না! এবং তাদৃশ ভক্তকে আমি দৃষ্টির অন্তরালেও রাখি না ॥ ৩০ ॥

আভাস।

করিতেছে। এতদ্দর্শনে সেই আশ্রমে গমনার্থ রামচন্দ্রের নিতান্ত কৌতূহল জন্মিল। তিনি লক্ষ্মণকে তথায় প্রেরণ করত নিজের উপস্থিত হইবার অনুমতি ঋষিবরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ঋষিবর ভরদ্বাজ এতৎ শ্রবণে শ্রীরামের আগমন প্রতীক্ষায় অতি আনন্দের সহিত অপেক্ষায় রহিলেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র যেমন আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, তথায় উপস্থিত জন্তুগণ স্বজাত্যুক্ত স্বভাবের পরিচয়ে তৎক্ষণাৎ সকলে তথা হইতে প্রস্থান করিল। তদ্দর্শনে শ্রীরাম দুঃখিত-চিত্তে মুনিবরকে তাহাদের প্রস্থানের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, ভরদ্বাজ উত্তর করিলেন, রামচন্দ্র! এ আশ্রমে হিংসা-বৃত্তির অস্তিত্বই নাই। সুতরাং

শাঙ্করভাষ্যম্।

সর্ব্বভাত্মানং সর্ব্বত্র সর্ব্বেষু ভূতেষু পশ্যতি সর্ব্বঞ্চ ব্রহ্মাদিভূতজাতং ময়ি সর্ব্বাত্মনি পশ্যতি তস্যৈবমাত্মৈকত্বদর্শিনঃ অহমীশ্বরো ন প্রণশ্যামি ন পরোক্ষতাং গমিষ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি স চ বিদ্বান্ মে মম বাসুদেবস্য ন প্রণশ্যতি ন পরোক্ষো

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বিভজতি যো মামিতি। তৎফলোক্তিভাগং ব্যাচষ্টে তস্যৈবমিতি। অনেকত্বদর্শিনোঽপীশ্বরো নিত্যত্বান্ন প্রণশ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ নেতি। অহং পরমানন্দো ন তং প্রতি পরোক্ষো ভবামীত্যর্থঃ। স চেত্যাদি ব্যাচষ্টে বিদ্বানিতি। বিদ্বানিবাবিদ্বানপীশ্বরস্য ন নশ্যতীত্যাশঙ্ক্যোক্তং নেত্যাদিনা। অবিদুষশ্চ স্বরূপেণ সতোঽপি ব্যবহিতত্বাদবিদ্যয়া নষ্টপ্রায়তেত্যর্থঃ। ঈশ্বরস্য বিদুষশ্চ পরস্পরমপরোক্ষত্বে হেতুমাহ তস্য চেতি। আত্মৈকত্বেঽপি কথং মিথোঽপরোক্ষত্বং তত্রাহ স্বাত্মেতি। বিদ্বদীশ্বরয়োরেকত্বাৎস্ব-

স্বামিকৃতটীকা।

এবম্ভূতাত্মজ্ঞানে চ সর্ব্বভূতাত্মতয়া মদুপাসনং মুখ্যং কারণমিত্যাহ যো মামিতি। মাং পরমেশ্বরং সর্ব্বত্র ভূতমাত্রে যঃ পশ্যতি সর্ব্বং চ প্রাণিমাত্রং ময়ি যঃ পশ্যতি তস্যাহং ন প্রণশ্যামি অদৃশ্যো ন ভবামি স চ মমাদৃশ্যো ন ভবতি প্রত্যক্ষো ভূত্বা কৃপাদৃষ্ট্যা তং বিলোক্যানুগৃহ্নামীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

আভাস।

হিংসাপরতন্ত্র জীব এক্ষণে উপস্থিত হইলেও আশ্রমবাসী মুনিগণের সংস্রবে তাহারাও হিংসা-বৃত্তি ভুলিয়া সখ্যতা সূত্রে মিলিত হয়। কোন হিংস্র ব্যক্তির সমাগমে তাহাদের হিংসা বৃত্তির উদয়ে পরস্পরের মধ্যেও স্বজাতিনিষ্ঠ হিংসাবৃত্তির স্মরণ হইয়া থাকে। এক্ষণে তোমারই ভয়ে তাহারা সকলে পলায়ন করিয়াছে। তোমাকে দর্শন করিবার জন্য আমি অপেক্ষা করিতেছি, সত্য! কিন্তু তুমি মোক্ষদাতা হইলেও, সম্প্রতি রাবণ-বধার্থ হিংসা-বৃত্তি হৃদয়ে রাখিয়া অগ্রসর হইতেছ! সুতরাং তোমার সমাগমে তাহাদের পলায়ন কিছু অযথা হয় নাই। তুমি ভূভার-হারী ব্রহ্মণ্যদেব হইলেও, যখন যে কার্য্যের জন্য যেরূপ পরিচয় দাও, সামান্য জীব তোমার সেই ভাবেরই পরিচয় লাভে তদ্রূপ কার্য্য করিয়া থাকে। আমি তোমাকে বুঝি! তোমার সন্দর্শন লাভে আমার পারমার্থিক উপকার হইল বটে, কিন্তু সাধারণের তাহা নহে। অতএব যোগীর সমস্ত ব্রহ্মময় হৃদয়-ভাবের সংস্রবে জীব তদ্ভাব-ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে; তাহাদের হিংসাবৃত্তি দূরে অপসারিত হইয়া,

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।

অন্বয়ঃ।

যঃ জনঃ সর্ব্বভূতেষু স্থিতং মাং একত্বং অস্থিতঃ অভেদেন আস্থিতঃ আশ্রিতঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভবতি তস্য চ মম চৈকাত্মকত্বাৎ, স্বাত্মা হি নামাত্মনঃ প্রিয়এব ভবতি ॥ ৩০ ॥

যস্মাচ্চাহমেব স সর্ব্বাত্মৈকত্বদর্শী ইত্যেতৎ পূর্ব্বশ্লোকার্থং সম্যগ্দর্শনমনূদ্য তৎ-

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

বাদেন বিদ্যাফলং বিবৃণোতি যস্মাচ্চেতি। তস্মাদেকত্বদর্শনার্থং প্রযতিতব্যমিতি শেষঃ ॥ ৩০ ॥

পূর্ব্বার্দ্ধেনানূদ্যোত্তরার্দ্ধেন ফলবিধিরিতি মত্বাহ ইত্যেতদিতি। রাগাদি-রহিতস্য

যে ব্যক্তি সকল ভূতের অন্তরে এবং বাহিরে চির-বিদ্যমান আমার স্বরূপকে অবধারণ পূর্ব্বক নিজের অস্তিত্বকেও ভগবৎ সত্তায় চির-বিদ্যমান প্রত্যক্ষে প্রতীত করেন, তিনিই প্রকৃত যোগী এবং

আভাস।

প্রেমের পুলকে যোগীর প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। যোগীও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে পরমাত্মশক্তিতে রচিত এবং তদন্তরস্থ স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থের অন্তরে অন্তর্যামী মূর্ত্তিতে পরমাত্মভাবকে নিরন্তর অবস্থিত অবলোকন করায়, কখন কোথায়ও ভগবদ্দর্শনে বঞ্চিত হয় না। বিদেশ হইতে প্রত্যাগত পুত্রকে পাইয়া, জননী যেমন তাহাকে বক্ষে ধারণ করত স্বয়ং আনন্দ পান এবং মুখচুম্বনাদির দ্বারা পুত্রকে আনন্দ প্রদান করেন, পূর্ণ পরমাত্মাও সংসার-কোলাহল হইতে প্রত্যাগত যোগীকে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রদান করেন এবং সতত আত্মসন্নিধানে রাখিয়া আনন্দিত থাকেন ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্ত আছে, "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং" ; এই জগৎ-সংসার সৃষ্টির পূর্ব্বে অতি সূক্ষ্ম সৎশক্তিতে বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ একটী কড়াতে প্রথমত চিনির রস মাত্র ছিল, সেই উষ্ণ রস বিভিন্ন ছাঁচের আশ্রয়ে যেমন অনন্ত প্রকারের কঠিন পুত্তলিকাদি মঠের মূর্ত্তিতে প্রস্তুত হয়, সেইরূপ প্রকৃতি-পুরুষের অবিনাভাব-সম্বন্ধে পরিচিত পরম ব্রহ্মভাব হইতে এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড রচিত হইয়াছে। পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞপ্তি ভাব মাত্র এবং প্রকৃতি অচেতন জড়-স্বভাব শক্তি-মাত্র। পুরুষও প্রকৃতির মধ্যে পরস্পরে কখন

সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ।

সন্ ভজতি সঃ যোগী সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারেণ বর্ত্তমানঃ অপি ময়ি এব বর্ত্ততে অতঃ মুচ্যতে এব ন ভ্রশ্যতি ॥ ৩১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ফলং মোক্ষোঽভিধীয়তে সর্ব্বেতি। সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারৈর্ব্বর্ত্তমানোঽপি সম্যগ্দর্শী

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যমনিয়মাদিসংস্কারবতঃ স্বৈরপ্রবৃত্ত্যসম্ভবেঽপি তামঙ্গীকৃত্য জ্ঞানং স্তৌতি সর্ব্বথেতি।

সংসার-ক্ষেত্রে যে কোন ব্যবহারে তিনি জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করুন, তাঁহার আমাতে আত্ম-সমর্পণ করাই রহিয়াছে। তাঁহারা মাতৃক্রোড়ে শয়ান শিশুর ন্যায়, ভগবৎ ক্রোড়ে শয়ান থাকিয়া, নিশ্চিন্তে ও নিরুদ্বেগে জীবদ্দশতেই মুক্তিসুখ অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

আভাস।

বিভিন্ন হইতে পারেন না। এবং কখন পরস্পরের মিলনও হয় নাই। শক্তিও শক্তিমানের মিলন বা বিচ্ছেদ যেমন কখন কল্পনাতেও আসে না, সেইরূপ পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন কখন হয় নাই এবং বিচ্ছেদও কখন ঘটিবে না। অতএব পূর্ণব্রহ্মের শক্তিভাগেই স্থূল সূক্ষ্মাদি ভেদে তত্ত্ব সমূহের উৎপত্তি হয়, যাহা পৃথিব্যাদি বস্তুর পরিচয়ে জ্ঞেয় বিষয়-নামে তোমার আমার নিকট অভিহিত হইতেছে; এবং পুরুষও চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞাতা নামে অভিহিত হইতেছে। এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাবে যদিও উভয়ের ব্যাপার পৃথক্ ভাবে প্রতীত হয়, তথাপি সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে কেহ কখন অবস্থান করেন না; চিরকালই অবিনাভাব সম্পর্কে উভয়ে পরস্পরের আশ্রয়ে চির-বিদ্যমান রহিয়াছেন। তবে শক্তির উৎকর্ষে জ্ঞেয়-ভাব যখন স্থূল জগৎ-রূপে পরিণত এবং অবভাসিত হয়, তখন জ্ঞাতা চৈতন্য পুরুষ-মূর্ত্তিতে অর্থাৎ অন্তর্নিহিত সাক্ষী ভাবে ও নিয়ন্তার বেশে অবস্থান করেন। আবার চৈতন্যের উৎকর্ষে জ্ঞেয়া প্রকৃতি স্থূল-মূর্ত্তির বিপরিণামে উত্তরোত্তর লীন হইয়া, কেবল শক্তিরূপে চৈতন্যের অন্তরে অবস্থান করেন; তখনই প্রলয়। প্রকৃতির প্রশ্রয়ে সৃষ্টি; এবং চৈতন্যের প্রশ্রয়ে প্রলয়। প্রকৃতির প্রকর্ষে সংসার এবং পুরুষের অর্থাৎ চৈতন্য-স্বরূপের প্রকর্ষে মুক্তি। এস্থলে পাঠকবর্গের অবধারণ করা কর্ত্তব্য যে, উভয় চৈতন্য-স্বরূপ বা জড় প্রকৃতি-স্বরূপের যতই উৎকর্ষ হউক না, পরস্পরের

শাঙ্করভাষ্যম্।

যোগী ময়ি বৈষ্ণবে পরমে পদে বর্ত্ততে নিত্যমুক্ত এব সঃ ন মোক্ষং প্রতি কেনচিৎ প্রতিবধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রতিভাষতোঽপি যথেষ্টচেষ্টাঙ্গীকারে কুতো জ্ঞানবতো নিত্যমুক্তত্বং প্রাতীতিক-দুরাচার-প্রতিবন্ধাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ন মোক্ষমিতি ॥ ৩১ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

ন চৈবং ভূতো বিধিকিঙ্করঃ স্যাদিত্যাহ সর্ব্বভূতস্থিতমিতি। সর্ব্বভূতেষু স্থিতং মামভেদমাস্থিত আশ্রিতো যো ভজতি স যোগী জ্ঞানী সন্ সর্ব্বথা কর্ম্মপরিত্যাগেনাপি বর্ত্তমানো ময্যেব বর্ত্ততে মুচ্যতে ন তু ভ্রশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

আভাস।

অবিনাভাবের সম্বন্ধ কখনই বিচ্যুত হয় না। আমরা বুঝিয়া করি এবং করিয়া বুঝি; এই উভয় ভাবই উভয়ের মিলিত ভাবেই ঘটে। বুঝিবার সময় জ্ঞানের ক্রিয়ার জন্য কিছু আশ্রয়ের প্রয়োজন! অঙ্গার (কয়লাদির) আশ্রয় ব্যতীত যেমন অগ্নির প্রকাশ-মূর্ত্তি হয় না, সেইরূপ আমার কিছু সম্বন্ধ ব্যতীত, অগ্নি-ভাবের উপলব্ধি হয় না। সেইরূপ অতি সূক্ষ্ম অন্তরঙ্গ ভাবে বিদ্যমান নিজ শক্তির আশ্রয় ব্যতীত, কেবল চৈতন্য-স্বরূপের প্রকাশ-জ্ঞান বা বুদ্ধিক্রিয়ার পরিচয় হয় না। এদিকে কেবল জড়া প্রকৃতিতেও কোন পরিণামাদি ক্রিয়ার উদ্দীপন হইতে পারে না, যদি চিৎ-স্বরূপের বুঝাভাব প্রবাহ-মূর্ত্তিতে শক্তির সহিত অবিনাভাবে সংলগ্ন না থাকে।

অতএব ক্ষিতি বা পাষাণ প্রভৃতি যতই জড়-পদার্থ আমরা দেখি বা ভাবি, সকলের অন্তরে সাক্ষী ও নিয়ন্তা-মূর্ত্তিতে চৈতন্যভাব চির-বিদ্যমান আছেন এবং বুদ্ধি বা বিজ্ঞান-নামে যতই সূক্ষ্ম জ্ঞানের কল্পনা আমরা করি, সে জ্ঞান বা ধারণা প্রভৃতি চিৎবিকাশের কার্য্যে অন্তর্নিহিত জড়াশক্তিও সূক্ষ্মবেশে নিরন্তর অন্তরে বিদ্যমান আছে। অতএব সামশ্রুতি ছান্দোগ্যের উক্তি অনুসারে পরমব্রহ্মকে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া প্রতিপাদিত হইলেও, মানবের চিত্তে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ অপরোক্ষ ভাবে উপলব্ধ হয় না; এবং এক ভাব হইতে চিৎজড়াত্মক দ্বিবিধ সৃষ্টিরও সামঞ্জস্য থাকে না। সুতরাং আদি জ্ঞানবান্ কপিলদেব তাঁহার দর্শন-শাস্ত্রে এই পরম ব্রহ্মস্বরূপের অন্তরেই জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতাভাবে দুইটী ভাবের নিরূপণ একত্র করিয়াছেন। এই উভয় ভাবের একত্ব সমাবেশই যে পূর্ণ পরমাত্মা, তাহা

আভাস।

আর্য্য ঋষিগণের বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, ইতিহাস এবং গূঢ় কর্ম্মতত্ত্ব-ব্যঞ্জক তন্ত্রাদিতেও যথেষ্ট প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এই মীমাংসায় যে কেবল মানব-চিত্তে পরম ব্রহ্ম ভাব অনুভব-যোগ্য হইয়াছে তাহা নহে ; ধর্ম্ম-জগতে এই মীমাংসাই সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়া, ভাবুক-হৃদয়ে শান্তিলাভের মীমাংসা হইয়াছে। এই পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপকেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "মাং" বলিয়া স্ব স্বরূপের উল্লেখ করিয়াছেন।

যেমন তুমি আমি নিজের অপ্রতিহত আত্মভাবে চির-বিদ্যমান থাকিয়াও, পুত্রের প্রয়োজন-মূলক আহ্বান-ধ্বনি "বাবা" শব্দ শুনিয়া, আমরা পিতৃ ভাবে পরিণত হই এবং "কেন বাবা? এই যে আমি আসিয়াছি ; তোমার কি প্রয়োজন বল? আমি দিব" বলিয়া উত্তর প্রদান করি এবং পিতা হইয়া দাঁড়াই, সেইরূপ কংসাদি দুর্ব্বিনীত দুষ্টের দলনে বিহ্বল-প্রাণ সাধুগণের বুক-ভরা "প্রাণবল্লভ ও ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু এবং নারায়ণ প্রভৃতি পবিত্র শব্দের উচ্চারণ শ্রবণে জগৎপতি জনার্দ্দন কৃষ্ণ-বেশে দেখা দিয়া নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। তাহাতে তাঁহার প্রকৃত পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্ম ভাবের যে কোন ব্যাঘাত হয় নাই, তাহারই পরিচয়ার্থ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "সর্ব্বভূত-স্থিতং যো মাং ভজতি"। আমি শ্রীকৃষ্ণ ভাবে তোমার সমীপে উপনীত হইলেও, নিজের ব্রহ্মময় ভাবের কোন বৈলক্ষণ্য বা সংকোচন করা হয় নাই। আমার স্বীয় শক্তি প্রকৃতির গর্ভে এই বিশ্ব সংসার বিচিত্র বেশে প্রস্তুত এবং আমি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ মূর্ত্তিতে সেই সকলের অন্তরে এবং বাহিরে সুসার করিতেছি! এই বিশ্ব মূর্ত্তির কেন্দ্রস্থান আমাকে যে যোগী স্বকীয় আত্মানুভূতির অনুকরণে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্বহিঃ অনুভবকারী চিদানন্দ-বিগ্রহবেশে অবধারণ করিতে পারেন, তিনিই সংসারের অতীত পরম জ্ঞানবান্ এবং চির-সুখী বলিয়া প্রতিপন্ন! ॥ ৩১ ॥

শুন অর্জ্জুন! পূর্ব্বোক্ত যোগে পূর্ণ অধিকার লাভে স্বয়ং কৃতার্থ হইলেই যে তাঁহার জন্ম সুসম্পন্ন হইল, তাহা নহে। কারণ জন্মগ্রহণ করিলেই যেমন নিজের সুখসম্পদাদির প্রতিপাদন প্রয়োজন, আবার যাঁহার প্রসাদে এতাদৃশ ভৌতিক দেহ এবং ভোগ লাভে পরিতৃপ্ত হইয়াছি, সেই জগজ্জীবনের সৃষ্টি কার্য্যে আমার দ্বারা কি আনুকূল্য সাধিত হইল, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি করা প্রয়োজন। লতা পাদপাদি উদ্ভিদ্ দেহ প্রাপ্ত হইয়াও কেহত নীরবে জগৎ হইতে প্রস্থান করে না! সকলেই যখন স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে ফল পুষ্প পত্র ছায়া, এমন কি! দেহ পর্য্যন্ত বিতরণে সৃষ্টি কার্য্যের আনুকূল্য করিয়া, কৃতার্থের ন্যায় প্রস্থান

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।

অন্বয়ঃ।

হে অর্জ্জুন! যঃ জনঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতেষু আত্মৌপম্যেন (আত্মা স্বয়মেব

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চান্যৎ আত্মেতি। আত্মৌপম্যেন আত্মা স্বয়মেব উপমীয়ত ইতি উপমা তস্যাঃ উপমায়াঃ ভাব ঔপম্যং তেন আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতেষু সমং তুল্যং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন স চ কিং সমং পশ্যতীত্যুচ্যতে যথা মম সুখমিষ্টং তথা সর্ব্বপ্রাণিনাং সুখমনুকূলং বাশব্দশ্চার্থে যদি বা যচ্চ দুঃখং মম প্রতিকূলমনিষ্টং যথা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্বৈরাচরণস্যাপ্রতিবন্ধকত্বকথনাৎ পরপীড়নস্য যোগিনঃ সম্যগ্দর্শনং প্রতি অপ্রতিবন্ধকত্বপ্রসক্তাবুক্তং কিঞ্চেতি। অন্যদপি কিঞ্চিদুচ্যতে, পরমযোগিনো নির্দ্দেশ-দ্বারা যোগমাহাত্ম্যমিত্যর্থঃ। উপমৈবৌপম্যম্, আত্মা চ তদৌপম্যঞ্চ তেন

দেখ অর্জ্জুন! ব্যবহারিক জীবনে যে ব্যক্তি আপনার অর্থাৎ নিজের তুলনায় পরের সুখদুঃখের প্রতি তুল্যদৃষ্টিতে সকল অবস্থাতে

আভাস।

করিতেছে! তখন মানব-মূর্ত্তিতে জন্ম পরিগ্রহ করত জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া, যদি আপনার উপকারের অনুপাতে জীবের উপকার সাধন করা না হয়, সৃষ্টিকর্ত্তার প্রিয়পাত্র হওয়া অসম্ভব হইবে। অতএব নিজের সুখ বা দুঃখের তুলনায়, পরের প্রতি দৃষ্টি করত, তাহাদের উপকার সাধনে যাঁহারা কৃতকার্য্য হন, তাঁহারাই ভগবানের অভিমত প্রিয়পাত্র সন্দেহ নাই। কেবল নিজে ধনী মানী ও জ্ঞানী হইলে, প্রকৃত কৃতার্থ হওয়া যায় না! যে যে পদার্থ বা যোগ্যতা লাভে নিজে কৃতী বলিয়া মনে হয়, সেই সকলগুলি অন্যের উপলক্ষে নিয়োগ করিলে, অধিকতর আনন্দ লাভ হয়। অন্যান্য সুখপ্রদ বস্তুর কথা দূরে থাকুক! ঋষিগণ নিজেরা মুক্তিলাভেও তাদৃশ আনন্দ অনুভব করেন নাই, যাদৃশ আনন্দ তাঁহারা অন্যকে মুক্ত করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব নিজের নিমিত্ত সংগ্রহকে প্রকৃত সংগ্রহ বলা হয় না; যে কোন বস্তু পরকে দান করাই প্রকৃত সংগ্রহ। অতএব অর্জ্জুন! নিজে যোগ্য হইয়া, পরকে যোগ্য করাই মনুষ্য জীবনের প্রধান ধর্ম্ম! শাস্ত্র বলেন "প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা। আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ॥ প্রকৃত প্রস্তাবে সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তিগণ নিজের প্রাণকে যেমন প্রিয় জ্ঞান করেন, অপরের প্রাণকেও তাহার পক্ষে সেইরূপ প্রিয় বলিয়া

সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ।

উপমা যস্যাঃ তস্যা উপমায়াঃ ভাবঃ এব ঔপম্যং তেন স্বসাদৃশ্যেন) সমং তুল্যং সুখং দুঃখং বা পশ্যতি সঃ যোগী পরমঃ উৎকৃষ্টঃ মতঃ অভিপ্রেতঃ ॥ ৩২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তথা সর্ব্বপ্রাণিনাং দুঃখমনিষ্টং প্রতিকূলমিত্যেবমাত্মৌপম্যেন সুখদুঃখে অনুকূল-প্রতিকূলে তুল্যতয়া সর্ব্বভূতেষু সমং পশ্যতি ন কস্যচিৎ প্রতিকূলমাচরত্যহিংসক ইত্যর্থঃ, য এবমহিংসকঃ সম্যগ্দর্শননিষ্ঠঃ স যোগী পরম উৎকৃষ্টো মতোঽভিপ্রেতঃ সর্ব্বযোগিনাং মধ্যে ॥ ৩২ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সর্ব্বভূতেষু যঃ সমং পশ্যতীত্যুক্তে তদেব সমদর্শনং প্রশ্নপূর্ব্বকং বিবৃণোতি কিমিত্যাদিনা। বিকল্পার্থত্বং বারয়তি বাশব্দ ইতি। উপদর্শিত-সমদর্শনফলমভিলপতি ন কস্যচিদিতি। কিমপেক্ষয়া তস্য পরমত্বং তত্রাহ সর্ব্বেতি ॥ ৩২ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

এবঞ্চ মাং ভজতাং যোগিনাং মধ্যে সর্ব্বভূতানুকম্পী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ আত্মৌপম্যেনেতি। আত্মৌপম্যেন স্বসাদৃশ্যেন যথা মম সুখং প্রিয়ং দুঃখঞ্চাপ্রিয়ং তথান্যেষামপীতি সর্ব্বত্র সমং পশ্যন্ সুখমেব সর্ব্বেষাং যো বাঞ্ছতি ন তু কস্যাপি দুঃখং স যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

অবলোকন করে, আমি তাহাকে পরম যোগী বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি ॥ ৩২ ॥

আভাস

ধারণা করত নিজের মত পরের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে কখন ত্রুটি করেন না। সুতরাং জীবের প্রতি দয়ার পরিচয় দেওয়া যোগী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগে সমাহিত থাকাই যোগীর সংসার হইতে অবসর বা নিদ্রা; এবং সমাধি ত্যাগে জগৎ জনের উপকারে ব্যাপৃত থাকাই তাঁহার জীবনের সংসার ব্যাপার ॥ ৩২ ॥

অর্জ্জুনউবাচ—

যোঽয়ং যোগ স্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥ ৩৩॥

অন্বয়ঃ।

অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে মধুসূদন! সাম্যেন চিত্তোপশমেন সম্পাদ্যঃ যঃ যোগঃ অয়ং ত্বয়া প্রোক্তঃ এতস্য স্থিরাং স্থিতিং বিদ্যমানতাং (মনসঃ) চঞ্চলত্বাৎ অহং ন পশ্যামি॥ ৩৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

এতস্য যথোক্তস্য সম্যগ্দর্শনলক্ষণস্য যোগস্য দুঃসম্পাদ্যতামালক্ষ্য শুশ্রূষুঃ ধ্রুবং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়মর্জুন উবাচ যোঽয়মিতি। যোঽয়ং যোগ স্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন·

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মনশ্চঞ্চলমস্থিরমিত্যুপশ্রুত্য নির্ব্বিশেষে চিত্তস্থৈর্য্যং দুঃশকমিতি মত্বামস্তদুপায়-বুভুৎসয়া পৃচ্ছতীতি প্রশ্নমুত্থাপয়তি এতস্যেতি। তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং শুশ্রূষুরিতি সম্বন্ধঃ·

স্বামিকৃতটীকা।

উক্তলক্ষণস্য যোগস্যাসম্ভবং মন্বানোঽর্জুন উবাচ যোঽয়মিতি। সাম্যেন মনসো লয়বিক্ষেপশূন্যতয়া কেবলাত্মাকারাবস্থানেন যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্ত এতস্য যোগস্য স্থিরাং দীর্ঘকালাং স্থিতিং ন পশ্যামি মনসশ্চঞ্চলত্বাৎ॥ ৩৩॥

অর্জ্জুন বলিলেন, হে মধুসূদন? বিষয়-চিন্তার বিসর্জ্জনে চিত্ত সাম্যভাবের আশ্রয়ে যে যোগের উপদেশ আমাকে আপনি প্রদান করিলেন, হৃদয়ের উৎকট চাঞ্চল্য নিবন্ধন তাদৃশ যোগকে কার্য্যে আনয়ন করা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই আমার মনে ধারণা হই-তেছে॥ ৩৩॥

আভাস।

আত্মজ্ঞান পূর্ব্বক পরমাত্মজ্ঞানে সমাহিত হইবার অলৌকিক মহিমা এবং পরমানন্দের বার্ত্তা শ্রবণে অর্জ্জুন উৎসাহান্বিত হইলেন বটে, কিন্তু কোন্ উপায়ে তিনি তাহা আয়ত্ত করিতে পারেন, তজ্জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইলেন। কারণ তিনি ভাবিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে যত সহজে ব্যক্ত করিলেন, অভ্যাসে তাহা

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ।

হে কৃষ্ণ! হি যতঃ মনঃ চিত্তং চঞ্চলং চপলং, প্রমাথি প্রমথনশীলং, বলবৎ নিয়ন্তুমশক্যং তথা দৃঢ়ং দুর্ভেদ্যং চ অতঃ বায়োঃ নিগ্রহমিব তস্য মনসঃ নিগ্রহং নিরোধং সুদুষ্করং কর্ত্তুং অশক্যং ইত্যহং মন্যে॥ ৩৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

সমত্বেন হে মধুসূদন এতস্য যোগস্যাহং ন পশ্যামি নোপলভে চঞ্চলত্বান্মনসঃ কিং স্থিরামচলাং স্থিতিং প্রসিদ্ধমেতৎ॥ ৩৩ ॥

চঞ্চলমিতি। চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ ইতি কৃষতের্বিলেখনার্থস্য রূপং ভক্তজন-পাপাদিদোষাকর্ষণাৎ কৃষ্ণ, হি যস্মান্মনঃ চঞ্চলং ন কেবলমত্যর্থং চঞ্চলং প্রমাথি চ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মনসশ্চঞ্চলত্বেঽপি তন্নিগ্রহদ্বারা যোগস্থৈর্য্যং সম্পাদ্যতামিত্যাশঙ্ক্যাহ এতস্যেতি প্রসিদ্ধমিতি সম্বন্ধঃ॥ ৩৩ ॥

মনসশ্চঞ্চলত্বেঽপি কৃষ্ণপদপরিনিষ্পত্তিপ্রকারং সূচয়তি কৃষ্ণেতীতি। কথং কর্ষকত্ব-মাপ্তকামস্য ভগবতঃ সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ ভক্তেতি। ঐহিকামুষ্মিকসর্ব্বসম্পদামা-

---

কারণ হে শ্রীকৃষ্ণ! মন যে কেবল নিজেই চঞ্চল, তাহা নহে; মন দেহকে এবং ইন্দ্রিয়-গ্রামকেও চঞ্চল করিয়া তুলে। বিষয়-বাসনাতে মন এতই পরিপুষ্ট যে, আকাশ-পথে প্রচণ্ড-বেগে গমন-শীল বায়ুর গতিকে শান্ত করা যেমন অসম্ভব, মনের গতিকে রোধ করা তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে" সুতরাং মনের নিবৃত্তি একান্ত অসম্ভব বলিয়াই আমার ধারণা হইতেছে॥ ৩৪ ॥

আভাস।

আনয়ন করা বড়ই দুরূহ। কারণ যাহাকে বশীভূত করিতে পারিলে, সকল মনস্কামনা পূর্ণ হয়, সে মন অতীব চঞ্চল; তাহাকে অচল বা স্থির করা সম্পূর্ণ অসম্ভব!॥ ৩৩ ॥

অর্জ্জুন ভগবানকে হে শ্রীকৃষ্ণ! বলিয়া সম্বোধন করত মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, হে দীনবন্ধো! ভক্তের অন্তরস্থ পাপাদি বৃত্তি কর্ষণ

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রমথনশীলং প্রমথ্নাতি শরীরমিন্দ্রিয়াণি চ বিক্ষিপতি পরবশীকরোতি কিঞ্চ বলবৎ প্রবলং ন কেনচিন্নিয়ন্তুং শক্যং দুর্নিবারত্বাং কিঞ্চ দৃঢ়ং তন্তুনাগবদচ্ছেদ্যং তস্যৈবম্ভূতস্য মনসোঽহং নিগ্রহং রোধং মন্যে বায়োরিব যথা বায়োর্দুষ্করো নিগ্রহস্ততোঽপি মনসো দুষ্করো মন্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কর্ষণশীলত্বাচ্চেতি দ্রষ্টব্যম্। প্রমথ্নাতি ক্ষোভয়তি। তদেব ক্ষোভকত্বং প্রকটয়তি বিক্ষিপতীতি। দুর্নিবারত্বমভিপ্রেত্যাদ্ বিষয়াদাক্রষ্টুমশক্যত্বং বিশেষণান্তরমাহ কিঞ্চেতি। অচ্ছেদ্যত্বং বিশেষণান্তরমাহ কিঞ্চ দৃঢ়মিতি। তন্তুনাগো বরুণপাশশব্দিতো জলচারী পদার্থোঽত্যন্তদৃঢ়তয়া ছেত্তুমশক্যত্বেন প্রসিদ্ধো বিবক্ষিতঃ। বায়োরিবেত্যুক্তং ব্যনক্তি যথেতি ॥ ৩৪ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

এতৎ স্ফুটয়তি চঞ্চলমিতি। চঞ্চলং স্বভাবেনৈব চপলং, কিঞ্চ প্রমাথি প্রমথনশীলং দেহেন্দ্রিয়ক্ষোভকরমিত্যর্থঃ, কিঞ্চ বলবদ্বিচারেণাপি জেতুমশক্যং কিঞ্চ দৃঢ়ং বিষয়বাসনানুবন্ধতয়া দুর্ভেদ্যং অতো যথাকাশে দোধূয়মানস্য বায়োঃ কুম্ভাদিষু নিরোধনমশক্যং তথাহং তস্য মনসো নিগ্রহং নিরোধং সুদুষ্করং সর্ব্বথা কর্ত্তুমশক্যং মন্যে ॥ ৩৪ ॥

আভাস।

করিয়া পরিত্যাগ করাও বলিয়াই, অপূর্ব্ব কৃষ্ণ নাম তুমি গ্রহণ করিয়াছ! কিন্তু এই মনকে ত আমি গঠন করি নাই; তুমিই ত ইহাকে আমার হৃদয়-পিঞ্জরে বসাইয়াছ! কিন্তু কেন যে এত চঞ্চল করিয়াছ, তাহা তুমিই জান! কোন ভোগ্য পাইয়াও ত চিত্ত স্থির হইতে চায় না! কি যেন, কাহার উদ্দেশে এক পদার্থ ছাড়িয়া অন্য ভোগ্যের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে! এই চাঞ্চল্যটী তাহার গুণ কি দোষ, তাহা এপর্য্যন্ত ধারণা করিতে পারিলাম না! অথচ হে প্রভো! তুমি তাহাকে অচল করিতে উপদেশ দিতেছ। কিন্তু স্ত্রীপুত্র ও ধন রত্নাদিতে যদি চিত্ত বা মন অচল হয়, তাহা হইলে, অধঃপতনের আর কোন সন্দেহই নাই! সুতরাং সে সকল বিষয়ে নিমগ্ন করত অচল করিলে চলিবে না! অথচ বিজ্ঞান বলে ভোগের দোষ দেখাইয়া যে তাহাকে অচল করিব, তাহারও কোন উপায় দেখি না! কারণ দেহাদিতে প্রয়োজনের বেগ উঠাইয়া, প্রারব্ধ-ফলে তাদৃশ ভোগ্যও সম্মুখে উপস্থিত হইলে, মানব কোন উপায়ে আত্ম-

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৩৫॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ! হে মহাবাহো! মনঃ হি দুর্নিগ্রহং তথা চলং ইতি যৎ বদসি তৎ অসংশয়ং এব! তু কিন্তু হে কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেণ তৎপূর্ব্বকেন অভ্যাসেন তৎ মনঃ গৃহ্যতে নিরুধ্যতে॥ ৩৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

শ্রীভগবানুবাচ এবমেতদ্ যথা ব্রবীষি অসংশয়ং নাস্তি সংশয়ো মনো দুর্নিগ্রহং চঞ্চলমিত্যত্র হে মহাবাহো কিন্তু অভ্যাসেন তু অভ্যাসো নাম চিত্তভূমৌ কস্যাঞ্চিৎ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রশ্নমঙ্গীকৃত্য প্রতিবচনমুত্থাপয়তি শ্রীভগবানিতি। কুত্র সংশয়রাহিত্যং তত্রাহ মন ইতি। কথং তর্হি মনোনিরোধো ভবতি তত্রাহ কিন্ত্বিতি।অভ্যাসস্বরূপং সামান্যেন নিদর্শয়তি অভ্যাসো নামেতি। কস্যাঞ্চিচ্চিত্তভূমাবিত্যবিশেষিতো ধ্যেয়ো বিষয়ো নির্দ্দিশ্যতে, সমানপ্রত্যয়াবৃত্তি র্বিজাতীয়প্রত্যয়ানন্তরিতেতি শেষঃ। চিত্ত-

এতদুত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে মহাবাহো! মন যে নিতান্ত চঞ্চল এবং তাহার নিগ্রহ করা অতীব দুরূহ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু মানবের অসাধ্য কিছুই নাই! হে কুন্তি-পুত্র! অভ্যাস এবং বৈরাগ্যবলে সে মনেরও নিরোধ করা সুগম হইয়া যায়॥ ৩৫॥

আভাস।

সম্বরণ করত, মনকে নিরস্ত করিতে পারে না। প্রবল ঝটিকার বেগ যেমন কোন উপায়ে নিবারিত হয় না, মনের বেগও সম্বরণ করা মানবের পক্ষে সেইরূপ দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে॥ ৩৪॥

এতদুত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, অর্জ্জুন! তোমার আশঙ্কা অযথা নহে; মন প্রকৃতই চঞ্চল বটে। তাহাকে সহজে নিবৃত্ত রাখা যায় না। সে কোন বিষয়ে স্থির থাকিতে চাহে না; ব্যাকুল ভাবে এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে আরাম লাভের প্রত্যাশায় নিরন্তর ধাবিত হয়, সত্য! কিন্তু যদি মনকে অবিচারিত ভাবে নিরন্তর ধাবিত হইতে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহা হইলে, তাহার এইরূপ ধাবিত

শাঙ্করভাষ্যম্।

সমান প্রত্যয়াবৃত্তিশ্চিত্তস্য, বৈরাগ্যং নাম দৃষ্টাদৃষ্টেষু ভোগেষু দোষদর্শনাভ্যাসাৎ বৈতৃষ্ণ্যং বিষয়েষু বিতৃষ্ণাং বৈরাগ্যং তেন চ বৈরাগ্যেণ গৃহ্যতে, বিক্ষেপরূপঃ প্রচারশ্চিত্তস্যৈবং তন্মনো গৃহ্যতে নিরুধ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৩৫॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্যেতি ষষ্ঠী প্রত্যয়স্য তদ্বিকারত্বদ্যোতনার্থম্। বৈরাগ্যস্বরূপং নিরূপয়তি বৈরাগ্যমিতি। তেষু বৈতৃষ্ণ্যং বৈরাগ্যং নামেতি সম্বন্ধঃ। তত্র হেতুং সূচয়তি দোষেতি। বিষয়েষু বিতৃষ্ণা বিষয়েষু দোষদর্শনমভ্যস্যতে তেন বৈতৃষ্ণ্যং জায়তে। তেন নিগৃহ্যমাণং নির্দিশতি বিক্ষেপেতি। তস্মিন্ গৃহীতে নিরুদ্ধে মনোনিরোধেহস্য কিং স্যাদিত্যপেক্ষয়ামাহ এবমিতি। অভ্যাস-হেতুক-বৈরাগ্য-দ্বারা চিত্তপ্রচারনিরোধে নিরুদ্ধ-বৃত্তিকং মনো বিষয়-বিমুখমন্তর্নিষ্ঠং ভবতীত্যর্থঃ॥ ৩৫॥

স্বামিকৃতটীকা।

তদুক্তং চঞ্চলাদিকমঙ্গীকৃত্যৈব মনোনিগ্রহোপায়ং শ্রীভগবানুবাচ অসংশয়মিতি। চঞ্চলত্বাদিনা মনো নিরোদ্ধুমশক্যমিতি যদ্বদসি এতন্নিঃসংশয়মেব তথাপি তু অভ্যাসেন পরমাত্মাকারয়া বৃত্ত্যা বিষয়বৈতৃষ্ণ্যেন চ গৃহ্যতে, অভ্যাসেন লয়প্রতিবন্ধাবৈরাগ্যেণ চ বিক্ষেপ-প্রতিবন্ধাদুপরতবৃত্তিকং সৎ পরমাত্মাকারেণ পরিণতং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ, তদুক্তং যোগশাস্ত্রে, মনসো বৃত্তিশূন্যস্য ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ। যাসংপ্রজ্ঞাতনামাসৌ সমাধিরভিধীয়ত ইতি॥ ৩৫॥

আভাস।

হইবার অভ্যাস মজ্জাগত হইয়া যাইবে; কোন বিষয়েই সে স্থির হইতে পারিবে না। তাহার এই অভ্যাসটীকে নষ্ট করিতে হইলে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, সে কেন একটী বিষয় ধরিল এবং কেনই বা তাহা অকস্মাৎ ত্যাগ করিল? তদুত্তরে মন বলিবে যে, যে আনন্দ লাভের জন্য আসিয়াছিল, সে আনন্দ না পাওয়াতেই তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে। তখন তাহাকে বলিতে হইবে যে, আনন্দ যে পাইলে না কেন এবং তাহার দোষ আর কি কি আছে, তাহার কিছু অন্বেষণ করিয়াছ কি? কেবল হটকারিতার সহিত গ্রহণ এবং ত্যাগ করিয়াই যদি কাল অতিবাহিত করা হয়, তাহা হইলে সমস্ত জীবনেও ত তোমার উদ্দেশ্য সাধন হইবে না। অতএব যে উদ্দেশ্যে কোন বিষয়কে একবার গ্রহণ করা হইল, ধৈর্য্য সহকারে তাহার দোষগুণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, পরে তাহাকে ত্যাগ

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ ৩৬॥

অন্বয়ঃ।

অসংযতাত্মনা (ন সংযতঃ আত্মা অন্তঃকরণং যস্য তেন) জনেন যোগঃ দুষ্প্রাপঃ দুঃখেনাপি প্রাপ্তুং অশক্যঃ ইতি মে মম মতিঃ অভিপ্রায়ঃ। তু কিন্তু উপায়তঃ যততা যত্নং কুর্ব্বতা, বশ্যাত্মনা জিতেন্দ্রিয়েণ পুরুষেণ যোগঃ অবাপ্তুং শক্যঃ॥ ৩৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যঃ পুনরসংযতাত্মা তেন অসংযতেতি। অসংযতাত্মনা অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সংযতাত্মনো যোগপ্রাপ্তিঃ সুলভেত্যুক্ত্বা ব্যতিরেকং দর্শয়তি যঃ পুনরিতি।

যে চিত্তকে বশীভূত করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষে যোগে অধিকার হওয়া অসম্ভব; ইহা আমার অভিপ্রায় বটে; কিন্তু যে চিত্তাদি ইন্দ্রিয়-বর্গকে বশীভূত করিতে পারে, তাহার পক্ষে চেষ্টা ও যত্নের দ্বারা যোগ সহজ-সাধ্য হইয়া থাকে; সন্দেহ নাই॥ ৩৬॥

আভাস।

কর! এই দোষগুণের বিচার করিতে হইলেই কিছুক্ষণ সময় মনকে নিশ্চয়ই স্থির হইয়া থাকিতে হইবে; বিষয়ান্তরে যাওয়া হইবে না। এই কিছুক্ষণ যে মন স্থির হইল, তাহাতেই তাহার চঞ্চল হইবার অভ্যাস পরিহারে, ক্ষণকালের জন্যও সে নিশ্চিন্ত হইল। এই রূপ বিচারকে সঙ্গে রাখিলে, মনকে আপনা হইতেই ক্রমশঃ স্থির-ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। পরে একটী বিষয়ের দোষ দৃষ্টিতে পতিত হইলে, তখন তাহাকে পুনঃ প্রশ্ন করিবার অবসর পাইবে যে, সে অন্য যে কোন বিষয়ের প্রতি যে ধাবিত হইতেছে, তাহাতেও সেই জাতীয় দোষ আছে কি না, তাহা চিন্তা করিয়া তৎপ্রতি মন! তুমি ধাবিত হও! এই প্রকারে প্রত্যেক বস্তুর গুণের সহিত দোষের ভাগ বিচার করিতে অভ্যস্ত হইলে, মনের বিষয়ের প্রতি আসক্তির বেগ ক্রমশ কমিয়া আসিবে। সুতরাং তাহাকে তখন বাধ্য হইয়া, স্থির হইতে হইবে; তখন তাহার চাঞ্চল্যও বিনষ্ট হইবে।

মন কথঞ্চিৎ স্থির হইলে এবং চিন্তা করিবার যোগ্যতা আসিলে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য যে, এতকাল আনন্দ বা শান্তির কামনায় বিষয়ের অভিমুখে

শাঙ্করভাষ্যম্।

অসংযত আত্মা অন্তঃকরণং যস্য সোঽয়মসংযতাত্মা তেনাসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপো দুষ্প্রাপ্য ইতি মে মতিঃ, যস্য পুন র্বশ্যাত্মা অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বশ্যত্বমাপাদিত আত্মা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ব্যতিরেকোপন্যাসপরং পূর্ব্বার্দ্ধমনূদ্য ব্যাকরোতি অসংযতেতি। পূর্ব্বোক্তান্বয়-ব্যাখ্যানপরমুত্তরার্দ্ধং ব্যাচষ্টে যস্যেত্যাদিনা। অন্তঃকরণস্য স্ববশত্বে সিদ্ধেঽপি

স্বামিকৃতটীকা।

এতাবাংস্ত্বিহ নিশ্চয় ইত্যাহ অসংযতেতি। উক্তপ্রকারেণাভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাম-সংযত আত্মা চিত্তং যস্য তেন যোগো দুষ্প্রাপঃ প্রাপ্তুমশক্যঃ, অভ্যাসবৈরা-গ্যাভ্যাং বশ্যো বশবর্ত্তী আত্মা চিত্তং যস্য তেন পুরুষেণ পুনশ্চানেনৈবোপায়েন প্রযত্নং কুর্ব্বতা যোগঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ ॥ ৩৬ ॥

আভাস।

ধাবিত হইয়াও আশার অনুরূপ ফল না পাইয়াই যদি ফিরিয়া আসিয়া থাক, তবে চিত্ত! তুমি বল দেখি? কোন্ আনন্দ বা শান্তির তুলনায় এই বিষয়ানন্দকে তুচ্ছ করিতেছ? সে আনন্দ এক্ষণে তোমার হৃদয়ের কোন্ কক্ষে আছে, যাহার তাৎ-কালিক স্মরণে তুলনার দ্বারা বিষয়ানন্দকে তুচ্ছ করিয়া দিতেছ? তখন চিত্তকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, সে আনন্দ তাহার পূর্ব্বে অনুভব করা আছে! সুতরাং তাহার স্মৃতিও তাহার হৃদয়ে আছে; যখনই বিষয়কে সম্ভোগ করিয়া আনন্দ অনুভূত হয়, সেই মুহূর্ত্তে স্মৃতি সেই পূর্ব্ব আনন্দকে জাগাইয়া দেয়; এবং বিষয়ানন্দ তখন তুচ্ছ হইয়া পড়ে। বৈদ্যুতিক আলোকের সমীপে যেমন তৈলাধার প্রদীপের আলোক মন্দ হইয়া পড়ে, সেইরূপ স্মৃতির আনীত অন্তরের আনন্দের তুলনায় বিষয়ানন্দ স্তিমিত হইয়া যায়। অতএব চিত্ত! তুমি অন্তরস্থ পরমানন্দের সংস্রব পরিহার করিয়া, দুগ্ধের সাধ তক্রে মিটাইবার ন্যায়, কেন আর বৃথা বিষয়ানন্দের প্রাপ্তির আশায় বিষয়ের সেবা করিতেছ! রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না চিত্তানুকারিণী পরিণীতা সহধর্ম্মিণী পত্নীকে পরিহার করিয়া, বেশ্যা বারবনিতার মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত কাপুরুষের ন্যায়, তুমি আর বিষয়ের তোষামোদে নিযুক্ত থাকিও না! চিত্তানুকারিণী শান্তিদেবীর অনুসরণে অন্তর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ কর! প্রেমানন্দ অন্তরেই প্রকটিত রহিয়াছে। বিচারের দ্বারা চিত্তকে বিষয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতে পারিলেই, মন বা চিত্ত আপনিই শান্ত হইয়া আইসে। হে অর্জ্জুন! বিচারের আশ্রয়ে মনকে স্থির হইতে অভ্যস্ত

অর্জ্জুন উবাচ—

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিত-মানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগ-সংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ।

অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে কৃষ্ণ! প্রথমং শ্রদ্ধয়া উপেতঃ যোগে প্রবৃত্তঃ, তৎ-পরং যোগাৎ চলিতমানসঃ ভ্রষ্টচিত্তঃ, অযতিঃ যোগ-সংসিদ্ধিং অপ্রাপ্য কাং গতিং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৩৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

মনো যস্য সোঽয়ং বশ্যাত্মা তেন বশ্যাত্মনা তু যততা ভূয়োঽপি প্রযত্নং কুর্ব্বতা শক্যোঽবাপ্তুং যোগ উপায়তো যথোক্তাদুপায়াৎ ॥ ৩৬ ॥

তত্র যোগাভ্যাসাঙ্গীকরণেন পরলোকেহলোকপ্রাপ্তিনিমিত্তানি কর্ম্মাণি সন্ন্য-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বৈরাগ্যাদাবাস্থাবতা ভবিতব্যমিত্যাহ যততেতি। উপায়ো বৈরাগ্যাদিপূর্ব্বকো মনোনিরোধঃ ॥ ৩৬ ॥

প্রশ্নান্তরমুত্থাপয়তি তত্রেত্যাদিনা। মনোনিরোধস্য দুঃখসাধ্যত্বমাশঙ্ক্য পরিহৃতে সতি প্রষ্টা পুনরবকাশং প্রতিলভ্যোবাচেতি সম্বন্ধঃ। লোকদ্বয়প্রাপক-কর্ম্ম-

---

অর্জ্জুন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনি বলুন দেখি! যাহারা যোগ করিতে ইচ্ছুক এবং শ্রদ্ধা সহকারে যোগের অনুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত; কিন্তু কিছুদিন অনুষ্ঠান করিবার পর, যদি যোগ-ক্রিয়া হইতে বিচলিত হয়, তাদৃশ ব্যক্তিগণ যোগসিদ্ধির অভাবে পরিণামে কোন্ গতি লাভ করিবে? ॥ ৩৭ ॥

আভাস।

না করিলে, যোগে কখনই উপযোগিতা লাভ করা যায় না। এই অভ্যাসও কেবল মনে মনে করিলেই হয় না। মহামুনি পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "স তু দীর্ঘকালাদর-নৈরন্তর্য্য-সংকারসেবিতাং দৃঢ়ভূমিঃ ॥ এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য বহুকাল নিরন্তর আদরাতিশয়ে কর্ত্তব্য; তবে ফলে পরিণত হয়। আবার যিনি যত আগ্রহাতিশয়ে তাহার অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি তত সত্বর তাহার ফল পাইবেন ॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

অর্জ্জুন ভগবানের উপদেশ-বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত এবং উৎসাহান্বিত হইয়া,

শাঙ্করভাষ্যম্।

তানি যোগসিদ্ধিফলঞ্চ মোক্ষসাধনং সম্যগ্দর্শনং ন প্রাপ্তমিতি যোগী যোগমার্গাম্মরণ-কালে চলিত-চিত্ত ইতি তস্য নাশমাশঙ্ক্যার্জুন উবাচ অযতিরিতি। অযতির প্রযত্ন-বান্ যোগমার্গে শ্রদ্ধয়াস্তিক্যবুদ্ধ্যা যোগতো যোগাদন্তকালেঽপি চলিতং মানসং মনো যস্য স চলিতমানসো ভ্রষ্টস্মৃতিঃ সোঽপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং যোগফলং সম্যগ্দর্শনং কাং গতিং হে কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সম্ভবে কুতো যোগিনো নাশাশঙ্কেত্যাশঙ্ক্যাহ যোগাভ্যাসেতি। তথাপি যোগানুষ্ঠান-পরিপাকপরিপ্রাপ্তিসম্যগ্দর্শনসামগ্র্যাম্মোক্ষোপপত্তৌ কুতস্তস্য নাশাশঙ্কেতি চেন্ন-বমনেকান্তরায়বত্বাদ্ যোগস্যেহ জন্মনি প্রায়েণ সংসিদ্ধেরসিদ্ধিরিত্যভিসন্ধায়াহ যোগ-সিদ্ধীতি। অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স-বহির্ভাবো নাশো যোগমার্গে তৎফলস্য সম্যগ্দর্শনস্যা-দর্শনাদিতি শেষঃ। তর্হি ততো বহির্মুখত্বমেবাত্যন্তিকং সংবৃত্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ শ্রদ্ধ-য়েতি। তর্হি য়োগমার্গমাশ্রয়তে নেত্যাহ যোগাদিতি। মরণকালে ব্যাকুলেন্দ্রিয়স্য জ্ঞানসাধনানুষ্ঠানাবকাশাভাবাদ্ যুক্তং ততশ্চলিতমানসত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ ভ্রষ্টেতি। গম্যত ইতি গতিঃ পুরুষার্থঃ সামান্যপ্রশ্নমন্তর্ভাব্য-বিশেষ-প্রশ্নো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৩৭ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

অভ্যাসবৈরাগ্যাভাবেন কথঞ্চিদপ্রাপ্তসম্যগ্জ্ঞানঃ কিং ফলং প্রাপ্নোতীত্যর্জ্জুন উবাচ অযতিরিতি। প্রথমং শ্রদ্ধয়োপেত এব যোগে প্রবৃত্তঃ নতু মিথ্যাচারতয়া ততঃ পরমযতিঃ সম্যক্ ন যততে শিথিলাভ্যাস ইত্যর্থঃ, তথা যোগাচ্চলিতং মানসং বিষয়প্রবণং চিত্তং যস্য মন্দবৈরাগ্য ইত্যর্থঃ। এবং অভ্যাস-বৈরাগ্য শৈথিল্যাদ্ যোগস্য সংসিদ্ধিং ফলং জ্ঞানমপ্রাপ্য কাং গতিং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৭ ॥

আভাস।

যোগাভ্যাসেই মন স্থির করা যে প্রশস্ত, তাহা তিনি মনে মনে অবধারণ করিলেন বটে, কিন্তু ভাবিলেন যে, ভবিষ্যতের ঘটনা ত কাহারও অধীনে নহে! এক্ষণে ঐহিকের সুখ স্বচ্ছন্দের উদ্যম এবং পরলোকে স্বর্গাদি সুখভোগের চেষ্টায় জলাঞ্জলি দিয়া সম্পূর্ণ শান্তিপ্রদ যোগের অনুষ্ঠানে যত্ন করা মানব মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু ভাগ্যচক্রের দোষে যদি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইবার পূর্ব্বে কালগ্রাসে যোগীকে পতিত হইতে হয়, কিম্বা প্রথমত বিশেষ শ্রদ্ধা ও আগ্রহ সহকারে যোগে প্রবৃত্ত হইয়াও, সামর্থ্যে কুলান না হওয়ায় অনুষ্ঠানে অসমর্থ হয়, তখন যোগসিদ্ধির অভাবে তাহার পরিণাম ফল কি হইবে! তাহার তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইল না,

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ।

হে মহাবাহো! ব্রহ্মণঃ পথি জ্ঞানমার্গে বিমূঢ়ঃ অজ্ঞঃ সন্ অপ্রতিষ্ঠঃ নিরাশ্রয়ঃ অতঃ উভয়-বিভ্রষ্টঃ (কর্ম্মমার্গাৎ জ্ঞানমার্গাৎ চ বিভ্রষ্টঃ) ছিন্নাভ্রং ছিন্নমেঘঃ ইব ন নশ্যতি কচ্চিৎ? ॥ ৩৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কচ্চিদিতি। কচ্চিৎ কিং নোভয়বিভ্রষ্টঃ কর্ম্মমার্গাৎ যোগমার্গাচ্চ বিভ্রষ্টঃ সন্

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

প্রশ্নমেব বিবৃণোতি কচ্চিদিতি। প্রশস্তপ্রশ্নার্থত্বং কচ্চিদিত্যস্যাঙ্গীকৃত্য ব্যাচষ্টে কিমিতি। উভয়বিভ্রষ্টত্বং স্পষ্টয়তি কর্ম্মেত্যাদিনা। বায়ুনা ছিন্নং বিশকলিতমভ্রং

স্বামিকৃতটীকা।

প্রশ্নাভিপ্রায়ং বিবৃণোতি কচ্চিদিতি। কর্ম্মণামীশ্বরেঽর্পিতত্বাদননুষ্ঠানাচ্চ তাবৎ কর্ম্মফলং স্বর্গাদিকং ন প্রাপ্নোতি যোগানিষ্পত্তেশ্চ মোক্ষং ন প্রাপ্নোতি এবমুভয়স্মাদ্‌ভ্রষ্টঃ অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ অতএব ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ে পথি মার্গে বিমূঢ়ঃ সন্ কচ্চিৎ কিং ন নশ্যতি কিম্বা নশ্যতীত্যর্থঃ, নাশে দৃষ্টান্তঃ যথা ছিন্নমভ্রং পূর্ব্বস্মাদভ্রাদ্বিশ্লিষ্টমভ্রান্তরমপ্রাপ্তং সমধ্য এব বিলীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

তাহারা কি উভয় কর্ম্মপথ এবং যোগপথ হইতে বিভ্রষ্ট হইয়া, উভয় ফলে বঞ্চিত হইবে? আকাশ-পথে উদিত বিশ্লিষ্ট মেঘখণ্ডের ন্যায়, তাহারা কোন পথে আশ্রয় না পাইয়া, ভগবৎপ্রাপ্তির পথে প্রতিষ্ঠার অভাবে কি বিমোহিতের ন্যায়, বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে! ॥ ৩৮ ॥

আভাস।

এবং পরলোকে স্বর্গাদি ফলেরও কোন সম্ভাবনা ত রহিল না! সুতরাং হে শ্রীকৃষ্ণ! এই ভীষণ সংসার-সমুদ্রের একমাত্র কাণ্ডারী তুমি! তাদৃশ জনের পরিত্রাণের উপায় নির্দ্ধারণে আমাকে প্রতিবোধিত করুন! ॥ ৩৭ ॥

তাদৃশ ব্যক্তি যোগপথ হইতে পরিভ্রষ্ট এবং বেদ-প্রতিপাদ্য স্বর্গাদির প্রাপক কর্ম্মমার্গ হইতেও পরিভ্রষ্ট হইয়া, নিরাশ্রয় ভাবে কি বিনষ্ট হইবে? বিচ্ছিন্ন জলদ-

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ।

হে কৃষ্ণ! এতৎ এতং মে মম সন্দেহম্ অশেষতঃ নিঃশেষেণ ছেত্তুং নিরাকর্ত্তুং ত্বং অর্হসি যোগ্যো ভবসি; তথা ত্বদন্যঃ ত্বদ্ব্যতীতঃ অস্য সংশয়স্য ছেত্তা ন উপপদ্যতে দৃশ্যতে ॥ ৩৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি কিং বা ন নশ্যতি অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ো হে মহাবাহো বিমূঢ়ঃ সন্ ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে ॥ ৩৮ ॥

এতদিতি। এতন্মে মম সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমপনেতুমর্হসি অশেষতঃ ত্বদন্যঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যথা নশ্যতি তথেত্যাহ ছিন্নেতি। নাশাশঙ্কানিমিত্তমাহ নিরাশ্রয় ইতি। কর্ম্মমার্গরূপাবষ্টম্ভাভাবেঽপি জ্ঞানমার্গাবষ্টম্ভ স্তস্য ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ বিমূঢ়ঃ সন্নিতি। ন হি কর্ম্মিণং প্রতীয়মাশঙ্কা যুক্তাভিলাষং ত্যক্ত্বেশ্বরে সমর্প্যার্ব্বাক্ কর্ম্মানুতিষ্ঠতো নিরুপচারেণ তদ্ভ্রংশবচনাসম্ভবাৎ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসিনস্তু বিহিতানাং ত্যাগাৎ জ্ঞাতোপায়াচ্চ বিচ্যুতেরনর্থপ্রাপ্তিশঙ্কাযুক্তেতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

যথোপদর্শিতসংশয়াপাকরণার্থমর্জ্জুনো ভগবন্তং প্রেরয়ন্নাহ এতদিতি। মত্তো

স্বামিকৃতটীকা।

ত্বয়ৈব সর্ব্বজ্ঞেনায়ং মম সন্দেহো নিরসনীয়ঃ। ত্বত্তোঽন্যস্তু এতৎসন্দেহনিবর্ত্তকো নাস্তীত্যাহ এতদিতি। এতৎ। এতং ছেত্তা নিবর্ত্তকঃ স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৩৯ ॥

হে হৃদয়বিহারি শ্রীকৃষ্ণ! আমার অন্তর্নিহিত এই সংশয়কে আপনি অপনোদিত করুন! এ সংসারে আপনি ব্যতীত এতাদৃশ সংশয়ের নিঃশেষে নিবৃত্তি করিবার উপদেষ্টা আর অন্য কাহাকেও উপস্থিত দেখিতেছি না! ॥ ৩৯ ॥

আভাষ।

খণ্ড মেঘ যেমন আকাশেই বিলীন হইয়া যায়; সেইরূপ যোগভ্রষ্ট যোগী কি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে অসমর্থ হইল এবং স্বর্গাদি লাভেও বঞ্চিত হইয়া সৃষ্টির কোন স্তরেই কি আর স্থান পাইবে না! ৩৮ ॥

হে মহাবাহো শ্রীকৃষ্ণ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী! কোন বিষয়

শ্রীভগবানুবাচ—পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশ স্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে পার্থ! তস্য যোগভ্রষ্টস্য ইহলোকে অমুত্র পরস্মিন্ লোকে বা বিনাশঃ ন বিদ্যতে। হি যতঃ হে তাত! কল্যাণকৃৎ শুভকৃৎ কশ্চিৎ জনঃ দুর্গতিং কুৎসিতাং গতিং ন গচ্ছতি ন প্রাপ্নোতি ॥ ৪০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ত্বত্তোহন্যঃ ঋষির্দেবো বা ছেত্তা নাশয়িতা সংশয়স্যাস্য ন হি যস্মাদুপপদ্যতে ন সম্ভবতি অত ত্বমেব ছেত্তুমর্হসীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

পার্থেতি। হে পার্থ নৈব ইহ লোকে নামুত্র পরস্মিন্ বা লোকে বিনাশ স্তস্য

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ত্বন্যঃ কশ্চিদৃষির্ব্বা দেবো বা ত্বদীয়ং সংশয়ং ছেৎস্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ ত্বদন্য ইতি। অন্যস্য সংশয়চ্ছেত্তুরভাবে ফলিতমাহ অত ইতি ॥ ৩৯ ॥

যোগিনো নাশাশঙ্কাং পরিহরন্নুত্তরমাহ ভগবানিতি। যদুক্তমুভয়ভ্রষ্টো যোগী

এতদুত্তরে ভগবান্ বাসুদেব বলিলেন, হে পৃথানন্দন! তাদৃশ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির কোন কালেই বিনাশের সম্ভাবনা নাই। হে প্রিয়! মঙ্গলের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইলে, কখন অমঙ্গল ঘটে না। এ জগতে বা পর.জীবনে তাদৃশ ব্যক্তির দুর্গতি-লাভের কোন সম্ভাবনা নাই ॥ ৪৫ ॥

আভাস।

আপনার ত অজ্ঞাত নাই! আপনি সমস্ত জানেন এবং সমস্ত পারেন! আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে এই একটী বিষম সংশয় জন্মিয়াছে! আপনি ব্যতীত ইহার নিরাকরণ করিবার উপযুক্ত পাত্র ত দেখি না! অতএব কৃপা করিয়া আমার এই সংশয়কে অপনোদিত করত, আমার চিত্তে উৎসাহ প্রদান করুন! যাহাতে জগতে জীব নিঃসন্দিগ্ধ-চিত্তে এই দুর্লভ যোগ-মার্গে অগ্রসর হইতে সাহসী হয় ॥ ৩৯ ॥

ভগবান্ এই শ্লোকে অর্জ্জুনকে পার্থ বলিয়া প্রথমত সম্বোধন করত একটী আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন যে, তুমি যখন আমার পিতৃষ্বসার পুত্র, নিকট

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিদ্যতে নাস্তি নাশো নাম পূর্ব্বস্মাদ্ধীনজন্মপ্রাপ্তিঃ স তস্য যোগভ্রষ্টস্য নাস্তি, ন হি যস্মাৎ কারণাৎ কল্যাণকৃৎ শুভকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং কুৎসিতাং গতিং হে তাত

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নশ্যতীতি তত্রাহ পার্থেতি। তত্র হেতুমাহ ন হীতি। যোগিনো মার্গদ্বয়াদ্বিভ্রষ্টস্য ঐহিকো নাশঃ শিষ্টাগর্হালক্ষণো ন ভবতীতি শ্রদ্ধাদেঃ সম্ভাবাত্তথাপি কথমামুষ্মিক-নাশশূন্যত্বমিত্যাশঙ্ক্য তদ্রূপ-নিরূপণ-পূর্ব্বকং তদভাবং প্রতিজানীতে নাশো নামেতি। তত্র হেতুভাগং বিভজতে ন হীত্যাদিনা। উভয়ভ্রষ্টস্যাপি শ্রদ্ধেন্দ্রিয়সংযমাদেঃ সমি-

স্বামিকৃতটীকা।

অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ পার্থেতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। ইহ লোকে নাশ উভয়-ভ্রংশাৎ পাতিত্যং অমুত্র পরলোকে নাশো নরকপ্রাপ্তিস্তদুভয়ং তস্য নাস্ত্যেব যতঃ কল্যাণকৃৎ শুভকারী কশ্চিদপি দুর্গতিং ন গচ্ছতি। অয়ঞ্চ শুভকারী শ্রদ্ধয়া যোগে প্রবৃত্তত্বাৎ। তাতেতি লোকরীত্যা উপলালয়ন্ সম্বোধয়তি ॥ ৪০ ॥

আভাস।

আত্মীয়, তখন তোমাকে রঞ্জিত বাক্যে উৎসাহ প্রদান করি নাই। ইহা প্রকৃত ও পরমার্থপ্রদ বাক্য। তুমি জানিও যে, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির পতন হয় না। পতন অর্থে যে অবস্থায় বর্ত্তমানে তিনি আছেন, তদপেক্ষা অধোগতি অর্থাৎ নিকৃষ্ট যোনি প্রভৃতিতে যে গমন, তাহারই নাম তাহার বিনাশ। যে কোন কারণেই তিনি যোগভ্রষ্ট হউন, যত দূর তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহার ফল তিনি নিশ্চয়ই পাইবেন। যোগীর পতনের কথা দূরে থাকুক! "জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দ ব্রহ্মাতিবর্ত্ততে!" যোগানুষ্ঠানের লালসায় আগ্রহাতিশয়ে যে ব্যক্তি যোগানুষ্ঠানের পদ্ধতি জিজ্ঞাসা মাত্র করেন এবং আদ্যোপান্ত শ্রবণও করেন, তিনি বেদোক্ত যাবদীয় কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান না করিয়াও, তাহার ফললাভে অধিকারী হন। সুতরাং ভ্রষ্টযোগী পরলোকে বঞ্চিত হন না। ইহ জীবনে যোগী সুযশ ব্যতীত নিন্দার পাত্র হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। বিশেষত যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য ভাল হয়, সে নিজ অভিপ্রেত সাধনে অক্ষম হইলেও, তাহার লোকনিন্দা বা অধোগতির আশঙ্কা হয় না। পর চরণে তাত বলিয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিবার তাৎপর্য্য এই যে, পিতা পত্নী-গর্ভে প্রসূত হইয়া পুত্র-মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করেন; সুতরাং তন ধাতুর অর্থ বিস্তার; তজ্জন্য পিতা এবং পুত্র তাত শব্দে কথিত হন।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৪১॥

অন্বয়ঃ ।

যোগভ্রষ্টঃ জনঃ পুণ্যকৃতাং অশ্বমেধাদি-যাজিনাং লোকান্ স্বর্গাদীন্ প্রাপ্য শাশ্বতীঃ নিত্যাঃ সমাঃ সম্বৎসরান্ (বহূন্ ইতি) উষিত্বা বাস-সুখং অনুভূয়, শুচীনাং সদাচারাণাং শ্রীমতাং ঐশ্বর্য্যবিশিষ্টানাং গেহে জায়তে জন্ম লভতে ॥ ৪১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

তনোত্যাত্মানং পুত্ররূপেণেতি পিতা তাত উচ্যতে পিতৈব পুত্র ইতি পুত্রোঽপি তাত উচ্যতে শিষ্যোঽপি পুত্রতুল্য উচ্যতে, যতো ন গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

কিন্ত্বস্য ভবতি প্রপ্যেতি । যোগমার্গেষু প্রবৃত্তঃ সন্ন্যাসী সামর্থ্যাৎ প্রাপ্য গত্বা

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

কৃতশ্রবণাদেশ্চ ভাবাদুপপন্নং শুভকৃত্ত্বং । তাতেতি কথং পুত্রস্থানীয়ঃ শিষ্যঃ সম্বোধ্যতে পিতুরেব তাত-শব্দত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তনোতি । তেন পুত্রস্থানীয়স্য শিষ্যস্য তাতেতি সম্বোধনমবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ, ন গচ্ছতি কুৎসিতাং গতিং কল্যাণকরত্বাদিতি নাশাভাবঃ ॥ ৪০ ॥

যোগভ্রষ্টস্য লোকদ্বয়েঽপি নাশাভাবে কিং ভবতীতি পৃচ্ছতি কিংত্বিতি । শ্লোকেনোত্তরমাহ প্রাপ্যেতি । কথং সন্ন্যাসীতি বিশিষ্যতে তত্রাহ সামর্থ্যাদিতি । কর্ম্মণি ব্যাপৃতস্য কর্ম্মিণো যোগমার্গপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তিস্তৎপ্রবৃত্তাবপি ফলাভিলাষবিকলস্যেশ্বরে সমর্পিতসর্ব্বকর্ম্মণ স্তদ্ভ্রংশাশঙ্কানবকাশাদিত্যর্থঃ, সমানাং নিত্যত্বং মানুষ-

যোগানুষ্ঠানে কিয়ৎ পরিমাণেও যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তিগণ জন্মান্তরে কর্ম্মফল এবং যোগফল উভয় ফলই লাভ করিয়া থাকেন । বেদোক্ত অশ্বমেধাদি যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কর্ম্মী

আভাস ।

পুত্রের ন্যায় শিষ্যও তাত-শব্দ বাচ্য হন ; এই নিমিত্ত শিষ্য অর্জ্জুন কৃষ্ণ-সমীপে তাত-শব্দে স্নেহের পাত্র এবং প্রকৃত সত্য উপদেশ লাভের অধিকারী নামে শব্দিত হইয়াছেন । ৪০ ॥

যোগমার্গে প্রবৃত্ত যোগীর কোনরূপ ভোগের আকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও, পাছে

শাঙ্করভাষ্যম্।

পুণ্যকৃতামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকাংস্তত্র চ উষিত্বা বাসমনুভূয় শাশ্বতী র্নিত্যাঃ সমাঃ সম্বৎসরান্ তদ্ভোগক্ষয়ে শুচীনাং যথোক্তকারিণাং শ্রীমতাং বিভূতিমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সমাবিলক্ষণত্বং, বৈরাগ্যাভাববিবক্ষয়া বিভূতিমতাং গৃহে জন্মেতি বিশিষ্যতে ॥ ৪১ ॥

শ্রদ্ধাবৈরাগ্যাদিকল্যাণাধিক্যে পক্ষান্তরমাহ অথবেতি। যোগিনামিতি কর্ম্মিণাং গ্রহণং মাভূদিতি বিশিনষ্টি ধীমতামিতি। ব্রহ্মবিদ্যাবতাং শুচীনাং দরিদ্রাণাং কুলে জন্ম দুর্লভং প্রমাদকারণাভাবাদিত্যাহ এতদ্ধীতি। কিমপেক্ষ্যাস্ত

স্বামিকৃতটীকা।

তর্হি কিমসৌ প্রাপ্নোতীত্যপেক্ষায়ামাহ প্রাপ্যেতি। পুণ্যকারিণামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্য তত্র শাশ্বতীঃ সমা বহ্বীন্ সংবৎসরানুষিত্বা বাসসুখমনুভূয় শুচীনাং সদাচারাণাং শ্রীমতাং ধনিনাং গেহে স যোগভ্রষ্টো জন্ম প্রাপ্নোতি ॥ ৪১ ॥

যাজ্ঞিকগণ পুণ্যফলে যে স্বর্গাদি পুণ্যভূমে গমন করিয়া থাকেন, যোগভ্রষ্ট যতিগণও মরণান্তে তাদৃশ পুণ্যভূমে গমন করত বহু সম্বৎসর কাল তত্রত্য সুখ-স্বচ্ছন্দ ভোগ করিয়া, মর্ত্ত্যধামে সদাচার-সম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ৪১ ॥

আভাস।

স্বর্গাদি ভোগের অভিজ্ঞতা তাঁহার না জন্মে, সুতরাং তজ্জন্য হৃদয়ে ক্ষোভ থাকে, তজ্জন্য ভগবানই তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভক্তের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে ভ্রষ্ট যোগীকে অশ্বমেধাদি যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণের লভ্য ব্রহ্মলোকাদি স্বর্গভূমে অনন্ত সুখ ভোগের জন্য প্রেরণ করেন। ভ্রষ্ট যোগিগণ স্বীয় সামর্থ্যের অনুসারে অর্থাৎ যাঁহার যে জাতীয় ভোগ করা হয় নাই, তাঁহাদিগকে সেই সেই ভোগে পরিতৃপ্ত করত পূর্ণ বৈরাগ্যে প্রবৃত্তি উৎপাদনার্থ সেই সেই লোকে অর্চ্চিরাদি মার্গ অবলম্বনে উপস্থিত করিয়া লোকানুরূপ বহু সম্বৎসর ভোগ-সুখ অনুভব করান। তথায় তাঁহাদের ভোগ-প্রবৃত্তির অবসান

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ।

অথবা যোগিনাং ধনহীনানাং ধীমতাং বুদ্ধিমতাং এব কুলে জায়তে। হি নিশ্চিতং ঈদৃশং যৎ এতৎ জন্ম লোকে দুর্লভতরং ॥ ৪২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অথেতি। অথ বা শ্রীমতাং কুলাদন্যস্মিন্ যোগিনামেব দরিদ্রাণাং কুলে ভবতি জায়তে ধীমতাং বুদ্ধিমতাং, এতদ্ধি জন্ম যদ্দরিদ্রাণাং যোগিনাং কুলে দুর্লভতরং দুঃখেন লভ্যতরং পূর্ব্বমপেক্ষ্য লোকে জন্ম যদীদৃশং যথোক্তবিশেষণে কুলে যস্মাৎ ॥ ৪২ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

জন্মনো দুঃখলভ্যাদপি দুঃখলভ্যতরত্বং তদাহ পূর্ব্বমিতি যদ্যপি বিভূতিমতাং শুচীনাং গৃহে জন্ম দুঃখলভ্যং তথাপি তদপেক্ষ্য ইদং জন্ম দুঃখলভ্যতরং যদীদৃশং দরিদ্রাণাং বিদ্যাবতামিতি বিশেষণোপেতে কুলে লোকে জন্মলক্ষণমিত্যর্থঃ। যদুত্তমতরং জন্মোক্তং তস্যোত্তমত্বে হেতুন্তরমাহ যস্মাদিতি ॥ ৪২ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

অল্পকালাভ্যস্তযোগভ্রংশে গতিবিশেষমুক্ত্বা চিরাভ্যস্তযোগভ্রংশে পক্ষান্তরমাহ অথবেতি। যোগনিষ্ঠানাং ধীমতাং জ্ঞানিনামেব কুলে জায়তে নতু পূর্ব্বোক্তানামনারূঢ়যোগানাং কুলে, এতজ্জন্ম স্তৌতি ঈদৃশং জন্মেতি, এতদ্ধি লোকে দুর্লভতরং মোক্ষহেতুত্বাৎ ॥ ৪২ ॥

যাঁহারা যোগপথে বিশেষ অগ্রসর হইবার অবস্থাতেই যোগভ্রষ্ট হন, তাঁহারা ধনাভিমানশূন্য ধীমান্ যোগীর কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, পুনরায় যোগচর্য্যাই করিয়া থাকেন। মর্ত্ত্যভূমে তাদৃশ যোগীর কুলে জন্ম গ্রহণ করা অতীব দুর্লভ ব্যাপার, সন্দেহ নাই ॥ ৪২ ॥

আভাস।

হইলে, ধর্ম্মপ্রাণ পবিত্র-হৃদয় শ্রীমান্ রাজ্যেশ্বরাদির গৃহে তাঁহারা জন্ম পরিগ্রহ করেন। অথবা যোগীর বংশে জন্ম পরিগ্রহ করত পুনরায় যোগের অনুশীলনে যত্ন করিয়া থাকেন। মর্ত্ত্যভূমে জন্ম কিন্তু ভোগীর বংশ অপেক্ষা যোগীর বংশ অতীব প্রার্থনীয়! ৪১। ৪২ ॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদৈহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরু-নন্দন ॥ ৪৩॥

অন্বয়ঃ।

তত্র যোগিনাং কুলে, পৌর্ব্বদৈহিকং পূর্ব্বদেহোৎপন্নং বুদ্ধিসংযোগং যোগবিষয়য়া বুদ্ধ্যা সংযোগং লভতে; ততঃ চ হে কুরুনন্দন! ভূয়ঃ পুনরপি সংসিদ্ধৌ মোক্ষলাভায় যততে প্রযত্নং করোতি ॥ ৪৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তত্রেতি। তত্র যোগিনাং কুলে তং বুদ্ধিসংযোগং বুদ্ধ্যা সংযোগং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদৈহিকং পূর্ব্বস্মিন্ দেহে ভবং পৌর্ব্বদৈহিকং যততে চ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বুদ্ধ্যোত্যাত্মবিষয়য়েতি শেষঃ, পূর্ব্বস্মিন্ দেহে ভবং তত্রানুষ্ঠিতসাধনবিশেষযুক্তমিত্যর্থঃ। তর্হি যথোক্তজন্মান সাধনানুষ্ঠানমন্তরেণৈব বুদ্ধিসম্বন্ধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যততে চেতি। প্রযত্নঃ শ্রবণাদ্যনুষ্ঠানবিষয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

সদ্বংশে জন্ম পরিগ্রহ করত যোগভ্রষ্ট যতিগণ পূর্ব্বজন্মে লব্ধ সংস্কার বর্ত্তমান জীবনে প্রাপ্ত হইয়া, হে কুরুনন্দন? পুনঃ যোগে সিদ্ধ হইবার জন্য যত্ন করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

আভাস

মানব দেহ-ত্যাগ করিলেও, তাহার লিঙ্গদেহের কোন বৈকল্য ঘটে না। মরণকালে মোহ বা বিকলতাদি যে সমস্ত ভাবের পরিচয় দেহে পরিদৃষ্ট হয়, সে সমস্ত ক্লেশ দেহের অনুরোধেই ঘটিয়া থাকে। দেহ অবসন্ন, পীড়িত এবং জীবন-ধারণে অক্ষম হইলে, দেহ-নিষ্ঠ যন্ত্রণাদি লিঙ্গদেহকেও তৎকালে আক্রমণ করে বটে, কিন্তু দেহ পরিত্যাগে লিঙ্গদেহ পৃথক্ হইলে, দেহ-জনিত উপদ্রব আর লিঙ্গদেহকে স্পর্শ করে না; সুতরাং মরণান্তে লিঙ্গদেহ স্বভাবস্থ হইয়া, স্বকীয় সংস্কার অনুসারে ভোগদেহের রচনা করিয়া লয়। অর্থাৎ বৃক্ষ, লতাদির বীজ যেমন পার্থিব উর্ব্বরা শক্তির আশ্রয়ে যথাকালে স্বীয় ভাবানুসারে অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষাদি মূর্ত্তিতে পরিণত হয়, সেইরূপ জীবাত্মা লিঙ্গদেহও স্বীয় কর্ম্মানুসারে অর্থাৎ কর্ম্মের সংস্কার অনুসারে বিশ্বব্যাপিনী অনন্তশক্তি প্রকৃতির আশ্রয়ে উর্ব্বরিত হইয়া, জাতি আয়ু এবং ভোগানুরূপ ভোগদেহ পাইয়া মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করে। তাহার তাহাতে পূর্ব্বস্মৃতি ও সংস্কারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই হইতে থাকে। মরণ-ই জীবের ধ্বংসের কারণ নহে; তদ্দ্বারা ভগবৎ-সৃষ্ট জগৎকে পরীক্ষা করিবার

শাঙ্করভাষ্যম্।

যত্নং করোতি ততস্তস্মাৎপূর্ব্বকৃতাৎ সংস্কারাদ্ভূয়ো বহুতরং সংসিদ্ধিনিমিত্তং হে কুরু-নন্দন ॥ ৪৩ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

ততঃ কিমত আহ তত্রেতি সার্দ্ধেন। স তত্র দ্বিপ্রকারেঽপি জন্মনি পূর্ব্বদেহ-ভবং পৌর্ব্বদৈহিকং তমেব ব্রহ্মবিষয়য়া বুদ্ধ্যা সংযোগং লভতে, ততশ্চ ভূয়োঽধিকং সংসিদ্ধৌ মোক্ষে প্রযত্নং করোতি ॥ ৪৩ ॥

আভাস।

জ্ঞান এবং সামর্থ্য উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। এই শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ব সংস্কার এবং তাহার আগ্রহ মরণান্তে বিলুপ্ত হয় না। বরং পূর্ব্বদেহ-জনিত বুদ্ধি-সংযোগ অর্থাৎ বুদ্ধি-পূর্ব্বক কৃত কর্ম্মের ফলাফল এবং তজ্জনিত আসক্তি বা বৈরাগ্য-সংস্কার জীবাত্মা বিস্মৃত হয় না। অবশ্য পর জীবনে কিছুকাল অনভিজ্ঞ বালকবেশে অবস্থান করিলেও, উক্ত সংস্কার সমূহ প্রসুপ্তের ন্যায় অন্তরেই অবস্থান করে; পরে দেহাদি ইন্দ্রিয়বর্গের বলাধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা উত্তরোত্তর জাগিয়া উঠে এবং অনুকূল বা প্রতিকূল বিষয়ের সংসর্গে উক্ত সংস্কার সমূহ কার্য্যে পরিণত হয়, বা অন্তর হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

এই শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কুরু-নন্দন বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহাকে প্রতিবোধিত করিয়াছেন যে, মহারাজ কুরু যুধিষ্ঠিরাদি উভয় কুরু-পাণ্ডবকুলের পূর্ব্ব-পুরুষ একজন অতি পবিত্র রাজচক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন। ধর্ম্মানুষ্ঠানে তিনি বিখ্যাত! অনেক বার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করায়, এই বর্ত্তমান যুদ্ধের স্থানটী ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। তুমিও যোগভ্রষ্ট হইয়া এই পবিত্র কুরুকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ! নতুবা সম্পূর্ণ হিংসামূলক রণক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ উপনীত লোকের মধ্যে কেবল তোমারই এতাদৃশ বৈরাগ্যের উদয় কেন হইল!. তোমার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত অহিংসামূলক সংস্কারের অনুরোধেই এ জন্মে এ জাতীয় বিপক্ষ-পক্ষের উপস্থিতিতেও অহিংসা-বৃত্তির উদয় হইয়াছে। এক্ষণে ভোগদেহের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়া, তুমি অন্তর্জ্জগতের উদ্রেক দ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎকারে অগ্রসর হইলে, সংসার হইতে যে তুমি মুক্ত হইবে, এই বৈরাগ্যই তাহার যথেষ্ট পরিচয়।

ভোগায়তন দেহ পরিত্যাগ করিলে, লিঙ্গদেহাবচ্ছিন্ন জীবাত্মার শক্তি অনির্ব্বচনীয়; এবং তাহার গতিও অপ্রতিহত! লিঙ্গদেহ অবাধে ব্রহ্মলোকাদি সকল

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ।

তেন এব পূর্ব্ব-ভ্যাসেন পূর্ব্বজন্ম-কৃতাভ্যাস-বশেন সঃ জনঃ অবশঃ অনিচ্ছন্ এব যোগমার্গে হ্রিয়তে আকৃষ্যতে। কিং পুনঃ প্রবৃত্তঃ যোগী! অপ্রবৃত্তঃ যোগস্য স্বরূপং জিজ্ঞাসুঃ অপি শব্দব্রহ্ম বেদং বেদোক্ত-কর্ম্ম-ফলানি চ অতিবর্ত্ততে অতিক্রামতি ॥ ৪৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথংভূতং পূর্ব্বদেহবুদ্ধিসংযোগং ইতি তদুচ্যতে পূর্ব্বেতি। যঃ পূর্ব্বজন্মনি কৃতোঽভ্যাসঃ স পূর্ব্বাভ্যাসস্তেনৈব বলবতা হ্রিয়তে সংসিদ্ধৌ হি যস্মাদবশোঽপি স যোগভ্রষ্টঃ, ন কৃতং চেৎ যোগাভ্যাসজাৎ সংস্কারাৎ বলবত্তরমধর্ম্মাদিলক্ষণং কর্ম্ম তদা যোগাভ্যাস-জনিতেন সংস্কারেণাহ্রিয়তে অধর্ম্মশ্চেদ্বলবত্তরঃ কৃত স্তেন যোগজো-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যদি পূর্ব্বসংস্কারোঽস্যেচ্ছামুপনয়ন্ প্রবর্ত্তয়তি তথা চাপ্রবৃত্তিরনিচ্ছয়া স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ পূর্ব্বেতি। স হি যোগভ্রষ্টঃ সমনন্তরজন্মকৃতসংস্কারবশাদুত্তরস্মিন্ জন্মনি অনিচ্ছন্নপি যোগং প্রত্যেবাকৃষ্টো ভবতীত্যর্থঃ। তত্র কৈমুতিকন্যায়ং সূচয়তি জিজ্ঞাসুরিতি। পূর্ব্বার্দ্ধং বিভজতে পূর্ব্বেতি। তস্মান্নেচ্ছয়া তস্য প্রবৃত্তিরিতি শেষঃ। যোগভ্রষ্টস্যাধর্ম্মাদি প্রতিবন্ধেঽপি তর্হি পূর্ব্বাভ্যাসবশাৎ বুদ্ধিসম্বন্ধঃ স্যাদিত্যা-

আভাস।

লোকে বিচরণ করিতে পারে; কিন্তু কোন লোকে ভোগার্থ বাস করিতে পারে না। সংস্কারের অনুরূপ ভোগদেহের রচনা হইলে, সেইরূপ ভোগ-লোকে আশ্রয় লাভে ভোগ করিতে থাকে। সেখানে ভোগের অনুভবে ও বিচারে শিক্ষিত হইয়া, ভোগদেহ পুনঃ পরিত্যাগে সংস্কারানুরূপ ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়। এইরূপ জন্ম-মরণের প্রবাহে পর্য্যটন করত, যখন ভোগানুরূপ সংস্কার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, তখনই সংসার-বন্ধন হইতে সে জীব মুক্ত হইল, জানিতে হইবে॥ ৪৩ ॥

যত বারই জন্ম পরিগ্রহ করা হয়, ভোগের পরীক্ষায় প্রতিবারই জ্ঞানেরই উৎকর্ষ সাধন হইয়া থাকে। তবে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক বৃত্তি-ভেদে চিত্তের পরিবর্ত্তন অল্প কাল বা বহু কালের অপেক্ষা করিতে পারে। সত্ত্বগুণ-প্রধান চিত্তে ভ্রম অতি অল্পই হয়; একবার সে যাহা বুঝে, আর দ্বিতীয়বার

শাঙ্করভাষ্যম্।

২পি সংস্কারোঽভিভূয়ত এব তৎক্ষয়ে তু যোগজঃ সংস্কারঃ স্বয়মেব কার্য্যমারভতে ন দীর্ঘকালস্থস্যাপি বিনাশ স্তস্যাস্তীত্যতো জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য স্বরূপং জ্ঞাতুমিচ্ছন্ যোগমার্গে প্রবৃত্তঃ সংন্যাসী যোগভ্রষ্টঃ সামর্থ্যাৎ সোঽপি শব্দব্রহ্ম বেদোক্তকর্ম্মা-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শঙ্ক্যাহ নেত্যাদিনা। যদি যোগভ্রষ্টেন যোগাভ্যাসজনিত-সংস্কারপ্রাবল্যাৎ প্রবলতর-ধর্ম্মপ্রভেদরূপং কর্ম্ম ন কৃতং স্যাত্তদা তেন সংস্কারেণ বশীকৃতং সন্নিচ্ছাদি রহিতোঽপি বুদ্ধিসম্বন্ধভাগ্ ভবতীত্যর্থঃ। বিপক্ষে যোগসংস্কারস্যাভিভূতত্বান্ন কার্য্যা-রম্ভকত্বমিত্যাহ অধর্ম্মশ্চেদিতি। যোগজ-সংস্কারস্যাধর্ম্মাভিভূতস্য কার্য্যমকৃত্বৈবা-ভিভাবক-প্রাবল্যে প্রণাশঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তৎক্ষয়ে ত্বিতি। কালব্যবধানান্নিবৃত্তিং শঙ্কিত্বোক্তং নেতি। তৃণজলৌকাদৃষ্টান্তশ্রুত্যা সঙ্কারস্য দীর্ঘতায়াঃ সমধিগতত্বাদিতি

বর্ত্তমান জীবনে যোগসিদ্ধির জন্য বিশেষ যত্ন করিতে আর হয় না। কারণ তাহার প্রারব্ধই অবশভাবে যোগের অনুকূল পথে ও সুসংযোগের সঙ্কুলনে যোগীকে পূর্ব্বাভিলম্বিত পথেই উত্তোলন করিয়া থাকে। কারণ যোগানুষ্ঠানের কথা দূরে থাকুক, যাহারা কেবল যোগের স্বরূপ মাত্র জানিবার জন্য গুরু-সন্নিধানে জিজ্ঞাসু মাত্র হন, তাঁহারাও বেদোক্ত কর্ম্ম-কাণ্ডকে অনুষ্ঠানে আনয়ন না করিলেও, সকল কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; বরং তদপেক্ষা সুখতম স্থানে গমন করেন, সন্দেহ নাই। অহো! সৃষ্টিপথে যোগের এতই আদর! ॥ ৪৪ ॥

আভাস।

বুঝিবার প্রয়োজন হয় না, রাজসিক বা তামস চিত্তে তাদৃশ ফল সত্বর পাওয়া যায় না। বুদ্ধি-পূর্ব্বক বিষয়-বিচার ও নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করায়, যাহার চিত্ত সত্বগুণময় হয়, সেই ব্যক্তিই যোগে আরোহণের উপযুক্ত পাত্র। তাহার হৃদয়ে আর ভ্রম বা প্রমাদের সম্ভাবনা থাকে না; সুতরাং তাদৃশ যোগী মরণান্তে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বলে উত্তরোত্তর উন্নতির পথেই অগ্রসর হইয়া থাকেন।

মরণান্তে সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া যখন সকল লিঙ্গদেহকেই দেহান্তর গ্রহণ করিতে হয়, তখন যোগীও স্বীয় সংস্কার অনুসারে তাদৃশ দেহই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

ষ্ঠানফলমতিবর্ত্ততে কর্ম্মানুষ্ঠানলক্ষণমতিক্রামতি অপাকরিষ্যতি কিমুত বুদ্ধ্যা যো যোগং তন্নিষ্ঠোঽভ্যাসং কুর্য্যাৎ॥ ৪৪॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভাবঃ কৈমুতিকন্যায়োক্তিপরমুত্তরার্দ্ধং বিভজতে জিজ্ঞাসুরপীত্যাদিনা। অত্রাপি সংন্যাসীতি বিশেষণং পূর্ব্ববদবধেয়মিত্যাহ সামর্থ্যাদিতি। ন হি কর্ম্মী কর্ম্মমার্গে প্রবৃত্তস্ততো ভ্রষ্টঃ শঙ্কিতুং শক্যতে। অতঃ সংন্যাসী পূর্ব্বোক্তৈর্বিশেষণৈঃ বিশিষ্টো-যোগভ্রষ্টোঽভীষ্টঃ সোঽপি বৈদিকং কর্ম্ম তৎফলঞ্চাতিবর্ত্ততে কিমুত যোগং বুদ্ধ্বা তন্নিষ্ঠঃ সদাভ্যাসং কুর্ব্বন্ কর্ম্ম তৎফলঞ্চাতিবর্ত্ততে কিমিতি বক্তব্যমিতি যোজনা, যোগনিষ্ঠস্য কর্ম্ম তৎফলাতিবর্ত্তনং ততোঽধিকফলাবাপ্তি বিবক্ষ্যতে॥ ৪৪॥

স্বামিকৃতটীকা।

তত্র হেতুঃ পূর্ব্বেতি। তেনৈব পূর্ব্বদেহকৃতাভ্যাসেনাবশোঽপি কুতশ্চিদন্তরায়া-দনিচ্ছন্নপি স ক্রিয়তে বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্ত্য ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ক্রিয়তে। তদেবং পূর্ব্বাভ্যাস-বশেন প্রযত্নং কুর্ব্বন্ শনৈর্মুচ্যত ইতীমমর্থং কৈমুত্যন্যায়েন স্পষ্টয়তি জিজ্ঞাসুরিতি সার্দ্ধেন। যোগস্য স্বরূপং জিজ্ঞাসুরেব কেবলং ন তু প্রাপ্তযোগঃ এবংভূতো যোগে প্রবিষ্টমাত্রোঽপি পাপবশাদ্যোগভ্রষ্টোঽপি শব্দব্রহ্ম বেদমতিবর্ত্ততে বেদোক্ত-কর্ম্মফলান্যতিক্রামতি তেভ্যোঽধিকং ফলং প্রাপ্য মুচ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৪৪॥

আভাস।

এবং সংস্কার অনুসারে তাঁহাদের চিত্তে তদনুরূপ স্মৃতিও জাগিয়া উঠে এবং অবশ ভাবে যেন বাধ্য হইয়া সংস্কারানুরূপ কর্ম্মে তাঁহারাও প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যোগীতে কিছু বিশেষত্ব আছে। সাধারণ ভোগী অর্থাৎ ঈশ্বর জ্ঞানহীন বা আত্মজ্ঞান-শূন্য বিষয়াসক্ত ভোগী জীব স্বীয় সংস্কার বা স্মৃতির অনুসারে ভোগের জন্য যে ভোগ-দেহ বা ভোগলোক প্রাপ্ত হয়, তাহার আর উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট বলিয়া কোন বিচার বা নিয়ম থাকে না। সংস্কার অনুসারে ঊর্দ্ধ বা অধোলোকে এবং দেব তির্য্যক্ বা মনুষ্য বলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট লোক বা যোনির স্থির থাকে না। কারণ, বিচারিত ভোগ এবং অন্ধের ন্যায় অবিচারিত ভোগের বিশেষ পার্থক্য আছে। ভোগের জন্য সকল জীবই সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু ভোগ্যের স্বরূপ, সম্বন্ধ, ফল এবং পরিণামাদির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া, যাহারা ভোগ করেন, তাঁহাদের ভোগ বা জন্মান্তরের আর কারণ হয় না। কিন্তু যাহারা অন্ধের ন্যায়, অন্ধকারে অভিভূত ভাবে ভোগ করে, তাদৃশ জনগণকে মৃত্যুর পর ঊর্দ্ধ বা অধঃভেদে কোন্

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেক-জন্মসংসিদ্ধ স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ।

প্রযত্নাৎ উত্তরোত্তরং অধিকং যোগে প্রযতমানঃ যত্নং কুর্ব্বন্ সংশুদ্ধ-কিল্বিষঃ নিরস্তপাপঃ, যোগী অনেক-জন্ম-সংসিদ্ধঃ অনেকৈঃ জন্মভিঃ পুণ্যোপচয়াৎ চ সংসিদ্ধঃ সন্ পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং মুক্তিং যাতি লভতে ॥ ৪৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কুতশ্চ যোগিত্বং শ্রেয় ইতি প্রযত্নাদিতি। প্রযত্নাৎ প্রযতমানাদধিকতরং যতমান ইত্যর্থঃ। তত্র যোগী বিদ্বান্ সংশুদ্ধকিল্বিষো বিশুদ্ধকিল্বিষঃ সংশুদ্ধপাপোঽনেক-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যোগনিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বে হেত্বন্তরং বক্তুং উত্তরশ্লোকমবতারয়তি কুতশ্চেতি। মৃদুপ্রযত্নোঽপি ক্রমেণ মোক্ষ্যতে চেদধিকপ্রযত্নস্য ক্লেশহেতোরকিঞ্চিৎকরত্বমিত্যাশঙ্ক্য

দেখ অর্জ্জুন! বিষয়-সম্ভোগ জনিত পাপ তাপ ও হৃদয়-গ্লানিকে তুচ্ছের ন্যায় তাচ্ছিল্য করিয়া, যাঁহারা মন-প্রাণে যত্ন করত আত্ম-সাক্ষাৎ-কারে যত্নশীল হন এবং এই প্রকারে বহু জন্ম জন্মান্তরের চেষ্টায় কৃত-কার্য্য হইলে, তবে পরম ব্রহ্মস্বরূপ গতি লাভ করিতে পারেন॥ ৪৫ ॥

আভাস।

যোনিতে যে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহার নিশ্চয় থাকে না। যোগী বিচার পূর্ব্বক ভোগ করায়, নিকৃষ্ট তির্য্যগাদি যোনিতে তাঁহাকে গমন করিতে হয় না; বরং যোগে কথঞ্চিৎ অগ্রসর যোগীর পক্ষে মরণের পর, উন্নত যোনিতে গমনের কথা দূরে থাকুক, যোগের জিজ্ঞাসু অর্থাৎ বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা সহকারে যোগানুষ্ঠানে ইচ্ছুক ব্যক্তিও বেদোক্ত যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে কৃতকর্ম্মা পুণ্যবান্ ব্যক্তির প্রাপ্তব্য পুণ্যভূমে গমনের অধিকার লাভ করিয়া থাকেন। প্রকৃত যোগী অভ্যাস ও বৈরাগ্য-বলে বলীয়ান্ হইয়া, মরণের পর যে জন্ম ধারণ করেন, তাহাতে তাঁহাদের পূর্ব্ব জন্মের অভ্যস্ত যোগ-সংস্কারের পর অবশিষ্ট স্তরে আরোহণের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন এবং পরিণামে আত্ম-সাক্ষাৎকারে কৃতার্থ হইয়া, মুক্তিলাভ করেন॥ ৪৪ ॥

যিনি যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি ঠিক পর জন্মেই যে পরাগতি লাভ

শাঙ্করভাষ্যম্।

কেষু জন্মসু কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংস্কারজাতমুপচিত্য তেনোপচিতেনানেকজন্মকৃতেন সংসিদ্ধোঽনেকজন্ম-সংসিদ্ধঃ ততো লব্ধসম্যগ্দর্শনঃ সন্ যাতি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং ॥ ৪৫ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

হেত্বন্তরমেব প্রকটয়তি প্রযত্নাদিতি। তত্র যোগবিষয়ে প্রযত্নাতিরেকে সতীত্যর্থঃ, ততঃ সঞ্চিত-সংস্কার-সমুদায়াদিতি যাবৎ, সমুৎপন্ন-সম্যগ্দর্শনবশাৎ প্রকৃষ্টা গতিঃ সংন্যাসিনা লভ্যতে তেন শীঘ্রং মুক্তিমিচ্ছন্নধিকপ্রযত্নো ভবেদল্পপ্রযত্নস্তু চিরেণৈব মুক্তিভাগিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

যদৈবং মন্দপ্রযত্নোঽপি যোগী পরাং গতিং যাতি তদা যস্তু যোগী প্রযত্নাদুত্তরোত্তরমধিকং যোগে যতমানো যত্নং কুর্ব্বন্ যোগেনৈব সংশুদ্ধকিল্বিষো বিধূতপাপঃ সোঽনেকেষু জন্মসূপচিতেন যোগেন সংসিদ্ধঃ সম্যগ্‌জ্ঞানী ভূত্বা ততঃ শ্রেষ্ঠাং গতিং যাতীতি কিংবক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

আভাস।

করিবেন, তাহার কোন স্থিরতা নাই। কারণ "তীব্র সংবেগানাং আসন্নঃ ফল-প্রাপ্তিঃ"। আগ্রহের আতিশয্য থাকিলে, ফল নিকট হয়; এবং মৃদু মন্দ ভেদে মুক্তিলাভে বিলম্বও হইতে পারে। মোট কথা, তথাপি সাধারণ যাজ্ঞিক পুণ্যবান্ ব্যক্তিদের ন্যায়, যোগীর আর পুনঃ পতনের সম্ভাবনা থাকে না। তাঁহাদের ভোগ-বাসনা অন্তরে লুক্কায়িত থাকিলেও, স্বর্গাদি পুণ্যভূমেই ভোগ করিয়া, পুনঃ জ্ঞান-সংস্কারের কল্যাণে তাঁহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও উন্নতির পথেই অগ্রসর হন। এমন কি! অনেক জন্ম জন্মান্তর অপার সুখ-স্বচ্ছন্দ ভোগ করত, সর্ব্বান্তে মুক্ত হন ॥ ৪৫ ॥

অহো! "দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম কুলে জন্ম সুদুর্ল্লভং! দুর্ল্লভং জ্ঞান-রত্নঞ্চ ঘোরে চাত্র মহার্ণবে" ॥ এই সংসার-মহাসমুদ্রে কত প্রকারের কত জীব যে জন্ম পরিগ্রহে বিচরণ করিতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে! কিন্তু কেহই নিশ্চিন্তে সুস্থ ভাবে অবস্থিত নহে; অতি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ হইতে অতি বৃহৎ মাতঙ্গ কুরঙ্গ পর্য্যন্ত এবং দেব তির্য্যক্ ও নর জাতিস্থ সকল জীবই সুখ বা শান্তির প্রার্থনায় নিরন্তর প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছে। এই সংসার মহাসমুদ্রের কূল কিনারা কেহ

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥৪৬॥

অন্বয়ঃ।

তপস্বিভ্যঃ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদিকৃদ্ভ্যঃ যোগী অধিকঃ উৎকৃষ্টঃ, জ্ঞানিভ্যঃ তত্ত্বজ্ঞানোত্তরং মনোনাশ-বাসনা-ক্ষয়কারী যোগী অধিকঃ মতঃ স্বীকৃতঃ, কর্ম্মিভ্যঃ চ

শাঙ্করভাষ্যম্।

যস্মাদেবং তস্মাৎ তপস্বিভ্য ইতি। তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি জ্ঞান-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সম্যগ্‌জ্ঞানদ্বারা মোক্ষহেতুত্বং যোগস্যোক্তমনূদ্য যোগিনঃ সর্ব্বাধিকত্বমাহ যস্মাদিতি। যোগস্য সর্ব্বস্মাৎকর্ষাদবশ্যকর্ত্তব্যতায় যোগিনঃ সর্ব্বাধিক্যং সাধয়তি

সংসারে যোগীর তুলনায় কেহ দণ্ডায়মান হইতে পারেন না। যাহারা কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের অনুষ্ঠানে ঘোরতর তপস্বীর পরিচয় দেন, যোগী তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। যাঁহারা শাস্ত্রার্থ বিচারে তত্ত্বজ্ঞানের চরম মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা মনোবাসনার ক্ষয়কারী যোগী অনেক শ্রেষ্ঠ! এবং যাঁহারা

আভাস।

কখনও পান নাই; এবং পাইবেন বলিয়াও প্রত্যাশা নাই। কারণ ইহা সম্পূর্ণ সকল রকমে গোলাকার। কেবল পৃথিবী গোলাকার নহে; পৃথিবী যাহার অন্তরে, সে আকাশও গোলাকার; চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র সকলই গোলাকার; বীজ গোলাকার এবং বৃক্ষের স্কন্ধ শাখা পুষ্প পত্র এবং ফলও গোলাকার। এমন কি! জীব জন্তুও গোলাকার। কেবল উদ্যমের মুখে কথঞ্চিৎ ক্ষণকালের জন্য লম্বা দেখায়; কার্য্যের সমাপনে সকলেই তাল-গোল পাকাইয়া পড়িয়া যায়। অর্জ্জুনাদির ন্যায় খ্যাতনামা বলবীর্য্য-সম্পন্ন কত লোক এই পৃথিবী পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিয়াছেন যে, পর্য্যটন যে স্থান হইতে আরম্ভ করিয়াছেন, বহুকালের পর আবার সেই স্থানেই তাঁহারা প্রত্যাগত হইয়াছেন। অতএব এ সংসারে যিনি দুঃখের আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইবার প্রত্যাশায় বাল্যকাল হইতে যত্নপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়াছেন, বৃদ্ধ জীবনে সেই দুঃখের আক্রমণেই পুনঃ পতিত, প্রত্যেককে অনুভব করিতে হইতেছে। কৈ! মরণ কালে হাস্যমুখে ও স্বচ্ছন্দ- চিত্তে

অন্বয়ঃ।

সদক্ষিণ-জ্যোতিষ্টোমাদি-কর্ম্মানুষ্ঠায়িভ্যঃ চ যোগী অধিকঃ উৎকৃষ্টঃ ; তস্মাৎ হে অর্জ্জুন! ত্বং যোগী ভব ॥ ৪৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অত্র শাস্ত্রার্থপাণ্ডিত্যং তদ্বদ্ভ্যোঽপি মতো জ্ঞাতোঽধিকঃ শ্রেষ্ঠঃ ইতি কর্ম্মিভ্যো-ঽগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম তদ্বদ্ভ্যোঽধিকো যোগী বিশিষ্টঃ তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তপস্বিভ্য ইতি। যোগিনো জ্ঞানিনশ্চ পর্য্যায়ত্বাৎ কথং তস্য জ্ঞানিভ্যোঽধিকত্ব-মিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানমিতি। যোগিনঃ সর্ব্বাধিকত্বে ফলিতমাহ তস্মাদিতি ॥ ৪৬ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

যস্মাদেবং তস্মাত্তপস্বিভ্য ইতি। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি-তপোনিষ্ঠেভ্যোঽপি, জ্ঞানিভ্যঃ শাস্ত্রবিজ্ঞানবদ্ভ্যোঽপি, কর্ম্মিভ্য ইষ্টাপূর্ত্তাদি-কর্ম্মকারিভ্যোঽপি যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমতঃ তস্মাত্ত্বং যোগী ভব ॥ ৪৬ ॥

বেদোক্ত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের সদক্ষিণ প্রতিষ্ঠা দ্বারা স্বর্গাদি পুণ্যভূমে গমনের অধিকারী হইয়াছেন, তাদৃশ কর্ম্মবীরগণের অপেক্ষা সকল কর্ম্মফলত্যাগী জিতেন্দ্রিয় যোগী সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। অতএব যোগীর আদরই যখন সর্ব্বাংশে সর্ব্বত্র, হে অর্জ্জুন! তখন তুমিও যোগী হইবার চেষ্টা কর! ॥ ৪৬ ॥

আভাস।

এবং আগ্রহ-সহকারে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে ত কাহাকেও দেখা যায় না। মরণকালে সকলকেই প্রায় মনে ও মুখে স্বীকার করিতে হয় যে, আজীবন সকল কার্য্যেই পণ্ডশ্রম হইয়াছে! কি এক অলৌকিক ভ্রমের অনুরোধে বৃথা পরিশ্রমে জীবন অতিবাহিত করা হইয়াছে। অতএব এই ভ্রমের সংশোধনের জন্য জ্ঞানের শরণাগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

জ্ঞানী বা জ্ঞানমূর্ত্তি শাস্ত্র মানবের জীবন-যাত্রার সৌকর্য্যার্থ চারিটী পন্থার উপদেশ দিয়াছেন। তপস্যা, জ্ঞান, কর্ম্ম এবং যোগ; ইহার প্রত্যেকটী ইষ্টপ্রদ এবং জীবাত্মার উত্তরোত্তর উন্নতি-সাধক। তন্মধ্যে কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রত এবং পঞ্চাগ্নি তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা যাঁহারা দেহকে সর্ব্বপ্রকার ভোগ-বাসনা হইতে নিরস্ত করণে একাগ্রতায় যত্ন করেন, তাঁহারাই তপস্বী। তপোবলে আধ্যাত্মিক উন্নতি

আভাস।

লাভে তাঁহারা মরণান্তে পুণ্যলোকে গমন করত, পুণ্যফল ভোগ করিয়া থাকেন। তাদৃশ তপস্বীর অপেক্ষা তত্ত্ব-বিচারে নিপুণ হিতাহিত বিচারে বিবেকী জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। কেবল জ্ঞানী অপেক্ষা পুনঃ কর্ম্মী শ্রেষ্ঠ; কারণ বিচারে অবধারণ মাত্র করিয়া নিরস্ত থাকা অপেক্ষা, ক্রিয়া দ্বারা জ্ঞাত বিষয়কে অভ্যাসে আনয়ন করা উৎকৃষ্ট। বাইসিকেল (দুই চাকার গাড়িতে) চড়িবারও পদ্ধতিকে মনোমধ্যে ধারণা করিলেই, চড়া যায় না; চড়িবার অভ্যাস করিতে হয়। অনেক বঙ্গদেশী সংস্কৃতজ্ঞ লোক আছেন যাঁহারা দেব-নাগর ভাষা পড়িতে পারেন এবং অক্ষরও চিনেন, কিন্তু মাতৃভাষার ন্যায় লিখিতে পারেন না। তবে যাঁহারা পড়েন এবং লিখিতেও পারেন, তাঁহারা যেমন শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ যাঁহারা পূজা হোমাদি দ্বারা নিষ্পন্ন যাগ যজ্ঞ করিবার পদ্ধতি জানেন এবং দেবতাদিগকে প্রত্যক্ষে জাগরিত করিয়া ফল-সংগ্রহে অধিকারী হন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। অনেক পুরোহিত ঘটস্থাপন বা প্রতিমাদির প্রাণপ্রতিষ্ঠা কেবল মন্ত্রোচ্চারণে মাত্র করিয়া যান, কিন্তু দেবতার আবির্ভাব করাইতে পারেন না; তাঁহাদের অপেক্ষা জ্ঞানবান্ কর্ম্মী শ্রেষ্ঠ। যথা "অর্চ্চনস্য তপোযোগাৎ অর্চ্চনস্যাতিশায়নাৎ। আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমৃচ্ছতি"॥ শালগ্রামাদি প্রতিমাতে পূজা করিবার পদ্ধতি আর্য্য সন্তানগণের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত আছে; এবং তাহার ফলশ্রুতিও যথেষ্ট আছে। কিন্তু তাহা এক্ষণে প্রকৃত কার্য্যে পরিণত হওয়া নিতান্তই স্বল্প। পূজকের প্রথমত তপোবল থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ ভোগ বাসনাদি পরিহারে পূজা ব্যাপারে পূজকের তপোবল অর্থাৎ একাগ্রতার বিশেষ প্রয়োজন। তৎপরে পূজাকার্য্যে প্রাণ মনের তীব্র সংযোগ অর্থাৎ উৎকট অধ্যবসায় ও যত্ন সহকারে দেব-ভাবের সহিত আত্ম-ভাবের বিনিময়ে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক পূজা করা বিধেয়। তৃতীয়ত যে দেবতার পূজা করিতেছেন, তাঁহার ধ্যানের সহিত প্রতিমাতে যদি আভিরূপ্য থাকে, অর্থাৎ ধ্যেয় মূর্ত্তির সহিত বাহিক প্রতিমার সৌসাদৃশ্য থাকে, তাহা হইলে ধ্যেয় দেবতা অন্তরীক্ষে প্রতিমাতে অধিষ্ঠিত হন। সুতরাং তাদৃশ পূজক তপস্বী ও জ্ঞানীর অপেক্ষা কর্ম্মী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নামে আখ্যাত হন।

তাদৃশ কর্ম্মীও যোগীর নিকট পরাস্ত। কারণ ইঁহাদের তপস্যা, জ্ঞান এবং কর্ম্মের উপর প্রতিপত্তি থাকিলেও নিজের বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মভাব এবং পরম চৈতন্য পরমেশ-ভাবের ধারণা হয় নাই। তাঁহারা তদবধি ফলের

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ :

যোগিনাং যমনিয়মাদি-পরাণাং সর্ব্বেষাং মধ্যে অন্তরাত্মনা সর্ব্বান্তঃকরণেন

শাঙ্করভাষ্যম্।

যোগিনামিতি। যোগিনামপি সর্ব্বেষাং রুদ্রাদিত্যাদিধ্যানপরাণাং মধ্যে মদ্গতেন

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নম্বাদিত্যো বিরাড়াত্মা সূত্রং কারণমক্ষরমিত্যেতেষামুপাসকা ভূয়াংসো যোগিনো গম্যন্তে তেষাং কতমঃ শ্রেয়ানিষ্যতে তত্রাহ যোগিনামিতি। যো ভগবন্তং সগুণং নির্গুণংবা যথোক্তেন চেতসা শ্রদ্ধধানঃ সন্ননবরতমনুসন্ধত্তে স যুক্তানাং

আবার যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগের অনুশীলনে সিদ্ধ যোগীগণের মধ্যে যাঁহারা ভগবৎপরায়ণ হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা পরম পুরুষ পরমেশ আমাকে বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে ভজনা করেন, আমার মতে তাঁহারাই সর্ব্ব রকমের যোগীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বলিয়াই প্রসিদ্ধ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীখগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রিকৃত ষষ্ঠাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

আভাস।

প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমি-ভাব ও বিশাল পরমেশ-শক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্ম করিয়া থাকেন। যোগীর কিন্তু ফলের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। তাঁহারা একাগ্রতার সহিত মন ও প্রাণকে নিরোধ করত, চতুর্বিংশতি তত্ত্বের প্রত্যেক স্তরকে আপনার আয়ত্ত করত বিশুদ্ধ আমি-স্বরূপে আরোহণে অগ্রসর হন। তাঁহারা জড় দেহকে উপেক্ষা করত চিন্ময় আত্ম-স্বরূপকে অবধারণে প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তির প্রতিরোধে সংসার-জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। সুতরাং যোগী পূর্ব্বোক্ত তপস্বী, জ্ঞানী এবং কর্ম্মীর অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব মানব-জীবনের উৎকৃষ্ট কার্য্য যোগী হইবার উপদেশ-বাণী অর্জ্জুনকে প্রদান করত উৎসাহবান্ করায় শ্রীকৃষ্ণ এই কলিদোষগ্রস্ত মানবের যে কি উপকার করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত ॥ ৪৬ ॥

পরলোকে ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে অতি ক্ষুদ্র অথচ অতি সরল উপায়ের আশ্রয়ে মানব-জীবনকে কৃতার্থ হইবার ইঙ্গিত করত বলিয়াছেন যে, চতুর্বিংশতি

অন্বয়ঃ ।

মদ্গতেন ময়ি আসক্তেন মনসা শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্ধাযুক্তঃ এব সন্ যঃ মাং পরমাত্মানং ভজতে সঃ মে মম যুক্ততমঃ শ্রেষ্ঠঃ মতঃ সম্মতঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃতান্বয়ে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

ময়ি বাসুদেবে সমাহিতেনান্তরাত্মনান্তঃকরণেন শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্দধানঃ সন্ ভজতে সেবতে যো মাং স মে মম যুক্ততমোঽতিশয়েন যুক্তো মতোঽভিপ্রেত ইতি ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

মধ্যেঽতিশয়েন যুক্তঃ শ্রেয়ানীশ্বরস্যাভিপ্রেতঃ ন হি তদীয়োঽভিপ্রায়োঽন্যথা ভবিতুমর্হতীত্যর্থঃ, তদনেনাধ্যায়েন কর্ম্মযোগস্য সংন্যাসহেতো মর্য্যাদাং দর্শয়তা সাঙ্গং যোগং বিবৃণ্বতা মনোনিগ্রহোপায়োপদেশেন যোগভ্রষ্টস্যাত্যন্তিকনাশশঙ্কাঞ্চ শিথিলয়তা ত্বম্পদার্থাভিজ্ঞস্য জ্ঞাননিষ্ঠত্বোক্ত্যা বাক্যার্থজ্ঞানান্মুক্তিরিতি সাধিতং ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দগিরিকৃতটীকায়াং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

স্বামিকৃতটীকা ।

যোগিনামপি যমনিয়মাদিপরাণাং মধ্যে মদ্ভক্তঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ যোগিনামপীতি। মদ্গতেন ময্যাসক্তেনান্তরাত্মনা মনসা যো মাং পরমেশ্বরং শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন্ ভজতে স যোগযুক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠো মম সম্মতঃ । অতো মদ্ভক্তো ভবেতি ভাবঃ ।

আত্মযোগমবোচদ্ যো ভক্তিযোগশিরোমণিং ।

তং বন্দে পরমানন্দং মাধবং ভক্তসেবধিং ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

আভাস ।

তত্ত্বের সাক্ষাৎকারের পর অন্তে চৈতন্য-স্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার করিয়া যোগী যেন নিরস্ত না থাকেন! কারণ তখনও তাঁহাকে নিরাশ্রয়ে থাকিতে হইবে। আশ্রয় ব্যতীত শান্তি নাই! স্বাধীন ভাবে জগতে কেহ কোথায়ও নাই। পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানই স্বাধীন! তিনিই পরমেশ পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা! তিনি অন্তর্যামী মূর্ত্তিতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সৃষ্ট জগতের অন্তরে এবং উপসংহার-শক্তি কাল-মূর্ত্তিতে

আভাস।

বিশ্বের আধার ভাবে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারই অন্তর্নিহিত স্বকীয় বৈষ্ণবী শক্তি প্রকৃতির বিকারে বিশ্ব রচিত হয় এবং নিদ্রাকালে জীব-চৈতন্যে চিত্তবৃত্তির নিবিশমান হইবার ন্যায়, এই অনন্ত বিশ্ব-সংসার ঈশবৃত্তির ন্যায় সেই পরম চৈতন্য স্বরূপে নিবিশমান হইয়া যায়। হে অর্জ্জুন! সেই তিনিই আমি! আমি যে মনুষ্য বিগ্রহে তোমার সমীপে উপস্থিত আছি, ইহা কেবল ভক্তের প্রার্থনার উত্তর দিবার জন্য, সাধক ভক্তের গ্রাহ্য পরম-ব্রহ্মের বৃত্তি বা রূপ মাত্র। অতএব যোগী স্বীয় দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্য-স্বরূপের অনুসরণে, দেহাতীত আত্ম-স্বরূপকে অবধারণ পূর্ব্বক যখন পরম চৈতন্য-স্বরূপ সর্ব্বাধার আমাতে আত্ম-সমর্পণ করিবে, তখনই তিনি আশ্রয় লাভে চির কৃতার্থ হইবেন ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীখগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রিকৃত ষষ্ঠাধ্যায়ের আভাস সমাপ্ত ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ—ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥১॥

অন্বয়ঃ।

ঐশ্বরং রূপং নিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবান্ উবাচ। হে পার্থ! ময়ি পরমেশ্বরে আসক্তমনাঃ আসক্তং অভিনিবিষ্টং মনো যস্য সঃ তথা মদাশ্রয়ঃ অনন্যশরণঃ সন্ যোগং যুঞ্জন্ অভ্যস্যন্ অসংশয়ং তথা সমগ্রং বিভূতি-বলৈশ্বর্য্যাদি-সহিতং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥" ইতি প্রশ্নবীজমুপন্যস্য স্বয়মেব ঈদৃশং মদীয়ং তত্ত্বমেবং মদ্গতান্তরাত্মা স্যাদিত্যেতদ্ বিবক্ষুঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ ময়ীতি। ময়ি বক্ষ্যমাণবিশে·

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কর্ম্মসংন্যাসাত্মকসাধনপ্রধানং ত্বংপদার্থপ্রধানং বা প্রথম-ষট্‌কং ব্যাখ্যায় মধ্যম-ষট্‌কমুপাস্যনিষ্ঠং তৎপদার্থনিষ্ঠং বা ব্যাখ্যাতুমারভমানঃ সমনন্তরাধ্যায়মবতারতি যোগিনামিতি। অতীতাধ্যায়ান্তে মদ্গতেনান্তরাত্মনা যো ভজতে মামিতি প্রশ্ন-

---

হে পার্থ! ভগবানের শরণাগত হইয়া, পরমাত্মস্বরূপ আমারই সাক্ষাৎকার-লাভের প্রত্যাশায় সমাহিত-চিত্তে যোগের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত যোগী যে প্রকারে আমার সর্ব্বস্বরূপের ভাব নিঃসংশয়ে অবগত হইতে পারেন, তাহার প্রকার আমি বর্ণন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর!॥ ১ ॥

আভাস।

ব্যবসাদার মহাজনগণ ব্যাপারীর নিকট হইতে মাল খরিদ করিবার কালে নিজেরা একটী তুলাদণ্ড সহ পরিমাপক মন ও বাট্‌খারাদি রাখেন, যদ্দারা ওজন

শাঙ্করভাষ্যম্।

যণে পরমেশ্বরে আসক্তং মনো যস্য স ময্যাসক্তমনাঃ, হে পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মনঃসমাধানং কুর্ব্বন্, মদাশ্রয়ঃ অহমেব পরমেশ্বর আশ্রয়ো যস্য স মদাশ্রয়ঃ যোহি কশ্চিৎ পুরুষার্থেন কেনচিদর্থী ভবতি, স তৎসাধনং কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদি তপোদানং বা কিঞ্চিদাশ্রয়ং প্রতিপদ্যতে, অয়ং তু যোগী মামেব আশ্রয়ং প্রতিপদ্যতে, হিত্বা অন্যৎ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বীজং প্রদর্শ্য কীদৃশং ভগবত্তত্ত্বং কথং বা মদ্গতান্তরাত্মা স্যাদিত্যর্জ্জুনস্য প্রশ্নদ্বয়ে জাতে স্বয়মেব ভগবান্ অপৃষ্টমেব তদ্বক্তুমিচ্ছন্নুক্তবানিত্যর্থঃ। পরমেশ্বরস্য বক্ষ্যমাণবিশেষণত্বং সকলজগদায়তনত্বাদি-নানাবিধ-বিভূতি-ভাগিত্বং তত্রাসক্তির্ম্মনসো বিষয়ান্তরপরিহারেণ তন্নিষ্ঠত্বম্। মনসো ভগবত্যেবাসক্তৌ হেতুমাহ যোগমিতি বিষয়ান্তরপরিহারে হি গোচরমালোচ্যমানে ভগবত্যেব প্রতিষ্ঠিতো ভবতীত্যর্থঃ।

স্বামিকৃতটীকা।

বিজ্ঞেয়মাত্মনস্তত্ত্বং সযোগং সমুদাহৃতং। ভজনীয়মথেদানীমৈশ্বরং রূপমীর্য্যতে ॥ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে মদ্গতেনান্তরাত্মনা যো মাং ভজতে স মে যুক্ততমো মত ইত্যুক্তং তত্র কীদৃশস্ত্বং যস্য ভক্তিঃ কর্ত্তব্যেত্যপেক্ষায়াং স্বস্বরূপং নিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ ময্যীতি। ময়ি পরমেশ্বরে আসক্তমভিনিবিষ্টং মনো যস্য সঃ মদাশ্রয়োঽহমেবাশ্রয়ো যস্য অনন্যশরণঃ সন্ যোগং যুঞ্জন্নভ্যস্যন্নসংশয়ং যথা ভবত্যেবং মাং সমগ্রং বিভূতি-বলৈশ্বর্য্যাদিসহিতং যথা জ্ঞাস্যসি তদিদং ময়া বক্ষ্যমাণং শৃণু ॥ ১ ॥

আভাস।

করিয়া সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী বুঝিয়া লইতে পারেন। রাশীকৃত মাল দেখিয়া সাধারণ লোক বিস্মিত হন বটে, কিন্তু তৌল করিবার উপকরণ মহাজনের নিকট থাকায়, বিস্ময়ের পরিবর্ত্তে বুঝিয়া পাইবার উপলক্ষে বরং তাহার আনন্দই জন্মে।

এই বিশ্বসংসারের মূর্ত্তি এবং গতি দর্শনে সাধারণ মানব-হৃদয়ে বিস্ময়, ভীতি এবং ঔদাসীন্যেরই উদয় হইয়া থাকে। কুরুক্ষেত্র রণ-প্রাঙ্গণে গাণ্ডীব-ধন্বা অর্জ্জুনই তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত। অর্জ্জুনকে রণজয়ী করত সুখী করিবার অভিপ্রায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্ম-স্বরূপের অবধারণার্থ এবং ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের জন্য উপদেশ উপলক্ষে এই অপূর্ব্ব গীতার উল্লেখ করিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বিমুগ্ধ-হৃদয় অর্জ্জুনকে যুদ্ধার্থ উৎসাহ প্রদান না করিয়া, আত্ম-সাক্ষাৎকার পূর্ব্বক ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের উপদেশটী যেন সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া অনেকের ধারণা হইতে পারে;

শাঙ্করভাষ্যম্।

সাধনান্তরং ময্যেবাসক্তমনা ভবতি। যস্ত্বমেবংভূতঃ সন্ অসংশয়ং সমগ্রং সমস্তং বিভূতিবিবলশক্ত্যৈশ্বর্য্যাদিগুণসম্পন্নং মাং যথা যেন প্রকারেণ জ্ঞাস্যসি সংশয়মন্তরেণ এবমেব ভগবানিতি তৎ শৃণু উচ্যমানং ময়া॥ ১॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তথাপি স্বাশ্রয়ে পুরুষো মনঃ স্থাপয়তি নান্যত্রেত্যাশঙ্ক্যাহ মদাশ্রয় ইতি। যোগিনো যদীশ্বরাশ্রয়ত্বেন তস্মিন্নেবাসক্তমনস্ত্বমুপপন্নন্তং তদুপপাদয়তি যো হীতি। ঈশ্বরাখ্যাশ্রয়স্য প্রতিপত্তিমেব প্রকটয়তি হিত্বেতি। অস্ত যোগিনস্তদাশ্রয়প্রতিপত্ত্যা মনসস্তয্যেবাসক্তিস্তথাপি মম কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্য দ্বিতীয়ার্দ্ধং ব্যাচষ্টে যস্ত্বমেবমিতি। এবম্ভূতো যথোক্তধ্যাননিষ্ঠপুরুষবদেব ময্যাসক্তমনা যস্ত্বং তথাবিধঃ সন্নসংশয়মবিদ্যমানঃ সংশয়ো যত্র জ্ঞানে তদ্যথা স্যাত্তথা মাং সমগ্রং জ্ঞাস্যসীতি সম্বন্ধঃ।

আভাস।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্! অযথা বাক্যের প্রয়োগ তাঁহার দ্বারা কখন সম্ভব নহে। কারণ অর্জ্জুনের ন্যায় মানব মাত্রেই এই সংসার-রণ-ক্ষেত্ররূপ দেহক্ষেত্রে হিতাহিতের সংগ্রামে নিরন্তর প্রবৃত্ত! সুতরাং অর্জ্জুনকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার উপদেশ মানবকে প্রদান করিয়াছেন।

এই উপদেশের প্রথম উপকরণ নিজ-স্বরূপের পরিচয় লাভ। কারণ তৌলদণ্ড ও বাটখারা না থাকিলে যেমন ব্যাপারীর মাল বুঝিয়া লওয়া যায় না, সেইরূপ নিজের জ্ঞানের ওজন বা স্বরূপ না জানিলে, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং তাহার স্রষ্টা মূল ব্যাপারী পরমাত্মার স্বরূপ কি করিয়া অবধারণ করা সঙ্গত হইবে! এবং অর্জ্জুনেরও আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবগণের প্রতি আত্মীয়তা বা মায়া মোহের ওজন কি প্রকারে হইতে পারে! সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার উপদেশ-বাক্য গীতাকে তিনটী ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম ছয় অধ্যায়ের প্রথম অধ্যায়ে অজ্ঞান-কুহকের অবতারণাকে প্রয়োজন বলিয়া নির্দ্দেশ করত, জীবের নিজের স্বরূপ আত্মা যদ্দ্বারা জগৎ ও জগজ্জীবনকে বুঝিতে এবং পরিমাণ করিতে হইবে, সেই আত্মার স্বরূপাবধারণের পদ্ধতি বর্ণন করিয়াছেন। কারণ বুঝিবার বা সংগ্রহের দ্বারা আপনার করিতে যত মালই উপস্থিত হউক না, মহাজনের পরিমাপক মনাদি বাট্ যদি খারা হয়, ওজন করিতে যেমন অধিক বিলম্ব হয় না, সেইরূপ যাহার দ্বারা বুঝিয়া আত্মসাৎ করিতে হইবে, সেই বুঝিবার দ্রব্য নিজের আত্মার অবধারণটী অপর পাঁচ অধ্যায়ে সমাপ্ত করিয়াছেন! দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে যাহাকে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সমগ্রমিত্যস্যার্থমাহ সমস্তেতি বিভূতি-র্নানাবিধৈশ্বর্য্যোপায়সম্পত্তিঃ। বলং শরীর-গতং সামর্থ্যম্। শক্তির্মনোগতং প্রাগল্ভ্যম্। ঐশ্বর্য্যমীশিতব্যবিষয়মীশনসামর্থ্যম্, আদিশব্দেন জ্ঞানেচ্ছাদয়ো গৃহ্যন্তে। অসংশয়মিতি পদস্য ক্রিয়াবিশেষণত্বং বিশদয়ন্ ক্রিয়াপদেন সম্বন্ধং কথয়তি সংশয়মিতি। বিনা সংশয়ং ভগবত্তত্ত্বপরিজ্ঞানমেব স্ফোরয়তি এবমেবেতি। ভগবত্তত্ত্বে জ্ঞাতব্যে কথং মম জ্ঞানমুপদেক্ষ্যতি, ন হি ত্বামৃতে তদুপদেষ্টা কশ্চিদস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ তচ্ছৃণ্বিতি॥ ১॥

আভাস।

এই আত্মার দ্বারা বুঝিতে হইবে সেই পরমাত্ম-স্বরূপ এবং তাহার সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই দুইটীর নির্ণয় হইলে, কি প্রকারে তাহা ওজন করত আত্মসাৎ অর্থাৎ আয়ত্ত করিতে হইবে, তাহার পদ্ধতি তৃতীয় ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণন করিয়াছেন।

ষষ্ঠাধ্যায়ের পরি-সমাপ্তিতে বলিয়াছেন যে, "যোগীনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গাতে-নান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ প্রথমত তপস্বী জ্ঞানী, কর্ম্মী ও যোগীর প্রশংসা করিয়া, সর্ব্বপেক্ষা যোগীর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়ে বিশেষ আদরের উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ পূর্ব্বোক্ত তিনটী তপস্বী, জ্ঞানী এবং কর্ম্মী উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ ও অদরণীয় হইলেও, সকলে প্রকৃত মুক্তির অধিকারী নহেন। উক্ত তিনটীর কার্য্য যোগের পরিকর্ম্ম মাত্র। যেমন অঙ্ক-শাস্ত্রে যোগ, বিয়োগ, হরণ এবং পূরণ কার্য্য স্বয়ংসিদ্ধ নহে; কেবল প্রধান কর্ম্ম অঙ্ক-বিদ্যার সাহায্য-কারী মাত্র; অথচ না জানিলে, অঙ্ক-বিদ্যায় অধিকার জন্মে না, সেইরূপ তপস্যা, শাস্ত্রালোচনা-জনিত জ্ঞান এবং নিত্য নৈমিত্তিকাদি যাগ যজ্ঞ কর্ম্ম মুক্তিদানে স্বয়ং সিদ্ধ না হইলেও, যোগের আনুকূল্য এবং তাহার ভিত্তি স্থাপন করিয়া দেয়। সুতরাং আদরাতিশয়ে তাহারা অনুষ্ঠেয়। কিন্তু যোগ একটী অপূর্ব্ব অনুষ্ঠান, যাহার কল্যাণে যোগী সেই অভিলষিত মোক্ষ-পদে আরোহণ করিতে পারেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ভাবে দক্ষ হইয়া উচ্চস্তরে আরোহণ করত আত্মসাক্ষাৎকারে অধিকারী হইলে, সংসার-জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভে আত্মানন্দ অনুভব করেন সত্য! কিন্তু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী পরমানন্দ লাভ তাঁহার হয় না! সে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতে হইলে, পরমেশে প্রাণ-সমর্পণ করা প্রয়োজন। অতএব যোগের চরম উৎকর্ষই আত্ম-সাক্ষাৎকার; এবং তাহার চরম ফল ভগবৎসন্দর্শন!

ভগবৎস্বরূপের অবধারণ করিতে হইলে, তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রয়োজন; যাহার

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।

অহং তে তুভ্যং সবিজ্ঞানং অনুভব-সহিতং ইদং মদ্বিষয়ং জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং অশেষতঃ সাকল্যেন বক্ষ্যামি যৎ জ্ঞাত্বা ইহ (শ্রেয়োমার্গে বর্ত্তমানস্য তব) ভূয়ঃ পুনঃ অন্যৎ জ্ঞাতব্যং ন অবশিষ্যতে ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তচ্চ মদ্‌বিষয়ং জ্ঞানং ইতি তে তুভ্যমহং সবিজ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং স্বানুভব-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

জ্ঞাস্যসীত্যুক্ত্যা পরোক্ষজ্ঞানশঙ্কায়াং তন্নিবৃত্ত্যর্থং তদুক্তিপ্রকারমেব বিবৃণোতি তচ্চেতি। ইদমপরোক্ষং জ্ঞানং চৈতন্যম্। তস্য সবিজ্ঞানস্য প্রতিলম্ভে কিং স্যাদিত্যা-

---

শাস্ত্র এবং আচার্য্যগণের উপদিষ্ট তত্ত্ব সমূহের জ্ঞান এবং সে গুলিকে ধারণার দ্বারা প্রত্যক্ষে প্রতীত করিবার পদ্ধতি সমূহ এরূপ বিস্তৃত ভাবে ও এরূপ বিশদরূপে আমি তোমার নিকট বর্ণন করিব, যাহা তুমি হৃদয়ঙ্গম করিলে, এ জগতে আর কিছু তোমার বুঝিবার অবশিষ্ট থাকিবে না ॥ ২ ॥

আভাস।

আশ্রয়ে যোগী তন্নিষ্ঠ এবং তৎপরায়ণ হইয়া, চির আনন্দ অনুভব করিবেন। প্রথম শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগীর অবধারণ-যোগ্য নিজের স্বরূপকে বর্ণনের অভি-প্রায়ে অর্জ্জুনকে উৎসাহ প্রদানে বলিয়াছিলেন যে, হে অর্জ্জুন! উপনিষদাদি উৎকৃষ্ট বেদান্ত গ্রন্থও যাঁহাকে "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" মন বুদ্ধি অহঙ্কার ইন্দ্রিয়গ্রাম যাঁহাকে অবধারণে অক্ষম হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, বলিয়া বারংবার স্বীকার করিয়াছেন, সেই পরমাত্ম-স্বরূপের প্রকৃত অবধারণ তোমার নিকট করিতেছি। কেবল নির্ভরপ্রাণে এবং ঐকান্তিক ভক্তি-সহকারে অগ্রসর হইলে, সমগ্র বল, বিভূতি এবং ঐশ্বর্য্যপূর্ণ আমার পরমার্থ ভাবকে যাহাতে অবধারণ করা যায়, আমি সেই ভাবে সমস্ত বর্ণন করিতেছি; সে সমস্ত তুমি শ্রবণ কর! ॥ ১ ॥

যে সকল উপদেশ বাক্য শাস্ত্রানুমোদিত এবং যুক্তিযুক্ত তাহাই পণ্ডিতগণ

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।

অন্বয়ঃ।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিৎ পুণ্যবান্ জনঃ সিদ্ধয়ে আত্মজ্ঞানায় যততি

শাঙ্করভাষ্যম্।

সংযুক্তমিদং বক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি অশেষতঃ কার্ৎস্নেন। তজ্ জ্ঞানং বিবক্ষিতং স্তৌতি শ্রোতুরভিমুখীকরণায়। যৎ জ্ঞাত্বা যজ্ জ্ঞানং জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়ঃ পুনর্জ্ঞাতব্যং পুরুষার্থসাধনম্ অবশিষ্যতে নাবশেষো ভবতীতি মত্তত্ত্বজ্ঞো যঃ স সর্ব্বজ্ঞো ভবতীত্যর্থঃ। অতো বিশিষ্টফলত্বাৎ দুর্লভং জ্ঞানম্ ॥ ২ ॥

কথমিত্যুচ্যতে মনুষ্যাণ্যাং মধ্যে সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি প্রযত্নং করোতি সিদ্ধয়ে

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

শক্ষ্যাহ যজ্ জ্ঞাত্বেতি। ইদমা চৈতন্যস্য পরোক্ষত্বং ব্যাবর্ত্ত্যতে। তদেব সবিজ্ঞানমিতি বিশেষণেন স্ফুটয়তি, অশেষতঃ অনবশেষেণ। তদ্বেদনফলোপন্যাসেন শ্রোতারং তস্য বণপ্রবণং করোতি তজ্ জ্ঞানমিতি। একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানশ্রুতিমাশ্রিত্যোক্তরাঙ্কিতাৎপর্য্যমাহ যজ্ জ্ঞাত্বেতি। ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানস্য বিশিষ্টফলত্বমুক্ত্বা ফলিতমাহ অত ইতি ॥ ২ ॥

জ্ঞানস্য দুর্লভত্বং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি কথমিত্যাদিনা। সহস্র-শব্দস্য বহু-

স্বামিকৃতটীকা।

বক্ষ্যমাণং স্তৌতি জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং, বিজ্ঞানমনুভব স্তৎসহিতমিদং মদ্বিষয়মশেষতঃ সাকল্যেন বক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বা ইহ শ্রেয়োমার্গে বর্ত্তমানস্য পুনরন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্টং ন ভবতি তেনৈব কৃতার্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

দেখ! তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণে মৌখিক সন্তোষ প্রকাশের লোক

আভাস।

গ্রহণ করিয়া থাকেন; নতুবা অসদৃশ বাক্যকে উন্মাদের প্রলাপোক্তি স্বরূপ উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এই শ্লোকে ভগবান্ সবিজ্ঞান জ্ঞানের কথা বলিবেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শাস্ত্র এবং আচার্য্য বাক্যে শ্রুত বিষয়ের ধারণাকে জ্ঞান বলা যায় এবং সেই সমস্ত অবধারিত বিষয়কে প্রণিধান পূর্ব্বক চিত্তে একাগ্রভাবে বা তন্ময় ভাবে চিন্তা করার নাম বিজ্ঞান। সুতরাং ভগবানের উপদেশ শাস্ত্রানুমোদিত এবং হৃদয়গ্রাহী। বিশেষত তন্ময় ভাবে তাদৃশ উপদেশকে বিচার পূর্ব্বক হৃদয়ে স্থান দিলে, অপরোক্ষভাবে সত্যস্বরূপে তাহা প্রতীত হয়, তজ্জন্য আর সংশয়ের সম্ভাবনা থাকে না এবং আধ্যাত্মিক সকল তত্ত্বই সুস্পষ্ট হইবে, আর জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হইবে না, বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

মানব মাত্রেই প্রায় প্রয়োজনের দাস। ভোগদেহের অভ্যন্তরে আশ্রিতের

যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।

প্রযততে ; যততাং সিদ্ধানাং আত্মজ্ঞানবিশিষ্টানাং সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিৎ এব জনঃ মাং পরমাত্মানং তত্ত্বতঃ যাথার্থ্যেন বেত্তি জানাতি ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

সিদ্ধ্যর্থম্। তেষাং যততামপি সিদ্ধানাং সিদ্ধা এব হি তে যে মোক্ষায় যতন্তে তেষাং, কশ্চিদেব মাং বেত্তি তত্ত্বতো যথাবৎ ॥ ৩ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বাচকত্বমুপেত্য ব্যাকরোতি অনেকেম্বিতি। সিদ্ধয়ে সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানোৎপত্ত্যর্থং ইত্যর্থঃ। সিদ্ধ্যর্থং যতমানানাং কথং সিদ্ধত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ সিদ্ধা এবেতি। সর্বেষা-মেব তেষাং জ্ঞানোদয়াৎ তস্য স্থূলভত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ তেষামিতি ॥ ৩ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

মদ্ভক্তিং বিনা তু মজ্জ্ঞানং দুর্লভমিত্যাহ মনুষ্যাণামিতি। অসংখ্যাতানাং জীবানাং মধ্যে মনুষ্যাণান্তু সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব পুণ্যবশাৎ সিদ্ধয়ে আত্মজ্ঞানায় প্রযততে, প্রযত্নং কুর্ব্বতামপি সহস্রেষু প্রাক্তনপুণ্যবশাদাত্মানং বেত্তি, তদ্দৃশানাঞ্চ আত্মজ্ঞানাং সহস্রেষু কশ্চিদেব মাং পরমাত্মানং মৎপ্রসাদেন তত্ত্বতো বেত্তি, তদেব-মতিদুর্লভমপ্যাত্মতত্ত্বং তুভ্যমহং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

অনেক আছে ; কিন্তু শ্রবণের পর সেই তত্ত্বসমূহকে অন্তরে ধারণা করিবার লোক অতি বিরল। তত্ত্বসমূহের বিবরণ শ্রবণ করিয়া সহস্রের মধ্যে অতি অল্প লোক তাহা ধারণার দ্বারা সিদ্ধি লাভে চেষ্টা করে ; এবং তাদৃশ সিদ্ধ-কাম সহস্র ব্যক্তির মধ্যে কদাচিৎ দুই একজন ব্যক্তি পরমার্থত আমার ভাব অবধারণ করিতে সক্ষম হন ॥ ৩ ॥

আভাস।

ন্যায় অবস্থান করায়, দেহের অভাব এবং অভিযোগের পূরণার্থই নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত থাকে ; নিজের নিষ্কৃতি লাভের প্রতি মনোযোগী হয় না। পুত্রের বিবাহ দিবার উপলক্ষে অভিমানী বরকর্ত্তা বরের গাড়ি সাজান, সাজ পোষাক সংগ্রহ; বরযাত্রের অভ্যর্থনা ও সঙ্গী লোকজন সংগ্রহ করিতেই ব্যস্ত বিগ্রহের

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।

অন্বয়ঃ।

ভূমিঃ পৃথিবীতন্মাত্রং, আপঃ, অনলঃ, বায়ুঃ, আকাশতন্মাত্রং, মনঃ মনসঃ কারণং অহঙ্কারঃ, বুদ্ধিঃ অহঙ্কার-কারণং মহত্তত্ত্বং, অহঙ্কারঃ ইতি অবিদ্যাযুক্তং

শাঙ্করভাষ্যম্।

অতঃ শ্রোতারং প্ররোচনেনাভিমুখীকৃত্যাহ। ভূমিরিতি পৃথিবীতন্মাত্রমুচ্যতে,

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

জ্ঞানার্থং প্রযত্নস্য তদ্দ্বারা জ্ঞানলাভস্য তদ্দ্বারেণ মুক্তেশ্চ দুর্লভত্বাভিধানস্য শ্রোতৃপ্ররোচনং ফলমিতি মত্বাহ শ্রোতারমিতি। আত্মনঃ সর্ব্বাত্মকত্বেন পরিপূর্ণত্ব-মবতারয়ন্নাদাবপরাং প্রকৃতিমুপন্যস্যতি আহেতি। ভূমিশব্দস্য ব্যবহার-যোগ্যস্থূল-

এই পরিদৃশ্যমান স্থূল জগতের উত্তরোত্তর কারণ-মূর্ত্তিতে বিদ্যমান ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ এবং ব্যোম নামক পঞ্চ তন্মাত্র,

আভাস।

অতীত করিলেন। এদিকে রাত্রি আটটার মধ্যে বিবাহের লগ্ন স্থির ছিল। কন্যার পিতা দুঃখিত হৃদয়ে সেই গ্রামের অপর একটী পাত্রকে ধরিয়া কন্যা পাত্রস্থ করত বিবাহ কার্য্য শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। এদিকে পূর্ব্ব বর মহা সমারোহে গ্রামে উপস্থিত। তখন কি করা যায় মনে করিয়া, গ্রামস্থ লোক একটী দাসী-কন্যার সহিত বরের বিবাহ দিয়া বলিলেন, বাপু হে! এবার এই কন্যা লইয়াই ফিরিয়া যাও! আমরা তোমাকেত চিনিলাম! বারান্তরে দেখা যাইবে। মানব দেহ-রথকে সজ্জিত করিতেই বৃথা জীবন অতিবাহিত করিয়া ফেলে; মরণকালে মনে পড়ে যে, অকিঞ্চিৎকর দেহের কল্যাণে এ জীবন বৃথায় অতিবাহিত করা হইয়াছে, আর এরূপ করা হইবে না। এবার জন্মের আরম্ভ হইতে এরূপ কর্ম্মে মনোনিবেশ করিব, যাহাতে গর্ভবাসে আর যাইতে না হয়। এইরূপ বহুবার জন্ম গ্রহণে ক্রমশঃ বিচক্ষণতা লাভ হইলে, জ্ঞানী ব্যক্তি ভব-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের কামনা করেন। এইরূপ বহুবার কামনা করত হাজার হাজার ব্যক্তির মধ্যে অতি অল্প লোকই পরমার্থ ভাবে আত্মার স্বরূপ এবং পরমাত্মা ভাবের অবধারণে পরম পদ প্রাপ্ত হয়। পরবর্ত্তী শ্লোক সমূহে জ্ঞাতব্য ভগবৎ স্বরূপের বর্ণন হইয়াছে॥ ৩॥

ব্রহ্ম স্বরূপের নির্ণয় ব্যাপারে বেদান্তাদি দর্শন শাস্ত্র দুইটী পদ্ধতির পরিচয়

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।

অব্যক্তং ইতি ইয়ং যথোক্তা প্রকৃতিঃ মে মম অষ্টধা ভিন্না ঐশ্বরী মায়াশক্তিঃ ইতি ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন স্থূলা, ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ইতি বচনাৎ তথাবাদয়োঽপি তন্মাত্রাণ্যেব উচ্যন্তে।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পৃথিবীবিষয়ত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি ভূমিরিতীতি। তত্র হেতুমাহ ভিন্নেতি। প্রকৃতি-সমভিব্যাহারাৎ গন্ধতন্মাত্রং স্থূলপৃথিবীপ্রকৃতিরুত্তর-বিকারো ভূমিরিত্যুচ্যতে ন বিশেষ-ইত্যর্থঃ। ভূমিশব্দবদবাদিশব্দানামপি সূক্ষ্মভূতবিষয়ত্বমাহ তথেতি। তেষামপি

স্বামিকৃতটীকা।

এবং শ্রোতারমভিমুখীকৃত্যেদানীং প্রকৃতিদ্বারা সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বেনেশ্বরতত্ত্বং প্রতিজ্ঞাতং নিরূপয়িষ্যন্ পরাপরভেদেন প্রকৃতিদ্বয়মাহ ভূমিরিতি দ্বাভ্যাং। ভূম্যাদীনি পঞ্চ ভূতসূক্ষ্মাণি মনঃশব্দেন তৎকারণভূতোঽহঙ্কারঃ, বুদ্ধিশব্দেন তৎকারণ-মহত্তত্ত্বং। অহঙ্কার-শব্দেন তৎকারণমবিদ্যা ইত্যেবমষ্টধা ভিন্না, যদ্বা ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চ মহাভূতানি সূক্ষ্মৈঃ সহৈকীকৃত্য গৃহ্যন্তে, অহঙ্কার-শব্দেনৈবাহঙ্কারস্তেনৈব তৎকার্য্যাণীন্দ্রিয়াণ্যপি গৃহ্যন্তে, বুদ্ধিরিতি মহত্তত্ত্বং, মনঃশব্দেন তু মনসৈবোন্নেয়মব্যক্তস্বরূপং প্রধানমিত্যনেন প্রকারেণ, মে প্রকৃতি র্মায়াখ্যা শক্তিরষ্টধা ভিন্না বিভাগং প্রাপ্তা, চতুর্ব্বিংশতি-ভেদভিন্নাপ্যষ্টস্বেবান্তর্ভাব-বিবক্ষয়াষ্টধা-ভিন্নেত্যুক্তং, তথাচ ক্ষেত্রাধ্যায়ে ইমামেব প্রকৃতিং চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বাত্মনা প্রপঞ্চয়িষ্যতি, মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরা ইতি ॥ ৪ ॥

অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি এবং অব্যক্তা প্রকৃতি এই আটটী মদীয়া শক্তির বহির্ম্মুখা প্রকৃতি। এই বহির্ম্মুখা প্রকৃতির পর পর পরিণামে স্থূল স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ রচিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

আভাস।

পাওয়া যায়; একটী অতি সূক্ষ্ম পরমাত্ম-চৈতন্য-স্বরূপ হইতে অবতরণ করত উত্তরোত্তর প্রত্যক্ষে পরিদৃষ্ট স্থূল পৃথিবী ও দেহাদি তত্ত্বের অনুসন্ধানে তত্ত্বের অনুশীলন; এবং অপরটী অতি স্থূল পৃথিব্যাদি তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, উত্তরোত্তর কারণের অনুসন্ধানে মূল কারণ পূর্ণব্রহ্ম ভাবে উপনীত হওয়া। উভয়টীই প্রশস্ত

শাঙ্করভাষ্যম্।

আপোঽনলঃ বায়ুঃ খং মন ইতি মনসঃ কারণমহঙ্কারঃ গৃহ্যতে। বুদ্ধিরিত্যহঙ্কার-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রকৃতিসমানাধিকৃতত্বাবিশেষাৎ তন্মাত্রাণাং পূর্ব্বপূর্ব্ব-প্রকৃতীনামুত্তর-বিকারাণাং ন বিশেষত্বসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। মনঃশব্দস্য সংকল্পবিকল্পাত্মক-করণ-বিষয়ত্বমাশঙ্ক্যাহ মন ইতীতি। ন খল্বহঙ্কারাভাবে সংকল্পবিকল্পয়োরসম্ভবাত্তদাত্মকং মনঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ।

আভাস।

পথ হইলেও, পশ্চাৎ উক্ত পথটীকে শ্রেয়ঃকল্প জ্ঞানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিম্ন স্তর হইতে আরোহণের পদ্ধতি অনুসরণে শ্লোকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দুঃখ দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট কলিরোগগ্রস্ত মানবের পক্ষে অতি স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ উন্নতির পথে আরোহণ করাই মঙ্গল বিবেচনা করিয়া, স্থূল পৃথিবী, জল, অনল, অনিল, আকাশ, অহঙ্কার, বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব এবং চিত্ত বা অবিদ্যাযুক্ত অব্যক্ত শক্তি মায়া, এই আটটীকে স্থির উত্তরোত্তর তত্ত্বকে কারণ-রূপে তিনি নির্ণয় করিয়াছেন। এই আটটী কারণ-তত্ত্বকে ভগবান্ নিজ শক্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু শক্তি ও শক্তিমান্ চৈতন্যস্বরূপের পরস্পরের মধ্যে স্বরূপত বিভিন্ন ভাব ধারণাতে আসিলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে কেহ কাহাকে পরিত্যাগে সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে অর্থাৎ নিঃসঙ্গের ন্যায় থাকিতে পারেন না; অবিনাভাব-সম্বন্ধে উভয়ে চির কাল একত্রই আছেন। তবে কখনও কাহার উৎকর্ষ, কখনও বা কাহার অপকর্ষ ভাবের পরিচয় হয় মাত্র। শক্তির উৎকর্ষে উত্তরোত্তর প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত ক্ষিত্যাদি এই চতুর্ব্বিংশতি পরিণামে পরিণত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড রচনার উপকরণ হয় এবং শক্তিমান্ পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানভাবের উৎকর্ষে উক্ত ব্রহ্মাণ্ড রচনার উপকরণ সমূহ প্রতিলোম পরিণামে স্ব স্ব কারণে লীন হইতে হইতে মূল শক্তি প্রধানা প্রকৃতিতে আত্মসমর্পণ করত, শক্তিমানের শক্তিরূপে অবিনাভাব-সম্বন্ধে তাঁহাতেই লীন থাকে; তখনই ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়, এবং জীবস্বরূপের চির শান্তিতে অবস্থান স্বীকার্য্য। অর্থাৎ যে জগৎস্বরূপ মৃত্তিকাভাব আমরা নয়নগোচর করিতেছি, ইহা স্থূলভূত পৃথিবী হইলেও, স্বয়ং স্বাধীন নহে; ইহাও তাহার অন্তর্নিহিত অতি সূক্ষ্ম উর্ব্বরা শক্তিরূপ ক্ষিতি-তন্মাত্রের উপর নির্ভর করে। ধরণী হইতে সমুৎপন্ন পাদপাদি তৃণ সমূহ, আম্র কাঁঠালাদি ফল মূল এবং শস্য জাতীয়

শাঙ্করভাষ্যম্।

কারণং মহত্তত্ত্বম্, অহঙ্কার ইতি অবিদ্যাসংযুক্তমব্যক্তম্। যথা বিষসংযুক্তমন্নং বিষ-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নিশ্চয়-লক্ষণা বুদ্ধিরিত্যুপগমাদ্বুদ্ধিশব্দস্য নিশ্চয়াত্মক করণ বিষয়ত্বমাশঙ্ক্যাহ বুদ্ধিরি-ত্যাতি। ন হি হিরণ্যগর্ভসমষ্টিবুদ্ধিরূপমন্তরেণ ব্যষ্টিবুদ্ধিঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ। অহঙ্কার-স্যাভিমানবিশেষাত্মকত্বেনান্তঃকরণপ্রভেদত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি অহঙ্কার ইতি। অবিদ্যা-

আভাস।

পদার্থ, এমন কি! পৃথিবীর উপরে বিপুল কলেবরে প্রকাশমান কঠিন প্রস্তরময় পর্ব্বত এবং ধরণীর অভ্যন্তরে উপচিত অভ্র, তাম্র, পারদ, সীসা, বঙ্গ, রূপা এবং সুবর্ণ, অঙ্গার (পথুরিয়া কয়লা) কেরোসিন তৈল এবং আরও কত অনন্ত প্রকারের পদার্থ বিচিত্র মূর্ত্তিতে যাহাই আমরা দেখি বা শুনি, সে সমস্তই উক্ত উর্ব্বরা শক্তি বা ক্ষিতি তন্মাত্রার রূপান্তরিত পরিণাম মাত্র। বাহ্যিক আকারে পরিদৃষ্ট শাক অন্ন ফল ফুলাদির মূর্ত্তিতে আমরা যাহাই ভোগাদির উপলক্ষে সেবন করি, প্রত্যেক পদার্থের অন্তরে উৎপাদিকা শক্তি-মূর্ত্তিতে চির দণ্ডায়-মানা ক্ষিতি তন্মাত্র-রূপ উর্ব্বরাশক্তিকেই গ্রহণ করিয়া থাকি। অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে ভূমিরূপ প্রভৃতি তত্ত্বের উল্লেখে নিজ ঐশী শক্তির পরিচয়ে তত্তৎ স্থূল ভূতের তত্তৎ তন্মাত্রেরই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

আবার আপ্ শব্দে রস তন্মাত্রের পরিচয় দিয়াছেন। অর্থাৎ ক্ষিতি যে উর্ব্বরা-শক্তির ঘনীভূত ভাবে মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে পরিণতা, সে উর্ব্বরা শক্তিও রসতন্মাত্রার ঘনীভূত তত্ত্বান্তর ভাব। সে রসতন্মাত্র জলে আছে বটে; কিন্তু ধরণী সংলগ্ন জলে যতটুকু আছে, তদপেক্ষা বৃষ্টির জলে অনেক অধিক। বৃষ্টির মূর্ত্তিতে নভোভাগ হইতে উৎকৃষ্ট উৎপাদিকা শক্তি রসতন্মাত্র হইয়া জলের অন্তর দিয়া ভূমিতে আগমন করত, ভূমির উর্ব্বরাশক্তিকে বলপ্রদান করিতেছে। এই শক্তি ভূমির উর্ব্বরা শক্তিরও উৎপাদিকা এবং কারণ-স্থানীয়া। ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ! আমরা টবে ফুলগাছাদি গাছে যে জল প্রদান করি, তাহাতে তাহারা কেবল জীবিত থাকে; কখন তাহাও থাকে না! কিন্তু এক পশ্লা সামান্য বৃষ্টি হইলে, উক্ত টবের গাছগুলি যেন নবীন মূর্ত্তিতে জীবন্তের ন্যায় প্রতীত হয়। রস তন্মাত্রও রূপতন্মাত্র অর্থাৎ তেজ-শক্তিতে পরিবর্দ্ধিত ও পরিণত হইয়া স্থূল জলের আকারে জগতে দেখা দেয়। তেজ তন্মাত্রও গতিরূপ ধারণে বায়ুতত্ত্ব হইতে

শাঙ্করভাষ্যম্।

মুচ্যতে এবমহঙ্কার-বাসনাবদব্যক্তং মূলকারণমহঙ্কার ইত্যুচ্যতে, প্রবর্ত্তকত্বাদহঙ্কারস্য।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সংযুক্তমিত্যবিদ্যাত্মকমিত্যর্থঃ। কথং মূলকারণস্যাহঙ্কারশব্দত্বমিত্যাশঙ্ক্যোক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি যথেত্যাদিনা। মূলকারণস্যাহঙ্কারশব্দত্বে হেতুমাহ প্রবর্ত্তকত্বাদিতি। তস্য প্রবর্ত্তকত্বং প্রপঞ্চয়তি অহঙ্কার এবেতি। সত্যেবাহঙ্কারে মমকারো

আভাস।

তাহার ঘনীভূত মূর্ত্তিতে প্রকাশমান হইয়া, জগতে অগ্নি মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে এবং বায়ুতত্ত্বও আকাশের ঘনীভূত ভাব-মূর্ত্তিতে অনুপম উর্ব্বরা শক্তিরূপে প্রকটিত হইয়া পর পর বায়ু, তেজ, রস এবং পৃথিবী তন্মাত্র সাজিয়া অন্তরে উর্ব্বরা-শক্তির মূর্ত্তিতে এবং বাহিরে স্থূল বায়ু, অনল, জল এবং পৃথিবী সাজিয়া স্থূল মহাভূতের পরিচয় দিতেছে। সকলেই সেই চৈতন্য ঘন বিগ্রহ পরম ব্রহ্মের ঐশী শক্তির পরিণাম মাত্র।

শ্রুতি বলিয়াছেন, তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।

আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী, পৃথিব্যাঃ ওষধয়ঃ, ওষধিভ্যঃ অন্নং, অন্নাৎ রেতঃ, রেতসঃ পুরুষঃ॥

এই মন্ত্রে আত্মাশব্দে সমষ্টি অহঙ্কার-তত্ত্বকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। যেমন নিদ্রাভঙ্গের পরই মানুষ "জাগিয়াছি" মাত্র অনুভব করে; আমি কি কি আমার বলিয়া কিছুরই ধারণা করিতে পারে না; কারণ তখন বহির্মুখী বৃত্তির অনুপস্থিতে আত্মাভিমুখী বৃত্তিরই অর্থাৎ অনুভবের বিষয় ছাড়িয়া, আত্মভাবেই বিশ্রাম করে; কিন্তু পরে কে যেন তাহাকে নিস্তব্ধ বিশ্রাম-ভাব হইতে বিশ্লিষ্ট করে; এবং প্রথম আত্মানুভূতির উদ্রেকে অন্তরে কেবল তাহার নিজের বুদ্ধিভাবেরই উদয় হয়। পরক্ষণেই কি বুঝিব! বলিয়া উক্ত বুঝি-ভাবের অন্তরঙ্গা বৃত্তির বিরুদ্ধে বহিরঙ্গ ভাবের যখন প্রকটন হয়, তখনই মানব আত্মচিন্তা হারাইয়া বহির্দৃষ্টি অর্থাৎ নিজের শক্তির প্রতি দৃষ্টির নিপতনে বুঝিবার প্রতি তাহার দৃষ্টি ধাবিত হয়। জাগিবার পরই বহির্দৃষ্টির সূচনায় প্রথম নিজের অভিমানে আমির প্রতি দৃষ্টি পড়ে; পরে আমার সম্পর্কিত পদার্থের প্রতি চিন্তা ও দৃষ্টি পড়ে। অহো! নিদ্রাকালে এই আমি ও আমার ভাব সমস্তই চিত্তে নিশ্চেষ্টের ন্যায় নিরিশমান ছিল; এবং তখন তাহাদের পরস্পরের পার্থক্যকে কে যে রক্ষা করিয়াছিলেন,

শাঙ্করভাষ্যম্।

অহঙ্কার এবহি সর্ব্বস্য প্রবৃত্তিবীজং দৃষ্টং লোকে। ইতীয়ং যথোক্তা প্রকৃতি র্মে মম ঐশ্বরী মায়াশক্তিরষ্টধা ভিন্না ভেদমাগতা ॥ ৪ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভবতি তয়োশ্চ ভাবে সর্ব্বা প্রবৃত্তিরিতি প্রসিদ্ধরিত্যর্থঃ। উক্তাং প্রকৃতিমুপসংহরতি ইতীয়মিতি। ইয়মিত্যপরোক্ষা সাক্ষিদৃশ্যেতি যাবৎ, ঐশ্বরী তদাশ্রয়া তদৈশ্বর্য্যোপাধিভূতা। প্রক্রিয়তে মহদাদ্যাকারেণেতি প্রকৃতিঃ, ত্রিগুণং জগদুপাদানং প্রধানমিতি মতং ব্যুদস্যতি মায়েতি। তস্যাস্তৎকার্য্যাকারেণ পরিণামযোগ্যত্বং দ্যোতয়তি শক্তিরিতি। অষ্টধেতি অষ্টভিঃ প্রকারৈরিতি যাবৎ ॥ ৪ ॥

আভাস।

মানব তাহার কিছুমাত্র অবধারণ করেন নাই! অথচ জানিবা মাত্র সেই বিচিত্র ভাব সমূহকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে সুস্পষ্ট করিয়া কে যে স্মৃতিতে আনিয়া দিল, মানব তাহার অনুসন্ধানও কখন করিল না। ভগবান্ সেই শক্তিকে পরাপ্রকৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। কারণ পরম পুরুষের তৎপ্রতি ঈক্ষণে সেই শক্তিও শক্তের ন্যায় আত্মপরিচয় দেন। স্বামীর আত্মীয়তার অনুরোধে পত্নী যেমন স্বামীর সকল সম্পত্তির উপর নিজের আধিপত্যের পরিচয় প্রদানরূপ কার্য্য করেন, সেইরূপ পরমা শক্তি প্রকৃতি স্বয়ং জড়া হইয়াও, পরমাত্মার ঈক্ষণ লাভে চেতনায়মানা হইয়া, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমানের পরিচয় দিয়া থাকেন। সুতরাং সেই চেতনায়মানা পরাশক্তিই জীবদেহে অনুভূতির মূর্ত্তিতে জীব-সংজ্ঞালাভ করিয়াছেন এবং বিশ্বব্যাপী বিরাটে অনুভূতি ও অন্তর্যামীর মূর্ত্তিতে পরমেশ সংজ্ঞা লাভে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন। সাধারণ মানব যেমন নিজের আমিভাব বা অনুভূতি-স্বরূপকে বজায় রাখিয়া বহির্মুখীন সাংসারিক বিচিত্র ভাবে চিত্তের পরিচয় প্রদান করে, অর্থাৎ কখন গৃহী, কখন উদাসীন বা বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষু ভাব নিজের স্বরূপের একাংশে বিকাশ করেন এবং কার্য্যের সমাপনে যে তিনি সেই আপন ভাবেই বিশ্রাম করেন, সেইরূপ পূর্ণ পরমাত্মা নিজের ব্রহ্মভাবে বজায় থাকিয়াও, শক্তির একাংশে বিশ্বের সৃজন, পালন এবং সংহার ব্যাপার একবার পরিস্ফুট, আবার অন্তর্লীন করত সেই পূর্ণব্রহ্ম আপনাতেই লীন করিয়া রাখেন। পরম ব্রহ্মের ঈক্ষণ যে আংশিক শক্তির উপর পতিত হয়, সেই চেতনায়মানা আংশিক শক্তিকেই পঞ্চম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ জীবভূত এবং ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনী পরা প্রকৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌।

অন্বয়ঃ।

ইয়ং মে প্রকৃতিঃ অপরা নিকৃষ্টা বন্ধনাত্মিকা সংসার-রূপা চ, ইতঃ অন্যাং বিশুদ্ধাং

শাঙ্করভাষ্যম্‌।

অপরেতি। অপরা ন পরা নিকৃষ্টা অশুদ্ধা অনর্থকরী সংসাররূপ বন্ধনাত্মিকেয়-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অচেতন-বর্গমেকীকর্ত্তুং প্রকৃতেরষ্টধা পরিণামং অভিধায় বিকারাবচ্ছিন্নং কার্য্য-কল্পং চেতন-বর্গমেকীকর্ত্তুং পুরুষস্য চৈতন্যস্য বিদ্যাশক্ত্যবচ্ছিন্নস্যাপি প্রকৃতিত্বং

সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের বৈষম্য নিবন্ধন অর্থাৎ গুণত্রয়ের সমভাবের বিচ্যুতির অনুরোধে এই আটটী প্রকৃতিই সৃষ্টির অভিমুখে গতি নিবন্ধন ভোগদায়িনী; সুতরাং নিকৃষ্টা। এই আটটী ব্যতীত অপর একটী আমার প্রকৃতি আছেন, যিনি গুণত্রয়ের সাম্যত্ব নিবন্ধন উৎকৃষ্টা এবং শক্তিরূপে অভেদ ভাবে বিদ্যমান থাকায়, তিনি নিত্য চেতনময়ী ও অনুভবাত্মিকা। তিনি অনুভব করিবার উপলক্ষে প্রত্যেক উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট দেহ-পুরিতে জীবাত্মা পুরুষ-মুর্ত্তিতে সর্ব্বত্র সমস্ত প্রতীত করিয়া থাকেন। এবং এই চৈতন্যময়ী প্রকৃতিই

আভাস।

এই চৈতনময়ী পরা প্রকৃতিই পুরাণাদি শাস্ত্রে পরমেশ নামে এবং তন্ত্রাদিতে মহাকালী নামে অভিহিত হইয়াছেন। অনাদি অনন্ত অদ্বিতীয় শান্ত চৈতন্যস্বরূপ শিবের অন্তর হইতে তাঁহার জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির একত্র সমবায়ে সর্ব্বপ্রসবিনী কালীর উদয় হইয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্থাবর অর্থাৎ জড় জগৎ এবং চেতনস্বরূপ জীব-নিচয়ের আবির্ভাব ঘটিতেছে। সেই ব্রহ্মময়ী কালী স্বীয় গলদেশে অতি-প্রিয় যে মুণ্ডমালা ধারণ করিতেছেন, তাহা ছিন্ন মুণ্ড নহে! জীবতত্ত্বের মালা তিনি ধারণ করিয়াছেন। একখানি প্রশস্ত দর্পণে সূর্য্যের একটী প্রতিবিম্বই পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু সেই দর্পণের কিয়দংশ ভগ্ন এবং চূর্ণ হইলে, প্রত্যেক চূর্ণ খণ্ডে তদনুরূপ অনন্ত চিক্‌চিকে প্রতিবিম্ব এবং অবশিষ্ট প্রশস্ত অংশে পূর্ণ প্রতিবিম্ব যেমন পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ অবিনাভাব-সম্বন্ধে চির-বিদ্যমান মহাশক্তি মূলা প্রকৃতিতে পূর্ণ পরমাত্ম-ভাব চির-বিদ্যমান থাকিলেও, ত্রিগুণময়া

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।

পরাং প্রকৃষ্টাং জীবভূতাং ক্ষেত্রজ্ঞ-লক্ষণাং প্রকৃতিং বিদ্ধি! হে মহাবাহো! যয়া প্রকৃত্যা জ্ঞান-লক্ষণয়া ইদং জগৎ ধার্য্যতে ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

মিতোঽন্যা যথোক্তা যা ত্বন্যাং বিশুদ্ধাং প্রকৃতিং মমাত্মভূতাং বিদ্ধি মে পরাং প্রকৃষ্টাং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কথয়িতুমুক্তাং প্রকৃতিমনূদ্য দর্শয়তি অপরেতি। নিকৃষ্টত্বং স্পষ্টয়তি অনর্থকরীতি। অনর্থকরত্বমেব স্ফোরয়তি সংসারেতি। কথঞ্চিদপ্যানন্যত্বব্যাবৃত্ত্যর্থস্তুশব্দঃ অন্যা-

স্বামিকৃতটীকা।

অপরামিমাং প্রকৃতিমুপসংহরন্ পরাং প্রকৃতিমাহ অপরেয়মিতি। অষ্টধা যা প্রকৃতিরুক্তা ইয়মপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাচ্চ, ইতঃ সকাশাৎ পরাং প্রকৃষ্টা-মন্যাং জীবভূতাং জীবস্বরূপাং মে প্রকৃতিং জানীহি, পরত্বে হেতুঃ যয়া চেতনয়া ক্ষেত্রজ্ঞ-স্বরূপয়া স্বকর্ম্মদ্বারেণেদং জগদ্ধার্য্যতে ॥ ৫ ॥

বিশ্বাধার হইয়া চির বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং ইহাঁরই জাড্যাংশে অর্থাৎ গুণত্রয়ের বৈষম্য নিবন্ধন জড়ভাবাপন্ন অংশে পূর্ব্বোক্ত অব্যক্তাদি ক্ষিতি পর্য্যন্ত আটটী নিকৃষ্টা প্রকৃতি উত্তরোত্তর ভাবে পরিণত হইয়া দেব, তির্য্যক্ এবং মানবাদির দেহ এবং পৃথিবী; চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ, নক্ষত্র, বৃক্ষ, পর্ব্বত এবং জল স্থলাদি জড় দেহ সৃজিত হইয়াছে; অথচ চেতনাময়ী মূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র অনুস্যূত থাকিয়া, বাহ্যাভ্যন্তর-ভেদে সর্ব্বাধার হইয়া একা পরা প্রকৃতিই বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫ ॥

আভাস।

মায়া বা প্রকৃতি-শক্তিরও গুণবৈষম্যে মূলা প্রকৃতি হইতে আংশিক বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রতীয়মানা শক্তিতে জগৎ এবং জীব-ভাবের পরিচয় হইয়া থাকে! মহা-কাশের স্থানে স্থানে মেঘের উদয়ে ঝড় বিদ্যুৎ বজ্রধ্বনি শিলাবৃষ্টি ও জলবর্ষণ হইলেও, মূল আকাশ যেমন স্বরূপচ্যুত হয় না, সেইরূপ চৈতন্যস্বরূপের অবিনাভাব সম্বন্ধে চৈতন্যগর্ভেই চির বিদ্যমান মহাশক্তি! সেই মহাশক্তির কোন এক

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয় ।

অন্বয়ঃ ।

সর্ব্বাণি ভূতানি এতদযোনীনি (এতে পরাপরে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণে প্রকৃতী যোনী কারণং যেষাং তানি) ইত্যেবং উপধারয় জানীহি ! (যতঃ মম প্রকৃতিঃ এব

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

জীবভূতাং ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণাং প্রাণধারণনিমিত্তভূতাং হে মহাবাহো যয়া প্রকৃত্যা ইদং জগৎ ধার্য্যতে জগদন্তঃপ্রবিষ্টয়া ॥ ৫ ॥

এতদিতি। এতদযোনীনি এতে পরাপরে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণে প্রকৃতী যোনীনি

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

মত্যন্তবিলক্ষণামিতি যাবৎ। অন্যত্বমেব স্পষ্টয়তি বিশুদ্ধামিতি। প্রকৃতিশব্দস্যান্য-প্রযুক্তস্যার্থান্তরমাহ মমেতি। প্রকৃষ্টত্বমেব ভোক্তৃত্বেন স্পষ্টয়তি জীবভূতামিতি। প্রকৃত্যন্তরাদস্যাঃ প্রকৃতেরবান্তরবিশেষমাহ যয়েতি। নহি জীবরহিতং জগদ্ধারয়িতুং শক্যমিত্যাশয়েনাহ অন্তরিতি ॥ ৫ ॥

উক্ত প্রকৃতিদ্বয়ে কার্য্যলিঙ্গকমনুমানং প্রমাণয়তি এতদ্‌যোনীনীতি। প্রকৃতি-

এই স্থাবর এবং জঙ্গমাত্মক জাবতীয় ভূতনিচয় আমারই এই

আভাস।

অংশের বিক্ষোভে অনন্ত বিশ্বের রচনা হইলে, তাহাতে মূলা প্রকৃতির কোন স্বরূপচ্যুতি হয় না। আমাদের ইন্দ্রিয়াদি যে কোন অংশে চিত্তাদির সংস্রবে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই যেমন চেতন অর্থাৎ আমির ভাব লাভে কার্য্য করে ; এবং ইন্দ্রিয় কার্য্য করিলে, আত্মার স্বয়ং কার্য্য করা হয়, সেইরূপ মূলা প্রকৃতির কোন অংশে চৈতন্যের সংযোগে অর্থাৎ দৃষ্টির নিপতনে সেই অংশ চেতনায়মান হইয়া সমগ্র ব্যষ্টি এবং সমষ্টি-অনুভূতির কার্য্য করা হয়। অর্থাৎ এই চেতনায়মানা প্রকৃতির অংশে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব, দেবতা, নর এবং তির্য্যক্‌যোনিস্থ যাবতীয় জীব-জগতের পরিচয়ে ব্রহ্মাণ্ড রচিত হয়। চেতনায়মানা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সত্ত্ব-গুণময় ভাবে জীবাত্মা, রজোগুণময়ভাবে বৃক্ষ লতাদি তির্য্যক্‌যোনি এবং তমো-ময় ভাবে পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি হইয়া, দ্রষ্টা ও দৃশ্য ভাবের বা জ্ঞেয় ও জ্ঞাতাভাবের পরিচয়ে সৃষ্টি-কার্য্যের পরিণাম চলিতেছে ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

সাংখ্য দর্শনে উক্ত আছে যে, দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সম্বন্ধই সংসার। যোগ-

অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।

সর্ব্বভূতানাং যোনিঃ কারণং অতঃ) অহং এব কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ উৎপত্তিঃ, তথা প্রলয়ঃ বিনাশঃ চ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যেষাং ভূতানাং তানি এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয় জানীহি! যস্মান্মম

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

দ্বয়স্য জগৎকারণত্বে কথমীশ্বরস্য জগৎকারণত্বং তদুপগতমিত্যাশঙ্ক্যাহ অহমিতি। এতদ্যোনীত্যুক্তে সমনন্তরপ্রকৃতজীবভূতপ্রকৃতাবেতচ্ছব্দস্যাব্যবধানাৎ প্রবৃত্তি-

স্বামিকৃতটীকা।

অনয়োঃ প্রকৃতিত্বং দর্শয়ন্ স্বস্য তদ্দ্বারা সৃষ্ট্যাদিকারণত্বমাহ এতদিতি। এতে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপে প্রকৃতী যোনী কারণভূতে যেষাং তানি এতদ্যোনীনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মকানি সর্ব্বাণি ভূতানীতি উপধারয় বুধ্যস্ব, তত্র জড়া প্রকৃতি র্দেহরূপেণ পরিণমতে চেতনা তু মদংশভূতা ভোক্তৃত্বেন দেহেষু প্রবিশ্য স্বকর্ম্মণা তানি ধারয়তি, তে চ মদীয়ে প্রকৃতী মত্তঃ সংভূতে অতোঽহমেব কৃৎস্নস্য সপ্রকৃতিকস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রকর্ষেণ ভবত্যস্মাদিতি প্রভবঃ পরমকারণমহমিত্যর্থঃ, তথা প্রলীয়তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্ত্তাপ্যহমেবেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

অপরা এবং পরা প্রকৃতির আশ্রয়ে উপচিত হইয়া ক্ষেত্র দেহ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ নিয়ন্তা ও অনুভব কর্ত্তার বেশে পরিলক্ষিত হইয়া, বিরাজ করিতেছে; এবং আমি এই উভয় প্রকৃতি পরা ও অপরা শক্তির শক্তিমান্ ভাবে বিরাজ করত সমগ্র সৃষ্টির উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়ের একমাত্র কারণরূপে অবস্থান করিতেছি। ৬ ॥

আভাস।

সূত্রকার মহামুনি পতঞ্জলি বলিয়াছেন, দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়-হেতুঃ, অর্থাৎ দ্রষ্টা পুরুষ অনুভব কর্ত্তা এবং দৃশ্য বিষয় এই উভয়ের সংযোগই হেয় দুঃখাদি ভোগপ্রদ সংসারের হেতু। বেদান্ত-দর্শনেও (অস্মৎ শব্দে) আমি এবং (যুষ্মৎ শব্দে) তুমি অর্থাৎ ভোগ্য বিষয় লইয়াই সংসারের প্রবৃত্তি। অতএব সর্ব্বত্র দ্রষ্টা পুরুষ বা অনুভূতির স্বরূপ এবং দৃশ্য অনুভবের বিষয়, এই দুই লইয়াই যাবদীয়

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রকৃতী যোনিঃ কারণং সর্ব্বভূতানাম্, অতোঽহং কৃতস্নস্য সমস্তস্য জগতঃ প্রভব উৎপত্তিঃ প্রলয়ো বিনাশস্তথা প্রকৃতিদ্বয়দ্বারেণাহং সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরো জগতঃ কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মাশক্য ব্যাকরোতি এতে ইতি। সর্ব্বাণি চেতনাচেতনানি জনিমন্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বভূতকারণত্বেনত্বেন প্রকৃতিদ্বয়মঙ্গীকৃতঞ্চেৎ কথমহমিত্যাদ্যুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ যস্মাদিতি। মম প্রকৃতী পরমেশ্বরস্যোপাধিতয়া স্থিতে ইত্যর্থঃ। তর্হি প্রকৃতিদ্বয়ং কারণমীশ্বরশ্চেতি জগতোঽনেকবিধকারণাঙ্গীকরণং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রকৃতীতি। অপর প্রকৃতেরচেতনত্বাৎ পরপ্রকৃতেশ্চেতনত্বেঽপি কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্বাৎ ঈশ্বরস্যৈব সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বকারণত্বং যুক্তমিত্যাহ সর্ব্বজ্ঞেতি ॥ ৬ ॥

আভাস।

সংসারের বা সৃষ্টির প্রবাহ। দুই ব্যতীত আর তিন বলিয়া কিছু নাই। অনুভব করি আমি এবং অনুভবের বিষয় আমার সমস্ত দেহ বা দৈহিক সুখ দুঃখাদি ভাব থাকিলে আমি বলিয়া উপলব্ধি কর্ত্তা একজন, হৃদয়ের একদেশে এবং দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আবার জগতের দিকে দৃষ্টি করিলে বুঝিতে পারিবে যে, জগতের অণু-পরমাণু হইতে অতি বৃহৎ পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্যাদি প্রত্যেক পদার্থ যখন ক্রমান্বয়ে পরিবর্ত্তনের পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতেছে, তখন এই বিরাট্ কলেবরেরও অনুভব করিবার কর্ত্তারূপে একটী ঐজাতীয় প্রকাণ্ড অনুভব-কর্ত্তা ইহার অন্তরে ও বাহিরে নিরন্তরই বিদ্যমান আছেন। যিনি আমার দেহে আমির ন্যায়, এই বিরাট্ দেহে আমি সাজিয়া, নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন। অতএব এই বিশ্বদেহ বিরাট্ এবং প্রত্যেক পৃথক্ পৃথক্ ব্যষ্টি জীবদেহ কোথা হইতে বা কি উপাদানে গঠিত এবং এই উভয়ের অনুভব উপলক্ষে সমষ্টি এবং ব্যষ্টি অনুভব-কর্ত্তা পুরুষ চৈতন্যই বা কোন উপাদানে গঠিত তাহার মীমাংসা করা প্রয়োজন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এতদুভয়ের উত্তর দিয়াছেন যে, এতদ্ যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণি ইতি উপধারয়। অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয় স্তথা ॥ এই যে দ্বিবিধ প্রকৃতির কথা বলিয়াছি, সেই দুইটী হইতেই এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক উভয় প্রকার সৃষ্টির সন্নিবেশ হইয়াছে এবং ইহারা উভয় প্রকৃতিই যখন আমার অবিনাভাবে অবস্থিতা মূলা শক্তিরই বহির্ম্মুখা বৃত্তিমাত্র, তখন আমিই এই

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।

হে ধনঞ্জয়! মত্তঃ পরমেশ্বরাৎ, পরতরং শ্রেষ্ঠং (জগতঃ সৃষ্টিসংহারয়োঃ) অন্যৎ কারণান্তরং কিঞ্চিৎ নাস্তি। সূত্রে মণিগণাঃ ইব ময়ি পরমাত্মনি সর্ব্বং ইদং জগৎ প্রোতং গ্রথিতং আশ্রিতং চ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যতস্তস্মাৎ মত্তঃ পরমেশ্বরাৎ পরতরম্ অন্যৎ কারণান্তরং কিঞ্চিন্নাস্তি ন বিদ্যতে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রধানং পরতোঽক্ষরাৎ পুরুষবৎ পরমাত্মনোঽপি পরাদন্যং পরং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য প্রকৃতিদ্বয়দ্বারা সর্ব্বকারণত্বমীশ্বরস্যোক্তমুপজীব্য পরিহরতি যতস্তস্মাদিতি। নান্য-

স্বামিকৃতটীকা।

যস্মাদেবং তস্মান্মত্ত ইতি। মত্তঃ সকাশাৎ পরতরং শ্রেষ্ঠং জগতঃ সৃষ্টি-সংহারয়োঃ স্বতন্ত্রং কারণং কিঞ্চিদপি নাস্তি, স্থিতিহেতুরপ্যহমেবেত্যাহ ময়ীতি, ময়ি সর্ব্বমিদং জগৎ প্রোতং গ্রথিতমাশ্রিতমিত্যর্থঃ, দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টঃ ॥ ৭ ॥

হে ধনঞ্জয়! আমনার উৎপত্তির আর কারণান্তর কিছু নাই! যেমন সূত্রে গ্রথিত মণিসমূহ হারের আকারে পরিচিত হয়, সেইরূপ সর্ব্বজ্ঞানবান্ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ আমারই অন্তরে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যক্তভাবে পরস্পরে প্রতীত হইতেছে। স্থূল দেহ এবং অনুভব কর্ত্তা চেতন-মূর্ত্তি জীব-রূপে আমিই একা বিরাজ করিতেছি ॥ ৭ ॥

আভাস।

জীবভাব এবং জগদ্ভাবের আশ্রয়, নিয়ন্তা এবং উপসংহারকারী পরমপুরুষ পরমাত্মা! যেমন অসীম অবকাশ-ভাব আকাশের গর্ভ হইতে মেঘ, ঝড়, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, শিলাবর্ষণ এবং জলবর্ষণ প্রভৃতি হইয়া থাকে, আবার ক্ষণ-কালের মধ্যে সমস্তই মূল আধার আকাশেই লীন হইয়া, জলদ-শূন্য নিরবয়ব আকা-শই পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ আমার শক্তির পরিণামে এই অনন্ত বিশ্ব রচিত, রক্ষিত এবং অন্তর্হিত হইয়া আমার নিত্যসিদ্ধা অবিনাভাবে অবস্থিতা স্বরূপ-শক্তিতেই বিলীনের ন্যায় অবস্থিত হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্।

অহমেব জগৎকারণমিত্যর্থঃ। হে ধনঞ্জয়, যস্মাদেবং তস্মান্ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বমিদং জগৎ প্রোতমনুস্যূতমনুগতমনুবিদ্ধং গ্রথিতমিত্যর্থঃ। দীর্ঘতন্তুষু পটবৎ সূত্রে চ মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নাস্তি পরমিত্যত্র হেতুমাহ ময়ীতি। পরতর-শব্দার্থমাহ অন্যদিতি। স্বাতন্ত্র্যব্যাবৃত্ত্যর্থমন্তরশব্দঃ, নিষেধফলং কথয়তি অহমেবেতি। সর্ব্বজগৎকারণত্বেন সিদ্ধমর্থং দ্বিতীয়ার্দ্ধব্যাখ্যানেন বিশদয়তি যস্মাদিতি। অতো দীর্ঘেষু তির্য্যক্ষু চ পটঘটিতেষু তন্তুষু পটস্থানগতিরবগম্যতে তদ্বদ্ময্যেবানুগতং জগদিত্যাহ দীর্ঘেতি। যথা চ মণয়ঃ সূত্রেঽনুস্যূতাস্তেনৈব ধ্রিয়ন্তে তদভাবে বিপ্রকীর্য্যন্তে, তথা ময়ৈবাত্মভূতেন সর্ব্বং ব্যাপ্তং ততো নিষ্কৃষ্টং বিনষ্টমেব স্যাদিতি শ্লোকোক্তং দৃষ্টান্তমাহ সূত্র ইতি ॥৭॥

আভাস।

এই উভয় প্রকৃতিই আমার নিত্যসিদ্ধা স্বরূপশক্তির বহির্ম্মুখী বৃত্তি মাত্র। তবে সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে এবং চৈতন্যস্বরূপ আমার ঈক্ষণ উপলক্ষে বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তিতে উপজায়মানা আমার মূলাশক্তির পরা উৎকৃষ্টা প্রকৃতি চৈতন্যময়ী এবং সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের একত্র বৈষম্যে উক্ত পরা প্রকৃতিরই উত্তরোত্তর ঘনীভূত আংশিক স্থূলভাবের পরিচয়ে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশবিধ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চ মহাভূতের স্বরূপে পরিণত হইয়া, অপরা প্রকৃতি সংসারের ভাবে পরিণত হইয়া জড়ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। অতএব বৈষ্ণবী শক্তি মদীয়া প্রকৃতি একা অদ্বিতীয়া ও অনির্ব্বাচ্যা হইলেও, কেবল গুণত্রয়ের পরিণামে প্রথমত পরা, পরে ক্রমশঃ তিনিই অপরা নামে অভিহিত হইয়াছেন। সুতরাং গুণময়ী আমার মায়া-স্বরূপা প্রকৃতি হইতেই যখন প্রথমত সত্ত্বগুণের উৎকর্ষে চৈতন্যময় জীবভাব এবং রজঃ ও তমোগুণের উৎকর্ষে উত্তরোত্তর পরিণত হইয়া মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূতের রচনা হইয়াছে, তখন মদীয়া শক্তি প্রকৃতির অনুরোধে আমিই জড় ও চেতন ভাবে এই বিশ্ব সংসারে বিরাজ করিতেছি। শ্রুতিও এতদর্থে বলিয়াছেন, "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরং। তস্যাবয়বভূতৈস্ত ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥" অর্থাৎ মায়াই প্রকৃতি; এবং মায়ীই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পরমাত্মা। তাঁহারই অবয়বভূত এই বিশ্ব সংসার।

এখানে প্রকৃতি ও মায়া-শব্দকে এক অর্থে প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, যিনি প্রকৃষ্টরূপে করেন, অর্থাৎ যে যাহা, তাহাকে সেই ভাবে সাজাইয়া দেন,

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥ ৮॥

অন্বয়ঃ।

অপ্সু (রসতন্মাত্র-রূপেণ) রসঃ অহং অস্মি; হে কৌন্তেয়! শশিসূর্য্যয়োঃ (সারত্বেন) প্রভা অহং অস্মি; সর্ব্ববেদেষু অহং প্রণবঃ ওঙ্কারঃ, খে আকাশে, সারভূতঃ অহমেব শব্দঃ, নৃষু চ পৌরুষং উদ্যমঃ অহংএব॥ ৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কেন কেন ধর্ম্মেণ বিশিষ্টে ত্বয়ি সর্ব্বমিদং প্রোতমিত্যুচ্যতে রস ইতি।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অবান্তরাণাং রসাদিষু প্রোতত্বপ্রতীতেস্তয়োরেব সর্ব্বং প্রোতমিত্যযুক্তমিতি মত্বা

প্রত্যেক স্থূল আকার বিশিষ্ট পদার্থের অন্তরে তৎকারণ-স্থানীয় সূক্ষ্ম সার-পদার্থের অন্বেষণ করিবার অভ্যাসে অগ্রসর হইলে, সর্ব্বান্তে আমারই সমীপে উপনীত হইতে পারিবে। যথা জলের সার পদার্থ রস-তন্মাত্র আমি! সূর্য্য বা চন্দ্রের আকারে যে প্রভা, তাহাই আমি! সমগ্র বেদের সার প্রণবই আমি! আকাশের শব্দ-তন্মাত্র এবং মানবের অন্তরে যে পুরুষকার, তাহাও আমি!॥৮॥

আভাস।

তিনিই প্রকৃতি। কিন্তু যাহাদিগকে প্রকৃতি স্বীয় অন্তর হইতে সাজাইয়া প্রকৃত আকারে ও প্রকারে প্রকাশ করিলেন, তাহারা যে কোথায় কি মূর্ত্তিতে ছিল এবং বর্ত্তমানে কেন বিকশিত হইল এবং কেনই বা অভাব-মূর্ত্তিতে ছিল, ইহার তত্ত্ব বিজ্ঞান-মূর্ত্তি পুরুষ অবধারণ করিতে পারেন না, তজ্জন্য প্রকৃতির নাম মায়া। একটী পূর্ণ বিকশিত আম্রাদির বৃক্ষ দেখিয়া, তাহার স্কন্ধ, শাখা, পত্র পুষ্প ফল মূল ও রসাদির অস্তিত্ব একটী অতি ক্ষুদ্র আম্রাদি-বীজের অন্তরে নিহিত ছিল ভাবিতে হইলে, অনুমানের শরণ লওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই; অথচ বীজে বৃক্ষের সমস্ত ভাব যে ছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কারণ না থাকিলে, আইসে কেন? ইত্যাদি চিন্তাতে জ্ঞান অভিভূত হওয়ায়, প্রকৃতিকে মায়ানামে অভিহিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন॥ ৬॥ ৭॥

অহো! অর্জ্জুন! আমার শক্তির আশ্রয়ে গঠিত সকল পদার্থের অন্তরে

শাঙ্করভাষ্যম্।

রসোঽহমপাং যঃ সারঃ স রসঃ, তস্মিন্ রসভূতে ময়ি আপঃ প্রোতাঃ ইত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বত্র। যথাহমপ্সু রসঃ এবং প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ। প্রণব ওঙ্কারঃ সর্ব্ববেদেষু, তস্মিন্ প্রণবভূতে ময়ি সর্ব্বে বেদাঃ প্রোতাঃ তথা খে আকাশে শব্দঃ সারভূত স্তস্মিন্ময়ি খং প্রোতং। তথা পৌরুষং পুরুষস্য ভাবঃ যতঃ পুংবুদ্ধি র্নৃষু তস্মিন্ ময়ি পুরুষাঃ প্রোতাঃ ॥ ৮ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পৃচ্ছতি কেনেতি। তত্রোত্তরমুত্তরগ্রন্থেন দর্শয়তি উচ্যত ইতি। সারো মধুরহেতুরিতি যাবৎ। রসোঽহমিতি কথং তত্রাহ তস্মিন্নিতি। অপ্সু যো রসঃ সারস্তস্মিন্ময়ি মধুররসে কারণভূতে প্রোতা আপ ইতিবদুত্তরত্র সর্ব্বত্র ব্যাখ্যানং কর্ত্তব্যমিত্যাহ এবমিতি। উক্তমর্থং দৃষ্টান্তং কৃত্বা প্রভাস্মীত্যাদি ব্যাচষ্টে যথেতি। চন্দ্রাদিত্যয়োর্যা প্রভা তদ্ভূতে ময়ি তৌ প্রোতাবিত্যর্থঃ। তত্র বাক্যার্থং কথয়তি তস্মিন্নিতি। প্রণবভূতে তস্মিন্ বেদানাং প্রোতত্ববদাকাশে যঃ সারভূতঃ শব্দস্তদ্রূপে পরমেশ্বরে প্রোতমাকাশমিত্যাহ তথেতি। পৌরুষং নৃষিতি ভাগং পূর্ব্ববদ্বিভজতে তথেত্যাদিনা। পুরুষত্বমেব বিশদয়তি যত ইতি। পুংত্বসামান্যাত্মকে পরস্মিন্নীশ্বরে প্রোতা স্তদ্বিশেষাস্তদুপাদানত্বেন তৎস্বভাবত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

জগৎস্থিতিহেতুত্বমেব প্রপঞ্চয়তি রসোঽহমিতি পঞ্চভিঃ। অপ্সু রসোঽহং রসতন্মাত্রস্বরূপয়া বিভূত্যা আশ্রয়ত্বেনাপ্সু স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ, তথা শশিসূর্য্যয়োঃ প্রভাঽস্মি চন্দ্রে সূর্য্যে চ প্রকাশরূপয়া বিভূত্যা তদাশ্রয়ত্বেন স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ অন্যত্রাপ্যেবং দ্রষ্টব্যং, সর্ব্বেষু বেদেষু বৈখরীরূপেষু তন্মূলভূত ওঙ্কারোঽস্মি, খে আকাশে শব্দঃ শব্দতন্মাত্ররূপোঽস্মি, নৃষু পুরুষেষু পৌরুষমুদ্যমোঽস্মি উদ্যমে হি পুরুষাস্তিষ্ঠন্তি ॥ ৮ ॥

আভাস।

যদি তুমি আমাকে চিনিতে চাও, তাহার সহজ ও সুন্দর উপায় তোমাকে অতি সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর! সকল বস্তুর অবয়বে বিকশিত অভিনব প্রিয় এবং মনোমোহন ভাবটীই আমি। কারণ সেই অবয়বটীকে গঠিবার উদ্দেশ্যে সেই মূর্ত্তিতে যখন আমি প্রকাশ পাই, তখনই তুমি তাহাকে ভাল বাসিতে বা দেখিতে অগ্রসর হও! তবে দেহাদিতে ক্ষুৎ পিপাসা অভাবের পূরণার্থই তৎপ্রতি

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।

পৃথিব্যাং পুণ্যঃ আধারভূতঃ গন্ধঃ অহং; বিভাবসৌ অগ্নৌ, অহং তেজঃ দীপ্তিঃ; সর্ব্বভূতেষু জীবনং প্রাণধারণং বায়ুঃ, তথা তপস্বিষু অহং তপঃ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

পুণ্যঃ ইতি। পুণ্যঃ সুরভির্গন্ধঃ পৃথিব্যাং চাহং তস্মিন্ময়ি গন্ধরূপে পৃথিবী

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতমিত্যস্যৈব পরিমাণার্থং প্রকারান্তরমাহ পুণ্য ইতি। পৃথিব্যাং পুণ্যশব্দিতো যঃ সুরভির্গন্ধঃ সোঽহমস্মীত্যত্র বাক্যার্থং কথয়তি তস্মি-

গন্ধগুণা পৃথিবীর পবিত্র গন্ধতন্মাত্রও আমি এবং প্রজ্বলনশীল হুতাশনের পরম সূক্ষ্ম পবিত্র তেজতন্মাত্রও আমি! অধিক কি! ভূতমাত্রেরই স্থায়িত্ব ব্যঞ্জক জীবনবৃত্তিরূপে আমিই বিরাজ করিয়াছি এবং তপস্বিগণের তপোব্যঞ্জক বলমূর্ত্তিতে আমি বিদ্যমান থাকি! ॥৯॥

আভাস।

মানবের দৃষ্টি পড়ে; সুতরাং আমাকে তাহারা ধরিতে পারে না। প্রত্যেক পদার্থের অভিনব উন্মুখী ভাবই আমি; এবং তৎপ্রতি বিমুখতাতে তাহার অবসাদ-ভাবও আমি। উন্মুখী অভিনব যৌবনাদি ভাবকে যে মানব প্রেম করে, গৌণভাবে আমাকেই তাহার ভালবাসা হয়; কিন্তু প্রত্যক্ষে বিষয়কে ভালবাসার অনুরোধে; তাহার অধোগমন হয়। ভাল দেখিয়া, আমাকে ভাবিলে, ঊর্দ্ধগতি লাভ হয়। পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি জলপানে যে অপূর্ব্ব রসের আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইল, সে আনন্দপ্রদ রসও ভগবানেরই স্বরূপ। ইহারই উদাহরণে ভগবান্ তিনটী শ্লোকের দ্বারা প্রত্যেক পদার্থের উৎকৃষ্টাংশই যে ভগবান্ তাহারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

জলের রস, চন্দ্র সূর্য্যের অপূর্ব্ব প্রভা, বেদের প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার, আকাশের ধ্বনি, মানবের মনুষ্যত্ব, পৃথিবীর সার সুগন্ধ, অগ্নির ঔজ্জ্বল্য বা দীপ্তি, জীব

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রোতা। পুণ্যত্বং গন্ধস্য পৃথিব্যাং স্বভাবতএব দর্শিতমবাদিষু রসাদেঃ পুণ্যত্বো-পলক্ষণার্থম্। অপুণ্যত্বন্তু গন্ধাদীনাম্ অবিদ্যাধর্ম্মাদ্যপেক্ষং সংসারিণাং ভূতবিশেষ-সংসর্গনিমিত্তং ভবতি। তেজো দীপ্তিশ্চাস্মি বিভাবসৌ অগ্নৌ। তথা জীবনং সর্ব্বভূতেষু যেন জীবন্তি সর্ব্বাণি ভূতানি তজ্জীবনম্। তপশ্চাস্মি তপস্বিষু তস্মিন্ তপসি ময়ি তপস্বিনঃ প্রোতাঃ॥ ৯॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ম্নিতি। কথং পৃথিব্যাং গন্ধস্য পুণ্যত্বং তত্রাহ পুণ্যত্বমিতি। যত্তু পৃথিব্যাং গন্ধস্য স্বাভাবিকং পুণ্যত্বং দর্শিতং তদবাদিষু রসাদেরপি স্বাভাবিকপুণ্যত্বস্যোপলক্ষণার্থ-মিত্যাহ পৃথিব্যামিতি। প্রথমোৎপন্নাঃ পঞ্চাপি গুণাঃ পুণ্যাএব সিদ্ধাদিভিরেব ভোগ্যত্বাদিতিভাবঃ। কথং তর্হি গন্ধাদীনামপুণ্যত্বপ্রতিভানং তত্রাহ অপুণ্যত্বমিতি। তদেব স্ফুটয়তি সংসারিণামিতি। গন্ধাদয়ঃ স্বকার্য্যৈর্ভূতৈঃ সহ পরিণমমানাঃ প্রাণিনাং পাপাদিবশাদপুণ্যাঃ সম্পদ্যন্ত ইত্যর্থঃ। যচ্চাগ্নৌ তেজঃ তদ্ভূতে ময়ি প্রোতোঽগ্নিরিত্যাহ তেজ ইতি। জীবনভূতে চ ময়ি সর্ব্বাণি ভূতানি প্রোতানীত্যাহ তথেতি। জীবনশব্দার্থমাহ যেনেতি। অন্নরসেনামৃতাখ্যেনেত্যর্থঃ। তপশ্চাস্মী-ত্যাদেস্তাৎপর্য্যমাহ তস্মিন্নিতি। চিত্তৈকাগ্র্যমনাশকাদি বা তপস্তদাত্মনীশ্বরে প্রোতাস্তপস্বিনো বিশেষণাভাবে বিশিষ্টস্য বস্তুনো ভাবাদিত্যর্থঃ॥ ৯॥

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ পুণ্য ইতি। পুণ্যোঽবিকৃতো গন্ধো গন্ধতন্মাত্রং পৃথিব্যাশ্রয়ভূতোঽহ-মিত্যর্থঃ, যদ্বা বিভূতিরূপেণাশ্রয়ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ সুরভিগন্ধস্যৈবোৎকৃষ্টতয়া বিভূতি-ত্বাৎ পুণ্যো গন্ধ ইত্যুক্তং, তথা বিভাবসৌ অগ্নৌ যত্তেজো দুঃসহা দীপ্তিস্তদহং, সর্ব্বভূতেষু জীবনং প্রাণধারণমায়ুরহমিত্যর্থঃ, তপস্বিষু বানপ্রস্থাদিষু দ্বন্দ্বসহনরূপং তপোঽহম্মি॥ ৯॥

আভাস।

সমূহের প্রাণধারণের যোগ্যতা এবং তপস্বিগণের অক্ষুণ্ণ একাগ্রতারূপ তপস্যা সকলই সেই তিনি। অর্থাৎ পূর্ণ পরমাত্মা আমি। ৮॥ ৯॥

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধি বুর্দ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০॥

অন্বয়ঃ।

হে পার্থ! মাং সর্ব্বভূতানাং সনাতনং নিত্যসিদ্ধং বীজং প্ররোহকারণং বিদ্ধি! বুদ্ধিমতাং অহমেব বুদ্ধিঃ বিবেকশক্তিঃ, তেজস্বিনাং অহং এব তেজঃ॥ ১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

বীজমিতি। বীজং প্ররোহকারণং মাং বিদ্ধি সর্ব্বভূতানাং হে পার্থ, সনাতনং চিরন্তনম্। কিঞ্চ বুদ্ধির্বিবেকশক্তিঃ অন্তঃকরণস্য বুদ্ধিমতাং বিবেকশক্তিমতাং অস্মি তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যং তদ্বতাং তেজস্বিনামহম্॥ ১০॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ননু সর্ব্বাণি ভূতানি স্বকারণে প্রোতানি কথং তেষাং ত্বয়ি প্রোতত্বং তত্রাহ বীজমিতি। বীজান্তরাপেক্ষয়ানবস্থাং বারয়তি সনাতনমিতি। চৈতন্যস্যাভি-ব্যঞ্জকং তত্ত্বনিশ্চয়সামর্থ্যং বুদ্ধিস্তদ্বতাং বা বুদ্ধিস্তদ্ভূতে ময়ি সর্ব্বে বুদ্ধিমন্তঃ প্রোতা ভবন্তীত্যাহ কিঞ্চেতি। প্রাগল্‌ভ্যবতাং যৎ প্রাগল্‌ভ্যং তদ্ভূতে ময়ি তদ্বন্তঃ প্রোতা ইত্যাহ তেজ ইতি। তদ্ধি প্রাগল্‌ভ্যং যৎ পরাভিভবসামর্থ্যং পরৈ-শ্চাপ্রধৃষ্যত্বম্॥ ১০॥

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ বীজমিতি। সর্ব্বেষাং চরাচরাণাং ভূতানাং বীজং স্বজাতীয়কার্য্যোৎ-পাদনসামর্থ্যং, সনাতনং নিত্যং উত্তরোত্তরসর্ব্বকার্য্যেষ্বনুস্যূতং তদেব বীজং মদ্বি-ভূতিং বিদ্ধি নতু প্রকৃতিব্যক্তিরিব নশ্যৎ, তথা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞাহমস্মি, তেজস্বিনাং প্রগল্‌ভানাং তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যমহং॥ ১০॥

প্রত্যেক বৃক্ষের সার যেমন বীজ, সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্ত পদার্থের অব্যক্ত অভিপ্রেত বা মন্তব্য সনাতন ভাব-মূর্ত্তিতে একা আমাকেই হে পার্থ! তুমি নিরূপণ কর! বুদ্ধিমানের বুদ্ধিশক্তিই আমি এবং তেজস্বিগণের তেজোভাগও আমি!॥ ১০॥

আভাস।

স্থাবর জঙ্গমাত্মক যাবদীয় দেহের মূল কারণস্বরূপ বীজ আমাতেই অব্যক্ত মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে। আমি যখন সনাতন, তখন এই বিচিত্র জগতের বিচিত্র অব্যক্ত ভাব সমূহও সনাতন-বেশে আমাতেই চির নিহিত রহিয়াছে। বুদ্ধিমানের বুদ্ধিরূপে এবং তেজস্বিগণের তেজোমূর্ত্তিতে আমিই বিকশিত হইতেছি!॥ ১০॥

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥ ১১॥

অন্বয়ঃ।

বলবতাং কামরাগ-বিবর্জ্জিতং বলং সামর্থ্যং অহং এব, হে ভরতর্ষভ! ভূতেষু ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ কামঃ অহমস্মি॥ ১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

বলমিতি। বলং সামর্থ্যমোজোবলবতামহং তচ্চ বলং কামরাগবর্জ্জিতং কামশ্চ রাগশ্চ কামরাগৌ কামস্তৃষ্ণা অসন্নিকৃষ্টেষু বিষয়েষু রাগো রঞ্জনাপ্রাপ্তেষু বিষয়েষু তাভ্যাং কামরাগাভ্যাং বিবর্জ্জিতং দেহাদিধারণার্থং বলমস্মি নতু যৎ সংসারিণাং তৃষ্ণা রাগকারণম্। কিঞ্চ ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ধর্ম্মেণ শাস্ত্রার্থেন অবিরুদ্ধো যঃ প্রাণিষু ভূতেষু কামো যথা দেহধারণমাত্রাগর্থঃ অশনপানাদিবিষয়ঃ কামোঽস্মি হে ভরতর্ষভ॥১১॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যচ্চ বলবতাং বলং তদ্ভূতে ময়ি তেষাং প্রোতত্বমিত্যাহ বলমিতি। কামক্রোধাদি পূর্ব্বকস্যাপি বলস্যানুমতিং বারয়তি তচ্চেতি। কামরাগয়োরেকার্থত্বমাশঙ্ক্য অর্থভেদমাবেদয়তি কামস্তৃষ্ণেত্যাদিনা। বিশেষণ-সামর্থ্যসিদ্ধং ব্যাবর্ত্ত্যং দর্শয়তি নত্বিতি। শাস্ত্রার্থাবিরুদ্ধ-কামভূতে ময়ি তথাবিধকামবতাং ভূতানাং প্রোতত্বং বিবক্ষিত্বাহ কিঞ্চেতি। ধর্ম্মাবিরুদ্ধং কামমুদাহরতি যথেতি॥ ১১॥

স্বামিকৃতটীকা

কিঞ্চ বলমিতি। কামোঽপ্রাপ্তেষু বস্তুষভিলাষো রাজসঃ রাগঃ, পুনরভিলষিতেঽর্থে প্রাপ্তেঽপি পুনরধিকেঽর্থে চিত্তরঞ্জনাত্মকস্তৃষ্ণাপর্য্যায়স্তামসস্তাভ্যাং বিবর্জ্জিতং বলবতাং বলমস্তি সাত্ত্বিকং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্যমহমিত্যর্থঃ, ধর্ম্মেণাবিরুদ্ধঃ স্বদারেষু পুত্রোৎপাদনমাত্রোপযোগী কামোঽহমিতি॥ ১১॥

বলবানের অন্তরস্থ অভিসন্ধি-শূন্য বল-শক্তি আমি; অথচ যে কামনা বা বিষয়ানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া বলের প্রয়োগ হয়, সে কাম বা আসক্তি আমি নই। অর্থাৎ হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! সত্য-ধর্ম্মের অবিরোধে জীব মাত্রেরই হৃদয়ে প্রয়োজনের পূরণার্থ যে কামনার বা প্রার্থনার বেগ উদয় হয়, সে সকল কাম-বৃত্তিও আমি॥ ১১॥

আভাস।

অতএব রজঃ এবং তমোগুণের উৎকর্ষে আমিই কাম এবং বলের মূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র প্রতীত হইতেছি। কিন্তু সে বল বা কামের প্রয়োগ-কর্ত্তা আমি নিজে নহি!

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।

যে চ সাত্ত্বিকাঃ শমদমাদয়ঃ, রাজসাঃ রাগদ্বেষাদয়ঃ, তামসাঃ শোকমোহাদয়ঃ ভাবাঃ পদার্থাঃ বা জায়ন্তে মত্তঃ এব তান্ জাতান্ বিদ্ধি জানীহি! তেষু অহং, তদধীনঃ অহং ন; তে তাবাঃ ময়ি মদধীনাঃ এব ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ, যেচৈব সাত্ত্বিকাঃ সত্ত্বনির্বৃ্ত্তা ভাবাঃ পদার্থাঃ, রাজসাঃ রজোনির্বৃ্ত্তাঃ, তামসাঃ তমোনির্বৃ্ত্তাশ্চ যে কেচিৎ প্রাণিনাং স্বকর্ম্মবশাৎ জায়ন্তে ভাবাঃ, তান্

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

চিদানন্দয়োরভিব্যঞ্জকানাং ভাবানাং ঈশ্বরাত্মত্বাভিধানাদন্যেষামতদাত্মত্বপ্রাপ্তা-বুক্তং কিঞ্চেতি। প্রাণিনাং ত্রৈবিধ্যে হেতুং দর্শয়ন্ বাক্যার্থমাহ যে কেচিদিতি। তর্হি পিতুরিব পুত্রাধীনত্বং ত্বত্তো জায়মানানাং তদধীনত্বং তবাপি স্যাদিতি বিক্রিয়া-

অর্থাৎ জীব-মাত্রেরই হৃদয়ে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদে যে যে বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে, সে সমস্তই আমারই শক্তি হইতে সুতরাং আমা হইতেই উৎপন্ন তুমি জানিবে! সে সমস্ত আমারই শক্তিতে নিহিত; অথচ আমি তাহার কোনটীতে বাধ্য নহি। অর্থাৎ অভিসন্ধির প্রশ্রয় আমি কখন দিই না ॥ ১২ ॥

আভাস।

যে জীবের দেহে উক্ত কাম বা বলের উদয় হয়, সেই জীবই তাহার স্বীয় বিবেক অনুসারে আমার প্রদত্ত বল এবং কামকে যথারুচি প্রয়োগ করিয়া থাকে; আমার তাহাতে কোনরূপ নিষেধ থাকে না। তবে প্রয়োগের ফল তাহাকে যথাকালে আমি প্রদান করি। আমি জীবের অন্তরে অন্তর্যামী হইয়া অচ্যুত-ভাবে নিরন্তরই বিরাজ করিয়া থাকি! কিন্তু বল বা কাম লাভে উন্মত্ত হইয়া, আমার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাহারা নিজের অভিমানের উপর নির্ভর করত প্রয়োজন বোধে উক্ত ভাবদ্বয়কে যথাভিমত প্রয়োগ করে; কিন্তু উপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হইলে, হিতাহিত বিচারে ক্রমশঃ সমর্থ হয়, সুতরাং আমি প্রয়োগে নিষেধ করি না। মানব দেখিয়া বা শুনিয়া তাদৃশ সতর্ক হয় না, ভোগ করিয়া যতদূর জ্ঞান লাভ

শাঙ্করভাষ্যম্।

মত্ত এব জায়মানান্ ইত্যেবং বিদ্ধি, সর্ব্বান্ সমস্তানেব। যদ্যপি তে মত্তো জায়ন্তে, তথাপি ন তু অহং তেষু তদধীনঃ তদ্বশঃ, যথা সংসারিণঃ; তে পুনর্ম্ময়ি মদ্বশাঃ মদধীনাঃ ॥ ১২ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বস্তু-দুষ্যত্বপ্রসক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ যদ্যপীতি। মম পরমার্থত্বাৎ তেষাং কল্পিতত্বান্ন তদ্গুণদোষৌ ময়ি স্যাতামিত্যর্থঃ। তেষামপি তদ্বদেব স্বতন্ত্রতাসম্ভবাৎ কিমিতি কল্পিতত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ তে পুনরিতি। ত্রিবিধানাং ভাবানাং ন স্বাতন্ত্র্যমীশ্বর-কার্য্যত্বেন তদধীনত্বাৎ তথা চ কল্পিতস্যাধিষ্ঠানসত্তাপ্রতীতিভ্যামেব তদ্বত্বাৎ তস্মাত্তত্ত্ব-সিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ যে চৈবেতি। যে চান্যেঽপি সাত্ত্বিকা ভাবাঃ শমদমাদয়ঃ, রাজসাশ্চ হর্ষদর্পাদয়ঃ, তামসাশ্চ যে শোকমোহাদয়ঃ, প্রাণিনাং স্বকর্ম্মবশাজ্জায়ন্তে তান্ সর্ব্বান্ মত্তএব জাতান্ বিদ্ধি মদীয়-প্রকৃতি-গুণত্রয়-কার্য্যত্বাৎ, এবমপি তেষ্বহং ন বর্ত্তে জীববত্তদধীনোঽহং ন ভবামীত্যর্থঃ, তে তু মদধীনাঃ সন্তো ময়ি বর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

আভাস।

করে। আমি ঐশ্বর্য্য-মূর্ত্তিতে জীবের নিকট উপস্থিত হই বটে, কিন্তু প্রয়োগ-কর্ত্তার সমীপে ফলদাতা কালমূর্ত্তিতে নিরন্তর উপস্থিত থাকি! প্রয়োগের পুরস্কার বা তিরস্কার প্রদানে আমিই তাহাদের বুদ্ধির মালিন্য অপসারিত করিয়া থাকি। সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভেদে বিচিত্র ভাব আমার শক্তি হইতেই উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু সে সমস্ত জ্ঞানবান্ জীবের চিত্তশুদ্ধি এবং জ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধির জন্য মাত্র জানিতে হইবে। জ্ঞানবান্ মানব একবার তাদৃশ নিকৃষ্ট ভাবের অধীনে কার্য্য করত নিকৃষ্ট এবং উৎকট দুঃখপ্রদ ফল তদুপলক্ষে ভোগ করিলে, ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইবে এবং বিজ্ঞানের চর্চ্চায় বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া আত্মদর্শন ও পরমাত্মাদর্শনে অধিকারী হইবে। এই সমস্ত উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট ভাব সমূহ আমার শক্তি হইতে উৎপন্ন হইলেও, অজ্ঞানী জীবের ন্যায়, আমি তাহাদের অধীন নহি; সুতরাং তদনুসারে কার্য্য করি না। বরং তাহারা আমাকে আশ্রয় করিয়াই ভাব বা বস্তু রূপে প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।

এভিঃ গুণময়ৈঃ সত্ত্ব, রজ, তমো গুণ, বিকারৈঃ ত্রিভিঃ ভাবৈঃ মোহিতং বিবেকাক্ষং ইদং সর্ব্বং জগৎ প্রাণিজাতং এভ্যঃ গুণময়-ভাবেভ্যঃ পরং ব্যতিরিক্তং বিলক্ষণং চ অব্যয়ং জন্মাদি-ষড়্‌ভাব-বিকার-বর্জ্জিতং মাং ন অভিজানাতি নঃ অবধারয়তি ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

এতদ্ভূতমপি পরমেশ্বরং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বভূতাত্মানং নির্গুণং সংসারদোষবীজপ্ররোহকারণং মাং নাভিজানাতি জগদিত্যনুক্রোশং দর্শয়তি।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সতীশ্বরস্য স্বাতন্ত্র্যে নিত্যশুদ্ধত্বাদৌ চ কুতো জগতস্তদাত্মকস্য সংসারিত্ব-

এই যাবদীয় জীব-জগৎ সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক দেহাদি উপাধির অনুরোধে তত্তদ্ভোগ নির্ব্বাহার্থ এতই অভিভূত হইয়া পড়ে যে, প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধানে তাহারা অসমর্থ হয়, সুতরাং সৃষ্টি কার্য্যের নির্ব্বাহার্থ সত্য স্বরূপ অকপট ভাবে বিদ্যমান আমার স্বরূপকে বা মদীয় পরম ভাবকে তাহারা অবধারণ করিতে সক্ষম হয় না ॥ ১৩ ॥

আভাস।

পরিজ্ঞাত বিষয়ের পুনর্দর্শনে বিশেষ আনন্দ বা বিস্ময়ের কোন কারণ হয় না! অজ্ঞাত বিষয়কে দর্শন বা শ্রবণাদির দ্বারা নিকটে পাইলে, আনন্দিত বিস্মিত বা অভিভূত হইবার সম্ভাবনা হয়। কামাদি বৃত্তি এবং বলাদি ঐশ্বর্য্য পরমেশের পরিজ্ঞাত ও স্বকীয় শক্তিতে সৃজিত; সুতরাং তাহাদের প্রতি অবলোকনে বা তাহাদের উপস্থিতিতে পরমেশের কোন বিস্ময়, আনন্দ বা অভিভবের কোন কারণ নাই। এই বৃত্তিগুলি বা ঐশ্বর্য্য সমূহ জীবকে সংসার-ভোগ করাইবার উত্তম উপায়। সুতরাং এই সকল উপকরণের সাহায্যে জীব মহামায়া প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য্যাদি ভাব সমূহকে পরিজ্ঞাত হইবার উদ্দেশ্যেই জীবাত্মা রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু যে চৈতন্যময়ী পরা প্রকৃতির উপাদানে

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভগবান্। তচ্চ কিংনিমিত্তং জগতোঽজ্ঞানমিত্যুচ্যতে। ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ গুণ-বিকারৈঃ রাগদ্বেষমোহাদিপ্রকারৈঃ ভাবৈঃ পদার্থৈরেভিঃ যথোক্তৈঃ সর্ব্বমিদং প্রাণিজাতং জগৎ মোহিতম্ অবিবেকতামাপাদিতং সন্নাভিজানাতি মাম্ এভ্যঃ যথোক্তগুণেভ্যঃ পরং ব্যতিরিক্তং বিলক্ষণং চ অব্যয়ং ব্যয়রহিতং জন্মাদিসর্ব্ব-ভাববিকার-বর্জ্জিতম্ ইত্যর্থঃ॥ ১৩॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মিত্যাশঙ্ক্য তদজ্ঞানাদিত্যাহ এবম্ভূতমপীতি। বস্তুপ্রপঞ্চোঽবিক্রিয়শ্চ ত্বং কস্মাত্বা-মাত্মভূতং স্বয়ংপ্রকাশং সর্ব্বো জনস্তথা ন জানাতীতি মত্বা শঙ্কতে তচ্চেতি। শ্লোকেনোত্তরমাহ উচ্যত ইতি। এভ্যঃ পরন্নিত্যপ্রপঞ্চকত্বমুচ্যতে। অব্যয়মিতি সর্ব্ববিক্রিয়ারাহিত্যম্॥ ১৩॥

স্বামিকৃতটীকা।

এবংভূতমীশ্বরং ত্বাময়ং জনঃ কিমিতি ন জানাতীত্যত আহ ত্রিভিরিতি। ত্রিভিস্ত্রিবিধৈরেভিঃ পূর্ব্বোক্তৈর্গুণময়ৈঃ কামলোভাদিভি র্গুণবিকারৈ র্ভাবৈঃ স্বভাবৈ র্মোহিতমিদং জগৎ অতো মাং নাভিজানাতি, কথংভূতং এভ্যো ভাবেভ্যঃ পরং এভিরস্পৃষ্টং এতেষাং নিয়ন্তারং, অতএবাব্যয়ং নির্বিকারমিত্যর্থঃ॥ ১৩॥

আভাস।

জীবত্বের স্থাপনা হইয়াছে, তিনিও ত্রিগুণময়ী। কারণ আমার অবিনাভাবে অব-স্থিতা মূলা প্রকৃতিই যখন গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা মাত্র, তখন সেই মূলা শক্তির বহি-র্মুখা ভাবে যখন পরা প্রকৃতির সত্বগুণের উৎকর্ষে মূলা হইতে জন্ম বা পার্থক্যের পরিচয়, তখন তাহাতেও নিরন্তর গুণত্রয়ের বৈষম্যেরই সম্ভাবনা। সুতরাং চঞ্চল জলে যেমন সূর্য্য চন্দ্রাদির প্রতিবিম্ব চঞ্চল ভাবে পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ পরা প্রকৃতির গুণবৈষম্যে তত্রস্থ জ্ঞানাভিমানী পুরুষও উত্তরোত্তর চঞ্চল হইয়া পড়েন। সত্ব রজঃ ও তমোগুণের তুল্য-রূপতার বিপর্য্যয়ে বিষম-ভাবের পরিচয়ই গুণ-বৈষম্য। এই বৈষম্যে দ্বিবিধ ভাবের পরিচয় হইয়া থাকে। প্রকৃতির জাড্যাংশে বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল ক্ষিতিতত্ত্ব পর্য্যন্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের পরিণামে জীবদেহ এবং বিরাট্ দেহের রচনায় দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে; এবং চেতনাং-শের চাঞ্চল্যের অনুরোধে চিত্তস্থ চিদানন্দ জীবভাবে "আমি ও আমার" পরিচয়ে সুখী দুঃখী, কর্ম্মী অকর্ম্মী, রোগী স্বস্থ প্রভৃতি চিত্র ভাবের সৌসাদৃশ্যে পুরুষ চৈতন্য বিমোহিত হইয়া সংসার-পথের পথিক হইয়া পড়েন।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।

হি যতঃ এষা গুণময়ী ত্রিগুণাত্মিকা (পুরুষস্য ভোগদায়িনী চিত্তানুকারিণী চ) মম দৈবী দেবভাবাপন্না অলৌকিকী মায়া দুরত্যয়া দুস্তরা এব; তথাপি যে মাং প্রপদ্যন্তে শরণং গচ্ছন্তি, তে এতাং মায়াং তরন্তি অতিক্রামন্তি ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথং পুনর্দৈবীমেতাং ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং মায়ামতিক্রামন্তীত্যুচ্যতে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যথোক্তানাদিসিদ্ধমায়াপারবশ্যপরিবর্জনাযোগাজ্জগতো ন কদাচিদপি তত্ত্ববোধসমুদয়সম্ভাবনেত্যাশঙ্কতে কথং পুনরিতি। ভগবদেকশরণতয়া তত্ত্বজ্ঞানদ্বারেণ

এই "আমি ও আমার" ভাবের উদয়-কারিণী মোহশক্তি মহামায়াও আমারই চিত্তানুকারিণী শক্তি! ইহার অধিকার হইতে সর্ব্বপ্রযত্নে উত্তীর্ণ হওয়া মানবের সাধ্য নাই! সৃষ্টিমার্গে অর্জ্জুনের দ্বারা মানব যতই অগ্রসর হউক্! আমি ও আমার ভাবের প্রসারণ ব্যতীত কখনই তাহার সঙ্কোচন হইবে না। তবে অভিমান পূর্ব্বক কর্ম্ম

আভাস।

সাংখ্যদর্শনে উক্ত আছে; তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদ্ ইব লিঙ্গং। গুণকর্ত্তৃত্বেচ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীন ইতি॥

চৈতন্য স্বরূপের ঈক্ষণে অচেতনা প্রকৃতি চেতনবতী হন এবং প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বাকারে পরিণতের ন্যায় হইয়া, চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ স্বয়ং উদাসীন অর্থাৎ নির্লিপ্ত হইলেও, কর্ত্তা সাজিয়া "আমি ও আমার" সম্বন্ধ লাভে যেন সংসারী ও ভোগীর ন্যায় হইয়া পড়েন; সুতরাং নিজের আমি ব্যতীত যে পরম আমি পূর্ণ শক্তিমান্ জগৎযোনি আছেন সেই পরমাত্মাকে অবধারণে সক্ষম হয় না এবং নিজের ব্যষ্টিভাবও ভুলিয়া যায়। স্বীয় দেহে অনুভূতির স্ফূর্ত্তিতে নিজের স্বরূপ এবং বিরাট্ কলেবরে সর্ব্ব-নিয়ন্তা ও সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব অবধারণে সক্ষম হয় না ॥ ১৩ ॥

আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় জীব জগৎ এই মায়ার প্রভাবে মোহিত হইয়া কেবল "আমি ও আমার" ভাবেরই পরিপোষণ করিতেছেন। কীট পতঙ্গ

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

দৈবীতি । দৈবী দেবস্য মমেশ্বরস্য বিষ্ণোঃ স্বভূতা হি যস্মাৎ এষা যথোক্তা গুণময়ী

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

মায়াতিক্রমঃ সম্ভবতীতি পরিহরতি উচ্যত ইতি । কথং দুরত্যয়ত্বেন তদত্যয়ঃ স্যাদিতি তত্রাহ মামেবেতি । প্রধানস্যেব স্বাতন্ত্র্যং মায়ায়াঃ ব্যুদস্যতি দেবস্যেতি । স্বাতন্ত্র্যে

মার্গে অগ্রসর না হইয়া, নিজেকে কর্ম্মমার্গে প্রেরিত পরমেশের ভৃত্য জ্ঞানে তাঁহার উপর নির্ভর প্রাণে কেবল সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহারাই এই অভিমানাত্মিকা মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে, সন্দেহ নাই ॥ ১৪ ॥

আভাস ।

হইতে নরলোক দেবলোক এমন কি ! লোকপাল এবং দিক্পালগণও "আমি পারি এবং আমার কর্ত্তব্য" ইত্যাদি জ্ঞানে উন্মত্ত হইয়া সুদর্শন- চক্রীর, সংসার প্রবাহে প্রসৃত হইতেছেন । দৃশ্য বা জ্ঞেয় জগৎ যে পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ আমারই বৈষ্ণবী শক্তির প্রসারণ মাত্র এবং প্রত্যেক প্রসারণ ব্যাপারের আদিতে মধ্যে ও অন্তে সর্ব্বজ্ঞ বুঝি-মূর্ত্তিতে আমিই যে চির বিদ্যমান রহিয়াছি, তাহা মানব ধারণা করিতে পারে না ; সুতরাং অভিমানে নিজে কর্ত্তা সাজিয়া যথেচ্ছ আচরণে সংসার-কার্য্য নিজের স্কন্ধে উত্তোলন করত ভ্রমে বিহ্বল হইতেছে । গৃহস্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যা ভ্রাতা মাতা ও পিতা প্রভৃতি দশটী স্বজন বর্গকে প্রতিপালন করেন এবং প্রত্যেকের অভাব অভিযোগ পূরণার্থ সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন । পরিবার-গণের মধ্যে যখন যিনি যে সম্পর্কের উল্লেখে গৃহস্বামীকে আহ্বান করেন, গৃহস্বামীকে সেই সম্পর্কের অনুসারে আপনাকে তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া উত্তর দিতে হয় ; এবং তাহার অভাব অভিযোগের নিবৃত্তিও করিতে হয় ! কিন্তু তৎ-কালে তাঁহার নিজের মূল অস্তিত্বকে তিনি হারান না । অর্থাৎ যদি পিতা ডাকেন তখন পুত্র সাজিয়া, পত্নীর আহ্বানে স্বামী সাজিয়া, পুত্রের আহ্বানে পিতা সাজিয়া এবং ভৃত্যের আহ্বানে প্রভু সাজিয়া উত্তর দিতে হয় বটে, কিন্তু যিনি সাজেন তাঁহার নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব তাহাতে লুপ্ত হয় না । রঙ্গ-মঞ্চে একজন ব্যক্তিই বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়া, নটের কার্য্য করেন, সেইরূপ এই গার্হস্থ্য রঙ্গমঞ্চে প্রত্যেক মানবকে বিচিত্রভাবে সাজিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয় । অভিনয় কালে নট বা নটী যদি নিজের স্বরূপের প্রতি মনোযোগী থাকেন,

শাঙ্করভাষ্যম্।

মম মায়া দুরত্যয়া দুঃখেন অত্যয়োঽতিক্রমণং যস্যাঃ সা দুরত্যয়া। তত্রৈবং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মায়ায়ানুপপত্তিং হিশব্দোতিতাং হেতূকরোতি যস্মাদিতি। অনুভবসিদ্ধা সা নাকস্মাদপলাপমর্হতীত্যাহ এষেতি। জগতস্তত্ত্বপ্রতিপত্তিপ্রতিবন্ধকভূতা গুণাঃ

স্বামিকৃতটীকা।

কে তর্হি ত্বাং জানন্তীত্যত আহ দৈবীতি। দৈবী অলৌকিকী অত্যদ্ভুতেত্যর্থঃ, গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণবিকারাত্মিকা মম পরমেশ্বরস্য শক্তি র্মায়া দুরত্যয়া দুস্তরা হি প্রসিদ্ধমেতত্তথাপি মামেবেত্যেবকারেণাব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা যে প্রপদ্যন্তে ভজন্তি মায়ামেতাং সুদুস্তরামপি তে তরন্তি ততো মাং জানন্তীতি ভাবঃ॥ ১৪॥

আভাস।

রঙ্গকার্য্য ঠিক স্বরূপত সম্পন্ন হয় না। সুতরাং রঙ্গকার্য্যে যেমন মিথ্যার প্রয়োজন, সংসার-কার্য্যে সেইরূপ মিথ্যারই প্রয়োজন। প্রকৃত প্রস্তাবে জীব নিত্য সিদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ও সত্যস্বরূপ হইলেও, মোহের আবেশে বহির্মুখী বৃত্তি-সহকারে ভোগ্যের অনুরূপ ভোক্তা বা জ্ঞাতা না সাজিলে সংসার-ব্যাপারের প্রসার হয় না। প্রতি পদবিক্ষেপে কর্ত্তা আমি এবং সংসারের রক্ষণাবেক্ষণ আমারই কর্ত্তব্য ইত্যাকার জ্ঞান না থাকিলে, সংসারের কার্য্য কিছুতেই চলিতে পারে না। সুতরাং সংসার-প্রবাহরূপ সৃষ্টিকার্য্যের ব্যাপারে সৃষ্ট পদার্থের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ-স্থাপন উপলক্ষে মায়া বা মোহের অস্তিত্ব নিতান্তই প্রয়োজন স্বীকার করিতে হইবে। জড় জগতে পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ, বা পোষণ ক্ষয় এবং উন্নতি এবং অবনতির দ্বারা উক্ত মায়া মোহের পরিচয় নিরন্তর হইতেছে; এবং জীব-জগতেও আমি ও আমার বেশে সেইরূপ মায়ামোহেরই পরিচয় হইতেছে। উৎপাদিকা শক্তির আশ্রয়ে একটী অতি ক্ষুদ্র সামান্য বীজও বৃক্ষ, শাখা, পত্র পুষ্প ও ফলে পরিণত হইতেছে; আবার অগ্নি সূর্য্য বায়ু বা অন্যান্য পদার্থের সংস্রবে তাহার উন্নতি অবনতি বা হ্রাস বৃদ্ধির দ্বারা অন্তর্ধানেরও পরিচয় হইতেছে। এদিকে আবার অসঙ্গ পুরুষও দেহাদি উপাধির অনুরোধে মোহিত এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া আমি ও আমার পরিচয়ে সংসার-লীলা সাধিত করিতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

সতি সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেব মায়াবিনং স্বাত্মভূতং সর্ব্বাত্মনা যে প্রপদ্যন্তে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সম্প্রদায়ঃ। মমেতিপ্রাগুক্তমেব মায়ায়াঃ সম্বন্ধমনূদ্য বিধিৎসিতং দুরত্যয়ত্বং বিভজতে দুঃখেনেতি। মামেবেত্যাদি ব্যাচষ্টে তত্রেতি। তস্মিন্ মায়ারূপে যথোক্ত-

আভাস।

এই সংসার লীলা সাধনের উপকরণ কি? জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিয়াছেন যে, মদীয়া ইচ্ছাশক্তি মায়াই ইহার মূল উপকরণ। এই শক্তিতে দুইটী ভাব নিহিত আছে; শক্তি স্বয়ং প্রসারিত হইয়া যেমন অনির্ব্বচনীয় অনন্ত মূর্ত্তিতে পরিণত হইতেছেন, আবার প্রত্যেক ভাবকে আত্ম-বিস্মৃত করাইয়া তদ্দ্বারা অন্য পদার্থের উন্নতি-সাধনে যত্নবান্ করাইতেছেন। বেদান্তাদি দর্শন-শাস্ত্রে মায়াতে দ্বিবিধা শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন; যথা আবরণ ও বিক্ষেপ। আবরণ-শক্তির বলে জীবাত্মাতে আত্মবিস্মৃতি আনয়ন পূর্ব্বক পরের প্রতি আনুগত্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই আনুগত্যের উপলক্ষে যে শোক দুঃখাদির সৃষ্টি, তাহারই নাম বিক্ষেপ। মানব নিজের প্রেমানন্দের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া, সন্তান সন্ততির উন্নতি-সাধন ও তাহাদের প্রতিপালনেই উন্মত্ত। এই নীতি যে কেবল মানবাদি যোনিতেই দেখা যায়, তাহা নহে; সমগ্র জগতের প্রত্যেক পদার্থের প্রতি দৃষ্টি করিলে, আমরা তাহা সুস্পষ্ট প্রতীত করিতে পারিব। তির্য্যক্ যোনি পশু পক্ষিগণ নিজের কষ্ট স্বীকার করিয়া শিশু সন্তান-গণকে খাদ্য প্রদানাদির দ্বারা প্রতি-পালন করিয়া থাকে। অধিক কি! লাউ কুমড়ার লতা গাছগুলিও যখন ফল ধারণ করে, তখন রসদানে সেই ফলগুলির পুষ্টিলাভ ও বৃহৎ কলেবর হইবার উপলক্ষে সেই সেই ডগা স্বয়ং সঙ্কুচিত হইয়া মরিয়া যায়। ডগাগুলি আত্ম-রক্ষায় বিস্মৃত হইয়া ফলেরই উন্নতি-কল্পে মনোযোগী হয়। অতএব আবরণ শক্তিতে আত্মবিস্মৃতি এবং বিক্ষেপ শক্তিতে সংসারাভিমুখে গতি; এই উভয় প্রকার প্রবৃত্তি যখন মায়ারই স্বভাব, তখন মায়াকে তৎকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা অসম্ভব। তবে মায়া যাঁহার ইচ্ছা শক্তি; এবং সৃষ্টির উপকরণ-রূপে যিনি উক্ত মায়াকে এই দ্বিবিধা প্রবৃত্তি দিয়া প্রসারিত করিয়াছেন, তাঁহার শরণাগত হওয়া ব্যতীত মায়ার হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই।

ভগবানে শরণাগত হইবার উপায় কি চিন্তা করিলে, আমরা বুঝিতে পারিব যে, ভগবানের অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করাই শরণাগত হইবার অপূর্ব্ব

শাঙ্করভাষ্যম্।

তে মায়ামেতাং সর্ব্বভূতচিত্তমোহিনীং তরন্তি অতিক্রামন্তি সংসারবন্ধনাম্মুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

রীত্যা দুরত্যয়ে সতীতি যাবৎ। মামেবেত্যেবকারেণ মায়ায়া বেত্তকোটিনিবেশাভাবো বিবক্ষ্যতে। সর্ব্বাত্মনা ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি ব্যগ্রতামন্তরেণেত্যর্থঃ। মায়াতিক্রমে মোহাতিক্রমো ভবতীতি মত্বা বিশিনষ্টি সর্ব্বেতি। মায়াতৎপ্রযুক্তমোহয়োরতিক্রমেঽপি কথং পুরুষার্থসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ সংসারেতি ॥ ১৪ ॥

আভাস।

উপায়। পিতার অভিমত কার্য্য করাই যেমন পিতৃভক্তির প্রকৃত পরিচয়, ভগবানের সংসার-সৃষ্টির অভিপ্রায় অনুসারে নিরন্তর তদ্গত হইয়া কার্য্য করাই ভগবানের শরণাগত হওয়া। অনুভব-মূর্ত্তিই জীব এবং অনুভবের বিষয় অনন্ত প্রকারের সৃষ্টি; এতদুভয়ের সম্পর্ক হইলেই পরস্পরের কার্য্য আরম্ভ হয়। জীবের কার্য্য অনুভব করা, কিন্তু অনুভবের বিষয় না থাকিলে কি অনুভব করিবেন? সুতরাং সৃষ্টির প্রয়োজন। দাহ্য বস্তু যদি অগ্নির সংস্রব না করে, দহন-কারী অগ্নি তখন আপনা হইতেই উপশমিত হইয়া পড়ে; সেইরূপ জ্ঞাতা জীবাত্মা জ্ঞেয় বস্তুর অভাবে অস্তমিত হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। সুতরাং জ্ঞাতৃভাবে জ্ঞাতাকে জীবিত রাখিবার জন্য জ্ঞেয় সৃষ্টির উদ্দীপিত করা প্রয়োজন। অগ্নি যেমন দাহ্য বস্তুকে দগ্ধ করিবার উপলক্ষেই স্বয়ং উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান্ হয়, সেইরূপ সৃষ্ট বস্তুর সম্বন্ধ উপলক্ষেই জ্ঞাতা জীবাত্মাও বস্তুকে বুঝিয়া এবং নিজের বুঝিবার স্বরূপকেও অবধারণ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। এই অবধারণের নামই আত্ম-সাক্ষাৎকার। সুখ দুঃখাদির ভোগ উপলক্ষে আত্ম-সাক্ষাৎকার একবার উপলব্ধ হইলে, তদনুপাতে সৃষ্টির উপলক্ষে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারও সুগম এবং সহজ-সাধ্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ আমি যেমন সুখ-দুঃখ-প্রদ সংসারের সকল ভাবকে অনুভব করি, সেইরূপ এই পরিদৃশ্য-মান অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-ব্যাপারের সৃজনাদি করিবার উপলক্ষে সর্ব্ব-শক্তিমান্ এবং সর্ব্ব জ্ঞানবান্ অনন্ত ব্রহ্মভাব যে চির বিদ্যমান আছেন, তাহাও অনুভব করিতে পারা যায়। ইহারই নাম "মামেব যে প্রপদ্যন্তে" ভগবানে শরণাগতি। এই ভাবের উপচয় যখন যে মানবের হৃদয়ে জাগরূক হয়, তখনই সেই মানবের জন্য মায়ার আর অভিনব কর্ত্তব্যের কিছু বাকী থাকে না। মায় সেই বিবেকীর সম্বন্ধে ভোগদানে নিরস্তা হন ॥১৪॥

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।

অন্বয়ঃ।

মায়য়া অপহৃত-জ্ঞানাঃ বিবেকশূন্যাঃ আসুরং হিংসাদি লক্ষণং ভাবং আশ্রিতাঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

যদি ত্বাং প্রপন্নাঃ মায়ামেতাং তরন্তি কস্মাৎ ত্বামেব সর্ব্বে ন প্রপদ্যন্তে ইত্যুচ্যতে, ন মাং পরমেশ্বরং দুষ্কৃতিনঃ পাপকারিণঃ মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ নরাণাং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভগবন্নিষ্ঠায়া মায়াতিক্রমহেতুত্বে তদেকনিষ্ঠত্বমেব সর্ব্বেষামুচিতমিতি পৃচ্ছতি যদীতি। পাপকারিত্বেনাবিবেকভূয়স্তয়া হিংসানৃতাদিভূয়স্ত্বাচ্চ স্বসাং জন্তূনাং ন

অভীষ্ট লাভে চির কৃতার্থ হইবার প্রত্যাশায় যে সমস্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পরম পুরুষ পরমাত্মা আমার প্রতি লক্ষ্য করে না, তাহারাই ভোগ্য-বাসনা চরিতার্থের দ্বারা কৃতার্থ হইবার প্রত্যাশায়,

আভাস।

ভগবান্ জীবাত্মাকে ভোগ করাইবার জন্য যেমন মায়া বা মোহ দিয়াছেন, আবার ভোগ্য পদার্থের সর্ব্ববিধ ভাবের পরীক্ষার জন্য একটী বিবেক-শক্তি বুদ্ধিও দিয়াছেন। বিবেক-বলে ভোগের উপলক্ষে ভোগ্য বিষয়ের ভাব সমূহকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি বিষয়ের পরীক্ষা করাটীকে উপেক্ষা করিয়া, নিজের প্রয়োজনীয় অংশটী মাত্র গ্রহণ বা দর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়া যায়। সুতরাং তাহাদের দর্শন বা ভোগ কোনরূপ কার্য্যকরী হয় না। সেই এক পদার্থকে দর্শন বা পরীক্ষা করিতে বারংবার তাহার সহিত সম্পর্ক করিতে হয়। এদিকে বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইবার জন্য জীবাত্মাকে যেমন মায়া বা মোহ দিয়াছেন, কিন্তু বিষয়কে প্রয়োজন মত অতি উৎকৃষ্ট এবং মনোহর মূর্ত্তিতে সাজাইয়া ও তদন্তরে ভূরি ভূরি দোষ, অহিতকর ভাব এবং ক্ষণধ্বংসিত্বের পরিচয় এত রাখিয়াছেন যে, মানব প্রয়োজনের অনুরোধে তৎপ্রতি অগ্রসর হইয়া বিবেক বুদ্ধিতে যদি তাহা পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে, বিষয়ের প্রতি আসক্ত হওয়া দূরে থাকুক, শরীর রক্ষার অনুরূপ মাত্র ভোগ করিয়াই ভোগে বিরত হইয়া পড়েন। মায়া-শক্তির অপেক্ষা বিবেকের শক্তি অনেক প্রবল। কিন্তু দোষের মধ্যে এই যে, মায়ার ব্যাপার অগ্রে, বিবেকের ব্যাপার বা কার্য্য পরে। ক্ষুধায় কাতর হইলে, অন্নের বিচার থাকে না;

মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।

দুষ্কৃতিনঃ পাপকারিণঃ মূঢ়াঃ নরাধমাঃ জনাঃ মাং ন প্রপদ্যন্তে ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অধোঽধমা নিকৃষ্টাস্তে চ মায়য়া অপহৃতজ্ঞানাঃ আসুরং ভাবং হিংসানৃতাদিলক্ষণং মাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভগবন্নিষ্ঠত্বসিদ্ধিরিত্যাহ উচ্যত ইতি। মৌঢ্যং পাপকারিত্বে হেতুরত এব নিকৃষ্টাঃ। সংমুষিতমিব তিরস্কৃতং জ্ঞানং স্বস্বরূপচৈতন্যমেষামিতি তে তথা ॥ ১৫ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

কিমিতি তর্হি সর্ব্বে ত্বামেব ন ভজন্তীত্যত আহ ন মামিতি। নরেষু যেঽধমাস্তে মাং ন প্রপদ্যন্তে ন ভজন্তি, অধমত্বে হেতুঃ মূঢ়া বিবেকশূন্যাঃ, তৎকৃতঃ দুষ্কৃতিনঃ পাপশীলাঃ অতো মায়য়াপহৃতং নিরস্তং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং জাতমপি জ্ঞানং যেষাং তে তথা অতএব দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চেত্যাদিনা বক্ষ্যমাণমাসুরং ভাবং স্বভাবং প্রাপ্তাঃ সন্তো ন মাং ভজন্তি ॥ ১৫ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারের অনুরোধে বারংবার মায়ার কুহকেই পতিত হইয়া সংসারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে এবং আসুরিক ভাবে অভিভূত হইয়া পড়ে ॥ ১৫ ॥

আভাস।

ভোজনের পর দোষ গুণের প্রতিবিচার আইসে। সুতরাং যাহারা প্রয়োজনকেই প্রধান জ্ঞান করত বিষয়ের অভিমুখে ধাবিত হয়, তাহারা বিষয়ের মধ্য হইতে তাহার প্রয়োজনীয় অনুকূল অংশ মাত্র গ্রহণে বিষয়ের অবশিষ্ট ভাগকে উপেক্ষা করত পলায়ন করে। তাদৃশ বিবেকহীন ভোগান্ধ ব্যক্তিগণের পক্ষে ভগবৎসাক্ষাৎকার অতীব অসম্ভব। তাহারা প্রয়োজনের দাস হইয়া বিবেক জ্ঞানকে দূরে অপসারিত করত জন্ম-জন্মান্তর ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।

অন্বয়ঃ।

হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্তঃ রোগাদিভিঃ বিপন্নঃ, জিজ্ঞাসুঃ ভগবত্তত্ত্বং

শাঙ্করভাষ্যম্।

যে পুন র্নরোত্তমাঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ চতুর্ব্বিধা ইতি। চতুর্ব্বিধা শ্চতুঃপ্রকারা ভজন্তে সেবন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনঃ পুণ্যকর্ম্মাণো হে অর্জ্জুন আর্ত্তঃ অর্ত্তিপরিগৃহীতঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কেষাং তর্হি তন্নিষ্ঠতা সুকরেতি তত্রাহ যে পুনরিতি। তে ভজন্তে ভগবন্ত-মিতি শেষঃ। যে ত্বাং ভজন্তে তে কিং সর্ব্বে মায়াং তরন্তি নৈবং প্রার্থনাবৈচিত্র্যা-

স্বামিকৃতটীকা।

সুকৃতিনশ্চ মাং ভজন্ত্যেব তে চ সুকৃত-তারতম্যেন চতুর্বিধা ইত্যাহ চতুর্ব্বিধা ইতি। পূর্ব্বজন্মসু যে কৃতপুণ্যা স্তে মাং ভজন্তি তে চতুর্ব্বিধাঃ, আর্ত্তো রোগাদ্য-ভিভূতঃ স যদি পূর্ব্বং কৃতপুণ্য স্তর্হি মাং ভজতি অন্যথা ক্ষুদ্রদেবতাভজনেন সংসরতি

হে ভরত শ্রেষ্ঠ! এ সংসারে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ফলে চারি জাতি বা শ্রেণীর লোকই মদীয় পরমাত্ম বিষয়ে অনুসন্ধানে অগ্রসর হইয়া থাকে। যাহারা আর্ত্ত; অর্থাৎ রোগাদি দুঃখ-জালে জড়িত; জিজ্ঞাসু অর্থাৎ উপস্থিত সকল বিষয়ের বা ভাবের

আভাস।

কিন্তু চিরকাল কাহারও ভোগে অভিভূত থাকিবার উপায় নাই! কারণ বিচার করিয়া আত্ম-সাক্ষাৎকার করিবার উপলক্ষেই আমি মানবকে সৃষ্টির প্রবাহে প্রেরণ করি এবং মায়া প্রদানে বিষয়াভিমুখে ধাবিত করাই বটে, কিন্তু যম-দণ্ডরূপ কাল-দণ্ড উত্তোলনে প্রত্যেক অভিভূত মানবকে রোগ, শোক, ভয় এবং বিবিধ অনর্থ-প্রদানে তাহাদের বিলুপ্ত-প্রায় বিবেক-শক্তিকে জাগরিত করিয়া পুনরায় আপন করিয়া লই! স্নেহময় পিতা যেমন চরিত্রহীন পুত্রকে বিবিধ দণ্ডের ব্যবস্থায় পুনরায় আপন করিয়া লন, জগৎপিতা আমিও ভোগী মানবকে নানা প্রকার ক্লেশ প্রদানে বিবেকী করত, নিজ সন্নিধানে আনয়ন করি। এই শ্লোকে মায়া-মোহিত মানব যে যে পদ্ধতি অনুসারে বিষয়ের মায়াকে পরিহার করিয়া বিবেক লাভে মুক্ত হইতে পারে, তাহারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ অর্জ্জুন! আমার পরম প্রেমের আধার ও আত্মীয়

আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।

জ্ঞাতুং ইচ্ছুঃ, অর্থার্থী ঐশ্বর্য্যপ্রার্থী, তথা জ্ঞানী আত্মবিৎ ইতি চতুর্ব্বিধাঃ জনাঃ বিদ্যন্তে সুকৃতিনঃ এব তে মাং ভজন্তে ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তস্কর-ব্যাঘ্র-রোগাদিনা অভিভূতঃ অভিভবং আপন্নো জিজ্ঞাসু র্ভগবত্তত্ত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছতি যোঽর্থার্থী ধনকামো জ্ঞানী বিষ্ণো স্তত্ত্ববিচ্চ হে ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

দিত্যাহ চতুর্ব্বিধা ইতি। আপন্নস্তন্নিবৃত্তিমিচ্ছন্নিতি শেষঃ। তত্ত্ববিদিতি। শব্দ-জ্ঞানবানাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারমাত্রার্থী মুমুক্ষুরিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

এবমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যং, জিজ্ঞাসুরাত্মজ্ঞানেচ্ছুঃ, অর্থার্থী অত্র পরত্র চ ভোগসাধন-ভূতার্থপ্রেপ্সুঃ, জ্ঞানী চাত্মবিৎ ॥ ১৬ ॥

সন্ধান পাই, কিন্তু যিনি এই সমস্ত রচনা করেন, তিনি কে? বা কি প্রকারে তাঁহার সাক্ষাৎকার পাইব বলিয়া আচার্য ও জ্ঞানিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করেন; তৃতীয় অর্থার্থী অর্থাৎ অভাবগ্রস্থ ব্যক্তি; এবং চতুর্থ জ্ঞানী অর্থাৎ জগত্তত্ত্বের বিচারকারী ॥ ১৬ ॥

আভাস।

পুত্রগণকে আমার ঐশ্বর্য্য দর্শনার্থ সংসার-ক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়া কি কখন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি! দশটী ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বে সংযোজিত দেহরথে মানবাদি উৎকৃষ্ট জীব-নিচয়কে আরোহণ করাইয়া আমার ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ বিকাশ ব্রহ্মাণ্ডকে পরিদর্শনার্থ প্রেরণ করিয়াছি বটে, কিন্তু দেহাদির এতাদৃশ অভাব ও অভি-যোগের ব্যবস্থা আছে যে, তাহাদের পূরণ করিতেই মানবের সত্বর নিরাপদে ভ্রমণের অনেক ব্যাঘাত হইবে। যদি দেহাদিতে অভাবের সৃষ্টি না করিতাম, তাহা হইলে, মানব আমার ঐশ্বর্য্যের কোন অংশটীকে আগ্রহ-সহকারে গ্রহণ করত পরীক্ষার বুদ্ধিতে অবলোকন করিত না। কিন্তু অভাবের পূরণ উপলক্ষে যে ঐশ্বর্য্যের দ্বারা তাহার অভাবের পূরণ হইল, পাছে তাহাতেই তুষ্ট হইয়া সে পর্য্যটনে নিরস্ত থাকে, তজ্জন্য ভোগে উৎকট দুঃখ এবং ত্যাগে অপূর্ব্ব শান্তির পরিচয় দিয়া রাখিয়াছি। এই রোগ শোকাদি দুঃখ কেবল ভোগীকে

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি র্বিশিষ্যতে।

অন্বয়ঃ।

তেষাং চতুর্ণাং মধ্যে নিত্যযুক্তঃ সদা সংযতবুদ্ধিঃ একভক্তিঃ একস্মিন্ পরমা-

শাঙ্করভাষ্যম্।

তেষামিতি। তেষাং চতুর্ণাং মধ্যে জ্ঞানী তত্ত্ববিত্ত্বান্নিত্যযুক্তো ভবত্যেক-ভক্তিশ্চান্যস্য ভজনীয়স্যাদর্শনাদতঃ স একভক্তির্বিশিষ্যতে বিশেষমাধিক্যমাপদ্যতে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

চতুর্বিধানাং তেষাং সুকৃতিনাং ভগবদভিমুখানাং তুল্যত্বমাশঙ্ক্যাহ তেষামিতি। তস্য বিশিষ্যমাণত্বে হেতুমাহ প্রিয়ো হীতি। নিত্যযুক্তত্বং ভগবত্যাত্মনি সদা সমাহিতচেতস্ত্বং অসারে সংসারে ভগবানেব সারঃ সোঽহমস্মীত্যেকস্মিন্নদ্বিতীয়ে স্বস্মাদত্যন্তমভিন্নে ভগবতি ভক্তিঃ স্নেহবিশেষোঽস্যেত্যেকভক্তিঃ, তস্যাধিক্যে

স্বামিকৃতটীকা।

তেষাং মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ তেষামিতি। তেষাং মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্টঃ, তত্র হেতবঃ নিত্যযুক্তঃ সদা মন্নিষ্ঠঃ, একস্মিন্ ময্যেব ভক্তি র্যস্য সঃ জ্ঞানিনো

এই চারি প্রকারের মধ্যে যিনি নিরন্তর তত্ত্বানুসন্ধানে নিমগ্ন থাকিয়া একাগ্রতা সহকারে ভক্তি পূর্ব্বক পূর্ণ পরমাত্ম স্বরূপের

আভাস।

নিদ্রিতের ন্যায় মোহিত হইতে নিষেধ করা মাত্র। বুদ্ধিরূপ সারথীর হস্তে কশাঘাত না খাইলে, ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব সমূহ কেবল ভোগের পথেই বিশ্রাম করিত, বিষয়কে পরীক্ষার জন্য ক্রমাগত দৌড়াইত না।

অতএব বিষয়ের দোষগুণাদির বিচারে উদাসীন হইয়া কেবল সম্ভোগে হতজ্ঞান মানবই প্রকৃত প্রস্তাবে মোহান্ধ এবং নারকী। কারণ ভগবানের সন্নিধানে তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের অনেক বিলম্ব। যাহারা রোগ, শোক ভয় এবং বিবিধ অনর্থে প্রপীড়িত, তাহারা ভব-মোহ হইতে ক্রমশঃ জাগরিত; তাহারা বিষয়ের প্রতি আত্মবৎ প্রেম করিতে বিরত হইয়া, প্রত্যক্ষে প্রতীয়মান জগৎ ও জাগতিক সুখ দুঃখাদির প্রদাতা যে কে? তাঁহারই অনুসন্ধানার্থ মনকে সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করে। তৃতীয় ব্যক্তি অর্থার্থী। রজঃস্বলা একবস্ত্রা দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণে দুঃশাসন যখন কৌরব-সভায় তাঁহাকে আনয়নে নীবিবন্ধন উন্মোচন পূর্ব্বক বস্ত্রাকর্ষণে দ্রৌপদীকে উলঙ্গ করিতে চেষ্টা করে, তখন দ্রৌপদী বাম করে

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

যানি একভক্তিঃ বিশিষ্টঃ জ্ঞানী বিশিষ্যতে বিশিষ্টো ভবতি। অহং জ্ঞানিনঃ অত্যর্থং অতীব প্রিয়ঃ; সঃ জ্ঞানী চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অতিরিচ্যত ইত্যর্থঃ প্রিয়ো হি যস্মাদহমাত্মা জ্ঞানিনোঽতস্তস্যাহমত্যর্থং প্রিয়ঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

হেতুং বিবৃণোতি প্রিয়ো হীত্যাদিনা। ভগবতো জ্ঞানিনশ্চ পরস্পরং প্রেমাস্পদত্বে প্রসিদ্ধিং প্রমাণয়তি প্রসিদ্ধং হীতি। আত্মনো জ্ঞানিনং প্রতি প্রিয়ত্বেঽপি

স্বামিকৃতটীকা।

দেহাদ্যভিমানাভাবেন চিত্তবিক্ষেপাভাবান্নিত্যযুক্তত্বমেকান্তভক্তিত্বঞ্চ সম্ভবতি

অনুসন্ধান করেন, তাদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তিই সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ। এই জ্ঞানবান্ ব্যক্তির সমীপে আমার ন্যায় প্রিয় পাত্র আর কেহ থাকে না এবং আমার সমীপে তাহার ন্যায় প্রিয় পাত্রও আর কেহ হয় না ॥ ১৭ ॥

আভাস।

কুচযুগল বস্ত্রাবরণে চাপিয়া দক্ষিণ করে বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করত রক্ষার প্রার্থনায় ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, পরে ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেব এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে নয়ন উন্মীলন করত প্রাণের ব্যথা অবগত করিলেন; কিন্তু সকলকেই অবনত মস্তকে আত্মভাবে বিহ্বল অবলোকন করত বুঝিলেন যে, আমার-অনেক আছে বলিয়া অনেক ভরসা ছিল; কিন্তু বুঝিলাম সংসারে কেহ কাহারও নহে; তবে কি আমার লজ্জা নিবারণ করেন এমন কি কেহই নাই! এই প্রবল দুর্বৃত্ত দুঃশাসনের করে এই অবস্থার আত্মরক্ষার সামর্থ্য কোথায়! হে অনাথনাথ প্রাণ-গোবিন্দ! রক্ষা কর! তোমার করে সমস্ত সমর্পণ করিলাম বলিয়া, দ্রৌপদী উভয় হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক করজোড়ে পরমেশকে প্রণাম করিতে যখন সাহস করিলেন, জ্ঞানলাভ অর্থার্থী জীব তৃতীয় অধিকারী। চতুর্থ অধিকারী জ্ঞানী। তিনি স্বকীয় দেহের অন্তরে নিজ-স্বরূপ আত্ম-চৈতন্যের অবধারণ করিয়াছেন এবং

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রসিদ্ধং হি লোকে আত্মা প্রিয়ো ভবতি ইতি তস্মাৎ জ্ঞানিন আত্মত্বাদ্বাসুদেবঃ প্রিয়ো ভবতীত্যর্থঃ স চ জ্ঞানী মম বাসুদেবস্যাত্মৈবেতি মমাত্যর্থং প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

ভগবতো বাসুদেবস্য কথং তং প্রতি প্রিয়ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ তস্মাদিতি। অহং জ্ঞানিনো নিরুপাধিকপ্রেমাস্পদং পরমপুরুষার্থত্বেনাত্মত্বেন চ গৃহীতত্বাদিত্যর্থঃ। জ্ঞানিনোঽপি ভগবন্তং প্রতি প্রিয়ত্বং প্রকটয়তি স চেতি ॥ ১৭ ॥

স্বামিকৃতটীকা

নান্যস্য, অতএব তস্যাহমত্যন্তং প্রিয়ঃ স চ মম, তস্মাদেতৈর্নিত্যযুক্তত্বাদিভিশ্চতুর্ভি র্হেতুভিঃ স উত্তমঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

আভাস।

ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি পরমেশের স্বরূপ নিরূপণের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী এই চারি প্রকারের মানবই ভোগী মানব অপেক্ষা ভাগ্যবান্ এবং পুণ্যশীল। তন্মধ্যে ভোগের নিদ্রাভঙ্গে আর্ত্ত শ্রেষ্ঠ; তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জিজ্ঞাসু, তদপেক্ষা অর্থার্থী শ্রেষ্ঠ; ইহাদের সকলের অপেক্ষা জ্ঞানী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আর্ত্ত অর্থাৎ রোগ, শোক এবং দুঃখ দারিদ্র্য দোষে প্রপীড়িত ব্যক্তি নিজ পুরুষকারে সফলকাম না হইয়া ঈশ্বরের শরণাগত যে হয়, তাহাও তৎপ্রতি ভগবানের কৃপা। এই কৃপাবলে অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হইলে, আচার্য্য ও শাস্ত্র সন্নিধানে ঈশ্বর বিষয়ের অভিজ্ঞান লাভের জন্য জিজ্ঞাসা আইসে। সুতরাং আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী এই চারি জনই সংসার জ্বালা হইতে অব্যাহতি পাইবার পাত্র বটে, কিন্তু যিনি যোগের অনুষ্ঠানে আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন, তিনিই তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ নিজের পরমানন্দ-স্বরূপ আত্মাকে অবধারণ করায় তিনি ভোগের বাসনাকেও পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন; এবং নির্ভয় পরমপুরুষ পরমাত্মাতে আত্ম-সমর্পণ করত কৃতার্থ হন। বিদেশাগত পুত্রের প্রতি পিতার যেমন মমতা জন্মে, সংসার ভ্রমণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত জীবও আমার সেইরূপ প্রিয়পাত্র হয়। সে যেমন সকল পরিহারে প্রীত-প্রসন্নচিত্তে আমাকে প্রার্থনা করে, আমিও প্রাণপ্রিয় পুত্রধনের ন্যায় তাহাকে প্রেম করিয়া থাকি। ১৬। ১৭ ॥

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্‌।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্‌॥ ১৮॥

অন্বয়ঃ।

সর্ব্বে এতে চত্বারঃ উদারাঃ উৎকৃষ্টাঃ সুকৃতিনঃ মোক্ষভাজঃ এব; জ্ঞানী তু পুনঃ যুক্তাত্মা মদেকচিত্তঃ অতঃ অনুত্তমাং উৎকৃষ্টাং গতিং মাং আস্থিতঃ আশ্রিতঃ যতঃ অতঃ সঃ মে মম আত্মা ইতি মতং নিশ্চয়ঃ॥ ১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌।

ন তর্হি আর্ত্তাদয় স্ত্রয়ো বাসুদেবস্যাপ্রিয়ঃ ন, কিং তর্হি উদারা ইতি। উদারা উৎকৃষ্টাঃ সর্ব্ব এবৈতে ত্রয়োঽপি মম প্রিয়া এবেত্যর্থঃ ন হি কশ্চিম্মদ্ভক্তো মম বাসুদেবস্যাপ্রিয়ো ভবতীতি, জ্ঞানী ত্বত্যর্থং প্রিয়ো ভবতীতি বিশেষঃ, তৎ কস্মাদিত্যাহ জ্ঞানী ত্বাত্মৈব নান্যো মত্তমিতি মে মম মতং নিশ্চয়ঃ, আস্থিত

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

জ্ঞানী চেদত্যর্থমীশ্বরস্য প্রিয়ো ভবতি তর্হি বিশেষণসামর্থ্যাদিতরেষামপ্রিয়ত্বং প্রাপ্তমিতি শঙ্কতে ন তর্হীতি। তেষাং ভগবন্তং প্রতি প্রিয়ত্বমত্র বিবক্ষিতমিত্যাহ নেতি। অত্যর্থমিতি বিশেষণস্য তর্হি কিং প্রয়োজনমিতি পৃচ্ছতি কিং তর্হীতি। সর্ব্বেষাং ভগবদভিমুখত্বাদুৎকর্ষেঽপি জ্ঞানিনি তদতিরেকমঙ্গীকৃত্য বিশেষণমিত্যাহ উদারা ইতি। কিং তত্র প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্য ঈশ্বরজ্ঞানমিত্যাহ মে মতমিতি। জ্ঞানীত্বাত্মৈবেত্যত্র হেতুমাহ আস্থিত ইতি। সর্ব্বশব্দস্য জ্ঞানিব্যতিরিক্তবিষয়ত্বমাহ ত্রয়োঽপীতি। জ্ঞানিব্যতিরিক্তানাং ভগবদভিমুখত্বেঽপি জ্ঞানাভাবাপরাধান্ন ভগবৎপ্রীতিবিষয়তেত্যাশঙ্ক্যাহ নহীতি। কস্তর্হি জ্ঞানবতি সতি বিশেষস্তত্রাহ জ্ঞানী-

অবশ্য সংসারী মানবের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত চারি শ্রেণীর মানবই প্রশংসার পাত্র বটে; কিন্তু জ্ঞানীকে আমি আমার বলিয়া জ্ঞান করি; কারণ সংযত-চিত্তে জ্ঞানী আমার উপরই নির্ভর করে এবং আমার স্বরূপ উৎকৃষ্ট পদবীতে তাহারা চির প্রতিষ্ঠিত থাকে।১৮॥

আভাস।

যাহারা নিজের পুরুষকার-বলে বিষয় ভোগেই বিরত থাকে, তাহাদের অপেক্ষা ভগবানের নিকট কাম্য প্রার্থনায় ভক্ত হইলেও অনেক প্রশংসনীয়। কারণ অনেক পুণ্যানুষ্ঠান না করিলে ভগবানের প্রতি লক্ষ্য পড়িতে না

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।

অন্বয়ঃ।

জ্ঞানার্থ-সংস্কারার্জ্জনায় ব্যতীতানাং বহূনাং জন্মনাং অন্তে চরমে বাসুদেবঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

আরোঢ়ুং প্রবৃত্তঃ স চ জ্ঞানী হি যস্মাদহমেব ভগবান্ বাসুদেবো নান্যোঽস্মীত্যেবং যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ সন্ মামেব পরং ব্রহ্ম গন্তব্যমনুত্তমাং গতিং গন্তুং প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ॥ ১৮॥

জ্ঞানী পুনরপি স্তূয়তে বহূনামিতি। বহূনাং জন্মনাং জ্ঞানার্থসংস্কারার্জনা-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মিতি। তমেব বিশেষং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি কস্মাদিত্যাদিনা। সর্ব্বমাত্মানং পশ্যতোঽপি অপক্ষপাতিনঃ তস্য তব কথং যথোক্তো নিশ্চয়ঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাস্থিত ইত্যেতদ্ব্যাকরোতি আরোঢুমিতি। আরোহে হেতুং সূচয়তি স চ জ্ঞানীতি। আরোঢুং প্রবৃত্তত্বমেব স্ফুটয়তি মামেবিতি॥ ১৮॥

উত্তরশ্লোকস্য গতার্থত্বং পরিহরতি জ্ঞানীতি। জ্ঞানার্থসংস্কারো বাসনা তত্ত

স্বামিকৃতটীকা।

তর্হি ইতরে ত্রয়স্তুক্তাঃ কিং সংসরন্তি ন হি ন হীত্যাহ উদারা ইতি। সর্ব্বেঽপ্যেতে উদারা মহান্তঃ মোক্ষভাজ এবেত্যর্থঃ জ্ঞানী তু পুনরাত্মৈবেতি মে মতং নিশ্চয়ঃ হি যস্মাৎ স জ্ঞানী যুক্তাত্মা মদেকচিত্তঃ সন্ ন বিদ্যতে উত্তমা যস্যাস্তামনুত্তমাং সর্ব্বোত্তমাং গতিং মামেবাস্থিত আশ্রিতবান্ মদ্ব্যতিরিক্তমন্যৎ ফলং ন মন্যত ইত্যর্থঃ॥ ১৮॥

বিশেষ সুকৃতির বলে তত্ত্বানুসন্ধানে অগ্রসর হইয়া অনেক জন্মের অভ্যাসে জ্ঞানের চরম সীমায় যখন উপনীত হন, তখনই জ্ঞানী

আভাস।

এক্ষণে সেই লক্ষ্য পড়ার গুণে এবং কামনা পূরণের বলে তাদৃশ ভক্তগণের কার্য্যের প্রতি আসক্তি কমিয়া বাঞ্ছাপূর্ণকারী শ্রীহরির প্রতিই তাহাদের মতি গতি ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে এবং পরিণামে ভগবানে শরণাগত হইবার মতি এবং তৎপ্রাপ্তিরূপ গতি ব্যতীত অন্য কোন গতির আর প্রত্যাশা রাখে না; সুতরাং অন্তিমে সেই চরণেই আত্ম-সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হয়॥ ১৮॥

দেখ অর্জ্জুন! সামশ্রুতি বলেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই পরিদৃশ্যমান

বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।

সর্ব্বং ইতি জ্ঞানবান্ যোগী মাং প্রত্যগাত্মানং অপরোক্ষতয়া প্রপদ্যতে উপাস্তে; সঃ তাদৃশঃ মহাত্মা (মহতি পরমেশ্বরে আত্মা যস্য সঃ) সুদুর্লভঃ ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

শ্রয়াণাং অন্তে সমাপ্তৌ জ্ঞানবান্ প্রাপ্তপরিপাকজ্ঞানো মাং বাসুদেবং প্রত্য-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

জন্মনি পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানজনিতা বুদ্ধিশুদ্ধিস্তদাশ্রয়াণাং তত্ত্বাবনস্থানাং জন্মনামিতি যাবৎ। জ্ঞানবত্ত্বং প্রাক্তনেষ্বপি জন্মসু সম্ভাবিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রাপ্তেতি। জ্ঞান-

---

প্রকৃত মৎস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন! জ্ঞানী হওয়া সহজ নহে! যাহা দেখি বা শুনি স্থূল সূক্ষ্ম ভাব অভাব বা জড় চেতন এই সমস্তই বাসুদেব চৈতন্য-ঘন সর্ব্বশক্তি-ময় রূপে একা তিনিই বিরাজ করিতেছেন এইরূপ স্থির জ্ঞানে পরমেশে আত্মসমর্পণ করিয়া অবস্থান করিতে যিনি পারেন, তাদৃশ মহাত্মা জ্ঞানী অটল-হৃদয় ব্যক্তি জগতে দুর্লভ। ১৯ ॥

আভাস।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মময়; যাহা দেখি সমস্তই ব্রহ্ম! এ জ্ঞানলাভ নিতান্ত সহজ নহে। দেহ ধারণে এতাদৃশ জ্ঞানে অধিকারী হইতে এক কমলাসন ব্রহ্মাকেই শুনা যায়। বৃন্দাবনে অঘাসুরের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে পুলকিত হইয়া ব্রহ্মা ইষ্টদেবতার দর্শন কামনায় মর্ত্ত্যলোক বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু অতি শিশু রাখালবেশে বৎসচারণ উপলক্ষে গোপবালকে পরিবৃত বনমালীকে নয়নগোচর করত বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, পাপাসুরের নিধন ত পূর্ণ পরমেশ ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা সাধিত হইবে না। অঘাসুর নিহত হইয়াছে সত্য! পূর্ণ-ব্রহ্ম আমাকে অনধিকারী জ্ঞানে কি দর্শন না দিয়াই অন্তর্হিত হইলেন! ভাল! মাতৃদত্ত বন্যবেশ পরিধানে এবং বামহস্তে দধি-কবল এবং দক্ষ হস্তে বেণু ধারণে ঈষৎ বঙ্কিম-দৃষ্টিতে আমার প্রতি কৃপা কটাক্ষের পরিচয়ে যেন বৃষ্টি করিতেছেন, ঐ বালকটী কে? বুঝি না! তুমিও হইলেও হইতে পারে! কিন্তু আমার ন্যায় চতুরানন ব্রহ্মার ইষ্টদেবতা হইতে

শাঙ্করভাষ্যম্।

গাত্মানং প্রত্যক্তঃ প্রতিপদ্যতে কথং বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি। য এবং সর্ব্বাত্মানং মাং প্রতিপদ্যতে স মহাত্মা ন তৎসমোহন্যোঽস্ত্যধিকো বাঽতঃ সুদুর্লভো মনুষ্যাণাং সহস্রেষ্বিত্যুক্তং ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বতো ভগবৎপ্রতিপত্তিং প্রশ্নদ্বারা বিবৃণোতি কথমিতি। যথোক্তজ্ঞানস্য তদ্বতশ্চ দুর্লভত্বং সূচয়তি যএবমিতি। মহৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টমাত্মশব্দিতং চিত্তমস্যেতি। মহাত্মত্বে ফলিতং হেতুমাহ অত ইতি। তত্র বাক্যোপক্রমানুকূল্যং কথয়তি মনুষ্যাণামিতি ॥ ১৯ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

এবংভূতো মদ্ভক্তোঽতিদুর্লভ ইত্যাহ বহূনামিতি। বহূনাং জন্মনাং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যোপচয়েন অন্তে চরমে জন্মনি জ্ঞানবান্ সন্ সর্ব্বমিদং চরাচরং বাসুদেব ইতি সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা মাং প্রপদ্যতে ভজতি অতঃ স মহাত্মা অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টিঃ সুদুর্লভঃ ॥ ১৯ ॥

আভাস।

হইলে, তাহার অনুরূপ সাজে দেখা দাও! না দাও! পরীক্ষায় এস! আজ তুমি হার কি আমি হারি তাহারই পরিচয় হউক! "হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো ন ক্ষুদ্রোঽহং মহার্ণবঃ। করুণা পাপয়োর্মধ্যে প্রপশ্যামি বলং তব" ॥ হে দীন দয়াল! আজ ক্ষুদ্র সাজিলে চলিবে না! বড় সাজিয়া এই প্রবল অহঙ্কারীর দর্প খর্ব্ব করত প্রাণে শান্তি বিতরণ কর! তুমি যেমন করুণার সাগর! আমিও সেইরূপ অভিমানরূপ পাপের বিরাট সমুদ্র। আজ দেখিব, কেমন তোমার করুণার বলে আমার পাপ সমুদ্র শুকাইয়া যায়! এই বলিয়া চতুরানন সমবেত বৎস এবং বালকগুলিকে মোহিত করত অন্যত্র রাখিয়া আসিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ সন্নিধানে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন যে, তিনি যে যে গুলিকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন, সেই সকলগুলি বৎস ও বালক সেই সেই মূর্ত্তিতে পূর্ব্ববৎ তৎসমীপে বিচরণ করিতেছে। তখন ব্রহ্মা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলেন, হে ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু! তথাপি ত তোমাকে চিনিলাম না! অধীনের প্রতি কৃপা কর! তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মা দেখিলেন যে, উপস্থিত বৎস ও বালক সমূহ এবং অধিক কি তাহাদের পরিধেয় বসনাদি ও পাচনী পর্য্যন্ত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণ করত উক্ত কৃষ্ণ-কলেবরে সকলে বিলীন হইয়া গেলেন। তখন ব্রহ্মা

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ ।

তৈঃ তৈঃ পুত্রবিত্তস্বর্গাদি-বিষয়নিষ্ঠৈঃ কামৈঃ হৃত-জ্ঞানাঃ বিবেকহীনাঃ জনাঃ দেবারাধনে প্রসিদ্ধো যো যো নিয়মঃ তং তং নিয়মং আস্থায় আশ্রিত্য স্বয়া স্বকীয়য়া প্রকৃত্যা স্বভাবেন নিয়তাঃ বশীকৃতাঃ সন্তঃ অন্যদেবতাঃ প্রপদ্যন্তে ভজন্তে ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

আত্মৈব সর্ব্বো বাসুদেব ইত্যেবমপ্রতিপত্তৌ কারণমুচ্যতে কামৈরিতি ।

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

কিমিতি তর্হি সর্ব্বেষাং প্রত্যগ্‌ভূতে ভগবতি যথোক্তজ্ঞানং নোদেতীত্যাশঙ্ক্য ন

জগতে ভক্তিমান্ লোক অনেক আছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সে ভক্তি মুক্তির কামনায় ভগবানে নহে ; ভোগের প্রার্থনায় তত্ত্ ভোগদাতা বিভিন্ন দেবতাদের প্রতি । সুতরাং অভিলাষিত ভোগের প্রার্থনায় ভোগী মানব স্ব স্ব রুচি অনুসারে দেবতা পূজনের পদ্ধতি ক্রমে মোহিতের ন্যায় ভোগপ্রদ দেবতাগণেরই আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

আভাস ।

বলিলেন, প্রচুর হইয়াছে ! এখন বুঝিলাম ! তুমি সব হইতে পার, এবং সব লইতেও পার ! এক্ষণে যে অপরাধের অনুরোধে আমি ব্রহ্মা সাজিয়া, ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিতেছি, সেই অহঙ্কার আমার যে মস্তকে রহিয়াছে সেই মস্তকটী তোমাকে সমর্পণ করিলাম । এই বলিয়া বালক কৃষ্ণের চরণে ভূলুণ্ঠিতভাবে প্রণাম করত ব্রহ্মা প্রস্থান করিলেন । অহো ! বহু জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি এবং জ্ঞানের পরিচয় না হইলে, বাসুদেবময় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বুঝা যায় না । অর্জ্জুনকেও ভরসা দিয়া ভগবান্ ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, অর্জ্জুন ! অনেক পুণ্যফলে তুমিও পবিত্র বংশে জন্ম গ্রহণ করত এই পুণ্যতীর্থ কুরুক্ষেত্রে আমার সঙ্গলাভ করিয়াছ ! এক্ষণে আমি ও আমার এই অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, এই জীবনেই ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে কৃতার্থ হইবে ॥ ১৯ ॥

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, রোগ শোক এবং দারিদ্র্যাদি বিচিত্র দুঃখ

শাঙ্করভাষ্যম্।

কামৈস্তৈস্তৈঃ পুত্রপশুস্বর্গাদিবিষয়ৈর্হৃতজ্ঞানা অপহৃত-বিবেক-বিজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তে অন্যদেবতাঃ প্রাপ্নুবন্তি বাসুদেবাদাত্মনোঽন্যা দেবতা স্তং তং নিয়মং দেবতারাধনে প্রসিদ্ধো যো যো নিয়মস্তং তমাস্থায়াশ্রিত্য প্রকৃত্যা স্বভাবেন জন্মান্তরার্জিত-সংস্কার-বিশেষেণ নিয়তা নিয়মিতাঃ স্বয়া আত্মীয়য়া ॥ ২০ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মামিত্যনেনোক্তং হৃদি নিধায় জ্ঞানানুদয়ে হেত্বন্তরমাহ আত্মৈবেতি। কামৈর্নানাবিধৈরপহৃতবিবেকবিজ্ঞানস্য দেবতান্তরনিষ্ঠত্বমেব প্রত্যগ্ভূতপরদেবতাপ্রতিপত্ত্যভাবে কারণমিত্যাহ কামৈরিতি। দেবতান্তরনিষ্ঠত্বে হেতুমাহ তং তমিতি। প্রসিদ্ধো নিয়মো জপোপবাসপ্রদক্ষিণনমস্কারাদিঃ। নিয়মবিশেষাশ্রয়ণে কারণমাহ প্রকৃত্যেতি ॥ ২০ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

তদেবং কামিনোঽপি সন্তঃ কামপ্রাপ্তয়ে পরমেশ্বরমেব যে ভজন্তি তে কামান্ প্রাপ্য শনৈর্মুচ্যন্ত ইত্যুক্তং। যে ত্বত্যন্তং রাজসাস্তামসাশ্চ কামাভিভূতাঃ ক্ষুদ্রদেবতাঃ সেবন্তে তে সংসরন্তীত্যাহ কামৈরিতি চতুর্ভিঃ। যে তু তৈস্তৈঃ পুত্রকীর্তিশত্রুজয়াদিবিষয়ৈঃ কামৈরপহৃতবিবেকাঃ সন্তোঽন্যাঃ ক্ষুদ্রা ভূতপ্রেতযক্ষাদিদেবতা ভজন্তি, কিং কৃত্বা তত্তদ্দেবতারাধনে যো যো নিয়ম উপবাসাদিলক্ষণ স্তং তং নিয়মং স্বীকৃত্য তত্রাপি চ স্বীয়য়া প্রকৃত্যা পূর্বাভ্যাসবাসনয়া নিয়তা বশীকৃতাঃ সন্তো দেবতাবিশেষং ভজন্তি ॥ ২০ ॥

আভাস।

এবং অভাব অভিযোগাদি থাকিতে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে না; সুতরাং আত্ম-সাক্ষাৎকারে বা পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারে প্রবৃত্তি এবং অধিকার ও জন্মে না! অতএব নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবৎ-সন্দর্শন কোন্ উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদুত্তরে ভগবান্ চারিটী শ্লোকের দ্বারা তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছেন। অর্জ্জুন! রোগ, শোক ভয় এবং অনর্থাদি যে কোন ক্লেশ মানবের অদৃষ্টে ঘটে, সেও তাহাদের সৌভাগ্যের পরিচয় জানিবে! পিতা যেমন প্রিয় পুত্রের চরিত্র সংশোধনার্থে বিবিধ দণ্ডনীতির প্রয়োগ তাহার উপর করিয়া থাকেন, আমি জগৎপিতা জনার্দ্দনও সেইরূপ প্রিয় মানবের প্রতি রোগ, শোক, ভয় এবং অনর্থাদির প্রয়োগে চরিত্রবান্ করত আমার প্রতি একমুখী করিয়া লই। রোগ শোকাদি আপাততঃ দৃষ্টিতে বিশেষ

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ।

(তেষাং কামিনাং মধ্যে) যঃ যঃ কামী যাং যাং দেবতনুং ভক্তঃ ভক্তিবিশিষ্টঃ সন্ শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুং ইচ্ছতি, তস্য তস্য কামিনঃ ভক্তস্য তাং তত্তন্মূর্ত্তিবিষয়াং শ্রদ্ধাং অচলাং অহং বিদধামি স্থিরীকরোমি ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তেষাঞ্চ কামিনাং যো য ইতি। যো যঃ কামী যাং যাং দেবতাতনুং শ্রদ্ধয়া

আনন্দগিরিকৃতটীকা:

তত্তদ্দেবতাপ্রসাদাৎ কামিনামপি সর্ব্বেশ্বরে সর্ব্বাত্মকে বাসুদেবে ক্রমেণ

কিন্তু তাদৃশ ভোগপ্রার্থী মানব আগ্রহ সহকারে যিনি যিনি যে যে দেবমূর্ত্তির অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হন, সেই সেই দেব মূর্ত্তিতে তাঁহাদের অচলা ভক্তির ব্যবস্থা আমিই করিয়া থাকি! ॥ ২১ ॥

আভাস।

কষ্টকর হইলেও চিত্তকে সংযত করিবার এমন সহজ ও সরল উপায় আর নাই। সম্পদ্ মানবের চিত্তকে অভিমানে আত্মহারা করাইয়া বরং বিপন্নই করে। রোগ শোকাদি দারিদ্র্যভাব অভিমানকে তিরোহিত করাইয়া, মনুষ্যের চিত্তকে স্ববশেও স্বরূপে আনয়ন করে। সুতরাং প্রচুর সম্পদের পরিবর্ত্তে রোগ শোকাদি প্রদানে উপযুক্ত মানবের প্রতি অনুগ্রহেরই প্রকাশ করা হয়। ২০॥

রোগ শোকাদিতে কাতর ব্যক্তিগণের তাদৃশ রোগাদির প্রতিকারার্থ বিভিন্ন দেবতার সৃষ্টি আমি ভাগবান্ই করিয়াছি। মানব নিজের পুরুষকারকে উপেক্ষা করত, তত্তৎ প্রতিকারার্থ বিনম্র-চিত্তে সেই সেই দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে; এবং ভগবান্ই সেই সেই দেবমূর্ত্তির দ্বারা তাহাদের অভাব ও অভিযোগের প্রতিকার করাইয়া, সেই সেই দেবগণের প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় ভক্তি করিবার অভ্যাস করাইয়া দেন। সাধারণ দেবতাগণের উপাসনা অতীব সুগম! সামান্য পূজা হোম এবং মন্ত্র-জপাদির দ্বারাই দেবতাগণের উপাসনা হইয়া থাকে; সুতরাং আত্মসাক্ষাৎ-কারের ন্যায়, তাহা তাদৃশ কঠিন ব্যাপার নহে। উচাটন, বশীকরণ, ধনাগমাদি সাংসারিক সুখ বা প্রতিপত্তি-লাভাদি দেবার্চ্চনাতেই হইয়া থাকে। সুতরাং অভিপ্রেত ইষ্টসিদ্ধির জন্য গণপত্যাদি বিভিন্ন

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।

অন্বয়ঃ।

সঃ তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ সন্ তস্যাঃ দেবতায়াঃ আরাধনং ঈহতে করোতি ততঃ চ

শাঙ্করভাষ্যম্।

সংযুক্তো ভক্তশ্চ সমর্চ্চিতুং পূজয়িতুমিচ্ছতি তস্য তস্য কামিনোঽচলাং স্থিরাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধামি স্থিরীকরোমি যয়ৈবং পূর্ব্বং প্রবৃত্তঃ স্বভাবতো যো যো যাং যাং দেবতাতনুং শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতীতি ॥ ২১ ॥

স তয়েতি। স তয়া মদ্বিহিতয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ সন্ তস্যা দেবতায়াঃ তন্বা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভক্তির্বিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ তেষাঞ্চেতি। স্বভাবতো জন্মান্তরীয়-সংস্কারবশাদিত্যর্থঃ। ভগবদ্বিহিতয়া স্থিরয়া শ্রদ্ধয়া সংস্কারাধীনয়া দেবতাবিশেষমারাধয়তোঽপি ভগবদনুগ্রহাদেব ফলপ্রাপ্তিরিত্যাহ যো যো যামিতি। ঈহতে নির্ব্বর্ত্তয়তীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

আরাধিতদেবতাপ্রসাদাৎ ফলপ্রাপ্তৌ কিমীশ্বরেণেত্যাশঙ্ক্য তস্য সর্ব্বজ্ঞস্য

স্বামিকৃতটীকা।

তেষাং মধ্যে যো য ইতি। যো যো ভক্তো যাং যাং তনুং দেবতারূপাং মদীয়ামেব মূর্ত্তিং শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুং ইচ্ছতি প্রবর্ত্ততে তস্য তস্য ভক্তস্য তত্তন্মূর্ত্তিবিষয়াং তামেব শ্রদ্ধামচলাং দৃঢ়ামহমন্তর্যামী বিদধামি করোমি ॥ ২১ ॥

এবং তিনি ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে যেমন দেবতাগণের অর্চ্চনা

আভাস।

দেবতার প্রতি যাহাতে ভক্তিযোগের উদ্রেক হয়, তাহার ব্যবস্থা ভগবান্ই করিয়া থাকেন; কারণ রাজকর্ম্মচারীর প্রতি সম্ভ্রম বা আদর প্রদর্শন করিলে যেমন মূল রাজারই সম্মান করা হয়, সেইরূপ দেবতাগণের আরাধনা করিলে, অবান্তর ভাবে মূল দেবতা সেই পূর্ণব্রহ্মেরই আরাধনা করা হইয়া থাকে। ২১॥

দেবতাগণের আরাধনা একাগ্রচিত্তে করিলে যে ফল-লাভ হয়, তাহা পূর্ণ-ব্রহ্ম ভগবানেরই প্রদত্ত জানিতে হইবে। লোক জলের সুসার করিবার জন্য বাস-ভবনাদির নিকটবর্ত্তী স্থানে এক একটী গভীর কূপ (কোত্তয়া) খনন করিয়া রাখে; এবং ইচ্ছা ও প্রয়োজন মত জল উঠাইয়া স্ব স্ব কার্য্যের সমধা করিয়া থাকে। জল প্রদানের শক্তি কূপের নিজের নাই; এবং যে পরিমাণের জল কূপে দৃষ্টিগোচর

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ ২২॥

অন্বয়ঃ।

(সর্ব্বদেবময়েন) ময়া এব বিহিতান্ নিয়োজিতান্ তান্ অভিলষিতান্ কামান্ লভতে॥ ২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

আরাধনমীহতে চেষ্টতে, লভতে চ ততঃ তস্যা আরাধিতায়া দেবতাতন্বাঃ কামানীপ্সিতান্ ময়ৈব পরমেশ্বরেণ সর্ব্বজ্ঞেন কর্ম্মফলবিভাগজ্ঞতয়া বিহিতান্নির্ম্মিতাংস্তান্ হি যস্মাত্তে ভগবতা বিহিতাঃ কামাস্তস্মাত্তানবশ্যং লভন্তে ইত্যর্থঃ, হিতানিতি পদচ্ছেদে হিতত্বং কামানামুপচরিতং কল্প্যং ন হি কামা হিতাঃ কস্যচিৎ॥ ২২॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সর্ব্বকর্ম্মফলবিভাগাভিজ্ঞস্য তত্তদ্দেবতাধিষ্ঠাতৃত্বাত্তস্যৈব ফলদাতৃত্বমিত্যাহ সর্ব্বজ্ঞেনেতি। একো বহূনাং যো বিদধাতি কামানিত্যাদিশ্রুতিমাশ্রিত্য হিতানিতি পদদ্বয়ং ব্যাচষ্টে যস্মাদিতি। হিতানিত্যেকং পদমিতি পক্ষং প্রত্যাহ হিতানিতি মুখ্যত্বসম্ভবে কিমিত্যৌপচারিকত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি॥ ২২॥

স্বামিকৃতটীকা।

ততশ্চ স তয়েতি। স ভক্তঃ তয়া দৃঢ়য়া শ্রদ্ধয়া তস্যা স্তনোরারাধন মীহতে করোতি ততশ্চ কামঃ যে সঙ্কল্পিতা স্তাংস্ততো দেবতাবিশেষাল্লভতে, কিন্তু ময়ৈব তত্তদ্দেবতান্তর্য্যামিণা বিহিতান্ নির্ম্মিতান্ হি স্ফুটমেতৎ তত্তদ্দেবতানামপি মদধীনত্বান্মম্মূর্ত্তিত্বাচ্চেত্যর্থঃ॥ ২২॥

করিতে থাকেন এবং যে কাম্য ফল লাভ করেন, আমিই তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকি॥ ২২॥

আভাস।

হয়, দিবারাত্রি তাহা তুলিলে আর জল পাওয়া যাইত না, যদি কূপ পৃথিবীর গর্ভ হইতে জলের যোগান না পাইত। অতএব ভূগর্ভস্থ জল অন্তঃসলিল স্রোতো-বেগে সর্ব্বত্র সকল খাদকে যোগান দিতেছে; তাই আমরা পুষ্করিণী প্রভৃতিকে জলপূর্ণ অবলোকন করি। সেইরূপ পূর্ণ পরমেশের প্রভাবে হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়া দেবগণ স্ব স্ব ভক্তকে প্রয়োজনানুরূপ ঐশ্বর্য্যাদি ফল প্রদানে পরিতৃপ্ত করিতে পারেন। "সর্ব্বদেবময়ো বিষ্ণুঃ"। দেবতাগণ সেই পূর্ণ-পরমেশেরই এক একটী ব্যক্ত ভাবের পরিচয় বিশেষ। ২২॥

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।

অন্বয়ঃ।

অল্প-মেধসাং অল্পা মেধা বুদ্ধিঃ যেষাং তেষাং) পরিচ্ছিন্ন-দৃষ্টীনাং তেষাং তু ফলং

শাঙ্করভাষ্যম্।

যস্মাদন্তবৎসাধনব্যাপারা অবিবেকিনঃ কামিনশ্চ তে অতঃ অন্তবদিতি।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রেক্ষাপূর্ব্বকারিণি কামানাং হিতত্বাভাবে হেতুমাহ যস্মাদিতি। কিঞ্চ যে কামিনস্তে ন বিবেকিন স্ততশ্চাবিবেকপূর্ব্বকত্বাৎ কামানাং কুতো হিতত্বাশঙ্কে-

তাদৃশ স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ দেবারাধনে যে সমস্ত ফল প্রাপ্ত হন, সে ফলের কোন বিশেষ মূল্য নাই; কারণ সে সমস্ত ঐশ্বর্য্য অতি অল্পকাল-স্থায়ী ও পরিণামী। কারণ দেবযাজিগণ সেই সেই দেবলো-

আভাস।

দেবার্চ্চনার দ্বারা আপাতত অভাবের পূরণ এবং অভিযোগাদির নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু নিঃশেষে দুঃখের নিবৃত্তি এবং অভাবের পূর্ত্তি ত ঘটে না এবং পরমা শান্তিরও সমাবেশ হয় না। কারণ দেবতারা কেহ স্বয়ংসিদ্ধ মুক্তপুরুষ নহেন। মানবের ন্যায়, ভগবানের কর্ম্ম-ভার প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহারাও সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিতেছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ভয়াদস্যাগ্নি স্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ সেই পরমেশের প্রতাপে অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু ও ইন্দ্রাদি-দেবতাগণ স্ব স্ব অর্পিত কর্ম্মভার স্কন্ধে লইয়া সংসারের কর্ম্মচক্রকে সুনিষ্পন্ন করিতেছেন। এমন কি! স্বয়ং যমরাজও ভারপ্রাপ্ত হইয়া অতিক্রূর কর্ম্মকেও সুনিষ্পন্ন করিবার জন্য ক্ষণমাত্র কালকেও উপেক্ষা করিতে পারেন না; স্ব স্ব কর্ম্মের ভারে তাঁহারা এতই বিব্রত যে, আত্মচিন্তারও সাবকাশ পান না। সূত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্রে বর্ণিত আছে যে, স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্ট-প্রসঙ্গাৎ। দুর্লভ মনুষ্য-জীবন প্রাপ্ত হইয়া হে মানবগণ! আত্মচিন্তায় এবং পরমাত্মস্বরূপ চিন্তনে তোমরা অধিকারী হইয়াছ! যোগের অনুষ্ঠানে অতি উচ্চ চতুর্থ স্তরে আরোহণ করিলে, তোমাদের প্রতি দেবতাগণের দৃষ্টি পতিত হয়। তখন তাঁহারা তোমাদিগকে উপযুক্ত অধিকারী জ্ঞান করত, স্ব স্ব কর্ম্মভার তোমাদের উপর সমর্পণ করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করেন এবং নিজে ঈশ্বর চিন্তার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু দেখিও! যেন তাঁহাদের

দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।

অন্তবৎ বিনাশি ভবতি। যতঃ দেবযজঃ দেবোপাসকাঃ দেবান্ অন্তবতঃ, এব যান্তি; মদ্ভক্তাঃ তু অনন্তং অপি মাং যান্তি প্রাপ্নুবন্তি ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অন্তবদ্বিনাশি তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসামল্পপ্রজ্ঞানাং, দেবান্ দেবযজো যান্তি দেবান্ যজন্তি ইতি দেবযজঃ তে দেবান্ যান্তি, মদ্ভক্তা যান্তি মামপি, এবং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ত্যাহ অবিবেকিন ইতি। কামানামনন্তফলত্বেন, হিতত্বমাশঙ্ক্যাহ অত ইতি। তেষামবিবেকপূর্ব্বকত্বমতঃশব্দার্থঃ, তুশব্দোঽবধারণার্থঃ। কামফলস্য বিনাশিত্বে কিমিতি কামনিগ্রহং জন্তূনামিত্যাশঙ্ক্য প্রজ্ঞামান্দ্যাদিত্যাহ অল্পেতি। কিং তর্হি সাধনমনন্তফলায়েত্যাশঙ্ক্য ভগবদ্ভক্তিরিত্যাহ মদ্ভক্তা ইতি। অক্ষরার্থমুক্ত্বা-শ্লোকস্য তাৎপর্য্যার্থমাহ এবমিতি। দেবতাপ্রাপ্তৌ ভগবৎপ্রাপ্তৌ চেতি শেষঃ।

স্বামিকৃতটীকা।

তদেবং যদ্যপি সর্ব্বা অপি দেবতা মমৈব তনবোঽতস্তদারাধনমপি বস্তুতো মদারাধনমেব তত্তৎফলদাতাপি চাহমেব তথাপি সাক্ষান্মদ্ভক্তানাঞ্চ তেষাঞ্চ ফলবৈষম্যং ভবতীত্যাহ অন্তবদিতি। অল্পমেধসাং পরিচ্ছিন্নদৃষ্টীনাং ময়া দত্তমপি তৎফলমন্তবৎ বিনাশি ভবতি, তদেবাহ, দেবান্ যজন্তীতি দেবযজস্তে দেবানন্তবতো যান্তি মদ্ভক্তাস্তু মামনাদ্যনন্তং পরমানন্দং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ২৩ ॥

কেহই গমন করত তদনুরূপ ফল ভোগেরঅন্তে পুনঃ জন্ম লাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু আমার ভক্ত মদীয় নিত্য নিকেতনে গমন করত মদীয় নিত্য স্বরূপই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৩ ॥

আভাস।

পদবী লাভের প্রলোভনে নিজের ইষ্টচিন্তায় পরাঙ্মুখ হইও না! কারণ সে পদবী হইতেও স্খলিত হইয়া পুনঃ মর্ত্ত্যভূমে আগমন করিতে হইবে। যেমন যমকেও মাণ্ডব্য-মুনির অভিসম্পাতে বিদুর-মূর্ত্তিতে মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। অতএব দেবার্চনাদির দ্বারা ইহলোকে অতুল ঐশ্বর্য্য এবং সেই সেই দেবলোকে গমন করিতে পারে সত্য! কিন্তু তাহারও ত পুনঃ পতনের সম্ভাবনা আছে।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।

অন্বয়ঃ

মম অব্যয়ং নিত্যসিদ্ধং, অনুত্তমং উৎকৃষ্টং ভাবং স্বরূপং অজানন্তঃ মূঢ়াঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

সমানেঽপ্যায়াসে মামেব ন প্রতিপদ্যন্তে অনন্তফলায়াহো খলু কষ্টং বর্ত্তত ইত্যনুক্রোশং দর্শয়তি ভগবান্॥ ২৩॥

কিং নিমিত্তং ত্বামেব ন প্রপদ্যন্তে ইত্যুচ্যতে অব্যক্তমিতি। অব্যক্তমপ্রকাশং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মামেবেত্যাদৌ দেবতাবিশেষং প্রতিপন্নন্তে অন্তবৎফলায়েতি বক্তব্যং। উক্ত-বৈপরীত্যে কারণমবিবেকাতিরিক্তং নাস্তি ইত্যভিপ্রেত্যাহ অহো খল্বিতি॥ ২৩॥

ভগবদ্ভজনস্যোত্তমফলত্বেঽপি প্রাণিনাং প্রায়েণ তন্নিষ্ঠত্বাভাবে প্রশ্নপূর্ব্বকং

পরমাত্মতত্ত্বে যাহাদের প্রণিধানের যোগ্যতা নাই, তাদৃশ সাধারণ মানব আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিত্যসিদ্ধ পরমানন্দ স্বরূপ ক্ষয়

আভাস।

শ্রুতি বলিয়াছেন; যথা ইহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তো তথা অমুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে। এই জগতে কৃতকর্ম্মের ফল যেমন তাহার উদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই অস্তমিত হইয়া যায়, পুণ্যের দ্বারা সঞ্চিত স্বর্গাদি ফলও কালক্রমে ক্ষীণ হইয়া থাকে। সুতরাং সুখময় স্বর্গভোগের পর পুনঃ মর্ত্ত্যধামে আগমন করা কত দুঃখময় হইবে, তাহা ধারণা করিয়া লও! কিন্তু আত্মচিন্তার দ্বার পরমেশ-স্বরূপের সাক্ষাৎকার হইলে, আর প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা থাকে না। ২৩॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বেদের সার এবং আর্য্য-জীবনের অমূল্য রত্ন। ঘোর কলিযুগে মানবগণকে ক্ষীণসত্ত্ব অল্পায়ুঃ এবং মন্দবুদ্ধি জানিয়া স্বয়ং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং বেদের সার মীমাংসা উপনিষদ্ সমূহকে মন্থন করিয়া দধির মন্থনে নবনীর ন্যায়, এই গীতারহস্য মানব-সমাজে সমর্পণ করিয়াছেন। গীতার উপদেশ বাণীতে প্রায় প্রতিপদে নিজের ব্রহ্মস্বরূপত্বের পরিচয় অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং ভগবদ্বাক্যে অর্জ্জুন পরিতৃপ্ত হইয়া পাছে রণভূমেই জিজ্ঞাসা করেন যে, ধ্যান ধারণা ও সমাধি প্রভৃতি বহুকালোচিত পরিশ্রমের ফলে যাঁহাকে হৃদয়ে ধারণা করত মুক্তিলাভ

পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ ।

অবুদ্ধয়ঃ জনাঃ মাং অব্যক্তং অপ্রকাশিতং অপি ব্যক্তং আপন্নং প্রকাশ-প্রাপ্তং ইতি মন্যন্তে ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

ব্যক্তিমাপন্নং প্রকাশং গতং ইদানীং মন্যন্তে মাং নিত্যপ্রসিদ্ধমীশ্বরমপি সন্তমবুদ্ধয়ো-

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

নিমিত্তং নিবেদয়তি কিং নিমিত্তমিত্যাদিনা । অপ্রকাশং শরীরগ্রহণাৎ পূর্ব্ব-মিতি শেষঃ, ইদানীং লীলাবিগ্রহ-পরিগ্রহাবস্থায়ামিত্যর্থঃ । প্রকাশস্তু তর্হি

স্বামিকৃতটীকা ।

নন্বু চ সমানে প্রয়াসে মহতি চ ফলবিশেষে সতি সর্ব্বেঽপি কিমিতি দেবতান্তরং হিত্বা ত্বামেব ন ভজন্তি তত্রাহ অব্যক্তমিতি । অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং মাং ব্যক্তিং মনুষ্যমৎস্যকূর্ম্মাদিভাবং প্রাপ্তমল্পবুদ্ধয়ো মন্যন্তে, তত্র হেতুঃ মম পরং ভাবং স্বরূপমজানন্তঃ, কথংভূতং অব্যয়ং নিত্যং, ন বিদ্যতে উত্তমো ভাবো যস্মাৎ তং মদ্ভাবং, অতো জগদ্রক্ষণার্থং লীলয়াবিষ্কৃত-নানাবিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্তিং মাং পরমেশ্বরং কর্ম্ম-নির্ম্মিতভৌতিকদেহং দেবতান্তর-সমং পশ্যন্তো মন্দমতয়ো মাং নাতীবাদ্রিয়ন্তে প্রত্যুত ক্ষিপ্রফলদং দেবতান্তরমেব ভজন্তে, তে চোক্তপ্রকারেণান্তবৎ ফলং প্রাপ্নুবন্তী-ত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

ব্যয়াদিশূন্য পরম ব্রহ্মভাবের অবধারণে অক্ষম হইয়া আমাকে সাধারণ জীবের ন্যায় জন্ম পরিগ্রহে অবতীর্ণ মনে করিয়া থাকে । ২৪

আভাস ।

করিতে হইবে, সেই জগৎ-জীবন তোমাকে প্রত্যক্ষে পাইয়াও কেন এই দুর্ব্বিষহ পাপপ্রদ হিংসামূলক যুদ্ধের আয়োজন আমি অবলোকন করিতেছি! কেন এই কুরুকুল এবং পাণ্ডবকুল তোমাকে প্রত্যক্ষে নয়নগোচর করিয়াও মুক্তিসোপানে আরোহণ করিতেছে না । অন্তর্যামী শ্রীহরি অর্জ্জুনের অন্তর বুঝিয়া প্রবোধ প্রদানে বলিলেন, অর্জ্জুন! আমি যে কেবল এই কৃষ্ণ-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া আত্ম-পরিচয় দিতেছি, তাহা নহে; বিচিত্র বেশে বিবিধ ভাবে এবং অনন্ত পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তির সমষ্টি এই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ড-

শাঙ্করভাষ্যম্।

হ্যবিবেকিনঃ পরং ভাবং পরমাত্মস্বরূপমজানন্তোঽবিবেকিনো মমাব্যয়ং ব্যয়রহিত-মনুত্তমং নিরতিশয়ং মদীয়ং ভাবমজানন্তো মন্যন্ত ইত্যর্থঃ॥ ২৪॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কাদাচিৎকত্বং ভগবতি প্রাপ্তং নেত্যাহ নিত্যেতি। কথং তর্হি ভগবন্তমাগন্তুক-প্রকাশং মন্যন্তে তত্রাবুদ্ধয় ইত্যুত্তরং তদ্বিবৃণোতি পরমিতি। পরমনুত্তমমিতি বিশেষণ-দ্বয়ং সোপাধিক-নিরুপাধিকভাবার্থং॥ ২৪॥

আভাস।

রূপে আমি একাই বিরাজমান রহিয়াছি। তবে জীব যাহা কিছু নয়নগোচর করিতেছে, এ সমস্ত আমার শক্তিরই পরিচয় মাত্র। আমার ইচ্ছাশক্তির বিকাশে আমিই এই অনন্ত হইয়া রহিয়াছি; এই ইচ্ছা ও শক্তি আমারই অন্তরে অব্যক্তভাবে চির বিদ্যমান। সুতরাং বিশ্বের বিকাশে আমারই বিকাশ হওয়া হইয়াছে। কিন্তু অর্জ্জুন! তুমি জানিও। যে, আমি এই বিশ্বরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছি, সে আমি এ আমি নহি। বাণিজ্যাদির উপলক্ষে বহুকাল বিদেশগত-স্বামী দেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়াই প্রথমত দ্রব্য সামগ্রী স্বীয় ভবনে পাঠাইয়া দিলেন; এবং পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির নাম করিয়া, বসন-ভূষণ ও অভিলষিত দ্রব্যসামগ্রী বিভাগ করিয়াই পাঠাইয়া দিলেন। দ্রব্য সামগ্রী পাইয়া পরিবারস্থ সকলেই পরস্পরে বিশেষ সন্তোষের পরিচয় দিতে লাগিলেন; কিন্তু সহধর্ম্মিণীর তাহাতে কোন সন্তোষ বা তৃপ্তির অনুভব হইল না; তাহার নয়নদ্বয়ে অজস্র বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। এতদ্দর্শনে পত্নীর সহচরী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সখিরে! তোমার নাম করিয়া এত বিচিত্র বসন-ভূষণ ও আভরণাদি তোমার স্বামী তোমাকে পাঠাইয়াছেন, আদর করিয়া ওগুলি ঘরে তুল! স্ত্রী বলিলেন, আর ওকথা বলিও না! আমার জীবন-সর্ব্বস্ব প্রাণকান্তকে তুমি আনিয়া দাও! তাঁহার বাহুযুগলে আলিঙ্গিত হইয়া এবং নিজে আলিঙ্গন করিয়া চির-নির্ব্বৃতি যাহা আমি অনুভব করিব, সে শান্তি এ দ্রব্য সামগ্রী আমাকে দিতে পারে না! বল সখি! সেই হৃদয়-নাথ এই দ্রব্য সামগ্রী পাঠাইয়া আমাকে দর্শন দানে বঞ্চিত করিবেন না ত? এই দ্রব্য-সামগ্রীই তাঁহার নিকটে আসিবার পরিচয় বটে, কিন্তু যতক্ষণ তাঁহাকে না পাইতেছি, তদবধি ইহারা তাঁহার বিরহানলকে দ্বিগুণিত করিতেছে। পরে ভূলে ভুলুক! ইহারা আমাকে

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মমাজমব্যয়ম্ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ।

যোগমায়াসমাবৃতঃ (যোগমায়া সংকল্পবিধায়িনী অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী যা মায়া ইচ্ছাশক্তিরূপা তয়া সমাবৃতঃ অহং সর্ব্বস্য দৃষ্টিবিষয়ে ন প্রকাশঃ ভবামি। অয়ং মূঢ়ঃ লোকঃ অতঃ অজং জন্মাদিরহিতং অব্যয়ং ক্ষয়াদিশূন্যং মাং ন জানাতি ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তদজ্ঞানং কিং নিমিত্তং ইত্যুচ্যতে নাহমিতি। নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য লোকস্য কেষাঞ্চিদেব মদ্ভক্তানাং প্রকাশোঽহমিত্যভিপ্রায়ঃ, যোগমায়াসমাবৃতঃ যোগো

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অবিবেকরূপমজ্ঞানং ভগবন্নিষ্ঠাপ্রতিবন্ধকমুক্তং তস্মিন্নপি নিমিত্তং প্রশ্নপূর্ব্বকমনাদ্যজ্ঞানমুপন্যস্যতি তদজ্ঞানমিত্যাদিনা। ত্রিভির্গুণময়ৈরিত্যনৌপাধিকরূপস্য অপ্রতিপত্তৌ কারণমুক্তমত্র তু সোপাধিকস্যাপীতি বিশেষং গৃহীত্বা ব্যাচষ্টে নাহ-

---

তত্ত্বানুসন্ধী জ্ঞানী ব্যতীত সাধারণ ভোগী ব্যক্তি আমার স্বরূপের অবধারণে সক্ষম হয় না। সর্ব্বশক্তিময়ী মদীয়া যোগমায়ার বিকাশে

আভাস।

সেই মূর্ত্তিরই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। সহচরি! তুমি এ দ্রব্য-সামগ্রী সরাইয়া ফেল; পথ পরিষ্কার রাখ! নতুবা আমার জীবন-সর্ব্বস্বের আমার সমীপে আসিবার প্রতিবন্ধক হইবে। অহো অর্জ্জুন! যাহারা ঐশ্বর্য্য পাইয়া ভুলে বা তুষ্ট হয়, তাহারা আমাকে এই বাসুদেব-মূর্ত্তিতে উপস্থিত সেই পরমেশের ঐশ্বর্য্য-জাতীয় বিকশিত ভাব বলিয়াই অবধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু আমি তাহা নহি। তুমি নর! এবং আমি নারায়ণ! সর্ব্বস্ব-ত্যাগে আত্মসমর্পণ করিবার উপযুক্ত পাত্রই তুমি! এবং মায়াশক্তির, উপসংহারে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-বেশে তোমাকে আশ্রয় দিবার পাত্রই আমি! ভোগী মানবের নিকট ঐশ্বর্য্য-মূর্ত্তিতে আমি উপস্থিত হইলেও, জ্ঞানীর সমীপে পূর্ণ জ্ঞান-মূর্ত্তিতেই উপস্থিত হইয়া থাকি! সাধারণ লোক আমাকে দেহে-ন্দ্রিয়াদিময় দেখিলেও, জ্ঞানীর নিকট আমি জ্ঞানময় ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছি। ভোগী আমার জ্ঞানময় ভাব অবধারণ করিতে পারে না ॥ ২৪ ॥

অহো! কিরণ-জাল-মণ্ডিত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড যেমন স্বরূপত সাধারণ মানবের

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।

অন্বয়ঃ।

হে অর্জ্জুন! সমতীতানি সমতিক্রান্তানি, বর্ত্তমানাণি চ ভবিষ্যাণিচ ভূতানি

শাঙ্করভাষ্যম্।

গুণানাং যুক্তির্ঘটনং সৈব মায়া যোগমায়া তয়া যোগমায়য়া সমাবৃতঃ সংচ্ছন্ন ইত্যর্থঃ। অতএব মূঢো লোকোঽয়ং নাভিজানাতি মামজমব্যয়ং॥ ২৫॥

যয়া যোগমায়য়া সমাবৃতং মাং লোকো নাভিজানাতি নাসৌ যোগমায়া মদীয়া

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মিতি। তর্হি ভগবদ্ভক্তিরনুপযুক্তেত্যাশঙ্ক্যাহ কেষাঞ্চিদিতি। সর্ব্বস্য লোকস্য ন প্রকাশোঽহমিত্যত্র হেতুমাহ যোগেতি। অনাত্মনির্ব্বাচ্যাজ্ঞানাচ্ছন্নত্বাদেব মদ্বিষয়ে লোকস্য মৌঢ্যং ততশ্চ মদীয়স্বরূপবিবেকাভাবান্মন্নিষ্ঠত্বরাহিত্যমিত্যাহ অত এবেতি॥ ২৫॥

মায়য়া ভগবানাবৃতশ্চেত্তস্যাপি লোকস্যেব জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ

স্বামিকৃতটীকা।

তেষাং স্বাজ্ঞানে হেতুমাহ নাহমিতি। সর্ব্বস্য লোকস্য নাহং প্রকাশঃ প্রকটো ন ভবামি কিন্তু মদ্ভক্তানামেব যতো যোগমায়য়া সমাবৃতঃ যোগো যুক্তির্মদীয়ঃ কোঽপ্যচিন্ত্যঃ প্রজ্ঞাবিলাসঃ স এব মায়া অঘটমান-ঘটনা-পটীয়স্ত্বাৎ তয়া সংচ্ছন্নঃ, অতএব মৎস্বরূপজ্ঞানে মূঢ়ঃ সন্নয়ং লোকোঽজমব্যয়ঞ্চ মাং ন জানাতীতি॥ ২৫॥

আমি যে তদন্তরে প্রচ্ছন্নের ন্যায় অবস্থান করি, তাহা এই ভোগান্ধ জন-সাধারণ বুঝে না; সুতরাং আমাকে অজ অর্থাৎ জন্ম-রহিত এবং অব্যয়-জ্ঞানে প্রণিধান করিতে সক্ষম হয় না॥ ২৫॥

অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎগর্ভে নিহিত ভাব এব পদার্থ-নিচয়

আভাস।

অক্ষিগোচর হয় না, কিরণ-জাল অবলোকনেই মানব-লোচন বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে, সেইরূপ অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী আমার যোগমায়ার অপূর্ব্ব কার্য্য-দর্শনে মোহিত-চিত্ত মানব জন্মাদি ষড়্ভাব বিকার-বর্জ্জিত আমার পরম অব্যয় ভাব অবধারণে সক্ষম হয় না॥ ২৫॥

পরমাত্মা ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্! তাঁহার শক্তির অব্যক্ত মূর্ত্তিই

ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬॥

অন্বয়ঃ।

অহং বেদ জানামি, কশ্চন তু কোঽপি ন মাং বেদ জানাতি ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

সতী মমেশ্বরস্য মায়াবিনো জ্ঞানং প্রতিবধ্নাতি যথাঽন্যস্যাপি মায়াবিনো মায়াজ্ঞানং অতঃ যত এবমতঃ বেদাহমিতি। অহন্তু বেদ জানে সমতীতানি সমতিক্রান্তানি ভূতানি তথা বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন ভবিষ্যাণি চ ভূতানি বেদাহং মান্তু বেদ ন কশ্চন মদ্ভক্তং মচ্ছরণমেকং মুক্ত্বা মত্তত্ত্ববেদনাভাবাদেব ন মাং ভজতে ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যয়েতি। ন হীশ্বরং মায়া মায়াবিনো বিজ্ঞানং প্রতিবধ্নাতি মায়াত্বাৎ লৌকিকমায়াবৎ অথবা নেশ্বরো মায়াপ্রতিবদ্ধজ্ঞানো মায়াবিত্বাৎ লৌকিকমায়াবিবদিত্যর্থঃ, ভগবতো মায়াপ্রতিবদ্ধজ্ঞানত্বাভাবেন সর্ব্বজ্ঞত্বমপ্রতিবদ্ধং সিদ্ধমিত্যাহ যত ইতি। লোকস্য মায়াপ্রতিবদ্ধবিজ্ঞানত্বাদেব ভগবদাভিমুখ্যশূন্যত্বমিত্যাহ মাং ত্বিতি। কালত্রয়পরিচ্ছিন্নসমস্তবস্তুপরিজ্ঞানে প্রতিবন্ধো নেশ্বরস্যাস্তীতি দ্যোতনার্থ স্তুশব্দঃ, মাং ত্বিতি লোকস্য ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানে প্রতিবন্ধং দ্যোতয়তি। তর্হি ত্বদ্ভক্তির্বিফলেত্যাশঙ্ক্যাহ মদ্ভক্তমিতি। তর্হি সর্ব্বোঽপি ত্বদ্ভক্তিদ্বারা ত্বাং জ্ঞাস্যতি নেত্যাহ মত্তত্ত্বেতি। বিবেকবতো মদ্ভজনং ন তু বিবেকশূন্যসর্ব্বস্যাপীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

সর্ব্বোত্তমং মৎস্বরূপমজানন্ত ইত্যুক্তং তদেব স্বস্য সর্ব্বোত্তমত্বমনাবৃতজ্ঞানশক্তিত্বেন দর্শয়ন্নন্যেষামজ্ঞানমেবাহ বেদাহমিতি। সমতীতানি বিনষ্টানি বর্ত্তমানানি চ ভাবীনি চ ত্রিকালবর্ত্তীনি ভূতানি স্থাবর-জঙ্গমানি সর্ব্বাণ্যহং বেদ জানামি মায়াশ্রয়ত্বাম্মম তস্যাঃ স্বাশ্রয়-ব্যামোহকত্বাভাবাৎ, মান্তু কোঽপি ন বেত্তি মন্মায়ামোহিতত্বাৎ, প্রসিদ্ধং হি লোকে মায়ায়াঃ স্বাশ্রয়াধীনত্বমন্যমোহকত্বঞ্চেতি ॥ ২৬ ॥

প্রত্যক্ষের ন্যায় আমার জ্ঞানে উদ্ভাসিত রহিয়াছে; বর্ত্তমানের ন্যায়, সে সমস্ত আমি জানি। কিন্তু হে অর্জ্জুন! আমার এই পরমাত্ম-ভাবকে কেহ অবধারণে সক্ষম হইতেছে না ॥ ২৬ ॥

আভাস।

অতীত এবং ভবিষ্যৎ; এবং ব্যক্তভাবই বর্ত্তমান অবস্থা। অতএব তাঁহার শক্তিই যখন জগৎ রূপে ব্যক্ত হয় এবং আবার অব্যক্ত-মূর্ত্তিতে সেই জ্ঞানময়ের জ্ঞানগর্ভে লীন হয়; তখন ভূত-ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান ভাব ভগবান্ সমস্তই

ইচ্ছাদ্বেষ-সমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।

অন্বয়ঃ।

হে পরন্তপ শত্রুনিসূদন, ভারত ভরত-বংশাবতংস অর্জ্জুন! সর্গে স্থূল-দেহোৎপত্তৌ সত্যাং ইচ্ছাদ্বেষ-সমুত্থেন (অনুকূলে ইচ্ছা, প্রতিকূলে দ্বেষঃ তাভ্যাং সমুত্থঃ-

শাঙ্করভাষ্যম্।

কেন পুনস্তত্ত্ববেদনপ্রতিবন্ধেন প্রতিবদ্ধানি সন্তি জায়মানানি সর্ব্বভূতানি ত্বাং ন বিদন্তি ইত্যপেক্ষায়ামিদমাহ ইচ্ছেতি। ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন ইচ্ছা চ দ্বেষশ্চ ইচ্ছা-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানপ্রতিবন্ধকং মূলাজ্ঞানাতিরিক্তং প্রশ্নদ্বারেণোদাহরতি কেনেত্যাদিনা। পুনঃশব্দাৎ প্রতিবন্ধকান্তরবিবক্ষা গম্যতে, অপরোক্ষমবান্তরপ্রতিবন্ধক-

স্বামিকৃতটীকা।

তদেবং মায়া-বিষয়ত্বেন জীবানাং পরমেশ্বরজ্ঞানমুক্তং তস্যৈবাজ্ঞানস্য দৃঢ়ত্বে কারণমাহ ইচ্ছেতি। সৃজ্যত ইতি সর্গঃ সর্গে স্থূলদেহোৎপত্তৌ সত্যাং তদনুকূলে ইচ্ছা তৎপ্রতিকূলে চ দ্বেষ স্তাভ্যাং সমুত্থঃ সমুদ্ভূতো যঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্ব-

---

অনুকূল বিষয়ের প্রাপ্তিতে সুখের লালসা এবং প্রতিকূল বিষয়ের সম্বন্ধ-জনিত দুঃখের প্রতি বিদ্বেষ ভাব ভোগী মাত্রেরই হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক থাকে। হে ভরত-বংশাবতংস অর্জ্জুন! এই সুখ-দুঃখ-রূপ বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশে নিরন্তর মোহিতচিত্ত

আভাস।

জানেন। কিন্তু তাঁহাকে কেহ পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। এস্থলে ভগবানের ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ মূর্ত্তি সম্যক্ অবধারণে জ্ঞানীও সক্ষম হন না, ইহাই বলিবার তাৎপর্য্য ॥ ২৬ ॥

আত্মবিস্মৃতিই যে পরানুরক্তির কারণ এবং তাহাই প্রকৃত মোহ, তাহা পূর্ব্বে যথেষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে। দাহ্য বস্তুর অসংপ্রাপ্তিতে দাহক অগ্নি যেমন আপনাতেই আপনি বিলীনের ন্যায় হইয়া পড়ে, সেইরূপ মহাপ্রলয়ে জীব এবং জগৎ অব্যক্ত মূর্ত্তিতে সেই পরম-জ্ঞানের গর্ভে তাঁহার অবসন্ন শক্তি-মূর্ত্তিতেই অবস্থান করিয়া থাকে। জাগতিক শক্তি যেমন দর্শকের যাচকের অভাবে আত্ম-প্রকাশ করিতে পারে না, জীবও দৃশ্য জাগতিক ভাবের অভাবে আপনাকে দর্শক বলিয়া অবধারণ করিতেও পারে না। পরমেশ যখন

সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ।

সম্ভূতঃ তেন) দ্বন্দ্ব-মোহেন (দ্বন্দ্বঃ শীতোষ্ণাদিঃ তেন যঃ মোহঃ তেন) সর্ব্বভূতানি সম্মোহং অভিনিবেশং প্রপ্নুবন্তি, মাং ন ভজন্তি ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

দ্বেষৌ তাভ্যাং সমুত্তিষ্ঠতীতি ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থস্তেন ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন কেনেতি বিশেষাপেক্ষায়ামিদমাহ দ্বন্দ্বমোহেনেতি দ্বন্দ্বনিমিত্তো মোহো দ্বন্দ্বমোহস্তাবেব ইচ্ছাদ্বেষৌ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মিদমা গৃহ্যতে, বিশেষমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং নিক্ষিপতি কেনেতি। বিশেষাপেক্ষায়ামিতি দ্বন্দ্বশব্দেন গৃহীতয়োরপি ইচ্ছাদ্বেষয়োর্গ্রহণং। দ্বন্দ্ব-শব্দার্থোপলক্ষণার্থমিত্যভি-

স্বামিকৃতটীকা।

নিমিত্তো মোহো বিবেকভ্রংশস্তেন সর্ব্বাণি ভূতানি সম্মোহং যান্তি অহমেব সুখী দুঃখী চেতি গাঢ়তরমভিনিবেশং প্রাপ্নুবন্তি অতস্তানি মজ্জ্ঞানাভাবান্মাং ন ভজন্তীতি ভাবঃ॥ ২৭ ॥

জীব-সমূহ তৎপ্রতিকারার্থ নিরন্তর চেষ্টা করায়, হে পরন্তপ শত্রু-নিসূদন অর্জ্জুন! ভোগ-প্রকৃতি মানবগণ সংসারের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া জন্ম-জন্মান্তরই ভোগ করিতেছে! মুক্তি বা নিষ্কৃতির জন্য চিন্তা করিবারও সাবকাশ তাহারা পায় না ॥ ২৭ ॥

আভাস।

সৃষ্টি করিবার উপলক্ষে উভয় দৃশ্য এবং দর্শককে অব্যক্ত ভাব হইতে ব্যক্তভাবে আনয়ন করেন, তখন উভয়ে উভয়ের সংযোগে স্ব স্ব ভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এবং জীব জগৎ দেখিয়া দর্শকবেশে আত্ম-পরিচয় লাভে নিবৃত্ত হয় এবং দৃশ্য জগৎও নিজগুণের পরিচয় দর্শক পুরুষকে দেখাইয়া শান্ত হইয়া যায়। নর্ত্তকী যেমন নিজের নৃত্য গীতাদি দর্শকবৃন্দকে দেখাইয়া ও শুনাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, প্রকৃতিও স্বীয় গুণের পরিচয় পুরুষকে প্রদর্শন করাইয়া, সৃষ্টিকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় এবং চৈতন্যস্বরূপ পুরুষও প্রকৃতির আদ্যোপান্ত ক্রীড়া দর্শনে স্বকীয় অনুভূতিস্বরূপ আপন পরিচয় লাভে নিবৃত্ত হন। পরমেশ ভাবান্‌ও নিজ শক্তির বিলাসে নিজের সর্ব্বশক্তিমান্ পরমা-

শাঙ্করভাষ্যম্।

শীতোষ্ণবৎ পরস্পরবিরুদ্ধৌ সুখদুঃখতদ্ধেতুবিষয়ৌ যথাকালং সর্ব্বভূতৈঃ সংবধ্যমানৌ দ্বন্দ্বশব্দেনাভিধীয়েতে তত্র যদা ইচ্ছাদ্বেষৌ সুখদুঃখতদ্ধেতুসংপ্রাপ্ত্যা লব্ধাত্মকৌ ভবত স্তদা তৌ সর্ব্বভূতানাং প্রজ্ঞায়াঃ স্ববশাপাদনদ্বারেণ পরমার্থাত্মতত্ত্ববিষয়-জ্ঞানোৎপত্তিপ্রতিবন্ধকারণং মোহং জনয়তঃ ন হীচ্ছাদ্বেষদোষবশীকৃতচিত্তস্য যথাভূতার্থবিষয়জ্ঞান মুৎপদ্যতে বহিরপি, কিমু বক্তব্যং তাভ্যামাবিষ্টবুদ্ধেঃ সংমূঢ়স্য প্রত্যগাত্মনি বহুপ্রতিবন্ধে জ্ঞানং নোৎপদ্যত ইত্যতস্তেনেচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ভরতান্বয় সর্ব্বভূতানি সংমোহিতানি সন্তি সংমোহং সংমূঢ়তাং সর্গে জন্মনি উৎপত্তিকাল ইত্যেতৎ যান্তি গচ্ছন্তি হে পরন্তপ মোহবশান্যেব সর্ব্বভূতানি জায়মানানি জায়ন্ত,ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৭ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রেত্যাহ তাবেবেতি। তয়োরপর্য্যায়মেকত্রানুপপত্তিং গৃহীত্বা বিশিনষ্টি যথাকাল-মিতি। ন চ তয়োরনধিকরণং কিঞ্চিদপি ভূতং সংসারমণ্ডলে সম্ভবতীত্যাহ সর্ব্বভূতৈরিতি। তথাপি কথং তয়োর্ম্মোহহেতুত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ তত্রেতি। তয়োরা-শ্রয়ঃ সপ্তম্যর্থঃ। উক্তমেবার্থং কৈমুতিক-ন্যায়েন প্রপঞ্চয়তি ন হীতি। পূর্ব্বভাগা-নুবাদপূর্ব্বকমুত্তরভাগেন ফলিতমাহ অত ইতি। প্রত্যগাত্মন্যহঙ্কারাদিপ্রতিবন্ধ-প্রভাবতো জ্ঞানোৎপত্তেরসম্ভবোঽতঃশব্দার্থঃ, কুলপ্রযুক্তমহিম্না স্বরূপশক্ত্যা চ যুক্তস্যৈব যথোক্তপ্রতিবন্ধপ্রতিবিধানসামর্থ্যমিতি দ্যোতনার্থং ভারত পরন্তপেতি সম্বোধনদ্বয়ং। তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিবন্ধে প্রকৃতমবান্তরকারণমুপসংহরতি মোহেতি॥ ২৭ ॥

আভাস।

নন্দ ভাবের পরিচয় লন এবং সমস্ত শক্তিকে আপনাতে উপসংহার করত যোগ-নিদ্রায় বিশ্রাম করেন।

অতএব মূল অবিদ্যার প্রভাবে আত্মবিস্মৃত জীবাত্মাগণ সৃষ্টির উপলক্ষে দৃশ্য জাগতিক পদার্থে যখন অনুরক্ত হয় তখন পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি এবং ধ্বংসের অনুরোধে সুখ দুঃখ এবং তৎপ্রতি ইচ্ছা ও দ্বেষাদি বিপরীত ভাবে অভিভূত হইয়া তাহারা চঞ্চল হইয়া পড়ে। সুতরাং অভিলষিত বিষয়ের প্রার্থনার অনুরোধে জন্ম-জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া থাকে। এস্থলে পরন্তপ বলিয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিবার প্রধান তাৎপর্য্য এই যে, হে অর্জ্জুন! এই ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ সমবেত সৈন্যকুলকে শত্রু বা মিত্র বলিয়া ধারণা করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ ইহার মূল শত্রু অহংকার স্বস্ব দেহের

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮

অন্বয়।

পুণ্যকর্ম্মণাং পুণ্যকর্ম্মকৃতানাং যেষাং জনানাং পাপং অন্তগতং নষ্টং, তে এব দ্বন্দ্বমোহ-নির্ম্মুক্তাঃ অতঃ দৃঢ়ব্রতাঃ সন্তঃ মাং ভজন্তে॥ ২৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যত এবমতস্তেন দ্বন্দ্বমোহেন প্রতিবদ্ধপ্রজ্ঞানানি সর্ব্বভূতানি সংমোহিতানি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

জায়মানভূতানাং মোহপরতন্ত্রত্বে ফলিতমাহ যত ইতি। ভগবত্তত্ত্ববেদনাভাবে

স্বামিকৃতটীকা।

কুতস্তর্হি কেচন ত্বাং ভজন্তো দৃশ্যন্তে তত্রাহ যেষামিতি। যেষাস্তু পুণ্যাচরণশীলানাং সব্বপ্রতিবন্ধকং পাপমন্তগতং নষ্টং তে দ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন বিনির্ম্মুক্তাঃ দৃঢ়ব্রতাঃ একান্তিনঃ সন্তো মাং ভজন্তি ॥ ২৮ ॥

তবে বহুকাল বিবিধ পুণ্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যাহাদের পূর্ব্ব-কৃত পাপরাশির নিঃশেষে নিবৃত্তি হয়, তাদৃশ একাগ্র-চিত্ত ভাগ্যবান্ পুরুষগণই সুখদুঃখ, রাগ-দ্বেষ এবং শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ভাবের মোহগ্রাস হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া একাগ্র চিত্তে আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণে ভজনা করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৮ ॥

আভাস।

অন্তরেই আবৃত রহিয়াছে। তোমার দেহে সেই কুরুরাজের শোণিত এখনও প্রবাহিত রহিয়াছে; সুতরাং তোমার দেহই কুরুরাজের প্রকৃত ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে বসবাস করায় সেই বংশে জন্ম পরিগ্রহের ফলে যদি তুমি মোহরূপ রণ-প্রাঙ্গণে ইচ্ছা দ্বেষের পরস্পর কলহে বা সংগ্রামে জয়-লাভ করিতে পার, তবেই তোমার এই দেহই প্রকৃত ধর্ম্ম-ক্ষেত্র নামে অভিহিত হইবে। আর সংসার-জ্বালা থাকিবে না; অসীম আনন্দ লাভে তুমিও নির্বৃত্ত হইবে ॥২৭॥

মোহের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায় ধর্ম্মানুষ্ঠান। মোহ কেবল আত্মম্ভরিতার প্রশ্রয় দেয় এবং ভোগেই মানবকে অগ্রসর হইতে পরামর্শ দেয় বটে, কিন্তু প্রত্যেক ভোগ-ব্যাপারে বিচার-বুদ্ধি প্রজ্ঞাকে

শাঙ্করভাষ্যম্।

মামাত্মভূতং ন জানন্তি অতএবাত্মভাবেন মান্তু ন ভজন্তে, কে পুনরনেন দ্বন্দ্বমোহেন নির্ম্মুক্তাঃ সন্তঃ ত্বাং বিদিত্বা যথাশাস্ত্রমাত্মভাবেন ভজন্ত ইত্যপেক্ষিতমর্থং দর্শয়িতুমুচ্যতে যেষামিতি। যেষান্তু পুনরন্তগতং সমাপ্তপ্রায়ং ক্ষীণং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাং পুণ্যং কর্ম্ম যেষাং সত্ত্বশুদ্ধিকারণং বিদ্যতে তে পুণ্যকর্ম্মাণ স্তেষাং পুণ্যকর্ম্মণাং তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা যথোক্তেন দ্বন্দ্বমোহেন নির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং পরমাত্মানং দৃঢ়ব্রতা এবমেব পরমার্থতত্ত্বং নান্যথেত্যেবং সর্ব্বপরিত্যাগ-ব্রতেন নিশ্চিতবিজ্ঞানা দৃঢ়ব্রতা উচ্যন্তে॥ ২৮॥

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

তন্নিষ্ঠত্ববৈধুর্য্যং ফলতীত্যাহ অতএবেতি। যদি সর্ব্বাণি ভূতানি জন্ম প্রতিপদ্যমানানি সংমূঢ়ানি সন্তি ভগবত্তত্ত্বপরিজ্ঞানশূন্যানি ভগবদ্ভজনপরাঙ্মুখানি তর্হি শাস্ত্রানুবোধেন ভগবদ্ভজনমুচ্যমানমধিকার্য্যভাবাদনর্থকমাপদ্যেতেতি শঙ্কতে কে পুনরিতি। অনেকেষু জন্মসু সুকৃতবশাদপাকৃতদুরিতানাং দ্বন্দ্বপ্রযুক্তমোহবিরহিণাং ব্রহ্মচর্য্যাদিনিয়মবতাং ভগবদ্ভজনাধিকারিত্বান্ন শাস্ত্রবিরোধোঽস্তীতি পরিহরতি উচ্যত ইতি। তুশব্দদ্যোত্যমর্থমাহ পুনরিতি। মুক্তেরর্ব্বাক্তসিদ্ধ্যর্থং সমাপ্তপ্রায়মিত্যুক্তং। প্রকৃতোপযোগং পুণ্যস্য কর্ম্মণো দর্শয়িতুং বিশিনষ্টি সত্ত্বেতি। উভয়বিধশুদ্ধের্দ্বন্দ্বনিমিত্তমোহনিবৃত্তিফলমাহ তে দ্বন্দ্বেতি। মোহনিবৃত্তের্ভগবন্নিষ্ঠাপর্য্যন্তত্বমাহ ভজন্ত ইতি। তেষাং নানাপরিগ্রহবতাং ভগবদ্ভজনপ্রতিহতিমাশঙ্ক্যাহ দৃঢ়েতি॥ ২৮॥

আভাস।

সহায় রাখিলে, অন্ধের ন্যায় অভিভূত হইতে না। সাধারণ মানব স্বার্থের অনুরোধে পরার্থে অন্ধ হইয়া যথেষ্ট কার্য্য করিয়া থাকে। তাহারা পরোপকারাদি কর্ম্মকে মূর্খতার পরিচয় বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন; নিজের ভোগের জন্য সংগ্রহ করাই পুরুষার্থ ও শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম মনে করেন। কিন্তু রোগাদিতে অভিভূত হইয়া কালগ্রাসে কবলিত হইবার পূর্ব্বক্ষণে তাঁহারা সারা-জীবনের কর্ম্মকে নিরর্থক বোধে পরিতাপ করেন। অতএব বেদাদি ধর্ম্ম-শাস্ত্রে মানব জীবনের অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া যে সমস্ত দানাদি পুণ্য-কর্ম্মের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাতে চিত্ত স্বার্থপরতাকে ক্রমশ পরিহার করত আত্মচিন্তার পথে অগ্রসর হইয়া থাকে। স্বার্থপরতার প্রবৃত্তি ক্রমশ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যখন পরোপকারের জন্য চিত্ত উদার ভাব ধারণ করে,

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥ ২৯

অন্বয়ঃ

জরামরণ-মোক্ষায় (জরামরণয়োঃ মোক্ষায়) মাং পরমাত্মানং আশ্রিত্য যে যতন্তি চেষ্টন্তে, তে যদ্ পরংব্রহ্ম তৎ বিদুঃ, কৃৎস্নং সমস্তং অধ্যাত্মং দেহ-ব্যতিরিক্তং বিশুদ্ধং আত্মস্বরূপং বিদুঃ তথা তৎসাধনভূতং অখিলং কর্ম্মচ বিদুঃ জানন্তি ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তে কিমর্থং ভজন্ত ইত্যুচ্যতে জবেতি। জরামরণমোক্ষায় জরামরণয়ো র্মোক্ষার্থং মাং পরমেশ্বরং আশ্রিত্য মৎসমাহিতচিত্তাঃ সন্তো যতন্তি প্রযতন্তে যে তে যদ্ব্রহ্ম

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যথোক্তানামধিকারিণাং ভগবদ্ভজনফলং প্রশ্নদ্বারা দর্শয়তি তে কিমর্থমিতি। জরামরণাদিলক্ষণো যো বন্ধ স্তদ্বিশ্লেষার্থং ভগবদ্ভজনমিত্যর্থঃ। সম্প্রতি সগুণস্য সপপঞ্চস্য মধ্যমানুগ্রহার্থং ধ্যেয়ত্বমাহ মামাশ্রিত্যেতি। জরাদিসংসারনিবৃত্ত্যর্থং

জরা এবং মরণ-জনিত দুর্দ্দমনীয় যাতনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের প্রার্থনায় শরণাগত হইয়া যাঁহারা আমার উপর নির্ভর-প্রাণে যম-নিয়মাদির অনুষ্ঠানে যত্ন করেন, তাঁহারাই আমার সেই সর্ব্বকারণ-কারণ পূর্ণ ব্রহ্মভাব প্র ত্যক্ স্থাবর-জঙ্গমে প্রত্যগাত্ম-ভাবের এবং নিখিল কর্ম্মময় ভাব-স্রোতে অধিষ্ঠাতৃ-ভাবের অবধারণে কৃতার্থ হইয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

আভাস।

তখনই পরমেশের প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হয়। এইরূপ একাগ্র-চিত্তে উদার ভাবের উদ্দীপন হইলে, পরিণামে জাগতিক পদার্থ সুখ-দুঃখাদিতে উপেক্ষা এবং ভগবানে ভক্তি জন্মিয়া থাকে॥ ২৮ ॥

সংসারে নানাপ্রকারের দুঃখ ভোগ করিতে হয় এবং তাহা তখন সহ্যও হয়; কিন্তু জরা ও মরণের দুঃখ অতীব ভীষণ। তাহার প্রকোপ এতই অধিক যে, জন্মান্তরেও তাহার বিস্মৃতি হয় না। অহো মরণ যেন না হয়, বলিয়া প্রতিপদে জীব উৎকণ্ঠার পরিচয় দেয়। কালভয় না থাকিলে ভগবানের

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।

অন্বয়ঃ।

যে সাধকাঃ মাং সাধিভূতং ভূতানি অধিকৃত্য বর্তমানং, সাধিদৈবং দেবান্

শাঙ্করভাষ্যম্।

পরং তদ্বিদুঃ কৃৎস্নং সমস্তমধ্যাত্মং প্রত্যগাত্মবিষয়ং বস্তু তদ্বিদুঃ কর্ম্ম চাখিলং সমস্তং বিদুঃ ॥ ২৯ ॥

সাধীতি। সাধিভূতাধিদৈবং অধিভূতং চাধিদৈবঞ্চ অধিভূতাধিদৈবং তেন সহ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নির্গুণং নিষ্প্রপঞ্চং মামুত্তমাধিকারিণো জানন্তীত্যুক্তং মামেব যে প্রপদ্যন্তে ইত্যাদাবিত্যাহ জরেতি। মধ্যমাধিকারিণং প্রত্যাহ মামিতি। পরমেশ্বরাশ্রয়ণং নাম বিষয়বিমুখত্বেন ভগবদেকনিষ্ঠত্বমিত্যাহ মৎসমাহিতেতি। প্রযতনং ভগবন্নিষ্ঠা-সিদ্ধ্যর্থং বহিরঙ্গানাং যজ্ঞাদীনামন্তরঙ্গানাঞ্চ শ্রবণাদীনামনুষ্ঠানং। প্রাগুক্তং জগদুপাদানং পরং ব্রহ্ম কথং ব্রহ্ম বিদুরিত্যপেক্ষায়াং সমস্তাধ্যাত্মবস্তুত্বেন সকল-কর্ম্মত্বেন চ তদ্বিদুরিত্যাহ কৃৎস্নমিতি ॥ ২৯ ॥

ন কেবলং ভগবন্নিষ্ঠানাং সর্ব্বাধ্যাত্মক-কর্ম্মাত্মক-ব্রহ্মবিত্ত্বমেব কিন্ত্বধিভূতাদি-

স্বামিকৃতটীকা।

এবঞ্চ মাং ভজন্তস্তে সর্ব্বং বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞায় কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ জরেতি। জরামরণয়োর্নিরসনার্থং মামাশ্রিত্য যে প্রযতন্তে তে তৎ পরং ব্রহ্ম বিদুঃ, কৃৎস্নমধ্যাত্মঞ্চ বিদুঃ যেন তৎপ্রাপ্তব্যং তং দেহাদিব্যতিরিক্তং শুদ্ধমাত্মানঞ্চ জানন্তীত্যর্থঃ, তৎসাধনভূতমখিলং সরহস্যং কর্ম্ম চ জানন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

যাঁহারা ব্যবহারিক জীবদ্দশাতেই আমার অধিভূত ভাব অর্থাৎ

আভাস।

নামটী পর্য্যন্ত কেহ স্মরণ করিতেও চাহিত না। এই জরা ও মরণ ভয়ে কাতর ব্যক্তিগণ উগ্র উৎকণ্ঠার সহিত ভগবান্‌কে আত্মসমর্পণ করায় ভগবৎসাক্ষাৎ-কার, আত্মসাক্ষাৎকার এবং জাগতিক কর্ম্মের গতি তাঁহারা প্রত্যক্ষে প্রণিধান করিতে পারেন। অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ মূর্ত্তিতে পরমাত্ম-স্বরূপের চিন্তনে অভ্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। কারণ গুণের অতীত কেবল চৈতন্য-স্বরূপ পরমানন্দ ভাবের চিন্তনে অভ্যস্ত হওয়া যেমন প্রয়োজন, আবার বিরাট্ জগন্মূর্ত্তিতে বিরাটের অন্তর্নিহিত শান্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তি-মূর্ত্তিতে এবং তদন্তরে কারণ-দেহ বীজমূর্ত্তিতে স্থিত সগুণ পরমাত্ম-ভাব যাঁহারা অবধারণ করিতে পারেন, তাঁহাদের আর ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না ॥ ২৯ ॥

মানুষ সহজ-শরীরে ও নিশ্চিন্ত-ভাবে সর্ব্বদা যে বিষয়ের চিন্তা করে, অন্ত-

প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ।

অধিকৃত্য বর্ত্তমানং, তথা সাধিযজ্ঞং যজ্ঞাত্মকং কর্ম্ম অধিকৃত্য বর্ত্তমানং নিত্য-প্রতিষ্ঠিতং যে বিদুঃ চিন্তয়ন্তি তে তাদৃশাঃ যুক্তচেতসঃ জনাঃ প্রয়াণকালে মৃত্যুজনিতাবসন্নাবস্থায়াং অপি মাং সর্ব্বস্বরূপং বিদুঃ অবধারয়ন্তি ॥৩০॥

ইতি—শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতান্বয়ে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্।

অধিভূতাধিদৈবেন বর্ত্ততে ইতি সাধিভূতাধিদৈবং মাং যে বিদুঃ সাধিযজ্ঞঞ্চ সহ অধি-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সহিতং তদ্বেদিত্বমপি সিধ্যতীত্যাহ সাধিভূতেতি। অধ্যাত্মং কর্ম্মাধিভূতমধিদৈব-মধিযজ্ঞঞ্চেতি পঞ্চকমেতদ্ব্রহ্ম যে বিদুস্তেষাং যথোক্তজ্ঞানবতাং সমাহিতচেতসা-মাপদবস্থায়ামপি ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানমপ্রতিহতং তিষ্ঠতীত্যাহপ্রয়াণেতি। অপিচেতি

ভূতভাবে আমার অবস্থান, অধিদৈব ভাব অর্থাৎ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদি দেবগণের মূর্ত্তিতে অবস্থান এবং অধিযজ্ঞ ভাব অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্ম কলাপের সূক্ষ্মা গতির মূর্ত্তিতে অবস্থানটী ধারণা করিতে পারেন এবং সেই সেই ভাবে চিত্ত সংযত করেন, তাঁহারা ঘোর কষ্টপ্রদ মরণ-কালেও অবসন্ন বা বিহ্বল না হইয়া, প্রশান্ত-চিত্তে আমার পরমাত্ম-ভাব অবধারণে সক্ষম হন, সন্দেহ নাই ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃত গীতানুবাদের সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

আভাস।

সন্ন দেহে বাহ্যিক চিন্তা করিবার অসমর্থতা কালে, পূর্ব্বাভ্যস্ত চিন্তার বিষয়গুলি আপনা হইতে চিত্তে জাগিয়া উঠে। যেমন আমরা স্বপ্ন দেখি। মৃত্যুকালে শরীর যখন সম্পূর্ণ অবসন্ন হইয়া পড়ে; এমন কি! মূর্চ্ছিতের ন্যায় হইতে হয়, সে সময় ইন্দ্রিয়বর্গেরও অবসাদ আসিলে বিষয়ী বিষয় চিন্তার মূর্ত্তি এবং ভগবদুপাসকের ভগবানের স্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। তখন সে সকল

শাঙ্করভাষ্যম্।

যজ্ঞেন সাধিযজ্ঞং যে বিদুঃ প্রয়াণকালে মরণকালেঽপি চ তে মাং বিদুঃ যুক্তচেতসঃ সমাহিতচিত্তা ইতি ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাভাষ্যে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নিপাতাভ্যাং তস্যামবস্থায়াং করণগ্রামস্য ব্যগ্রতয়া জ্ঞানাসম্ভবেঽপি ময়ি সমাহিতচিত্তানামুক্তজ্ঞানবতাং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানমযত্নলভ্যমিতি দ্যোত্যতে। তদনেন সপ্তমেনোত্তমমধিকারিণং প্রতি জ্ঞেয়ং নিরূপয়তা তদর্থমেব সর্ব্বাত্মকত্বাদিকমুপদিশতা প্রকৃতিদ্বয়দ্বারেণ সর্ব্বকারণত্বাদিতি চ বদতা তৎপদবাচ্যং তল্লক্ষ্যঞ্চোপক্ষিপ্তম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

স্বামিকৃতটীকা।

নচৈবংভূতানাং যোগভ্রংশ-শঙ্কাপীত্যাহ সাধিভূতেতি। অধিভূতাদিশব্দানামর্থং শ্রীভগবানেবোত্তরাধ্যায়ে ব্যাখ্যাস্যতি, অধিভূতেনাধিদৈবেন চ সহ অধিযজ্ঞেন চ সহ মাং যে জানন্তি তে যুক্তচেতসো মদ্যাসক্তমনসঃ প্রয়াণকালেঽপি মরণ-সময়েঽপি মাং বিদু র্জানন্তি ন তু তদাপি ব্যাকুলীভূয় মাং বিস্মরন্তি অতো মদ্ভক্তানাং ন যোগভ্রংশ-শঙ্কেতি ভাবঃ। কৃষ্ণভক্ত্যৈব যত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে।

ইতি বিজ্ঞানযোগাখ্যে সপ্তমে সম্প্রকাশিতম্। ৩০ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

আভাস।

ভাবকে হৃদয়ে আনয়নের জন্য কোন উদ্যম করিতে হয় না। সুতরাং আজীবন ভগবানের অধিভূত অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ ভাবের আলোচনায় যিনি সময় অতিবাহিত করেন, মরণকালে পূর্ব্ব আলোচিত ভাব-সমূহ আপনা হইতে মুমূর্ষুর হৃদয়ে জাগরিত হইয়া, সমগ্র জগতে ব্রহ্মময় ভাবের উদয়ে তাহাকে সেই পদবীতেই আরোহণ করায়। দেহ-পতনের পর তাদৃশ জ্ঞানীর হৃদয়ে ভোগের চিন্তা আর স্থান পায় না। তিনি ব্রহ্মময় ভাবে পরিতৃপ্ত হন এবং সেই গতিই লাভ করেন ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃত আভাসের সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ—

কিন্তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম

অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।

অর্জ্জুনঃ উবাচ! হে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ! তৎ পূর্ব্বোক্তং ব্রহ্ম কিং? অধ্যাত্মং বা কিং? কর্ম্মৈব কিং উচ্যতে? অধিভূতং কিং প্রোক্তং তথা অধিদৈবং বা কিং উচ্যতে ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমিত্যাদিনা ভগবতার্জ্জুনস্য প্রশ্নবীজানি উপদিষ্টানি অতস্তৎপ্রশ্নার্থং অর্জ্জুন উবাচ। কিং তদিতি ॥ ১ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সপ্তমাধ্যায়ান্তে যেষামন্তগতং পাপমিত্যাদিনা যেষাং ব্রহ্মাদীনামনুসন্ধানমুক্তং যচ্চ প্রয়াণকালে ভগবতঃ স্মরণং দর্শিতং তদিদং জিজ্ঞাসমানঃ সন্ পৃচ্ছতীতি প্রশ্ন-

---

অর্জ্জুন বলিলেন, হে পুরুষোত্তম! আপনি যে ব্রহ্মশব্দের কীর্ত্তন করিলেন, সে ব্রহ্ম কাহাকে বলে; অধ্যাত্মই বা কি? কর্ম্ম কি? অধিভূত অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ বলিয়া কাহাকে চিন্তা করিতে হয়! ॥ ১ ॥

আভাস।

সপ্তম অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিকালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাতটী অলৌকিক ভাবের উল্লেখে অর্জ্জুনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। অষ্টম অধ্যায়ে ভক্ত অর্জ্জুন উক্ত সাতটী ভগবানের ভাব এই মানব দেহে এবং বিরাট্ কলেবরে অবধারণের পদ্ধতি জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বেশ্বর; সুতরাং কোন বিষয় তাঁহার অবিদিত নাই। ভোগাস্ক

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সমুদায়মবতারয়তি তে ব্রহ্মেতি। প্রশ্নবীজানি তদ্বিষয়ভূতানি ব্রহ্মাণি বস্তূনীতি যাবৎ। বুভুৎসিতবিষয়প্রতিলম্ভানন্তরং তেষাং প্রশ্নদ্বারা নির্ণয়ার্থমাহ অত ইতি। যদুক্তং তে ব্রহ্ম তদ্বিদুরিতি তৎ কিং সোপাধিকং নিরুপাধিকম্বা ব্রহ্মশব্দস্যোভয়ত্রাপি সম্ভবাদিতি মত্বাহ কিং তদিতি। যচ্চোক্তং কৃৎস্নমধ্যাত্মমিতি তত্রাত্মানং দেহমধিকৃত্য তস্মিন্নধিষ্ঠানে তিষ্ঠতীত্যধ্যাত্মশব্দেন শ্রোত্রাদিকরণগ্রামো বা প্রত্যগ্ভূতং ব্রহ্মৈব বাবিবক্ষিতমিত্যাহ কিমধ্যাত্মমিতি। "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ" ইতি শ্রুতৌ কর্ম্মণো দ্বৈবিধ্যনির্দ্ধারণাৎ কর্ম্ম চাখিলমিত্যত্র কীদৃক্ কর্ম্ম গৃহীতমিতি পৃচ্ছতি কিমিতি। ক্ষরাক্ষরাভ্যাং কার্য্যকারণাভ্যাম্ অতীতস্য ভগবতো ন কিঞ্চিদবেদ্যমস্তীতি সূচয়তি পুরুষোত্তমেতি। সাধিভূতাধিদৈবমিত্যত্র অধিভূত-শব্দেন পৃথিব্যাদিষু ভূতেষু বর্ত্তমানং কিঞ্চিদেব গৃহ্যতে কিম্বা সমস্তমেব কার্য্যমিতি নির্দ্ধিধারয়িষয়া পৃচ্ছতি অধিভূতমিতি। অধিদৈবমিতি চ দৈবতবিষয়মনুধ্যানং বা দৈবতেষ্বাদিত্যমণ্ডলাদিষু বর্ত্তমানং চৈতন্যং বা জিজ্ঞাসিতমিতি প্রশ্নান্তরং প্রস্তৌতি অধিদৈবমিতি ॥ ১॥

স্বামিকৃতটীকা।

ব্রহ্মকর্ম্মাধিভূতাদি বিদুঃ কৃষ্ণৈকচেতসঃ। ইত্যুক্তং ব্রহ্মকর্ম্মাদি স্পষ্টমষ্টম উচ্যতে। পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে ভগবতোপক্ষিপ্তানাং ব্রহ্মাধ্যাত্মাদিসপ্তপদার্থানাং তত্ত্বং জিজ্ঞাসুরর্জ্জুন উবাচ কিং তদ্ব্রহ্মেতি দ্বাভ্যাং। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ১ ॥

আভাস।

জীবকে উপদেশ দিবার উপযুক্ত শিক্ষক তাঁহার অপেক্ষা অন্য কেহ নাই। তিনি যখন মধু নামা দৈত্যকে নিহত করিয়াছেন, তখন এই সামান্য মোহ-দৈত্যকে নিহত করিয়া শান্তির পথে ভক্ত মানবকে অনায়াসে প্রেরণ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই! এই ভাবিয়া ভগবানকে মধুসূদন নামের উচ্চারণে নিজের অজ্ঞানকে তিরোহিত করিবার ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, হে পুরুষোত্তম হে মধুসূদন! আমাকে আপনি উদ্ধার করুন! আপনার উল্লিখিত ভগবানের সাতটী ভাব আমাকে প্রতিবোধিত করিয়া এই মোহ-সমুদ্র হইতে আমাকে নিস্তার করুন!

প্রথম ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কাহাকে বলে; কর্ম্ম-স্রোত জগতে কিরূপে প্রবাহিত হইতেছে? ভূত সমূহের গতি বা স্থিতি কিরূপে সাধিত হইতেছে

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥ ২॥

অন্বয়ঃ।

হে মধুসূদন! অত্র দেহে কঃ অধিযজ্ঞঃ যজ্ঞপ্রয়োজকঃ তস্য ফলদাতা চ কথং কেন প্রকারেণ বা বর্ত্ততে। নিয়তাত্মভিঃ সংযত-চিত্তৈঃ জনৈঃ অন্তঃকালে কথং কেনোপায়েন ত্বং জ্ঞেয়ঃ অসি ভবসি॥ ২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অধিযজ্ঞ ইতি॥ ২॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সাধিযজ্ঞঞ্চেত্যত্রাধিযজ্ঞশব্দেন যজ্ঞমধিকৃতো বিজ্ঞানাত্মা বা পরদেবতা বেতি প্রশ্নোত্তরং প্রতিকরোতি অধিযজ্ঞ ইতি। স চ কথং কেন প্রকারেণ ব্রহ্মত্বেন চিন্তনীয়ঃ কিং তাদাত্ম্যেন কিম্বাত্যন্তাভেদেনেত্যাহ কথমিতি। সর্ব্বথাপি স কিমস্মিন্ দেহে বর্ত্ততে ততো বহির্বা, দেহে চেৎ স কোঽত্র বুদ্ধ্যাদিস্তদ্ব্যতিরিক্তো বেতি জিজ্ঞাসয়া ব্রূতে কোঽত্রেতি। অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্রেতি ন প্রশ্নভেদঃ কথমিতি তু প্রকারভেদবিবক্ষয়েতি দ্রষ্টব্যং। যত্তু সমাহিতচিত্তানামুক্তং তৎ

হে পুরুষোত্তম মধুসূদন! এই দেহের মধ্যে অধিযজ্ঞ ভাব কি রূপে অবস্থিত রহিয়াছে; সমাহিত-চেতা পুরুষগণ মরণ কালে তোমাকে কি ভাবে অবধারণ করিতে পারেন; এবং কোন্ উপয়েই বা তাহা সিদ্ধ হইতে পারে!॥ ২॥

আভাস।

এবং কোন্ শক্তির বলে দেব নিচয় ব্রহ্মাণ্ডে আপন আপন কার্য্যের পরিচয় দিতেছেন? অধিযজ্ঞ নামে কোন্ শক্তি এই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান পূর্ব্বক যজ্ঞের ফল প্রদান করিতেছেন? হে দেব! মানব স্বকীয় দেহে কিরূপ চিন্তার দ্বারা এই সমস্ত গূঢ় রহস্য অবধারণে সক্ষম হয় এবং মরণ-কালরূপ ভীষণ অবস্থায় যখন যাবতীয় ইন্দ্রিয়-গ্রাম ও অন্তঃকরণ অবসন্ন হইয়া পড়ে, এবং কোন বিষয় অবধারণের যোগ্যতা থাকে না, তখন হে জগজ্জীবন হৃদয়নাথ! তোমাকে আর কি প্রকারে জীব অবধারণ করিবে? হে হৃদয়-বল্লভ। সুস্থাবস্থায় যতই চিত্তের একাগ্রতা করা যাউক! প্রায় প্রয়াণকালে সম্পূর্ণ অসমর্থ দশায় হে ব্রহ্মাণ্ড

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।

অন্বয়ঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ! পরমং শ্রেষ্ঠং যৎ অক্ষরং জগতাং মূলকারণং তৎ ব্রহ্ম এব, ব্রহ্মণঃ স্বভাবঃ (স্বস্য ব্রহ্মণঃ ভাবরূপেণ জীবরূপতয়া ভবনং এব স্বভাবঃ,

শাঙ্করভাষ্যম্।

এষাং প্রশ্নানাং যথাক্রমং নির্ণয়ায় অক্ষরমিতি। অক্ষরং ন ক্ষরতীতি পরমাত্মা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রয়াণকালেঽপি ভগবদনুসন্ধানং সিধ্যতীতি তদ্যুক্তমুৎক্রমণদশায়াং করণগ্রাম-বৈয়গ্র্যাচ্চিত্তসমাধানানুপপত্তেরিত্যভিপ্রেত্যাহ প্রয়াণেতি॥ ২॥

ব্যাখ্যাতপ্রশ্নসপ্তকস্য প্রতিবচনং ভাগবতমবতারয়তি এষামিতি। ক্রমেণ কৃতানাং প্রশ্নানাং ক্রমেণৈব প্রতিবচনে প্রষ্টুরভীষ্টপ্রতিপত্তিসৌকর্য্যঞ্চ সিধ্যতীতি বুধ্যমানো

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ অধিযজ্ঞ ইতি। অত্র দেহে যো যজ্ঞো বর্ত্ততে তস্মিন্ কোঽধিযজ্ঞোঽধিষ্ঠাতা প্রযোজকঃ ফলদাতা চ ক ইত্যর্থঃ, স্বরূপং পৃষ্ট্বাধিষ্ঠানপ্রকারং পৃচ্ছতি কথং কেন প্রকারেণ অসাবস্মিন্ দেহে স্থিতঃ যজ্ঞমধিতিষ্ঠতীত্যর্থঃ, যজ্ঞগ্রহণং সৎকর্ম্মণামুপলক্ষণার্থং, অন্তকালে চ নিয়তচিত্তৈঃ কথং কেনোপায়েন জ্ঞেয়োঽসি॥ ২।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত ভাব ধারণে তদন্তরেই বিচিত্র বেশে পরিলক্ষিত হইতেছে, অথচ ক্ষয় ব্যয় ও অপচয়াদি দোষে দূষিত না হইয়া যিনি পরম উৎকৃষ্ট অক্ষর ভাবে নিত্য অবস্থান করিতেছেন, তিনিই পরম ব্রহ্ম।

আভাস।

ভাণ্ডোদর তোমাকে কি প্রকারে অবধারণ দ্বারা পাইতে পারে! এই সাতটী প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর প্রদানে আমাকে কৃতার্থ করুন বলিয়া, অর্জ্জুন নিরস্ত হইলেন। ১।২॥

অর্জ্জুনের প্রশ্নে ভগবান্ তিনটী শ্লোকে উক্ত সাতটী রহস্যের উত্তর প্রদান করিয়াছেন। নিরুপাধিক ব্রহ্মই এস্থলে অক্ষর নামে অভিহিত হইয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব তৎ ব্রহ্মেতি"। উৎপত্তি এবং বিনাশ

ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ ।

তথা জীবদেহে আত্মভাবনা ভোক্তৃত্বেন বর্ত্তমনো ভাবঃ এব অধ্যাত্মং উচ্যতে। ভূতভাবোদ্ভবকরঃ ভূতানাং ভাবঃ সত্তা, উদ্ভবঃ ক্রমেণ বৃদ্ধিঃ চ তৌ ভূতভাবোদ্ভবৌ করোতি যঃ সঃ বিসর্গঃ হোমাদিরূপঃ যজ্ঞঃ সঃ কর্ম্মশব্দবাচ্যঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গীতি শ্রুতেঃ ; ওঁকারস্য চোমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মেতি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বিশিনষ্টি-যথাক্রমমিতি। তত্র প্রশ্নত্রয়ং নির্ণেতুং ভগবদ্বচনমুদাহরতি অক্ষরমিতি। কিং তদ্ব্রহ্মেতি প্রশ্নস্য প্রতিবচনম্ অক্ষরং ব্রহ্মপরমমিতি। তত্রাক্ষরশব্দস্য

স্বামিকৃতটীকা।

প্রশ্নক্রমেণৈবোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ অক্ষরমিতি ত্রিভিঃ। ন ক্ষরতি ন চলতী-ত্যক্ষরং, নন্বু জীবোহপ্যক্ষর স্তত্রাহ পরমং যদক্ষরং জগতাং মূলকারণং তদ্ব্রহ্ম, এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তীতি শ্রুতেঃ, স্বস্যৈব ব্রহ্মণ এবাংশতয়া জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ স এবাত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃত্বেন বর্ত্তমানোঽধ্যাত্মশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ, ভূতানাং জরায়ুজাদীনাং ভাবঃ সত্তা উৎপত্তিঃ উদ্ভবশ্চ আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিরিতি ক্রমেণ বৃদ্ধিরুৎকৃষ্টত্বেন ভবনমুদ্ভবঃ তৌ ভূতভাবোদ্ভবৌ করোতি যো বিসর্গো দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপো যজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ম্মণামুপলক্ষণমেতৎ স চ কর্ম্মশব্দবাচ্যঃ ॥ ৩ ॥

প্রত্যেক জীবদেহে আমি সাজিয়া আত্মভাবের ভাবনার দ্বারা তাঁহার ঈক্ষণ এবং অবস্থিতিকেই অধ্যাত্ম নামে অভিহিত করা হয় ; এবং প্রত্যেক জড় পদার্থের অস্তিত্ব, শ্রীবৃদ্ধি এবং হ্রাসাদি ব্যাপারে তত্তৎ নিয়ন্তৃমূর্ত্তিতে বা অন্তর্যামি-বেশে তাঁহার অবস্থিতিই কর্ম্মনামে অভিহিত। সুতরাং মানব-সমাজে হোমাদি ব্যাপারও কর্ম্ম নামে সংজ্ঞিত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

আভাস।

শীল এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পদার্থ-সমূহ যাঁহার শক্তিতে যদন্তরেই ব্যক্ত মূর্ত্তিতে প্রকাশমান হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড মূর্ত্তিতে পরিচিত হইতেছে, তিনিই অক্ষর ব্রহ্মনামে

শাঙ্করভাষ্যম্।

পরেণ বিশেষণাত্তদগ্রহণং পরমমিতি চ নিরতিশয়ে ব্রহ্মণ্যক্ষরে উপপন্নতরং বিশেষণং, তস্যৈব পরমস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিদেহং প্রত্যগাত্মভাবঃ স্বভাব ইতি স্বো ভাবঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নিরুপাধিকে পরস্মিন্নাত্মন্যবিনাশিত্বব্যাপ্তিমত্ত্বসম্বন্ধাৎ প্রবৃত্তিং ব্যুৎপাদয়তি অক্ষরমিত্যাদিনা। কথং পুনরক্ষরশব্দস্য যথোক্তে পরমাত্মনি বৃদ্ধপ্রয়োগমন্তরেণ বুৎপত্ত্যা প্রবৃত্তিরাশ্রীয়তে ব্যুৎপত্তেরর্থান্তরেঽপি সম্ভবাদিত্যাশঙ্ক্য দ্যাবাপৃথিব্যাদিবিষয়নিরঙ্কুশ-প্রশাসনস্য পরস্মাদন্যস্মিন্নসম্ভবাৎ তথাবিধপ্রশাসনকর্তৃত্বেন শ্রুত-

আভাস।

অভিহিত। এই অক্ষর ভাবের কোন পরিণাম হয় না; কারণ তদীয় শক্তি অন্তরঙ্গ ভাবে নিরন্তর তদন্তরেই বিদ্যমান থাকেন। কিন্তু শক্তি যখন নিজ অন্তর হইতে বিচিত্র জগৎকে ব্যক্ত করেন, তখন যে পরম চৈতন্যের অনুগ্রহ লাভে তিনি চেতনময়ী হন, অর্থাৎ তস্মাৎ তৎ সংযোগাৎ অচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং। গুণকর্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীন ইতি” এই সংখ্যদর্শন বাক্যে মীমাংসিত হইয়াছে যে, অচেতনা প্রকৃতি যেমন চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের অবিনাভাবের আশ্রয়ে চেতনবতী হন, চৈতন্যস্বরূপ গুণাতীত পুরুষও সেইরূপ গুণ-সংসর্গে গুণবানের ন্যায় মূর্ত্তি ধারণ করেন। জবা-রঙ্গে রঞ্জিত বিশুদ্ধ শুভ্র স্ফটিক যেমন লালবর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ নির্গুণ পুরুষও গুণবানের ন্যায় প্রতীত হন; ইহাই পরম পুরুষের গুণময়ভাব, যাহা এই শ্লোকে স্বভাব অর্থাৎ অধ্যাত্মভাব বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। প্রকৃতির যে অংশে সৃষ্টি হয়, সেই অংশ মাত্র আশ্রয় করিয়া পরমাত্মা অক্ষর সোপাধিক ব্রহ্ম নামে অভিহিত হন এবং পরম আমি অর্থাৎ তাদৃশ প্রকৃতির অংশকে উপাধিরূপে আশ্রয় করত, সমষ্টি জীবভাবের পরিচয় দেন। সূর্য্যের কিরণ জলে বা দর্পণে নিপতিত হইলে একটী প্রতিবিম্বের উদয় হয়, সেইরূপ প্রকৃতির অংশে ঈক্ষণের অনুরোধে পূর্ণ নিরুপাধিক চৈতন্যেরও একটী সোপাধিক অহং ভাবের পরিচয় হয়।

মানব যেমন প্রথম পুত্রের জন্মে আপনাকে পিতা বলিয়া জ্ঞান করিতে বাধ্য হন এবং তদুপযুক্ত পিতৃভাবের কার্য্য পুত্র-প্রতিপালনাদি ব্যাপার সমাধা করেন, গুণাতীত চৈতন্যস্বরূপও প্রকৃতির অংশকে উপাধিরূপে প্রাপ্ত হইয়া, তন্ময় ভাব ধারণে উপহিত-পুরুষ হন। অর্থাৎ সেই আংশিক প্রকৃতির অন্তরে

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্বভাবোঽধ্যাত্মং উচ্যতে। আত্মানং দেহমধিকৃত্য প্রত্যগাত্মতয়া প্রবৃত্তং পরমার্থব্রহ্মা-বসানং বস্তু স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে অধ্যাত্মশব্দেনাভিধীয়তে, ভূতভাবোদ্ভবকরঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মক্ষরং ব্রহ্মৈবেত্যাহ এতস্যেতি। রূঢ়ির্যোগমপহরতীতি ন্যায়াৎ ওঁকারে বর্ণসমুদায়াত্মন্যক্ষরশব্দস্য রূঢ্যা প্রবৃত্তিরাশ্রয়িতুমুচিতেত্যাশঙ্ক্যাহ ওঁকারস্যেতি। প্রতিবচনোপক্রমে প্রক্রান্তম্ ওঁকারাখ্যমক্ষরমেবোত্তরত্র বিশেষিতং ভবিষ্যতী-ত্যাশঙ্ক্য পরমবিশেষণবিরোধাৎ ন তস্য প্রক্রমঃ সম্ভবতীত্যাহ পরমমিতি

আভাস।

বা পুরিতে আশ্রয় উপলক্ষে পুরুষ নাম গ্রহণ করত প্রকৃতির কার্য্যকলাপকে নিজ কার্য্য স্বীকারে কর্ত্তা সাজেন এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনাদি ব্যাপারে আত্ম-কার্য্যের ন্যায় দৃষ্টি করেন। সুতরাং প্রত্যেক ব্যাপারে তত্তৎ কার্য্যে আপনাকে কর্ত্তাভাবে যখন অনুভব করেন, তখন তিনি ভগবান্ পরমেশ, বিধাতা, দণ্ডকর্ত্তা, উপদেষ্টা, পতিতপাবন, করুণাময় প্রভৃতি নামে জীব সন্নিধানে প্রখ্যাত হন।

বৈষ্ণবী-শক্তি মূলা প্রকৃতি কিন্তু ত্রিগুণময়ী; তাঁহার সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণ সম্পূর্ণ সাম্যভাবে যখন অবস্থান করেন, তখন উক্তা প্রকৃতি নিজ সত্তার পৃথক্ পরিচয় না দিয়া, ব্রহ্মময় ভাবে জ্ঞানের গহ্বরেই নিবিশমান থাকেন। কাষ্ঠকে নিঃশেষে দগ্ধ করত অঙ্গারাকারে বহ্নি যেমন প্রতীত হয়, সর্ব্বপ্রসবিনী ও সর্ব্বব্যাপিনী পরমা শক্তিকে অন্তরঙ্গের ন্যায় স্বীয় অন্তরে আত্মসাৎ করিয়া অক্ষর ব্রহ্ম নির্গুণ-বেশে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। প্রকৃতি কিন্তু ত্রিগুণা-ত্মিকা; গুণত্রয়ের বৈষম্য-জনিত তদন্তরে পরিণাম না ঘটিয়া, ক্ষণ-কালের জন্যও তাঁহাতে বিশ্রাম থাকে না। কিন্তু এই বৈষম্যটী তাঁহার সর্ব্বাংশে সর্ব্বদা হয় না। কোন এক অংশে বৈষম্য ঘটে; অবশিষ্ট সর্ব্বাংশে সাম্যাবস্থায় থাকায়, পরমাত্মার স্বাধীন ভাবেরই পরিচয় সর্ব্বদা হইয়া থাকে। যে অংশে বৈষম্য ভাব, সেই অংশেই সৃষ্টি এবং যে অংশে সাম্যাবস্থা, সেই অংশেই শান্তি বা কৈবল্য ভাব। প্রকৃতি যখন পরম চৈতন্যের অবিনাভাবে অবস্থিত আছেন এবং উভয়েই অনন্ত ও বিভু পদার্থ, তখন গুণময়ী শক্তির অংশ স্বীকার করিলে, চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান-ভাগ নিরংশ হইলেও, প্রকৃতির অংশানুরোধে চৈতন্যস্বরূপ পরম চৈতন্যেরও অংশ কল্পিত হইয়া থাকে। সুতরাং জীব-পর্য্যায়ে আমি তুমি ভাবে জীব-বহুত্বের

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভূতানাং ভাবো ভূতভাব স্তস্যোদ্ভবো ভূতভাবোদ্ভব স্তং করোতীতি ভূতভাবোদ্ভব-করো ভূত-বস্তূৎপত্তিকর ইত্যর্থঃ বিসর্গো বিসর্জ্জনং দেবতোদ্দেশেন চরুপুরোডা-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

চেতি। কিমধ্যাত্মমিতি প্রশ্নস্যোত্তরং স্বভাবোঽধ্যাত্মমিত্যাদি তদ্ব্যাচষ্টে তস্যৈ-বেতি। স্বকীয়ো ভাবঃ স্বভাবঃ শ্রোত্রাদিকরণগ্রামঃ স চ আত্মনি দেহেঽহং-প্রত্যয়বেদ্যে বর্ত্ততে ইতি অমুং প্রতিভাসং ব্যাবর্ত্ত্য স্বভাব-পদং গৃহ্লাতি স্বো ভাব ইতি। এবং বিগ্রহ-পরিগ্রহে স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে ইত্যস্যায়মর্থো

আভাস।

কল্পনাও সাংখ্যাচার্য্য স্বীকার করিয়াছেন। গুণত্রয়ের বৈষম্য অর্থাৎ তারতম্য নিবন্ধনই প্রকৃতিতে অংশের কল্পনা; কারণ বৈষম্যই বিচিত্র হইতে পারে; সাম্যাবস্থা কিন্তু একরূপ। লবণ, ঝাল ও মিষ্টের পরস্পর বৈষম্যে এক জাতীয় ব্যঞ্জনই যেমন বিচিত্র অস্বাদ-বিশিষ্ট হয়, সেইরূপ গুণবৈষম্যে একা প্রকৃতির অন্তরে বহু অংশের কল্পনা হইয়া থাকে; এবং অংশই পরস্পরে পৃথক্রূপে পরিচিত হয় ও প্রত্যেক অংশে জীব ভাবেরও পার্থক্যের প্রতীতি ঘটে। এক অংশে শূকর, অপর অংশে বানর; এক অংশে মানব অপর অংশে দেবতা। আবার প্রত্যেক তজ্জাতীয় বিভাগেরও ন্যূনাতিরিক্ত ভাবে এক মানব জাতির মধ্যেও প্রত্যেকে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে এবং বুদ্ধি প্রভৃতি সার্ব্বাঙ্গীন ভাবে পার্থক্যের পরিচয় হয়। অতএব চতুর হস্ত দীর্ঘপ্রস্থে প্রশস্ত দর্পণে যে সূর্য্য-প্রতিবিম্ব আমরা নয়নগোচর করি, দর্পণের কাচ ভঙ্গে চূর্ণীকৃতহইলেও প্রত্যেক চূর্ণই মূল প্রতিবিম্বের আংশিক স্বীয় পরিমাণ মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব লাভে যেমন উজ্জ্বলিত হয়, প্রত্যেক জীব-দেহের চিত্তও স্বীয় পরিমাণ ও গুণ বৈষম্যের অনুরূপ চৈতন্যলাভে কৃমী হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত পুরুষ ভাবের পরিচয়ে স্ব স্ব দেহে আত্মভাবের অভিমান করিতেছে। দর্পণ বা জলে প্রতিবিম্বিত হইবার ন্যায়, বুদ্ধি বা চিত্তে পরম চৈতন্যের যে আত্মভাবের ভাবনা, তাহারই নাম স্বভাব ও অধ্যাত্ম। পুত্রের উপস্থিতিতে আপনাকে যেমন পিতা-জ্ঞান, স্ত্রীর উপস্থিতিতে ভর্ত্তৃজ্ঞান, সেইরূপ দেহের আগমে দেহীজ্ঞান এবং সুখ দুঃখাদির উপস্থিতিতে আপনাকে সুখী বা দুঃখীর অনুভূতি হইয়া থাকে। বেদান্তের বিচারে এই অভিমানই ভ্রম-নামে আখ্যাত; কিন্তু সাংখ্যাচার্য্য বা পতঞ্জলি মহর্ষিগণ ইহাকে চৈতন্য স্বরূপের অভিব্যক্ত ভাবের পরিচয় বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন.

শাঙ্করভাষ্যম্।

শাদেঃ স্বস্য দ্রব্যস্য বিতরণং পরিত্যাগঃ স এষ বিসর্গলক্ষণো যজ্ঞঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ কর্ম্মশব্দিত ইত্যর্থঃ ইত্যেতস্মাদ্বীজভূতাৎ বৃষ্ট্যাদিক্রমেণ স্থাবর-জঙ্গমানি ভূতানি উদ্ভবন্তি॥ ৩॥

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

নিষ্পন্নো ভবতীত্যনুবাদপূর্ব্বকং কথয়তি স্বভাব ইতি। তস্যৈব পরস্যেত্যাদিনোক্তং ন বিস্মর্ত্তব্যমতি বিশিনষ্টি পরমার্থেতি। পরমেব হি ব্রহ্ম দেহাদৌ প্রবিশ্য প্রত্যগাত্মভাবমনুভবতি, তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ। কিং কর্ম্মেতি প্রশ্নস্যোত্তরমুপাদত্তে ভূতেতি। ভূতান্যেব ভাবা স্তেষাম্ উদ্ভবঃ সমুৎপত্তিঃ তাং করোতীতি ব্যুৎপত্তিং সিদ্ধবৎকৃত্য বিধান্তরেণ ব্যুৎপাদয়তি ভূতানামিতি। ভাবঃ সত্তাবঃ বস্তুভাবঃ অতএব ভূতবস্তূৎপত্তিকর ইতি বক্ষ্যতি। বৈদিকং কর্ম্ম অত্রোক্তবিশেষণং কর্ম্মশব্দিতমিতি। বিসর্গশব্দার্থং দর্শয়ন্ বিশদয়তি বিসর্গ ইত্যাদিনা। কথং পুনর্যথোক্তস্য যজ্ঞস্য সর্ব্বেষু ভূতেষু সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়হেতুত্বেন তদুদ্ভবকরত্বমিত্যাশঙ্ক্য 'অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ' ইত্যাদিস্মৃতিমনুসৃত্যাহ এতস্মাদ্বীতি॥ ৩॥

আভাস।

দীপালোকের যেমন অন্তরঙ্গ এবং অভিব্যঙ্গ নামে দুইটী মূর্ত্তি আছে; স্বরূপে স্বয়ং প্রজ্বলিত থাকাই দীপের অন্তরঙ্গ ভাব এবং গৃহাদিকে আলোকিত করিয়া অবস্থানই তাহার অভিব্যঙ্গভাব; সেইরূপ গুণময়ী মায়াকে অন্তরে আপন ভাবে লইয়া স্বীয় স্বরূপের অনুভূতিই পরম পুরুষের অন্তরঙ্গ ভাব বা স্বরূপে অবস্থান এবং নিজ বৈষ্ণবী শক্তি প্রকৃতির প্রতি অবলোকনই অভিব্যঙ্গ ভাব। এই অভিব্যঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ ভাব মানব আপনাতেও নিরন্তর উপলব্ধি করিতে পারেন। যথা আমরা যখন পুত্র কলত্রাদির অভিমুখে মন প্রাণ দিই, তখন তত্তদ্ভাবে প্রণোদিত হইয়া, আপনাকে তত্তদ্ভাবাপন্ন অনুভব করি; এবং নিজের ভাব যেন তখন বিস্মৃত হই; অর্থাৎ পিতা, স্বামী এবং কর্ত্তা বা অভিনেতা বলিয়া আপনাকে জ্ঞান করি। সেইরূপ পরমেশও নিজ স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়াও, প্রত্যেক সৃষ্ট দেহের অন্তরে দর্শক ভাবে প্রতিবিম্বিতের ন্যায় প্রবেশ করিয়া, জীবভাব প্রাপ্ত হন এবং প্রতি দেহে আমি সাজিয়া দেহনিষ্ঠ সুখ দুঃখাদিকে অনুভব করেন। এতদর্থে শ্রুতিও বলিয়াছেন; "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ;" প্রাবিশৎ জীবরূপতঃ। পরমাত্মা স্বীয় শক্তিতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক দেহের রচনা করিয়া, স্বয়ং তদন্তরে জীবরূপে প্রবেশ করিলেন। দেহে জীবভাবের পরিচয়ই পরমাত্মার স্বভাব বা আধ্যাত্মভাব॥

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।

অন্বয়ঃ।

হে দেহভৃতাং বর অর্জ্জুন! ক্ষরঃ বিনাশীভাবঃ এব অধিভূতং; পুরুষঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

অধিভূতমিতি। অধিভূতং প্রাণিজাতমধিকৃত্য ভবতীতি কোঽসৌ ক্ষরঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সংপ্রতি প্রশ্নত্রয়স্যোত্তরমাহ অধিভূতমিতি। অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমিত্যস্য প্রতিবচনমধিভূতং ক্ষরো ভাব ইতি। তত্রাধিভূতপদমমুষ্য বাচ্যমর্থং কথয়তি অধিভূতমিত্যাদিনা। তস্য নির্দ্দেশমন্তরেণ নির্জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ প্রশ্নদ্বারা তন্নির্দ্দিশতি

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই জড় জগতের নিরন্তর পরিবর্ত্তন-শীল ভাবই আমার ক্ষর ভাব; অর্থাৎ আমার ত্রিগুণময়ী মায়া-শক্তিরই পরিবর্ত্তনশীল ভাব; এবং প্রত্যেক জীবদেহরূপ পুরিতে অনুভব

আভাস।

কুম্ভকার মৃত্তিকার আশ্রয়ে যে সমস্ত খুরি সরা হাড়ি, জালা প্রভৃতি পদার্থ বাহিরে প্রস্তুত করে, সেগুলি বহিরে আপাতত ব্যক্ত-মূর্ত্তিতে পরিচিত হইলেও, ভাব-মূর্ত্তিতে কুম্ভকারের মস্তিষ্কে সে সমস্তই ছিল এবং প্রস্তুত করিবার পরও কুম্ভকারের মাথায় তাহা থাকে। প্রয়োজন হইলে, পুনঃ প্রস্তুত করিতে পারে। এই প্রস্তুত করাই যেমন প্রকৃত কর্ম, সেইরূপ প্রকৃতি-শক্তির সহিত অবিনাভাবে বিদ্যমান পরমেশ প্রকৃতি-শক্তির আশ্রয়ে নিজের অন্তর্নিহিত অব্যক্তভাব সমূহকে ব্যক্ত-মূর্ত্তিতে প্রস্তুত করিয়াছেন; এবং স্বকৃত দেহ কিরূপ হইল, তাহা পরিদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে তত্তদন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক অনুকূল এবং প্রতিকূল ভাব সমূহকে স্বয়ং অনুভব করিতেছেন; আবার জীব-সৃষ্টি করিয়া তাহাদের ভোগের জন্য ভোগ্য ক্ষিতি অপ্, তেজ মরুৎ এবং ব্যোম ও তদন্তর্গত অসীম বস্তুর সৃজন করিয়া তত্তদনুভবে নিজের কৃতিত্বের পরিচয় নিজেই গ্রহণ করিতেছেন। এই ভোক্তা এবং ভোগ্যভাবের সৃজন এবং ভোগে চরিতার্থ না হওয়া পর্য্যন্ত উভয়ের অন্তরে উত্তরোত্তর প্রকাশ এবং উৎপত্ত্যাদির প্রবৃত্তিকে নিরন্তর প্রবাহিত রাখিবার যে ব্যাপার তাহারই নাম কর্ম্ম। ৩॥

তৃতীয় শ্লোকে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্ম্ম-ভাবের পরিচয় প্রদান করিয়া চতুর্থ শ্লোকে অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ ভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।

সর্ব্বপ্রাণিনাং অনুগ্রাহকঃ হিরণ্যগর্ভঃ এব অধিদৈবতং। অত্র দেহে অধিযজ্ঞঃ যজ্ঞং অধিকৃত্য যজ্ঞ প্রবর্ত্তকঃ তৎফলদাতা চ অহং এব ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ক্ষরতীতি ক্ষরো বিনাশী ভাবো যৎ কিঞ্চিজ্জনিমদ্বস্তিত্যর্থঃ, পুরুষঃ পূর্ণমনেন

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কোঽসাবিতি। কার্য্যমাত্রমত্র সংগৃহীতমিতি বক্তুমুক্তমেব ব্যনক্তি যৎ কিঞ্চিদিতি। অধিদৈবং কিমিতি প্রশ্নে পুরুষশ্চেত্যাদি প্রতিবচনং তত্র পুরুষশব্দমনুষ্যমুখ্যমর্থং তস্যোপলক্ষণতি পুরুষ ইতি। তস্যৈব সম্ভাবিতমর্থান্তরমাহ পুরি শয়নাদ্-

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ অধিভূতমিতি। ক্ষরো বিনশ্বরো ভাবঃ দেহাদিপদার্থঃ ভূতং প্রাণিমাত্রমধিকৃত্য ভবতীত্যধিভূতমুচ্যতে, পুরুষো বৈরাজঃ সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী স্বাংশভূতসর্ব্বদেবতানামধিপতিরধিদৈবতমুচ্যতে, অধিদৈবতমধিষ্ঠাত্রী দেবতা, স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে, আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত ইতি শ্রুতেঃ। অত্রাস্মিন্ দেহে স্থিতোঽহমেবাধিযজ্ঞো যজ্ঞস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যজ্ঞাদিকর্ম্মপ্রবর্ত্তক স্তৎফলদাতা চ, কথমিত্যস্যাপ্যুত্তরমনেনৈবোক্তং দ্রষ্টব্যং অন্তর্যামিনোঽসত্তাদিভিগুণৈ র্জীববৈলক্ষণ্যেন দেহান্তর্ব্বর্ত্তিত্বস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ, তথাচ শ্রুতিঃ দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি। দেহভৃতাং মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইতি সম্বোধয়ন্ ত্বমপ্যেবং ভূতমন্তর্যামিনং পরাধীনস্বপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বোদ্ধুমর্হসীতি সূচয়তি ॥ ৪ ॥

মূর্ত্তিতে অবস্থিত জীবাত্মার সমষ্টি পুরুষই অধিদৈব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এবং বিচিত্র জীব দেহে বা বিরাট্ কলেবরে হিরণ্যগর্ভাদি সর্ব্বনিয়ন্তার বেশে অধিযজ্ঞ নামে আমিই বিরাজ করিতেছি ॥ ৪ ॥

আভাস।

অর্জ্জুন যদি ভাবেন যে পরমাত্মা নিত্য সিদ্ধ মুক্ত-মূর্ত্তি; তখন তাঁহা হইতে যে কোন পদার্থ বা স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতসমূহ প্রতীত হইতেছে, তাহারা কেন

শাঙ্করভাষ্যম্।

সর্ব্বমিতি পুরি শয়নাদ্বা পুরুষঃ। আদিত্যান্তর্গতো হিরণ্যগর্ভঃ সর্ব্বপ্রাণিকরণানাম্

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বেতি। বৈরাজং দেহমাসাদ্য আদিত্যমণ্ডলাদিষু দৈবতেষু অন্তরবস্থিতো লিঙ্গাত্মা ব্যষ্টিকরণানুগ্রাহকোঽত্র পুরুষ-শব্দার্থঃ। স চাধিদৈবতমিতি স্ফুটয়তি আদিত্যেতি। অধিযজ্ঞঃ কথমিত্যাদি প্রশ্নং পরিহরন্নধিযজ্ঞ-শব্দার্থমাহ অধিযজ্ঞ ইতি। কথমুক্তায়াং দেবতায়ামবিবক্ষশব্দঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিমনুসরন্নাহ যজ্ঞো বৈ ইতি। সৈব দেবতা অধিযজ্ঞশব্দেনোচ্যতে। সা চ ব্রহ্মণঃ সকাশাদত্যন্তাভেদেন

আভাস।

অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে? কেন প্রাচীন পিতা সত্ত্বে, যুবা পুত্র মানব-লীলা সম্বরণ করিতেছে এবং কেনই বা লতা বৃক্ষ এবং জীবের যৌবনাদি নিরন্তর পরিবর্ত্তনের স্রোতে নিপতিত হইয়া বার্দ্ধক্যে পরিণত হইতেছে? তদুত্তরে ভগবান্ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! আমিই যখন কর্ম্ম-মূর্ত্তিতে এই সৃষ্ট জগতে বিরাজ করিতেছি, তখন জানিবে যে, "ক্রমান্বত্বং পরিণামান্বত্বে হেতুঃ" এক ভাব হইতে অন্য ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে গেলে, পূর্ব্ব ভাবের ধ্বংস না হইলে, হইতে পারে না। সুতরাং নিরন্তর পরিবর্ত্তনের মূর্ত্তিতে আমিই ভূত সমূহে বিরাজ করিতেছি। প্রত্যেক পদার্থের উন্নতি-কালে যৌবন-মূর্ত্তিতে যেমন আমিই দেখা দিই, আবার অবসন্ন মূর্ত্তিতে বৃদ্ধভাবে আমিই পরিণত হই। অতএব আমি স্বয়ং অক্ষর হইলেও, সৃষ্টির ব্যাপারে প্রত্যেক ভূত-সমূহে ক্ষরভাবে আমিই পরিচিত হইয়া থাকি। অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কার্য্যে পরিবর্ত্তন-কারীর বেশে নিরন্তর তৎসমীপে বিরাজমান থাকি। জীব বা মানব চিরস্থায়ী হইবার জন্য যত্ন করিলেও, আমার পরিবর্ত্তনশীল ক্ষর ভাবের অধিকারকে অতিক্রম করিতে পারে না। অনু হইতে বৃহৎ পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি, বৃক্ষ-লতাদি এবং দেব মনুষ্য ও তির্য্যগাদির দেহ সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল। আমিই ক্ষর-মূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত থাকায়, কেহই নিত্য সত্যস্বরূপে বিদ্যমান থাকিতে পারে না। দেব-তির্য্যগ্ নরাদির কলেবরে আমি যেমন আত্মভাবের ভাবনায় জগৎ সংসার পরিদর্শন করিতেছি, আবার অধিক-বল ও অল্পবলের নির্ব্বিশেষে আদান প্রদানের ব্যাপারে কাহাকে সাহায্য করিতেছি এবং কাহার নিকট সাহায্য লইতেছি। আমিই সূর্য্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ দেবতা; সাম্নিয়া, যাচক জীবের সাধ

শাঙ্করভাষ্যম্।

নুগ্রাহকঃ সোঽধিদৈবতং, অধিযজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞাভিমানিনী দেবতা বিষ্ণ্বাখ্যা, যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ। স হি বিষ্ণুরহমেবাত্রাস্মিন্ দেহে যো যজ্ঞস্তস্যাহমধিযজ্ঞঃ যজ্ঞো হি দেহনির্ব্বর্ত্তত্বেন দেহসমবায়ীতি দেহাধিকরণো ভবতি দেহভৃতাম্বর ॥ ৪ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রতিপত্তব্যেত্যাহ স হি বিষ্ণুরিতি। শাস্ত্রীয়-ব্যবহার-ভূমিরত্রেত্যুক্তা। দেহসমানাধিকরণ্যাদ্বাত্রেত্যস্য ব্যাখ্যানম্ অস্মিন্নিতি। কিমধিযজ্ঞো বহিরন্তর্ব্বা দেহাদিতি সন্দেহো মা ভূদিত্যাহ দেহ ইতি। নহু যজ্ঞস্য দেহাধিকরণত্বাভাবাৎ কথং তথাবিধ-যজ্ঞাভিমানিদেবতাত্বং ভগবতা বিবক্ষ্যতে তত্রাহ যজ্ঞো হীতি। এতেন তস্য বুদ্ধ্যাদি ব্যতিরিক্তত্বমুক্তমবধেয়ম্, ন হি পরা দেবতা দর্শিত-রীত্যাধিযজ্ঞশব্দিতা বুদ্ধ্যাদিষন্তর্ভাবমনুভাবয়িতুমলম্; দেহান্ বিভ্রতীতি দেহভৃতঃ সর্ব্বে প্রাণিন স্তেষামেব বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। যুক্তং হি ভগবতা সাক্ষাদেব প্রতিক্ষণং সংবাদং বিদধানস্যার্জ্জুনস্য সর্ব্বেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যম্॥ ৪॥

আভাস।

পূরণ করিতেছি। "সূর্য্য মধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোম-মধ্যে হুতাশনঃ। বহ্নিমধ্যে স্থিতং সত্যং সত্য-মধ্যে স্থিতোঽচ্যুতঃ" সূর্য্যের অন্তরে আমিই নিরন্তর অচ্যুতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, তদন্তরস্থ মৎপ্রদত্ত সোমরস ও প্রাণন-শক্তি জগৎকে প্রদান পূর্ব্বক জগতের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছি। "সর্ব্বদেবময়ো বিষ্ণুঃ"; সকল দেবমূর্ত্তিতে বিশ্বব্যাপী ভগবান্ বিশ্বকার্য্য সমাধা করিতেছেন। পরমেশ নর-মূর্ত্তিতে নর-কলেবরে আমি সাজিয়া অভিভূতের ন্যায় কর্ত্তৃত্বের পরিচয় দিতেছেন; আবার অন্তর্যামী সাজিয়া তাহার ভোগায়তন দেহ ও ভোগ্য পদার্থের সমীচীন ব্যবস্থা করিতেছেন; আবার সমষ্টি-মূর্ত্তিতে জাগতিক প্রত্যেক ব্যষ্টি-দেহ ও তাহাদের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনের শক্তির দ্বারা একবার প্রকাশ ও পরক্ষণে উপসংহারের দ্বারা স্বীয় অক্ষর পরম ব্রহ্মত্বের পরিচয়ে নিত্য সদানন্দভাব গ্রহণে বিরাজ করিতেছেন।

ভগবান্ সঙ্কেতে অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছিলেন যে, হে অর্জ্জুন! এই জন্মে মানব-দেহ ধারণে তোমার জন্মগ্রহণ করা প্রকৃতই সার্থক হইয়াছে। আমার পূর্ব্বোক্ত ভাবগুলি স্বকীয় দেহে অনুভবের দ্বারা অবধারণ করত স্বীয় অন্তঃকরণে ভোক্তৃভাব নিজের নরমূর্ত্তি এবং প্রতিবিম্ব-দাতা সূর্য্যের ন্যায়, সর্ব্বনিয়ন্তা আমার নারায়ণ-ভাবকে যখন তুমি প্রত্যক্ষে অবধারণ করিতে পারিবে, তখনই তুমি কৃতার্থ হইবে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষু র্ন লিপ্যতে

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।

অন্তকালে প্রাণান্তসময়ে, মাং স্মরন্ এব কলেবরং মুক্ত্বা ত্যক্ত্বা যঃ প্রযাতি পরলোকং গচ্ছতি সঃ মদ্ভাবং যাতি অত্র সংশয়ঃ নাস্তি ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অন্তকাল ইতি। অন্তকালে চ মরণকালে মামেব পরমেশ্বরং বিষ্ণুং স্মরন্ মুক্ত্বা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যত্তু প্রয়াণকালে চেত্যাদি চোদিতং তত্রাহ অন্তকালে চেতি। মামেবেত্যবধারণেন অধ্যাত্মাদিবিশিষ্টত্বেন স্মরণং ব্যাবর্ত্ত্যতে। বিশিষ্টস্মরণে হি চিত্তবিক্ষে-

স্বামিকৃতটীকা।

প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসীত্যনেন পৃষ্টমন্তকালে জ্ঞানোপায়ং তৎফলঞ্চ দর্শয়তি অন্তকাল ইতি। মামেবোক্তলক্ষণমন্তর্যামিরূপং পরমেশ্বরং স্মরন্ দেহং ত্যক্ত্বা যঃ প্রকর্ষেণ অর্চিরাদিমার্গেণ উত্তরায়ণ-পথা যাতি স মদ্ভাবং মদ্রূপতাং যাতি অত্র সংশয়ো নাস্তি, স্মরণং জ্ঞানোপায়ো মদ্ভাবাপত্তিশ্চ ফলমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অতএব এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভোক্তা জীব, ভোগ্য জগৎ এবং সর্ব্বনিয়ন্তার মূর্ত্তিতে নিরন্তর বিদ্যমান আমার পরম ভাবকে হৃদয়ে স্মরণ করত যে ব্যক্তি দেহত্যাগ করিতে পারে, তাহার আর সংসার-গতি লাভ হয় না। সে মদীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট অক্ষর ভাবে যে বিশ্রাম করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৫ ॥

আভাস।

চাক্ষুষৈ র্বাহ্য-দোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ” সূর্য্যের আলোক লাভে জীব-সমূহের চক্ষু দর্শন-যোগ্যতা লাভে অনুকূল বা প্রতিকূল পদার্থ দর্শনে অনুরক্ত বা বিরক্ত হয় সত্য, কিন্তু সূর্য্যে তাদৃশ অনুরক্তি বা বিরক্তির কোন পরিচয় ঘটে না, সেইরূপ তাদাত্ম্য ভাবে পরমেশ জীব-সমূহের হৃদয়ে নিরন্তর পুরুষ সাজিয়া কর্ত্তৃত্বাদির অভিমান করিলেও, স্বয়ং নির্ব্বিকল্প নিরঞ্জন ভাবে সদা আত্ম-স্বরূপেই বিরাজ করেন ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত অক্ষর, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈবত এবং অধি-যজ্ঞ ভেদে ছয়টী ভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা মানব মাত্রেরই সর্ব্বদা

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব-ভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।

হে কৌন্তেয়! যং যং বাপি ভাবং স্মরন্ অন্তে মৃত্যুকালে কলেবরং দেহং ত্যজতি সদা তদ্ভাবভাবিতঃ জনঃ (তৎভাবেন ভাবিতঃ স্মর্য্যমাণতয়া অভ্যস্তঃ সন্) তং তং এব গতিং এতি প্রাপ্নোতি ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

পরিত্যজ্য কলেবরং শরীরং যঃ প্রয়াতি গচ্ছতি স মদ্ভাবং বৈষ্ণবং তত্ত্বং যাতি নাস্তি ন বিদ্যতে অত্রাস্মিন্নর্থে সংশয়ো যাতি বা ন বেতি ॥ ৫ ॥

ন মদ্বিষয় এবায়ং নিয়মঃ কিং তর্হি যং যমিতি। যং যং বাপি যং ভাবং দেবতা-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পায় প্রধান-স্মরণমপি স্যাৎ। ন চ মরণকালে কার্য্যকরণপারবশ্যাদ্ভগবদনুস্মরণাসিদ্ধিঃ সর্ব্বদৈব নৈরন্তর্য্যেণ আদর-ধিয়া ভগবতি সমর্পিতচেতসঃ তৎকালেঽপি কার্য্যকরণজাতমগণয়তো ভগবদনুসন্ধানসিদ্ধেঃ। শরীরে তস্মিন্নহংমমাভিমানাভাবাদিতি যাবৎ। প্রয়াতীত্যত্র প্রকৃতশরীরমপাদানম্। "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতিমাশ্রিত্যাহ নাস্তীতি। ব্যাসেধ্যং সংশয়মেবাভিনয়তি যাতি বেতি ॥ ৫ ॥

অন্তকালে ভগবন্তমনুধ্যায়তো ভগবৎপ্রাপ্তিনিয়মবদন্যমপি তৎকালে দেবাদি-

হে কুন্তীপুত্র! মানব সুস্থাবস্থায় সরল ভাবে সর্ব্বদা যে সকল বিষয়ের আলোচনা মনোমধ্যে করিয়া থাকে, প্রাণান্ত-কালে দেহের অবসন্ন-দশায় সেই সকল বিষয়ের চিন্তা হৃদয়ে আপনা হইতেই

আভাস।

মনোমধ্যে আলোচনা করা কর্ত্তব্য এবং দৃশ্য জগতের সর্ব্বত্র ঐ ভাবের দৃষ্টি রাখাও কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, ভোগ্যের সত্যত্বের প্রতি চিত্ত অপসারিত হইয়া, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরমেশের লীলা-ব্যাপার জ্ঞানে জীবদ্দশাতেই মানব জীবন্মুক্ত ভাবে পরিণত হইতে পারেন। সুতরাং ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তাঁহার এই ভাব পরিচিন্তন করত মানব যদি প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে এই পরম-গতিই প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৫ ॥

এই শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত গতি-লাভের একটী যুক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিশেষং স্মরংশ্চিন্তয়ন্ ত্যজতি পরিত্যজতি অন্তে প্রাণবিয়োগকালে কলেবরং তং তমেব স্মৃতং ভাবমেবৈতি নান্যং, কৌন্তেয় সদা সর্ব্বদা তদ্ভাবভাবিত স্তস্মিন্ ভাবস্তদ্ভাবঃ স ভাবিতঃ স্মর্য্যমাণতয়াভ্যস্তো যেন স তদ্ভাবভাবিতঃ সন্॥ ৬॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বিশেষং ধ্যায়তো দেহং ত্যজত স্তৎপ্রাপ্তিরবশ্যম্ভাবিনীতি দর্শয়তি নেত্যাদিনা। কথং পুনরন্তকালে পরবশস্য নিয়ত-বিষয়-স্মৃতি র্ভবিতুমুৎসহতে তত্রাহ সদেতি। দেবাদিবিশেষ স্তস্মিন্নিতি সপ্তম্যর্থঃ। ভাবো ভাবনা বাসনা স ভাবো ভাবিতঃ সম্পাদিতো যেন পুংসা স তথাবিধঃ সন্ যং যং ভাবং স্মরতি তং তমেব দেহত্যাগাদূর্দ্ধং গচ্ছতীতি সম্বন্ধঃ॥ ৬॥

স্বামিকৃতটীকা।

ন কেবলং মাং স্মরন্ মদ্ভাবং প্রাপ্নোতীতি নিয়মঃ কিং তর্হি যং যমিতি। যং যং ভাবং দেবতান্তরম্বা অন্যমপি বা অন্তকালে স্মরন্ দেহং ত্যজতি তং তমেব স্মর্য্যমাণং ভাবং প্রাপ্নোতি। অন্তকালে ভাব-বিশেষ-স্মরণে হেতুঃ সদা তদ্ভাবভাবিত ইতি সর্ব্বদা তস্য ভাবো ভাবনানুচিন্তনং তেন ভাবিতো বাসিতচিত্তঃ॥ ৬॥

উদিত হইয়া থাকে; এবং দেহান্তে সেই চিন্তিত বিষয়ের উপভোগ উপলক্ষে তাদৃশী গতিই তিনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ৬॥

আভাস।

মানুষ ভোগ-দশায় যে সকল বিষয়ের চিন্তা বা আলোচনা সর্ব্বদাই করে, ভোগাতিরিক্ত নিশ্চিন্ত অবস্থায় ঐ সকল বিষয়ের চিন্তা স্বতঃই হৃদয়ে জাগরিত হইয়া উঠে। অধিক কি! নিদ্রাকালে চিত্ত অবসন্ন-ভাব ধারণ করিলেও, পূর্ব্বেকার নিরন্তর আলোচিত বিষয়ের স্বাপ্নিক মূর্ত্তি স্বপ্নযোগে দেখা দেয়। আমরা স্বপ্নকালে এত অনির্ব্বচনীয় বিষয় ও ভাব-সমূহ পরিদর্শন করি, যাহা এ জীবনে বা এজন্মে দেখিয়াছি বলিয়া মনে ধারণাও হয় না। কিন্তু যখন তাহা স্বপ্নে দেখিলাম, তখন তাহা এ-জন্মে না দেখিলেও, কখন না কখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব-জন্মেও নিশ্চয় দেখিয়াছি। না দেখিলে বা অনুভব না করিলে, তাদৃশ ভাব কখনই প্রতীতের ন্যায় উপলব্ধ হইতে পারে না। কারণ স্বপ্নও এক-জাতীয় স্মৃতি; তবে আত্মবিস্মৃত ভাবে শয়ান থাকিলে, পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মৃতি ব্যবহারিকের ন্যায় পরিদৃষ্ট হওয়াই স্বপ্ন। চিত্তে যে বিষয়ের অঙ্কন একবার হয়, তাহা সহজে বিলুপ্ত হয় না। তবে যদি তদপেক্ষা কোন গুরুতর মূর্ত্তি-চিন্তার সমাবেশ ঘটে, তবেই তাহা

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মাং ভগবন্তং অনুস্মর তথা অনুচিন্তয় যুধ্য চ যুধ্যস্ব চ; ময়ি অর্পিত মনোবুদ্ধিঃ ত্বং অতঃ অসংশয়ঃ সন্দেহশূন্যঃ এব সন্ মাং এব এষ্যসি প্রাপ্স্যসি ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যস্মাদেবমন্ত্যা ভাবনা দেহান্তরপ্রাপ্তৌ কারণং তস্মাদিতি। তস্মাৎ সর্ব্বেষু

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সতত-ভাবনা প্রতি-নিয়ত-ফলপ্রাপ্তিনিমিত্তান্ত্যপ্রত্যয়হেতু রিত্যঙ্গীকৃত্যানন্তর-শ্লোকমবতারয়তি যস্মাদিতি। বিশেষণত্রয়বতো ভগবদনুস্মরণস্য ভগবৎপ্রাপ্তিহেতুত্বং

অতএব সকল সময় আমাকেই স্মরণ কর, এবং যুদ্ধও কর! আমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া যুদ্ধ করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না; কারণ আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পিত রাখার ফলে মরণান্তে আমাতেই তোমার যে গতি হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই! ॥ ৭ ॥

আভাস।

বিলুপ্ত হয়। সৎ-চিন্তার বারংবার আলোচনার দ্বারা চিত্তে তাহা দৃঢ় অঙ্কিত হইলে, এবং অবসন্ন অবস্থায় অন্য কোন ভোগ্য বিষয়ে চিত্ত সংযত করিবার যোগ্যতা না থাকিলেও, পূর্ব্বাভ্যস্ত বিষয় আপনি ভোগ্যরূপ ধারণ করে এবং ভোক্তাকেও তদনুকূল ভোগায়তন দেহ প্রদানে ভোগ করায়। দরিদ্র ব্যক্তির স্বপ্নে রাজ-পুত্র সাজা কালে বা রাজোচিত ভোগের সঙ্গে রাজপুত্ররূপ দেহ-ভাবও ধারণ করিতে হয় এবং তদুচিত যুবাও হইতে হয়। সুতরাং এই নীতি যখন প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ এবং যুক্তি-মূলক, তখন ভগবানের পূর্ব্বোক্ত ভাব নিরন্তর পরিচিন্তনের বলে মরণ-কালে সেই পরম ভাব স্বয়ং তৎসমীপে উপনীত হইয়া সাধক ভক্তকে পরম-পদে আরোহণ করায় ও তদনুরূপ ভোগায়তন দেহ-ধারণে উপভোগ করাইয়া সংসার জ্বালা হইতে যে নির্ম্মুক্ত করিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই ॥ ৬ ॥

অতএব দেহ-ধারণে যতদিন জীবিত থাকা যায়, কায়মনোবাক্যে ভগবানের প্রতি চিত্ত সমহিত রাখিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। বর্ণাশ্রমোচিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং

শাঙ্করভাষ্যম্।

কালেষু মামনুস্মর যথাশাস্ত্রং যুধ্য চ যুধ্যস্ব স্বধর্ম্মং কুরু! ময়ি বাসুদেবেঽর্পিতে মনোবুদ্ধী যস্য তব স ত্বং ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ সন্ মামেব যথাস্মৃতমেষ্যসি আগমিষ্যসি অসংশয়ো ন সংশয়োঽত্র বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভাতি তস্মাদিত্যুচ্যতে। সর্ব্বেষু কালেষ্বাদরনৈরন্তর্য্যাভ্যাং সহেতি যাবৎ। ভগবদনুস্মরণে বিশেষণ-ত্রয়সাহিত্যং যথাশাস্ত্রমিতি দ্যোত্যতে। ভগবদনুসন্ধানং কর্ম্মব্যামুক্তং তেন সহ স্বধর্ম্মমপি কুরু যুদ্ধমিত্যুপদিশতা ভগবতা সমুচ্চয়ো জ্ঞানকর্ম্মণোরঙ্গীকৃতো ভাতীত্যাশঙ্ক্যাহ ময়ীতি। মনোবুদ্ধিগোচরং ক্রিয়া-কারক-ফল-জাতং সকলমপি ব্রহ্মৈবেতি ভাবয়ন্ যুধ্যস্ব চেতি ব্রুবতা ক্রিয়াদিকলাপস্য ব্রহ্মাতিরিক্তস্যাভাবাভিলাপান্নাত্র সমুচ্চয়ো বিবক্ষিত ইত্যর্থঃ। উক্তরীত্যা স্বধর্ম্মমনুবর্ত্তমানস্য প্রয়োজনমাহ মামেবৈতি। উক্তসাধনবশাৎ ফলপ্রাপ্তৌ প্রতিবন্ধাভাবং সূচয়তি অসংশয় ইতি ॥ ৭ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

তস্মাদিতি। যস্মাৎ পূর্ব্ববাসনৈবান্তকালে স্মৃতিহেতু র্ন তু তদা বিবশস্য স্মরণোদ্যমঃ সম্ভবতি অস্মাৎ সর্ব্বদা মামনুস্মর অনুচিন্তয়, সত্ততঃ স্মরণং হি চিত্তশুদ্ধিং বিনা ন ভবতি অতো যুধ্যস্ব চিত্তশুদ্ধ্যর্থং যুদ্ধাদিকং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠেত্যর্থঃ, এবং ময্যর্পিতং মনঃ সংকল্পাত্মকং বুদ্ধিশ্চ ব্যবসায়াত্মিকা যেন ত্বয়া স ত্বমনায়াসেন মামেব প্রাপ্স্যসি অসংশয়ঃ সংশয়োঽত্র নাস্তি ॥ ৭ ॥

আভাস।

জ্ঞানে ও ভগবদ্ভক্তিতে মানবের অধিকার জন্মে। নিত্যকর্ম্ম অবশ্য সন্ধ্যা-বন্দনাদি বটে, কিন্তু নৈমিত্তিক কর্ম্ম তাহা নহে; মাস পক্ষ এবং তিথি বিশেষে পিতৃশ্রাদ্ধাদি নিমিত্তের উপস্থিতি ঘটিলে যে কর্ম্ম উপস্থিতি হয়, তাহাকেই নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলা যায়। অর্জ্জুন জাতিতে ক্ষত্রিয় এবং বীর-পুরুষ। সংগ্রাম একটী কর্ম্ম উপস্থিত হইয়াছে, যাহা এক্ষণে কেবল ব্যক্তিগত নহে; ইহা কোন নৈসর্গিক নিয়মে সাধারণ জন-সঙ্ঘের মধ্যে কল্পিত হইয়া দেখা দিয়াছে; সুতরাং ইহা ঈশ্বরের নিয়তি। যিনি জগতের কর্ম্মরূপে নিরন্তর দেখা দিতেছেন, এ যুদ্ধও সেই জগজ্জীবনের কর্ম্ম-সূত্রের পরিচয়। অতএব বীর অর্জ্জুনের পক্ষে তৎকালে ইহা নৈমিত্তিক কর্ম্ম নামে স্বীকার করিতে হইবে। ভগবানের প্রেরণায় এই যুদ্ধ ব্যাপার যখন উপস্থিত হইয়াছে, তখন ভগবানের দ্বারা

অভ্যাস-যোগ-যুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ

হে পার্থ! ময়ি অভ্যাস যোগযুক্তেন অতঃ ন অন্যগামিনা চেতসা মাং পরমাত্মানং অনুচিন্তয়ন্ পরমং দিব্যং দিবি সূর্য্যমণ্ডলে ভবং পুরুষং যাতি গচ্ছতি ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ অভ্যাসেতি।· অভ্যাসযোগযুক্তেন ময়ি চিত্তসমর্পণবিষয়ভূতে একস্মিন্

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ইতশ্চ পূর্ব্বশ্লোকোক্তার্থানুষ্ঠায়ী ভগবন্তমন্তকালে প্রাপ্নোতীত্যাহ কিঞ্চেতি। অভ্যাসং বিভজতে ময়ীতি। ন হি চিত্ত-সমর্পণস্য বিষয়ভূতং ভগবতোঽর্থান্তরং

হে পার্থ! সর্ব্ববিধ বিষয়ের চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক একাগ্রতা

আভাস।

প্রেরিত হইয়াই অর্জ্জুনের পক্ষে এই যুদ্ধকার্য্যে মনোনিবেশ করা যে প্রয়োজন, তাহাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বলিবার তাৎপর্য্য। অর্জ্জুন যেন নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, ভগবৎ প্রেরিত কর্ম্মে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিচারে অগ্রসর না হন, কর্ত্তব্য বোধে করেন, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়। পরমেশ ভগবানের প্রতি আত্ম-সমর্পণ করত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম মানবের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; ইহার ফল যে কি হইবে, তৎপ্রতি চিন্তা করিবার এক্ষণে আবশ্যক নাই। তবে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করত স্বার্থ-চিন্তায় বিরত হইয়া কর্ম্ম করিলে এমন একটী আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ হইবে, যাহার ফলে ঈশ্বর-চিন্তাটী এমন প্রগাঢ় হইবে, যাহার দ্বারা কর্ম্মীর ঈশ্বর-পরায়ণ-ভাবটী স্থায়ী থাকিবে। যুদ্ধ-ব্যাপারটী সমাপ্ত হইলেও, ঈশ্বর-পরায়ণ-ভাবটি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া সাধককে মরণান্তে ঈশ্বরভাবে প্রলীন করে। অতএব উপস্থিত ক্ষেত্রে ভাল-মন্দের বিচার মানবের হস্তে নাই; যাঁহার কর্ম্ম, তাঁহাকে হৃদয়ে স্মরণ করত নৈমিত্তিক কর্ম্মে মনোনিবেশ করিলে, আপনার মরণের পথ পরিষ্কার করা হইবে; ইহাই ভগবান্ এই শ্লোকে বিবৃত করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

সাংসারিক যে কোন ভাবের চিন্তা করিলে যখন সংসার-গতি অবশ্যম্ভাবী হয়, তখন সংসারের অতীত অসংসারী পরমাত্ম ভাবের চিন্তা করাই মানব জীবনের

শাঙ্করভাষ্যম্।

তুল্যপ্রত্যয়াবৃত্তিলক্ষণো বিলক্ষণপ্রত্যয়ানন্তরিতোঽভ্যাসঃ স চাসৌ যোগস্তেন যুক্তং তত্রৈব ব্যাপৃতং প্রবৃত্তং যোগিনশ্চেতস্তেন চেতসা নান্যগামিনা নান্যত্র বিষয়ান্তরে গন্তুং শীলমস্যেতি নান্যগামি তেন নান্যগামিনা পরমং নিরতিশয়ং পুরুষং দিব্যং দিবি সূর্য্যমণ্ডলে ভবং দিব্যং যাতি গচ্ছতি। হে পার্থ অনুচিন্তয়ন্ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশমনুধ্যায়ন্নিত্যেতৎ ॥ ৮ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যস্য সদস্তীতি মন্বানো বিশিনষ্টি চিন্তেতি। অন্তরালকালেঽপি বিজাতীয়-প্রত্যয়েষু বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য জায়মানেষপি সজাতীয়প্রত্যয়াবৃত্তিরযোগিনোঽপি স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ বিলক্ষণেতি। অভ্যাসাখ্যেন যোগেন যুক্তত্বং চেতসো বিবৃণোতি তত্রৈবেতি। তৃতীয়য়া পরামৃষ্টোঽভ্যাসযোগঃ সপ্তম্যাপি পরামৃশ্যতে। ননু প্রাকৃতানাং চেতস্ত থেত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি যোগিন ইতি। তচ্চেচ্চেতো বিষয়ান্তরং পরামৃশেন্ন তর্হি পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তিহেতুঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নান্যগামিনেতি। প্রামাদিকং বিষয়ান্তরপারবশ্যমভ্যনুজ্ঞাতুং তাচ্ছীল্যপ্রত্যয়ান্তেন তাৎপর্য্যাদপরামৃষ্টানর্থান্তরেণ পরমপুরুষনিষ্ঠেনেত্যর্থঃ। তদেব পুরুষস্য নিরতিশয়ত্বং যদপরামৃষ্টাখিলানর্থত্বমনতিশয়ানন্দত্বং চচ প্রাগেব ব্যাখ্যাতং নেহ ব্যাখ্যানমপেক্ষতে যশ্চাসাবাদিত্যে ইত্যাদি শ্রুতিমনুসৃত্যাহ দিবীতি। তত্র বিশেষতোঽভিব্যক্তিরেব ভবনং, পূর্ব্বোক্তেন চেতসা যথোক্তং পুরুষমনুচিন্তয়ন্ যাতি তমেবেতি সম্বন্ধঃ। অনুচিন্তয়ন্নিত্যত্রানুশব্দার্থং ব্যাচষ্টে শাস্ত্রেতি। চিন্তয়ন্নিতি ব্যাকরোতি ধ্যায়ন্নিতি॥ ৮ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

সন্তত-স্মরণস্য চাভ্যাসোঽন্তরঙ্গসাধনমিতি দর্শয়ন্নাহ অভ্যাস-যোগেতি। অভ্যাসঃ সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ স এব যোগ উপায় স্তেন যুক্তেনৈকাগ্র্যেণ অতএব নান্যং বিষয়ং গন্তুং শীলং যস্য তেন চেতসা দিব্যং দ্যোতনাত্মকং পরমেশ্বরমনুচিন্তয়ন্ হে পার্থ তমেব যাতীতি ॥ ৮ ॥

সহকারে সমাহিত-চিত্ত হইয়া মদীয় পরমাত্মভাবের চিন্তায় যে কেহ অভ্যস্ত হইয়া থাকেন, তিনিই দিব্য-লোক সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত মদীয় পরম পুরুষ-ভাবের গতি লাভ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥

আভাস।

একান্ত কর্ত্তব্য। একটী বিষয়কে অবলম্বনে ধারাবাহিক ভাবে চিন্তা করার নামই যোগ; তখন চিন্তা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে চিন্তনীয় বিষয়ের সদসৎভাবের

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।

তত্র পুরুষং বিশিনষ্টি। কবিং সর্ব্বজ্ঞং, পুরাণং পুরাতনং, অনুশাসিতারং শিক্ষকং, অণোঃ সূক্ষ্মাৎ অপি অনীয়াংসং অতিসূক্ষ্মং, সর্ব্বস্য ধাতারং পোষকং, অচিন্ত্যরূপং তমসঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ বর্ত্তমানং ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিংবিশিষ্টঞ্চ পুরুষং যাতীত্যুচ্যতে কবিমিতি। কবিং ক্রান্তদর্শিনং সর্ব্বজ্ঞং,

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কিংবিশিষ্টং পুরুষমনুচিন্তয়ন্নিতি সম্বন্ধঃ, চকারাৎ কয়া বা নাড্যোৎক্রামন্নিত্য-নুকৃষ্যতে, তত্র ধ্যানদ্বারা প্রাপ্যস্য পুরুষস্য বিশেষণানি দর্শয়তি উচ্যত ইতি,

---

অহো! সেই পুরুষ-ভাব অতীব প্রশস্ত এবং রমণীয়! তিনি কবি ক্রান্তদর্শী সর্ব্বজ্ঞ; এবং পুরাণ অর্থাৎ চিরন্তন বস্তু! এবং সকলের অনুশাসন কর্ত্তা শিক্ষক। তিনি অতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম এবং বৃহৎ হইতে বৃহত্তম; এবং এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নিজ অন্তরে ধারণ করত একা তিনিই প্রতিপালন করিতেছেন! এই মাংসময়

আভাস।

প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি করা প্রয়োজন। সাংসারিক বিষয় আপাতত মনোরম হইলেও, পরিণামে যখন বিষোপম হয়, তখন তাহাকে উপেক্ষা করিয়া; আপাতত কষ্ট-সাধ্য হইলেও পরিণামে যাহা মনোরম অর্থাৎ মুক্তিপ্রদ, সেই সর্ব্বশান্তিপ্রদ পরম পুরুষ ভগবানের চিন্তার অভ্যাস যদি সময় থাকিতে করা হয়, তাহা হইলে অপূর্ব্ব যোগেরই ত অভ্যাস করা হয়। এ অভ্যাস করিলে, সংসার ত্যাগের ত প্রয়োজন হয় না এবং কৌপীন ধারণে বনবাসীও হইতে হয় না। বরং সাংসারিক বিচিত্র কর্ম্মের উপস্থিতিতে প্রত্যেক বার ভগবৎ চিন্তনের অবসর পাওয়া যায়। কেবল কর্ম্ম ফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, প্রতি পদে ঈশ্বরের প্রেরণা বা নিয়তি জ্ঞানে কর্ম্ম করার সঙ্গে ভগবানের প্রতি মনোনিবেশ করিলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগের অনুষ্ঠান করা হয় এবং তাহার ফলে মরণান্তে সেই পরম পুরুষ ভগবানেরই পদবী লাভ হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

ভগবান্ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! এই কর্ম্ম-যোগের অনুষ্ঠানে যে কি পরম

শাঙ্করভাষ্যম্।

পুরাণং চিরন্তনমনুশাসিতারং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রশাসিতারং অণোঃ সূক্ষ্মাদপ্যণীয়াংসং সূক্ষ্মতরমনুস্মরেদনুচিন্তয়েৎ যঃ কশ্চিৎ সর্ব্বস্য কর্ম্মফলজাতস্য ধাতারং বিচিত্রতয়া

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ক্রান্তদর্শিত্বমতীতাদেরশেষস্য বস্তুনো দর্শনশালিত্বং। তেন নিষ্পন্নমর্থমাহ সর্ব্বজ্ঞমিতি। চিরন্তনমাসিদ্ধতঃ সর্ব্বস্য কারণত্বাদনাদিমিত্যর্থঃ, সূক্ষ্মমাকাশাদি ততঃ সূক্ষ্মতরং তদুপাদানত্বাদিত্যর্থঃ, যো যথোক্তমনুচিন্তয়েৎ স তমেবানুচিন্তয়ন্ যাতীতি

স্বামিকৃতটীকা।

পুনরপ্যনুচিন্তনীয়ং পুরুষং বিশিনষ্টি কবিমিতি দ্বাভ্যাং। কবিং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্ববিদ্যা-নির্ম্মাতারং, পুরাণমনাদিসিদ্ধং অনুশাসিতারং নিয়ন্তারং, অণোঃ সূক্ষ্মাদপ্যণীয়াংসমতিসূক্ষ্মং আকাশ-কালদিগ্‌ভ্যোঽপ্যতিসূক্ষ্মতরং, সর্ব্বস্য ধাতারং পোষকং অপরিমিতমহিমত্বাদচিন্ত্যরূপং মলীমসয়ো র্মনোবুদ্ধ্যোরগোচরং, আদিত্যবৎ স্বরূপপ্রকাশাত্মকো বর্ণঃ স্বরূপং যস্য তং তমসঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাদ্বর্ত্তমানং বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদিতিশ্রুতেঃ ॥ ৯ ॥

মানব-দেহে সে রূপের কখন চিন্তা হয় না! এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-কারিণী পরমাশক্তি প্রকৃতিরও পরপারে শক্তিমান্ মূর্ত্তিতে একা তিনিই বিরাজ করিতেছেন ॥ ৯ ॥

আভাস।

পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার তুলনা এ জগৎ দেখাইতে পারে না। এবং এই সংসাররূপ অবিদ্যার রাজ্যকে অতিক্রম না করিলে, সেই পরমাত্ম-স্বরূপ বিদ্যার রাজ্যেও উপনীত হওয়া যায় না। যে পরম পুরুষ পরমেশের চিন্তার কথা বলিয়াছি, তিনি জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং পরমানন্দের আকর! সূর্য্যাগমে যেমন খদ্যোতের ক্ষণিক আভা যে কোথায় প্রচ্ছন্ন হইয়া চলিয়া যায়, তাহার অন্বেষণও থাকে না, সেইরূপ সেই পরমেশের সন্দর্শন একবার হৃদয়-মন্দিরে জাগরূক হইলে, বিষয়-চিন্তা বিমর্দ্দ হইয়া কোথায় যে বিলুপ্ত হইবে, যোগীর হৃদয়ে তাহার অনুসন্ধান পর্য্যন্ত থাকিবে না; কারণ তিনি পরমানন্দ-স্বরূপ পরম ব্রহ্ম ভাব।

তিনি কবি অর্থাৎ ক্রান্তদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ! "তত্র নিরতিশয়ং সার্ব্বজ্ঞবীজং" সর্ব্বজ্ঞতার বীজ নিত্য নিরতিশয় বেশে তদন্তরে নিহিত রহিয়াছে। তিনি পুরাণং অর্থাৎ সে জ্ঞানের আলোক অনন্ত বেশে চির বিদ্যমান রহিয়াছে। "স

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রাণিভ্যো বিভক্তারং বিভজ্য দাতারমচিন্ত্যরূপং নাস্তরূপং নিয়তবিদ্যমানমপি কেনচিৎ চিন্তয়িতুং শক্যতে ইত্যচিন্ত্যরূপস্তং আদিত্যবর্ণমাদিত্যস্যেব নিত্যচৈতন্য-প্রকাশো বর্ণো যস্য তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদজ্ঞানলক্ষণান্মোহান্ধকারাৎ পরং তমনুচিন্তয়ন্ যাতীতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ॥ ৯॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ ইতি যোজনা। নম্ন বিশিষ্টজাত্যাদিমতো যথোক্তমনুচিন্তনং ফলবদ্ভবতি ন ত্বম্বদাদীনামিত্যাশঙ্ক্যাহ যঃ কশ্চিদিতি। ফলমত উপপত্তেরিত ন্যায়েনাহ সর্ব্বস্যেতি। এতদপ্রমেয়ং ধ্রুবমিতি শ্রুতিমাশ্রিত্যাহ অচিন্ত্যরূপমিতি। ন হি পরস্য কিঞ্চিদপি রূপাদি বস্তুতোঽস্তি অরূপাদেব হীতি ন্যায়াৎ কল্পিতমপি নাস্মদাদিভিঃ শক্যতে চিন্তয়িতুমিত্যাহ নাস্যেতি। মূলকারণাদজ্ঞানাত্তৎকার্য্যাচ্চ পুরস্তাদুপরিষ্টাদ্ব্যবস্থিতং পরমার্থতো জ্ঞানতৎকার্য্যাস্পৃষ্টমিত্যাহ তমস ইতি॥ ৯॥

আভাস।

পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ"। সৃষ্টির সূচনায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রাদি মূর্ত্তিতে কতই দেবতার আবির্ভাব এবং প্রলয়ে তিরোভাব হইয়া থাকে, কিন্তু সৃষ্টি ও প্রলয়ের মর্য্যাদা যাঁহার জ্ঞানের ও শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে; অর্জ্জুন! একবার ভাবিয়া দেখ! তিনি-কিরূপ নিত্য নিরঞ্জন অনাদি ও অনন্ত; এবং জাগতিক প্রত্যেক স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পদার্থের নিয়ন্তা ও অন্তর্য্যামী!-তিনি অনুশাস্তা। তিনিই শাসনকর্ত্তা পথপ্রদর্শক এবং উপদেষ্টা গুরু! জীব এবং জড় পদার্থকে উপযুক্ত অবসর প্রদানে উন্নতি বা অবনতির পথে প্রসারিত করিয়া সৃষ্টিকার্য্যের পরিকল্পনা তিনিই করিতেছেন। পরমাণুবও অন্তরে স্বরূপ প্রবিষ্ট থাকিয়া, অতি ক্ষুদ্র কার্য্য এবং বৃহৎ হিমালয় পর্ব্বতাদির অন্তরে এবং বাহিরে পরম মহৎরূপে বিদ্যমান থাকিয়া প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় সকল কার্য্য সাধিত-করিতেছেন। চৈতন্যবিশিষ্ট মানবের অন্তঃকরণ হইতে যেমন অনন্ত বৃত্তির উদয় হয়, সেইরূপ চৈতন্য-ঘন মহামহেশের হৃদয়-প্রসূত এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ড দৃশ্য বা জ্ঞেয় মূর্ত্তিতে বিকশিত হইয়া, তদাশ্রিতত্বের পরিচয় দিতেছে। আলোক এবং অন্ধকার মূর্ত্তিতে যে দুইটী অনির্ব্বচনীয় ভাব জগতে বিরাজ করিতেছে, সেই উভয়ই তাঁহারই আশ্রয়ে স্ব স্ব অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। তিনি এতদু-ভয়ের অন্তরে নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহার রূপ চিন্তার অতীত। আদি-

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।

অন্বয়ঃ।

প্রয়াণকালে প্রাণবিয়োগকালে, যোগবলেন সমাধিনা, অচলেন মনসা ভক্ত্যা যুক্তঃ চৈব ভ্রুবোঃ মধ্যে আজ্ঞাচক্রে প্রাণং সম্যক্ আবেশ্য স্থিরীকৃত্য তং

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ প্রয়াণ-কাল ইতি। প্রয়াণ-কালে মরণ-কালে মনসাচলেন প্রচলন-বর্জ্জিতেন ভক্ত্যা যুক্তো ভজনং ভক্তিঃ তয়া যুক্তো যোগবলেন চৈব যোগস্য বলং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ইতশ্চ ভগবদনুস্মরণং সফলত্বাদনুষ্ঠেয়মিত্যাহ কিঞ্চেতি। কদা তদনুস্মরণে। প্রযত্নাতিরেকোঽভ্যর্থ্যতে তত্রাহ প্রয়াণকাল ইতি। কথং তদনুস্মরণমিত্যুপকরণ-কলাপমপেক্ষ্যমাণং প্রত্যাহ মনসেতি। যোঽনুস্মরেৎ স কিমুপৈতি তত্রাহ স তমিতি। মরণকালে ক্লেশবাহুল্যেঽপি প্রাচীনাভ্যাসপ্রসাদাসাদিতবুদ্ধিবৈভবো ভগবন্তমনুস্মরন্ যথাস্মৃতমেব দেহাভিমানবিগমানন্তরমুপাগচ্ছতীত্যর্থঃ। ভগবদনু-স্মরণস্য সাধনং মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমিতি শ্রুত্যুপদিষ্টমাচষ্টে মনসেতি। তস্য চঞ্চলত্বান্না

অহো! প্রাণান্তকাল উপস্থিত হইলে, যে ব্যক্তি মনস্থির পূর্ব্বক ভ্রুযুগলের মধ্যেদেশে আজ্ঞাচক্রে স্বকীয় প্রাণন শক্তিকে সম্পূর্ণ

আভাস।

ত্যের অন্তরে যে পরম জ্যোতির স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, ভগবান্ তাহারও যখন সৃষ্টিকর্ত্তা, তখন তিনি তাহারও অতীত পদার্থ। যাহা কিছু নয়নগোচর করিতেছি এবং যে কিছু অতি সূক্ষ্ম অথচ আছে বলিয়া মনোমধ্যে ধারণা করিতেছি, সে সকলের সৃজন করিয়া তিনি পরমাত্ম-ভাবে যে বিদ্যমান রহিয়াছেন, হে অর্জ্জুন! তুমি অন্তরে সেই ভাবকে ধারণা করিবার চেষ্টা কর! তুমিও মরণান্তে সেই পরম গতি প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥

সমস্ত জীবন পূর্ব্বোক্তভাবের নিরন্তর চিন্তায় যদি কাল কাটাইতে পার, তাহা হইলে মরণকালে মন আর তুচ্ছ সাংসারিক ভোগের চিন্তায় অভিভূত হইবে না। পূর্ব্বোক্ত ভগবানের চিন্তায় মন আর্দ্র হইয়া যাইবে এবং প্রকৃত আশ্রয় আমি পাইলাম বলিয়া হৃদয়ে আশ্বাস জন্মিবে। নিজের দেহাদি-ইন্দ্রিয়বর্গ এবং অন্তঃকরণের প্রতিপর্য্যায়ই প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভূত হইবে।

ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।

পুরুষং যঃ অনুস্মরেৎ সঃ তং পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টং দিব্যং দ্যোতনাত্মকং পুরুষং উপৈতি উপগচ্ছতি ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যোগবলং তেন সমাধিজ-সংস্কার-প্রচয়-জনিতং স্বচিত্তস্থৈর্য্যলক্ষণং যোগবলং তেন চ যুক্ত ইত্যর্থঃ, পূর্ব্বং হৃদয়পুণ্ডরীকে বশীকৃত্য চিত্তং তত ঊর্দ্ধগামিন্যা নাড্যা ভূমিজয়-ক্রমেণ ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য স্থাপয়িত্বা সম্যগপ্রমত্তঃ সন্ স এবং বুদ্ধিমান্

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্থৈর্য্যমীশ্বরে সিধ্যতি তৎকথং তেন তদনুস্মরণমিত্যাশঙ্ক্যাহ অচলেনেতি। ঈশ্বরানুস্মরণে প্রযত্নেন প্রবর্ত্তিতং বিষয়বিমুখং, তস্মিন্নেবানুস্মরণযোগ্যে পৌনঃপুন্যেন প্রবৃত্ত্যা নিশ্চলীকৃতং তত‍শ্চলনবিকলং, তেনেতি ব্যাচষ্টে প্রচলনেতি। সংপ্রত্যনুস্মরণাধিকারিণং বিশিনষ্টি ভক্ত্যেতি। পরমেশ্বরে পরেণ প্রেম্না সহিতো বিষয়ান্তরবিমুখোঽনুস্মর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। যোগবলমেব স্ফোরয়তি সমাধিজেতি। যোগঃ সমাধিঃ চিত্তস্য বিষয়ান্তরবৃত্তিনিরোধেন পরস্মিন্নেব স্থাপনং তস্য বলং সংস্কারপ্রচয়ো ধ্যেয়ৈকাগ্র্যকরণং তেন তত্রৈব স্থৈর্য্যমিত্যর্থঃ। চকার-সূচিতমন্বয়মন্বাচষ্টে তেন চেতি। যত্ কয়া নাড্যোৎক্রামন্ যাতীতি তদাহ পূর্ব্বমিতি। চিত্তং হি স্বভাবতো বিষয়েষু ব্যাপৃতং তেভ্যো বিমুখীকৃত্য হৃদয়ে পুণ্ডরীকাকারে পরমাত্মস্থানে

স্বামিকৃতটীকা।

সপ্রপঞ্চপ্রকৃতিং ভিত্ত্বা যস্তিষ্ঠতি এবম্ভূতং পুরুষং অন্তকালে ভক্তিযুক্তো নিশ্চলেন বিক্ষেপ-রহিতেন মনসা যোঽনুস্মরেৎ, মনোনৈশ্চল্যে হেতুঃ যোগবলেন সম্যক্ সুষুম্না-মার্গেণ ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য ইতি, স তং পরং পুরুষং পরমাত্মস্বরূপং দিব্যং দ্যোতনাত্মকং প্রাপ্নোতি ॥ ১০ ॥

নিরোধ করত ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে এই পরম পুরুষকে চিন্তা করিতে পারেন, তিনিই সেই পরম গতি লাভ করেন, সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥

আভাস।

এবং অন্তরের যাবদীয় প্রাণন-চেষ্টা একমুখী হইয়া একাগ্রতা সহকারে কতক্ষণে হে পরমেশ! তোমাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারিব মনে করিয়া, উৎকণ্ঠার

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।

অন্বয়ঃ

বেদবিদঃ বেদার্থজ্ঞাঃ যৎ অক্ষরং নির্বিশেষং ব্রহ্ম বদন্তি কীর্ত্তয়ন্তি, বীতরাগাঃ বিষয়াসক্তিশূন্যাঃ যতয়ঃ যত্নশীলাঃ সন্ন্যাসিনঃ যৎ অক্ষরং বিশন্তি প্রবিশন্তি, যৎ

শাঙ্করভাষ্যম্।

যোগী কবিং পুরাণমিত্যাদিলক্ষণং তং পরং পুরুষমুপৈতি প্রপদ্যতে দিব্যং দ্যোতনাত্মকং ॥ ১০ ॥

যোগমার্গানুগমনেনৈব ব্রহ্মবিদ্যামন্তরেণাপি ব্রহ্মাপ্যত ইত্যেবং প্রাপ্ত ইদ-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মন্ততঃ স্থাপনীয়ং, অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে ইত্যাদিশ্রুতে তত্র চিত্তং বশীকৃত্য আদাবনন্তরং কর্ত্তব্যমুপদিশতি তত্র ইতি। ঈড়াপিঙ্গলে দক্ষিণোত্তরে নাড্যৌ হৃদয়ান্নিঃসৃতে নিরুধ্য তস্মাদেব হৃদয়াগ্রাদূর্দ্ধগমনশীলয়া সুষুম্নয়া নাড্যা হার্দং প্রাণমানীয় কণ্ঠাবলম্বিত-স্তন-সদৃশং মাংসখণ্ডং প্রাপয্য তেনাধ্বনা ভ্রুবোর্মধ্যে তমাবেশ্য অপ্রমাদবান্ ব্রহ্মবন্ধ্রাদ্বিনির্গময্য কবিং পুরাণমিত্যাদিবিশেষণং পরম-পুরুষমুপগচ্ছতীত্যর্থঃ। ভূমি-জয়-ক্রমেণেত্যত্র ভূম্যাদীনাং পঞ্চানাং ভূতানাং জয়ো বশীকরণং তস্য তস্য ভূতস্য স্বাধীনচেষ্টাবৈশিষ্ট্যং তদ্দ্বারেণেত্যেতদুচ্যতে। স তমিত্যাদি ব্যাচষ্টে সএবমিতি ॥ ১০ ॥

যেন কেনচিন্মন্ত্রাদিনা ধ্যানকালে ভগবদনুস্মরণে প্রাপ্তে সত্যাভিধানত্বেন নিরন্তরং স্মর্ত্তব্যত্বেন প্রকৃতপরমপুরুষস্য ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধপ্রসিদ্ধ্যা প্রামাণিকত্বমাহ পুনরপীতি।

বেদার্থ-তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী পণ্ডিতগণ যাঁহাকে অক্ষরনামে অভিহিত করিয়া থাকেন, বিষয়াসক্তিশূন্য যতিগণ সমাধি-বলে যে পরমতত্ত্বে আত্মসমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন এবং যাঁহাকে প্রাপ্ত

আভাস।

সহিত প্রার্থনা আসিবে ; এবং দেহ হইতে নির্গত হইবার সাধারণ পথ ভ্রূযুগলের মধ্যে দণ্ডায়মান ভাবে অবস্থান করিতে পারিলে, সেই দিব্য অলৌকিক পরমানন্দ মূর্ত্তি জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্ম ভাবে ভক্তিমান্ যোগী হইয়া প্রলীন হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥

বেদাদি শাস্ত্রসাগরে জ্ঞানী যোগী এবং কর্ম্মী নামে তিন জাতীয় ভক্ত পুরুষের কীর্ত্তন শুনিতে পাওয়া যায়। অবশ্য এই তিনের পন্থারও কিছু বৈচিত্র্য

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।

জ্ঞাতুং ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তৎ পদং তে তুভ্যং অহং সংগ্রহেণ সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে বদিষ্যামি ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

মুচ্যতে, পুনরপি বক্ষ্যমাণেনোপায়েন প্রতিপিৎসিতস্য ব্রহ্মণো বেদবিদ্বদনাদি-বিশেষণবিশেষ্যস্যাভিধানং করোতি ভগবান্ যদক্ষরমিতি। যদক্ষরং ন ক্ষরতীতি অক্ষরং অবিনাশি বেদবিদো বেদার্থজ্ঞা বদন্তি তদ্বা এতদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

উপায়ো বক্ষ্যমাণ ওঙ্কারঃ। অবিষয়ে প্রতীচি ব্রহ্মণি বেদার্থবিদামপি কথং বচন-মিত্যাশঙ্ক্যাবিষয়ত্বমিত্যেতাবতৈবেতি মত্বা শ্রুতিমুদাহরতি তদ্বেতি। তথাপি তস্মিন্নবিষয়ে সর্ব্ববিশেষশূন্যে বচনমনুচিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বেতি। ন কেবলং বিদ্বদনুভবসিদ্ধং যথোক্তং ব্রহ্ম কিন্তু মুক্তোপসৃপ্যতয়া মুক্তানামপি প্রসিদ্ধমিত্যাহ কিঞ্চেতি। কেষাং পুনঃ সংন্যাসিত্বং তদাহ বীতরাগা ইতি। জ্ঞানার্থং ব্রহ্মচর্য্য-

স্বামিকৃতটীকা।

কেবলাভ্যাসযোগাদপি প্রণবাভ্যাসমন্তরঙ্গং বিধিৎসুঃ প্রতিজানীতে যদক্ষর-মিতি। যদক্ষরং বেদার্থজ্ঞা বদন্তি, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্র-মসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত ইতিশ্রুতেঃ, বীতো রাগো যেভ্যস্তে বীতরাগা যতয়ঃ প্রযত্নবন্তো যদ্বিশন্তি, যচ্চ জ্ঞাতুমিচ্ছন্তো গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে তুভ্যং পদং পদ্যতে গম্যত ইতি পদং প্রাপ্যং সংগ্রহেণ সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং কথয়ি-ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

হইবার প্রত্যাশায় কর্ম্মিগণ ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানে জীবন অতি-বাহিত করিয়া থাকেন, আমি সেই পরমার্থ-স্বরূপের বাচক ভাবটী অতি-সংক্ষেপে তোমাব নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর! ১১ ॥

আভাস।

থাকিতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য লক্ষ্যের কোন পার্থক্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে উল্লেখ আছে, "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদ তত্ত্বং যৎ জ্ঞানমদ্বয়ং। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে" তত্ত্ববিদ জ্ঞানিগণ সুস্পষ্ট স্বীকার করিয়া

শাঙ্করভাষ্যম্।

অভিবদন্তীতি শ্রুতেঃ, সর্ব্ববিশেষ-নিবর্ত্তকত্বেনাভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বিত্যাদি, কিঞ্চ বিশন্তি সম্যগ্দর্শনপ্রাপ্তৌ সত্যাং যদ্‌যতয়ো যতনশীলাঃ সংন্যাসিনো বীতরাগাঃ বিগতো রাগো যেভ্যস্তে বীতরাগাঃ যচ্চাক্ষরমিচ্ছন্তো জ্ঞাতুমিতি বাক্যশেষঃ, ব্রহ্মচর্য্যং গুরৌ চরন্তীতি, তত্তে পদং তদক্ষরাখ্যং ব্রহ্মাখ্যং পদং পদনীয়ং তে তুভ্যং সংগ্রহেণ সংগ্রহঃ সংক্ষেপঃ তেন সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে কথয়িষ্যামি, স যো হ তদ্ভগবন্ মনুষ্যেষু

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বিধানাদপি ব্রহ্ম জ্ঞেয়ত্বেন প্রসিদ্ধমিত্যাহ যচ্চেতি। কথং তর্হি যথোক্তং ব্রহ্ম মম জ্ঞাতুং শক্যমিত্যাকুলিতচেতসমর্জ্জুনং প্রত্যাহ তত্তে পদমিতি। বক্ষ্যমাণে-নোপায়েনেত্যুক্তং ব্যক্তীকুর্ব্বন্নোঙ্কারদ্বারা ব্রহ্মোপাসনং শ্রুত্যুক্তমনুক্রামতি স যো হেতি। সত্যকামেনাভিধ্যানফলং জিজ্ঞাসুনা ভগবন্নিতি পিপ্‌পলাদঃ সম্বোধ্যাভি-মুখীক্রিয়তে, নিপাতৌ তু প্রসিদ্ধমর্থমবদ্যোতয়ন্তাবভিধ্যানস্য ফলত্বেন কর্ত্তব্যত্বমা-বেদয়তঃ, মনুষ্যেষু মধ্যে স যোঽধিকৃতো মনুষ্যস্তৎপ্রসিদ্ধমভিধ্যানং যথা সিধ্যতি তথা সর্ব্ববেদসারভূতমোঙ্কারমভিমুখ্যেন ধ্যায়ীত তচ্চাভিধ্যানমাপ্রায়ণাদিতি ন্যায়েন মরণান্তমনুষ্ঠেয়ং, স চৈবমনুতিষ্ঠন্ প্রকৃতেনাভিধ্যানেন লোকানাং বহুত্বাৎ কতমং লোকং জয়তীতি প্রশ্নং পৃষ্টবতে সত্যকামায় পিপ্‌পলাদনামা কিলাচার্য্যঃ

আভাস।

থাকেন যে, অদ্বয় জ্ঞানই প্রকৃত পরম তত্ত্ব। কেহ তাঁহাকে ব্রহ্ম, কেহ পর-মাত্মা এবং কেহ বা ভগবান্ নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। নদী সমূহ যেমন বিচিত্র নাম রূপে অভিহিত হইলেও এবং ভারতাদি বিচিত্র ভূখণ্ডের বিভিন্ন প্রদেশ দিয়া পর্য্যটন করিয়াও কল কল বেগে যেমন এক সমুদ্রেই আত্ম-সমর্পণ করে, সেইরূপ জ্ঞানী যোগী এবং কর্ম্মী বিচিত্র বেশে কার্য্য করত সেই এক পরমাত্মতত্ত্ব পরম ব্রহ্মেই আশ্রয় লাভে কৃতার্থ হন। যিনি জ্ঞানীর পরম ব্রহ্ম, তিনিই যোগীর পরমাত্মা এবং তিনিই কর্ম্মীর ভগবান্। অতএব জ্ঞানের অনুশীলনে অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মার বিচারে যে ব্রহ্মপদবীতে জ্ঞানী আরো-হণ করেন, বিষয়-তৃষ্ণা বিসর্জ্জনে যোগের অনুষ্ঠানে যোগীও সেই পদবীকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হন; আবার কর্ম্মী কাঙাল বেশে কাতর প্রাণে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানে ভগবান্ বলিয়া ক্রন্দন করত সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন সেই শ্রীহরিরই চরণারবিন্দ লাভে পরিতৃপ্তি লাভ করেন। অতএব সকল সম্প্রদায়ের যখন তিনি একমাত্র নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য, তখন তাঁহাকে পাইতে বা তাঁহাতে আত্মসমর্পণ

শঙ্করভাষ্যম্।

প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত কতমম্বাব স তেন লোকং জয়তীতি তস্মৈ স হোবাচ এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কার ইত্যুপক্রম্য যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণো-মিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত ; প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেদিত্যাদিনা বচনেন অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদিতি চোপক্রম্য সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতদিত্যা-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রতিবচনং প্রোবাচ তত্র প্রথমং অভিধ্যেয়মোঙ্কারং পরাপরব্রহ্মত্বেন মহীকরোতি এতদ্বা ইতি। ত্রিমাত্রেণা কারোকারমকারাত্মকেনেতি যাবৎ যোঽভিধ্যায়ীত তমেব যথাভিধ্যাতং পুরুষমধিগচ্ছতীত্যাদি বচনেনোপাসনমোঙ্কারস্যোক্তমিত্যর্থঃ। প্রশ্নশ্রুতিবৎ কঠবল্লী চ তত্রৈবার্থে প্রবৃত্তেত্যাহ অন্যত্রেতি। অব্যবধানেনোপনি-ষদাং ব্যবধানেন চ কর্ম্মশ্রুতীনাং পরস্মিন্নাত্মনি পর্য্যবসানং দর্শয়তি সর্ব্ব ইতি। তপসামপি সর্ব্বেষাং চিত্তশুদ্ধিদ্বারা তত্রৈব পর্য্যবসানমিত্যাহ তপাংসীতি। তস্যৈব চ জ্ঞানার্থমিষ্টাঙ্গং ব্রহ্মচর্য্যং তত্র তত্র বিহিতমিত্যাহ যদিচ্ছন্ত ইতি। তস্য পদনীয়স্য ব্রহ্মণঃ সংক্ষেপেণ কথমোঙ্কারদ্বারকমিতি কথয়তি ওমিত্যেতদিতি। ওমিত্যেত-দিতি উদাহৃতবচনানাং তাৎপর্য্যং দর্শয়তি পরস্যেতি। তস্য বাচকরূপেণ বা তস্যৈব প্রতীকরূপেণ বা বিবক্ষিতস্যোঙ্কারস্যোপাসনং যথোক্তৈর্ব্বচনৈরুক্তমিতি সম্বন্ধঃ। নন্থ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি তত্ত্বমস্যাদি বাক্যাদেব প্রতিপত্তিরধিকারিণো ভবি-ষ্যতি কিমিত্যুপাসনমোঙ্কারস্যোপন্যস্যতে তত্রাহ পরেতি। যদ্যপি বিশিষ্টস্যাধিকা-

আভাস।

করিবার এমন একটী সহজ ও সরল উপায়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন, যাহার অনুষ্ঠানে এবং আশ্রয়ে জ্ঞানী, যোগী এবং কর্ম্মী সকলেই সেই পরম পদে আশ্রয় লাভ করিতে পারেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই ঘোর কলিযুগে দুর্ব্বল হীনচেতা সুতরাং সত্যভ্রষ্ট অল্পায়ুঃ মানবের উদ্ধার উপলক্ষে ওঁ এই একাক্ষর মন্ত্রের দ্বারা ভগবদারাধনার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; যাহা পরশ্লোকে অভি-ব্যক্ত হইবে। অবশ্য যম নিয়মাদি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে প্রকৃত একাগ্রচিত্ত এবং নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিষ্পাপ এবং আত্মা ও অনাত্মাদির বিচারে পরমাত্মস্বরূপের নির্দ্ধারণে শান্তচেতা ব্যক্তিই অধিকারী। অধিকারী

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।

অন্বয়ঃ।

সর্ব্বদ্বারাণী ইন্দ্রিয়দ্বারাণী সংযম্য বিষয়েভ্য প্রত্যাহৃত্য মনঃ চ হৃদি নিরুধ্য

শাঙ্করভাষ্যম্।

দিভিশ্চ বচনৈঃ পরস্য ব্রহ্মণো বাচকরূপেণ প্রতিমাবৎ প্রতীকরূপেণ চ পরব্রহ্ম-প্রতিপত্তিসাধনত্বেন মন্দ-মধ্যম বুদ্ধীনাং বিবক্ষিতস্যোঙ্কারস্যোপাসনং কালান্তরে মুক্তিফলমুক্তং যত্তদেবেহাপি অধিকৃতং, কবিং পুরাণমনুশাসিতারং; যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তীতি চোপন্যস্তস্য চ পরস্য ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বোক্তরূপেণ প্রতিপত্ত্যুপায়ভূতস্যোঙ্কারস্য কালান্তরমুক্তিফলমুপাসনং যোগধারণাসহিতং বক্তব্যং ॥ ১১ ॥

প্রসক্তানুপ্রসক্তঞ্চ যৎকিঞ্চিদিত্যেবমর্থ উত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে সর্ব্বেতি।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

রিণো বিনৈবোপাসনমুপনিষদ্ভ্যো ব্রহ্মণি প্রতিপত্তিরুৎপদ্যতে তথাপি মন্দানাং মধ্যমানাঞ্চ তদ্ধি হেতুত্বেনোঙ্কারো বিবক্ষিতঃ তচ্চোপাসনং ব্রহ্মদৃষ্ট্যা শ্রুতিভিরুপদিষ্টমিত্যর্থঃ। তস্য ক্রমমুক্তিফলত্বাদনুষ্ঠেয়ত্বং সূচয়তি কালান্তরেতি। ভবত্বেবং শ্রুতীনাং প্রবৃত্তি স্তাবতা প্রকৃতেঃ কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্যাহ উক্তং যদিতি। তদেবেহাপি বক্তব্যমিত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ। উপাসনমেবোপাস্যোপন্যাসদ্বারা স্ফোরয়তি কবিমিত্যাদিনা। পূর্ব্বোক্তরূপেণেত্যভিধানত্বেন প্রতীকত্বেন চেত্যর্থঃ। শ্রৌতস্যোপাসনস্যানুষ্ঠমানস্য সোপস্করত্বং সংগিরতে যোগেতি ॥ ১১ ॥

তর্হি কথমনন্যচেতাঃ সততমিত্যাদি বক্ষ্যতে তত্রাহ প্রসক্তেতি। ওঙ্কারোপা-

---

ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয়ানুসরণে বিরত করিয়া, ইন্দ্রিয়াধ্যক্ষ মনকে

আভাস।

হইয়া কি নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক এবং কোন্ রূপের চিন্তনে অগ্রসর হইলে যে মানব তাঁহাকে পাইবেন, তাহারই ব্যবস্থার জন্য ওঙ্কারোপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনধিকারীর পক্ষে কিন্তু ওঙ্কার উপাসনার ব্যবস্থা নহে। জ্ঞানহীন মূর্খ যুবকের হস্তে যদি পৈত্রিক সম্পত্তি প্রচুর পরিমাণে ন্যস্ত হয়, তাহাতে সম্পত্তির ধ্বংস এবং যুবকের ব্যভিচারাদি দোষে দূষিত হওয়ারই সম্ভাবনা, সেইরূপ অধিকারী না হইয়া ব্রহ্মোপাসনার উপলক্ষে ওঙ্কারের প্রয়োগও অবনতির কারণ ঘটে; তাহাও এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ১১ ॥

এই শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রণবের অধিকারী নিরূপণ করিয়াছেন।

মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।

মূর্দ্ধনি আত্মনঃ প্রাণং আধায় বহিঃ চেষ্টাশূন্যং কৃত্বা যোগধারণাং আস্থিতঃ যোগী ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

সর্ব্বদ্বারাণি সর্ব্বাণি চ তানি দ্বারাণি চ সর্ব্বদ্বারাণি উপলব্ধৌ তানি সর্ব্বাণি সংযম্য

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সনং প্রসক্তং তদনন্তরং তৎফলমনুপ্রসক্তং তদ্দ্বারা চাপুনরাবৃত্ত্যাদি বক্তব্যকোটি-নিবিষ্টমিত্যর্থঃ। উক্তেঽর্থে সমনন্তরগ্রন্থমুত্থাপয়তি ইত্যেবমর্থ ইতি। শ্রোত্রাদীনাং কুত্র দ্বারবত্ত্বং তত্রাহ উপলব্ধাবিতি। তেষাং সংযমনং বিষয়েষু প্রবৃত্তানাং দোষ-

স্বামিকৃতটীকা।

প্রতিজ্ঞাতমুপায়ং সাঙ্গমাহ সর্ব্বেতি দ্বাভ্যাং। সর্ব্বাণীন্দ্রিয়দ্বারাণি সংযম্য প্রত্যাহৃত্য চক্ষুরাদিভি র্ব্বাহ্যবিষয়গ্রহণমকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ, মনশ্চ হৃদি নিরুধ্য বাহ্যবিষয়-স্মরণমপ্যকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ, মূর্দ্ধ্নি ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাধায় যোগস্য স্থৈর্য্যমাস্থিত আশ্রিতবান্ সন্ ॥ ১২ ॥

ও যথারীতি অন্তঃকরণে বিলীন রাখিয়া, প্রাণন-শক্তি কুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে উন্নয়ন পূর্ব্বক শিরোদেশে সহস্রারে সন্নিবেশপূর্ব্বক যোগস্থ যোগী ॥ ১২ ॥

আভাস।

সমস্ত ইন্দ্রিয়-গ্রামকে বিষয়-সংগ্রহ-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত রাখা মানবের প্রথম কার্য্য। এতদ্দ্বারা বিষয়-বৈরাগ্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। জ্ঞানীও বিষয়-সংসর্গে অধঃপতিত হইয়া থাকেন। কেবল জ্ঞানী হইলেই অধিকারী নহেন; জ্ঞানের অনুসারে কর্ম্ম করা প্রয়োজন। অষ্টাবক্র বলিয়াছেন, মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ। ক্ষমার্জ্জব-দয়া তোষ-সত্যং পীযূষবৎ ভজ ॥ সংসার হইতে অব্যাহতি লাভের প্রথম উপকরণ বিষের ন্যায় বিষয়কে বিসর্জ্জন করা প্রয়োজন। ক্ষমা ঋজুতা অর্থাৎ সরলতা, দয়া, সন্তোষ এবং সত্যকে অমৃতের ন্যায় আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। এইরূপ আচরণে জ্ঞানের পরিচয় হয়। দ্বিতীয় কার্য্য মনের নিরোধ। লোক-ব্যবহারে বিষয় সম্ভোগ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেও মনে মনে

শাঙ্করভাষ্যম্।

সংযমনং কৃত্বা মনো হৃদি হৃদয়-পুণ্ডরীকে নিরুধ্য নিরোধং কৃত্বা নিষ্প্রচারতামা-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

দর্শনদ্বারা তেভ্যো বৈমুখ্যাপাদনং। কোঽয়ং মনসো হৃদয়ে নিরোধস্তত্রাহ নিঃপ্রচারমিতি। মনসো বিষয়াকারবৃত্তিং নিরুধ্য হৃদি বশীকৃতস্য কার্য্যং দর্শয়তি তত্রেতি। ঊর্দ্ধমিত্যত্রাপি হৃদয়াদিতি সম্বধ্যতে সর্ব্বাণ্যুপলব্ধিদ্বারাণি শ্রোত্রাদীনি সংনিরুধ্য বায়ুমপি সর্ব্বেভ্যো নিগৃহ্য হৃদয়মানীয় ততো নির্গতয়া সুষুম্নয়া কণ্ঠভ্রূমধ্য-

আভাস।

বিষয়-চিন্তা বা পরলোক স্বর্গাদি সুখের চিন্তাও পরিহারে মনকে একাগ্রতা সহকারে চিত্তে অর্থাৎ নিজের আত্মস্বরূপের চিন্তনে নিরুদ্ধ রাখা প্রয়োজন। তৃতীয়ত; নিজের চেষ্টাশক্তি প্রাণ যিনি মানবের সমগ্র দেহে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে জীবকে বিচরণ করান, সেই প্রাণন-শক্তির দেহ-মধ্যে প্রসারণের ব্যাপারকে উপলব্ধি করিয়া, মস্তকে অর্থাৎ সহস্রারে তুলিয়া তাহা নিরুদ্ধ রাখা কর্ত্তব্য। এতদ্দারা কর্ম্মীর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তন্ত্রে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধিতে অর্থাৎ চিত্তে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হয়, সেই কর্ত্তব্যাবধারণের বেগ যে পদ্ধতিতে ও যে যে পথ দিয়া ক্রমান্বয়ে নিম্নগামী হইয়া বাহেন্দ্রিয় হস্ত পদাদিতে পরিচিত হয়, অর্থাৎ দর্শনাদি ব্যাপার মানব করে, তাহাকে অতি সূক্ষ্ম নাড়ি সুষুম্না-নামে আখ্যাত করিয়াছেন। এই সুষুম্না নাড়ির মধ্য দিয়া তাড়িৎ শক্তির অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম জৈবীশক্তি ক্রমশ নি ম্ন পথ অবলম্বনে যখন মূলাধার অর্থাৎ গুহ্য ও লিঙ্গমূল এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে উপস্থিত হয়, তখনই মানব-দেহে ক্রিয়ার স্ফুরণ ঘটে। মস্তকে সহস্রার হইতে কার্য্যের উদ্যম মূলাধারে উপনীত হইতে হইলে, মধ্যপথে আর পাঁচটি গ্রন্থিরূপ পদ্মাকার চক্র আছে। যথা ভ্রূমধ্যে আজ্ঞা, কণ্ঠে বিশুদ্ধ, বক্ষে অনাহত, নাভিতে মণিপুর, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান এবং লিঙ্গাধঃ মূলাধার। চিত্তে কর্ত্তব্যের অবধারণ হইবা মাত্র, তৎকার্য্য করিবার বেগ ক্রমান্বয়ে প্রথমত আজ্ঞা-চক্র প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া পর পর নিম্নগামী হইয়া যখন মূলাধারে উপস্থিত হয়, তখনই মানব সেই কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। এক্ষণে কর্ম্মযোগী নিজ দেহের অভ্যন্তরে এই কর্ম্মশক্তির অবতরণ এবং আরোহণ ভাবকে সর্ব্বদা অনুভব করত যখন অভ্যস্ত হন, তখনই তাঁহার কর্ম্মের উপর অধিকার জন্মে। এই শক্তির রূপ অনির্ব্বচনীয়! সূর্য্য কিরণের অপেক্ষাও সূক্ষ্ম ও দীপ্তি-শালী। সহস্রার হইতে সর্ব্বশক্তিমতী জ্যোতিঃস্বরূপা শক্তি অবতরণ কালে

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ

ওম্ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ উচ্চারয়ন্ মাং পরমাত্মানং অনুস্মরন্ চিন্তয়ন্ যঃ প্রযাতি ম্রিয়তে সঃ দেহং ত্যজন্ পরমাং গতিং পদং যাতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

পাদ্য তত্র বশীকৃতেন মনসা হৃদয়াদূর্দ্ধগামিন্যা নাড্যা উৰ্দ্ধমারুহ্য মূৰ্দ্ধন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতঃ প্রবৃত্তো যোগধারণাং ধারয়িতুং ॥ ১২ ॥

তত্রৈব চ ধারয়ন্—ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্রহ্মণোঽভিধানভূতমোঙ্কারং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ললাট-ক্রমেণ প্রাণং মূৰ্দ্ধন্যাধায় যোগধারণামারূঢ়ো ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মাঞ্চ তদর্থমনুস্মরন্ পরমাং গতিং যাতীতি সম্বন্ধঃ ॥ ১২ ॥

তথোক্তযোগধারণার্থং প্রবৃত্তো মূৰ্দ্ধনি প্রাণমাধায় ধারয়ন্ হি কিং কুর্য্যাদিত্যা-

---

বেদোপদেশের সারতত্ত্ব ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম-মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আমার পরমাত্ম ভাবের স্মরণে যদি দেহত্যাগে প্রাণ

আভাস।

দেহের যাবতীয় ব্যাপারকে পরিস্ফুট করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নিয়োজিত করিতেছেন, সে শক্তিও জ্ঞান-পূর্ণা। সুতরাং প্রতিকার্য্যে জ্ঞানের পরিচয় তাঁহাতে থাকে। তন্ত্র এই শক্তিকে কুণ্ডলিনী নামে আখ্যাত করিয়াছেন। দেহের অন্তরে এই কুণ্ডলিনী শক্তির সঞ্চরণ ব্যাপারকে যে কর্ম্মযোগী লক্ষ্য করিতে পারেন, তাঁহার দেহাভ্যন্তরের কোন তত্ত্বের বা ভাবের অবধারণে ব্যাঘাত হয় না; তিনি প্রত্যক্ষের ন্যায়, সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয় অবধারণ করিতে পারেন। এই কুণ্ডলিনী শক্তির অবতরণে জীবের ভোগ প্রবৃত্তি এবং আরোহণে যোগের চরম সীমা আত্ম-স্বরূপে অবস্থিতিরই পরিচয়। অতএব জ্ঞানের, যোগের এবং কর্ম্মের পরিসমাপ্তিতে মন অচল ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, মানব ওঙ্কার সাধনের উপযোগী হয়। ১২ ॥

ওঙ্কারকে প্রণব নামে শাস্ত্র অভিহিত করিয়াছেন। প্র প্রকৃষ্টেন নৌতি

শাঙ্করভাষ্যম্।

ব্যাহরন্ উচ্চরন্ তদর্থভূতং মামীশ্বরম্ অনুস্মরন্ অনুচিন্তয়ন্ যঃ প্রযাতি

আনন্দগিরিকৃতটীকা

শঙ্কানন্তরশ্লোকমবতারয়তি তত্রৈবেতি। একঞ্চ তদক্ষরং চেতি একাক্ষরমোমি-

স্বামিকৃতটীকা।

ওমিতি। ওমিত্যেকং যদেব ব্রহ্মপ্রতিমাদিবদ্ ব্রহ্মপ্রতীকত্বাদ্বা ব্রহ্ম তদ্ব্যাহরন্নু-চ্চারয়ন্ তদ্বাচ্যঞ্চ মামনুস্মরন্নেব দেহং ত্যজন্ যঃ প্রকর্ষেণ যাতি অর্চ্চিরাদিমার্গেণ স পরমাং শ্রেষ্ঠাং মদ্গতিং প্রাপ্নোতি ॥ ১৩ ॥

বিসর্জ্জন করিতে পারেন, তাহা হইলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমা গতি যে তিনি প্রাপ্ত হন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ১৩ ॥

আভাস।

স্তৌতি ইতি প্রণবঃ”। প্রণব ওঙ্কারটি উচ্চারণ করিলে, যে ধ্বনি তাহা ভগবৎস্বরূপে অস্তমিত হয় এবং পূর্ণ পরমাত্মভাব হৃদয়ে জাগরিত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে কেবল ওঙ্কারকে আশ্রয় করিতে বলিয়াছেন, তাহা নহে; সমগ্র শ্রুতিও একবাক্যে প্রণবের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, যথা;

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি যৎ চ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোম্ ইত্যেতৎ ॥
এতদেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরং পরং।
এতদেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥
প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা, ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥

সমগ্র বেদ যে পদের আদর করিয়া থাকেন, সর্ব্ববিধ তপস্যা যে পদের প্রাপ্তির জন্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যে পদ প্রাপ্তির অভিপ্রায়ে ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠান জ্ঞানিগণ করিয়া থাকেন, আমি সংক্ষেপে এই একাক্ষরের উল্লেখে তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি বলিয়া, যম নচিকেতাকে বলেন। সেই একাক্ষরই পরম ব্রহ্মরূপ গুণাতীত ভাব! এই অক্ষর স্বরূপকে হৃদয়ে অবধারণ করিতে পারিলে, ব্রহ্মলোকে গমন করত মানব চিরশান্তি অনুভব করিতে পারেন।

প্রণব ধনুঃ স্থানীয় এবং মানবের আত্মাই তাহার শর-স্থানীয়। বিষয়-চিন্তাদি পরিহার করত এই প্রণব শরাসনে যে যোগী স্বকীয় আত্মা-শরকে সংযোজিত

শাঙ্করভাষ্যম্।

ম্রিয়তে স ত্যজন্ পরিত্যজন্ দেহং শরীরং ত্যজন্ দেহমিতি প্রয়াণ-বিশেষণার্থং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ত্যেবং রূপং তৎকথং ব্রহ্মেতি বিশিষ্যতে তত্রাহ ব্রহ্মণ ইতি। যঃ প্রয়াতীতি মরণ-

আভাস।

করিয়া পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ পরমাত্মাতে সন্ধান করিতে পারিবেন, শরের ন্যায় তাঁহার আত্মা ব্রহ্মস্বরূপে নিমজ্জিত হইয়া তন্ময়-ভাবে অবস্থান করিবে।

সেই শর-সন্ধানের পদ্ধতি ভগবান্ বলিলেন, পরমাত্ম স্বরূপ আমার ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া এই একাক্ষর মন্ত্র ওঙ্কার উচ্চারণে প্রাণত্যাগ করিতে যদি যোগী পারেন, দেহান্তে তিনি পরম পদে গমন করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"। নাম উচ্চারণে আহ্বান করিলে নামী যেমন স্বয়ং আহ্বান-কারীর সমীপে উপস্থিত হন, সেইরূপ প্রণব উচ্চারণ করত প্রাণত্যাগ করিলে, প্রণবের বাচ্য পরমাত্মা উচ্চারণ-কারীর সমীপে পূর্ণ-স্বরূপে প্রকাশমান হইয়া, তাঁহার উদ্দেশ্য-সাধন করিয়া থাকেন। ওঙ্কার প্রণবের শিষ্টার্থপ্রয়োগ যথা, অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ। মকারস্তু স্মৃতো ব্রহ্মা প্রণবস্তু ত্রয়াত্মকঃ॥ অ+উ+ম্=অকার অর্থে বিষ্ণু, অর্থাৎ পালন-কর্ত্তা, উকার অর্থে মহাদেব রুদ্র অর্থাৎ সংহার-কর্ত্তা এবং মকার অর্থে ব্রহ্মা অর্থাৎ সৃজন-কর্ত্তা। সন্ধি সূত্রের দ্বারা উক্ত তিনের মিলনে ওম্ বা ওঁ হয়। এই একাক্ষর প্রণবের লক্ষ্য ও বাচ্য এই ত্রিবিধ শক্তি-সম্পন্ন পূর্ণ ব্রহ্ম। অর্থাৎ সৃজন, পালন এবং সংহার-শক্তি অবিনাভাবে যে পরম চৈতন্যস্বরূপ পরমেশে নিত্য বিদ্যমান থাকে, তিনিই ওম্ পদ-বাচ্য। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি, স্থিতি এবং ধ্বংসের পর্য্যায়ে আলোড়িত হইয়া যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশের পরমাশক্তির অন্তরে সৎস্বরূপে বিরাজ করিতেছে, সেই সৃষ্টি, পালন এবং সংহার কার্য্যেরও অতীত স্বপ্রকাশ পরম ভাবই ওঁকার-শব্দ-বাচ্য। তিনি এই তিনের অতীত, তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ ভাবে অবস্থিত পূর্ণব্রহ্ম!

আমরা প্রত্যেকেই নিজের অন্তরে তিনটী ব্যাপার নিত্যই অনুভব করিতে পারি; যথা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও নিদ্রা। কিন্তু এই তিনটী অবস্থা যাহার দ্বারা বুঝি, সে জ্ঞান কিন্তু অন্তরে নিত্য বিরাজমান বলিয়াই অনুভূত হয়; এবং সেই জ্ঞানের

শাঙ্করভাষ্যম্।

দেহত্যাগেন প্রয়াণমাত্মনো ন স্বরূপনাশেন ইত্যর্থঃ। স এবং ত্যজন্ যাতি গচ্ছতি পরমাং প্রকৃষ্টাং গতিম্॥ ১৩॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মুক্ত্বা ত্যজন্ দেহমিতি ব্রুবতা পুনরুক্তিরাশ্রিতা স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বিশেষণার্থং বিবৃণোতি আভাস।

কল্যাণেই এই তিনটী ভাব যথাক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়। জাগ্রত কালে আমরা বিবিধও বিচিত্র পদার্থ অনুভব করি; কিন্তু পদার্থের অনুভব উপলক্ষে এই একটী অনুভব শক্তিকেও ধরিতে পারি, যাহা পদার্থের অভাবেও চির বিদ্যমান থাকে। যেমন প্রশস্ত নদীগর্ভে কত অসংখ্য নৌকা ষ্টীমার চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু নৌকাদি না থাকিলেও, জলস্রোতের অভাব হয় না; কারণ জলের উপরই নৌকাদি ভাসিয়া বেড়ায়। আমাদের জ্ঞানের নিত্য বিরাজমান ভাবের উপরই যেমন বিষয়ের অনুভূতি ঘটে, আবার জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিও বিষয়-রূপে যে জ্ঞানের নিকট পরিচিত হয়, সেই জ্ঞান স্বরূপই আমি। আমি থাকি-লেই সুখ দুঃখাদির যেমন উপলব্ধি হয়, সেইরূপ আমি জ্ঞানের উপরই জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি জ্ঞেয় মূর্ত্তিতে পরিজ্ঞাত হয়। বাল্য, যৌবন এবং জরাদি অবস্থা সমূহের সাক্ষী যেমন আমি, জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিরও সাক্ষী সেই আমি; এবং ইহকাল ও পরকালেরও সাক্ষী সেই আমি এবং জন্ম মৃত্যুরও সাক্ষী সেই চৈতন্যস্বরূপ আমি। অতএব অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ নামে যে অবস্থাত্রয় আছে, তাহারও আশ্রয়-মূর্ত্তিতে কাল যেমন নিত্য-সিদ্ধ ভাবে বিদ্যমান স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ কার্য্যের বা ভাবের উৎপত্তি, স্থিতি এবং ধ্বংস ব্যাপারও একটী নিত্যসিদ্ধ চির-বিদ্যমান জ্ঞানের অস্তিত্বের উপর স্বীকার করিতে হয়। সেই চির-বিদ্যমান সর্ব্বসাক্ষী জ্ঞানই ওঙ্কার শব্দ-বাচ্য।

অ+উ+ম্ এই তিনটী অক্ষরের একত্র সন্নিবেশে উৎপন্ন ওঁ এই একা-ক্ষরীকে প্লুতস্বরে সার্দ্ধত্রি-মাত্রায় উচ্চারণ করত পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মভাবের অবধারণ করিবার উপদেশ ভগবান্ দিয়াছেন। গান-শিক্ষার্থী ব্যক্তি সা রে গা মা পা ধা নি যা প্রভৃতি সপ্তগ্রামের মাত্রা পরিমাণে কণ্ঠে স্বর-সংযোগে উচ্চারণ করত যেমন কেবল কণ্ঠে অভ্যস্ত হন, সেইরূপ ওঁ এই একাক্ষর প্রণবকে মাত্রা প্রমাণে উচ্চারণ করত কণ্ঠে এবং তদ্ভাবে অভ্যস্ত কর্ম্মযোগী ব্রহ্মপদ চিন্তনে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তি দেহেতি। এবমোঙ্কারমুচ্চারয়ন্নর্থং চাভিধ্যায়ন্ ধ্যাননিষ্ঠঃ স পুমানিত্যর্থঃ, পরমামিতি গতিবিশেষণং ক্রমমুক্তিবিবক্ষয়া দ্রষ্টব্যং ॥ ১৩ ॥

আভাস।

অভ্যস্ত হন। স্বর-সংযোগে উচ্চারিত হইলে ওঙ্কার-ধ্বনি প্রথমত অনাহত হইলেও, অ+উ+ম্ এই তিনের অর্থ বিকাশে অন্তরে আহত হয়; অর্থাৎ অ বিষ্ণু, অর্থাৎ সৎস্বরূপে প্রতীয়মান সৃষ্ট সংসার তখন মনোমধ্যে উদিত হয়। পর-ক্ষণেই ইহার পরিবর্ত্তন বা ধ্বংস আগত-প্রায় বা চলিতেছে বলিয়া, উ শব্দে রুদ্রের প্রতি মন নিবিষ্ট হয়। তৎপরক্ষণে আবার জন্ম বা অভিনব ভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে বলিয়া, মকার নামক বিধাতা ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্য্য মনে উদিত হয়। এই ত্রিবিধ কার্য্য পালন, ধ্বংস এবং সৃষ্টি ব্যাপার পর্য্যায়ক্রমে আলোচনা করত বিষয়ের নিরর্থকতা সিদ্ধান্তে স্থিরীকৃত হইলে, এই ত্রিবিধ কার্য্যের কর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র শক্তিরও অধিনায়ক সর্ব্বশক্তিমান্ তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ পরমাত্মার প্রতি চিত্ত স্থির হয়।

গায়কের সম্বল ধ্বনি মাত্র! যাহা তাঁহার আভ্যন্তরীণ চেতনাশক্তি হইতে প্রকাশমান হইয়া, পদার্থ-স্বরূপে শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণকে স্পর্শ করে; এবং বস্তু বলিয়া পরিচিত হয়। এই ধ্বনি যে সৎ বা অসৎ পদার্থ তাহা নিরূপণ করা বড়ই কঠিন! যখন চেতন পুরুষ অন্তরে বেগ দেন, তখনই ধ্বনির উদয় হয় এবং সত্য পদার্থ-বলিয়া প্রতীত হয়; কিন্তু গায়কের বেগ নিবৃত্ত হইলেই ধ্বনি কোথায় যে নিবৃত্ত হইয়া প্রস্থান করে, স্বয়ং গায়কই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারে না। আবার সেই ধ্বনিতেই উদারা, মুদারা ও তারা ভেদে মৃদু, মধ্য ও তীব্র ভাবেরও পরিচয় হয়। জলের অন্তরে স্রোত বা তরঙ্গাদির উদয়ে যেমন বিচিত্র ভাবের বিকাশ পায়, ধ্বনির অন্তরে স্ফোট-রূপ শব্দ "আমি তুমি" প্রভৃতি শব্দের পরস্পর সম্বন্ধ এবং তদুত্থ শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্তাদি রস এবং রস-নিবন্ধন পরস্পর কর্য্যের পরিচয় জীব জগতে পরিদৃষ্ট হয়। অর্জ্জুন! এই ধ্বনিই আজ জগতে এই বিপুল সংগ্রামের আয়োজন করিয়াছে; এবং কত জীব যে কত রকমে পর্য্যুদস্ত হইবে, তাহারও নিরূপণ নাই! ইহার প্রত্যেক কার্য্যকে তোমার নিকট সত্যজ্ঞানে প্রতিভাত হইলেও, ইহার মূল আধার ধ্বনির অস্তিত্বই যখন কেহ সৎ কি অসৎভাব বলিয়া নিরূপণ করিতে সমর্থ হইতেছে না

আভাস।

না, তখন তদুৎপন্ন কার্য্য রাগ দ্বেষাদির আশ্রয়ে কার্য্য করা কতদূর সঙ্গত, তাহা তুমি মনে মনে অবধারণ কর! এই ধ্বনি-মূলক জীবের কার্য্য-কলাপের স্রোত যেমন সত্যবৎ প্রতীত হইতেছে, পরম চৈতন্য-শক্তির ওঙ্কার ধ্বনিমূলক ব্রহ্মাণ্ডের রচনা-ব্যপারও ঐরূপ সত্য-মিথ্যা মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইতেছে! অতএব যে মেধাবী বিচক্ষণ ব্যক্তি জগৎকে মিথ্যা বলিয়া অবধারণ করিতে পারেন, তিনিই এই সংসার-কুহক হইতে নিষ্কৃতি লাভে পরম চৈতন্য-শক্তিতে বিশ্রাম করিতে পারেন।

পিতা বা পুত্রের কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ মাত্রই যেমন পিতৃমূর্ত্তি বা পুত্রমূর্ত্তি স্মৃতি-পথে আরূঢ় হয়, সৃষ্টজগতের সার উপকরণ প্রণব-ধ্বনি হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইবা মাত্র, ভগবন্মূর্ত্তি এবং তাঁহার অনির্ব্বচনীয় শক্তি ভক্তের অন্তরাকাশে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইতে থাকে। চেতনাশক্তি হইতেই যেমন কণ্ঠধ্বনি নিনাদিত হয়, সেইরূপ অনন্ত চৈতন্যশক্তি হইতেই প্রণব ওঙ্কার-ধ্বনি অনাহত মূর্ত্তিতে নিরন্তর প্রতিভাত হইতেছে। সেই ওঙ্কার-ধ্বনির স্ফোট-মূর্ত্তিই এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড। সেই বিশ্বম্ভরের গান-মূর্ত্তিই তুমি আমি সংসার। সাংসারিক যাবতীয় সুখ সচ্ছন্দের সারই এই প্রণব! ইহা অনন্ত বেশে প্রকাশমান হইয়া বিশ্বের রচনা এবং পরস্পরের আকর্ষণের পরিচয় হইয়াছে; এবং বেণুকে আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নির্গত এই ধ্বনিতে গোপী-জগতে তুমুল প্রেমোন্মাদের সৃজন হইয়াছিল।

অতএব কণ্ঠধ্বনিই যেমন আত্ম-স্বরূপে সঙ্গীতকে রচনা করিয়া তাহার তাল-মানানুগত রাগ-রাগিনীযুক্ত সুস্বর সহকারে কবিতা ছন্দোবদ্ধ বাক্য-সমূহের স্ফুরণ করে, অথচ আশ্রয়রূপে স্বয়ং বিরাজমান থাকে, সেইরূপ প্রণব ওঙ্কারও আত্মস্বরূপে এই অনন্ত বিশ্বের রচনা করিয়াও নিজে অনাহত মূর্ত্তিতে চির-বিদ্যমান রহিয়াছেন। গীতির আশ্রয়ই মানবের কণ্ঠধ্বনি! ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় পরমাত্মার সৃষ্টি করিবার বেগ-ধ্বনিই প্রণব। এই ওঙ্কার-ধ্বনি যদবধি প্রবাহ-মূর্ত্তিতে প্রসারিত থাকে, তদবধি সৃষ্টির পরিচয়; এবং বেগের নিবৃত্তিতেই প্রলয়। এই বেগ ভগবানের আন্তরিক শক্তির উচ্ছ্বাস; সুতরাং প্রণবই তাঁহার স্বরূপের বিকাশ এবং সগুণ-মূর্ত্তির পরিচয়! প্রণবের বিরামই তাঁহার গুণাতীত ভাব। অতএব প্রণবের বাহ্য-বিকাশই ব্রহ্মাণ্ড; এবং নিস্তব্ধভাব অর্থাৎ স্বরূপে বিশ্রামই অদ্বৈত ব্রহ্মভাব। মানব যদবধি সৃষ্টির

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।

হে পার্থ! অনন্যচেতাঃ একাগ্রচিত্তঃ সন্ যঃ মাং নিত্যশঃ নিরন্তরং স্মরতি, তস্য নিত্যযুক্তস্য সমাহিতস্য যোগিনঃ অহং সুলভঃ সুখেন লভ্যঃ ভবামি ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ অনন্যচেতাঃ নান্যবিষয়ে চেতো যস্য সোঽয়মনন্যচেতা যোগী সততং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ননু বায়ুনিরোধবিধুরাণাং উদীরিতয়া রীত্যা স্বেচ্ছাপ্রযুক্তোৎক্রমণাসম্ভবাদ্-

অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা না করিয়া একমনে যে ব্যক্তি নিরন্তর আমার চিন্তাতেই নিবিষ্ট থাকেন, তিনিই প্রকৃত নিত্য সমাহিত যোগী! আমার স্বরূপ-সাক্ষাৎকারার্থ তাঁহার আর অন্য কোন উপায় বা চেষ্টা করিতে হয় না; আমি সর্ব্বদা তাহারই হইয়া থাকি? ১৪ ॥

আভাস।

প্রতি বৃত্তির আশ্রয়ে প্রণব চিন্তা করেন, তদবধি তাঁহার পরমাত্মার ঐশ্বর্য্য-মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিভাত হয়; কিন্তু ঐশ্বর্য্য-মূর্ত্তির অনুভূতি হৃদয় হইতে অপসারিত হইবা মাত্র যোগীর হৃদয়ে প্রেমাধার সর্ব্বকারণ-কারণ জগন্মঙ্গল-ময় পরমাত্মভাব জাগিয়া উঠে এবং তখনই যোগীর পরম-গতি লাভ হয়; সন্দেহ নাই! ॥ ১৩ ॥

ভগবানের বাচকই প্রণব। "পাতঞ্জল দর্শনে উক্ত আছে; "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"; তজ্জপ-স্তদর্থধারণং। ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ। সতু দীর্ঘকালাদর-নৈরন্তর্য্য সংকারসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ ॥ প্রণব ভগবনের স্বরূপের পরিচয় দেয়। বাবা বলিয়া আহ্বানে করিলে পিতাই যেমন উত্তর দেন এবং পুত্রের সহিত পিতার সম্বন্ধ যেমন "বাবা" শব্দে অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ যোগী ওঙ্কার উচ্চারণের দ্বারা প্রাণ মন ভগবানে সমর্পণ করিলে, সাধকের অন্তরে ভগবানের উভয় মূর্ত্তি প্রত্যক্‌চেতনার উদয় হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি এই প্রত্যক্ চেতনার পরিচয় দিয়া যোগী সমাজে একটী অদ্ভুত রহস্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন। চিত্তের বহির্মুখী বৃত্তিতে বিষয়ানুভূতির সম্বন্ধ ঘটে,

শাঙ্করভাষ্যম্।

সর্ব্বদা যো মাং পরমেশ্বরং স্মরতি নিত্যশঃ সততমিতি নৈরন্তর্য্যমুচ্যতে। নিত্যশ ইতি দীর্ঘকালত্বমুচ্যতে। ন ষণ্মাসং সংবৎসরং বা, কিং তর্হি যাবজ্জীবং নৈরন্তর্য্যেণ যো মাং স্মরতীত্যর্থঃ তস্য যোগিনঃ অহং সুলভঃ সুখেন লভ্যঃ।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্বর্ভা পরমা গতিরাপতেদিতি তত্রাহ কিঞ্চেতি। ইতশ্চ ভগবদনুস্মরণে প্রযতিতব্যমিত্যর্থঃ। সততং নিত্যশ ইতি বিশেষণয়োরপুনরুক্তত্বমাহ সততমিত্যাদিনা।

স্বামিকৃতটীকা।

এবঞ্চান্তকালে ধারণয়া মৎপ্রাপ্তি র্নিত্যাভ্যাসবশত এব ভবতি নান্যথেতি পূর্ব্বোক্তমেবানুস্মারয়তি অনন্যেতি। নাস্ত্যন্যস্মিন্ চেতো যস্য তথাভূতঃ সন্ যো মাং সততং নিরন্তরং নিত্যশঃ প্রতিদিনং স্মরতি তস্য নিত্যযুক্তস্য সমাহিতস্যাহং সুখেন লভ্যোঽস্মি নান্যস্যেতি ॥ ১৪ ॥

আভাস।

কিন্তু বিষয়ের সম্বন্ধ করিবার গতি নিরস্ত হইলে, চিত্তের গতি অন্তর্মুখী গতির অবলম্বনে আপন স্বরূপের অভিমুখে নামিয়া আইসে। অবশ্য বাহ্যবিষয়ের অভাবে মন আন্তরিক বিষয়ের আলোচনা করে বটে, কিন্তু প্রণবাদি মন্ত্রের জপ এবং তাহার অর্থ-চিন্তা করিলে, বাহ্যবিষয়ের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিবার সঙ্গে মানসিক বিষয়ের চিন্তাও উপশমিত হইয়া যায়। সেই সময়ে ঈশ্বর চিন্তা করিবার অবসরে এমন একটী অবসর উপস্থিত হয়, যখন কোন বিষয়-চিন্তা বা ঈশ্বর চিন্তা হইতেও চিত্ত নিরস্ত হইয়া স্বরূপে অর্থাৎ যে শক্তি বহির্মুখে অগ্রসর হইয়া বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশ করিতেছিল, প্রকাশ্যের অভাবে তখন স্বয়ং একাকীই প্রকাশ্য মূর্ত্তিতে বিশ্রাম করে। এই কর্ম্মহীন প্রকাশ-মূর্ত্তিই প্রত্যক্‌চেতনা এবং জীবাত্মার নিজ-স্বরূপ। বাহ্যিক বা আন্তরিক বিষয়ের চিন্তা হইতে পশ্চাৎপদ থাকিলেই, নিজের স্বপ্রকাশ স্বরূপভাব আপনা হইতেই দেখা দেয়। এইটী মনুষ্য জীবনের দুর্ল্লভ, অথচ অপূর্ব্বভাব। ইহাকে সংগ্রহ করিতে হয় না; অন্তরে চির বিদ্যমানই রহিয়াছে; তবে অন্য কে প্রকাশ করিবার উপলক্ষে সারা জীবন এতই ব্যস্ত থাকে যে, নিজে চির-সুস্থ হইয়াও, পরের সম্বন্ধ উপলক্ষে আত্মহারা হইয়া পড়ে। জগতের প্রত্যেক পদার্থকে পরীক্ষা করিবার উপলক্ষে নিরন্তর তাহাদের সংসর্গ করিতে হয়; সুতরাং আত্মস্বরূপের প্রতি উপেক্ষা আইসে। বিষয়ের প্রতি উপেক্ষা আসিলেই, আত্ম

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।

নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।

মহাত্মানঃ যতয়ঃ মাং পরমাত্মানং উপেত্য প্রাপ্য পুনঃ দুঃখালয়ং দুঃখানাং আলয়ং স্থানং, অশাশ্বতং অনিত্যং জন্ম ন আপ্নুবন্তি অপি তু তে পরমাং সংসিদ্ধিং মোক্ষং এব গতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

পার্থ! নিত্যযুক্তস্য সদা সমাহিতস্য যোগিনঃ যত এবং অতঃ অনন্যচেতাঃ সন্ ময়ি সদা সমাহিতো ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

তব সৌলভ্যেন কিং স্যাদিত্যুচ্যতে শৃণু তন্মম সৌলভ্যেন যদ্ ভবতি। মামু-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

উক্তমেবাপৌনরুক্তিং ব্যক্তী করোতি নেত্যাদিনা। জিতাসুরিচ্ছয়া দেহং ত্যজতি তদিতরস্য কর্ম্মক্ষয়েণৈবেতি বিশেষং বিবক্ষন্নাহ যত ইতি ॥ ১৪ ॥

অনন্যচেতসং প্রতীশ্বরস্য সৌলভ্যমেবমিত্যুচ্যতে কিং ত্বাং প্রাপ্তাস্তদ্যেবাবতিষ্ঠন্তে

অধিক কি! মহাত্মা যতিগণ মদী। পরমার্থ-ভাবে প্রাণ সমর্পণ

আভাস।

স্বরূপের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এই প্রত্যক্ চেতনা অর্থাৎ বিষয়-চিন্তার প্রতিকূলে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বপ্রকাশক আপন চিন্ময় ভাবের প্রতিষ্ঠা একবার হৃদয়-মন্দিরে জাগরিত হইলে, পুনরায় আর তাহা হারায় না। নিশ্চিন্ত হইলেই সেই আপন চিন্ময় ভাব দেখা দেয়। এমন কি! একটী বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া অপর একটী বিষয়ের চিন্তা করিবার মধ্যে যে সামান্য নিশ্চিন্ত ক্ষণ ঘটে, তন্মধ্যেও আপন সুস্থ নিরাময় চৈতন্য-স্বরূপের প্রতীতি চিত্ত চিন্তা করিয়া থাকে। অতএব এই চেতনা-স্বরূপ নিজ দৃক্-শক্তিকে সমগ্র দেহ হইতে পৃথক্ ভাবে যিনি অবধারণ করিতে পারেন, তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড হইতে পৃথক্ ভাবে আমার (ভগবানের) সর্ব্বদর্শী চেতন-ভাব বা দর্শন-শক্তিকেও অন্তরাকাশে অবধারণ করিতে পারেন। প্রণবের উচ্চারণ এবং তদর্থ-চিন্তনের দ্বারা এই উভয় কার্য্যই হইয়া থাকে। অর্থাৎ আত্মস্বরূপের উপলব্ধি এবং পরমাত্ম-স্বরূপের অবধারণ এক ওঙ্কারের অভ্যাসেই ঘটিয়া থাকে। ইহাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের তাৎপর্য্যার্থ ॥ ১৪ ॥

লৌকিক জীবনে যাহাকে জ্ঞানী নামে অভিহিত করা যায়, পারমার্থিক জীবনে

শাঙ্করভাষ্যম্।

পেত্য মাম্ ঈশ্বরমুপেত্য মদ্ভাবমাপন্ন পুনর্জন্ম পুনরুৎপত্তিং ন প্রাপ্নুবন্তি কিংবিশিষ্টং পুনর্জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তীতি তদ্বিশেষণমাহ—দুঃখালয়ং দুঃখানামাধ্যাত্মিকাদীনামালয়মাশ্রয়ম্। আলীয়ন্তে যস্মিন্ দুঃখানি ইতি দুঃখালয়ং জন্ম। ন কেবলং দুঃখালয়মশাশ্বতম্ অনবস্থিতস্বরূপং চ নাপ্নুবন্তীদৃশং পুনর্জন্ম মহাত্মানঃ যতয়ঃ সংসিদ্ধিং মোক্ষাখ্যাং পরমাং প্রকৃষ্টাং। গতাঃ প্রাপ্তাঃ। যে পুনর্মাং ন প্রাপ্নুবন্তি তে পুনরাবর্ত্তন্তে॥ ১৫॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কিম্বা পুনরাবর্ত্তন্তে চন্দ্রলোকাদিবেতি সন্দেহাৎ পৃচ্ছতি তবেতি। তত্রোত্তরশ্লোকেন নিশ্চয়ং দর্শয়তি উচ্যত ইতি। ঈশ্বরোপগমনং ন সামীপ্যমাত্রমিতি ব্যাচষ্টে মদ্ভাবমিতি। পুনর্জন্মনোঽনিষ্টত্বং প্রশ্নদ্বারা স্পষ্টয়তি কিমিত্যাদিনা। মহাত্মত্বং প্রকৃষ্টসত্ত্ববৈশিষ্ট্যং, যতয়স্তস্মিন্নেবেশ্বরে সমুৎপন্নসম্যগ্‌দর্শিনো ভূত্বেতি শেষঃ॥ ১৫॥

স্বামিকৃতটীকা।

যদ্যেবং ত্বং সুলভোঽসি ততঃ কিমত আহ মামিতি। উক্তলক্ষণা মহাত্মানো মদ্ভক্তা মাং প্রাপ্য পুনর্দুঃখাশ্রয়মনিত্যঞ্চ জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তি যতস্তে পরমাং সিদ্ধিং মোক্ষমেব প্রাপ্তাঃ পুনর্জন্মনো দুঃখানাঞ্চালয়ং স্থানং মামুপেত্য ন প্রাপ্নুবন্তীতি বা॥ ১৫॥

করিয়া অনন্ত দুঃখের নিত্যনিকেতন অথচ আপাতত মনোরম এই অনিত্য সংসারের প্রগাঢ় প্রবাহে তাঁহাদিগকে আর জন্ম-পরিগ্রহ করিতে হয় না; তাঁহারা স্বীয় যোগ-বলে পরমা গতি লাভে চির নির্বৃত হন, সন্দেহ নাই॥ ১৫॥

আভাস।

তিনি প্রকৃত জ্ঞানী নহেন। কারণ লৌকিক জ্ঞান পদার্থ-নিষ্ঠ। অর্থাৎ সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে পদার্থ নিচয়কে যিনি প্রত্যক্ষের ন্যায় অবধারণ করিতে পারেন, পরমাণু হইতে পরম মহৎ পদার্থ পর্য্যন্ত যাঁহার জ্ঞানে প্রতীত হয়, তিনিই লৌকিক দৃষ্টিতে জ্ঞানী-নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে যিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে তন্ন তন্ন করিয়া পরিদর্শন করিবার পর, যে চেতনা শক্তির দ্বারা সমস্ত বুঝিলেন, সেই চেতনা-শক্তিকে অর্থাৎ স্বীয় দৃক্‌শক্তিকে অবধারণ করিতে পারিলেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। পুনরায় স্বীয় চেতনা-

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ ।

হে অর্জ্জুন । আব্রহ্মভুবনাৎ ব্রহ্মলোকং আরভ্য সর্ব্বে লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ পুনরাবর্ত্তনশীলাঃ । হে কৌন্তেয় ! মাং তু উপেত্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

কে পুনস্তত্তোঽন্যৎ প্রাপ্তাঃ পুনরাবর্ত্তন্তে ? ইত্যুচ্যতে আব্রহ্মেতি আব্রহ্ম-ভুবনাৎ

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

ভগবন্তমুপগতানামপুনরাবৃত্তৌ ততো বিমুখানামনুপজাতসম্যগ্‌ধিয়াং পুনরা-

দেখ অর্জ্জুন ! পরমাত্ম-স্বরূপে আত্মসমর্পণের দ্বারা কৃতার্থ হইবার ন্যায়, উত্তম গতিও আর নাই ! কারণ ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া যাবদীয় লোকই জন্মমৃত্যুরূপ পুনরাবৃত্তির স্রোতে নিমগ্ন রহিয়াছে । সুতরাং তত্রত্য জীব-নিচয়কেও জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-স্রোতে ব্যাকুলিত হইতে হয় । কেবল আমার শরণাগত জীবকে মদীয় পদবী হইতে আর ভ্রষ্ট হইতে হয় না ! এবং পুনর্জ্জন্মেরও আর সম্ভাবনা থাকে না ॥ ১৬ ॥

আভাস ।

শক্তি অর্থাৎ দৃক্‌শক্তির অনুপাতে ব্রহ্মাণ্ড-ভরা এবং ব্রহ্মাণ্ডের আধার যে পরম শক্তিমান্ দৃক্‌শক্তির অন্তরে বিশ্ব সৃজিত হইয়া বিরাজ করিতেছে, সেই পরম জ্ঞানবান্ ও শক্তিশালী পরমাত্মস্বরূপের অবধারণ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত পরম জ্ঞানী এবং সংসারের পর পারে দণ্ডায়মান স্বীকার্য্য । এই মহামায়া তাদৃশ জ্ঞানীকে আর সংসার জালে জড়ীভূত করিতে পারেন না ; সাধক ভগবৎ পার্ষদ হইয়া, চির শান্তিতে অবস্থান করেন । এই অকিঞ্চিৎকর অনিত্য ঘোর দুঃখের আলয় সংসার-ক্ষেত্রে পুনরায় জন্ম পরিগ্রহের আর বাসনা করেন না ; কারণ তাঁহার দেখা বা অনুভব করিবার সাধ মিটিয়া গিয়াছে ; এক্ষণে সেই সৃষ্টিকর্ত্তার সমীপে সৃষ্টি স্থিতি এবং সংসার ব্যাপার সম্যক্ অবধারণ করিয়া, সুস্থ চিত্তে ও পূর্ণানন্দে বিশ্রাম সুখ অনুভব করেন ॥ ১৫ ॥

জ্ঞান, তপস্যা যোগ যাগ বা নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে কোন

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভবন্তি যস্মিন্ ভূতানি ইতি ভুবনং ব্রহ্মভুবনং ব্রহ্মলোকঃ ইত্যর্থঃ। আব্রহ্মভুবনাৎ সহ ব্রহ্মভুবনেন লোকাঃ সর্ব্বে পুনরাবর্ত্তিনঃ পুনরাবর্ত্তন-স্বভাবাঃ হে অর্জ্জুন! মামেকমুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম পুনরুৎপত্তি ন বিদ্যতে॥ ১৬॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মুক্তিরর্থসিদ্ধেত্যাহ যে পুনরিতি। অপাম সোমমমৃতা অভূমেতি শ্রুতেঃ, স্বর্গাদিগতানামপি সমানৈবানাবৃত্তিরিতি আশঙ্কতে কে পুনরিতি। অর্থবাদশ্রুতৌ কর্ম্মিণামমৃতত্বস্থাপেক্ষিকত্বং বিবক্ষিত্বা পরিহরতি উচ্যত ইতি। এতেন ভূরাদিলোকচতুষ্টয়ং প্রবিষ্টানাং পুনরাবৃত্তাবপি জনাদিলোকত্রয়ং প্রাপ্তানামপুনরাবৃত্তিরিতি বিভাগোক্তিরপ্রমাণিকত্বাদেব হেয়েত্যবধেয়ং। তর্হি তদ্বদেবেশ্বরং প্রাপ্তানামপি পুনরাবৃত্তিঃ শঙ্কতে নেত্যাহ মামিতি। যাবৎ সম্পাতশ্রুতিবদীশ্বরং প্রাপ্তানাং নিবৃত্তাবিদ্যানাং পুনরাবৃত্তিরপ্রমাণিকীত্যর্থঃ॥ ১৬॥

স্বামিকৃতটীকা।

তদেবং সর্ব্বেষপি লোকেষু পুনরাবৃত্তিং দর্শয়ন্ নির্দ্ধারয়তি আ ব্রহ্মভুবনাদিতি। ব্রহ্মণো ভুবনং বাসস্থানং ব্রহ্মলোকস্তমভিব্যাপ্য সর্ব্বে লোকাঃ পুনরাবর্ত্তনশীলাঃ ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশিত্বাৎ তৎপ্রাপ্তানামনুৎপন্নজ্ঞানানামবশ্যংভাবি পুনর্জ্জন্ম য এবং ক্রমমুক্তিফলাভি রুপাসনাভি র্ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তা স্তেষামেব তত্রোৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষো নান্যেষাং তথা চ, ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদং। পরস্যান্তে ব্রহ্মণঃ পরমযুষোঽন্তে কৃতাত্মানো ব্রহ্মভাবাপাদিতমনোবৃত্তয়ঃ কর্ম্মদ্বারেণ যেষাং ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিস্তেষাং ন মোক্ষ ইতি পরিনিষ্ঠিতঃ, মামুপেত্য বর্ত্তমানানান্তু পুনর্জ্জন্ম নাস্ত্যেবেতি॥ ১৬॥

আভাস।

ব্রহ্মলোকাদি ভুবনে মানবের সংগতি লাভ হয়; এবং অকর্ম্ম বা বিকর্ম্ম প্রভৃতির অনুষ্ঠানে অধো লোকে জীবের গমন হয়, সে সমস্ত কোন লোকই চিরস্থায়ী নহে। সমস্তই সংসারের অন্তর্গত; একবার দেখা দেয়; পরক্ষণে কোথায় যে অন্তর্হিত হয়, তাহা সেই করুণাময় ব্যতীত অন্য কেহ নির্দ্ধারণে সক্ষম হন না। সুতরাং উৎকৃষ্ট ব্রহ্ম-লোকে গমন করিয়াই যে কেহ নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন, তাহার যোগ্যতা নাই। যাদুকরের অগণ্য যাদুকার্য্য অবলোকনে চিত্ত বিমোহিত হয় বটে, কিন্তু দেখিবার সাধ মিটে না। বিহ্বল প্রাণে কেবল তাকিয়া থাকিতেই সাধ হয় মাত্র। কিন্তু বাহ্য-কার্য্যের দিকে মনোনিবেশ বা দৃষ্টিসংযোগ না করিয়া,

আভাস।

যাদুকরের শরণাগত হইয়া তন্নিষ্ঠ যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি করিলে, আর যেমন অভি-ভূত হইতে হয় না; সেইরূপ সৃষ্টির অনুকূল বা প্রতিকূল ভাবের প্রতি মনোযোগ বা আসক্তি না দেখাইয়া, সেই ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরের যোগ্যতাটীকে এক বার হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিলে, আর ভব-ঘোরে ভ্রান্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে হয় না ॥ ১৬ ॥

এই শ্লোকে যাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মলোক বলিয়া শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহারও অস্তিত্বের সীমা আছে। যে সমর্থা জগত্যস্মিন্ সৃষ্টি-সংহার-কারকাঃ। তেঽপি কালেন লীয়ন্তে কালো হি বলবত্তরঃ॥ অহো! এই সংসারে যে সকল ব্রহ্মাদি লোকপালগণ সৃষ্টি স্থিতি এবং পালন কার্য্যের অধিকারী সাজিয়া এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালন করিতেছেন, তাঁহারাও কালের বশবর্ত্তী; কালের প্রভাবে আবির্ভূত হইয়া, সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন এবং কালের বশে অন্তর্হিত হইয়া অজ্ঞান-সাগরে বা তদ্গর্ভেই নিমজ্জিত হন। এই কালও সেই পরম বিভুর নিয়তি মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে কালকে সেই পরমেশের চেষ্টা বা নিয়তি নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন। "কালং তু চেষ্টা মাহু র্মনীষিণঃ"। কারণ কালের কোন স্বীয় পৃথক্ অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না; ক্রিয়ার দ্বারাই কালের পরিমাণ হইয়া থাকে। বিশ্বপতির কার্য্যই কাল নামে অর্থাৎ কর্ম্মের নিয়োগই কাল নামে অভিহিত। কিন্তু ব্যবহারিক নিয়মে যেন কালের দ্বারাই কর্ম্মের গতি নিরূপিত হইয়া থাকে। সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যের দিবা ও রাত্রির তুলনায় ব্রহ্মলোকের অস্তিত্ব-কাল জগদ্বাসীকে বুঝাইতে অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি স্পষ্টত বুঝাইয়াছেন যে, জগতে কোন বস্তু বা লোক চিরস্থায়ী নহে। ব্রহ্মলোকাদি স্থানকে যে চির সুখের আশ্রয় বলিয়া পুরাণাদিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে; যথা তপস্বিনো দানশীলাঃ বীতরাগা তিতিক্ষবঃ। ত্রৈলোক্যস্যোপরিস্থানং লভন্তে শোকবর্জ্জিতং॥ ইত্যাদি; বেদবাক্যও আছে, যথা; অপাম সোমমমৃতা অভূম ইতি। এ সমস্ত বাক্য কেবল প্রশংসা-পর মাত্র! অর্থাৎ অমরত্ব শব্দ বহুকাল বাপিত্বের পরিচায়ক মাত্র। বাক্যান্তরে উল্লেখ আছে যে, আভূত-সংপ্লবং স্থানং অমৃতত্বং হি ভাষ্যতে॥ অর্থাৎ ক্ষিত্যপ্‌ তেজ মরুৎব্যোমাদি সূক্ষ্ম তন্মাত্র উৎপন্ন হইয়া পুনঃ অব্যক্তে লীন না হওয়া পর্য্যন্ত কালকে অমরত্ব নামে অভিহিত করা হইয়াছে; সুতরাং সমস্তই প্রশংসা-পর বাক্য। কারণ অব্যক্ত ভাব হইতে সৃষ্টিকালে যে কোন লোক

সহস্র-যুগ-পর্য্যন্তমহ র্যদ্ ব্রহ্মণোঃ বিদুঃ।

অন্বয়ঃ।

সহস্রযুগপর্য্যন্তং যৎ ব্রহ্মণঃ অহঃ দিনং তথা যুগসহস্রান্তাং রাত্রিং যে বিদুঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

ব্রহ্মলোকসহিতা লোকাঃ কস্মাৎ পুনরাবর্ত্তিনঃ কালপরিচ্ছিন্নত্বাৎ কথম্—সহস্রযুগপর্য্যন্তং সহস্রং যুগানি পর্য্যন্তং পর্য্যবসানং যস্যাহ্নঃ তদহঃ সহস্রযুগপর্য্যন্তং ব্রহ্মণঃ প্রজাপতেঃ বিরাজঃ বিদুঃ, রাত্রিমপি যুগসহস্রান্তাম্ অহঃপরিমাণামেব।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যস্য স্বাভাবিকী বংশপ্রযুক্তা চ শুদ্ধিস্তস্যৈবোক্তেঽর্থে বুদ্ধিরুদেতীতি মত্বা সদ্বুদ্ধিবিষয়ং। ব্রহ্মলোকসহিতানাং পুনরাবৃত্তৌ হেতুং প্রশ্নদ্বারা দর্শয়তি ব্রহ্মেতি।

স্বামিকৃতটীকা।

ননু চ তপস্বিনো দানশীলা বীতরাগা স্তিতিক্ষবঃ। ত্রৈলোক্যস্যোপরিস্থানং লভন্তে শোকবর্জ্জিতং। ইত্যাদিপুরাণবাক্যৈস্ত্রিলোক্যাঃ সকাশান্মহর্লোকাদীনামুৎকৃষ্টত্বং গম্যতে বিনাশিত্বে চ সর্ব্বেষামবৈশিষ্ট্যে কথমসৌ বিশেষঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বহুকালাবস্থায়িত্বনিমিত্তোঽসৌ বিশেষ ইত্যাশয়েন স্বমানেন শতবর্ষায়ুষো ব্রহ্মণোঽহন্যহনি ত্রিলোক্যা উপত্তির্নিশি নিশি চ প্রলয়ো ভবতীতি দর্শয়িষ্যন্ ব্রহ্মণোঽহোরাত্রয়োঃ প্রমাণমাহ সহস্রেতি। সহস্রং যুগানি পর্য্যন্তোঽবসানং যস্য তদ্ব্রহ্মণো যদহস্তদ্যে বিদুঃ যুগসহস্রমন্তো যস্যাস্তাং রাত্রিঞ্চ যোগবলেন যে

আমাদের এই জগতে চন্দ্র সূর্য্যের উদয় এবং অস্তের দ্বারা যেমন মনুষ্যলোকে দিবা রাত্রির পরিচয় হইয়া থাকে, সেইরূপ একটী অসীম ধ্রুব সূর্য্যলোকের পরিবেষ্টনে ব্রহ্মলোকেরও দিবা রাত্রির কল্পনা হইয়া থাকে। সেস্থলে মনুষ্য পরিমাণের চারি যুগে দেব

আভাস।

যা পদার্থ ব্যক্ত মূর্ত্তিতে পরিদৃষ্ট হইয়াছে, সকলকেই পুনঃ অব্যক্ত মূর্ত্তি ধারণে লীন হইতে হয়। ব্রহ্মলোকেরও লীনভাব পাইতে হইবে। তবে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ীত্বের পরিচয়ে মাত্র, শাস্ত্র অমর শব্দের কীর্ত্তন করিয়াছেন॥ ১৬॥

এক্ষণে সেই ব্রহ্মলোকের স্থায়িত্বকাল যে কত, তাহাই এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ১৭২৮০০০ বর্ষ সত্যযুগের পরিমাণ; ১২৯৬০০০ বর্ষ ত্রেতাযুগ,

রাত্রিং যুগ-সহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

জানন্তি, তে জনাঃ অহো-রাত্রবিদঃ ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কে বিদুরিত্যাহ তে অহোরাত্রবিদঃ কালসংখ্যাবিদঃ জনাঃ ইত্যর্থঃ। যত এবং কালপরিচ্ছিন্নাস্তেঽতএব পুনরাবর্ত্তিনঃ লোকাঃ ॥ ১৭ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

উক্তমেব হেতুমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুত্তরশ্লোকেন সাধয়তি কথমিত্যাদিনা। যথোক্তা-হোরাত্রাবয়বমাসর্ত্ত্বয়নসম্বৎসরাবয়ব শতসংখ্যায়ুরবচ্ছিন্নত্বাং প্রজাপতেস্তদন্তর্ব্বর্ত্তিনা-মপি লোকানাং যথাযোগ্যকালপরিচ্ছিন্নত্বেন পুনরাবৃত্তিরিত্যভিপ্রেত্য ব্যাচষ্টে সহস্রেত্যাদিনা ॥ ১৭ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

বিদুস্তএব সর্ব্বজ্ঞা জনা অহোরাত্রবিদঃ। যেষান্তু কেবলং চন্দ্রাদিত্যগত্যৈব জ্ঞানং তে তথাহোরাত্রবিদোঃ ন ভবন্তি অল্পদর্শিত্বাৎ,। যুগশব্দেনাত্র চতুর্যুগমভিপ্রেতং চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্তেঃ, ব্রহ্মণ ইতি চ মহর্লোকা-দিবাসিনামুপলক্ষণার্থং। তত্রায়ং কালগণনাপ্রকারঃ, মনুষ্যাণাং যদ্বর্ষং তদ্দেবা-নামহোরাত্রং তাদৃশৈরহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিকল্পনয়া দ্বাদশভি বর্ষসহস্রৈশ্চতুর্যুগং ভবতি, চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনং তাবৎপ্রমাণৈব রাত্রিস্তাদৃশৈশ্চাহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ পরমায়ুরিতি ॥ ১৭ ॥

লোকের এক যুগ; তাদৃশ সহস্র যুগে অর্থাৎ মনুষ্য পরিমাণের চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন এবং দেব পরিমাণে সহস্র এবং মনুষ্য পরিমাণে চারি-সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি। এই ব্রহ্মার দিবা রাত্রির ধারণা যাঁহারা করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত যোগী ও অহোরাত্রজ্ঞ ॥ ১৭ ॥

আভাস।

৮৬৪০০০ বর্ষ দ্বাপর এবং কলিযুগ ৪৩২০০০ বর্ষ। মনুষ্য পরিমাণে এই যুগ চতুষ্টয়ের গণনায় যে ৪৩২০০০০ বর্ষ, তাহাতে দেবলোকের একযুগ হয়। এইরূপ দেব পরিমাণের সহস্রযুগ ব্যাপিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার এক দিন এবং এক সহস্র যুগে এক রাত্রি হয়। এইরূপ পঞ্চাশ দিবসে ব্রহ্মার এক পক্ষ এবং

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।

অন্বয়ঃ।

অহরাগমে ব্রহ্মণঃ দিনস্য আরম্ভে অব্যক্তাৎ কারণরূপেণ বিদ্যমানায়াঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রজাপতেরহনি যদ্ ভবতি রাত্রৌ চ তদুচ্যতে। অব্যক্তাৎ অব্যক্তং প্রজাপতেঃ স্বাপাবস্থা, তস্মাদব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ ব্যজ্যন্তে ইতি ব্যক্তয়ঃ স্থাবরজঙ্গম-লক্ষণাঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্তি অভিব্যজ্যন্তে ; অহ্নঃ আগমঃ অহরাগমঃ তস্মিন্ অহরা-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অক্ষরার্থমুক্ত্বা তাৎপর্য্যার্থমাহ যত ইতি। যৎ প্রজাপতেরহস্তদ্যুগসহস্রপরি-মিতং যা চ তস্য রাত্রিঃ সাপি তথেতি কালবিদামভিপ্রায়মনুসৃত্য ব্রাহ্ম্যস্যাহোরাত্রস্য কালপরিমাণং দর্শয়িত্বা তত্রৈব বিভজ্য কার্য্যং কথয়তি প্রজাপতেরিতি। অব্যক্ত-

স্বামিকৃতটীকা।

ততঃ কিমত আহ অব্যক্তাদিত্যাদি। কার্য্যস্যাব্যক্তরূপং কারণাত্মকং তস্মা-দব্যক্তাৎ কারণরূপাৎ ব্যজ্যন্ত ইতি ব্যক্তয় শ্চরাচরাণি ভূতানি প্রাদুর্ভবন্তি, কদা, অহরাগমে ব্রহ্মণো দিবসস্যোপক্রমে, তথা রাত্রেরাগমে ব্রহ্মশয়নে তস্মিন্নেবা-

ব্রহ্মার দিবার আগমে মহাশক্তি অব্যক্তা প্রকৃতির অন্তর হইতে

আভাস।

দুই পক্ষে এক মাস ; দ্বাদশ মাসে এক বৎসর এবং শত বৎসরে ব্রহ্মার পরমায়ুঃ। তৎপরে ব্রহ্মারও মৃত্যু। এতদর্থে দর্শনকার সাংখ্যাচার্য্য, সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদীতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, "তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ। লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তে স্তস্মাৎ দুঃখং স্বভাবেন ॥ ৫৫ ॥ সাংখ্যচার্য্যের এই কারিকাতে স্পষ্টত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, চেতন পুরুষমাত্রেই জরা বা মরণ-জনিত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। লিঙ্গদেহে যে চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ অবস্থান করেন, তিনি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ চৈতন্য, কি তৎসঙ্গে প্রকৃতিও বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপে অবিনাভাবে বিদ্যমান আছেন কি না? এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃতি ও পুরুষ কখন পৃথক্ভাবে অবস্থিত নহেন। এতদর্থে শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং। তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ মায়া বা প্রকৃতি নামে যে মহাশক্তির উল্লেখ সমগ্র শাস্ত্র সাগরেই আছে, সেই প্রকৃতি মহেশ্বর পরমাত্মারই শক্তি। শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধে কার্য্যত পার্থক্যের পরিচয় অনুভূত

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।

প্রকৃতেঃ সকাশাৎ সর্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ ভূতানি প্রভবন্তি প্রাদুর্ভবন্তি তথা ব্রহ্মণঃ রাত্র্যাগমে অব্যক্ত-সংজ্ঞকে কারণরূপে প্রধানে প্রলয়ং যান্তি প্রলীয়ন্তে ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

গমে কালে ব্রহ্মণঃ প্রবোধ-কালে তথা রাত্র্যাগমেঃ ব্রহ্মণঃ স্বাপকালে প্রলীয়ন্তে সর্ব্বা ব্যক্তয়ঃ তত্রৈব পূর্ব্বোক্তে অব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মব্যাকৃতমিতিশঙ্কাং বারয়তি অব্যক্তমিত্যাদিনা। জাতিপ্রতিযোগিভূতা ব্যক্তীর্ব্যা-বর্ত্তয়তি স্থাবরেতি। অসৎপত্তিপ্রসক্তিং প্রত্যাদিশতি অভিব্যজ্যন্ত ইতি। পূর্ব্বোক্ত-মব্যক্তসংজ্ঞকং স্বাপাবস্থং ব্রহ্ম প্রজাপতিশব্দিতং তস্মিন্নিতি যাবৎ ॥ ১৮ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

ব্যক্তসংজ্ঞকে কারণরূপে প্রলয়ং যান্তি। যদ্বা তেহহোরাত্রবিদ ইত্যেতন্ন বিধীয়তে কিন্তু তে প্রসিদ্ধা অহোরাত্রবিদো জনা ব্রহ্মণো যদহর্ব্বিংস্তস্য আগমেহব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্তি যাঞ্চ রাত্রিং বিদুস্তস্যা রাত্রেরাগমে প্রলীয়ন্ত ইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥ ১৮ ॥

যাবতীয় পদার্থ ব্যক্তভাব ধারণে প্রতীত হয় এবং রাত্র্যাগমে সেই মহাশক্তিতে এই সমস্ত দৃশ্যভাব অব্যক্ত মূর্ত্তিতে প্রলীন হইয়া যায় ॥ ১৮ ॥

আভাস।

হইলেও, কেহ কখন পরস্পরকে পরিত্যাগ করিয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করিতে পারেন না। কারণ চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষে যেমন বুঝিবার ব্যাপার বা ক্রিয়া মিলিত আছে, করিবার সঙ্গে কার্য্যের বোধও মিলিত আছে। সুতরাং বুঝিবার শক্তি জ্ঞান এবং করিবার শক্তি প্রকৃতি উভয়ে অবিনাভাবে পরস্পরে একাত্মরূপে চির বিদ্যমান রহিয়াছেন। মানব যখন নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতি দৃষ্টি করেন, তখনই তাঁহার কার্য্যের উদ্‌যোগ হয়, সেইরূপ পরমাত্মা যখন "স ঐক্ষত বহুঃস্যাম্ প্রজায়েয়, আমি বহু হইব, জ্ঞানে নিজের শক্তির প্রতি দৃষ্টি করেন, তখনই তাহাতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির উদ্‌যোগ হয়; এবং যখনই শক্তির প্রতি দৃষ্টির উপসং-

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।

অন্বয়ঃ।

হে পার্থ! (যঃ পূর্ব্বকল্পে অসীৎ) সঃ এব অয়ং ভূতগ্রামঃ স্থাবর-জঙ্গমাত্মকঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

অকৃতাভ্যাগম-কৃতবিপ্রণাশদোষপরিহারার্থং বন্ধমোক্ষশাস্ত্র-প্রবৃত্তি-সাফল্যপ্রদর্শ-

আনন্দগিরিকৃতটীকা

নমু প্রবোধকালে ব্রহ্মণো যো ভূতগ্রামো ভূত্বা তস্যৈব স্বাপকালে বিলীয়তে তস্মাদন্যো ভূয়ো ভূয়ো ব্রহ্মণোঽহরাগমে ভূত্বা পুনঃ রাত্র্যাগমে পরবশো বিনশ্যতি

স্বামিকৃতটীকা।

তত্র চ কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমশঙ্কাং বারয়ন্ বৈরাগ্যার্থং সৃষ্টিপ্রলয়-প্রবাহস্যাবিচ্ছেদং দর্শয়তি ভূতগ্রাম ইতি। ভূতানাং চরাচরপ্রাণিনাং গ্রামঃ সমূহো যঃ প্রাগাসীৎ

ব্যক্ত ভাবে প্রকাশের নাম জন্ম এবং অব্যক্ত ভাবে লীন হইবার পদ্ধতিতে যে মৃত্যু, এই ধারাবাহিক নিয়মের অনুরোধে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত-গ্রাম সেই কাল স্রোতে অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবাগমে

আভাস।

হারে আত্মস্বরূপের নিস্তব্ধ ভাবের প্রতি দৃষ্টি করেন, তখনই তিনি শক্তিহীন চৈতন্য স্বরূপে বিশ্রাম করেন। কিন্তু তখনও তাঁহার বৈষ্ণবী শক্তির অপলোপ হয় না; নিষ্ক্রিয় ভাবে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় তাঁহার বিশ্রাম চৈতন্যস্বরূপেই ঘটে। চৈতন্য স্বরূপেরও নিষ্ক্রিয়ং নিষ্কলং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত ভাবে বিশ্রামের উল্লেখ আছে। অতএব বেদান্ত, সাংখ্য এবং পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনকার প্রত্যেকে অদ্বিতীয় পরমাত্মা, পরম পুরুষ এবং ঈশ্বর নাম দিয়া যিনিই সেই পরমেশের কল্পনা করুন, প্রকৃতি ও পুরুষের অবিনাভাব সম্বন্ধ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এতদর্থে কাহারও কোন মতদ্বৈধ নাই। কেবল সাংখ্যমতে পুরুষ বহুত্বং সিদ্ধং" কথাটীতে অদ্বৈত-বাদী বেদান্তের সহিত মতদ্বৈধত্বের ন্যায় পরিচয় হইলেও, "বহুস্যাম প্রজায়েয়" শ্রুতি বচনে বহুত্বেরও স্বীকার করা হইয়াছে।

মানব নির্জ্জনে নিঃসঙ্গ ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক যত প্রকার কল্পনা করেন, প্রত্যেক কল্পনাই তাঁহার এক একটী ভাব-দেহ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কারণ এই ভাবেই চৈতন্যস্বরূপের নিজ শক্তির প্রতি দৃষ্টির পতন! যাহাকে সাংখ্যকার সংযোগ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই দৃষ্টির ফলে যে ভাবদেহ, তাহাই বেদান্তের

রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।

ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে রাত্র্যাগমে, তথা অবশঃ এব অহরাগমে প্রভবতি ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

নার্থম্ অবিদ্যাদিক্লেশমূলকর্ম্মাশয়বশাচ্চ অবশো ভূতগ্রামঃ ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ইত্যতঃ সংসারে বৈরাগ্যপ্রদর্শনার্থঞ্চেদমাহ। ভূতগ্রামঃ ভূতসমুদায়ঃ স্থাবর-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তদেবং প্রত্যবান্তরকল্পং ভূতগ্রামবিভাগো ভবেদিত্যাশঙ্ক্যানন্তরশ্লোকতাৎপর্য্যমাহ অকৃতেতি। প্রতিকল্পং প্রাণিনিকায়স্য ভিন্নত্বে সতি অকৃতাভ্যাগমাদিদোষপ্রসঙ্গা-ত্তৎপরিহারার্থং ভূতগ্রামস্য প্রতিকল্পমৈক্যমাস্থেয়মিত্যর্থঃ। যদি স্থাবর জঙ্গম লক্ষণ-প্রাণিনিকায়স্য প্রতিকল্পমন্যথাত্বং তদেকস্য বন্ধমোক্ষান্বয়িনোঽভাবাৎ কাণ্ডদ্বয়া-

স্বামিকৃতটীকা।

স এবায়মহরাগমে ভূত্বা রাত্রেরাগমে প্রলীয়তে; প্রলীয় প্রলীয় পুনরপ্যহরাগমে ঽবশঃ কর্ম্মাদিপরতন্ত্রঃ সন্ প্রভবতি নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

একবার ব্যক্ত মূর্ত্তিতে প্রতীত হইয়া যেন জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে, আবার ব্রহ্ম রাত্রির আগমে অব্যক্ত মূর্ত্তিতে সেই প্রধানা প্রকৃতিতেই লীন হইয়া যেন আত্ম-ধ্বংসের পরিচয় দিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

আভাস।

কারণ-দেহ এবং সাংখ্যকারের লিঙ্গদেহ। এই কারণ বা লিঙ্গ-দেহই উত্ত-রোত্তর সূক্ষ্ম-দেহ এবং স্থূল-দেহের মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া, স্থূল ভোগ্য জগতের সহিত সম্বন্ধ ঘটায়। পাঠকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, শক্তিমান্ চৈতন্যস্বরূপই যখন নিজ শক্তির প্রতি দৃষ্টি করেন, তখনই তিনি পুরুষ! ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি যখন অনন্ত, অথচ তাঁহার গুণত্রয়ের বৈষম্যও যখন অনন্ত, তখন তাঁহাতে দৃষ্টি করায়, চৈতন্যস্বরূপ অদ্বিতীয় এবং অনন্ত হইলেও, শক্তির বৈচিত্র্য-নিবন্ধন পুরু-ষেরও বহুত্ব সুতরাং স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। এক জন মানব স্বকীয় স্ত্রী পুত্র বিষয় ক্ষেত্র এবং অন্যান্য সম্পর্কের অনুরোধে এবং তদনুকূল বা প্রতিকূল মনোগত ভাবের অনুরোধে আপনাকে যেমন বহু ভাগে ও নামে বিভক্ত বলিয়া মনে করেন, কাহার সম্বন্ধে পিতা, ভ্রাতা, সুখী, দুঃখী প্রভৃতি এক আপনাকেই বিভক্ত মনে করেন,

শাঙ্করভাষ্যম্।

জঙ্গমলক্ষণো যঃ পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে আসীৎ স এবায়ং নান্যো ভূত্বা ভূত্বা অহরাগমে, প্রলীয়তে পুনঃ পুনঃ রাত্র্যাগমে অহ্নঃ ক্ষয়ে অবশঃ অস্বতন্ত্রঃ এব পার্থ প্রভবতি জায়তে স এবাহরাগমে ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অনো বন্ধমোক্ষার্থস্য শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিরফলা প্রসজ্যেত অতস্তৎসাফল্যার্থমপি প্রতিকল্পং প্রাণিবর্গস্য নবীনত্বানুপপত্তিরিত্যাহ বন্ধেতি। কথং পুনর্ভূতসমুদায়োঽস্বতন্ত্রঃ সন্নবশো ভূত্বা ভূত্বা প্রবিলীয়তে তত্রাহ অবিদ্যাদীতি। আদিশব্দেনাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশা গৃহ্যন্তে, যথোক্তং ক্লেশপঞ্চকং মূলং প্রতিলভ্য কল্পং প্রতিলভ্য ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক-কর্ম্মরাশিরুদ্ভবতি তদ্বশাদেবাস্বতন্ত্রো ভূতসমুদায়ো জন্মবিনাশাবনুভবতীত্যর্থঃ। প্রাণিনিকায়স্য জন্মনাশাভ্যাসোক্তেরর্থসিদ্ধমর্থমাহ ইত্যত ইতি। সংসারে বিপরিবর্ত্তমানানাং প্রাণিনামস্বাতন্ত্র্যাদবশানামেব জন্মমরণপ্রবন্ধসম্বন্ধাৎ অলমনেন সংসারেণেতি বৈতৃষ্ণ্যং তস্মিন্ প্রদর্শনীয়ং তদর্থঞ্চেদম্ভূতানামহোরাত্রমাবৃত্তিবচনমিত্যর্থঃ, সমনন্তরবাক্যমিদমা পরামৃশ্যতে। রাত্র্যাগমে লয়মনুভবতোঽহরাগমে চ প্রভবং প্রতিপদ্যমানস্য প্রাণিবর্গস্য তুল্যং পারবশ্যমিত্যাশয়বানাহ অহ্ন ইতি ॥ ১৯ ॥

আভাস।

সেইরূপ এক পরমেশই বৃত্তি-বিশেষে জীব এবং বৃত্তির উপশমে শিব হইয়া থাকেন। বেদান্ত সমষ্টি জীবাত্মাকেই পরব্রহ্ম এবং ব্যষ্টি অর্থাৎ প্রকৃতির বৈচিত্র্যে বহু ভাগগ্রস্ত মায়ার প্রতি অবলোকন-কারী চৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মাকে পুরুষ-নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এই পুরুষই অতি নিকৃষ্ট তির্য্যক্ যোনি হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত জ্ঞানমূর্ত্তি জীবাত্মা সাজিয়া নিজের সৃষ্টির পরিচয় নিজেই গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং নিকৃষ্টের যেমন জন্ম-মরণের পরিচয় আছে, উৎকৃষ্টেরও সেইরূপ জন্ম, জরা ও মরণাদির পরিচয় অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। অতএব ব্যক্ত মূর্ত্তিতে যে কোন লোকালয় বা ভুবন নামে স্থান এবং তত্রত্য জীব-নিচয় আছে, সকলেই কালের অধীন; কালক্রমে সকলেরই আবির্ভাব বা তিরোভাব ঘটিয়া থাকে; চিরস্থায়ী কেহই নাই। ব্রহ্মার দিনে অর্থাৎ প্রবোধ-কালে, তাঁহার অব্যক্ত ভাব হইতে এই ব্যক্ত ভুবন সমূহ ব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত হইয়া, জ্ঞানের বিষয়-রূপে পরিচিত হয়; এবং জ্ঞাতা পুরুষও জাগিয়া উঠেন এবং ভোগের দ্বারা ঈশ-সৃষ্ট জগৎকে প্রত্যক্ষ

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎসনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ।

তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তাৎ অব্যক্তাৎ তু পরঃ উৎকৃষ্টঃ অন্যঃ সনাতনঃ নিত্যসিদ্ধঃ অব্যক্তঃ যঃ ভাবঃ অক্ষরঃ ইতি অস্তি সঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু অপি ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যদুপন্যস্তমক্ষরং তস্য প্রাপ্ত্যুপায়ো নির্দ্দিষ্ট ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মেত্যাদিনাথেদানীমক্ষরস্যৈব স্বরূপনির্দ্দিদিক্ষয়েদমুচ্যতে পর ইতি। অনেন যোগমার্গেণেদং গন্ত-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমমিত্যুপক্রম্য তদনুপযুক্তং কিমিদমন্যদুক্তমিত্যাশঙ্ক্য বৃত্তমনূদ্যানন্তরগ্রন্থসঙ্গতিমাহ যদুপন্যস্তমিতি। অক্ষর-স্বরূপে নির্দ্দিদিক্ষিতে তস্মিন্ পূর্ব্বোক্তযোগমার্গস্য কথমুপযোগঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেনেত্যাহ অনে-

এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাবের পূর্ণ আধার প্রকৃতিরও আধার-রূপে অপর একটী পরম ভাব অব্যক্ত চিন্ময়মূর্ত্তিতে চির বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই অনন্ত ভূত-সমূহ বিনষ্ট হইবার ন্যায়, সম্পূর্ণ বিলীন হইলেও, তিনি নিত্য সিদ্ধের ন্যায় আত্মস্বরূপে পরম জ্ঞানজ্যোতিতে বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ ২০ ॥

আভাস।

করেন। ব্রহ্মার রাত্রি অর্থাৎ স্বাপাবস্থায় এই ব্যক্ত জগৎ অব্যক্তে লীন হইয়া পড়ে এবং চিদাভাস পুরুষও অজ্ঞানে অভিভূতের ন্যায় নিমগ্ন থাকেন। অতএব ভোগের দ্বারা পরীক্ষার প্রবৃত্তি যত কাল পুরুষ-হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিবে, তত কাল এই জন্ম-মরণরূপ সংসার-প্রবাহ হইতে জীবাত্মার নিস্তার নাই ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

এই শ্লোকে অক্ষর-স্বরূপের নির্ণয় করা হইয়াছে। ব্যক্ত এবং অব্যক্ত বলিয়া পূর্ব্ব শ্লোকে যে ভাবের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে সমস্ত ভাবই জড় এবং জ্ঞানের বিষয়; এবং সৃষ্ট পদার্থ। যিনি বিষয়ী অর্থাৎ সাক্ষী চেতা এবং সৃজনকারী, যাঁহার ক্রোড়ে এই অনন্ত পরিবর্ত্তনের ব্যাপার ঘটিতেছে,

শাঙ্করভাষ্যম্।

ব্যমিতি। পরস্তস্মাদিতি পরো ব্যতিরিক্তো ভিন্নঃ কুতস্তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তাদব্যক্তাৎ তু-শব্দোঽব্যক্তাক্ষরস্য বিবক্ষিতস্য ব্যক্তাদ্বৈলক্ষণ্যবিশেষণার্থঃ, ভাবোঽক্ষরাখ্যং পরং ব্রহ্ম, ব্যতিরিক্তত্বে সত্যপি সালক্ষণ্য-প্রসঙ্গোঽস্তীতি তদ্বিনিবৃত্ত্যর্থমাহ অন্য

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নেতি। গন্তব্যমিতি যোগমার্গোক্তিরুপযুক্তেতিশেষঃ পূর্ব্বোক্তাদব্যক্তাদিতি সম্বন্ধঃ। পরশব্দস্য ব্যতিরিক্তবিষয়ত্বে তুশব্দেন বৈলক্ষণ্যমুক্ত্বা পুনরন্যশব্দ-প্রয়োগাৎ পৌনরুক্ত্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ ব্যতিরিক্তত্ব ইতি। তুনা দ্যোতিতং বৈলক্ষণ্য-মন্যশব্দেন প্রকটিতম্। যতো ভিন্নেষপি ভাবভেদেষু সালক্ষণ্যমালক্ষ্যতে ততশ্চা-ব্যক্তাদ্ভিন্নত্বেঽপি ব্রহ্মণ স্তেন সাদৃশ্যমাশঙ্কতে। তন্নিবৃত্ত্যর্থমন্যপদমিত্যর্থঃ। যদ্বা

স্বামিকৃতটীকা।

লোকানামনিত্যত্বং প্রপঞ্চ্য পরমেশ্বর-স্বরূপস্য নিত্যত্বং প্রপঞ্চয়তি পর ইতি দ্বাভ্যাং। তস্মাচ্চরাচরকারণভূতাদব্যক্তাৎ পরস্তস্যাপি কারণভূতো যোঽন্যস্তদ্বি-লক্ষণোঽব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্যগোচরো ভাবঃ সনাতনোঽনাদিঃ স তু সর্ব্বেষু কার্য্যকারণ-লক্ষণেষু ভূতেষু নশ্যৎস্বপি ন বিনশ্যতি॥ ২০॥

আভাস।

যিনি চৈতন্য ঘন-বিগ্রহে অবস্থান পূর্ব্বক নিজ শক্তির প্রসারণে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে একবার ব্যক্ত মূর্ত্তিতে এবং আবার অব্যক্ত মূর্ত্তিতে পরিচালিত করিতেছেন, তিনি এই সমস্ত সৃষ্টির প্রবাহ হইতে সম্পূর্ণ পর; অর্থাৎ অতীত। এবং নিত্য-সিদ্ধ মূর্ত্তিতে স্বয়ং চির-বিদ্যমান তিনিই প্রকৃত অক্ষর শব্দ-বাচ্য। তাঁহাকে মন বুদ্ধি অহঙ্কার বা ইন্দ্রিয়গ্রাম গ্রহণে অর্থাৎ অবধারণে সক্ষম হয় না। কারণ তিনি বিষয় নহেন; তিনিই বিষয়ের নেতা, অন্তর্য্যামী সাক্ষী এবং অনুভব-কর্ত্তা; সুতরাং প্রকৃত বিষয়ীই তিনি। "তাঁহাকে ধরিতে না পারিলে, সংসার-ভ্রমণ হইতে নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু তাঁহাকে ধরিবার ত কোন উপায় নাই! কারণ তিনি জ্ঞানেরও বিষয় নহেন; তিনি সম্পূর্ণ বিষয়ী। তবে তাঁহার শরণাগত হওয়া মাত্র এক উপায় আছে। শরণাগত হইতে হইলে, আত্ম-সমর্পণ করিতে হয়। এক্ষণে কি দিয়ে, আত্ম-সমর্পণ করা হয়, তাহাই বিচারের বিষয়। আপনাকে সমর্পণ করাই মূল মন্ত্র। যে আপনি বা আত্মা বলিয়া, জীব! তুমি কাহাকে নির্দ্দেশ করিবে? দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া মন, বুদ্ধি,

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইতি। অন্যো বিলক্ষণঃ স চাব্যক্তোঽনিন্দ্রিয়গোচরঃ, পরস্তস্মাদিত্যুক্তং কস্মাৎ পুনঃ পরঃ পূর্ব্বোক্তাদ্ভূতগ্রামবীজভূতাদবিদ্যালক্ষণাদব্যক্তাদন্যো বিলক্ষণো ভাব ইত্যভিপ্রায়ঃ, সনাতনশ্চিরন্তনো যঃ স ভাবঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ ২০॥

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

পরশব্দস্য প্রকৃষ্টবাচিনো ভাববিশেষণার্থত্বে পুনরুক্তিশঙ্কৈব নাস্তীতি দ্রষ্টব্যম্ অনাদিভাবস্যাক্ষরস্যাবিনাশিত্বমর্থসিদ্ধং সমর্থয়তে যঃ স ভাব ইতি। সর্ব্বং হি বিনশ্যদ্বিকারজাতং পুরুষান্তঃ বিনশ্যতি সত্তু বিনাশহেত্বভাবাপন্ন বিনষ্টি-মর্হতীত্যর্থঃ॥ ২০॥

আভাস।

অহঙ্কার, চিত্ত এবং জ্ঞানকে পর্য্যন্ত আমরা আমি বা আত্মা বলিয়াই ত বুঝি। এ সমস্ত তাঁহাকে সমর্পণ করিলে ত আত্ম-সমর্পণ করা হইবে না। কারণ যিনি যেমন তাঁহাকে তাদৃশ বস্তু না দিলে ত তিনি তাহা স্বীকার করিবেন না। এক্ষণে আমার নিকট তাদৃশ বস্তু কি আছে, যাহা অব্যক্ত মূর্ত্তিতে নিত্য নিরন্তর ভাবে আমার নিকট আছে! তদুত্তরে দেখা যায় যে, এক চৈতন্য-স্বরূপ জ্ঞানই আমার নিকট আছে, যাহা আমার কিছু না থাকিলেও সেটী চির-বিদ্যমান রহিয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন, সর্ব্ববাধে ন কিঞ্চিৎ চেৎ যন্ন কিঞ্চিৎ তদেব তৎ॥ বাহ্যিক বিষয়ের কথা দূরে থাকুক, আন্তরিক শোক মোহাদি চিন্তার বিষয়-সমূহেরও অভাবে, হৃদয়ে যখন কিছুই নাই বলিয়া যে আমি জ্ঞান অভাবেরও সাক্ষীরূপে নিরন্তর বিদ্যমান থাকে, সেইটীই আমার প্রকৃত অব্যক্ত ভাব। যাহাকে আমি বলিয়া আমরা স্বীকার করিয়া থাকি। এই জ্ঞান-মূর্ত্তি আমিই যাবদীয় ভাব বস্তু বা তাহাদের অভাবেরও প্রতীতি করে। এই জ্ঞানমূর্ত্তি আমিটীকে মাত্র পরমাত্মাকে সমর্পণ করিতে পারিলে, সংসার-জ্বালা হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায়। পরমেশ যেমন সংসারের অতীত বস্তু, সেইরূপ আমার কেবল এই আমি-জ্ঞানটীও সংসারের অতীত বস্তু! সুতরাং এই দুইটীই সংসারের অতীত ও অক্ষর ভাবে নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন। এই দুইয়ের একত্র মিলন করাই সম্পূর্ণ সম্ভব। অতএব যে দিন আমি বিষয়ের অনুসন্ধান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, যিনি এই সংসারকে একবার ব্যক্ত-মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিতেছেন, আমার অব্যক্ত-মূর্ত্তিতে স্বীয় অন্তরে নিবিষ্ট করিয়া স্বয়ং অব্যক্ত ভাবে বিরাজ করিতেছেন,

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ২১॥

অন্বয়ঃ।

সঃ অব্যক্তঃ ভাবঃ এব অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ ; তং এবং পরমাং মদীয়াং গতিং আহুঃ ; যং অক্ষরাখ্যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তৎ এব মম পরমং ধাম॥ ২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অব্যক্তইতি। যোঽসাবব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমেবাক্ষরসংজ্ঞকমব্যক্তং ভাবং আহুঃ পরমাং প্রকৃষ্টাং গতিং যং ভাবং প্রাপ্য গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে সংসারায়, তদ্ধাম স্থানং পরমং প্রকৃষ্টং মম বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যর্থঃ॥ ২১॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যথোক্তেঽব্যক্তে ভাবে শ্রুতিসম্মতিমাহ অব্যক্ত ইতি। তস্য পরমগতিত্বং সাধয়তি যং প্রাপ্যেতি। যোঽসাবব্যক্তো ভাবোঽত্র দর্শিতঃ সঃ "যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যম্" ইত্যাদিশ্রুতাবক্ষর ইত্যুক্তঃ তং চাক্ষরং ভাবং পরমাং গতিং "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো বদন্তীত্যাহ যোঽসাবিতি। পরমপুরুষস্য পরমগতিত্বমুক্তং ব্যনক্তি যং ভাবমিতি। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইতি শ্রুতিমত্র সংবাদয়তি তদ্ধামেতি॥ ২১॥

স্বামিকৃতটীকা।

অবিনাশে প্রমাণং দর্শয়ন্নাহ অব্যক্ত ইতি। যো ভাবোঽব্যক্তোঽতীন্দ্রিয়ঃ অক্ষরঃ প্রবেশ-নাশ-শূন্য ইতি তথা অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বমিত্যাদিশ্রুতিষক্ষর ইত্যুক্তঃ, তং পরমাং গতিং গম্যং পুরুষার্থমাহুঃ, পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিরিত্যাদিশ্রুতয়ঃ, পরমগতিত্বমেবাহ যং প্রাপ্য ন পুনর্নিবর্ত্তন্ত ইতি। তচ্চ মমৈব ধাম স্বরূপং, মমেত্যুপচারে ষষ্ঠি রাহোঃ শির ইতিবৎ, অতোঽহমেব পরমা গতিরিত্যর্থঃ॥ ২১॥

এই পরম ভাবই প্রকৃত অক্ষর নামে অভিহিত। ইনিই জীবের পরম গতি ও আমার পরম ধাম। এইধামে গমন করিলে জীবকে আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। ২১।

আভাস।

তাঁহার অনুসন্ধানার্থ আপনাকে নিয়োগ করিতে পারিব, সেই দিনই আমার তৎসমীপে শরণাগত হওয়া হইবে এবং আত্ম-সমর্পণে কৃতার্থ হওয়াও হইবে। বিদেশ-ভ্রমণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত পুত্রের প্রতি পিতার স্নেহ এবং বাৎসল্যরসের পরিচয়

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্য স্ত্বনন্যয়া ।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ ।

হে পার্থ ! ভূতানি স্থাবর-জঙ্গমানি, যস্য কারণভূতস্য অন্তঃস্থানি মধ্যে অন্তরে স্থিতানি, যেন চ কারণভূতেন ইদং সর্ব্বং জগৎ ততং ব্যাপ্তং, সঃ পরঃ প্রকৃতেঃ অতীতঃ পুরুষঃ অনন্যয়া ভক্ত্যা এব লভ্যঃ ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

তল্লব্ধেরুপায় উচ্যতে পুরুষ ইতি । পুরুষঃ পুরি শয়নাৎ পূর্ণত্বাদ্বা স পরঃ পার্থ পরো নিরতিশয়ো যস্মাৎ পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ, স ভক্ত্যা লভ্যস্ত্ব জ্ঞানলক্ষণয়া

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

নন্বব্যক্তাদতিরিক্তস্য তদ্বিলক্ষণস্য পরমপুরুষস্য প্রাপ্তৌ কশ্চিদসাধারণো হেতুরেষিতব্যো যস্মিন্ প্রেক্ষাপূর্ব্বকারী তৎপেক্ষয়া প্রবৃত্তো নির্বৃণোতি তত্রাহ তল্লব্ধেরিতি । পরস্য পুরুষস্য সর্ব্বকারণত্বং সর্ব্বব্যাপকত্বঞ্চ বিশেষণদ্বয়মুদাহরতি যস্যেতি । নিরতিশয়ত্বং বিশদয়তি যস্মাদিতি । তুশব্দোঽবধারণার্থঃ । ভক্তির্ভজনং ।

তাদৃশী পরমা শক্তির পরম পুরিতে আমি পরম পুরুষ নিত্য অধিষ্ঠিত আছি ! যাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তির অন্তরে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একবার প্রকাশ এবং একবার অপ্রকাশ মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে এবং যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও জ্ঞানবান্ মূর্ত্তিতে এই সংসারে সর্ব্বব্যাপী

আভাস ।

দিবার ন্যায়, পরম-পিতা পরমেশ্বরও সংসার-ভ্রমণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত জীব-নিচয়কে প্রাণভরা প্রেম ও আনন্দ বিতরণে চির-নিবৃত্ত করিয়া থাকেন ; এবং নিজের নিকট হইতে আর দূরে সংসার-ভ্রমণে প্রেরণ করেন না ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

পরমপুরুষ পরমাত্মাকে পাইতে হইলে, ভক্তির প্রয়োজন ; এবং বিষয়কে বিদূরিত করিতে হইলে, বিচারাত্মক জ্ঞানের প্রয়োজন । যে ভোগ্য বিষয়ের প্রেমে ব্যাকুল হইয়া জীবাত্মা ত্রিলোক পর্য্যটন করে, সেই যাবদীয় ভোগ বা ভোগ্য বিষয় সেই জীনাথের অন্তরে চির-বিদ্যমান যখন বুঝিতে পারিবে এবং যাবদীয় প্রেমানন্দ বিষয়ভোগে পরিতৃপ্তি বা অনুভূত হইতেছে, যে প্রেম বা আনন্দ

শাঙ্করভাষ্যম্।

অনন্যয়া আত্মবিষয়য়া যস্য পুরুষস্যান্তঃস্থানি মধ্যস্থানি কার্য্যভূতানি, কার্য্যং হি কারণস্যান্তর্ব্বর্ত্তি ভবতি যেন পুরুষেণ সর্ব্বমিদং জগত্ততং ব্যাপ্তং আকাশেনেব ঘটাদি ॥২২

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সেবা প্রদক্ষিণপ্রণামাদিলক্ষণা তাং ব্যাবর্ত্তয়তি জ্ঞানেতি। উক্তায়া ভক্তেবিষয়তো বৈশিষ্ট্যমাহ অনন্যয়েতি। কোঽসৌ পুরুষো যদ্বিষয়া ভক্তিস্তৎপ্রাপ্তৌ পর্য্যাপ্তে-ত্যাশঙ্ক্যোত্তরার্দ্ধং ব্যাচষ্টে যস্যেতি। কথম্ভূতানাং তদন্তঃস্থত্বং তত্রাহ কার্য্যং হীতি। "স পর্য্যগাৎ" ইতি শ্রুতিমাশ্রিত্যাহ যেনেতি ॥ ২২ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

তৎপ্রাপ্তৌ চ ভক্তিরন্তরঙ্গোপায় ইত্যুক্তমেবেত্যাহ পুরুষ ইতি। স চাহং পরঃ পুরুষোঽনন্যয়া ন বিদ্যতেঽন্যঃ শরণত্বেন যস্যা তয়া একান্তভক্ত্যৈব লভ্যো নান্যথা, পরত্বমেবাহ যস্য কারণভূতস্যান্তর্মধ্যে ভূতানি স্থিতানি যেন চ কারণ-ভূতেনেদং সর্ব্বং জগত্ততং ব্যাপ্তং ॥ ২২ ॥

হইয়া বিরাজ করিতেছেন! অহো! কেবল অনন্যা ভক্তির সহায়ে এই পরম পুরুষে যে জীব আত্মসমর্পণ করিতে পারে, সেই প্রকৃত সুখী হয়; সন্দেহ নাই ॥ ২২ ॥

আভাস।

ভোগ তাঁহারই স্বরূপ, এইটী বিচারের দ্বারা হৃদয়ে অবধারিত হইলে, জীবাত্মা আর বিষয়ের অভিমুখে অগ্রসর না হইয়া, সহজ-সাধ্য ভক্তির আশ্রয়ে ভগবা-নের অভিমুখে ধাবিত হইবে। শ্রুতি বলিয়াছেন, রসো বৈ সঃ; রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা নন্দী ভবতি। সূর্য্য-কিরণ জগৎকে আলোকিত করিয়া লোকলোচনকে যেমন দর্শন-যোগ্যতা প্রদান করে, ভগবানের প্রেমানন্দ বিস্তীর্ণ হইয়া, জগৎকে সেইরূপ প্রেমপূর্ণ করে। বিচারের দ্বারা জাগতিক প্রেমকে ঈশ্বরের প্রেম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলে, সেই প্রেমাধারকে পাইবার জন্য যে উৎকণ্ঠা, তাহারই নাম ভক্তি। উক্ত উৎকণ্ঠাই প্রেমাধার ভগবানের সমীপে ভক্তকে লইয়া যায়, এবং ভগবানও তাহার সুসারের কল্পে ভক্তকে উপযুক্ত অবলম্ব দেন ॥ ২২ ॥

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।

হে ভরতর্ষভ ভরতানাং ভরতবংশীয়ানাং ঋষভ শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! যত্র যস্মিন্ কালে প্রয়াতাঃ যোগিনঃ অনাবৃত্তিং অপুনরাবৃত্তিং যান্তি তথা যস্মিন্ চ কালে প্রয়াতাঃ আবৃত্তিং যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রকৃতানাং যোগিনাং প্রণবাবেশিতব্রহ্মবুদ্ধীনাং কালান্তরমুক্তিভাজাং তদ্ব্রহ্মপ্রতিপত্তয়ে উত্তরো মার্গো বক্তব্য ইতি যত্র কাল ইত্যাদিবিবক্ষিতার্থ-সমর্পণার্থং উচ্যতে আবৃত্তিমার্গোপন্যাস ইতরমার্গস্তুত্যর্থঃ যত্রেতি। যত্রকালে প্রয়াতা ইতি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নন্থ জ্ঞানায়ত্তা পরমপুরুষপ্রাপ্তিরুক্তা ন চ জ্ঞানং মার্গমপেক্ষ্য ফলায় কল্পতে, বিদুষো গত্যুৎক্রান্তিনিষেধশ্রুতেঃ। তথাচ মার্গোক্তিরযুক্তেত্যাশঙ্ক্য সগুণশরণানাং তদুপদেশোঽর্থবানিত্যভিপ্রেত্যাহ প্রকৃতানামিতি। বক্তব্য ইতি যত্র কাল ইত্যাদ্যুচ্যতে ইতি সম্বন্ধঃ। স চেদ্বক্তব্য স্তর্হি কিমিত্যধ্যাত্মাদিভাবেন সবিশেষং ব্রহ্ম ধ্যায়তাং ফলাপ্তয়ে মূর্দ্ধন্যনাড়ীসম্বন্ধে দেবযানে পথ্যুপাস্ততায় বক্তব্যে কালো নির্দিশ্যতে তত্রাহ বিবক্ষিতেতি। সোঽর্থো মার্গ স্তদ্বিশেষণত্বেন কালোক্তিরিত্যর্থঃ। পিতৃযান-মার্গোপন্যাস স্তর্হি কিমিতি ক্রিয়তে তত্রাহ আবৃত্তিমিতি। মার্গান্তরস্তা-

---

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মার দিবা ও রাত্রিরূপ কালও আমারই ইচ্ছাশক্তি! অতএব উপযোগিতা অনুসারে যোগী, জ্ঞানী ও কর্ম্মিগণ যে কালে প্রাণত্যাগ করিয়া যে যে গতি লাভ করিতে পারেন, অর্থাৎ যে সময়ে প্রাণত্যাগ করিলে পুনরাবৃত্তি করিতে হয় না, বা অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করিয়া তত্তৎ লোকে উপভোগের পর প্রত্যাগমন করিতে হয়, সেই সেই কালের কীর্ত্তন আমি করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর! ॥ ২৩ ॥

আভাস।

দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ পুরুষোত্তম! ত্রয়মেতন্মনুষ্যাণাং পিণ্ডিতং স্যাৎ ফলাবহং ॥ দৈব পুরুষকার এবং কাল এই তিনটী অনুকূল মূর্ত্তিতে মিলিত

শাঙ্করভাষ্যম্

ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। যত্র যস্মিন্ কালে ত্বনাবৃত্তিমপুনর্জন্ম আবৃত্তিং তদ্বিপরীতাঞ্চৈব যোগিন ইতি কর্ম্মিণশ্চোচ্যন্তে কর্ম্মিণস্তু গুণতঃ কর্ম্মযোগেন যোগিনামিতি বিশেষণাৎ তত্র বিভজ্যন্তে যোগিনঃ, যত্র কালে প্রয়াতা মৃতা যোগিনোঽনাবৃত্তিং যান্তি যত্র কালে চ প্রয়াতা মৃতা আবৃত্তিং যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বৃত্তিফলত্বাদস্য চানাবৃত্তিফলত্বাৎ তদপেক্ষয়া মহীয়ানয়মিতি স্তুতির্বিবক্ষিতেতি ভাবঃ। যোগিন ইতি ধ্যায়িনাং কর্ম্মিণাঞ্চ তন্ত্রেণাভিধানমিত্যাহ যোগিন ইতি। কথং কর্ম্মিষু যোগিশব্দো বর্ত্ততামিত্যাশঙ্ক্যানুষ্ঠানগুণযোগাদিত্যাহ কর্ম্মিণস্থিতি। গুণতো যোগিন ইতি সম্বন্ধঃ। তত্রৈব বাক্যোপক্রমস্যানুকূল্যমাহ কর্ম্মযোগেনেতি। অবশিষ্টান্যক্ষরাণি ব্যাচক্ষাণো বাক্যার্থমাহ যত্রেতি। যোগিনো ধ্যায়িনোঽত্র বিবক্ষিতা যে আবৃত্তাবধিকৃতা যোগিনঃ কর্ম্মিণ ইতি বিভাগঃ ॥ ২৩ ॥

স্বামিকৃতটীকা

তদেবং পরমেশ্বরোপাসকা স্তৎপদং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে অন্যে ত্বাবর্ত্তন্ত ইত্যুক্তং তত্র কেন মার্গেণ গতা নাবর্ত্তন্তে কেন বাবর্ত্তন্ত ইত্যপেক্ষায়ামাহ যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ কালে প্রয়াতা যোগিনোঽনাবৃত্তিং যান্তি যস্মিংশ্চ কালে প্রয়াতা আবৃত্তিং যান্তি তং কালং বক্ষ্যামীত্যন্বয়ঃ, অত্র চ রশ্ম্যনুসারী অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণ ইতি সূত্রিতন্যায়েনোত্তরায়ণাদিকালবিশেষ-মরণস্য ত্ববিবক্ষিতত্বাৎ কালশব্দেন কালাভিমানিনীভিরাতিবহিকীভির্দেবতাভিঃ প্রাপ্যো মার্গ উপলক্ষ্যতে, অতোঽয়মর্থঃ যস্মিন্ কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতে মার্গে প্রয়াতা যোগিন উপাসকাঃ কর্ম্মিণশ্চ যথাক্রমমনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চ যান্তি তং কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতং মার্গং কথয়িষ্যামীতি, অগ্নিজ্যোতিষোঃ কালাভিমানিত্বাভাবেঽপি ভূয়সামহরাদিশব্দোক্তানাং কালাভিমানিনাং সাহচর্য্যাদাম্রবনমিত্যাদিবৎ কালশব্দেনোপলক্ষণমবিরুদ্ধং ॥ ২৩ ॥

আভাস।

হইলে, প্রার্থিত ফল-প্রাপ্তির আর কোন প্রতিবন্ধক হয় না। কৃষিকার্য্যে যেমন উপযুক্ত বর্ষাদি কাল, দেবতার বারিবর্ষণ এবং কৃষকের হাল-সঞ্চালন প্রভৃতি জমীর চাষ তিনটীরই প্রয়োজন, সেইরূপ জন্ম-মরণ ব্যাপারেও জীবের কর্ম্ম, ভগবানের দয়া এবং অনুকূল কালের প্রয়োজন। এই তিনটীর অনুকূল সমাবেশের বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং জ্ঞানী যোগী বা কর্ম্মী হইলেই যে

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ ।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ

অগ্নির্জ্যোতিঃ অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা, অহঃ দিবসাভিমানিনী দেবতা, শুক্লঃ শুক্লপক্ষাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, উত্তরায়ণং উত্তরায়ণরূপাঃ ষণ্মাসাঃ তদভিমানিনী দেবতা তত্র মার্গে প্রয়াতাঃ ব্রহ্মবিদঃ জ্ঞানিনঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

তং কালমাহ অগ্নির্জ্যোতিরিতি । অগ্নিঃ কালাভিমানিনী দেবতা তথা জ্যোতির্দেবতৈব কালাভিমানিনী অথবা অগ্নিজ্যোতিষী যথাশ্রুতে এব দেবতে

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

কালপ্রাধান্যেন মার্গদ্বয়োপন্যাসমুপক্রম্য তমেব প্রধানীকৃত্য দেবাযানং পন্থানমবতারয়তি তং কালমিতি। যথোপক্রমং ব্যাখ্যায় যথাশ্রুতং ব্যাখ্যাতি অথবেতি। কথং তর্হি দেবতানামভিনেত্রীণাং গ্রহণে কালপ্রাধান্যেন নির্দ্দেশঃ

কালের প্রশংসায় প্রথম উত্তরায়ণ অর্থাৎ যে ছয় মাস সূর্য্যের উত্তরাভি মুখে গতি হয়; পুনঃ তন্মধ্যে শুক্ল পক্ষ, দিবাভাগ এবং অগ্নি জ্যোতির শুভাগমে মেঘাদি বিবর্জ্জিত সময়ে দেহত্যাগ করিলে, ব্রহ্মজ্ঞানী যোগী ব্রহ্ম স্বরূপ পরম লোকে গমন করেন ॥ ২৪ ॥

আভাস ।

সকলে নির্ব্বাণ মুক্তি সকল সময় পাইতে পারেন, তাহা নহে । নিজের কর্ম্ম, ভগবানের দয়া এবং শান্ত কালের প্রতীক্ষা করিতে হয় । জ্ঞানী বলিয়া দর্প করা বা নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে ; শরণাগত হইয়া ভগবানের নিকট সদগতির জন্য ভিক্ষার্থীর ন্যায় প্রার্থী থাকা কর্ত্তব্য । আবার সঞ্চিত কর্ম্মের বা তদ্‌ভোগের সমাপ্তির জন্য কালেরও প্রতীক্ষা করিতে হয় । কারণ প্রারব্ধের ক্ষয় না হইলে, জ্ঞানী বা যোগীরও যে মরণকালে উপযুক্ত কাল উপস্থিত হয় না, তাহারই পরিচয়ার্থ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন প্রভৃতি কালের উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

সপ্তশতি চণ্ডীতে প্রকাশ আছে ; দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিৎ রাত্র্যান্ধা তথা পরে । কেচিৎ দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিন স্তুল্যদৃষ্টয়ঃ । কোন কোন

শাঙ্করভাষ্যম্‌।

ভূয়সাং তু নির্দ্দেশঃ, যত্র কালে তং কালমিতি আম্রবনবৎ। তথা অহর্দ্দেবতা অহ-রভিমানিনী শুক্লঃ শুক্লপক্ষদেবতা। ষণ্মাসা উত্তরায়ণং তত্রাপি দেবতা এব মার্গভূতা ইতি স্থিতোঽন্যত্র ন্যায়ঃ। তত্র তস্মিন্ মার্গে প্রয়াতা মৃতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ম্রিয়তে তত্রাহ ভূয়সামিতি। মার্গদ্বয়েঽপি কালাদ্যভিমানিন্যো দেবতাঃ কাল-শব্দেনোচ্যন্তে। কালাভিমানিনীনাং ভূয়স্ত্বাৎ কালশব্দেন সর্ব্বাসাং দেবতানামুপলক্ষ-ণত্বং বিবক্ষিত্বা কালকথনমিত্যর্থঃ। যথাম্রাণাং ভূয়স্ত্বাদ্ বিদ্যমানেষ্বপি ক্রমান্তরেষু আম্রৈরেব বনং নির্দ্দিশ্যতে তদ্বদিত্যুদাহরণমাহ আম্রেতি। নন্বু মার্গচিহ্নানাং

স্বামিকৃতটীকা।

তত্রানাবৃত্তিমার্গমাহ অগ্নিরিতি। অগ্নির্জ্যোতিঃশব্দাভ্যাং তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভব-ন্তীতি শ্রুত্যুক্তার্চ্চিরভিমানিনী দেবতোপলক্ষ্যতে, অহরিতি দিবসাভিমানিনী, শুক্লইতি শুক্লপক্ষাভিমানিনী, উত্তরায়ণরূপাঃ ষণ্মাসা ইত্যুত্তরায়ণাভিমানিনী, এতচ্চান্যাসামপি শ্রুত্যুক্তানাং সম্বৎসরদেবলোকাদিদেবতানামুপলক্ষণার্থং, এবং-ভূতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতা গতা ভগবদুপাসক-জনা ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্তি যতস্তে ব্রহ্মবিদঃ তথাচ শ্রুতিঃ তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি অর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণ-পক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসানুদঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোকমিতি॥ ২৪॥

আভাস।

প্রাণী দিবা-ভাগে দেখিতে পায় না; যথা পেচকাদি। কেহ বা রাত্রিকালে দেখিতে পায় না; যথা পক্ষিগণ। কোন কোন প্রাণী উভয় দিন ও রাত্রিকালে তুল্য দৃষ্টিতে বিচরণ করে। সেইরূপ মৃত্যুকালেও দিবারাত্রি ও উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নাদি কালভেদে মৃত ব্যক্তির গতির বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে। কারণ সেই কালে সে পথের সজীব আচরণ প্রেতের অর্থাৎ মৃতব্যক্তির উপকার বা অপকার উভয়ই করিতে পারে। রাত্রিকালে ভূত প্রেত ও পিশাচাদিরই বিচরণ কাল; সুতরাং রাত্রিকালে মৃতব্যক্তির গমন-পথে পিশাচাদি ভোগীরই সম্বন্ধ ঘটে এবং তাঁহারা মৃত জীবাত্মাকে তাদৃশ গতি লাভ করান। দিবাভাগে মৃত-ব্যক্তির গতির পথে দেব-যোনির বিহার-কাল হয়। অতএব এই জগৎ হইতে অবসর লইয়া উত্তরোত্তর উন্নত পথে আরোহণ কালে দিবা রাত্রি ভেদে পথিকের

ধূমো রাত্রি স্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতি র্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ।

ধূমঃ ধূমাভিমানিনী দেবতা, রাত্রিঃ তদভিমানিনী দেবতা, কৃষ্ণঃ কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা, দক্ষিণায়নরূপাঃ ষণ্মাসাঃ তদভিমানিনী দেবতা তত্র মার্গে প্রয়াতঃ মৃতঃ যোগী চান্দ্রমসং স্বর্গাদিভোগলোকং প্রাপ্য পুনঃ আবর্ত্ততে॥ ২৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ব্রহ্মোপাসনপরা জনাঃ। ক্রমেণেতি বাক্যশেষঃ। ন হি সদ্যোমুক্তিভাজাং সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠানাং গতিরাগতি র্বা কচিদস্তি "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। ব্রহ্মসংলীনপ্রাণা এব তে ব্রহ্মময়া ব্রহ্মভূতা এব তে। ক্রমেণ তু গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ২৪॥

ধূম ইতি। ধূমো রাত্রিঃ ধূমাভিমানিনী রাত্র্যভিমানিনী চ দেবতা। তথা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভোগভূমীনাং বা তত্তচ্ছব্দৈরুপাদানসম্ভবে কিমিতি দেবতাগ্রহণম্ ইত্যাশঙ্ক্য আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাদিতি ন্যায়েনোত্তরমাহ ইতি স্থিত ইতি। তেষামগ্ন্যাদীনাং সমীপমিতি সামীপ্যে তত্রেতি সপ্তমী। ব্রহ্ম কার্য্যোপাধিকং পরং বা ব্রহ্ম পরম্পরয়া মুক্ত্যালম্বনমতএব ক্রমেণেত্যুক্তম্। নির্গুণমপ্রপঞ্চং ব্রহ্মাস্মীতি বিদ্যাবতো ব্যবচ্ছিনত্তি ব্রহ্মোপাসনেতি। নমু ব্রহ্মশব্দস্য মুখ্যার্থত্বার্থং পরমব্রহ্মবিদামেবেয়ং গতি রুচ্যতে ন বাদর্য্যধিকরণবিরোধাদিত্যাহ ন হীতি॥ ২৪॥

প্রকৃতং দেবযানং পন্থানং স্তোতুং পিতৃযানং উপন্যস্যতি ধূম ইতি। অত্রাপি

মেঘাকুল দুর্দ্দিন, রাত্রিকাল বা কৃষ্ণ পক্ষ এবং দক্ষিণায়ন অর্থাৎ সূর্য্য দেবের দক্ষিণাভিমুখে গতির ছয় মাসের মধ্যে যোগী যদি

আভাস।

গমন কালে ভোগী ও জ্ঞানী ভেদে বিবিধ দেবতাগণের সংসর্গ-লাভ হইয়া থাকে। দিবাদি উত্তম সময়ে উত্তম দেবতার সঙ্গ এবং রাত্রিতে অন্ধকারচ্ছন্ন সময়ে অধমের সংলাভে গতিরও উত্তম বা অধম গতির পরিচয় হইয়া থাকে। সমুদ্রাকের

শাঙ্করভাষ্যম্।

কৃষ্ণঃ কৃষ্ণপক্ষদেবতা। ষণ্মাসা দক্ষিণায়নমিতি চ পূর্ব্ববদ্দেবতৈব। তত্র চন্দ্রমসি ভবং চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ তৎ ফলমিষ্টাদিকারী যোগী কর্ম্মী প্রাপ্য ভুক্ত্বা তৎক্ষয়াদিহ নিবর্ত্ততে পুনঃ॥ ২৫॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মার্গচিহ্নানি ভোগভূমীশ্চ ব্যবচ্ছিদ্য আতিবাহিক-দেবতা-বিষয়ত্বং ধূমাদি-পদানাং বিভজতে ধূমেত্যাদিনা। তত্রেতি সপ্তমী পূর্ব্ববদেব সামীপ্যার্থা। ইষ্টাদিত্যাদিশব্দেন পূর্ত্তদত্তে গৃহ্যেতে। কৃতাত্যয়েঽনুশয়বানিতি ন্যায়ং সূচয়তি তৎক্ষয়াদিতি॥ ২৫॥

স্বামিকৃতটীকা।

আবৃত্তিমার্গমাহ ধূম ইতি। ধূমাভিমানিনী দেবতা রাত্র্যাদিশব্দৈশ্চ পূর্ব্ববদেব রাত্রিকৃষ্ণপক্ষদক্ষিণায়নরূপষণ্মাসাভিমানিন্য-স্তিস্রো দেবতা উপলক্ষ্যন্তে, এতাভিরুপলক্ষিতো যো মার্গ স্তত্র প্রয়াতঃ কর্ম্মযোগী চান্দ্রমাসং জ্যোতি স্তদুপলক্ষিতং স্বর্গলোকং প্রাপ্য তত্রেষ্টাপূর্ত্ত-কর্ম্মফলং ভুক্ত্বা পুনরাবর্ত্ততে, তত্রাপি শ্রুতিঃ তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপক্ষীয়মাণ-পক্ষমপক্ষীয়মাণ পক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণাদিত্যএতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং, পিতৃলোকাৎ চন্দ্রং তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তীত্যাদি, তদেবং নিবৃত্তিকর্ম্মসহিতোপাসনয়া ক্রমমুক্তিঃ, কাম্যকর্ম্মভিশ্চ স্বর্গভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ, নিষিদ্ধকর্ম্মভিস্তু নরকভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ, ক্ষুদ্রকর্ম্মণান্তু জন্তুনাং অত্রৈব পুনঃ পুনর্জ্জন্মেতি দ্রষ্টব্যং॥ ২৫।

দেহত্যাগে ঊর্দ্ধগতি লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা কেবল স্নিগ্ধ জ্যোতি অবলম্বনে চন্দ্র-লোকে গমন করত কর্ম্মফল ভোগান্তে পুনর্জ্জন্ম পরিগ্রহে সংসার ভোগ করেন॥ ২৫॥

আভাস।

মধ্যে উত্তরায়ণ ছয় মাস, উজ্জ্বল জ্যোতিবিশিষ্ট দিবাভাগ এবং শুক্লপক্ষ প্রভৃতি উত্তম সময়ে উত্তম দেবতাগণের সঙ্গলাভ করিয়া মৃতব্যক্তি উত্তম গতি লাভ করেন এবং দক্ষিণায়ন, রাত্রিকাল, ঝড় বৃষ্টি ও মেঘগর্জ্জনাদি বিশিষ্ট দুর্দ্দিন এবং কৃষ্ণপক্ষ প্রভৃতি নিকৃষ্ট কালে মরণ হইলে, নিকৃষ্ট ভোগী দেবতাগণের সম্বন্ধ লাভে জ্ঞানীকেও মরণোত্তর ভোগযোনিতে গমন করিতে হয়॥ ২৪॥ ২৫॥

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥ ২৬॥

অন্বয়।

জগতঃ এতে শুক্লকৃষ্ণে (শুক্লা জ্ঞানরূপা, কৃষ্ণা ভোগরূপা) গতী হি শাশ্বতে, নিত্যে মতে অভিপ্রেতে। একয়া অনাবৃত্তিং যাতি, অন্যয়া পুনঃ আবর্ত্ততে॥ ২৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

শুক্লেতি। শুক্লকৃষ্ণে জ্ঞানপ্রকাশকত্বাৎ শুক্লা, তদভাবাৎ কৃষ্ণা। এতে শুক্লকৃষ্ণে শুক্লা চ কৃষ্ণা চ শুক্লকৃষ্ণে হি গতী জগত ইতি অধিকৃতানাং জ্ঞান-কর্ম্মণোঃ, ন জগতঃ সর্ব্বস্যৈবৈতে গতী সম্ভবতঃ। শাশ্বতে নিত্যে সংসারস্য;

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

আরোহাবরোহয়োরভ্যাসবাচিনা পুনঃশব্দেন সংসারস্যানাদিত্বং সূচ্যতে। রাত্র্যাদৌ মৃতানাং ব্রহ্মবিদামব্রহ্মপ্রাপ্তিশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থম্ অভিমানিদেবতাগ্রহণায়; মার্গয়োর্নিত্যত্বমাহ শুক্লেতি। জ্ঞানপ্রকাশকত্বাদ্বিদ্যাপ্রাপ্যত্বাৎ অর্চিরাদিপ্রকাশোপলক্ষিতত্বাচ্চ। শুক্লা দেবযানাখ্যা গতিস্তদভাবাজ্জ্ঞানপ্রকাশকত্বাভাবাৎ,

স্বামিকৃতটীকা।

উক্তমার্গাবুপসংহরতি শুক্লেতি। শুক্লাঽর্চ্চিরাদিগতিঃ প্রকাশময়ত্বাৎ কৃষ্ণা ধূমাদিগতিস্তমোময়ত্বাৎ এতে গতী মার্গৌ জ্ঞানকর্ম্মাধিকারিণো জগতঃ শাশ্বতে, অনাদী সংমতে সংসারস্যানাদিত্বাৎ, তয়োরেকয়া শুক্লয়ানাবৃত্তিং মোক্ষং যাতি, অন্যয়া কৃষ্ণয়া তু পুনরাবর্ত্ততে॥ ২৬॥

শুক্লা অর্থে জ্ঞান-রূপা এবং কৃষ্ণশব্দে ভোগরূপা অজ্ঞানাত্মক; এই দ্বিবিধা গতি সৃষ্ট জগতে চির কালই চলিয়া আসিতেছে। সর্ব্ব-প্রকাশক জ্ঞান পথে অপুনরাবৃত্তি এবং জ্ঞানহীন কর্ম্ম-মার্গে ভোগের দ্বারা যতই উন্নত হওয়া যায়, পুনরাবৃত্তি অপরিহার্য্য॥ ২৬॥

আভাস।

সূর্য্যজ্যোতি জ্ঞানপথ এবং চন্দ্রজ্যোতি ভোগপথ; এই দুইটী পথই নিত্যসিদ্ধ। জ্ঞানপথে মুক্তি এবং কর্ম্মপথে পুনরাবৃত্তি যে হয় সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে কালাদির উল্লেখে সৎ বা অসৎগতির উল্লেখ করা হইল বটে, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী ভক্ত এবং যোগীর পক্ষে কোন প্রতিবন্ধক ঘটে;

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।

অন্বয়ঃ।

হে পার্থ! এতে সৃতী গতী মার্গৌ জানন্ যোগী কশ্চন কোঽপি ন

শাঙ্করভাষ্যম্।

নিত্যত্বাৎ নিত্যে মতে অভিপ্রেতে। তত্র একয়া শুক্লয়া যাতি অনাবৃত্তিম্ অন্যয়া ইতরয়া আবর্ত্ততে। পুনর্ভূয়ঃ॥ ২৬॥

নৈতে ইতি। নৈতে যথোক্তে সৃতী মার্গৌ পার্থ জানন্ সংসারায় একা, অন্যা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ধূমাদ্যপ্রকাশোপলক্ষিতত্বাদবিদ্যাপ্রাপ্যত্বাচ্চ কৃষ্ণা পিতৃযানলক্ষণা গতিঃ তয়োগত্যোঃ শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধ্যর্থো হিশব্দঃ। জগচ্ছব্দস্য জ্ঞানকর্ম্মাধিকৃতবিষয়ত্বেন সঙ্কোচে হেতুমাহ ন জগত ইতি। অন্যথা জ্ঞানকর্ম্মোপদেশানর্থক্যাদিত্যর্থঃ। তয়োর্নিত্যত্বে হেতুমাহ সংসারস্যেতি। মার্গয়োর্যাবৎ সংসার-ভাবিত্বে ফলিতমাহ তত্রেতি। ক্রমমুক্তিরনাবৃত্তিঃ। ভূয়ো ভোক্তব্য-কর্ম্মক্ষয়ে শেষকর্ম্মবশাদিত্যর্থঃ॥ ২৬॥

গতেরুপাস্যত্বায় তদ্বিজ্ঞানং স্তৌতি নৈতে ইতি। যোগস্য মোহাপোহকত্বে

এই দ্বিবিধ মার্গের গতি অবগত থাকিলে যোগী কখন জ্ঞানহীন ভোগ-পথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রত্যাশা করেন না। অতএব

আভাস।

না। কারণ প্রকৃত ত্যাগীর সমীপে সঞ্চিত কর্ম্মও প্রতিপত্তি লাভে তাঁহাকে অবসন্ন করিতে পারে না। সুতরাং যোগী কালভয়ে ভীত হন না। কারণ তিনি কাল-কর্ত্তাতে প্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক আত্মহারা হইলে, তাঁহার সমর্পিত আত্মার ভার পরমাত্মাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রারব্ধকেও ভস্ম করিয়া যোগী মরণকালে বিব্রত হন না। সেই নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই ঘোর কলিযুগে সংসারে বিভীষিকা-পূর্ণ জীবন-সংগ্রামে ভগবানে শরণাগত হইয়া আত্ম সমর্পণেরই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। মানব! দেহ নির্ব্বাহার্থ কর্ম্ম কর! কিন্তু সকল সময়ে সেই ভূতভাবন পরমাত্মার প্রতি চিত্ত স্থির রাখ! পরসঙ্গ-রসায়না কামিনী যেমন গৃহকার্য্য সমস্ত নির্ব্বাহ করিয়াও উপপতির চিন্তা হইতে কখন

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।

মুহ্যতি সুখবুদ্ধ্যা স্বর্গাদিকং ন কাময়তে। তস্মাৎ অতঃ হে অর্জ্জুন! সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ পরমেশ্বর-নিষ্ঠঃ ভব ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

মোক্ষায় চেতি; যোগী ন মুহ্যতি কশ্চন কশ্চিদপি; তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ সমাহিতো ভব অর্জ্জুন ॥ ২৭ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ফলিতমাহ তস্মাদিতি। জ্ঞানপ্রকারমনুবদতি সংসারায়েতি। মোক্ষায় ক্রম-মুক্ত্যর্থমিত্যর্থঃ। যোগী ধ্যাননিষ্ঠো গতিমপি ধ্যায়ন্নৈব মুহ্যতি কেবলং কর্ম্ম দক্ষিণমার্গপ্রাপকং কর্ত্তব্যত্বেন প্রত্যেতীত্যর্থঃ। যোগস্যাপুনরাবৃত্তিফলত্বে নিত্য-কর্ত্তব্যত্বং সিদ্ধমিত্যুপসংহরতি তস্মাদিতি ॥ ২৭ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

মার্গজ্ঞানফলং দর্শয়ন্ ভক্তিযোগমুপসংহরতি নৈতে ইতি। এতে সৃতী মার্গৌ মোক্ষসংসারপ্রাপকৌ জানন্ কশ্চিদপি যোগী ন মুহ্যতি সুখবুদ্ধ্যা স্বর্গা-দিফলং ন কাময়তে কিন্তু পরমেশ্বরনিষ্ঠ এব ভবতীত্যর্থঃ, স্পষ্টমন্যৎ ॥ ২৭ ॥

অর্জ্জুন! তুমি কোনরূপ ভোগের অভিমুখে অগ্রসর না হইয়া, যে কোন উপায়ে আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন যোগী হইতে পার, তজ্জন্য প্রাণপণে যত্ন কর! ॥ ২৭ ॥

আভাস।

বিরত হয় না; জীব! তুমিও সাংসারিক সকল কর্ম্মে নিবিষ্ট থাকিয়াও পরমেশ-চিন্তনে বিস্মৃত হইও না! এই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

তিনি আরও প্রকাশ করিয়াছেন যে, অহরহঃ যাবদীয় কার্য্য করিবার সময় সর্ব্বদা মনে মনে ভগবচ্চিন্তন-পরায়ণ থাকিবার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠযোগ আর কিছুই নাই। কারণ এইরূপ চিত্তের অবস্থা-লাভই যোগানুষ্ঠানের চরম ফল। যাঁহারা নিরন্তর ভগবদ্ভাবাপন্ন, তাঁহারাই নিত্যযোগী! তাঁহাদের আর অষ্টাঙ্গ যোগের অনু-ষ্ঠানার্থ উপবিষ্ট থাকিতে হয় না; তাঁহারা জীবদ্দশাতেই জগচ্চক্রকে অতিক্রম

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥২৮॥

শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে তারক-ব্রহ্মযোগো
নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ।

বেদেষু সম্যগধিতেষু যজ্ঞেষু অনুষ্ঠিতেষু দানেষু তপঃসু তপ্তেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টং শাস্ত্রাদৌ নির্দ্দিষ্টং, তৎ সর্ব্বং ফলজাতং যোগী ইদং অক্ষরাদিকং সপ্তভাবং বিদিত্বা অত্যেতি অতীত্য গচ্ছতি তথা আদ্যং আদিভূতং পরং স্থানং সর্ব্ব-কারণং ব্রহ্ম উপৈতি আত্মতয়া প্রাপ্নোতি চ॥ ২৮॥

ইতি শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রি কৃতান্বয়ে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

শৃণু যোগস্য মাহাত্ম্যং বেদেষু সম্যগধীতেষু যজ্ঞেষু চ সাদ্গুণ্যেনানুষ্ঠিতেষু তপঃসু চ সুতপ্তেষু দানেষু চ সম্যগ্দত্তেষু যদেতেষু পুণ্যফলং পুণ্যস্য ফলং পুণ্যফলং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শ্রদ্ধাবৃদ্ধ্যর্থং যোগং স্তৌতি শৃণ্বিতি। পবিত্রপাণিত্বপ্রাঙ্মুখত্বাদিসাহিত্যমধ্যয়নস্য সম্যক্ত্বম্। অঙ্গোপাঙ্গোপেতত্বম্ অনুষ্ঠানস্য সাদ্গুণ্যম্। তপসাং সুতপ্তত্বং মনো-বুদ্ধ্যাদ্যৈকাগ্র্যপূর্ব্বকত্বম্। দানস্য চ সম্যক্ত্বং দেশকালপাত্রানুগুণত্বম্। ইদং বিদিত্বেত্যত্রেদং শব্দার্থমেব স্ফুটয়তি সপ্তেতি। যদ্যপি "কিং তদ্ব্রহ্ম" ইত্যাদৌ

সমগ্র বেদচতুষ্টয়ের অর্থ সহ তাৎপর্য্যাবধারণে যে ফল হয়, বিদ্যা ও অন্নাদি বিবিধ দানে যে পুণ্য লাভের কথা উল্লেখ আছে, আত্ম-জ্ঞান-নিষ্ঠ যোগী সে সমস্তই কেবল অবগত হইয়াও সেই সমস্তকে উপেক্ষা করত, আদিভূত সনাতন পরম পদে গমন করিয়া থাকেন॥ ২৮॥

ইতি শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃত অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত॥

আভাস।

করত ব্রহ্মানন্দের মহাসাগরে নিত্য নিমগ্ন হইয়া জীবন্মুক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এতাদৃশ ভক্ত যোগীর যোগফল অসীম ও অনির্ব্বচনীয়। সমগ্র বেদপাঠে এবং

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রদিষ্টং শাস্ত্রেণ অত্যেতি অতীত্য গচ্ছতি তৎসর্ব্বং ফলজাতম্ ইদং বিদিত্বা সপ্তপ্রশ্ননির্ণয়দ্বারেণ উক্তং সম্যগবধার্য্য অনুষ্ঠায় যোগী পরং প্রকৃষ্টমৈশ্বরং স্থানমুপৈতি প্রতিপদ্যতে, আদ্যম্ আদৌ ভবং কারণং ব্রহ্মেত্যর্থঃ॥ ২৮॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

"অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র" ইত্যত্র প্রশ্নদ্বয়ং প্রতিভাসানুসারেণ কৈশ্চিদুক্তং তথাপি প্রতিবচনালোচনায়াং দ্বিত্বপ্রতীত্যভাবাৎ প্রকারভেদবিবক্ষয়া চ শব্দদ্বয়স্য প্রতিনিয়তত্বান্ন সপ্তেতি বিরুধ্যতে। ন চেদং বেদনমাপাতিকং কিন্ত্বনুষ্ঠানপর্য্যন্তমিত্যাহ সম্যগিতি। প্রকৃতো ধ্যাননিষ্ঠো যোগীত্যুচ্যতে। ঐশ্বরং বিষ্ণোঃপরমং পদং তদেব তিষ্ঠত্যস্মিন্নশেষমিতি স্থানং যোগানুষ্ঠানাদশেষফলাতিশায়ি মোক্ষলক্ষণং ফলং

স্বামিকৃতটীকা।

অধ্যায়ার্থমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়ং সফলমুপসংহরতি বেদেষ্বিতি। বেদেষু অধ্যয়নাদিভিঃ, যজ্ঞেষু অনুষ্ঠানাদিভিঃ, তপঃসু কায়শোষণাদিভিঃ, দানেষু অর্পণাদিভিঃ সৎপাত্রে যৎ পুণ্যফলমুপদিষ্টং শাস্ত্রেষু তৎসর্ব্বমত্যেতি ততোঽপি শ্রেষ্ঠং যোগৈশ্বর্য্যং প্রাপ্নোতি। কিং কৃত্বা, ইদমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়েনোক্তং তত্ত্বং বিদিত্বা ততশ্চ যোগী জ্ঞানী ভূত্বা

আভাস।

তদধিগমে যে ফল অর্থাৎ জ্ঞানলাভ হয়, বেদোক্ত যাবদীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যে পুণ্যসঞ্চয় হয়, সংযতভাবে সর্ব্বপ্রকার তপস্যার অনুষ্ঠান করিলে যে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য-সমূহের প্রাপ্তি ঘটে এবং সর্ব্বস্ব-দানে যে অদ্ভুত অপূর্ব্বাদি পুণ্যের উপস্থিতি ঘটে, এক ভক্তিভরে ভগবানে প্রাণ-সমর্পণের উপলক্ষে পরমাত্মাতে চিত্ত নিবদ্ধ রাখিবার ফল সকলকে অতিক্রম করিয়া থাকে। স্বকীয় আমি-ভাব আত্মাকে দিবানিশি পরমাত্মাতে সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার আমি সাজিয়া যে ব্যক্তি মানব-জীবনকে অতিবাহিত করিতে পারেন, তাদৃশ যোগীকে সেই কৃপাময়, "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ" বলিয়া স্বয়ং তাঁহাকে আপন পার্শ্বে হস্তধারণে উত্তোলন করিয়া লন। পরমেশের পরম স্থানই প্রকৃত ধ্রুবলোক, অর্থাৎ আদিভূত সনাতন পরমানন্দ-স্বরূপ! জাগতিক বা অলৌকিক সকল আনন্দ সর্ব্বপ্রকারে সেই পরমেশ-সন্নিধানে নিত্য বিরাজমান রহিয়াছে!

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ক্রমেণ লব্ধুং শক্যমিতি ভাবঃ। তদনেন সপ্তপ্রশ্নপ্রতিবচনেন যোগমার্গং দর্শয়তা ধ্যেয়ত্বেন তৎপদার্থো ব্যাখ্যাতঃ॥ ২৮॥

ইতি শ্রীমদানন্দগিরিকৃত টীকায়াং অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃতটীকা।

পরমুৎকৃষ্টং আদ্যং জগন্মূলভূতং স্থানং বিষ্ণোঃ পদং প্রাপ্নোতি॥ ২৮॥

অষ্টমেঽষ্টবিশিষ্টৈষ্ট-সংপৃষ্টার্থ-বিনির্ণয়ৈঃ।
অক্লিষ্টমিষ্টধামাপ্তিঃ স্পষ্টিতোৎকৃষ্টবর্ত্মনা॥
ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

আভাস।

যোগী পৈত্রিক সত্বের ন্যায়, তাহাতে সত্ববান্ হইয়া পরমানন্দ উপভোগ করেন!॥ ২৮॥

ইতি শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টমাধ্যায়ের
আভাস সমাপ্ত॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ—ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞান-সহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১॥

অন্বয়ঃ।

শ্রীভগবান্ উবাচ। বিজ্ঞান-সহিতং ব্রহ্মানুভব-পর্য্যন্তং ইদং গুহ্যতমং অতি-রহস্যং জ্ঞানং অনসূয়বে (অসূয়া গুণেষু দোষদৃষ্টিঃ, তৎরহিতায় ঋজবে) তে তুভ্যং প্রবক্ষ্যামি; যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ সংসার বন্ধনাৎ মোক্ষ্যসে মুক্তো ভবিষ্যসি॥ ১॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

অষ্টমে নাড়ীদ্বারেণ ধারণাযোগঃ সগুণ উক্তঃ। তস্য চ ফলমগ্ন্যর্চ্চিরাদিক্রমেণ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অতীতানাগামিনোঽধ্যায়স্যাগতার্থত্বং বক্তুং বৃত্তং অনুদ্রবতি অষ্টম ইতি। নাড়ী সুষুম্নাখ্যা ধারণাখ্যেনাঙ্গেন যুক্তো যোগঃ ধারণাযোগঃ সগুণঃ সর্ব্বদ্বারসংয-

---

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি এক জন অতি চরিত্রবান্ ব্যক্তি; পরগুণে দোষারোপ করা প্রভৃতি ঈর্ষাদি দোষ তোমার চরিত্রে কখন পরিদৃষ্ট হয় না; সুতরাং তোমাকে আমি একটী অতি গুহ্যতম পারমার্থিক চিন্তামূলক জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিতেছি! ইহাকে তুমি হৃদয় মধ্যে অবধারণ করিতে পারিলে, এই পাপ-পঙ্কিল দুঃখ-পূর্ণ সংসার হইতে নিস্তার লাভ করিবে, সন্দেহ নাই॥ ১॥

আভাস।

অষ্টম অধ্যায়ে দেহ-তত্ত্বকে অবধারণ পূর্ব্বক জ্ঞানী ইন্দ্রিয়গণকে জয় করত সুষুম্না নাড়ীর অবলম্বনে স্বাধিষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর সহস্রার পর্য্যন্ত প্রাণময় শক্তির গতিতে চিত্ত সংযত করিবার উপদেশ দ্বারা যোগের পদ্ধতি বর্ণন করা হইয়াছে। দেহ-তত্ত্ব বা সগুণ ব্রহ্মভাবে চিত্তের

শাঙ্করভাষ্যম্।

কালান্তরে ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণমেবানাবৃত্তিরূপং নির্দ্দিষ্টম্। তত্রানেনৈব প্রকারেণ মোক্ষপ্রাপ্তিফলমধিগম্যতে নান্যথেতি তদাশঙ্কাব্যাবিবৃৎসয়া—ইদং ব্রহ্মজ্ঞানং বক্ষ্যমাণমুক্তং চ পূর্ব্বেষ্বধ্যায়েষু তদ্বুদ্ধৌ সন্নিধীকৃত্যেদমিত্যাহ। তু শব্দো বিশেষ-নির্দ্ধারণার্থঃ। ইদমেব সম্যগ্ জ্ঞানং সাক্ষান্মোক্ষপ্রাপ্তিসাধনং "বাসুদেবঃ সর্ব্ব-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মনাদিগুণস্তেন সহিত ইত্যর্থঃ। তৎফলোক্ত্যর্থমনন্তরাধ্যায়ারম্ভমাশঙ্ক্যাহ তস্য চেতি। অগ্নির্জ্যোতিরিত্যাদিনোপলক্ষিতেন ক্রমবতা দেব-যানেন পথেতি যাবৎ। জ্ঞানানন্তরমেব যথোক্তফললাভাৎ অলমনেন মার্গেণেত্যাশঙ্ক্যাহ কালান্তর ইতি। অর্চ্চিরাদিমার্গেণ ব্রহ্মপ্রাপ্তৌ মুক্তেঃ মার্গায়ত্তত্বাৎ ন তস্যেত্যাদিশ্রুতিবিরোধঃ স্যাদিত্যাশয়েন শঙ্কতে তত্রেতি। বৃত্তোঽর্থঃ সপ্তম্যর্থঃ। উক্তাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থমনন্ত-রাধ্যায়মুত্থাপয়তি তদাশঙ্কেতি। সংপ্রযুক্তত্বেনাপরোক্ষত্বাভাবেঽপি পূর্ব্বোত্তর-গ্রন্থালোচনয়া বুদ্ধিসন্নিধানাদিদংশব্দেন ব্রহ্মজ্ঞানং গৃহীতং ইত্যাহ তদ্বুদ্ধাবিতি, প্রকৃতাজ্ঞানাৎ জ্ঞানস্য বৈশিষ্ট্যাবদ্যোতী তুশব্দ ইত্যাহ তুশব্দ ইতি, নিপাতার্থমেব

স্বামিকৃতটীকা

পরেশঃ প্রাপ্যতে শুদ্ধভক্ত্যেতি স্থিতমষ্টমে। নবমে তু তদৈশ্বর্য্যমত্যাশ্চর্য্যং প্রপঞ্চ্যতে। এবং তাবৎ সপ্তমাষ্টময়োঃ স্বীয়পরমেশ্বরতত্ত্বং ভক্ত্যৈব সুলভং নান্যথেত্যুক্তমিদানীমচিন্ত্যং স্বকীয়মৈশ্বর্য্যং ভক্তেশ্চাসাধারণং প্রভাবং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ ইদমিতি। বিশেষেণ জ্ঞায়তে অনেনেতি বিজ্ঞানমুপাসনং তৎসহিতং

আভাস।

সংযম-রূপ যোগে অর্চ্চিরাদি পথকে অবলম্বন করিয়া তাদৃশ জ্ঞানী যোগী এবং কর্ম্মি-গণ পুণ্য-লোকে গমন করেন বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তি লাভের অধিকারী তাঁহারা হন না। কারণ তাদৃশ জ্ঞানীর জ্ঞান প্রশংসনীয় হইলেও, প্রকৃত জ্ঞান নহে। এ সকল জ্ঞান-যোগকে যোগ-সূত্রকার সংপ্রজ্ঞাত সমাধি নামে অভিহিত করি-য়াছেন। ঐশ্বর্য্য পূর্ণ পরমাত্মভাবের চিন্তাতে ঐশ্বর্য্যের প্রতিই চিত্তের গতি হয়; সুতরাং তাহাতেও কামনা থাকে। তখন কামানুরূপ লোকে গমন করিতে হয়; এবং পুণ্যভোগের অন্তে পুনরায় মর্ত্ত্যাদি ধামে জন্ম পরিগ্রহের ব্যাপার অবশ্য-ভাবী হইয়া পড়ে। অতএব অষ্টম অধ্যায় পর্য্যন্ত জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম এবং ভক্তির কথা সমগ্র উল্লেখ থাকিলেও, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তি যে উপায়ে পাইবার সম্ভাবনা ঘটে, তাহা বর্ণন করা হয় নাই। ভোগী হৃদয়ানুরূপ উপদেশই

শাঙ্করভাষ্যম্।

মিতি" "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। নান্যৎ।
"অথ যেঽন্যথাঽতো বিদুরন্যরাজানঃ তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ ॥
তে তুভ্যং গুহ্যতমং গোপ্যতমং প্রবক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি অনসূয়বে অসূয়ারহিতায় ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্ফুটয়তি ইদমেবেতি, তস্মিন্নর্থে সম্বাদকত্বেন শ্রুতিস্মৃতিং দর্শয়তি বাসুদেব ইতি।
অদ্বৈতজ্ঞানবৎ দ্বৈতজ্ঞানমপি কেষাঞ্চিন্মোক্ষহেতুরিত্যাশঙ্ক্যাহ নান্যদিতি। দ্বৈত-
জ্ঞানং মোক্ষায় ন ক্ষমমিত্যত্র শ্রুতিমুদাহরতি অথেতি, অবিদ্যাপ্রকরণোপক্রমার্থো-
ঽথশব্দঃ, অতো দ্বৈতাদন্যথাঽভিন্নত্বেনেত্যর্থঃ, বিদুস্তত্ত্বমিতি শেষঃ, দ্বৈতস্য দুর্নি-
রূপত্বেন কল্পিতত্বাৎ তজ্জ্ঞানং রজ্জুসর্পাদিজ্ঞানতুল্যত্বান্ন ক্ষেমপ্রাপ্তিহেতুরিতি
চকারার্থঃ। অসূয়া গুণেষু দোষাবিষ্করণং তদ্রহিতায় জ্ঞানাধিকৃতায় ইত্যর্থঃ। জ্ঞানং

স্বামিকৃতটীকা।

জ্ঞানমীশ্বরবিষয়মিদং তু তেঽনসূয়বে পুনঃ পুনঃ স্বমাহাত্ম্যমেবোপদিশতীত্যেবং
পরমকারুণিকে ময়ি দোষদৃষ্টিরহিতায় তুভ্যং বক্ষ্যামি, তুশব্দো বৈশিষ্ট্যে। তদেবাহ
গুহ্যতমমিত্যাদিনা। গুহ্যং ধর্মজ্ঞানং ততো দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানং গুহ্যতরং

আভাস।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি যদি নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনাকে
প্রশস্ত বোধে সর্ব্বপ্রথমে তাদৃশ কথারই অবতারণা করিতেন, তাহা হইলে
ভোগী মানব তাহা অবহিত-চিত্তে শ্রবণ না করিয়া, উপেক্ষা ও ঘৃণার সহিত দূরে
পালায়ন করিত। সুতরাং "শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্ব্বত-লঙ্ঘনং"
প্রথম উদ্যমে পর্ব্বতে আরোহণ করা অসম্ভব; গৃহ ত্যাগে পথে, পথ পরি-
ত্যাগে উপত্যকাদিতে, পরে ক্রমশ পর্ব্বতে আরোহণ যেমন সঙ্গত কথা হয়, সেইরূপ
প্রথমত স্বার্থপর উৎকট ভোগীর পক্ষে ধর্ম্মের রহস্যকে অনুসরণ করত স্বার্থ-
ত্যাগের উপলক্ষে পরোপকারাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠানই বিধেয়। তাহাতে অভ্যস্ত
হইলে, জগত্তত্ত্ব, দেহ-তত্ত্ব এবং ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতি চিন্তাকে প্রসারিত করিবার
অভ্যাস করা প্রয়োজন। ভোগ্য পদার্থ এবং ভোগায়তন দেহ অনিত্য এবং
দুঃখপূর্ণ ও সংসার-প্রদ বলিয়া চিত্তে নির্ণীত হইলে, শ্রদ্ধা ও ব্যাকুলতা সহকারে
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবানে চিত্ত প্রেরণে প্রবৃত্তি আইসে। এবং সগুণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পূর্ণ

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিং তৎ? জ্ঞানং, কিংবিশিষ্টং? বিজ্ঞানসহিতমনুভবযুক্তম্। যজ্জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মোক্ষ্যসে অশুভাৎ সংসার-বন্ধনাৎ ॥ ১ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ব্রহ্মচৈতন্যং তদ্বিষয়ম্বা প্রমাণজ্ঞানং তস্য তেনৈব বিশেষিতামনুপপত্তিমাশঙ্ক্য ব্যাকরোতি অনুভবেতি, বিজ্ঞানমনুভবঃ সাক্ষাৎকার স্তেন সহিতমিত্যর্থঃ। উক্ত-জ্ঞানং প্রাপ্তস্য কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যজ্‌ জ্ঞানমিতি ॥ ১ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

ততোঽপি পরমাত্মজ্ঞানমতিরহস্যত্বাদ্ গুহ্যতমং যজ্‌জ্ঞাত্বাঽশুভাৎ সংসার-বন্ধা-ন্মোক্ষ্যসে সদ্যএব মুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ১ ॥

আভাস।

ভগবানের চিন্তায় চিত্ত অভস্ত হইলে, পরে তাহাও আর ভাল বলিয়া যখন হৃদয়ে প্রতীত হইবে না, তখন ভগবানকে বলিতে ইচ্ছা হইবে যে, হে ভগবন্! আপনার ঐশ্বর্য্যের দর্শনে এবং চিন্তনে আমি ব্যাকুল হইয়াছি! কারণ ইহাদের আড়ম্বরে আপনাকে দেখিতে আমার ব্যাঘাত হইতেছে; এবং মনোমধ্যে ভয়ও হইতেছে, পাছে আপনি ভোগ্যদানে আমাকে ভুলাইয়া স্বরূপ প্রদানে বঞ্চিত করেন! অতএব ভোগী মানবকে যেমন উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম বিষয়ের ধারণা দ্বারা উত্তরোত্তর অধিকারী হইতে হয়, ভগবানও সেইরূপ ধ্যেয় বিষয়টীকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম স্তরে আনয়ন পূর্ব্বক কেবল জ্ঞেয় নির্গুণ-ভাবের উপদেশ এই নবম অধ্যায়ে বর্ণনের উদ্যম করিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন যে, এবিষয়টী গুহ্যতম। তবে হে অর্জ্জুন! পাছে তোমাকে পূর্ব্বে বলিলে, তোমার চাঞ্চল্যের উপস্থিতিতে অশ্রদ্ধা জন্মে, এই নিমিত্ত পরে বর্ণন করিতেছি। এই গুহ্যতম ভাবটীকে একবার ধারণায় আনিতে পারিলে, প্রত্যক্ষ ফল পাইবে এবং যাবতীয় ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে এযাবৎ যে ফলের প্রত্যাশা করিয়াছিলে, এই নির্গুণ পরমাত্মভাবের অবধারণে তোমার কিছু জানিবার বা বুঝিবার আর প্রয়োজনও হইবে না! সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী হইয়া অকুতোভয়ে সংসারে বিচরণ করিবে; আর কালভয় থাকিবে না, বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া মানব সমাজকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন ॥ ১ ॥

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥ ২॥

অন্বয়ঃ।

ইদং জ্ঞানং রাজবিদ্যা শ্রেষ্ঠবিদ্যা, রাজগুহ্যং গুহ্যানাং চ রাজা শ্রেষ্ঠং, পবিত্রং পাবনং, উত্তমং উৎ উদ্গতং তমঃ যস্মাৎ মোহশূন্যং, প্রত্যক্ষাবগমং (প্রত্যক্ষেণ অবগমঃ প্রাপ্তিঃ যস্য তৎ) ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মপ্রদং, কর্ত্তুং সুসুখং সুসাধ্যং, অব্যয়ং অক্ষয়-ফলদং চ॥ ২॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তচ্চ রাজবিদ্যা বিদ্যানাং রাজা দীপ্ত্যতিশয়ত্বাৎ। দীপ্যতে হীয়মতিশয়েন ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যানাম্। তথা রাজগুহ্যং গুহ্যানাং রাজা। পবিত্রং পাবনমিদ-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তদাভিমুখ্যসিদ্ধয়ে তজ্জ্ঞানং স্তৌতি তচ্চেতি। ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং রাজা শ্রেষ্ঠা ইত্যত্র হেতুমাহ দীপ্ত্যেতি। কুতো ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ বিদ্যান্তরেভ্যো দীপ্ত্যতিশ-

---

এটী বিদ্যার রাজা, কিন্তু অতি সাবধানে অন্তরে রাখিতে হয়; এই জ্ঞানকে আশ্রয় করিলে, সর্ব্ববিধ মনো-মালিন্য বা পাপ-রাশি হইতে নির্মুক্ত হওয়া যায়। এই জ্ঞানানুষ্ঠানের ফল প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং ধর্ম্মপ্রদ; ইহার অনুষ্ঠানও সহজ সাধ্য এবং অক্ষয় ফল-দাতা॥ ২॥

আভাস।

এই আত্মসাক্ষাৎকারকে অপরোক্ষানুভূতি নামে বেদান্ত অভিহিত করিয়াছেন। যত রকমের ধর্ম্ম কর্ম্মের কথা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আত্মানুভূতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জন্ম জন্মান্তরে অনেক পুণ্য কর্ম্মের আনুষ্ঠান না করিলে, এই আত্মা-সাক্ষাৎকার রূপ ধর্ম্মে প্রবৃত্তি বা অধিকার জন্মে না। যত প্রকার বিষয়ের জ্ঞান আছে, আত্ম-জ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ! কারণ বিষয় সমস্তই অনিত্য; সুতরাং তন্নিষ্ঠ যাবদীয় জ্ঞানই অকিঞ্চিৎকর ও মর্য্যাদাহীন। কিন্তু আত্মা নিত্যও সত্য বস্তু; সুতরাং তন্নিষ্ঠজ্ঞানও নিত্য-সত্য বস্তু। গুড়াদি খাদ্য ভোজনে যেমন তন্নিষ্ঠ রসের স্বাদ তৎক্ষণেই উপলব্ধ হয়; আত্মজ্ঞানের ফলও তৎসঙ্গেই অনুভূত হইয়া থাকে। যাগাদি ধর্ম্ম-কর্ম্মের ফল প্রায়ই বিলম্বে ঘটে। বিশেষত ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে

শাঙ্করভাষ্যম্।

মুত্তমং সর্ব্বেষাং পাবনানাং শুদ্ধিকারণমিদং ব্রহ্মজ্ঞানমুৎকৃষ্টতমম্। অনেকজন্ম-সহস্রসঞ্চিতমপি ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সমূলং কর্ম্ম ক্ষণমাত্রাদ্ ভস্মীকরোতি যতঃ, অতঃ কিং তস্য পাবনত্বং বক্তব্যম্। কিঞ্চ প্রত্যক্ষাবগমং প্রত্যক্ষেণ সুখাদেরিব অবগমঃ যস্য তৎ প্রত্যক্ষাবগমম্। অনেকগুণবতোঽপি ধর্ম্মবিরুদ্ধত্বং দৃষ্টম্, শ্যেন-যাগ ইব ন তথা আত্মজ্ঞানং ধর্ম্মবিরোধি কিন্তু ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতম্। এবমপি স্যাদ্দুঃসম্পাদ্যম্ ইত্যত আহ সুসুখং কর্ত্তুং যথা রত্নবিবেকবিজ্ঞানম্। তত্র অল্পায়াসানাং কর্ম্মণাং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সত্বং তদাহ দীপ্যতে ইতি। দৃশ্যতে হি বিদ্বদন্তরেভ্যো লোকে পূজাতিরেকো ব্রহ্ম-বিদামিতি ভাবঃ। উৎকৃষ্টতমং শুদ্ধিকারণং ব্রহ্মজ্ঞানমিত্যেতদুপপাদয়তি অনেকেতি। তত্র শ্রুতিস্মৃতী প্রমাণয়িতব্যে ন শাস্ত্রৈকগম্যমিদং জ্ঞানং কিন্তু প্রত্যক্ষপ্রমেয়মিত্যাহ কিঞ্চেতি। প্রত্যক্ষমবগম্যমানমস্মিন্নিতি তথা, যদ্বাবগম্যত ইতি অবগমং ফলং প্রত্যক্ষোঽবগমোঽস্যেতি দৃষ্টফলত্বং জ্ঞানস্যোচ্যতে। ধর্ম্ম্যমিত্যেতদ্ব্যাকরোতি অনপেতমিতি। ধর্ম্মস্যেব তস্য ক্লেশসাধ্যত্বমাশঙ্ক্যাহ এবমপীতি, রত্নবিষয়ং বিবেক-

স্বামীকৃতটীকা।

কিঞ্চ রাজবিদ্যেতি। ইদং জ্ঞানং রাজবিদ্যা বিদ্যানাং রাজা, রাজগুহ্যং গুহ্যানাঞ্চ রাজা, বিদ্যাসু গোপ্যেষু চাতিরহস্যং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। রাজদন্তাদিত্বাদুপসর্জনস্যাপি পরত্বং, রাজ্ঞাং গুহ্যমিতি বা, উত্তমং পবিত্রমিদমত্যন্তপাবনং, জ্ঞানিনাং প্রত্যক্ষাবগমং প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টোঽবগমোঽববোধো যস্য তৎ প্রত্যক্ষাবগমং দৃষ্টফলং ইত্যর্থঃ, ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং বেদোক্তসর্ব্বধর্ম্মফলত্বাৎ, কর্ত্তুঞ্চ সুসুখং সুখেন কর্ত্তুং শক্য-মিত্যর্থঃ, অব্যয়ঞ্চাক্ষয়ফলত্বাৎ ॥ ২ ॥

আভাস।

চিত্তবিশুদ্ধ না হইলে, আত্ম-সন্দর্শনে অধিকার জন্মে না। সুতরাং আত্মজ্ঞান হইলে, সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মের ফল একত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়; অথচ কর্ম্ম-জনিত অপুণ্য অর্থাৎ পশুহিংসা বা অগ্নিতে আহুতি প্রদানের উপলক্ষে বীজ-বধাদি-জনিত পাপের সম্ভব আত্মজ্ঞানে থাকে না। সুতরাং এই জ্ঞানই অতীব পবিত্র। প্রায়-শ্চিত্তাদির দ্বারা পাপ-বিশেষের ধ্বংস হইয়া থাকে সত্য! কিন্তু আত্মসাক্ষাৎকারে ঐহিক এবং জন্মান্তরীণ শুভাশুভ সকল কর্ম্মফলের নিবারণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরমানন্দ উপলব্ধ হইয়া থাকে। অজ্ঞানই যখন ভ্রম বা সংসারের কারণ,

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যু-সংসার-বর্ত্মনি ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ

হে পরন্তপ! অস্য আত্মজ্ঞানস্য ধর্ম্মস্য অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ মাং পরমাত্মানং অপ্রাপ্য মৃত্যু সংসার-বর্ত্মনি নিবর্ত্তন্তে পরিভ্রমন্তি ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

সুখসম্পাদ্যত্বাৎ অল্প-ফলত্বং দুষ্করাণাঞ্চ মহাফলত্বং দৃষ্টমিতি ইদং তু সুখসম্পাদ্যত্বাৎ ফলক্ষয়াদ্ ব্যেতীতি প্রাপ্তম্ অত আহ অব্যয়ং নাস্য ফলতঃ কর্ম্মবদ্ ব্যয়োঽস্তীত্য-ব্যয়ম্ অতঃ শ্রদ্ধেয়মাত্মজ্ঞানম ॥ ২ ॥

যে পুনঃ অশ্রদ্দধানাঃ শ্রদ্ধাবিরহিতা আত্মজ্ঞানস্য ধর্ম্মস্যাস্য স্বরূপে তৎফলে চ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

জ্ঞানং সংপ্রয়োগাদুপদেশাপেক্ষাদনায়াসেন দৃষ্টং তথেদং ব্রহ্মজ্ঞানমিত্যাহ যথেতি। অব্যয়মিতি বিশেষণমাশঙ্কাপূর্ব্বকং বিবৃণোতি তত্রেত্যাদিনা। ব্যবহারভূমিঃ সপ্তম্যর্থঃ। জ্ঞানস্যাক্ষয়ফলত্বে ফলিতমাহ অত ইতি ॥ ২ ॥

আত্মজ্ঞানাখ্যে ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবতাং তন্নিষ্ঠানাং পরমপদপ্রাপ্তিমুক্তা ততো বিমুখানাং

হে পরন্তপ! সাধারণ লোক এই আত্মজ্ঞানরূপ ধর্ম্মের গুণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ না হওয়াতেই আমার পরম ভাব তাহারা প্রতীত করিতে পারে না; সুতরাং জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার প্রবাহের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে না ॥ ৩ ॥

আভাস।

তখন আত্ম-সাক্ষাৎকারে সেই ভ্রম বিদূরিত হইলে দুঃখেরও কোন সম্ভাবনা থাকে না। দিক্‌ভ্রম যেমন চকিতের মধ্যে অপসারিত হয়, পুত্র-কলত্রাদিতে আমার বলিয়া আত্মবিস্মৃতিও সেইরূপ চকিতের মধ্যে আত্মজ্ঞানে সরিয়া যায়। অথচ আত্মজ্ঞান চিরস্থায়ী। মরণ-কালে দেহাদি ইন্দ্রিয়বর্গ বাহ্যবৃত্তিতে অভিভূতের ন্যায় উপলব্ধ হইলেও, অন্তরস্থ আত্ম-জ্ঞান কখন বিলুপ্ত হয় না। পুণ্যাদির ক্ষয় কাল-ক্রমে হইয়া থাকে, আত্মজ্ঞানের আর ক্ষয় নাই ॥ ২ ॥

দেহী যদি এই অপূর্ব্ব নরদেহকে আশ্রয় করিয়া আত্মস্বরূপের অবধারণে উদাসীন হয় এবং নাস্তিক অসুর-গণের উপদেশ অনুসারে দেহকেই আত্মজ্ঞানে ঐহিক এবং পার-লৌকিক ভোগের প্রত্যাশায় কর্ম্ম করিয়া ভোগ-বিলাসেই

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।

অন্বয়ঃ।

অব্যক্ত-মূর্ত্তিনা জ্ঞানাত্মনা ময়া ইদং সর্ব্বং জগৎ ততং ব্যাপ্তং। মৎস্থানি

শাঙ্করভাষ্যম্।

নাস্তিকাঃ পাপকারিণঃ অসুরাণামুপনিবদং দেহমাত্রাত্মদর্শনমেব প্রতিপন্না অসুতৃপঃ পুরুষাঃ পরন্তপ অপ্রাপ্য মাং পরমেশ্বরং মৎপ্রাপ্তৌ নৈবাশঙ্কা ইতি মৎপ্রাপ্তি-মার্গসাধনভেদভক্তিমাত্রমপি অপ্রাপ্য ইত্যর্থঃ, নিবর্ত্তন্তে নিশ্চয়েন আবর্ত্তন্তে। ক? মৃত্যু-সংসার-বর্ত্মনি, মৃত্যুযুক্তঃ সংসারঃ মৃত্যুসংসারঃ তস্য বর্ত্ম নরক তির্য্যগাদিপ্রাপ্তিমার্গস্তস্মিন্নেব বর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ॥ ৩॥

ইতি জ্ঞানং স্তুত্যা অর্জ্জুনমভিমুখীকৃত্যাহ। ময়া মম যঃ পরো ভাবস্তেন ততং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সংসারপ্রাপ্তিমাহ যে পুনরিতি। আত্মজ্ঞান-তৎফলয়ো র্নাস্তিকানেব বিশিনষ্টি পাপেতি। উক্তানামাত্মন্তরীণাং ভগবৎপ্রাপ্তিসম্ভাবনাভাবাদপ্রাপ্য মামিত্যপ্রসক্তং-প্রতিষেধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ মৎপ্রাপ্তাবিতি॥ ৩॥

স্তুতিনিন্দাভ্যাং জ্ঞাননিষ্ঠাং মহীকৃত্য জ্ঞানং ব্যাখ্যাতুমারভতে স্বস্তেতি।

স্বামিকৃতটীকা।

নম্বেবমপ্যতিসুকরত্বেন কে নাম সংসারিণঃ স্যুস্তত্রাহ অশ্রদ্দধানা ইতি। অস্য ভক্তিসহিতজ্ঞানলক্ষণস্য ধর্ম্মস্যেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী ইমং ধর্ম্মমশ্রদ্দধানা আস্তিক্যে-নাস্বীকুর্ব্বন্ত উপায়ান্তরৈ র্মৎপ্রাপ্তয়ে কৃতপ্রযত্না অপি মামপ্রাপ্য মৃত্যুযুক্তে সংসারবর্ত্মনি নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুব্যাপ্তে সংসারমার্গে পরিভ্রমন্তীত্যর্থঃ॥ ৩॥

আমি কিন্তু চৈতন্য-ঘন সাক্ষী-মূর্ত্তিতে এই সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র

আভাস।

উন্মত্ত থাকে, পরিণামে অনন্ত দুঃখ তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয়। কারণ ভোগ উপলক্ষে তাহাদের জন্মান্তরের নিবৃত্তি কখনই ঘটে না; সুতরাং ভোগানুরূপ দেব তির্য্যক্ নর ও নরকাদি যোনিতে ভোগায়তন দেহ লাভে জন্ম-মৃত্যু-রূপ জন্ম-জন্মান্তর ভ্রমণ করিতে হয়। দেহের অধিষ্ঠাতা আত্মস্বরূপকে অবধারণ করিতে পারিলে, ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা পরম চৈতন্যস্বরূপ আমাকেও নিজ চৈতন্য-স্বরূপ আত্মার অনুপাতে অবধারণ করিতে পারে। আত্মজ্ঞানে যেমন নিজের কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হয়, সেইরূপ পরমাত্ম-জ্ঞানে নৈসর্গিক সৃষ্টি-সংহারের গণ্ডীকেও তাহারা অতিক্রম করিতে পারে; সন্দেহ নাই! ॥ ৩॥

এই শ্লোক হইতে পরবর্ত্তী ছয়টী শ্লোকে আত্মজ্ঞানীর জ্ঞেয় পরমাত্ম-জ্ঞানের

মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয় ।

ময়ি পরমাত্মনি স্থিতানি এব সর্ব্বভূতানি ; অহং তু তেষু আধেয়েষু ন অবস্থিতঃ উপাধিত্বেন তান্ ন স্বীকরোমি ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ অব্যক্তমূর্ত্তিনা ন ব্যক্তা মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য মম সোঽহমব্যক্তমূর্ত্তিঃ তেন ময়া অব্যক্তমূর্ত্তিনা করণাগোচরস্বরূপেণেত্যর্থঃ । তস্মিন্ ময়ি অব্যক্তমূর্ত্তৌ স্থিতানি মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি । নহি নিরাত্মকং

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

সোপাধিকস্য ব্যাপ্ত্যসম্ভবমভিপ্রেত্য বিশিনষ্টি ময়েতি, অনবচ্ছিন্নস্য ভগবদ্রূপস্য নিরুপাধিকত্বমেব সাধয়তি করণেতি । ব্যাপ্যব্যাপকত্বেন জগতো ভগবতশ্চ

স্বামিকৃতটীকা ।

তদেবং বক্তব্যতয়া প্রস্তুতস্য জ্ঞানস্য স্তুত্বা শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য তদেব জ্ঞানং কথয়তি ময়েতি দ্বাভ্যাং । অব্যক্তা অতীন্দ্রিয়া মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য তাদৃশেন ময়া কারণভূতেন সর্ব্বমিদং জগত্ততং ব্যাপ্তং তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিত্যাদিশ্রুতেঃ, অতএব কারণভূতে ময়ি তিষ্ঠন্তীতি মৎস্থানি সর্ব্বাণি ভূতানি চরাচরাণি, এবমপি ঘটাদিষু স্বকার্য্যেষু মৃত্তিকেব তেষু ভূতেষু নাহমবস্থিত আকাশবদসঙ্গত্বাৎ ॥ ৪ ॥

ব্যাপ্ত রহিয়াছি ; সুতরাং আমাতেই সকল রহিয়াছে ; অথচ ইহার কোন বস্তু বা পদার্থে আমার-ভাবনায় আমি কিছুতেই কখন লিপ্ত নহি । ৪ ।

আভাস ।

স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন । ভগবান্ আত্মস্বরূপের অব্যক্ত ভাব পরিচয় দিবার উপলক্ষে বলিয়াছেন যে, হে অর্জ্জুন ! এই যে পরিদৃশ্যমান বিচিত্র পদার্থ সহ ব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করিতেছ, ইহার অণু পরমাণু হইতে বৃহৎ পর্ব্বতাদি মূর্ত্তি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া আমি সৎ-স্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছি । যেমন জলের আশ্রয় ব্যতীত, অর্থাৎ রসাল মৃত্তিকা ব্যতীত ঘট সরাবাদি পদার্থের গঠন হয় না, সেইরূপ জ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়াদির উপলক্ষে কোন পদার্থের গঠন বা ক্রম-পরিণাম ঘটিতে পারে না । সকল পদার্থকে আমরা দেখি, কিন্তু যে অধিষ্ঠাতা চৈতন্যের আশ্রয়ে সমস্ত পদার্থের আকার ইঙ্গিত বা কার্য্য-সম্পাদক

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।

অন্বয়ঃ।

ভূতানি তু ন মৎস্থানি (ময়ি স্থিতানি ন) মম ঐশ্বরং অসাধারণং যোগং

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চিদ্ভূতং ব্যবহারায় অবকল্পতে অতো মৎস্থানি ময়া.আত্মনা আত্মবত্ত্বেন স্থিতানি অতো ময়ি স্থিতানি ইতি উচ্যন্তে। তেষাং ভূতানাং অহমেব আত্মা ইত্যত স্তেষু স্থিত ইতি মূঢবুদ্ধীনাম্ অবভাসতে, অতো ব্রবীমি ন চাহং তেষু ভূতেষু অবস্থিতঃ মূর্ত্তবৎ সংশ্লেষাভাবেন আকাশস্যাপি অন্তরতমো হ্যহম্। নহি অসংসর্গি বস্তু ক্বচিদাধেয়-ভাবেন অবস্থিতং ভবতি॥ ৪॥

অতএবাসংসর্গিত্বান্মম ন চ মৎস্থানি ভূতানি ব্রহ্মাদীনি, পশ্য মে যোগং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পরিচ্ছেদমাশঙ্ক্যাহ তস্মিন্নিতি। তথাপি ভগবতো ভূতানাঞ্চাধারাধেয়ত্বেন ভেদঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি। নিরাত্মকস্য ব্যবহারানর্হত্বে ফলিতমাহ অত ইতি। ঈশ্বরস্য ভূতাত্মত্বে তেষু স্থিতিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তেষামিতি। তস্য তেষু স্থিত্যভাবং ব্যবস্থাপয়তি মূর্ত্তবদিতি॥ ৪॥

সংশ্লেষাভাবেঽপি কিমিতি নাধেয়ত্বমত আহ ন হীতি। পরমেশ্বরস্য ভূতেষু

এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ যে আমার পরিণামে উৎপন্ন হইয়াছে,

আভাস।

ভাব নির্ভর করে, তাঁহাকে কেহ কখন লক্ষ্য করে না; সেই অলৌকিক জ্ঞান-স্বরূপের নাম পরম অব্যক্ত ভাব। এই অব্যক্ত ভাবের আশ্রয়ে এই জগৎ পরিদৃষ্ট হইতেছে; অথচ পদার্থের আশ্রয়ে সেই চৈতন্য-স্বরূপ আমি কখন আমার বোধে নির্ভর করি না। জ্ঞানের আশ্রয়েই শক্তির ক্রিয়া; শক্তির আশ্রয়ে কিন্তু জ্ঞান নহেন। কারণ শক্তি জ্ঞানকে উদ্দীপিত করিতে পারে না; জ্ঞান শক্তিকে কার্য্যে উদ্দীপিত করে। জীবন থাকিলে, অতি কৃশ ব্যক্তিও ক্রমশ বল লাভে হৃষ্ট পুষ্ট ও কার্য্যক্ষম হয়, কিন্তু জীবন হীন প্রচণ্ড স্থূল দেহও পুনঃ কার্য্যক্ষম হয় না। এই জীবনী শক্তি যে কি, তাহার প্রতি কেহ মনোযোগী হয় না, কেবল বলের প্রতি বা পুষ্ট কলেবরের প্রতি সকলে লক্ষ্য করে। অতএব সকল পদার্থের জীবনী-মূর্ত্তিতে এক পরমাত্মাই বিরাজ করিতেছেন; ইহাই এই শ্লোকে বলিবার তাৎপর্য্য॥ ৪॥

পরবর্ত্তী শ্লোকে ইঙ্গিত করিলেন যে, এই জীবনী শক্তি নির্লিপ্ত জ্ঞান-স্বরূপ

ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।

পশ্য! মম আত্মা ভূতভৃৎ (ভূতানি বিভর্ত্তি ধারয়তি ইতি) ভূতভাবনঃ (ভূতানি ভাবয়তি পালয়তি ইতি) ভূতস্থঃ ন ভবতি চিদ্রূপত্বাৎ ইতি ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যুক্তিং ঘটনং মে মম ঐশ্বরং ঈশ্বরস্যেমং ঐশ্বরং যোগমাত্মনো যাথাত্ম্যমিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিরসংসর্গিত্বাদসঙ্গতাং দর্শয়তি "অসঙ্গো নহি সজ্জতে" ইতি ইদং চ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্থিত্যভাবেঽপি ভূতানাং তত্র স্থিতিরাস্থিতেতি কুতোঽসঙ্গত্বং তত্রাহ অতএবেতি ন চেতি। তত্র চকারোঽবধারণার্থঃ। ভূতানামীশ্বরেণৈব স্থিতিরিত্যত্র হেতুমাহ পশ্যেতি। আত্মনোঽসঙ্গত্বস্বরূপমিত্যত্র প্রমাণমাহ তথা চেতি। অসঙ্গশ্চেদীশ্বরস্তর্হি কথং মৎস্থানি ভূতানীত্যুক্তং কথঞ্চ তথোক্তাংশ্চ মৎস্থানীতি তদ্বিরুদ্ধমুদীরিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ ইদঞ্চেতি। তর্হি ভূতসম্বন্ধঃ স্যাদিতি নেত্যাহ ন চেতি। যথোক্তেন ন্যায়েন অসঙ্গত্বেনেতি যাবৎ, অসঙ্গতয়া বস্তুতো ভূতাসম্বন্ধেঽপি

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ ন চেতি। ন চ ময়ি স্থিতানি ভূতানি অসঙ্গত্বাদেব মম, নন্ন তর্হি ব্যাপকত্বমাশ্রয়ত্বঞ্চ পূর্ব্বোক্তং বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ পশ্যেতি। মে ঐশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিং অঘটন-ঘটনা-চাতুর্য্যমিদং পশ্য মদীয়-যোগমায়া-বৈভবস্যাবিতর্ক্যত্বান্

তাহাও নহে; সুতরাং আমার আধারেও যে তাহারা উৎপন্ন তাহাও নহে; আমি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর! আমার ঐশ্বরিক ভাবের প্রতি দৃষ্টি করিলে, তুমি বিস্মিত হইবে! কারণ আমি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইলেও, ভূত সমূহকে আমি উৎপাদন করিতেছি এবং পালনও করিতেছি ॥ ৫ ॥

আভাস।

হইলেও এবং প্রাকৃতিক জড়ের সহিত ইহার সম্পর্ক না থাকিলেও, আমি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সকল পদার্থকে "ভূতভাবন" বেশে উৎপাদন করিতেছি এবং "ভূতভৃৎ" হইয়া সকল পদার্থের সকল অঙ্গকে পরিপুষ্ট করত কার্য্যক্ষম করিতেছি এবং লোক দৃষ্টির সমীপে বস্তু মূর্ত্তিতে পরিচিত করিতেছি। আমি চিন্ময়

শাঙ্করভাষ্যম্।

আশ্চর্য্যম্ অন্যৎ পশ্য ভূতভৃদসঙ্গোঽপি সন্ ভূতানি বিভর্ত্তি ন চ ভূতস্থো যথোক্তেন ন্যায়েন দর্শিতত্বাদ্ ভূতস্থত্বানুপপত্তেঃ। কথং পুনরুচ্যতেঽসৌ মমাত্মেতি, বিভজ্য দেহাদিসঙ্ঘাতং তস্মিন্নহংকারম্ অধ্যারোপ্য লোকবুদ্ধিমনুসরন্ ব্যপদিশতি মম আত্মেতি। ন পুনরাত্মন আত্মা অন্য ইতি লোকবদজানন্। তথা ভূতভাবনঃ ভূতানি ভাবয়তি উৎপাদয়তি বর্দ্ধয়তি ইতি বা ভূতভাবনঃ॥ ৫ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কল্পনয়া তদবিরোধান্ন মিথোবিরোধোঽস্তীতি ভাবঃ। আত্মনঃ সকাশাদাত্মনোঽন্যত্বাযোগাৎ কুতঃ সম্বন্ধোক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ অসাবিতি। যথা লোকো বস্তুতত্ত্বমজানন্ ভেদমারোপ্য মমায়মিতি সম্বন্ধমনুভবতি ন তথেহ সম্বন্ধব্যপদেশঃ আত্মনি স্বতো ভেদাভাবাদতো ভেদে সত্যেব লোকে সম্বন্ধবুদ্ধি-দর্শনমনুসরন্ ভগবানাত্মনো দেহাদিসংঘাতং বিভজ্যাহঙ্কারং তস্মিন্নারোপ্য অসৌ মমাত্মেতি ভেদং ব্যপদিশতি তথাচ সংঘাতস্য মমেতি ব্যপদেশাত্ততো নিকৃষ্টস্য স্বরূপস্যাত্মশব্দেন নির্দ্দেশান্ন ভূতস্থোঽসাবিত্যর্থঃ। পূর্ব্বোক্তাসঙ্গত্বাঙ্গীকারেণৈবাত্মা ভূতানি ভাবয়তীত্যাহ তথেতি॥ ৫ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। অন্যদপ্যাশ্চর্য্যং পশ্যেত্যাহ ভূতেতি। ভূতানি বিভর্ত্তি ধারয়তীতি ভূতভৃৎ, ভূতানি ভাবয়তি পালয়তীতি ভূতভাবনঃ। এবংভূতোঽপি মমাত্মা পরং স্বরূপং ভূতস্থো ন ভবতীতি। অয়ং ভাবঃ, যথা দেহং বিভ্রৎ পালয়ংশ্চ জীবোঽহঙ্কারেণ তৎসংশ্লিষ্ট স্তিষ্ঠতি এবমহং ভূতানি ধারয়ন্ পালয়ন্নপি তেষু ন তিষ্ঠামি নিরহঙ্কারত্বাদিতি॥ ৫ ॥

আভাস।

অসঙ্গ বিভু হইয়াও, সকল ভূতের যে বিচিত্র পরিণাম এক আমার দ্বারাই ঘটিতেছে ইহাই আমার অর্থাৎ পরমেশের ঐশ্বরিক অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য। কারণ শ্রুতি সর্ব্বত্র স্বীকার করিয়াছেন, "অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ"। পুরুষ চৈতন্য চির কালই অসঙ্গ; অর্থাৎ জড়া প্রকৃতি বা দৃশ্য পদার্থের সহিত কখনই মিলিত হন না। পুরুষ চৈতন্যের যদি প্রকৃতি শক্তির সহিত মিলন স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে দ্রষ্টা হইতে পারেন না। দ্রষ্টা বা অনুভব কর্ত্তা হইতে হইলে দৃশ্যের সম্পূর্ণ বিজাতীয় হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃতি শক্তি সম্পূর্ণ জড় প্রদার্থ এবং জ্ঞানের বিষয়; চৈতন্যস্বরূপ জড়ের বিপরীত এবং জড় বুঝিবার অধিকারী; সুতরাং চৈতন্য-

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

শঙ্করঃ।

সর্ব্বত্রগঃ মহান্ বায়ুঃ নিত্যং আকাশস্থিতঃ (অপি যথা আকাশেন ন উপলিপ্যতে ন সংশ্লিষ্যতে, তথা সর্ব্বাণি ভূতানি স্থাবর-জঙ্গমাদীনি মৎস্থানি ময়ি স্থিতানি অপি অসংশ্লিষ্ট-ভাবেন বর্ত্তন্তে ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যথোক্তেন শ্লোকদ্বয়েন উক্তমর্থং দৃষ্টান্তেনোপপাদয়ন্নাহ যথেতি। যথা লোকে আকাশস্থিত আকাশে স্থিতো নিত্যং সদা বায়ুঃ সর্ব্বত্র গচ্ছতীতি সর্ব্বত্রগো মহান্

আনন্দগিরিকৃতটীকা:

সৃষ্টিস্থিতিসংহারাণামসঙ্গাত্মাধারত্বং ময়া ঃতত্তমিদমিত্যা শ্লোকদ্বয়েনোক্তোঽর্থস্তদ্দৃষ্টান্তেনোপপাদয়ন্নাদৌ দৃষ্টান্তমাহেতি যোজনা, সদেত্যুৎপত্তিস্থিতিসংহারকালে।

স্বামিকৃতটীকা।

অসংশ্লিষ্টয়োরপি আধারাধেয়ভাবং দৃষ্টান্তেনাহ যথেতি। অবকাশং বিনাবস্থানানুপপত্তে র্নিত্যমাকাশস্থিতো বায়ুঃ সর্ব্বত্রগোঽপি মহানপি নাকাশেন সংশ্লিষ্যতে নিরবয়বত্বেন সংশ্লেষাযোগাৎ তথা সর্ব্বাণি ভূতানি ময়ি স্থিতানি জানীহি ॥৬॥

অহো! আকাশের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া এবং সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়াও পরিমাণত সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বায়ু যেমন আকাশের সহিত মিলিত নহে, বায়ু হইতে আকাশ সম্পূর্ণ পৃথক্, সেইরূপ ভূত-সমূহ আমার আধারে স্থাপিত এবং আমি-ময় হইলেও তাহাদের সহিত আমি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ॥ ৬ ॥

আভাস।

স্বরূপ হইয়াও পরমাত্মা যে জড় জগৎকে পরিস্ফুট করিতেছেন এবং সর্ব্বত্র মিলিতের ন্যায় অবস্থান পূর্ব্বক শক্তির অর্থাৎ জড় পদার্থের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যথাযথ তাহাদের সাক্ষিরূপে বিদ্যমান থাকিয়া পরিচালিত করিতেছেন, ইহাই অদ্ভুত রহস্য। ইহা সাধারণ বুদ্ধিতে অবধারণ করা নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, আমার অসাধারণ এবং অলৌকিক শক্তিকে অবধারণার্থ তুমি বিশেষ মনোযোগী হও! ॥ ৫ ॥

এই শ্লোকে ভগবান্ আকাশের অন্তরে বায়ুর চির-বিদ্যমানতা ও নিত্য

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥ ৭॥

অন্বয়ঃ।

হে কৌন্তেয়! কল্পক্ষয়ে প্রলয়-কালে সর্ব্বাণি ভূতানি মামিকাং মদীয়াং প্রকৃতিং প্রধানাং যান্তি অনুবিশন্তি; কল্পাদৌ সৃষ্টিকালে পুনঃ অহং এব তানি ভূতানি বিসৃজামি উৎপাদয়ামি॥ ৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

পরিমাণত স্তথা আকাশবৎ সর্ব্বগতে ময়ি অসংশ্লেষেণৈব স্থিতানি মৎস্থানীত্যেবমুপধারয় জানীহি॥ ৬॥

এবং বায়ুরাকাশ ইব ময়ি স্থিতানি সর্ব্বভূতানি সর্ব্বাণি ভূতানি স্থিতিকালে

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

পৃচ্ছতে। আকাশাদে র্মহতোঽন্যাধারত্বং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ মহানিতি। যথা সর্ব্বগামিত্বাৎ পরিমাণতো মহান্ বায়ুরাকাশে সদা তিষ্ঠতি তথা আকাশাদীনি মহান্ত্যপি সর্ব্বাণি ভূতান্যাকাশকল্পে পূর্ণে প্রতীচ্যসঙ্গে পরস্মিন্নাত্মনি সংশ্লেষমন্তরেণ স্থিতানীত্যর্থঃ॥ ৬॥

অকাশে বায়্বাদিস্থিতিবদাকাশাদীনি ভূতানি স্থিতিকালে পরমেশ্বরে

অহো কুন্তীনন্দন! সৃষ্টির কাল সমাপ্ত হইলে, অর্থাৎ কল্পক্ষয় উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মাণ্ডমূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত ভূত-নিচয় আমার ঐশী শক্তি প্রকৃতিতে অব্যক্ত-বেশে বিলীন হইয়া থাকে এবং সৃষ্টির কাল অর্থাৎ কল্পের প্রথমে আমি নিজ শক্তি প্রকৃতির গর্ভ হইতে তাহাদিগকে ব্যক্ত মূর্ত্তিতে প্রকাশ করত জগৎসৃষ্টির পরিচয় প্রদান করি॥ ৭॥

আভাস।

গতিশক্তি সত্ত্বেও যেমন মিলনের অভাব স্পষ্ট প্রতীত হয়, বায়ু কখন আকাশের সহিত মিলিত হইতে পারে না, আকাশ সর্ব্বব্যাপী হইয়াও যেমন নির্লিপ্ত প্রতীত হয়, সেইরূপ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড স্বয়ং ক্রোড়ীকৃত করিয়াও পরমেশ কিছুতেই লিপ্ত নহেন; এই দৃষ্টান্তটী প্রদর্শন করিয়াছেন॥ ৬॥

ব্যক্তমূর্ত্তিতে বিরাজমান এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহা নয়ন গোচর করিতেছ, যখন কল্পক্ষয় অর্থাৎ প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে, তখন ইহারা অব্যক্ত মূর্ত্তি

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ ।

স্বাং স্বকীয়াং শক্তিরূপাং প্রকৃতিং অবষ্টভ্য বশীকৃত্য, প্রকৃতেঃ বশাৎ কৃৎস্নং সমগ্রং অবশং অস্বতন্ত্রং ইমং দেবতির্য্যঙ্‌মনুষ্য-স্থাবরাত্মকং ভূতগ্রামং ভূত-সমুদায়ং, পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি উৎপাদয়ামি ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

তানি সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং ত্রিগুণাত্মিকামপরাং নিকৃষ্টাং যান্তি মামিকাং মদীয়াং কল্পক্ষয়ে ব্রাহ্মে প্রলয়কালে পুনর্ভূয়স্তানি ভূতান্যুৎপত্তিকালে কল্পাদৌ বিসৃজাম্যুৎপাদয়াম্যহং পূর্ব্ববৎ ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

স্থিতানি চেত্তর্হি প্রলয়কালে ততোঽন্যত্র তিষ্ঠেয়ুরিত্যাশঙ্ক্যাহ এবমিতি । প্রকৃতি-শব্দস্য স্বভাব-বচনত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি ত্রিগুণাত্মিকামিতি । সা চাপরেয়মিতি । সা চাপরেয়মিতি প্রাগেব সূচিতেত্যাহ অপরামিতি । তস্যাশ্চেশ্বরাধীনত্বেনাস্বাতন্ত্র্য-মাহ মদীয়ামিতি । প্রলয়-কালে ভূতানি যথোক্তাং প্রকৃতিং যান্তি চেদুৎপত্তি-কালেঽপি ততস্তেষামুৎপত্তেরীশ্বরাধীনত্বং ভূতসৃষ্টের্ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ পুনরিতি ॥৭॥

স্বামিকৃতটীকা ।

তদেবমসঙ্গস্যৈব যোগমায়য়া স্থিতিহেতুত্বমুক্তং তয়ৈব সৃষ্টিপ্রলয়হেতুত্বঞ্চাহ সর্ব্বেতি । কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে সর্ব্বাণি ভূতানি মদীয়াং প্রকৃতিং যান্তি ত্রিগুণা-ত্মিকায়াং মায়ায়াং লীয়ন্তে পুনঃ কল্পাদৌ সৃষ্টিকালে তানি বিসৃজামি বিশেষেণ সৃজামি ॥ ৭ ॥

এই বিশ্বরূপে বিরাজিত, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে আমি নিজের অধীনী-কৃতা মায়ার কবল হইতে একবার ব্যক্ত মূর্ত্তিতে প্রকাশ করি, পুনঃ অব্যক্ত-বেশে বিলীন করত, মায়ার কবলে সন্নিবিষ্ট রাখি ; সুতরাং

আভাস ।

অবলম্বনে লীন হইয়া আমার অসীম শক্তি প্রকৃতিতে নিবিশমান হইয়া নিস্তব্ধে বিশ্রাম করেন, এবং কল্পারম্ভে নিজ শক্তি হইতে পুনরায় আমিই তাহাদিগকে ব্যক্তভাবে বিকাশ করত ব্রহ্মাণ্ড মূর্ত্তিতে পরিণত করাইয়া থাকি ॥ ৭ ॥

ভগবানের অন্তর্নিহিতা মায়াশক্তিই প্রকৃতি; সৃষ্টি করিবার জন্য শক্তির

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।

অন্বয়ঃ

হে ধনঞ্জয়! তেষু স্বষ্ট্যাদিষু কর্ম্মসু অসক্তং যতঃ উদাসীনবৎ আসীনং মাং

শাঙ্করভাষ্যম্।

এবমবিদ্যালক্ষণাং প্রকৃতিমিতি। প্রকৃতিং স্বীয়ামবষ্টভ্য বশীকৃত্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ প্রকৃতিতো জাতং ভূতগ্রামং ভূতসমুদায়ং ইমং বর্ত্তমানং কৃৎস্নং সমগ্রমবশমস্বতন্ত্রমবিদ্যাদিদোষৈঃ পরবশীকৃতং প্রকৃতের্বশাৎ স্বভাববশাৎ॥ ৮॥

তর্হি তস্যৈব পরমেশ্বরস্য ভূতগ্রামং বিদধতঃ তন্নিমিত্তাভ্যাং ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

তর্হি কীদৃশী প্রকৃতিঃ সা চ কথং সৃষ্টাবুপযুক্তেত্যাশঙ্ক্যাহ এবমিতি। সংসারস্য অনাদিত্ব-দ্যোতনার্থং পুনঃ পুনরিত্যুক্তম্। ভূতসমুদায়স্যাবিদ্যাস্মিতাদিদোষপরবশত্বে হেতুমাহ স্বভাব-বশাদিতি॥ ৮॥

যদি প্রাকৃতং ভূতগ্রামং স্বভাবাদবিদ্যাতন্ত্রং বিষমং বিদধাসি তর্হি তব বিষম-

স্বামিকৃতটীকা।

নম্বসঙ্গো নির্ব্বিকারশ্চ ত্বং কথং সৃজসীত্যপেক্ষায়ামাহ প্রকৃতিমিত্যাদি। স্বাং স্বাধীনাং প্রকৃতিমবষ্টভ্য অধিষ্ঠায় প্রলয়ে লীনং সন্তং চতুর্ব্বিধমিমং সর্ব্বং ভূতগ্রামং কর্ম্মাদিপরবশং পুনঃ পুনর্ব্বিবিধং সৃজামি বিশেষেণ সৃজামীতি বা। কথং, প্রকৃতের্বশাৎ প্রাচীনকর্ম্মনিমিত্ত-তত্তৎস্বভাববশাৎ॥ ৮॥

ভূত-সমূহ মদীয় মায়া প্রকৃতির বশে চির বশীভূত থাকায় প্রকৃতিকে পরিহার করিয়া তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব কিছুই নাই॥ ৮॥

কর্ত্তার সহিত কর্ম্ম সর্ব্বতো ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিলেও, এই বিশ্বের সৃজন, ধারণ এবং সংহরণ ব্যাপারে কর্ত্তৃত্বের সোহাগে আমি কখন

আভাস।

নিজের স্বতন্ত্র সামর্থ্য নাই! চৈতন্যের সাহায্য ব্যতীত শক্তি নিজে কিছু করিতে পারেন না। ইচ্ছাময় চৈতন্যরূপী পরমাত্মা স্বীয় ইচ্ছার উদ্রেকে বিশ্ব বিকাশ করেন, আবার ইচ্ছার বিনিবৃত্তিতে সমগ্র বিশ্ব স্বীয় ইচ্ছাশক্তিতে নিবিষ্ট রাখেন। কুম্ভকারের বা চিত্রকরের ইচ্ছার গর্ভে যেমন ঘট সরাবাদি বা চিত্র-পুত্তলিকাদির অব্যক্ত ভাব চির নিহিত থাকে, ইচ্ছার উদ্রেকে কুম্ভকার বা চিত্রকর সে সমস্ত মৃত্তিকা বা পটের আশ্রয়ে যেমন বাহিরে বিকাশ

উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।

তানি কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি নিরভিমানিত্বাৎ ফলসঙ্গ-বিবর্জ্জিতত্বাচ্চ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

সম্বন্ধঃ স্যাদিতীদমাহ ভগবান্ ন চ মামিতি। ন চ মামীশং তানি ভূতগ্রামস্য বিষম-বিসর্গ-নিমিত্তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি। ধনঞ্জয়! যত্র কর্ম্মণামসম্বন্ধত্বে কারণমাহ উদাসীনবদাসীনং যথোদাসীন উপেক্ষকঃ কশ্চিৎ তদ্বদাসীনমাত্মনোঽবিক্রিয়ত্বম-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সৃষ্টিপ্রযুক্তং ধর্ম্মাদিমত্ত্বমিত্যনীশ্বরত্বাপত্তিরিতি শঙ্কতে তর্হীতি। তত্রেতি সপ্তম্যা পরমেশ্বরো নিরুচ্যতে। ঈশ্বরস্য ফলসঙ্গাভাবাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানাভাবাচ্চ কর্ম্মাসম্ব-

স্বামিকৃতটীকা।

নম্বেবং নানাবিধানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বত স্তব জীববদ্বন্ধঃ কথং ন স্যাদিত্যত আহ ন চ মামিতি। তানি বিশ্বসৃষ্ট্যাদীনি কর্ম্মাণি মাং ন নিবধ্নন্তি, কর্ম্মাসক্তি র্হি বন্ধহেতুঃ সা চাপ্তকামত্বান্মম নাস্তি অত উদাসীনবদ্বর্ত্তমানস্য মে বন্ধং নোপপাদয়ন্তি, উদাসীনত্বে কর্ত্তৃত্বানুপপত্তেঃ কর্ত্তৃত্বে চোদাসীনত্বানুপপত্তেরুদাসীনবৎস্থিতমিত্যুক্তং ॥ ৯ ॥

বদ্ধ হই না; সকল কর্ম্মে সকল সময়ে এবং সকল ভাবে আমি উদসীন বেশে চির বিদ্যমান রহিয়াছি। কার্য্যের পরিণামে আমি কর্ত্তা হইয়াও স্বয়ং অপরিণত মূর্ত্তিতে বিশ্রাম করিয়া থাকি। ৯ ॥

আভাস।

করে, সেইরূপ পূর্ণ জ্ঞান-বিগ্রহ পরমাত্মার ইচ্ছাশক্তির বিকাশই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। কুম্ভকার বা চিত্রকরের এক একটী ভাবের বা বৃত্তির বিকাশই যেমন এক একটী ঘট বা পুত্তলিকাদি, সেইরূপ হে অর্জ্জুন! তুমি আমি প্রভৃতি জীব-নিচয় সেই পরমেশের এক একটী অন্তর্নিহিত ভাবের পরিচয় মাত্র। চিত্রকর যতই পুত্তলিকাদি বাহিরে অঙ্কিত করুক, তাহার অন্তর হইতে তাহারা যেমন কখনই অন্তর্হিত হয় না, সে একখানি চিত্র লিখিলেও তাহার অন্তরের চিত্র কখন বিলুপ্ত হয় না, সে ইচ্ছা করিলে পুনঃ সেইরূপ অনন্ত চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে, সেইরূপ যতই জীব এবং জগৎ পরমেশ বাহিরে ব্যক্ত করুন না, তাঁহার অন্তর হইতে আমরা কখন অন্তর্হিত হইব না। জগৎ তাঁহার অন্তরের ধন! একবার বিকাশ এবং পরক্ষণে নিজ অন্তরে নিবিষ্ট রাখাই সেই লীলাময়ের অপূর্ব্ব লীলা।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।

অন্বয়ঃ।

হে কৌন্তেয়! অধ্যক্ষেণ নিমিত্তভূতেন ময়া প্রকৃতিঃ সচরাচরং বিশ্বং

শাঙ্করভাষ্যম্।

সংসক্তং ফলসঙ্গরহিতমভিমানবর্জ্জিতমহঙ্করোমীতি তেষু কর্ম্মস্বতোঽন্যস্যাপি কর্ত্তৃত্বাভিমানাভাবঃ ফলং ফলসঙ্গাভাবশ্চাবন্ধকারণমন্যথা কর্ম্মভি র্বধ্যতে মূঢ়ঃ কোষকারবদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৯ ॥

তত্র ভূতগ্রামমিমং বিসৃজন্তমপ্যুদাসীনবদাসীনমিতি চ বিরুদ্ধমুচ্যতে তৎপরি-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মদবদীশ্বরাদন্যস্যাপি তদ্ভয়াভাবো ধর্ম্মাদ্যসম্বন্ধে কারণমিত্যাহ অতোঽন্যস্যেতি। যদি কর্ম্মসু কর্ত্তৃত্বাভিমানো বা কস্যচিৎ কর্ম্মফলসংযোগো বা স্যাৎ তত্রাহ অন্যথেতি ॥ ৯ ॥

ঈশ্বরে স্রষ্টৃত্বমৌদাসীন্যঞ্চ বিরুদ্ধমিতি শঙ্কতে তত্রেতি। পূর্ব্বগ্রন্থঃ সপ্তম্যর্থঃ। বিরোধ-পরিহারার্থমুত্তরশ্লোকমবতারয়তি তদিতি। তৃতীয়াদ্বয়ং সমানাধিকরণমি-

---

সৃষ্টি করিবার জন্য প্রকৃতিরও নিজের পৃথক্ কর্ত্তৃত্ব নাই। আমার নিয়োগ অনুসারে প্রকৃতি এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎকে

আভাস

ধনবতী কামিনী নিজের পেটরস্থিত বস্ত্রালঙ্কারাদি পদার্থ একবার বাহির করিয়া তাহার তত্ত্বাবধারণ করেন মাত্র এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া পুনঃ পেটরাদিতেই তাহা স্থাপিত রাখেন। বস্ত্রালঙ্কারাদির সৌষ্টব বজায় রাখা ব্যতীত নিজের কোন স্বার্থের চিন্তা করেন না; সেইরূপ সৃজন, পালন এবং সংহার কার্য্যে ভগবানের কোনরূপ উৎকণ্ঠা বা স্বার্থের পরিচয় থাকে না। দিবাকরের আলোকে বিভিন্ন ব্যক্তি স্ব স্ব ইচ্ছা এবং প্রয়োজন অনুসারে কার্য্য সম্পন্ন করিলেও, সূর্য্যের যেমন তাহাতে কিছু আসে যায় না, সেইরূপ পরম চৈতন্য-স্বরূপের সংস্রবে অনন্ত জগতে অনন্ত প্রকারের কার্য্য সাধিত হইলেও, চৈতন্যস্বরূপের নিজ-স্বরূপে কোন ভাবান্তরের সম্ভাবনা ঘটে না। সুখ দুঃখাদি দেহের ধর্ম্ম চিত্তাদি ইন্দ্রিয়-গ্রামকে স্পর্শ করে করুক, কিন্তু খাঁটি চৈতন্যের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ঘটে না! আমার বলিয়া কোন ভাবের সহিত তাঁহাকে বিহ্বল হইতে হয় না॥ ৮ ॥ ৯ ॥

তবে সুখ দুঃখ ভয় শোক কাহার হয়? বলিয়া যে গভীর প্রশ্ন উত্থিত হয়,

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।

সূয়তে জনয়তি, অনেন মদধিষ্ঠান নিমিত্তেন হেতুনা ইদং জগৎ বিপরিবর্ত্ততে পুনঃ পুনঃ জায়তে ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

হারার্থমাহ ময়েতি। ময়া সর্ব্বতো দৃশিমাত্রস্বরূপেণাবিক্রিয়াত্মনাধ্যক্ষেণ মম মায়া ত্রিগুণাত্মিকাবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতিঃ সূয়তে উৎপাদয়তি সচরাচরং জগৎ তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

অভ্যুপেত্য ব্যাচষ্টে ময়েত্যাদিনা। প্রকৃতি-শব্দার্থমাহ মমেতি। তস্যা অপি জ্ঞানত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি ত্রিগুণেতি। পরাভিপ্রেতং প্রধানং ব্যুদস্যতি অবিদ্যেতি। সাক্ষিত্বে প্রমাণমাহ তথা চেতি। মূর্ত্তিত্রয়াত্মনো ভেদং বারয়তি এক ইতি। অখণ্ডং জাড্যং প্রত্যাহ দেব ইতি। আদিত্যবৎ তাটস্থ্যং প্রত্যাদিশতি সর্ব্বভূতেষ্বিতি। কিমিতি তর্হি সর্ব্বৈর্নোপলভ্যতে তত্রাহ গূঢ় ইতি। বুদ্ধ্যাদিবৎ পরিচ্ছিন্নত্বং ব্যবচ্ছিনত্তি সর্ব্বব্যাপীতি। তর্হি নভোবদনাত্মকত্বং নেত্যাহ সর্ব্বভূতেতি। তর্হি তত্র তত্র কর্ম্মতৎফলসম্বন্ধিত্বং স্যাৎ তত্রাহ কর্ম্মেতি। সর্ব্বাধিষ্ঠা-

স্বামিকৃতটীকা।

তদেবোপপাদয়তি ময়েতি। ময়া অধ্যক্ষেণ অধিষ্ঠাত্রা নিমিত্তভূতেন প্রকৃতিঃ সচরাচরং বিশ্বং সূয়তে জনয়তি, অনেন মদধিষ্ঠানেন হেতুনা ইদং জগদ্বিপরিবর্ত্ততে, পুনঃ পুনর্জায়তে, সন্নিধিমাত্রেণাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ কর্ত্তৃত্বমুদাসীনত্বঞ্চাবিরুদ্ধমিতি ভাবঃ॥১০॥

প্রসব করিয়া থাকেন। চিদানন্দময় মদীয় ভাবের অনুসরণেই প্রকৃতির অন্তরে তাদৃশ সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়ের শক্তি উপচিত হয়, যাহার প্রভাবে জগতের এই বিচিত্র পরিণাম নিরন্তর প্রতীত হইতেছে ॥ ১০

আভাস।

তাঁহার মীমাংসার জন্য পরবর্ত্তী শ্লোকে ভগবান্ তৎকারণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কর্ত্তরিকা কাষ্ঠাদিকে ছেদন করে বটে, কিন্তু স্বয়ং মাটিতে পতিত থাকিলে, ছেদন ব্যাপারে সে উপযুক্ত হয় না। একজন মানবও স্বয়ং ছেদন করিতে পারে

শাঙ্করভাষ্যম্।

সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চেতি। সাক্ষিমাত্রেণ হেতুনা নিমিত্তেনানেনাধ্যক্ষত্বেন কৌন্তেয় জগৎ সচরাচরং ব্যক্তাব্যক্তাত্মকং বিপরিবর্ত্ততে সর্ব্বাবস্থাসু দৃশিকর্ম্মত্বাপত্তিনিমিত্তা হি জগতঃ সর্ব্বা প্রবৃত্তিরহমিদং ভোক্ষ্যে পশ্যামীদং শৃণোমীদং সুখমনুভবামি দুঃখমনুভবামি তদর্থমিদং করিষ্যাম্যেতদর্থমিদং করিষ্য ইদং জ্ঞাস্যামীত্যাদ্যবগতিনিষ্ঠা অবগতিরবসানে, যোঽস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্নিত্যাদয়শ্চ মন্ত্রা এতমর্থং দর্শয়ন্তি, ততশ্চৈকস্য দেবস্য সর্ব্বাধ্যক্ষ-ভূতচৈতন্য-মাত্রস্য পরমার্থতঃ সর্ব্বভোগানভিসম্বন্ধিনোঽন্যস্য চেতনান্তরস্যাভাবে ভোক্তুরন্য-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নত্বমাহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষু ভূতেষু সত্তাস্ফূর্ত্তিপ্রদত্বেন সন্নিধি র্ব্বা অত্রোচ্যতে। ন কেবলং কর্ম্মণামেবায়মধ্যক্ষোঽপি তু তদ্দেবতামপীত্যাহ সাক্ষীতি। দর্শন-কর্তৃত্ব-শঙ্কাং শাতয়তি চেতা ইতি। অদ্বিতীয়ত্বং কেবলত্বম্। ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরাহিত্যমাহ নির্গুণ ইতি। কিং বহুনা সর্ব্ববিশেষশূন্য ইতি চকারার্থঃ। উদাসীনস্যাপি ঈশ্বরস্য সাক্ষিত্বমাত্রং নিমিত্তীকৃত্য জগদেতৎ পৌনঃপুন্যেন সর্গসংহারাবনুভবতীত্যাহ হেতুনেতি। কার্য্যবৎ কারণস্যাপি সাক্ষ্যধীনা প্রবৃত্তিরিতি বক্তুং, ব্যক্তাব্যক্তা-ত্মকমিত্যুক্তং সর্ব্বাবস্থাস্বিত্যনেন সৃষ্টিস্থিতিসংহারাবস্থা গৃহ্যন্তে। তথাপি জগতঃ সর্গাদিভ্যো ভিন্না প্রবৃত্তিঃ স্বাভাবিকী নেশ্বরায়ত্তা ইত্যাশঙ্ক্যাহ দৃশীতি। নহি দৃশি ব্যাপ্যত্বং বিনা জড়বর্গস্য কাপি প্রবৃত্তিরিতি হিশব্দার্থঃ। তামেব প্রবৃত্তিমু-দাহরতি অহমিত্যাদিনা। ভোগ্যস্য বিষয়োপলম্ভাভাবাসম্ভবাৎ নানাবিধাং বিষয়ো-পলব্ধিং দর্শয়তি পশ্যামীতি। ভোগফলমিদানীং কথয়তি সুখমিতি। বিহিত-প্রতিষিদ্ধাচরণনিমিত্তং সুখং দুঃখঞ্চেত্যাহ তদর্থমিতি। ন চ বিমর্শপূর্ব্বকং বিজ্ঞানং বিনানুষ্ঠানমিত্যাহ ইদমিতি। ইত্যাদ্যা প্রবৃত্তিরিতি সম্বন্ধঃ। সা চ প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বা দৃক্কর্ম্মত্বমুররীকৃত্যৈব বিবৃণোতি ইত্যুক্তং নিগময়তি অবগতীতি। তত্রৈব চ প্রবৃত্তেরবসানমিত্যাহ অবগত্যবসানেতি। পরস্যাধ্যক্ষত্বমাত্রেণ জগচ্চেষ্টেত্যত্র প্রমাণমাহ যোঽস্যেতি। অস্য জগতো যোঽধ্যক্ষো নির্ব্বিকারঃ স পরমে প্রকৃষ্টে হার্দ্দে ব্যোম্নি স্থিতো দুর্ব্বিজ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। ঈশ্বরস্য সাক্ষিত্বমাত্রেণ স্রষ্টৃত্বে স্থিতে ফলিতমাহ ততশ্চেতি। কিং নিমিত্তা পরস্যেয়ং সৃষ্টি র্ন তাবদ্ভোগার্থা পরস্য

আভাস।

না; সে যদি কর্ত্তরিকা হস্তে লয়, তবেই কর্ত্তরিকা ছেদন ব্যাপারে সমর্থ হয়। কর্ত্তরিকার ছেদন-ব্যাপার যেমন পুরুষ-প্রেরণার উপর নির্ভর করে, সেইরূপ

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

স্যাভাবাৎ কিং নিমিত্তেয়ং সৃষ্টিরিত্যত্র প্রশ্নপ্রতিবচনেঽনুপপন্নে কোঽদ্ধা বেদ-ক ইহ প্রাবোচৎ কুত আয়াতঃ কুত ইয়ং বিসৃষ্টিরিত্যাদি-মন্ত্রবর্ণেভ্যো দর্শিতঞ্চ ভগবতা অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তব ইতি ॥ ১০ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা

পরমার্থতো ভোগাসম্বন্ধিত্বাত্তস্য সর্ব্বসাক্ষিভূতচৈতন্যমাত্রত্বান্ন চান্যো ভোক্তা চেতনান্তরাভাবাদীশ্বরস্যৈকত্বাদচেতনস্যাভোক্তৃত্বান্ন চ প্রবৃত্তিরপবর্গার্থা তদ্বিরোধিত্বান্নৈবং প্রশ্নো বা তদনুরূপং প্রতিবচনং বা যুক্তং। পরস্য মায়ানিবন্ধনে সর্গে তস্যানবকাশত্বাদিত্যর্থঃ। পরস্যাত্মনো দুর্বিজ্ঞেয়ত্বে শ্রুতিমুদাহরন্তি কো অদ্ধেতি। তস্মিন্ প্রবক্তাপি সংসার-মণ্ডলে নাস্তীত্যাহ ক ইহেতি। জগতঃ সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বেন পরস্য জ্ঞেয়ত্বমাশঙ্ক্য কূটস্থত্বাৎ ততো ন সৃষ্টি র্জাতেত্যাহ কুত ইতি। ন হীয়ং বিবিধা সৃষ্টিরন্যস্মাদপি কস্মাচ্চিদুপপদ্যতে অন্যস্য বস্তুনোঽভাবাদিত্যাহ কুত ইতি। কথং তর্হি সৃষ্টিরিত্যাশঙ্ক্যাজ্ঞানাধীনেত্যাহ দর্শিতঞ্চেতি ॥ ১০ ॥

আভাস।

"অধ্যক্ষেণ ময়া প্রকৃতিঃ সূয়তে" চৈতন্যস্বরূপ পরমেশের প্রেরণায় তদীয়া শক্তি মহামায়া প্রকৃতি জগৎ প্রসব করেন এবং সৃষ্ট জগতেও নিরন্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এতদর্থে শ্রুতিও বলিয়াছেন ;

> একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
> সর্ব্বাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥

মানবাদি জীবদেহে (টের পাওয়া) অর্থাৎ অনুভূতি-শক্তি যেমন প্রচ্ছন্নবেশে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিলেও, বাহিক অন্য কোন শীতল বা উষ্ণ পদার্থের সংসর্গ ব্যতীত প্রকটিত হয় না, সেইরূপ গুণের অতীত বিশুদ্ধ কেবল চৈতন্য-মূর্ত্তিতে সকল ভূতের অন্তরাত্মা হইয়া অতি প্রচ্ছন্নভাবে একটী সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বদর্শী সকল ভূত ও ভাবের আশ্রয়দাতা অথচ সর্ব্বাধিষ্ঠাতা একটী পরম দেব অর্থাৎ দীপ্তিবিশিষ্ট ভাব আছেন, যাঁহার কেবল ঈক্ষণ মাত্রে তাঁহার মায়াশক্তি প্রকৃতি স্বীয় অন্তর হইতে ভাবময় অব্যক্ত জগৎকে ব্যক্তভাবে প্রকটিত করিতেছেন এবং সেই পরম দেবতার ঈক্ষণের বিনিবৃত্তিতে স্বীয় উদর মধ্যে সমস্ত জগৎ গ্রাস করিয়া চৈতন্য-স্বরূপের অবিনাভাবে তৎশক্তিরূপে অন্তরেই বিলীন হইতেছেন। সাংখ্যাচার্য্য

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।

ভূতমহেশ্বরং (ভূতানাং প্রাণিনাং মহান্তং ঈশ্বরং পরমাত্মানং সন্তং) ইতি মম পরং ভাবং তত্ত্বং অজানন্তঃ মূঢ়াঃ অবিবেকিনঃ জনাঃ মানুষীং তনুং দেহং আশ্রিতং মনুষ্যমূর্ত্ত্যা ব্যবহরন্তং মাং অবজানন্তি সাক্ষাদীশ্বরোঽয়ং ইতি ন আদ্রিয়ন্তে ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

এবং মাং নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজন্তূনামাত্মানমপি সন্তং অবজানন্ত্যবজ্ঞাং পরিভবং কুর্ব্বন্তি মাং মূঢ়া অবিবেকিনো মানুষীং মনুষ্য-সম্বন্ধিনীং তনুং দেহমাশ্রিতং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

সর্ব্বাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসো নিত্যমুক্তশ্চেৎ ত্বং তর্হি কিমিতি ত্বামেবাত্মত্বেন ভেদেন বা সর্ব্বে ন ভজন্তে তত্রাহ এবমিতি। বিপর্য্যস্তবুদ্ধিত্বং ভগবদবজ্ঞায়াং কারণমিত্যাহ মূঢ়া ইতি। ভগবতো মনুষ্যদেহসম্বন্ধাৎ তস্মিন্ বিপর্য্যাসঃ সম্ভবতীত্যাহ মানুষীমিতি। অস্মদাদিবদ্দেহতাদাত্ম্যাভিমানং ভগবতো ব্যাবর্ত্তয়তি মনুষ্যেতি। ভগবন্তমবজানতামবিবেকে মূলাজ্ঞানং হেতুমাহ পরমিতি। ঈশ্বরাবজ্ঞানাৎ কিং ভবতীত্যপেক্ষায়াং তদবজ্ঞানপ্রতিবদ্ধবুদ্ধয়ঃ শোচ্যা ভবন্তীত্যাহ ভতশ্চেতি।

স্বামিকৃতটীকা।

নন্বেবম্ভূতং পরমেশ্বরং ত্বাং কিমিতি কেচিন্নাদ্রিয়ন্তে তত্রাহ অবজানন্তীতি দ্বাভ্যাং। সর্ব্বভূতমহেশ্বররূপং মদীয়ং পরং ভাবং তত্ত্বমজানন্তো মূঢ়া মূর্খা মামবজানন্তি মামবমন্যন্তে, অবজ্ঞানে হেতুঃ শুদ্ধসত্ত্বময়ীমপি তনুং ভক্তেচ্ছাবশান্মনুষ্যাকারামাশ্রিতবন্তমিতি ॥ ১১ ॥

আত্ম-সাক্ষাৎকারে অনভিজ্ঞ সুতরাং ভোগান্ধ মানবগণ মদীয় সর্ব্ব-ভূতের অধীশ্বর পরমাত্ম ভাবের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, সাধারণ মানব-মূর্ত্তি জ্ঞানে আমাকে উপেক্ষা করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

আভাস।

কপিলদেব বলিয়াছেন যে, চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের সংযোগে অর্থাৎ স্বীয় শক্তির প্রতি দৃষ্টি করায়, অচেতনা বা জড়া প্রকৃতি চেতনময়ী হন এবং গুণাতীত

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।

যতঃ রাক্ষসীং রক্ষসাঃ প্রকৃতিং, আসুরীং অসুরাণাংপ্রকৃতিং মোহিনীং দেহাত্ম-বাদিনীং প্রকৃতিং স্বভাবং শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ তে মোঘাশাঃ মোঘা বৃথা আশা যেষাং তে তথা ; মোঘকর্ম্মাণঃ নিস্ফল-কর্ম্মাণঃ, মোঘজ্ঞানাঃ আত্মবিচার-শূন্যাঃ, অতঃ বিচেতসঃ বিগত-বিবেকাঃ এব জনাঃ মাং অবজানন্তি ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

মনুষ্যদেহেন ব্যবহরন্তমিত্যেতৎ পরং প্রকৃষ্টং ভাবং পরমাত্ম-তত্ত্বমাকাশ-কল্পমাকা-শাদপ্যন্তরতমমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরং সর্ব্বভূতানাং মহান্তমীশ্বরং স্বমাত্মানং ততশ্চ তস্য মমাবজ্ঞান-ভাবনেন হতাঃ বরাকা স্তে॥ ১১ ॥

কথং মোঘাশেতি। মোঘাশা বৃথা আশা আশিষো যেষাং তে মোঘাশা স্তথা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভগবদবজ্ঞানাদেব হেতোরবজানন্তস্তে জন্তবো বরাকাঃ শোচ্যাঃ সর্ব্বপুরুষার্থবাহ্যাঃ স্যুরিতি সম্বন্ধঃ। তত্র হেতুং সূচয়তি তস্যেতি। প্রকৃতস্য ভগবতোঽবজ্ঞানম-বাদবণং নিন্দনং বা তস্য ভাবনং পৌনঃপুন্যং তেনাহতাস্তজ্জনিতদুরিতপ্রভাবাৎ প্রতিবদ্ধবুদ্ধয় ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ভগবন্তমবজানতাং প্রশ্নপূর্ব্বকং শোচ্যত্বং বিশদয়তি কথমিতি। ভগবন্নিন্দা-

এবং দেহকেই আত্মজ্ঞানে অভিভূত-চিত্ত তাদৃশ জনগণ কেবল ভোগের লক্ষ্যে রাক্ষস এবং আসুরিক স্বভাবের পরিচয়ে নিরন্তর আভাস।

পুরুষও জড়কে দেখিতে গিয়া তৎসহ আত্মীয়তা নিবন্ধন যেন বিষয়ীভাব ধারণে সংসার-লীলা করিতেছেন। এই সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পরম পুরুষই আমি! পুত্রগণকে সংসার-ক্রীড়া হইতে বিনিবৃত্ত করত নিজ সন্নিধানে লইবার জন্যই মানব-মূর্ত্তিতে আমার আগমন হওয়ায়, সাধারণ মানব আমাকে মানব বলিয়াই মনে করিতেছে ; আমার প্রকৃত পরম ভাবের প্রতি তাহাদের চিত্ত যে আকৃষ্ট হইতেছে না, তাহাতে তাহাদের ঘোর অনর্থেরই উদয় হইতেছে, সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

জ্ঞান এবং অজ্ঞান ভেদে দুইটী গতি জগতে চিরবিদ্যমান রহিয়াছে। যে

শাঙ্করভাষ্যম্।

মোঘকর্ম্মাণো যানি চাগ্নিহোত্রাদীনি তৈরনুষ্ঠীয়মানানি কর্ম্মাণি তানি চ তেষাং ভগবৎপরিভবাৎ স্বাত্মভূতস্যাবজ্ঞানান্মোঘান্যেব নিস্ফলানি কর্ম্মাণি ভবন্তীতি। মোঘকর্ম্মাণ স্তথা মোঘজ্ঞানাঃ মোঘং নিস্ফলং জ্ঞানং যেষাং তে জ্ঞানমপি তেষাং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পরাণাং ন কাচিদপি প্রার্থনা অর্থবতীত্যাহ বৃথেতি। নমু ভগবন্তং নিন্দতোঽপি নিত্যং নৈমিত্তিকং বা কর্ম্মানুতিষ্ঠন্তি তদনুষ্ঠানাচ্চ তেষাং প্রার্থনাঃ সার্থা ভবিষ্যন্তীতি নেত্যাহ তথেতি। পরিভব স্তিরস্করণম্। অবজ্ঞানমনাদরণম্। তেষামপি শাস্ত্রার্থজ্ঞানবত্ত্বং তদ্দ্বারা প্রার্থনার্থবত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ তথা মোঘেতি। তথাপি

স্বামীকৃতটীকা।

কিঞ্চ মোঘাশা ইতি। মত্তোঽন্যদ্দেবতান্তরং ক্ষিপ্রং ফলং দাস্যতীত্যেবংভূতা মোঘা নিস্ফলৈবাশা যেষাং তে, অতএব মদ্বিমুখত্বান্মোঘানি নিস্ফলানি কর্ম্মাণি যেষাং তে, মোঘমেব নানাকুতর্কাশ্রিতং শাস্ত্রজ্ঞানং যেষাং তে, অতএব বিচেতসো

বিচিত্র আশার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে বিচিত্র নিকৃষ্ট কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। কেবল আত্মসাক্ষাৎকারে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধনই তাহাদের জীবনের সকল আশা, সকল কর্ম্ম এবং যাবতীয় বুদ্ধির বিচক্ষণতা নিরর্থক হইয়া থাকে॥ ১২॥

আভাস।

বুঝে, তাহার আর কর্ম্ম থাকে না; সে নিশ্চিন্তে বুঝিবার আনন্দ অনুভব করে। জগতে ভ্রমণ বা ভোগের লালসায় অনুসন্ধান-ব্যাপার সম্পূর্ণ অজ্ঞান মূলক। যাহা জানি না, বা যাহার পরিচয় পাই নাই, তাহারই পরিচয় লইয়া তৃপ্ত হইবার মানসে আমরা সংসারে ভোগের আশায় পরি-ভ্রমণ করিয়া থাকি। যদবধি পরিচয় না পাই, তদবধি ঘোর উৎকণ্ঠা; পরিচয় পাইলেই উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি এবং পরমা শান্তির সাক্ষাৎকার হয়। পরমাত্মা যেমন বিশ্ব সংসারের রচনা করিয়াছেন, সেই রচনা কার্য্যের অদ্ভুত ভাব অবধারণ করিবার উপ-লক্ষে দর্শক জীব-জগতেরও সৃজন করিয়া, প্রত্যেক মানব-হৃদয়ে একটী অদ্ভুত এবং অলৌকিক জ্ঞান-যন্ত্র সাজাইয়া দিয়াছেন; যাহার কল্যাণে মানব ভগবানের সৃষ্ট বস্তুর পরিচয় লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। এই জ্ঞান-যন্ত্রের অধিকারও

শাঙ্করভাষ্যম্।

নিষ্ফলমেব স্যাৎ। বিচেতসো বিগতবিবেকাশ্চ তে ভবন্তীত্যভিপ্রায়ঃ, কিঞ্চ তে ভবন্তি রাক্ষসীং রক্ষসাং প্রকৃতিং স্বভাবং আসুরীমসুরাণাঞ্চ প্রকৃতিং মোহিনীং মোহকরীং দেহাত্মবাদিনীং শ্রিতা আশ্রিতাঃ ছিন্ধি ভিন্ধি পিব খাদ পরস্বমপহরে-ত্যেবং বদনশীলাঃ ক্রূরকর্ম্ম কুর্ব্বাণা ভবন্তীত্যর্থঃ, অসুর্য্যা নাম তে লোকা ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১২ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যৌক্তিক-বিবেক-বশাৎ তৎপ্রার্থনা-সাফল্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ বিচেতস ইতি। ন কেবল-মুক্তবিশেষণবত্ত্বমেব তেষাং কিন্তু বর্ত্তমান-দেহ-পাতাদনন্তরং তত্তদতিক্রূর-যোনি-প্রাপ্তিশ্চ নিশ্চিতেত্যাহ কিঞ্চেতি। মোহকরীমিতি প্রকৃতিদ্বয়েঽপি তুল্যং বিশেষণং, ছিন্ধি ভিন্ধি পিব খাদেতি প্রাণিহিংসারূপো রক্ষসাং স্বভাবোঽসুরাণাং স্বভাবস্তু ন দেহি ন জুহুধি পরস্বমপহরেত্যাদিরূপঃ। মোহো মিথ্যাজ্ঞানম্। উক্তমেব স্ফুটয়তি ছিন্ধীতি ॥ ১২ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

বিক্ষিপ্ত-চিত্তাঃ, সর্ব্বত্র হেতুঃ রাক্ষসীং হিংসাদিপ্রচুরাং আসুরীঞ্চ রাজসীং কাম-দর্পাদিবহুলাং মোহিনীং বুদ্ধিভ্রংশকরীং প্রকৃতিং স্বভাবং শ্রিতা আশ্রিতাঃ সন্তো মামবজানন্তীতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

আভাস।

অসীম! ইহা কেবল সৃষ্ট বস্তু বুঝে, তাহা নহে; সৃষ্টির পরিণাম এবং সৃষ্টির পদ্ধ-তিও বুঝিতে পারে! পরে যে বুঝে, সেই আত্মস্বরূপকে এবং যে পরম ভাব সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে সৃজন করেন, তাঁহাকে পর্য্যন্ত অবধারণ করিতেও সক্ষম হয়। তখন তাহার আর বুঝিবার জন্য সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিতে হয় না; তখন সেই জ্ঞান-যন্ত্র নিশ্চিন্তে ও নিরুদ্বেগে যাবদীয় ভাবকে একত্র এক পরমাত্তত্ত্বে পর্য্যবেক্ষণ করত পরমানন্দে অবস্থান করে। যাহারা আপনাকে না চিনে, তাহারা বিশ্ব-বিধাতা পরমাত্মাকেও চিনে না। সুতরাং তাহারা সৃষ্টির মূল মর্ম্মও বুঝিতে পারে না। সুতরাং অনিত্য ভোগকেই মানব-জীবনের পরমার্থ-লাভ মনে করিয়া, সর্ব্ব-প্রযত্নে ভোগের সংগ্রহার্থই চির-জীবন অতিবাহিত করে। সুতরাং ভোগের সংগ্রহার্থ কর্ম্মের ভাল-মন্দের প্রতিও দৃষ্টি করে না। রাক্ষস প্রকৃতিতে তাহারা পরের প্রাণ সংহারেও পশ্চাৎপদ হয় না এবং অসুরের ন্যায়, পরদ্রোহাদি বঞ্চনা কার্য্যে অন্ধের ন্যায় অগ্রসর হয়। সুতরাং সামান্য পশুর ন্যায়, দূরদৃষ্টিতে বঞ্চিত হইয়া এ জীবনে যে কোন কার্য্য করিল এবং যে কোন আশা বা ভরসা করিল, মরণ-কালে সমস্ত মিথ্যা করিয়াছি বুঝিয়া হতাশের ন্যায় তাহারা প্রাণ পরিত্যাগ করে ॥ ১২ ॥

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ।

হে পার্থ! দৈবীং শম-দম-শ্রদ্ধাদি-লক্ষণাং প্রকৃতিং স্বভাবং আশ্রিতাঃ মহাত্মানঃ (মহতি পরমাত্মনি আত্মা অন্তঃকরণং যেষাং তে) অনন্যমনসঃ ভগবৎ-মনসঃ জনাঃ ভূতাদিং অব্যয়ং ইতি জ্ঞাত্বা মাং ভজন্তি ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যে পুনঃ শ্রদ্দধানাঃ ভগবদ্ভক্তিলক্ষণে মোক্ষমার্গে প্রবৃত্তাঃ মহাত্মান ইতি। মহাত্মানস্তু অক্ষুদ্রচিত্তা মামীশ্বরং পার্থ দৈবং দেবানাং প্রকৃতিং শম-দম-দয়া-শ্রদ্ধাদি-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কে পুন র্ভগবন্তং ভজন্তে তানাহ যে পুনরিতি। মহান্ প্রকৃষ্টো যজ্ঞাদিভিঃ শোধিত আত্মা সত্ত্বং যেষামিতি ব্যুৎপত্তিমাশ্রিত্যাহ অক্ষুদ্রেতি। তু-শব্দোঽবধারণে। প্রকৃতিং বিশিনষ্টি শমেতি। অনন্যস্মিন্ প্রত্যগ্ভূতে ময়ি পরস্মিন্নেব মনো

স্বামিকৃতটীকা।

কে তর্হি ত্বামারাধয়ন্তীত্যত আহ মহাত্মান ইতি। মহাত্মানঃ কামাদ্যনভিভূত-চিত্তাঃ, অতএব অভয়ং, সত্ত্বসংশুদ্ধিরিত্যাদিনা বক্ষ্যমাণাং দৈবীং প্রকৃতিং স্বভাব-মাত্রমাশ্রিতা অতএব মদ্ব্যতিরেকেণ নাস্ত্যন্যস্মিন্ মনো যেষাং তে তু ভূতাদিং জগৎকারণং অব্যয়ং নিত্যঞ্চ মাং জ্ঞাত্বা ভজন্তি ॥ ১৩ ॥

কিন্তু আত্মসাক্ষাৎকারে বিচক্ষণ শমদমাদি-সম্পন্ন মেধাবী সাত্বিক প্রকৃতির মহাত্মা মানবগণ এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সমূহের অনাদি ও অব্যয় কারণ-রূপে বিদ্যমান মদীয় ভাবের অবধারণে এক মনে ও এক প্রাণে আমারই ভজনা করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

আভাস।

অতএব যাঁহারা আপনাকে চিনেন, তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহান্ পরমাত্মাকেও অবধারণ করেন এবং ভোগের সকল সাধ তদন্তরেই মিটাইয়া লন। সুতরাং ভোগ সংগ্রহ উপলক্ষে রাজসিক বা তামসিক চরিত্রের আশ্রয় তাঁহাদিগকে লইতে হয় না। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া, নির্ব্ব্যাপারী ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়-কর্ত্তা নিত্যসিদ্ধ চির-শান্ত, শান্তির সাগর

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।

তেষু কেচিৎ সততং স্তোত্রাদিভিঃ কীর্ত্তয়ন্তঃ কেচিৎ দৃঢ়ব্রতাঃ সন্ত ব্রতনিয়মাদিনা কৃপাং প্রার্থয়ন্তঃ, কেচিৎ ভক্ত্যা নমস্যন্তঃ কেচিৎ নিত্যযুক্তাঃ সমাহিতচিত্তাঃ এব মাং জগদীশ্বরং উপাসতে ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

লক্ষণামাশ্রিতাঃ সন্তো ভজন্তি সেবন্তেঽনন্যমনসোঽনন্যচিত্তা জ্ঞাত্বা মাং ভূতানাং আশ্রয়মাদিকারণং বিয়দাদীনাং প্রাণিনাং চাদিকারণমাশ্রয়মব্যয়ং ॥ ১৩ ॥

কথং ?—সততং সর্ব্বদা ভগবন্তং ব্রহ্মস্বরূপং মাং কীর্ত্তয়ন্তো যতন্তশ্চ ইন্দ্রিয়ো-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যেষামিতি বুৎপত্ত্যা ব্যাকরোতি অনন্যচিত্তা ইতি। অজ্ঞাতে সেবানুপপত্তেঃ শাস্ত্রোপপত্তিভ্যামাদৌ জ্ঞাত্বা ততঃ সেবন্তে ইত্যাহ জ্ঞাত্বেতি। অব্যয়মবিনাশিনম্ ॥ ১৩ ॥

ভজনপ্রকারং পৃচ্ছতি কথমিতি। তৎপ্রকারমাহ সততমিতি। সর্ব্বদেতি

তাঁহারা নিরন্তর ভগবানের ভাবই লোক-সমাজে কীর্ত্তন করেন এবং ব্রতাবলম্বী হইয়া একাগ্রচিত্তে কোন্ পদ্ধতিতে আমার স্বরূপ অবধারণ করিতে পারেন, তজ্জন্য দৃঢ় চেষ্টা করত ভক্তিভরে আমাকেই প্রণাম করেন এবং সমাহিত চিত্তে আমাকেই অন্তরে রাখিয়া উপাসনা করেন ॥ ১৪ ॥

আভাস।

এবং পরমানন্দের আধার পরম বিভুর প্রতি প্রাণ সমর্পণ করত, অবশিষ্ট মানবজীবন তাঁহারা অতিবাহিত করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

ভগবান্ শ্রীহরি মনুষ্য-জীবনের প্রতি বিশেষ কৃপার প্রদর্শনে দুইটী অপূর্ব্ব কার্য্য-প্রণালী চির প্রথিত রাখিয়াছেন। মানব করিয়া বুঝে এবং বুঝিয়া করে। বুঝিয়া করাটী বড়ই উপাদেয়; কিন্তু করিয়া বুঝাটী তত সুগম এবং সহজ সাধ্য নহে। শাস্ত্র এবং আচার্য্যের সন্নিধানে কার্য্যের পদ্ধতি জানিয়া বা শুনিয়া কার্য্য করিলে যত শীঘ্র কৃতকার্য্য হওয়া যায়, নিজের খামখেয়ালি ভাবে কার্য্য করিয়া কৃতার্থ হইবার চেষ্টায় অগ্রসর হইলে, সেরূপ ফল সত্বর পাওয়া যায় না ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

পসংহার-শম দম দয়া-হিংসাদিলক্ষণৈঃ ধর্ম্মৈঃ প্রযতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ দৃঢ়ং স্থিরমচাঞ্চল্যং ব্রতং যেষাং তে দৃঢ়ব্রতা নমস্যন্তশ্চ মাং হৃদয়েশমাত্মানং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তাঃ সন্ত উপাসতে সেবন্তে ॥ ১৪ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শ্রবণাবস্থা গৃহ্যতে, কীর্ত্তনং বেদান্তশ্রবণং প্রণব-জপশ্চ। ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যাদি। নমস্যন্তো মাং প্রতি চেতসা প্রহ্বীভবন্তো ভক্ত্যা পরেণ প্রেম্ণা নিত্যযুক্তাঃ সদা সংযুক্তাঃ ॥ ১৪ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

তেষাং ভজনপ্রকারমাহ সততমিতি দ্বাভ্যাং। সততং সর্ব্বদা স্তোত্রমন্ত্রাদিভিঃ কীর্ত্তয়ন্তঃ কেচিন্মামুপাসতে সেবন্তে, দৃঢ়ানি ব্রতানি নিয়মা যেষাং তাদৃশাঃ সন্তো যতন্তশ্চ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাদিষু প্রযত্নং কুর্ব্বন্তঃ কেচিদ্ভক্ত্যা নমস্যন্তশ্চ প্রণমন্তঃ অন্যে নিত্যযুক্তা অনবরতং অবহিতাঃ সেবন্তে, ভক্ত্যেতি নিত্যযুক্তা ইতি চ কীর্ত্তনাদিষ্বপি দ্রষ্টব্যং ॥ ১৪ ॥

আভাস।

বরং ঠকার ভাগই বেশী ; জয় অতি অল্প। বিশেষত ঠকিয়া ঠকিয়া জিতিব মনে করিলে, অনেক সময় বৃথায় জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। জীবন চির-স্থায়ী নহে। কখন আছে, কখন যাইবে, তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই। সুতরাং কণামাত্র কালও বৃথায় সন্দেহের কুহকে নিক্ষিপ্ত রাখিয়া অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য নহে। কার্য্যের ফল নিশ্চয় পাইব কি না যখন স্থির নাই, সেরূপ কার্য্যে জীবন-কাল অতিবাহিত করা কোন মতে বিধেয় নহে। হৃষীকেশাদি কোন দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে হইলে, যাঁহারা তথায় যাতায়াত করিয়াছেন, তাদৃশ বিচক্ষণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট উপদেশ লওয়াই কর্ত্তব্য। অতএব সংসার-ভ্রমণে অগ্রসর মানবের পক্ষে প্রথমত ঋষিগণের উপদেশ লওয়াই অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, বৃথা পর্য্যটন কমিয়া যায় ; এবং সত্বর উদ্দেশ্য-সাধনে কৃতার্থ হওয়া যায়।

ঋষিগণের উপদেশই উৎকৃষ্ট শাস্ত্র ; যাহাতে আত্ম-সাক্ষাৎকারকেই শ্রেষ্ঠ সোপান বলিয়াই কীর্ত্তিত হইয়াছে। অবশ্য নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম এবং যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গ সাধনার অনুষ্ঠান করিলে আত্ম-সাক্ষাৎকারে উপনীত হওয়া যায় বটে, কিন্তু অনেক বিলম্বে তাহা ঘটে। কিন্তু আচার্য্য এবং শাস্ত্রের আশ্রয়ে বিচারের দ্বারা আত্মার স্বরূপ মনোমধ্যে একটী বার নির্দ্ধারিত হইলে ; এবং জগত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এবং পরমাত্মতত্ত্ব হৃদয়ে নির্ণীত হইলে, কার্য্যের অনুষ্ঠানে চিত্ত

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে ।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ ।

অপি চ অন্যে জ্ঞান-যজ্ঞেন (বাসুদেবঃ সর্ব্বং ইতি জ্ঞানং তদেব যজ্ঞঃ তেন) মাং পরমাত্মানং যজন্তঃ পূজয়ন্তঃ উপাসতে ! কেচিৎ একত্বেন একং এব পরং ব্রহ্ম, অভেদ-ভাবনয়া, কেচিৎ পৃথক্ত্বেন ভেদ-দৃষ্ট্যা দাসোঽহং ইতি পৃথক্ ভাবনয়া, কেচিৎ বিশ্বতোমুখং সর্ব্বাত্মকং মাং, তথা বহুধা ব্রহ্মরুদ্রাদি-রূপেণ মাং উপাসতে ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

তে কেন কেন প্রকারেণ উপাসতে ? ইত্যুচ্যতে—জ্ঞানযজ্ঞেন জ্ঞানমেব

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

উপাসনপ্রকারভেদপ্রতিপিৎসয়া পৃচ্ছতি তে কেনেতি ! তৎপ্রকারভেদো- দীরণার্থং শ্লোকমবতারয়তি উচ্যত ইতি । ইজ্যতে পূজ্যতে পরমেশ্বরোঽনেনেতি

কেহ সমগ্র সংসার বাসুদেবময় ইত্যাকার মদীয় চিন্ময় পরমাত্ম ভাবের চিন্তাকেই জ্ঞানযজ্ঞ অবধারণে আমার উপাসনা করেন ; কেহ বা আত্মা ও অনাত্মাদি স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিচিত্র ভাব সমূহকে

আভাস ।

প্রসন্নভাবে অগ্রসর হইবে ! সে কার্য্যের পদ্ধতির জন্য আর সন্দেহ থাকিবে না ; এবং প্রতিপদে কৃতকার্য্য হইতেছি বলিয়া প্রত্যয় জন্মিবে । সুতরাং তখন প্রসন্ন- চিত্তে উৎসাহের সহিত ভগবানের নাম-কীর্ত্তনে এবং একাগ্র-চিত্তে ও অধ্যবসায়ের সহিত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে আপন আয়ত্ত করিতে আর কষ্ট-বোধ হইবে না । পথ সুগম হইবে ; ভ্রম থাকিবে না । এবং ভক্তিভরে পরমেশ চরণে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক সকল কার্য্যের উদ্যমও সুগম হইয়া যাইবে । অতএব করিয়া বুঝিবার অপেক্ষা, বুঝিয়া করাই শ্রেয়ঃ । আত্মার অনুসন্ধান করিয়া এবং বিচারে তাহা অবগত হইয়া মানব জীবনের যাবদীয় কর্ম্ম করার ন্যায়, শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি আর কিছুই নাই ॥ ১৪ ॥

দেহের অন্তরে সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বনিয়ামক স্বীয় অনুভূতি-স্বরূপ আত্মাকে অবধারণ করিতে পারিবেন, তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে এবং বাহিরে সেইরূপ সর্ব্ব-সাক্ষী সর্ব্ব-নিয়ামক মদীয় পরম ভাব পরমাত্ম-স্বরূপকেও অবধারণ করা

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভগবদ্‌বিষয়ং যজ্ঞস্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ পূজয়ন্তো মামীশ্বরং চাপ্যন্যে অন্যামুপাসনাং পরিত্যজ্য উপাসতে। তচ্চ জ্ঞানম্ একত্বেন একমেব পরং ব্রহ্ম ইতি পরমার্থ-দর্শনেন যজন্ত উপাসতে। কেচিচ্চ পৃথক্ত্বেন আদিত্যচন্দ্রাদিভেদেন স এব ভগবান্ বিষ্ণুরাদিত্যাদিরূপেণাবস্থিত ইতি উপাসতে। কেচিদ্ বহুধা অবস্থিতঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রকৃতে জ্ঞানে যজ্ঞশব্দঃ। ঈশ্বরঞ্চেতি চকারোঽবধারণে। দেবতান্তরধ্যানত্যাগমপিশব্দসূচিতং দর্শয়তি অন্যামিতি। অন্যে চ ব্রহ্মনিষ্ঠামিতি যাবৎ। জ্ঞানযজ্ঞমেব বিভজতে তচ্চেতি। উত্তমাধিকারিণামুপাসনমুক্ত্বা মধ্যমানাম্ উপাসন-প্রকারমাহ

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ জ্ঞানেতি। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিত্যেবং সর্ব্বাত্মদর্শনং জ্ঞানং তদেব যজ্ঞস্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন মাং যজন্তঃ পূজয়ন্তোঽন্যেঽপ্যুপাসতে তত্রাপি কেচিদেকত্বেনাভেদভাবনয়া কেচিৎ পৃথগ্‌ভাবনয়া দাসোঽহমিতি কেচিত্তু বিশ্বতোমুখং সর্ব্বাত্মকং মাং বহুধা ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপেণোপাসতে ॥ ১৫ ॥

পরম কারণে বিলীন বিবেচনা করিয়া অভেদ চিন্তনে আমার এক ও অদ্বিতীয় পরম ভাবের উপাসনা করেন, কেহ বা জীবমূর্ত্তিতে কেহ বা ব্রহ্ম রুদ্রাদি বিভিন্নমূর্ত্তিতে যিনি বিরাজ করিতেছেন, আমার সেই বাসুদেব মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

আভাস।

সুগম হইয়া পড়ে। ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানের আলোচনাই মহাযজ্ঞ! কেহ তাঁহাকে অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্ম জ্ঞানে আরাধনা করিতেছেন; কেহ বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র মূর্ত্তিতে সৃষ্টি পালন এবং সংহারকারী ত্রিবিধ বেশে এক আমারই আরাধনা করিয়া থাকেন। আবার কেহ বা বিশ্বতোমুখ অর্থাৎ সর্ব্বাত্মক-ভাবে আমার অরাধনা করিয়া থাকেন। এতদর্থে শ্রুতিও প্রকাশ করিয়াছেন যথা;

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনং অবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

যে দেবতা অন্তরে বিদ্যমান থাকিয়া অগ্নি মূর্ত্তিতে প্রকাশমান হইতেছেন, যিনি জলের অন্তরে বিদ্যমান থাকিয়া জীবও জন্তুর তৃষ্ণার নিবারণ করিতেছেন; যিনি ভুবন-ভরা বেশে জগদ্রূপে প্রতীত হইতেছেন, যিনি ওষধির গর্ভে

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্‌।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্‌ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।

অহং ক্রতুঃ শ্রৌতকর্ম্ম, অহং যজ্ঞঃ স্মার্ত্ত-কর্ম্ম, অহং স্বধা পিতৃগণ-পুষ্টি-দায়িনী অন্নং, অহং ঔষধং ওষধি-প্রভবং অন্নং, অহং মন্ত্রং বাক্যাদিঃ, আজ্যং ঘৃতাদি, অহং অগ্নিঃ তথা অহং হুতং হোমঃ ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌।

স এব ভগবান্‌ বিশ্বতোমুখঃ সর্ব্বতোমুখঃ বিশ্বরূপ ইতি তং বিশ্বরূপং সর্ব্বতোমুখং বহুধা বহু প্রকারেণ উপাসতে ॥ ১৫ ॥

যদি বহুভিঃ প্রকারৈরুপাসতে কথং ত্বামেব উপাসতে ইত্যত আহ অহং ক্রতুঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কেচিচ্চেতি। তেষামেব প্রকারান্তরেণোপাসনমুদীরয়তি কেচিদিতি। বহুপ্রকারেণাগ্ন্যাদিত্যাদিরূপেণেতি যাবৎ ॥ ১৫ ॥

ভগবদেকবিষয়মুপাসনং তর্হি ন সিধ্যতীতি শঙ্কতে যদীতি। প্রকারভেদমাদায়

হে অর্জ্জুন! শ্রৌত কর্ম্ম ক্রতু, স্মার্ত্ত কর্ম্ম যজ্ঞ, পিতৃলোকের পুষ্টিদায়িনী স্বধামূর্ত্তিতে আমিই বিরাজ করিতেছি। জীবের ক্ষুধাদি

আভাস।

অবস্থিত থাকিয়া জীবের রোগোপশমন-কারি ঔষধি মূর্ত্তিতে জগতের প্রীণন করিতেছেন, আবার বৃক্ষ লতাদির অঙ্কুর হইতে ফল শস্যাদি মূর্ত্তিতে জীবের জীবন-রূপে দেখা দিতেছেন। সেই পরমেশকে আমাদের প্রাণ-ভরা প্রণাম! ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বর্ণিত আছে; সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্‌; হে সৌম্য! এই ব্যক্ত জগৎ অব্যক্ত মূর্ত্তিতে পরম ব্রহ্মে লীন থাকে; এবং সৃষ্টিরকালে সেই ব্রহ্ম-স্বরূপ হইতে ব্যক্ত-ভাব ধারণে জগদ্রূপে প্রতীত হয়। এক ব্রহ্মই সত্য! স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ এক তাঁহারই ইচ্ছা শক্তির বিকাশ মাত্র! অতএব তিনিই অবধারণীয়। কেহ তাঁহাকেই সর্ব্বাধার ভাবে, কেহ বা তাঁহাকে প্রভু পরমাত্মা ভাবে এবং কেহ বা সর্ব্বেশ্বর ভাবে পূজা বা আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় পরমেশ ভাবকে সর্ব্ববিধ কার্য্য মূর্ত্তিতে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রৌত কর্ম্মের নাম ক্রতু, স্মার্ত্ত-কর্ম্মের নাম যজ্ঞ। পিতৃলোককে

শাঙ্করভাষ্যম্।

শ্রৌতকর্ম্মভেদঃ অহমেব। অহং যজ্ঞঃ স্মার্ত্তঃ। কিঞ্চ স্বধা অন্নম্ অহং যৎ পিতৃভ্যো দীয়তে। অহমৌষধং সর্ব্বপ্রাণিভি র্যদদ্যতে তৎ ঔষধশব্দ-বাচ্যম্ অথবা স্বধেতি সর্ব্বপ্রাণিসাধারণমন্নম্, ঔষধমিতি ব্যাধ্যুপশমার্থং ভেষজম্। মন্ত্রোঽহং যেন পিতৃভ্যো দেবতাভ্যশ্চ হবির্দীয়তে। অহমেব আজ্যং হবিশ্চাহম্ অগ্নি র্যস্মিন্ হূয়তে সোঽগ্নিরহমেব। অহং হুতং হবন-কর্ম্ম চ॥ ১৬॥

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

ধ্যায়ন্তোঽপি ভগবন্তমেব ধ্যায়ন্তি তস্য সর্ব্বাত্মকত্বাদিত্যাহ অত আহেতি। ক্রতু-যজ্ঞ-শব্দয়োরনয়োরপৌনরুক্ত্যং দর্শয়ন্ ব্যাচষ্টে শ্রৌত ইতি। ক্রিয়াকারক-ফলজাতং ভগবদতিরিক্তং নাস্তীতি সমুদয়ার্থঃ॥ ১৬॥

স্বামিকৃতটীকা।

সর্ব্বাত্মতাং প্রপঞ্চয়তি অহং ক্রতুরিতি চতুর্ভিঃ। ক্রতুঃ শ্রৌতোঽগ্নিষ্টোমাদিঃ, যজ্ঞঃ স্মার্ত্তঃ পঞ্চযজ্ঞাদিঃ, স্বধা পিত্র্যর্থং শ্রাদ্ধাদিঃ, ঔষধং ওষধিপ্রভবমন্নং ভেষজম্বা, মন্ত্রো যাজ্যপুরোধো-বাক্যাদিঃ, আজ্যং হোমাদিসাধনং, অগ্নিরাহবনীয়াদিঃ, হুতং হোমঃ, এতৎ সর্ব্বমহমেব॥ ১৬॥

রোগ সমূহের নিবারণোপলক্ষে ঔষধি সমূহের অন্তর হইতে আমিই ব্রীহি যবাদিরূপে প্রকটিত হইয়া থাকি। মন্ত্র বাক্য, আজ্য ঘৃত, আমি! এবং অগ্নি এবং হোম ব্যাপারও আমি॥ ১৬॥

আভাস।

যে অন্ন প্রদান করা হয়, তাহার নাম স্বধা। এই সকল ভাবে পরমাত্মাই আত্ম-পরিচয় দেন; অর্থাৎ সকলই তাঁহার শক্তিরই পরিণাম মাত্র। তাঁহার স্বরূপ-শক্তি ওষধি-মূর্ত্তি ধারণে জগদ্বাসীকে অন্ন এবং ঔষধ বিতরণ করিতেছে; এবং যে মন্ত্রের উচ্চারণে পিতৃ-কার্য্য বা দেব-কার্য্য সাধিত হয়, সে মন্ত্রও ভগবান্। যে অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হয়, সেই অগ্নিও তাঁহারই স্বরূপ। এবং আহুতির দ্রব্য ঘৃতাদিও তিনি! অতএব ভগবান্ অর্জ্জুনকে বুঝাইলেন যে, সকল প্রকারে এবং সকল ভাবে একা আমিই সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছি! অতএব তুমি পরমাত্মাই সকল ভাবে, সকল প্রকারে এবং সর্ব্বময় হইয়া বিরাজ করিতেছেন মনে ধারণা করিয়া, যে কোন কার্য্য করিবে, তাহাতেই আমার আরাধনা করা হয়! "আমি তুমি" ভাবিয়া, স্বার্থের অনুরোধে যে কোন কার্য্যই করা হয়, তাহাতেই বন্ধন এবং পরমেশ ভাবিয়া যে কার্য্যই করা হয়, তাহাতেই মুক্তির সোপান প্রসারিত হয়॥ ১৬॥

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেবচ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।

অস্য জগতঃ পিতা, মাতা ধাতা কর্ম্মফল-দাতা, পিতামহঃ, বেদ্যং পবিত্রং ওঙ্কারঃ ঋক্ সাম যজুঃ অহং এব চ ॥ ১৭

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ, পিতা জনয়িতা অহম্ অস্য জগতঃ, মাতা জনয়িত্রী, ধাতা কর্ম্মফলস্য, প্রাণিভ্যো বিধাতা, পিতামহঃ পিতুঃ পিতা, বেদ্যং বেদিতব্যং পবিত্রং পাবনম্ ওঁকারশ্চ ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ইতশ্চ ভগবতঃ সর্ব্বাত্মকত্বমনুমন্তব্যমিত্যাহ কিঞ্চেতি। পবিত্রং পূয়তেঽনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা পরিশুদ্ধিকারণং পুণ্যং কর্ম্মেত্যাহ পাবনমিতি। বেদিতব্যে ব্রহ্মণি বেদন-সাধনমোঙ্কার স্তত্র প্রমাণমৃগাদি। চকারাদথর্ব্বাঙ্গিরসো গৃহ্যন্তে ॥ ১৭ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ পিতাহমস্যেতি। ধাতা কর্ম্মফলবিধাতা, বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্তু, পবিত্রং শোধকং প্রায়শ্চিত্তাত্মকং বা, ওঙ্কারঃ প্রণবঃ, ঋগাদয়ো বেদাশ্চাহমেব স্পষ্টমন্যৎ ॥ ১০ ॥

এই সংসারের প্রতিপালক পিতা আমি; পোষণকারী মাতাও আমি; কর্ম্মফলদাতা বিধাতা আমি; ঋক্‌বেদ যজুর্ব্বেদ এবং সামবেদ মূর্ত্তিতে এবং বেদত্রয়ের জ্ঞাতব্য ওঁকার-মূর্ত্তিতে আমিই একা বিরাজ করিতেছি ॥ ১৭ ॥

আভাস।

ভগবান্ মাতৃ-মূর্ত্তিতে জগৎ প্রসব করিতেছেন এবং পিতার ন্যায় প্রতিপালন করিতেছেন; তিনি পিতৃ-শক্তি এবং মাতৃ-শক্তির আধার রূপে দণ্ডায়মান থাকায়, তিনি জগতের সর্ব্বধার পিতামহ। ঋক্ যজুঃ এবং সাম নামক বেদের উক্তির দ্বারা তাঁহারই অভিপ্রায়ের প্রয়োগ হইতেছে এবং পবিত্র ওঙ্কার ধ্বনিতে তিনিই তাহার বাচ্য ভগবান্ সাজিয়া ভক্ত-সন্নিধানে প্রতীত হইতেছেন। সকল নিয়মের নিয়মন-কারী বিধাতা হইয়া, একা তিনিই বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৭ ॥

গতি র্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।

অন্বয়ঃ

অহং অস্য জগতঃ গতিঃ কর্ম্মফলং, ভর্ত্তা পোষকঃ, প্রভুঃ স্বামী, সাক্ষী কৃতস্য কর্ম্মণঃ, নিবাসঃ ভোগস্থানং, শরণং আশ্রয়দাতা, সুহৃৎ হিতকর্ত্তা, প্রভাবঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ গতিরিতি। গতিঃ কর্ম্মফলং, ভর্ত্তা পোষ্টা, প্রভুঃ স্বামী, সাক্ষী প্রাণিনাং কৃতাকৃতস্য নিবাসো যস্মিন্ প্রাণিনো নিবসন্তি শরণমার্ত্তানাং প্রপন্নানামার্ত্তিহরঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভগবতঃ সর্ব্বাত্মকত্বে হেত্বন্তরমাহ কিঞ্চেতি। গম্যত ইতি প্রকৃতি-বিলয়-পর্য্যন্তং কর্ম্মফলং গতিরিত্যাহ কর্ম্মেতি। পোষ্টা কর্ম্মফলস্যৈব প্রদাতা। কার্য্যকারণপ্রপঞ্চ-

এই জগতের গতি অর্থাৎ কর্ম্মফল মূর্ত্তিতে, প্রতিপালক ভর্ত্তা; প্রভু অর্থাৎ স্বামী এবং সকল কার্য্যের সাক্ষীস্বরূপে আমিই বিরাজ করিতেছি! ভোগস্থান নিবাস আমি; শরণ অর্থাৎ আশ্রয়-দাতা, সুহৃৎ হিতকর্ত্তা, প্রভব অর্থাৎ উৎপত্তিকারক এবং প্রলয়-মূর্ত্তি

আভাস।

পরমাত্ম-স্বরূপের যে অদ্ভুত অমীয়-পূর্ণ ভাব, তাহাই এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞানী পণ্ডিত কর্ম্মী যোগী এবং ভক্ত স্ব স্ব আচরণের দ্বারা যে যে ভোগ্য ফল প্রত্যেকে অনুভব করিয়া থাকেন, পরমাত্ম-দর্শনে সেই সকল ফল বা ভাব একত্রে অনুভূত হইয়া থাকে; কারণ তিনিই সকলের গতি। জননী যেমন হৃদয়ের দুগ্ধ পান করাইয়া বালকের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকেন, জননীর ন্যায় ভগবানের দিকে জীব কেবল নিরীক্ষণ মাত্র করিলে, বুঝিবে যে, তিনিই তাহার পুষ্টি সাধন করিয়া থাকেন। কারণ সেই পরম পিতাই ভর্ত্তা! তাঁহার আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া লোকপালাদি সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে অভিনিবিষ্ট রহিয়াছেন; তখন আত্মজ্ঞানীকে কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ তিনিই করিয়া দিবেন! কর্ত্তব্যের সন্দেহ ভক্ত-হৃদয়ে কখন স্থান পায় না। কারণ তিনিই প্রভু। তিনি সাক্ষী! আমাদের কোন কার্য্য তাঁহার সমীপে প্রচ্ছন্ন থাকে না। তিনি নিবাস; অর্থাৎ আনন্দ ভোগের বিশ্রাম-স্থানই তিনি। দুঃখ দারিদ্র্য ভাব হইতে তিনিই নিস্তার করিয়া থাকেন; তিনিই শরণাগত জনের এক মাত্র শরণ এবং নিঃস্বার্থে প্রিয়কারী সুতরাং সুহৃৎ। তিনিই সকলের উৎপত্তি

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥

শঙ্করঃ।

উৎপত্তিকারকঃ, প্রলয়ঃ সংহর্ত্তা, স্থানং আধারঃ, নিধানং নিক্ষেপস্থানং, অব্যয়ং অক্ষয়ং বীজং কারণং অহং এব ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

সুহৃৎ প্রত্যুপকারানপেক্ষ উপকারী প্রভব উৎপত্তির্জগতঃ প্রলয়ঃ প্রলীয়তে যস্মিন্ ইতি প্রলয়ঃ তথা স্থানং তিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি নিধানং নিক্ষেপঃ কালান্তরোপভোগ্যং প্রাণিনাং বীজং প্ররোহকারণং প্ররোহ-ধর্ম্মিণামব্যয়ং যাবৎ সংসারভাবিত্বাদব্যয়ং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

স্বাধিষ্ঠানমিত্যাহ নিবাস ইতি। শীর্য্যতে দুঃখমস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্তিমাশ্রিত্যাহ শরণমিতি। প্রভবত্যস্মাজ্জগদিতি ব্যুৎপত্তিমাদায়োক্তম্ উৎপত্তিরিতি। কারণস্য কথমব্যয়ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ যাবদিতি। কারণমন্তরেণাপি কার্য্যং কদাচিদুদেষ্যতি কিং কারণেনেত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি। মা ভূৎ তর্হি সংসারদশয়ামেব কার্য্যোৎপত্তি-

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ গতিরিতি। গম্যত ইতি গতিঃ ফলং, ভর্ত্তা পোষণকর্ত্তা, প্রভু র্নিয়ন্তা, সাক্ষী শুভাশুভদ্রষ্টা, নিবাসো ভোগস্থানং, শরণং রক্ষকঃ, সুহৃৎ হিতকর্ত্তা, প্রকর্ষেণ ভবত্যনেনেতি প্রভবঃ স্রষ্টা, প্রলীয়তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্ত্তা, তিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি স্থানমাধারঃ, নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং লয়স্থানং, বীজং কারণং, তথা-প্যব্যয়মবিনাশি ন তু ব্রীহ্যাদিবীজবদ্বিনশ্বরমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

অর্থাৎ সংহর্ত্তা একা আমাকেই জানিতে হইবে। এই সমস্ত ব্যাপারের আধার অর্থাৎ আশ্রয় আমি এবং সমস্ত নিক্ষিপ্ত হইয়া আমাতেই নিহিত থাকে। ব্যক্তভাবে উৎপন্ন যাবদীয় পদার্থের অব্যয় বীজ আমি, মদীয় কারণ মূর্ত্তি হইতে এই জগৎ বীজ নির্গত হওয়ায়, আমিই জগৎ মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইতেছি। ১৮।

আভাস।

স্থান! সকলই তাঁহার গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইতেছে; সুতরাং প্রভব। সকলই তাঁহাতে লীন হইতেছে; সুতরাং তিনিই প্রলয়। প্রলয়ে তাঁহাতেই বিশ্রাম করিতেছে; সুতরাং তিনিই স্থান। সৃষ্টির বীজ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্লাম্যুৎসৃজামি চ।

অন্বয়ঃ।

আদিত্যাদিরূপেণ অহং তপামি, নিগৃহ্নামি চ অহং বর্ষং রশ্মিভিঃ পুনঃ উৎ-

শাঙ্করভাষ্যম্।

নষ্টবীজং কিঞ্চিৎ প্ররোহতি নিত্যঞ্চ প্ররোহদর্শনাদ্বীজসন্ততি র্ন ব্যেতীত্যেব গম্যতে॥ ১৮॥

কিঞ্চ তপামীতি। তপাম্যহমাদিত্যো ভূত্বা কৈশ্চিৎ রশ্মিভিস্তপামি অহং বর্ষং কৈশ্চিদ্রশ্মিভিরুৎসৃজামি উৎসৃজ্য পুনর্নিগৃহ্লামি কৈশ্চিদ্রশ্মিভিরষ্টভির্মাসৈঃ পুনরুৎসৃজামি প্রাবৃষি অমৃতঞ্চৈব দেবানাং মৃত্যুশ্চ মর্ত্ত্যানাং সৎ যস্য যৎ সম্বন্ধি-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মিত্যাশঙ্ক্যাহ নিত্যং চেতি। কারণব্যক্তে নাশমঙ্গীকৃত্য তদন্যতমব্যক্তিশূন্যত্বং পূর্ব্বকালস্য নাস্তীতি সিদ্ধবৎকৃত্য বিশিনষ্টি বীজেতি॥ ১৮॥

ইতশ্চ সর্ব্বাত্মত্বে ভগবতো ন বিবদিতব্যমিত্যাহ কিঞ্চেতি। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিরিতি স্মৃতিমবষ্টভ্য ব্যাচষ্টে কৈশ্চিদিতি। বর্ষোৎসর্গনিগ্রহাবেকস্মিন্ কালে বিরুদ্ধৌ ইত্যাশঙ্ক্যাহ অষ্টভিরিতি। ঋতুভেদেন বর্ষস্য নিগ্রহোৎসর্গাবেক-

আদিত্যাদি মূর্ত্তিতে আমিই জগতে রসাদিকে আত্মসাৎ করিতেছি এবং রশ্মীর প্রদানে বৃষ্ট্যাদি মূর্ত্তিতে জগতে রসাদি প্রদান

আভাস।

জীব ও জগৎ রূপে পরিদৃষ্ট হয় এবং প্রলয়ে প্রলীন হইয়া পরমানন্দের অনুভবে সেই পরমেশেই বিশ্রাম করে। তিনি অব্যয়; কখন তাঁহার ধ্বংস হয় না; সুতরাং জীব-ভাব ও জগদ্ভাবেরও কখন নিবৃত্তি নাই। সুতরাং মুক্তিতে বা মরণে জীব বা জগৎ আত্ম-ভাব কখন হারাইবে না। একবার জাগরণ ও পরক্ষণে নিদ্রিতের ন্যায়, তাঁহাতেই চিরায়ুঃ হইয়া নিত্য সিদ্ধ ভাবে সকলেই অবস্থান করে॥ ১৮॥

ভগবান্ তপন-মূর্ত্তিতে জগতের দুর্গন্ধাদি নিকৃষ্ট-রসাদি-ভাব সমূহকে উপসংহার করিতেছেন এবং দিবাকরের দিব্য জ্যোতি-বিকীরণের ছলে অপূর্ব্ব তেজঃ শক্তি, প্রাণন-শক্তি এবং উর্ব্বরা শক্তি মূর্ত্তিতে বারি বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীতে শস্যাদির উৎপাদন করিতেছেন। দোষের উপসংহার এবং গুণের প্রদানের দ্বারা সৃষ্টিব্যাপার নিরন্তর তিনিই পরিচালিত করিতেছেন। ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া

অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।

সৃজামি দদামি, অমৃতঞ্চ জীবনং, মৃত্যুঃ নাশঃ চ দেব-মনুষ্যাণাং, সৎ স্থূলং, অসৎ সূক্ষ্মং চ হে অর্জ্জুন! অহমেব চ ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

তস্মা বিদ্যমানং তদ্বিপরীতং অসচ্চৈবাহং অর্জ্জুন ন পুনরত্যন্তমেবাসদ্ভগবান্ স্বয়ং কার্য্যকারণে বা সদসতী যে পূর্ব্বোক্তৈঃ নিরত্তিপ্রকারৈরেকত্বপৃথক্ত্বাদিজ্ঞানৈর্যজ্ঞৈর্মাং পূজয়ন্ত উপাসতে জ্ঞানবিদ স্তে যথাবিজ্ঞানং মামেব প্রাপ্নুবন্তি ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কর্ত্তৃকাববিরুদ্ধাবিত্যর্থঃ। যস্য কারণস্য সম্বন্ধিত্বেন যৎ কর্য্যমভিব্যজ্যতে তদিহ সদিত্যুচ্যতে কারণসম্বন্ধেনানভিব্যক্তং কারণমেব অনভিব্যক্তনামরূপমসদিতি ব্যবহ্রিয়তে তদেতদাহ সদিতি। শূন্যবাদং ব্যুদস্যতি ন পুনরিতি। ভগবতোঽত্যন্তাসত্ত্বে কার্য্যকরণকল্পনা নিরধিষ্ঠানা ন তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ। তর্হি যথাশ্রুতং কার্য্যস্য সত্ত্বং কারণস্য চাসত্ত্বমাস্থেয়মিত্যাশঙ্ক্য বাশব্দেন নিষেধতি কার্য্যেতি। নহি কার্য্যস্যাত্যন্তিকং সত্ত্বং বাচারম্ভণ-শ্রুতের্নাপীতরস্যাত্যন্তিকং অসত্ত্বং কুতস্তু খল্বিত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ। উক্তৈর্জ্ঞানযজ্ঞৈর্ভগবদভিধ্যানাভিনিবিষ্টবুদ্ধীনাং কিং ফলমিত্যাশঙ্ক্য সদ্যো বা ক্রমেণ বা মুক্তিরিত্যাহ যে ইতি ॥ ১৯ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

কিঞ্চ তপাম্যহমিতি। আদিত্যাত্মনা স্থিত্বা নিদাঘকালে তপামি জগতস্তাপং করোমি, বৃষ্টিসময়ে চ বর্ষণমুৎসৃজামি বিমুঞ্চামি, কদাচিত্তু বর্ষং নিগৃহ্ণামি আকর্ষামি, অমৃতং জীবনং মৃত্যুশ্চ নাশঃ সৎ স্থূলং দৃশ্যং অসচ্চ সূক্ষ্মমদৃশ্য এতৎ সর্ব্বমহমেবেতি এবং মত্বা মামেব বহুধোপাসতে ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥

করিতেছি! প্রাণ-মূর্ত্তিতে জগতের জীবন আমি এবং অপান মূর্ত্তিতে আমিই মৃত্যুরূপে জগতে বিরাজ করিতেছি! জাগতিক স্থূল ভাব আমি এবং সূক্ষ্ম কারণবেশে আমিই একাকী বিরাজ করিতেছি ॥ ১৯ ॥

আভাস।

জীব যে কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহার পুরস্কার স্বরূপ অমৃত বা জীবনী শক্তি তিনিই জগতে বিতরণ করিতেছেন এবং অপকৃষ্ট কর্ম্মের ফলে ধ্বংস বা

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।

অন্বয়ঃ।

ত্রৈবিদ্যাঃ বেদত্রয়োক্ত-কর্ম্মপরাঃ অতঃ সোমপাঃ যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি পূতপাপাঃ শোধিত-কল্মষাঃ জনাঃ যজ্ঞৈঃ মাং ইষ্ট্বা সংপূজ্য স্বর্গতিং

শাঙ্করভাষ্যম্।

যে পুনরজ্ঞাঃ কামকামাঃ ত্রৈবিদ্যেতি। ত্রৈবিদ্যা ঋগ্‌যজুঃসামবিদঃ যাজ্ঞিকাঃ যে তে মাং বস্বাদিদেবরূপিণং ইষ্ট্বা সংপূজ্য যজ্ঞশেষং সোমপাঃ সোমং পিবন্তীতি সোমপা স্তেনৈব সোমপানেন তে পূতপাপাঃ শুদ্ধকিল্বিষা যজ্ঞৈরগ্নিষ্টোমাদিভি-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভগবদ্ভক্তানামপি নিষ্কামাণামেব মুক্তিরিতি দর্শয়িতুং সকামানাং পুংসাং সংসারমবতারয়তি যে পুনরিতি। তিস্রো বিদ্যা অধীয়তে বিদন্তীতি বা তে

স্বামিকৃতটীকা।

তদেবমজানন্তি মাং মূঢ়া ইত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন ক্ষিপ্রফলাশয়া দেবতান্তরং যজন্তো মাং নাদ্রিয়ন্ত ইত্যভক্তা দর্শিতাঃ। মহাত্মানস্ত মাং পার্থেত্যাদিনা চ ভক্তা উক্তা- স্তত্রৈকত্বেন পৃথক্ত্বেন বা যে পরমেশ্বরং ন ভজন্তি তেষাং জন্মমৃত্যুপ্রবাহো দুর্ব্বার ইত্যাহ ত্রৈবিদ্যা ইতি দ্বাভ্যাং। ঋগ্‌যজুঃসাম-লক্ষণাস্তিস্রো বিদ্যা যেষাং তে ত্রিবি- দ্যাস্ত্রিবিদ্যাএব ত্রৈবিদ্যাঃ স্বার্থেঽণ্, তিস্রো বিদ্যা অধীয়তে জানন্তীতি বা ত্রৈবিদ্যা

বেদত্রয়োক্ত যাবদীয় কর্ম্মকাণ্ডে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ কর্ম্মিগণ যজ্ঞ সমাপনান্তে যজ্ঞশেষ সোমপানে পবিত্রদেহ যাজ্ঞিকগণ সর্ব্ববিধ পাপ-

আভাষ।

দুঃখ দারিদ্র্যাদি ফল এক পরমাত্মাই প্রদান করিতেছেন। অতএব পরমাত্ম- স্বরূপ আমিই এই জগতে সৎস্বরূপ স্থূলরূপে এবং অসৎ অর্থাৎ সূক্ষ্ম কারণ- রূপে বিরাজ করিতেছি। অর্থাৎ কার্য্যরূপে এবং কারণরূপে একা আমিই বিরাজ করিতেছি॥ ১৯॥

আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারে অধিকারী হইয়া চিরনির্বৃতি লাভ করেন; কিন্তু যাহারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে অনুপযুক্ত, তাদৃশ কামী এবং ভোগী মানব যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে এক অদ্বিতীয় আমারই প্রতিভূ-স্বরূপ বসু প্রভৃতি দেবতানিচয়ের আরাধনা করিয়া যে স্বর্গাদি ফল ভোগ করেন, তাহাতে তাহাদের জন্মমরণ-রূপ সংসার-প্রবাহ হইতে নিস্তার লাভ হয় না। ঋক্ যজুঃ ও সাম-নামক

তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥২০॥

অন্বয়ঃ।

প্রার্থয়ন্তে যে পুণ্যং পুণ্যফলং আসাদ্য প্রাপ্য সুরেন্দ্র-লোকং দেবলোকং গত্বা দিবি ভবান্ দিব্যান্ অলৌকিকান্ দেবভোগান্ অশ্নন্তি ভুঞ্জতে ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যিষ্ট্বা পূজয়িত্বা স্বর্গতিং স্বর্গগমনং স্বরেব গতিঃ স্বর্গতি স্তাং প্রার্থয়ন্তে যাচন্তে তে চ পুণ্যং পুণ্যফলমাসাদ্য সংপ্রাপ্য সুরেন্দ্রলোকং শতক্রতোঃ স্থানং অশ্নন্তি ভুঞ্জতে দিব্যান্ দিবি ভবান্ অপ্রাকৃতান্ দেবভোগান্ দেবানাং ভোগাস্তান্ ॥ ২০॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ত্রৈবিদ্যা বেদবিদ স্তদাহ স্বর্গতি। বস্বাদীত্যাদিশব্দেন সবন-ত্রয়েশানাদিত্যা রুদ্রাশ্চ গৃহ্যন্তে শুদ্ধকিল্বিষা নিরস্ত-পাপা ইতি যাবৎ ॥ ২০ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

বেদত্রয়োক্ত-কর্ম্মপরা ইত্যর্থঃ, বেদত্রয়বিহিতৈ র্যজ্ঞৈ র্মামিষ্ট্বা মমৈব রূপং দেবতা-স্তরমিত্যজানন্তোঽপি বস্তুত ইন্দ্রাদিরূপেণ মামেবেষ্ট্বা সংপূজ্য যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি সোমপা স্তেনৈব পূতপাপাঃ শোধিত-কল্মষাঃ সন্তঃ স্বর্গতিং স্বর্গং প্রতি গতিং যে প্রার্থয়ন্তে তে পুণ্যফলরূপং সুরেন্দ্রলোকং স্বর্গমাসাদ্য প্রাপ্য দিবি স্বর্গে দিব্যানুত্তমান্ দেবানাং ভোগানশ্নন্তি ভুঞ্জতে ॥ ২০ ॥

কলঙ্ক হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবানের উদ্দেশে যাঁহারা যজ্ঞ নিষ্পন্ন করেন এবং স্বর্গাদি শুভ-গতি প্রার্থনা করেন, তাঁহারা তাদৃশ অলৌকিক ভুবনে গমনও করেন এবং তথায় দেব-পরিমাণে দেব-ভোগ্য অমৃততুল্য বিষয় সমূহ ভোগ করেন। হে অর্জ্জুন! এ সমস্ত আমারই স্বরূপের পরিচয় মাত্র ॥ ২০ ॥

আভাস।

বেদত্রয়োক্ত কর্ম্মকাণ্ডে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া অকাতরে বহুকাল ও বহু আয়াস-সাধ্য অগ্নিষ্টোমাদি-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া এবং যজ্ঞাবশিষ্ট সোম-পানে পবিত্র-হৃদয় হইয়া, অমরাবতী প্রভৃতি দেব-ভোগ্য দেবাদিলোকে গমন করত অতুল সুখৈশ্বর্য্য-ভোগ করেন বটে, কিন্তু "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" এই শ্রুতি অনুসারে পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় তাঁহাদিগকে মর্ত্ত্য-ধামে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, সুতরাং জন্ম জন্মান্তরও ভোগ করিতে হয় সন্দেহ নাই। অতএব সংসার-গণ্ডী

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।

অন্বয়ঃ।

তে তং বিশালং বিস্তীর্ণং স্বর্গলোকং তৎসুখাদিকং ভুক্ত্বা, পুণ্যে ক্ষীণে মর্ত্ত্য-

শাঙ্করভাষ্যম্।

তে তমিতি। তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং বিস্তীর্ণং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্য-লোকমিমং বিশন্ত্যাবিশন্তি এবং হি যথোক্তেন প্রকারেণ ত্রয়ীধর্ম্মং কেবলং বৈদিকং

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তর্হি স্বর্গপ্রাপ্তেরপি ভগবৎপ্রাপ্তিতুল্যতা ইত্যাশঙ্ক্যাহ তে তমিতি। পুণ্যে স্বর্গপ্রাপ্তিহেতাবিতি যাবৎ, প্রসিদ্ধোঽর্থো হিশব্দঃ, ত্রয়াণাং হোত্রাদীনাং বেদত্রয়-

বৈদিক যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চয়ের ফলে পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ বিশাল স্বর্গরাজ্যের অনুপম সুখ ভোগ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ভোগের দ্বারা সেই সকল পুণ্যের ক্ষয় হইলে, তাঁহারা পুনরায় মর্ত্ত্যধামে জন্মগ্রহণ করত পূর্ব্ববৎ বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে

আভাস।

হইতে মুক্তিলাভে শক্তি পাইতে হইলে, হে অর্জ্জুন! পরমেশ-সাক্ষাৎকারের বিশেষ প্রয়োজন; এবং আত্মসাক্ষাৎকারই পরমেশ-সাক্ষাৎকারের এক মাত্র উপায়। আত্মসাক্ষাৎকার করিতে হইলে, নিষ্কাম হওয়া প্রয়োজন। ক্ষুধা তৃষ্ণাদির অনুরোধে বিষয়ের সংশ্রব জীব করিতে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু ক্ষুধাদি প্রয়োজনের পূরণ হওয়া পর্য্যন্ত তাদৃশ ভোগের প্রয়োজন! তৎপরে আর তাদৃশ ভোগ্যকে শ্রেয়োজ্ঞানে মস্তকে বহন করা উচিত নহে। কারণ তাদৃশ অনিত্য ক্ষণধ্বংসী ভোগ্যের সংস্রবে নিরন্তর উদ্বেগ ও গ্লানিকেই ভোগ করিতে হয়। বরং ক্ষুধাদি উত্তেজনার কারণ এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় ভোগ্য বিষয় এই উভয়কেই সেই পরমেশের প্রেরণা-জ্ঞানে অবধারণ করিতে পারিলে, পরমেশের অভিপ্রায়কে অনায়াসে অবধারণ করা যায়। নিত্য নৈমিত্তিক প্রাণপাত পরিশ্রমে অভাবের পূরণার্থ জীব ভোগ্য সংগ্রহ করে বটে, কিন্তু অভাব ত পূর্ণ হয় না। আবার কোথা হইতে তাদৃশ অভাব অভিনব বেশে দেখা দিয়া থাকে; তাহাদের পুনঃ নিবারণার্থ সারা জীবন পরিশ্রম করিয়াও ত এমন দিন বা ক্ষণ দেখা দেয় না যে, আমার কোন অভাব নাই। তবে বেশ বুঝা যায় যে, অভাব যেন আমার আনীত নহে; আমি যতই পূরণের চেষ্টা করি

এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ।

লোকং বিশন্তি; এবং ত্রয়ীধর্ম্মং বেদত্রয়-বিহিতং ধর্ম্মং যজ্ঞাদিকং অনুপ্রপন্নাঃ অনুগতাঃ কামকামাঃ ভোগান্ কাময়মানাঃ গতাগতং যাতায়াতং লভন্তে ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কর্ম্মানুপ্রপন্না স্তে গতাগতং গতঞ্চাগতঞ্চ গতাগতং গমনাগমনং কামকামাঃ কামং কাময়ন্ত ইতি কামকামা লভন্তে গতাগতমেব ন তু স্বাতন্ত্র্যং কচিল্লভন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

বিহিতানাং ধর্ম্মাণাং সমাহার স্ত্রিধর্ম্মং তদেব ত্রৈধর্ম্ম্যং তদনু-প্রপন্না স্তদনুগতা ইতি যাবৎ। কামকামানাং গমনাগমনদ্বারা কামতৎফলাপ্তিশ্চেদিষ্টমেব চেষ্টিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ গতেতি ॥ ২১ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

ততশ্চ তে তমিতি। তে স্বর্গকামাস্তং প্রার্থিতং বিপুলং স্বর্গলোকং তৎসুখং ভুক্ত্বা ভোগপ্রাপকে পুণ্যে ক্ষীণে সতি মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি, পুনরপ্যেবমেব বেদত্রয়বিহিতং ধর্ম্মমনুগতাঃ কামকামা ভোগান্ কাময়মানা গতাগতং যাতায়াতং লভন্তে ॥ ২১ ॥

স্বর্গাদিতে গমন করেন। অতএব যাতায়াত দ্বারা জন্মমরণ-স্রোত হইতে তাঁহাদের কখনই নিষ্কৃতি লাভ হয় না ॥ ২১ ॥

আভাস।

কে যেন নূতন ধরণে আমার অন্তরে নিরন্তর অভাবের সৃজন করিতেছেন। যে যতই পরিশ্রমে যত রকমের ভোগ্য সংগ্রহ করুন, অভাব যেন সকলকে ঢাকিয়া গুরুতর নূতন মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ক্ষুধা-পিপাসাদি বিচিত্র অভাবের সৃষ্টি করিবার উপলক্ষে সৃষ্টিকর্ত্তার যেন কোন বিশেষ অভিসন্ধি আছে। সে অভিপ্রায় কি? ভাবিলে, আমরা বুঝিতে পারিব যে অভাবের সৃজন না করিলে, জীব কখন ভোগ্য বিষয়ের সংগ্রহার্থ ধাবিত হইত না; সুতরাং সৃষ্ট ভোগ্যের মর্য্যাদারও অনুসন্ধান করিত না। এই অভাব এবং তাহার পূরণের দ্রব্য উভয়ই সেই সৃষ্টিকর্ত্তার স্বীয় ঐশ্বর্য্যের পরিচয়। যে মানব এই উভয় অভাব এবং তাহার পূরণের পদার্থকে এক ঈশ্বরেরই ঐশ্বর্য্য

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।

অন্বয়ঃ।

অনন্যাঃ কামনান্তর-রহিতাঃ মাং চিন্তয়ন্তঃ যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে সেবন্তে

শাঙ্করভাষ্যম্।

যে পুনঃ নিষ্কামাঃ সম্যগ্দর্শিনঃ অনন্যা ইতি। অনন্যা অপৃথগ্ভূতাঃ পরং দেবং নারায়ণং আত্মত্বেন গতাঃ সন্ত শ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ সংন্যাসিনঃ পর্য্যু-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ফলমনভিসন্ধায় ত্বামেবারাধয়তাং সম্যগ্দর্শননিষ্ঠানামত্যন্তনিষ্কামানাং কথং যোগক্ষেমৌ স্যাতামিত্যাশঙ্ক্যাহ যে পুনরিতি। তেষাং যোগক্ষেমং বহামীত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। যেভ্যোঽন্যো ন বিদ্যন্ত ইতি ব্যুৎপত্তিমাশ্রিত্যাহ অপৃথগিতি। কার্য্যস্যেব কারণে কর্ম্মতাদাত্ম্যং ব্যাবর্ত্তয়তি পরমিতি। অহমেব বাসুদেবঃ সর্ব্বাত্মা

কিন্তু আত্মা ও অনাত্মার বিচারে পারদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ভোগের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া, যাগ-যজ্ঞাদির উপলক্ষে দেবতান্তরের চিন্তা ও পরিহার পূর্ব্বক অনন্যমনে এক পর-

আভাস।

জ্ঞানে হৃদয়ে অবধারণ করিতে পারেন, তিনি আর এই উভয় অভাব এবং তাহার পূরণের জন্য বিব্রত না হইয়া, কেবল সেই এক ঈশ্বরের শরণাগত হইতে অগ্রসর হইয়া থাকেন॥ ২০॥ ২১॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহারই প্রতিবিধানের উপায় বর্ণন করিয়াছেন। অভাবে দুঃখ এবং পূরণে সুখ এই দুইটীর প্রতি মনোযোগী না হইয়া, এই উভয়ের প্রদাতা পরমেশ্বরের প্রতি ইহার প্রতিকারার্থ যিনি শরণাপন্ন হইতে পারেন, তাঁহার আর সংসারে বিব্রত হইবার প্রয়োজন ঘটে না। কারণ ভূত ভাবন ভগবানই তাহার প্রতিকার করিয়া দেন। এই শ্লোকে স্পষ্টত বলিয়াছেন যে, ভক্ত যদি সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের উপর আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, ভগবান্ নিজে তাহার ভার বহন করেন। ভগবান্ ভক্তকে নিজস্ব-জ্ঞানে তাহার সকল ভার স্বয়ং বহন করেন। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাকার জ্ঞা ন যে ব্যক্তি পরমাত্মস্বরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া কালাতিপাত করিতে পারেন, নিজের অর্জ্জনাদির প্রতি কোনরূপ লক্ষ্য বা উদ্যম না করিয়া, এক মনে এক ধ্যানে সেই পরমাত্মার উপরই নির্ভর দিয়া কালাতিপাত করেন, তাঁহার কোন

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।

নিত্যাভিযুক্তানাং (নিত্যং সর্ব্বদা অভিযুক্তানাং মদেকনিষ্ঠানাং) তেষাং জনানাং যোগক্ষেমং (অর্জ্জনে যোগং রক্ষণে ক্ষেমং) অহং বহামি প্রাপয়ামি ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

পাসতে তেষাং পরমার্থদর্শিনাং নিত্যাভিযুক্তানাং সততাভিযোগিনাং যোগক্ষেমং যোগোঽপ্রাপ্তস্য প্রাপনং ক্ষেমস্তদ্রক্ষণং তদুভয়ং বহামি প্রাপয়াম্যহং জ্ঞানী ত্বাত্মৈব

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ন মত্তোঽন্যৎ কিঞ্চিদস্তীতি জ্ঞাত্বা তমেব প্রত্যক্ষং সদা ধ্যায়ন্ত ইত্যাহ চিন্তয়ন্ত ইতি। প্রাকৃতান্ ব্যাবর্ত্ত্য মুখ্যানধিকারিণো নির্দ্দিশতি সংন্যাসিন ইতি। পর্য্যু-পাসতে পরিতঃ সর্ব্বতোঽনবচ্ছিন্নতয়া পশ্যন্তীত্যর্থঃ। নিত্যাভিযুক্তানাং নিত্য-মনবরতমাদরেণ ধ্যানে ব্যাপৃতানামিত্যাহ সততেতি। যোগশ্চ ক্ষেমশ্চ যোগক্ষেমং

স্বামিকৃতটীকা।

মদ্ভক্তাস্তু মৎপ্রসাদেন কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ অনন্যা ইতি। অনন্যা নাস্তি মদ্ব্যতিরেকেণান্যৎ কাম্যং যেষাং তে তথাভূতা যে জনা মাং চিন্তয়ন্তঃ সেবন্তে তেষান্তু নিত্যাভিযুক্তানাং সর্ব্বথা মদেকনিষ্ঠানাং যোগং ধনাদিলাভং ক্ষেমঞ্চ তৎপালনং, মোক্ষং বা, তৈরপ্রার্থিতমপি অহমেব বহামি প্রাপয়ামি ॥ ২২ ॥

মাত্মস্বরূপ আমার চিন্তাতেই জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহাদের জীবন-যাত্রার ভার আমিই গ্রহণ করি। এমন কি! তাঁহাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহার্থ প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী এবং তাঁহাদের রক্ষার ভার আমি স্বয়ং বহন করিয়া থাকি ॥ ২২ ॥

আভাস।

অভাব থাকে না। এতদর্থে একটী প্রসিদ্ধ প্রবাদ বারাণসী-ক্ষেত্রে শুনা যায়। শ্রীমান্ অর্জ্জুন-মিশ্র নামে একজন পণ্ডিত জ্ঞানী এবং আনুষ্ঠানিক ভক্ত ৺কাশী-ধামে সস্ত্রীক বাস করিতেন। এক দিন রাত্রিযোগে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পুথী-খানি খুলিলে প্রথমত এই "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পার্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ-ক্ষেমং বহাম্যহম্॥" শ্লোকটীতে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল ; এবং যোগক্ষেমং বহামি অহং" এই বহামি শব্দের উপর তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। ভাবিলেন যিনি অনাদি-নিধন নিত্য-নিরঞ্জন বিশ্বাধিপ ভগবান্

শাঙ্করভাষ্যম্।

যে মতং স চ মম প্রিয়ো যস্মাত্তস্মাত্তে মমাত্মভূতাঃ প্রিয়াশ্চেতি, নন্বন্যেষামপি ভক্তানাং যোগক্ষেমং বহত্যেব ভগবান্ সত্যমেবং বহত্যেব কিন্ত্বয়ং বিশেষোঽন্যে

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তত্রাপুনরুক্তমর্থমাহ যোগ ইতি। কিমর্থং পরমার্থদর্শিনাং যোগক্ষেমং বহামীত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানী ত্বিতি। অতস্তেষাং যোগক্ষেমং বহামি ইতি সম্বন্ধঃ। সম্যগ্দর্শন-নিষ্ঠানামেব যোগক্ষেমং বহতি ভগবানিতি বিশেষণমযুক্তমাণঃ শঙ্কতে নন্বিতি। অন্যেষামপি ভক্তানাং ভগবান্ যোগক্ষেমং বহতীত্যেতদঙ্গীকরোতি সত্যমিতি।

আভাস।

তাঁহার পক্ষে "বহামি" শব্দ প্রয়োগ করা কখন সঙ্গত নহে। ভক্ত অর্জ্জুন-মিশ্র বহামি শব্দে ভগবানের অভিভব হয় মনে করিয়া, তিনি প্রাণের আবেগে বহামি কাটিয়া তাহার স্থানে দদামি লিখিলেন; এবং রাত্রি-শেষে দৈনন্দিন নিয়মানুসারে সন্ধ্যা পূজাদি নিত্য কর্ম্ম সমাপনার্থ জাহ্নবীতীরে গমন করিলেন। অর্জ্জুন-মিশ্রের পত্নী গৃহ-কার্য্য সমাপনে স্নানাদি করিয়া ভগবৎ চিন্তা ও নাম জপাদি করিবার জন্য আসনে উপবিষ্ট হইয়া ভাবিতেছিলেন যে, গৃহে তণ্ডুলাদি ভোজ্যাজন-দ্র ও কিছুই নাই! স্বামী যথাকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, ভোজন দ্রব্য সম্মুখে না রাখিয়া কোন্ প্রাণে বলিব যে তণ্ডুলাভাবে রন্ধন হয় নাই! যাহাই হউক আর চিন্তা করিব না; যা কর গোবিন্দ! এই বলিয়া পত্নী ইষ্ট-মন্ত্র জপে বসিলেন। তাঁহার জপ করা শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে শুনিলেন, কে যেন পথে দাঁড়াইয়া কপাটে আঘাত করত বলিতেছে, মা! কপাট খুল! মা! কপাট খুল! ব্রাহ্মণ-পত্নী সত্বর বহির্দ্বারে গমন করিলেন এবং দ্বার খুলিয়া দেখিলেন, আনুমানিক দশ বার বৎসরের দুইটী ব্রাহ্মণ-পুত্র বিবিধ উপকরণ সহ তণ্ডুল ও বস্ত্রাদিতে পরিপূর্ণ দুইটী চেঙারি মস্তকে করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণপত্নী বলিলেন, বাবা! তোমরা কি বলিতেছ! বালক-দ্বয় বলিলেন, মা! বাবার জন্য এই দ্রব্য সামগ্রী আনিয়াছি! আপনি সত্বর এগুলি রাখিবার স্থান আমাদিগকে নির্দ্দেশ করুন! আমরা রাখিয়া যাইব! ব্রাহ্মণি তাঁহাদিগকে গৃহে আসিতে বলিলেন এবং সকলেই গৃহে আসিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ-পত্নী বালক দ্বয়কে মস্তকের গুরুভারে যেন নিতান্ত ক্লান্ত দেখিয়া স্বয়ং সেই চেঙারি দুইটী নামাইয়া দিবার মানসে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদের উভয়ের বক্ষে শোণিত ধারাপতিত হইতেছে, যেন কেহ ছুরিকার দ্বারা উভয় বালকের বক্ষে আঘাত

শাঙ্করভাষ্যম্।

যে ভক্তা স্তে স্বাত্মার্থং স্বয়মপি যোগক্ষেমমীহন্তে অনন্যদর্শিনস্তু নাত্মার্থং যোগক্ষেমমীহন্তে ন হি তে জীবিতে মরণে বাত্মনো গৃদ্ধিং কুর্ব্বন্তি কেবলমেব ভগবচ্ছরণাস্তে অতো ভগবানেব তেষাং যোগক্ষেমং বহতীতি॥ ২২॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তর্হি ভক্তেষু জ্ঞানিষু চ বিশেষো নাস্তীতি পৃচ্ছতি কিং ত্বিতি। তত্র বিশেষং প্রতিজ্ঞায় বিবৃণোতি অয়মিত্যাদিনা। যোগক্ষেমমুদ্দিশ্য স্বয়মীহন্তে চেষ্টাং কুর্ব্বন্তীতি যাবৎ। আত্মবিদাং স্বার্থযোগক্ষেমমুদ্দিশ্য চেষ্টাভাবং স্পষ্টয়তি ন হীতি। গৃদ্ধিরপেক্ষা-কামানাস্তিত্যেতৎ। জ্ঞানিনাং তর্হি সর্ব্বত্রানাস্থেত্যাশঙ্ক্যাহ কেবলমিতি। তেষাং তদেক-শরণত্বে ফলিতমাহ অত ইতি। ইতিশব্দো বিশেষ-শব্দেন সম্বধ্যতে॥ ২২॥

আভাস।

করিয়াছে। তিনি বিস্মিতের ন্যায়, বালক-দ্বয়ের অভিমুখে চাহিয়া বলিলেন, বাবা! এ কি! কি কারণে তোমাদের উপর এরূপ অত্যাচার হইয়াছে! এক জন বালক বলিলেন, মা! কিছু মনে করিও না! বাবাই গত রাত্রিশেষে আমাদের বক্ষে এই ছুরিকাঘাত করিয়াছেন। এই বলিয়া বালকদ্বয় দ্রব্য সামগ্রী নামাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। এবং ব্রাহ্মণী দ্বার রুদ্ধ করিলেন। পরক্ষণেই অর্জ্জুন-মিশ্র দ্বার খুলিবার নিমিত্ত কপাটে আঘাত করিলেন এবং পত্নী দ্বার উন্মোচন করিয়া স্বামীকে নয়ন-গোচর করিলেন; এবং ব্যথিত হৃদয়ে স্বামীকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিয়া বলিলেন, প্রভো! আমি এমন রূপত কখন দেখি নাই! যেন ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে পূর্ণ চন্দ্র সুশোভন আভায় স্বয়ং এই দ্বিবিধ মূর্ত্তিতে আমার নয়ন সমীপে আগমন করিয়া যেন কৃতার্থ করিলেন! এপ্রকার শান্ত শিষ্ট ও গম্ভীর ভাবের বালক দ্বয়ত আমি কখন নয়ন গোচর করি নাই! অহো! তাহারা মস্তকের ভারে যেন ক্লান্ত হইয়া যখন আমার সমক্ষে অন্ন বস্ত্রের বোঝা লইয়া দাড়াইল, দেখিলাম রক্ত-ধারা তাহাদের বক্ষে চিহ্নিত রহিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, আপনি নাকি গত রাত্রি শেষে তাহাদের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়াছেন। অহো! বলুন প্রভো! কোন্ প্রাণে আপনার দ্বারা তাদৃশ কর্ম্ম সাধিত হইয়াছে! পত্নীর বাক্য শুনিয়া অর্জ্জুন-মিশ্রের লোচন-দ্বয় হইতে দর-দরিত ধারে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অয়ি! তুমিই ধন্যা! ভক্ত প্রাণধন রাম কৃষ্ণ

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।

অন্বয়ঃ।

হে কৌন্তেয়! শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ যুক্তাঃ সন্তঃ যে ভক্তাঃ অন্যদেবতাঃ

শাঙ্করভাষ্যম্।

ননু অন্যা অপি দেবতা ত্বমেব চেত্তদ্ভক্তাশ্চ ত্বামেব ভজন্তে সত্যমেবং যেঽপীতি। যে অন্যদেবতাভক্তা অন্যাসু দেবতাসু ভক্তা অন্যদেবতাভক্তাঃ সন্তো যজন্তে পূজ-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তত্তদ্দেবতাত্মনা পরস্যৈবাত্মনঃ স্থিত্যভ্যুপগমাদ্দেবতান্তরপরাণামপি ভগবচ্ছরণত্বাবিশেষাত্তদেকনিষ্ঠত্বমকিঞ্চিৎকরমিতি মন্বানঃ শঙ্কতে নন্বিতি। উক্তমঙ্গীকৃত্য

যাহারা বিশেষ শ্রদ্ধা-সহকারে সাংসারিক ভোগাদির সংগ্রহার্থ অন্যান্য দেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, হে কুন্তীনন্দন! তাঁহারা

আভাস।

আজ দর্শন দানে তোমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন! আমার ভাগ্যে বুঝি আর ঘটিল না! তৎক্ষণাৎ সেই গীতার পুথী খুলিয়া দেখিলেন যে, তিনি যে লাল কালিতে বহামি কাটিয়া দদামি করিয়াছিলেন, প্রভু হৃষীকেশ তাঁহার লিখিত দদামিকে তুলিয়া দিয়া পুনঃ বহামি শব্দকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি পত্নীকে দেখাইয়া বলিলেন, মানুষের জ্ঞান মানুষেরই মত; দেবতার মত হইতে পারে না। আমার পাণ্ডিত্য বা জ্ঞান বহামি বলিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিল, বিশ্বম্ভরের হৃদয়ে যে তাহা শেল-সম বাজিয়াছে, সাধ্বি! তুমিই তাহা নয়ন-গোচর করিয়াছ! অহো! পুত্রের মাতৃ-ভক্তি যে মাতৃ-স্নেহের এক কণার সহিতও তুলনীয় নহে এবং ভক্তের ভক্তিও যে ভক্ত-বৎসল ভগবানের প্রেমের এক কণার সহিতও তুলনীয় নহে, তাহার পরিচয় আজ প্রত্যক্ষে পাইলাম। গীতার সকল শ্লোক পদ্মনাভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে নির্গত; সুতরাং কোন রূপ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি ভগবানে নির্ভর করিতে পারেন, তাঁহার ভার ভগবান্ই বহন করেন; এ কথা আর মিথ্যা নহে॥ ২২॥

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরমাত্ম-চিন্তনের কথা দূরে থাকুক! আমি অক্ষম! আমাকে কেহ জগতে আনিয়াছেনএবং আমার দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করাইতেছেন! আমি তাঁহাকে না দেখিলেও, তিনি আমাকে দেখিতেছেন; এবং সর্ব্বতো ভাবে আমাকে সকল সময়ে প্রতিপালন করিতেছেন! এইরূপ ধারণা চিত্তে

তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ ।

অপি যজন্তে তে অপি অবিধি-পূর্ব্বকং অজ্ঞানপূর্ব্বকং এব যজন্তি ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ।

যন্তি শ্রদ্ধয়াস্তিক্যবুদ্ধ্যা অন্বিতা অনুগতা তেঽপি মামেব যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকমবিধি-রজ্ঞানং তৎপূর্ব্বকং অজ্ঞানপূর্ব্বকং যজন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা ।

পরিহরতি সত্যমিত্যাদিনা । দেবতান্তর-যাজিনাং ভগবদ্যাজিভ্যো বিশেষমাহ অবিধিরিতি । তদ্ব্যাকরোতি অবিধিরিতি ॥ ২৩ ॥

স্বামিকৃতটীকা ।

নমু চ তদ্ব্যতিরেকেণ বস্তুতো দেবতান্তরস্যাভাবাদিন্দ্রাদিসেবিনোঽপি ত্বদ্ভক্তা এবেতি কথং তে গতাগতং লভেরংস্তত্রাহ যেঽপীতি । শ্রদ্ধয়োপেতাঃ সন্তো যে জনা অন্যদেবতা ইন্দ্রাদিরূপা যজন্তে তেঽপি মামেব যজন্তীতি সত্যং কিন্তু অবিধি-পূর্ব্বকং মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা যজন্তি অতস্তে পুনরাবর্ত্তন্তে ॥ ২৩ ॥

সকলে গৌণভাবে আমারই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন । তবে মুক্তি-লাভের প্রকৃত বিধি তাহা নহে ; এ সমস্ত ভোগের বিধি । ॥ ২৩ ॥

আভাস ।

রাখিয়া, পরমাত্মস্বরূপ আমাকে যে নামই করিয়া ও যে মূর্ত্তির চিন্তা করিয়া ডাকে, আমি তাহাতেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া থাকি ; ইহাতে কোন জাতি বা ধর্ম্মনির্ব্বিশেষের বিশেষ প্রয়োজন নাই ! অবশ্য বেদ-বিধানে পূজা হোমাদি দ্বারা ইন্দ্রাদি বিভিন্ন দেবতার আরাধনা করিলে, আমারই আরাধনা করা হয় বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র মুক্তির পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না । পিতা মাতার সমীপে যে পুত্র যে কোন বিষয়ের প্রার্থনা করে, জনক-জননী তাহাকে তাহার প্রার্থিত বস্তুর প্রদানেই আপাতত নিশ্চিন্ত হন ; কিন্তু যে বালক কিছু না চাহিয়া, সর্ব্বদা জনক-জননীর নিকট উপস্থিত থাকে, তাঁহাদের সঙ্গ-ছাড়া হয় না, তাদৃশ সন্তানের অভাব বা অভিযোগের চিন্তা বালককে করিতে হয় না ; জনক জননী আপনারাই তাহার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া, অভিপ্রায় অনুসারে

অহং হি সর্ব্ব-যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।

অন্বয়ঃ।

সর্ব্ব-যজ্ঞানাং শ্রৌত-স্মার্ত্তভেদেন সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং হি নিশ্চিতং ভোক্তা

শাঙ্করভাষ্যম্।

কস্মাত্তেঽবিধিপূর্ব্বকং যজন্তে ইত্যুচ্যতে যস্মাৎ অহমিতি। অহং হি সর্ব্ব-যজ্ঞানাং শ্রৌতানাং স্মার্ত্তানাঞ্চ সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং দেবাত্মত্বেন ভোক্তা চ প্রভুরেব চ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

নম্বু বস্বাদিত্যেন্দ্রাদিজ্ঞানপূর্ব্বকমেব তদ্ভক্তা শ্রদ্ধযাজিনো ভবন্তীতি কথমবিধি-পূর্ব্বকং তেষাং যজনমিতি শঙ্কতে কস্মাদিতি। দেবতান্তর-যাজিনাং যজনমবিধি-পূর্ব্বকমিত্যত্র হেত্বর্থত্বেন শ্লোকদ্বয়মুত্থাপয়তি উচ্যত ইতি। সর্ব্বেষাং দ্বিবিধানাং যজ্ঞানাং বস্বাদি-দেবতাত্বেনাহমেব ভোক্তা স্বেনান্তর্যামিরূপেণ প্রভুশ্চাহমেবেতি প্রসিদ্ধমেতদিতি হিশব্দঃ। প্রভুরেব চেত্যুক্তং বিবৃণোতি মৎস্বামিকো হীতি।

স্বামিকৃতটীকা।

এতদেব বিবৃণোতি অহমিতি। সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং তত্তদ্দেবতারূপেণাহমেব ভোক্তা প্রভুশ্চ স্বামী ফলদাতাপ্যহমেবেত্যর্থঃ, এবম্ভূতং মাং তে তত্ত্বেন যথাবন্না

যে কোন দেবতার উদ্দেশে যে কেহ যে কোনরূপ হবিঃ প্রভৃতি সমর্পণ করেন, সকলের গ্রহণকর্ত্তা এবং ফলদাতা পরমার্থত আমি হইলেও, মুক্তিফল আমি তাহাদিগকে প্রদান করি না। তাদৃশ ব্যক্তিগণ আমার পরমার্থ ভাবের বিষয়ে অনভিজ্ঞ হওয়ায়, ফল-

আভাস।

বালককে প্রদান করিয়া থাকেন। অন্য দেবতার অর্চ্চনা করা কেবল সাধকের স্বীয় অভিপ্রায়ের পরিচয় দেওয়া হয়; কিন্তু সাক্ষাৎ পরমেশের চরণে প্রাণ সমর্পণ করায়, ভগবানের স্বীয় অভিপ্রায়েরই অপেক্ষা করা হয়। ভগবানের অভিপ্রায় ভক্তকে পার্ষদ করা; দেবতান্তরের উপাসনার মধ্য দিয়া অগ্রসর হওয়া, কেবল নিজের অভাব মোচনের প্রত্যাশা করা; মুক্তি-লাভ তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং বিবিধ দেবতার উপাসনার দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে

নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

শঙ্করঃ।

প্রভুঃ চ অহং এব ; তে তু তত্ত্বেন যথাবৎ মাং ন অভিজানন্তি অতঃ চ্যবন্তি পুন-রাবর্ত্তন্তে ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

মৎস্বামিকো হি যজ্ঞোঽধিযজ্ঞোঽহমেবাত্রেতি চোক্তং তথা ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেন যথাবদতশ্চাবিধিপূর্ব্বকমিষ্ট্বা যাগফলাৎ চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তত্র পূর্ব্বাধ্যায়গতবাক্যং প্রমাণয়তি অধিযজ্ঞোঽহমিতি। তথাপি দেবতান্তর-যাজিনাং যজনমবিধিপূর্ব্বকমিতি কুতঃ সিদ্ধং তত্রাহ তথা ইতি। তথাপি মমৈব যজ্ঞেষু ভোক্তৃত্বে প্রভুত্বে চ সতীতি যাবৎ। তয়োর্ভোক্তৃপ্রভ্বোর্ভাবস্তত্ত্বং তেন ভোক্তৃত্বেন প্রভুত্বেন চ মাং যথাবদ্‌যতো ন জানন্তি অতো ভোক্তৃত্বাদিনা মমা-জ্ঞানাম্ময়ি অনর্পিত-কর্ম্মাণশ্চাবর্ত্তন্তে কর্ম্মফলাদিত্যাহ অতশ্চেতি ॥ ২৪ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

ভিজানন্তি অতশ্চ্যবন্তি প্রচ্যবন্তে পুনরাবর্ত্তন্তে, যে তু সর্ব্বদেবতাসু মামেবান্তর্যামিণং পশ্যন্তো যজন্তি তে তু নাবর্ত্তন্তে ॥ ২৪ ॥

দাতার ভাবে আমাকে চিন্তা করায়, ঐশ্বর্য্য-ভোগ মাত্র করিবার অধিকারী তাহারা হয় ; সংসার-জ্বালা অতিক্রমণের প্রকৃত পাত্র হন না ; সুতরাং জন্মান্তর লাভে তাহাদিগকে অভিভূত হইতে হয় ॥ ২৪ ॥

আভাস।

আমারই উপাসনা করা হইলেও, উপাসকের বাসনার উপযোগী ফল দানে তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে আমাকে বাধ্য হইতে হয়। সর্ব্ব-প্রার্থনা-বর্জ্জিত মোক্ষ তাহাদিগকে দিতে আমি পারি না। কারণ আত্মজ্ঞানের অভাবে মুক্তি-স্বরূপে তাহাদের রুচি জন্মে না ॥ ২৩ ॥ ২৪ ·

বেদ বিধানে উক্ত যজ্ঞাদির ফল কখন নিরর্থক হয় না। যিনি যে উদ্দেশে

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।

অন্বয়ঃ।

দেবব্রতাঃ (দেবেষু ব্রতং নিয়মো ভক্তিঃ যেষাং তে) দেবান্ দেবলোকং যান্তি; তথা পিতৃব্রতাঃ (পিতৄন্ অগ্নিষ্বাত্তাদীন্ প্রতি ব্রতং যেষাং তে) পিতৄন্ তত্তৎ

শাঙ্করভাষ্যম্।

যেঽপ্যন্যদেবতা-ভক্তিমন্তেনা বিধিপূর্ব্বকং যজন্তে তেষামপি যাগফলমবশ্যম্ভাবিকং কথং যান্তীতি। যান্তি-গচ্ছন্তি দেবব্রতা দেবেষু ব্রতং নিয়মো ভক্তিশ্চ যেষাং তে দেবব্রতা দেবান্ যান্তি। পিতৄনগ্নিষ্বাত্তাদীন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরাঃ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যদ্যন্যদেবতাভক্তা ভগবত্তত্ত্বাজ্ঞানাৎ কর্ম্মফলাচ্চ্যবন্তে তর্হি তেষাং দেবতাযজনমকিঞ্চিৎকরমিত্যাশঙ্ক্যাহ যেঽপীতি। দেবতান্তরযাজিনামনাবৃত্তিফলাভাবেঽপি তত্তদ্দেবতা-যাগানুরূপফলপ্রাপ্তিধ্রৌব্যান্ন তদকিঞ্চিৎকরমিত্যর্থঃ। দেবতান্তর-যাজিনামাবশ্যকং তৎফলমাশঙ্কাপূর্ব্বকমুদাহরতি কথমিত্যাদিনা। নিয়মো বল্যুপহার-

স্বামিকৃতটীকা।

তদেবোপপাদয়তি যান্তীতি। দেবেষিন্দ্রাদিষু ব্রতং নিয়মো যেষাং তে দেবব্রতা দেবান্ যান্তি অতঃ পুনরাবর্ত্তন্তে, পিতৃষু ব্রতং যেষাং শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরাণাং

যিনি যাদৃশ দেবতার অর্চ্চনা করেন, তিনি তাদৃশী গতিই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইন্দ্রাদি দেবতাগণের উদ্দেশে যিনি যাগ যজ্ঞ করেন, মরণান্তে তিনি অমরালয় প্রভৃতি দেব লোকে গমন করত দেব-ভোগ্য সম্পত্তি ভোগ করিয়া থাকেন; যিনি অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে ইহ জীবন অতিবাহিত করেন,

আভাস।

যে কর্ম্ম করেন, তিনি তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভেদে উপাসক যেমন ত্রিবিধ, তাঁহাদের উপাস্য দেব-মূর্ত্তিও ত্রিবিধ আছেন। সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন ইন্দ্রাদি দেবগণের আরাধনা যাঁহারা করেন, তাঁহারা দেহান্তে স্বর্গাদি লোকে গমন করেন; যাঁহারা রজোগুণ-প্রধান, তাঁহারা

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ।

লোকান্ যান্তি। ভূতেজ্যা ভূতপূজকাঃ ভূতানি পিশাচাদীন্ যান্তি; মদ্‌যাজিনঃ জনাঃ অপি তথা মাং পরমাত্মানং যান্তি প্রাপ্নুবন্তি ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

পিতৃভক্তাঃ, ভূতানি বিনায়ক-মাতৃগণচতু-র্ভগিন্যাদীনি যান্তি ভূতেজ্যা ভূতানাং পূজকাঃ যান্তি মদ্‌যাজিনো মদ্‌যজনশীলা বৈষ্ণবা মামেব যান্তি সমানেঽপ্যায়াসে মামেব ন ভজন্তেঽজ্ঞানাত্তেন তেঽল্পফলভাজো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রদক্ষিণপ্রহ্বীভাবাদিরিত্যর্থঃ। দেবতান্তরারাধনস্যান্তবৎফলমুক্ত্বা ভগবদারাধনস্যা-নন্তফলত্বমাহ যান্তীতি। ভগবদারাধনস্যানন্তফলত্বে দেবতান্তরারাধনং ত্যক্ত্বা ভগবদারাধনমেব যুক্তমায়াস-সাম্যাৎ ফলতো ন্যূনতাং দর্শয়তি তেনেতি ॥ ২৫ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

তে পিতৄন্ যান্তি, ভূতেষু বিনায়ক-মাতৃগণাদিষু ইজ্যা পূজা যেষাং তে ভূতেজ্যাঃ ভূতানি যান্তি, মাং যষ্টুং শীলং যেষাং তে মদ্‌যাজিনস্তে তু মামক্ষয়ং পরমানন্দস্বরূপং যান্তি ॥ ২৫ ॥

তাদৃশ পিতৃ-ভক্ত ব্যক্তিগণ জীবনান্তে তাদৃশ পিতৃলোকে গমন করত তত্তৎ লোকের উপভোগ্য বিষয় সমূহ ভোগ করেন। যক্ষ কিন্নরাদি ভূত-সমূহের উপাসক ভূত-লোকে গমন করত তদুচিত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকেন এবং ভগবদুপাসক বৈষ্ণবগণ ভগবৎসামীপ্য লাভে মুক্তিফল এবং ভগবদ্ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

আভাস।

অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃলোকের আরাধনা করিয়া সেই সেই পিতৃলোকে ভোগ সুখাদি অনুভব করেন। যাঁহারা সম্পূর্ণ তমঃপ্রকৃতি, তাঁহারা যক্ষ, রক্ষ বিনায়ক এবং মাতৃগণের উপাসনা করিয়া তত্তল্লোকে গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা সর্ব্ব প্রেমময় পরমাত্মস্বরূপ আমার উপাসনা করেন, তাঁহারা মদীয় সর্ব্বোত্তম পরম লোকে গমন করত চির-শান্তি অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

অন্বয়ঃ।

পত্রং তুলস্যাদিকং, পুষ্পং ফলং তোয়ং উদকং যঃ মে মহ্যং ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন কেবলং মদ্ভক্তানামনাবৃত্তিলক্ষণমনন্তফলমুক্তং সুখারাধনশ্চাহং কথং পত্র-মিতি। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মুদকং যো মে মহ্যং ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি তদহং পত্রাদি

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

অনন্ত-ফলত্বাদ্ভগবদারাধনমেব কর্ত্তব্যমিত্যুক্তং সুকরত্বাচ্চ তথেত্যাহ ন কেবল-মিতি। ভগবদারাধনস্য সুকরত্বমেব প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রপঞ্চয়তি কথমিত্যাদিনা।

স্বামিকৃতটীকা।

তদেবং স্বভক্তানামক্ষয়-ফলমুক্ত্বা অনায়াসত্বঞ্চ স্বভক্তে র্দর্শয়তি পত্রমিতি। পত্রপুষ্পাদিমাত্রমপি মহ্যং ভক্ত্যা যঃ প্রযচ্ছতি তস্য প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধচিত্তস্য নিষ্কাম-ভক্তস্য তৎ পত্রপুষ্পাদিকং ভক্ত্যা তেনোপহৃতং সমর্পিতমহমশ্নামি প্রাপ্নোমি

অহো অর্জ্জুন! আমি সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা হইলেও, কাহাকে আমি উপেক্ষা করি না! আমার ভক্ত ভক্তি-ভরে আমার সৃষ্ট অতি

আভাস।

অন্যান্য দেবতার উপাসনা অপেক্ষা পরমাত্মার উপাসনা অনেকাংশে সহজ এবং সুসাধ্য। ইহাতে কোন প্রকরণ ও প্রাণায়ামাদি পদ্ধতিরও অপেক্ষা করে না। কেবল ভক্তিভরে আমার স্বরূপটী মনে মনে চিন্তা করিয়া "ব্রহ্মার্পণ অস্তু" বলিয়া চৈতন্য স্বরূপ পূর্ণ পরমাত্মাকে যে কোন বস্তু অর্থাৎ পত্র পুষ্প ফল বা তোয়াদি যে কোন অভিলষিত প্রিয় পদার্থ প্রদান করা হয়, আমি তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি। আমাকে সমর্পণের উপায় এক ভক্তি মাত্র। কারণ যাহা কিছু জগতে দেখা যায় বা সুখাদ্য সুমিষ্ট বলিয়া মনে হয়, সকলই এক তাঁহারই; সুতরাং পরমেশের বস্তু তাঁহাকে আর সম্প্রদানের কোন বিশেষত্ব নাই। তাঁহার নহে, এমন কোন পদার্থ জগতে নাই। তবে কেবল একটী বস্তু যেন তিনি আমাদের দিয়া রাখিয়াছেন; যাহার নাম জীবের মনতত্ত্ব! যাহার আলোচনায় জীব জগতে পর সাজিয়া ভ্রমণ করে। সেইটী

তদহং ভক্ত্যুপহৃতম্ অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ

তৎ ভক্ত্যুপহৃতং প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধবুদ্ধেঃ ভক্ত্যুপহৃতং ভক্ত্যা উপহৃতং আনীতং তৎ পত্রাদিকং অশ্নামি গৃহ্ণামি ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভক্ত্যোপহৃতং ভক্তিপূর্ব্বকং প্রাপিতং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি গৃহ্ণামি প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধবুদ্ধেঃ ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যদি পুষ্পাদিকং ভক্তিপূর্ব্বকং মদর্থমর্পিতং তেনায়ং শুদ্ধচেতাঃ তপস্বী মামারাধয়তী-ত্যহমবধারয়ামীত্যাহ পত্রমিত্যাদিনা ॥ ২৬ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

প্রীত্যা গৃহ্ণামি, ন হি মহাবিভূতিপতেঃ পরমেশ্বরস্য মম ক্ষুদ্রদেবতানামিব বহুবিত্তসাধ্যযাগাদিভিঃ পরিতোষঃ স্যাৎ কিন্তু ভক্তিমাত্রেণ অতো ভক্তেন সমর্পিতং যৎকিঞ্চিৎ পত্রাদিমাত্রমপি তদনুগ্রহার্থমেবাশ্নামীতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

তুচ্ছ পত্র পুষ্প ফল বা জলও যদি আমার উদ্দেশে সমর্পণ করে, আমি প্রসন্ন-চিত্তে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকি ॥ ২৬ ॥

আভাস।

তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। এতদর্থে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন ;

ইয়মেব পরা পূজা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
প্রেম-ভক্ত্যা তু বিশ্বেশং মন এব নিবেদয়েৎ ॥

সকল অবস্থায় অর্থাৎ শুচি বা অশুচির ভয় না করিয়া, সকল সময়ে প্রেম এবং ভক্তি সহকারে জীব যদি কেবল মনটীকে সেই বিশ্বেশ্বরকে সমর্পণ করিতে পারে, তাহা হইলেই উৎকৃষ্ট পূজার সমাধা করা হয়। চির-ভৃত্য বাগানের মালী প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবার কালে যেমন প্রভুরই বাগানের যৎকিঞ্চিৎ ফল ফুল দ্রব্য সামগ্রী মস্তকে লইয়া প্রভুকে যখন উপঢৌকন স্বরূপে প্রদান করে, প্রভুর আর আনন্দের সীমা থাকে না ; সেইরূপ মানব যদি মন-মালীর হস্তে যে কোন তুলসীদলাদি উপঢৌকন স্বরূপ পদার্থ পরমাত্মার স্বরূপ আমাকে প্রদান করে, আমি তাহাতে বিশেষ আনন্দিত হই। ॥ ২৬ ॥

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

অন্বয়ঃ।

অতঃ যৎ করোষি শাস্ত্রীয়ং কর্ম্ম, যৎ অশ্নাসি খাদসি, যৎ জুহোষি যজ্ঞে

শাঙ্করভাষ্যম্।

যত এবমতঃ যৎ করোষীতি। যৎ করোষি যদাচরসি শাস্ত্রীয়ং কর্ম্ম স্বতঃ প্রাপ্তং যদশ্নাসি যৎ খাদসি যদ্ জুহোষি হবনং নির্ব্বর্ত্তয়সি শ্রৌতং স্মার্ত্তং বা

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তদারাধনস্য সুকরত্বে তদেবাবশ্যকমিত্যাহ যত ইতি। স্বতঃ শাস্ত্রাদৃতে প্রাপ্তং

সর্ব্বতো ভাবে আমাকে অন্তরে চিন্তা করিয়া সকল কর্ম্ম করাই আমাকে সমর্পণের অপূর্ব্ব পদ্ধতি। তুমি যে কোন কর্ম্ম কর। অর্থাৎ যাহা ভোজন কর, যাহা অগ্নিতে আহুতি দাও। যাহা কিছু

আভাস।

অর্জ্জুন! সংসার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সকল উপায়ই মনে মনে ভগবানে আত্মবিক্রয় করিয়া রাখা। ধনবান্ গৃহস্থের গৃহে দাস দাসীগণ খায় পরে মাখে এবং দান ধ্যান প্রভৃতি যে কোন পুণ্য-কর্ম্ম করে, সমস্তই তাহারা আপন আপন প্রভুর কল্যাণে তাঁহারই প্রসাদে ঘটিতেছে বলিয়া যদি মনোমধ্যে দৃঢ় ধারণা রাখে, তাহা হইলে তাদৃশ ভৃত্যগণ প্রভুর বিশেষ প্রিয় পাত্র হয়, সন্দেহ নাই। বিবেকী-মানব যদি মনোমধ্যে একটী ধারণা রাখেন যে, ভগবানের ভৃত্য হইয়া আমরা তাঁহার সৃষ্ট জগতে তাঁহারই কর্ম্ম করিতে আগমন করিয়াছি; নিজেদের ভোগ-চরিতার্থ করিবার জন্য আগমন করি নাই; তাহা হইলে তাঁহার সকল কর্ম্মই ভগবানে সমর্পণ করা হয়। এমন কি! আহার, নিদ্রা ভয় এবং মৈথুন ব্যাপারেও ন্যায়-সঙ্গত ভাবে লিপ্ত হইলেও, অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয় না। কারণ নিজের দেহ রক্ষার্থ আহার নিদ্রা, যেমন প্রয়োজন, আবার ধর্ম্মসঙ্গত মৈথুন দ্বারা জগতে প্রজাবৃদ্ধির দ্বারা সৃষ্টিকার্য্যের মর্য্যাদা সংরক্ষণ করা হইলেও ভগবানের উদ্দেশ্য রক্ষা করা হয়। বেদ-বিধানের প্রসারার্থ তিনি যদি যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে প্রচুর হোম করেন বা প্রকৃত অভাবগ্রস্থ জীবের কল্যাণ কামনায় এবং সমাজিক সাধারণের উন্নতির অভিপ্রায়ে যে সমস্ত দান পুণ্যাদি কার্য্য করেন এবং প্রতি পদে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন যদি কোন অন্যায় কর্ম্মেরও

যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।

দিকং নির্ব্বর্ত্তয়সি, যৎ দদাসি ব্রাহ্মণাদিভ্যো ধনাদি, যৎ তপস্যসি তপঃ করোষি তৎ সর্ব্বং মদর্পণং ময়ি অর্পিতং যথা ভবতি তথা কুরুষ্ব ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যদ্দদাসি প্রযচ্ছসি ব্রাহ্মণাদিভ্যো হিরণ্ময়পাত্ররত্নাদি যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং মৎসমর্পণং ॥ ২৭ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

গমনাদীতি যাবৎ। যদশ্নাসি যৎ কিঞ্চিদ্ভোগং ভুংক্তে। হবনস্য স্বতন্ত্রত্বং বারয়তি শ্রৌতমিতি। মৎসমর্পণং তৎ সর্ব্বং মহ্যং সমর্পয়েত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

ন চ ফলপুষ্পাদিকমপি যজ্ঞার্থং পশুসোমাদি-দ্রব্যবন্মদর্থমেবোদ্যমৈরাপাদ্য সমর্পণীয়ং কিন্তর্হি যৎ করোষীতি। স্বভাবতঃ শাস্ত্রতো বা যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোষি তথা যদশ্নাসি যজ্জুহোষি যদ্দদাসি যচ্চ তপস্যসি তপঃ করোষি তৎ সর্ব্বং ময্যর্পিতং যথা ভবতি এবং কুরুষ্ব ॥ ২৭ ॥

দান কর বা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রত বা তপস্যার অনুষ্ঠান কর, সমস্ত আমাকে চিন্তা করিয়া আমার প্রীত্যর্থে করিতেছ ভাবিলেই আমাতে সমর্পণ করা হয় ॥ ২৭ ॥

আভাস।

অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্ত এবং তপস্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া জগদ্বাসীকে চরিত্রবান্ হইতে উপদেশ করেন, তাহা হইলে তিনি সকল কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করিলেন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে এবং এক জন ভগবানের প্রকৃত ভৃত্য ও আদরের পাত্র বলিয়া অবধারণীয়। যাগ যজ্ঞ ব্রত নিয়ম এবং হোমাদি কার্য্যের সমাপন কালে পুরোহিতগণ যজমানগণকে তাঁহাদের কৃত কর্ম্ম-ফলকে ভগবানে সমর্পণ করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন; এবং একটী মন্ত্রও পাঠ করান, যথা; অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাৎ ইতি শ্রুতিঃ ॥ এতৎ কর্ম্মফলং নারায়ণায় সমর্পিতমস্তু ॥ অহো! অজ্ঞানতা নিবন্ধন বা ভ্রম-প্রমাদ বশত যদি আমার কৃত এই যজ্ঞাদি ব্যাপারে কোনরূপ ত্রুটি বা বিপর্য্যয় হইয়া থাকে, এক শ্রীবিষ্ণুর

শুভাশুভ-ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্ম-বন্ধনৈঃ।

অন্বয়ঃ।

এবং কুর্ব্বন্ ত্বং শুভাশুভফলৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈ' মোক্ষ্যসে; অতঃ সংন্যাস-যোগ-যুক্তাত্মা (কর্ম্মফলত্যাগরূপ-সন্ন্যাসযোগেন যুক্তঃ আত্মা অন্তঃকরণং যস্য

শাঙ্করভাষ্যম্।

এবং কুর্ব্বত স্তব যদ্ভবতি তচ্ছৃণু শুভাশুভফলৈরিতি। শুভাশুভফলৈরেবং শুভাশুভে ইষ্টানিষ্টফলে যেষাং তানি শুভাশুভফলানি কর্ম্মাণি তৈঃ শুভাশুভফলৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈরেবং মৎসমর্পণং কুর্ব্বন্ মোক্ষ্যসে সোহয়ং সংন্যাসযোগো নাম সংন্যা-সশ্চাসৌ মৎসমর্পণতয়া কর্ম্মকর্ত্তৃত্বাদ্ যোগশ্চাসবিতি তেন সংন্যাসযোগেন যুক্ত

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

কিমতো ভবতি তদাহ এবমিতি। ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা সর্ব্বকর্ম্ম কুর্ব্বতো জীব-

স্বামিকৃতটীকা।

এবঞ্চ যৎ ফলং প্রাপ্স্যসি তচ্ছৃণু ইত্যাহ শুভাশুভেতি। এবং কুর্ব্বন্ কর্ম্মবন্ধনৈঃ কর্ম্মনিমিত্তৈরিষ্টানিষ্টৈশ্চ ফলৈর্মুক্তো ভবিষ্যসি কর্ম্মণাং ময়ি সমর্পিত-

---

চির জীবন এইরূপ চিন্তা মনোমধ্যে জাগরূক রাখিয়া তুমি নিঃস্বার্থে সকল করিয়াও কর্ম্ম-বন্ধনে কখন লিপ্ত হইবে না। কারণ

আভাস।

স্মরণ মাত্র করিলে, আমার কার্য্য সুনিষ্পন্ন হইবে, সন্দেহ নাই; কারণ শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। অতএব যাবদীয় কর্ম্মের ফল তাঁহাতে অর্পিত থাকুক! হে প্রভো দীন-দয়াল। তোমার ভৃত্য তোমার জগৎকার্য্য সাধিত করিবার জন্য যেমন মানব-মূর্ত্তিতে আমাকে জগতে প্রেরণ করিয়াছ, আমার কার্য্য যেন তোমার কার্য্য বলিয়া তুমি গ্রহণ কর! তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম! ॥ ২৭ ॥

" ভৃত্য যদি প্রভুর চিত্তানুকরণে সমস্ত কর্ম্ম করিয়া প্রতিষ্ঠিত, সুসম্পন্ন এবং প্রভুর প্রিয়পাত্র হয়, হে অর্জ্জুন! তুমিও পরম বিভু পরমাত্মাকে হৃদয়-মন্দিরে অচ্যুত ভাবে প্রতিষ্ঠিত অবধারণ করত তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য করিতে জগতে আগমন করিয়াছি মনে করিতে পারিলে এবং ধন জন প্রভৃতি সকলই তাঁহার প্রদত্ত, যদবধি তিনি ইহাদের সংসর্গে আমাকে রাখেন, তদবধি আমি ইহাদিগকে আমার

সন্ন্যাস-যোগ-যুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ।

তাদৃশঃ ত্বং বিমুক্তঃ (সংসার-বন্ধনাৎ) মাং পরমাত্মানং উপৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি ॥ ২৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

আত্মান্তঃকরণং যস্য তব স ত্বং সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা সন্ বিমুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনৈর্জীবন্নেব পতিতে চাস্মিন্ শরীরে মামুপৈষ্যস্যাগমিষ্যসি ॥ ২৮ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মুক্তস্য প্রারব্ধকর্ম্মাবসানে বিদেহকৈবল্যমাবশ্যকমিত্যাহ তবেত্যাদিনা। ভগবদর্পণকারণান্মুক্তিঃ সংন্যাসযোগাশ্চেতি সাধন-দ্বয়শঙ্কাং শাতয়তি সোঽয়মিতি ॥ ২৮ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

যেন তব তৎফল সম্বন্ধানুপপত্তেঃ, তৈশ্চ বিমুক্তঃ সন্ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং মদর্পণং সএব যোগস্তেন যুক্ত আত্মা চিত্তং যস্য তথাভূতস্ত্বং মাং প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

নিঃস্বার্থে কর্ম্ম করিবার নামই সন্ন্যাস-যোগ; তাদৃশ নির্ব্বিকারী অথচ কর্ম্মী ব্যক্তি সর্ব্ববিধ কর্ম্ম-জাল হইতে মুক্তি লাভ করত, আমার পরম স্বরূপে আগমন করিবে, সন্দেহ নাই ॥ ২৮ ॥

আভাস।

বলিতে বাধ্য হইতেছি! আবার তাঁহার ইচ্ছায় আমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কখন কোথায় যে যাইব, তাহা আমি জানি না! ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ বা ভরণ-পোষণের ভার যেন আমাকেই দিয়াছেন, ইত্যাকার জ্ঞানে যাহারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহারা আপনাকে ভগবানের প্রকৃত দাস বিবেচনা করত ভালমন্দ যে কোন কার্য্য করে, সে কর্ম্মের জন্য তাহারা দায়গ্রস্ত হয় না। তাহারা ভোগী হইলেও, ত্যাগী এবং গৃহী হইলেও, প্রকৃত সন্ন্যাসী বলিয়া পরিগণিত। তাহাদের সংসার-বন্ধন থাকে না; জীবদ্দশাতেই মুক্তিভাগী এবং জীবনান্তে সেই পরমেশের প্রিয়পাত্র হইয়া পরমাত্ম-সন্নিধানে যে পরমানন্দ চিরকাল অনুভব করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ২৮ ॥

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।

অন্বয়ঃ।

সর্ব্বভূতেষু অহং সমঃ তুল্যঃ অতঃ মে মম দ্বেষ্যঃ বিরাগ-ভাজনঃ ন কোঽপি

শাঙ্করভাষ্যম্।

রাগদ্বেষবান্ তর্হি ভগবান্ যতো ভক্তাননুগৃহ্লাতি নেতরানিতি তন্ন সমোঽহমিতি। সমঃ তুল্যোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ অগ্নিবদহং দূরস্থানাং যথাগ্নিঃ শীতং নাপনয়তি সমীপমুপসর্পতামপনয়তি তথাহং ভক্তাননু-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভগবতো রাগদ্বেষবত্ত্বেনানীশ্বরত্বমাশঙ্ক্য পরিহরতি রাগেত্যাদিনা। তর্হি ভগবদ্ভজনমকিঞ্চিৎকরমিত্যাশঙ্ক্যাহ অগ্নিবদিতি। তৎ প্রপঞ্চয়তি যথেতি। ভক্তানভক্তাংশ্চানুগৃহ্নতোঽননুগৃহ্নতশ্চ ভগবতো ন কথং রাগাদিমত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ যে ভজন্তীতি। যে হি বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মৈ র্মাং ভজন্তি তে তেনৈব ভজনেনাচিন্ত্যমাহাত্ম্যেন পরিশুদ্ধবুদ্ধয়ো ময়ি মৎসমীপে বর্ত্তন্তে মদভিব্যক্তিযোগ্যচিত্তা ভবন্তি,

স্বামিকৃতটীকা।

যদি তু ভক্তেভ্য এব মোক্ষং দদাসি নাভক্তেভ্যস্তর্হি তবাপি কিং রাগদ্বেষাদিকৃতং বৈষম্যমস্তি নেত্যাহ সমোঽহমিতি। সর্ব্বেষু ভূতেষ্বহং সমঃ অতো মম প্রিয়শ্চ দ্বেষ্যশ্চ নাস্ত্যেব, এবং সত্যপি যে মাং ভজন্তি তে ভক্ত্যা ময়ি বর্ত্তন্তে

দেখ! এ জগতে আমার প্রিয় বা অপ্রিয় বলিয়া কেহ নির্দ্দিষ্ট নাই! আমি সকলের পক্ষে সমান! তবে যে বিশুদ্ধান্তঃকরণে আমার প্রতি মনোনিবেশ করে, তাহারা যেমন আমারই আশ্রয়ে

আভাস।

ভগবান্ সকলের সমীপে তুল্যরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন; কেহ তাঁহার আদরের বা অনাদরের পাত্র নহে; সুতরাং ভক্ত বা অভক্ত ভেদে ভগবানের নিকট কোন ইতর বিশেষ নাই! মানবের চিত্তের নৈর্ম্মল্য অনুসারে ভগবানের পক্ষে নিকট বা দূর, প্রিয় বা অপ্রিয় এবং আপন বা পর মূর্ত্তিতে পরিচিত হন। নভোমণ্ডলস্থ দিবাকরের সহিত পৃথিবীস্থ সকল পদার্থের সম্বন্ধ একরূপ হইলেও, বস্তুর গুণ-তারতম্যে সূর্য্যদেব যেমন বিবিধ ভাবে পরিচিত হন; সরস মৃত্তিকার

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ।

ন প্রিয়ঃ প্রীতিভাজনঃ অপি অস্তি। যে মাং ভক্ত্যা ভজন্তি তে তু ময়ি এব বর্ত্তন্তে অহং অপি তেষু বর্ত্তে ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

গৃহ্লামি নেতরান্ যে ভজন্তি তু মামীশ্বরং ভক্ত্যা ময়ি তে স্বভাবত এব ন মম রাগনিমিত্তং ময়ি বর্ত্তন্তে তেষু চাপ্যহং স্বভাবতএব বর্ত্তে নেতরেষু নৈতাবতা তেষু দ্বেষো মম ॥ ২৯ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

তুশব্দোহস্য বিশেষস্য দ্যোতনার্থঃ, তেষু চ সমীপে সমক্ষং তেষামহমপি স্বভাবতো বর্ত্তমানস্তদনুগ্রহপরো ভবামি যথা ব্যাপকমপি সাবিত্রং তেজঃ স্বচ্ছে দর্পণাদৌ প্রতিফলতি তথা পরমেশ্বরোঽবর্জনীয়তয়া ভক্তি-নিরস্ত সমস্ত-কলুষ-সত্ত্বেষু পুরুষেষু সন্নিধত্তে দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতা মাং ভজন্তীত্যুক্তত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

অহমপি তেষ্বনুগ্রাহকতয়া বর্ত্তে, অয়ং ভাবঃ যথাগ্নেঃ স্বসেবকস্যেব তমঃশীতাদিদুঃখমপাকুর্ব্বতোঽপি ন বৈষম্যং, যথা বা কল্পবৃক্ষস্য, তথৈব ভক্তপক্ষপাতিনোঽপি মম বৈষম্যং নাস্ত্যেব কিন্তু মদ্ভক্তেরেবায়ং মহিমেতি ॥ ২৯ ॥

থাকে, আমিও তাদৃশ ভক্তের চিত্তানুকরণে বাধ্য হইয়া, তাহাদেরই হইয়া থাকি ॥ ২৯ ॥

আভাস।

সূর্য্য কিরণ কেবল শুষ্ক করেন মাত্র; প্রস্তরাদির উপর আলোক রূপে, তৃণ ঘাসের উপর কিরণ-মূর্ত্তিতে, বালুকার উপর তাপপ্রদ মূর্ত্তিতে, জলে প্রতিবিম্বিত ভাবে এবং দর্পণাদি স্বচ্ছ পদার্থে আলোক, ঔজ্জ্বল্য এবং প্রতিবিম্বিত রূপে যেমন পরিচিত হন, সেইরূপ চিত্তের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব ভেদে এক পরম পুরুষ পরমাত্মাই বিবিধ বেশে যেন দেখা দিয়া থাকেন। ভগবান্ করুণার বিতরণে কাহাকেও বঞ্চিত করেন না; তবে যে যেমন অধিকারী এবং প্রার্থী, সে সেই ভাবেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি করুণার সমুদ্র! যাহার অন্তঃকরণ যত প্রশস্ত, সে সেই পরিমাণে তাঁহার প্রেমের অধিকারী হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৩০॥

অন্বয়ঃ।

সুদুরাচারঃ কুৎসিতাচারঃ অপি চেৎ যদি অনন্যভাক্ অনন্যভক্তিঃ সন্ মাং ভজতে অতঃ সঃ সম্যক্ ব্যবসিতঃ সাধুনিশ্চয়বান্, সঃ সাধুঃ এব মন্তব্যঃ জ্ঞাতব্যঃ॥ ৩০॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

শৃণু মদ্ভক্তে র্মাহাত্ম্যং অপি চেদিতি। অপি চেৎ যদ্যপি সুদুরাচারঃ সুদুরাচারোঽতীব কুৎসিতাচারোঽপি ভজতে মাং অনন্যভাক্ নান্যভক্তিঃ সন্ সাধুরেব সম্যগ্‌বৃত্ত এব স মন্তব্যঃ জ্ঞাতব্যঃ সম্যগ্ যথাবদ্ব্যবসিতো হি যস্মাৎ সাধুনিশ্চয়ঃ সঃ॥ ৩০॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

প্রকৃতাং ভগবদ্ভক্তিং স্তবন্ পাপীয়সামপি তত্রাধিকারোঽস্তীতি দর্শয়তি শৃণ্বিতি। সম্যগ্‌বৃত্তএব ভগবদ্ভক্তো জ্ঞাতব্য ইত্যত্র হেতুমাহ সম্যগিতি॥ ৩০॥

স্বামীকৃতটীকা।

অপি চ মদ্ভক্তেরেবায়মবিতর্ক্যঃ প্রভাব ইতি দর্শয়ন্নাহ অপি চেদিতি। অত্যন্ত-দুরাচারোঽপি যদ্যপ্যপৃথক্‌ত্বেন পৃথগ দেবতাপি বাসুদেব এবেতি বুদ্ধ্যা দেবতান্তরভক্তিমকুর্ব্বন্ মামেব পরমেশ্বরং ভজতে তর্হি সাধুঃ শ্রেষ্ঠএব স মন্তব্যঃ যতোঽসৌ সম্যগ্‌ব্যবসিতঃ শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবান্॥ ৩০॥

অত্যন্ত পাপ করিলেই যে কেহ আমার ত্যাজ্য হয়, তাহা নহে; এবং পুণ্যবান্ হইলেই যে গ্রাহ্য হইবে তাহাও নহে। বিবিধ পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে মনে মনে বিরক্ত চিন্তিত এবং গ্লানি বিশিষ্ট হইলে সাধারণ মানব ব্যাকুল-হৃদয়ে ভগবানের শরণাপন্ন হয় এবং একাগ্র-চিত্তে আমার ভজনা করে, সে ব্যক্তিও সাধুনামে পরিগৃহীত হইবে, সন্দেহ নাই। কারণ কেবল ভগবচ্চিন্তাই সকল পাপের নির্ম্মূলন-কারী সন্দেহ নাই। ৩০॥

আভাস।

এই শ্লোকে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, অত্যন্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও যদি এক মনে ভগবানের ভজনা করে, সে সাধু-নামে পরিচিত হয়। এই কথাটি বিতাড়

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ।

ভগবতি স্থির-নিশ্চয়বান্ জনঃ ক্ষিপ্রং শীঘ্রং ধর্ম্মাত্মা ভবতি তথা শশ্বৎ নিত্যং শান্তিং নিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। হে কৌন্তেয়! মে মম ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি ইতি প্রতিজানীহি ॥ ৩১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

উৎসৃজ্য চ বাহ্যাং দুরাচারতামন্তঃ সম্যগ্ ব্যবসায়-সামর্থ্যাৎ ক্ষিপ্রমিতি। ক্ষিপ্রং শীঘ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মচিত্তএব শশ্বৎ নিত্যং শান্তিঞ্চোপশমং নিগচ্ছতি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

হেত্বর্থমেব প্রপঞ্চয়তি উৎসৃজ্যেতি। ভগবন্তং ভজমানস্য কথং দুরাচারতা পরিত্যজ্য ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ ক্ষিপ্রমিতি। সতি দুরাচারে কথং ধর্ম্মচিত্তত্বং তদাহ

ভগবচ্চিন্তকের চিত্তে পাপ বিনষ্টের আর কাল-বিলম্ব হয় না। সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিবা মাত্র পাপের অপগমে ভক্ত ধর্ম্মাত্মা হইয়া থাকেন এবং নিত্য শান্তির স্রোতে তিনি ভাসমান হন। হে কৌন্তেয়! আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিতেছি যে, তুমি মনে মনে জানিও যে আমার ভক্তের কখন অধঃপতন বা বিনাশ হয় না ॥ ৩১ ॥

আভাস।

অসামাজিক ও অসম্বৃত বলিয়া পাছে মনে হয়, তজ্জন্য ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন যে, সে সম্যক্ ব্যবসিত; অর্থাৎ বিচারে ভগবানের আরাধনাকেই এক মাত্র উপায় বলিয়া অবধারণ করিয়াছে। সুতরাং তাহার আরাধনা সুদৃঢ়; সে ব্যক্তি কখন আরাধনা হইতে বিচ্যুত হয় না। যোগ-সূত্রকার বলিয়াছেন, "তীব্র সংবেগানাং আসন্নঃ;" অর্থাৎ উদ্যোগ তীব্র হইলে, তাহার ফল সত্বর উপস্থিত হয়। সংসার-জ্বালায় বিরক্ত হইলে এবং নিজের উপার্জ্জনে কুলান না হইলে, লোক ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে। সাংসারিক দুঃখ যত অধিক, ভগবানের চিন্তাও তত অধিক হয়। এদিকে যৌবনের আতিশয্যে পাপানুষ্ঠান যতই অধিক হয়, যৌবনের পরিণামে পাপফলের উৎকট দুঃখ-ভোগও তত অধিক ঘটে। সুতরাং

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রাপ্নোতি শৃণু পরমার্থং কৌন্তেয় নিশ্চিতাং প্রতিজ্ঞাং কুরু ন মে মম ভক্তঃ ময়ি সমর্পিতান্তরাত্মা ন প্রণশ্যতীতি ॥ ৩১ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

শশ্বদিতি। উপশমো দুরাচারাদুপরমঃ। কিমিতি তত্ত্বক্তস্য দুরাচারাদুপরতি-রুচ্যতে দুরাচারোপহতচেতস্তয়া কিমিত্যসৌ ন নঙ্‌ক্ষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ শৃণ্বিতি ॥ ৩১ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

নমু কথং সমীচীনাধ্যবসায়মাত্রেণ সাধুর্মন্তব্যস্তত্রাহ ক্ষিপ্রমিতি। সুদুরাচা-রোঽপি মাং ভজন্ শীঘ্রং ধর্ম্মচিত্তো ভবতি ততশ্চ শশ্বচ্ছান্তিং চিত্তোপপ্লবোপর-মরূপাং পরমেশ্বরনিষ্ঠাং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি, কুতর্ক-কর্কশ-বাদিনো নৈতন্মন্যেরন্নিতি শঙ্কাকুলমর্জ্জুনং প্রোৎসাহয়তি হে কৌন্তেয় পটহাদিমহাঘোষপূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু, কথং, মে পরমেশ্বরস্য ভক্তঃ সুদুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি অপি তু কৃতার্থএব ভবতীতি, ততশ্চ তে তৎপ্রৌঢ়িবিজৃম্ভাৎ বিধ্বংসিত-কুতর্কাঃ সন্তো নিঃসংশয়ং ত্বামেব গুরুত্বেনাশ্রয়েরন্ ॥ ৩১ ॥

আভাস।

ভগবানের প্রতি চিত্তের আসক্তিও তত অধিক হয়। ভগবানের নাম বিপদ্‌হারী। মানব বিপদে না পড়িলে, ভগবানকে ডাকে না। অতএব বিপদের মাত্রা অধিক হইলেই, ডাকের মাত্রা অধিক হয়। বিপদের কারণ চরিত্র-হীন হওয়া। অত্যাচারী ব্যক্তি নিজের সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য যতই অপকর্ম্ম করে, তাহার ফলে সে ভীষণ দুঃখ পায়। তখন অনন্যগতি হইয়া, তীব্র যত্নের সহিত ভগবানের শরণাগত হয় এবং তীব্র ভক্তিযোগে আশু ফলও লাভ করে। কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রত বা যাগ যজ্ঞাদি শ্রৌত বা স্মার্ত্ত-কর্ম্ম এরূপ নাই; যাহার দ্বারা মনকে সত্বর পবিত্র করিতে পারে, যত শীঘ্র ভগবৎপ্রেমে মানবকে বিশুদ্ধ করিতে পারে। শত জীবনের পাপ-মতি একদিনে বিধৌত হইতে পারে, যদি স্থির-চিত্তে ভগবানের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করা যায়। জ্বলন্ত অনল-রাশিতে নিক্ষিপ্ত কাষ্ঠ-সমূহ যেমন নিমেষ মধ্যে অগ্নিময় হইয়া যায়, সেইরূপ ভগবানের পরমাত্মস্বরূপ জ্ঞান-হুতাশনে নিক্ষিপ্ত অজ্ঞান-পূর্ণ পাপ-হৃদয়ও জ্ঞান-পূর্ণ পবিত্র রূপ ধারণ করে! দুরাত্মা দস্যু প্রকৃতি রত্নাকর নারদের উপদেশে রামনামে ও রাম-ভাবে অভিষিক্ত হইয়া বাল্মিকত্বে পরিণত হইয়াছিল। সকল কর্ম্মেরই দোষগুণ আছে; পর্

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ।

হে পার্থ পৃথানন্দন! মাং বি বিশেষেণ অপাশ্রিত্য যে অপি পাপযোনয়ঃ নিকৃষ্ট-জন্মানঃ অন্ত্যজাদয়ঃ স্যুঃ ভবেয়ুঃ তথা স্ত্রিয়ঃ জ্ঞানহীনাঃ, বৈশ্যাঃ কৃষিকর্ম্ম-নিরতাঃ হালিকাঃ, তথা শূদ্রাঃ অধ্যয়ন-রহিতাঃ আচার-বহির্গতাঃ তে অপি পরাং উৎকৃষ্টাং গতিং হি নিশ্চিতং যান্তি প্রাপ্নুবন্তি ॥ ৩২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ মাং হীতি। মাং হি যস্মাৎ পার্থ ব্যপাশ্রিত্য মামাশ্রিত্যাশ্রয়ত্বেন গৃহীত্বা যেঽপি স্যু র্ভবেয়ুঃ পাপযোনয়ঃ পাপানি যোনিঃ যেষাং তে পাপজন্মানঃ কে ত ইত্যাহ স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি গচ্ছন্তি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং ॥ ৩২ ॥

আনন্দগিরিকৃত-টীকা।

ইতশ্চ ভগবদ্ভক্তির্বিধাতব্যেত্যাহ কিঞ্চেতি। ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতীত্যত্র হেতুমাচক্ষাণো ভক্ত্যধিকারে জাতিনিয়মো নাস্তীত্যাহ মাং হীতি ॥ ৩২ ॥

স্বামিকৃতটীকা।

আচার-ভ্রষ্টং মদ্ভক্তিঃ পবিত্রীকরোতীতি কিমত্র চিত্রং যতো মদ্ভক্তির্দুষ্কুলান-প্যনধিকারিণোঽপি সংসারান্মোচয়তীত্যাহ মাং হীতি। যেঽপি পাপযোনয়ঃ স্যুর্নিকৃষ্টজন্মানোঽন্ত্যজাদয়ো ভবেয়ুঃ, যেঽপি বৈশ্যাঃ কেবলং কৃষ্যাদিনিরতাঃ অতঃ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাশ্চাপ্যধ্যয়নাদি-রহিতাস্তেঽপি মাং ব্যপাশ্রিত্য সংসেব্য পরাং গতিং যান্তি হি নিশ্চিতং ॥ ৩২ ॥

অধিক কি। অতি নিকৃষ্ট পাপাচারী স্ত্রী বৈশ্য এবং শূদ্রও যদি একান্ত চিত্তে পরমাত্ম স্বরূপ আমাতে মন প্রাণ সমর্পণে আশ্রিত হইতে পারে, তাহারাও উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে, সন্দেহ নাই ॥৩২॥

আভাস।

মেশের প্রতি ভক্তি-করা কার্য্যে গুণ ব্যতীত কোনরূপ দোষের সম্পর্কও নাই। পরমাত্মার প্রতি অনন্য-চিন্তায় আত্মসমর্পণ করিলে উৎকৃষ্ট পরমাত্ম-গতি লাভের সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

বেদে বিচিত্র যাগ যজ্ঞ ব্রত-নিয়মাদি ধর্ম্ম-কর্ম্মের উল্লেখ আছে; কিন্তু

কিং পুন ব্র্বাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয় স্তথা।

অন্বয়ঃ।

কিং পুনঃ পুণ্যাঃ পুণ্যযোনয়ঃ ব্রাহ্মণাঃ ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ (রাজানঃ তে ঋষয়ঃ)

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিং পুনরিতি। কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ পুণ্যযোনয়ঃ ভক্তা রাজর্ষয় স্তথা রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি রাজর্ষয়ঃ যত এবমতোঽনিত্যং ক্ষণভঙ্গুরমসুখং চ সুখ-

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

যদি পাপযোনিঃ পাপাচারশ্চ ত্বদ্ভক্ত্যা পরাং গতিং গচ্ছতি তর্হি কিমুত্তমজাতি-নিমিত্তেন সংস্কারাদিনা কিম্বা সদ্বৃত্তেনেত্যাশঙ্ক্যাহ কিং পুনরিতি। উত্তমজাতি-

স্বামিকৃতটীকা।

যদ্যেবং তদা সৎকুলাঃ সদাচারাশ্চ মদ্ভক্তাঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ কিং পুনরিতি। পুণ্যাঃ সুকৃতিনো ব্রাহ্মণাঃ, তথা রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি এবংভূতাশ্চ পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। অতস্ত্বং ইমং

তখন পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ, ভক্তিমান্ ক্ষত্রিয় এবং ঋষিগণ যে আমাগত প্রাণ হইয়া শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিবেন, তাহাতে আর বক্তব্য

আভাস।

সকল কর্ম্মে সকল লোকের অধিকার যে নাই, তাহাও সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে। অধিকারী বিশেষে এক এক জাতীয় কর্ম্ম এক এক বর্ণের প্রতি নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা ব্রাহ্মণ যে যে কর্ম্মের অধিকারী ক্ষত্রিয় সে সে কর্ম্মের অধিকারী হইতে পারেন না; আবার ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মে অন্যান্য বর্ণ অধিকারী নহেন এবং এই প্রকারে সকল বর্ণ এবং সকল জাতির অধিকার অনুসারে কর্ম্মের বিভাগও আছে। শালগ্রাম শিলাতে বিষ্ণুপূজার অধিকার ব্রাহ্মণ-পত্নী বা শূদ্রাদির নাই। যাগযজ্ঞে ঋত্বিক্‌কার্য্যে ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত অন্য কাহারও অধিকার বেদ স্বীকার করেন নাই; তখন কি অন্য কোন ম্লেচ্ছ জাতি বা নিকৃষ্ট চণ্ডালাদির উদ্ধারের উপায় নাই বলিয়া, স্বীকার করিতে হইবে? এতদর্থে ভগবান্ গোবিন্দ প্রকাশ করিয়াছেন যে অজ্ঞানতা-নিবন্ধন বা জাতিনিষ্ঠ কর্ম্ম প্রভৃতির অনুরোধে ধর্ম্মকর্ম্মে সকলের অধিকার না থাকিলেও, প্রাণ-মন সমর্পণে ঈশ্বরে আত্মনির্ভর করিবার কোনরূপ প্রতিবন্ধক কাহারও নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন, "শুচি তৎকালজীবী কর্ম্ম কুর্য্যাৎ"। অশুদ্ধ চিত্তে যদি ব্রাহ্মণেরও কর্ম্মে অধিকার না থাকে,

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ

প্রাপ্নুবন্তি তত্র কা শঙ্কা। অতঃ অনিত্যং অসুখং সুখরহিতং ইমং লোকং প্রাপ্য মাং ভজস্ব ॥ ৩৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যর্জিতং মনুষ্যলোকং প্রাপ্য পুরুষার্থসাধনং দুর্লভং মনুষ্যত্বং লব্ধা ভজস্ব সেবস্ব মাং ॥ ৩৩ ॥

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মতাং ব্রাহ্মণাদীনামতিশয়েন পরা গতি র্যতো লভ্যতে অতো ভগবদ্ভজনং তৈঃ একান্তেন বিধাতব্যমিত্যাহ যত ইতি। মনুষ্যদেহাতিরিক্তেষু পশ্বাদিদেহেষু ভগবদ্ভজনযোগ্যতাভাবাৎ প্রাপ্তে মনুষ্যত্বে তদ্ভজনে প্রবর্তিতব্যং ইত্যাহ দুর্লভমিতি ॥৩৩॥

স্বামিকৃতটীকা।

রাজর্ষিরূপং দেহং প্রাপ্য লব্ধা মাং ভজস্ব, কিঞ্চ অনিত্যমধ্রুবং অসুখং সুখরহিতঞ্চেমং মর্ত্ত্যলোকং প্রাপ্য অনিত্যত্বাদ্বিলম্বমকুর্ব্বন্ অসুখত্বাচ্চ সুখার্থমুদ্যমং হিত্বা মামেব ভজস্বেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

কি! অতএব এই ঘোর দুঃখপ্রদ ও অনিত্য জগতে আগমন করিয়া, পরমাত্ম-স্বরূপ আমার উপাসনায় মনোনিবেশ কর! ॥ ৩৩ ॥

আভাস।

তবে যে দিন অবসন্ন শরীরে বিষ্ঠা-মূত্রাদিতে পরিক্লিন্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, সে দিন কি ভগবানকে স্মরণ করা যুক্তির বহিভূর্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? তাহা হইলে, যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ। এ কথার তাৎপর্য্য কি থাকে? এতদুত্তরে শাস্ত্র আছে; অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥ অর্থাৎ কর্ম্ম করিতে হইলে শুচি বা অশুচির চিন্তা আছে সত্য, কিন্তু নামোচ্চারণে বা ভগবচ্চিন্তনে আর শুচি অশুচির কোন বিচারই নাই। বরং কর্ম্ম করিবার অধিকার পাইতে হইলে, সর্ব্বপ্রকারে শুচি হইবার এক মাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়ই পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীহরির স্মরণ মাত্র করা। তিনি দীন-দয়াল-নামে অভিহিত। যাহার কেহ নাই, তাহার তিনি আছেন! এবং যাহার কোন কর্ম্মে যোগ্যতা নাই, কেবল ভগবানের স্মরণ মাত্র

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।

শঙ্করঃ।

মন্মনাঃ (ময়ি মনো যস্য সঃ) মদ্ভক্তঃ মদ্যাজী ভব! মাং নমস্কুরু! এবং

শাঙ্করভাষ্যম্।

কথং মন্মনা ইতি। ময়ি মনো যস্য তব স ত্বং মন্মনা ভব তথা মদ্ভক্তো ভব মদ্যাজী মদ্যজনশীলো ভব মামেব চ নমস্কুরু মামেবেশ্বরমেষ্যসি আগমিষ্যসি

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

ভগবদ্ভক্তেরিত্থম্ভাবং পৃচ্ছতি কথমিতি। ঈশ্বর-ভজনে ইতি-কর্ত্তব্যতাং দর্শয়তি মন্মনা ইতি। এবং ভগবন্তং ভজমানস্য মম কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ মামেবেতি। সমাধায় ভগবত্যেবেতি শেষঃ। এবমাত্মানমিত্যেতদ্বিবৃণোতি অহং হীতি। অহ-

নিরর্থক বিষয়-চিন্তায় ব্যাকুল না হইয়া, ঈশ্বর-চিন্তায় মনোনিবেশ কর। ভগবদ্ভজনে এবং ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞাদি করিতে

আভাস।

করিলে, সে সকল কর্ম্মফলের অধিকারী হয়! সুতরাং সকল ফলে অধিক কি! মোক্ষলাভেও যে অধিকারী হয়, তাহাই এই শ্লোক কয়একটীতে প্রকাশের তাৎপর্য্য। তবে প্রাণ-ভরা নাম ও পূর্ণ চিত্তে আত্ম-সমর্পণের ক্রম বা পদ্ধতিরই পরিচায়ার্থ ব্রাহ্মণাদি জাতি বা বর্ণ, আশ্রম ও ধর্ম্মাদির উল্লেখে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। সকল আশ্রম, কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের ভিতর দিয়া ভগবানে আত্ম সমর্পণই একমাত্র লক্ষ্য। এই অধিকারটী পাইবার জন্য শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণকে যে সমস্ত কর্ম্ম করিতে হয়, তাহাই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

ভগবানে আত্মসমর্পণ করা হইলে আর বর্ণাশ্রম আচারের অপেক্ষা থাকে না। আত্ম-সাক্ষাৎকারের দ্বারা পরমাত্ম-স্বরূপের সাক্ষাৎকার হইলে, মুক্তি-ভাক্ উৎকৃষ্ট সন্ন্যাসী হওয়া হয়। অতএব যে কোন প্রকারে এবং যে কোন উপায়ে ভগবানে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক জগতের সহিত সম্পর্ক বর্জ্জিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন॥ ৩২॥ ৩৩॥

এই শ্লোকে তাহার উপায় বর্ণনাভিপ্রায়ে প্রকাশ করিয়াছেন যে, অভ্যাস এবং বৈরাগ্যই উৎকৃষ্ট উপায়। ভগবচ্চিন্তনে অভ্যাস এবং বিষয়ের দোষ-

মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে রাজ-গুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ।

ইত্থং প্রকারেণ আত্মানং চিত্তং যুক্ত্বা ময়ি সমাধায় মৎপরায়ণঃ সন্ মাং এব এষ্যসি প্রাপ্স্যসি ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃতান্বয়ে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

যুক্ত্বা সমাধায় চিত্তমেবমাত্মানং-মামেবমহং হি সর্ব্বেষাং ভূতানাং আত্মা পরা চ

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

মেব পরময়নং ভবেতি মৎপরায়ণস্তথাভূতঃ সন্ মামেবাত্মানমেষ্যসীতি সম্বন্ধঃ ॥ তদেবং মধ্যমানাং ধ্যেয়ং নিরূপ্য নবমেনাধমানামারাধ্যাভিধানমুখেন নির্জ্জৈর্ন

স্বামিকৃতটীকা।

ভজন-প্রকারং দর্শয়ন্নুপসংহরতি মন্মনা ইতি। ময্যেব মনো যস্য স মন্মনা ত্বং ভব, তথা মমৈব ভক্তঃ সেবকো ভব, মদ্যাজী মৎপূজনশীলো ভব, মামেব চ

এবং নিত্য নিরন্তর তাঁহার চরণে প্রণাম করিতে অভ্যস্ত হও। এই প্রকারে সর্ব্বদা সংযত-চিত্তে আপনাকে পরমেশ-ভাবে প্রণোদিত রাখিলে, মদীয় ভগবদ্ভাবে লীন হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃত নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

আভাস।

দর্শনের দ্বারা বৈরাগ্যের আনয়ন। নিজের স্বভাবকে পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, কেবল বিচার বা ধারণা দ্বারা সুসম্পন্ন করা যায় না; অভ্যাস করা প্রয়োজন। পূর্ব্বে বিষয়ের চিন্তনে যেমন বিষয়নিষ্ঠ-চিত্ত করা হইয়াছিল, এক্ষণে পরমাত্ম-ভাবের নিরন্তর চিন্তনে চিত্তকে সেই পরমাত্মভাবে দীক্ষিত করিতে হইবে। সারা জীবন স্ত্রী-পুত্রাদির চিন্তা করায়, মরণ-কালে বা নিশ্চিন্ত থাকিবার সময় স্ত্রী-পুত্রের চিন্তা বা তাহাদের মূর্ত্তি আপনা হইতে হৃদয়ে জাগরিত হয়; সেইরূপ

শাঙ্করভাষ্যম্।

গতিঃ পরময়নং তং মামেবম্ভূতং এবমীভ্যত্তীতেন পদেন অম্বন্ধঃ মৎপরায়ণঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতা-ভাষ্যে নবমোঽধ্যায়ঃ।

আনন্দগিরিকৃতটীকা।

পারমার্থিকেন রূপেণ প্রত্যক্তেন জ্ঞানং পরমেশ্বরস্য পরমারাধনমিত্যভিদধতা সোপাধিকং তৎপদবাচ্যং নিরুপাধিকঞ্চ তৎপদলক্ষ্যং ব্যাখ্যাতং ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দগিরিকৃতটীকায়াং নবমোঽধ্যায়ঃ।

স্বামিকৃতটীকা।

মমস্কুরু, এবমেভিঃ প্রকারৈ র্মৎপরায়ণঃ সন্নাত্মানং মনো ময়ি যুক্ত্বা সমাধায় মামেব পরমানন্দরূপমেষ্যসি প্রাপস্যসি।

নিজমৈশ্বর্য্যমাশ্চর্য্যং ভক্তেশ্চাদ্ভুতবৈভবম্।
নবমে রাজগুহ্যাখ্যে কৃপয়াবোচদচ্যুতঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রী শ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং নবমোঽধ্যায়ঃ।

আভাস।

মানব যদি স্ত্রী-পুত্রাদির চিন্তার ন্যায়, সকল সময়ে হৃষীকেশ গোবিন্দ দামোদর এবং নারায়ণাদি ভগবানের নাম উচ্চারণে এবং সেই সকল প্রিয় মূর্ত্তির অবধারণে দিন অতিবাহিত করে, ভীষণ মৃত্যু-কালে গোবিন্দ স্বীয় বিগ্রহ ধারণে ভক্তের হৃদয়ে বিনা আহ্বানে উদিত হইয়া, উক্তকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। অতএব বিষয়-চিন্তার ন্যায় ভগবচ্চিন্তার অভ্যাস করা প্রয়োজন। তাহাতে চিত্ত তন্ময় হইয়া থাকে; বিষয় চিন্তা হৃদয়ে স্থান পায় না। পরমাত্মার স্বরূপ গোবিন্দকে নিরন্তর প্রণাম, তন্নাম জপ, এবং তাঁহাতে প্রেম করিলে, চরমে পরম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সন্দেহ নাই ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃত নবম অধ্যায়ের আভাস সমাপ্ত॥